প্রকাশ ঃ ১৫ই আগস্ট ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ
৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক ঃ
শম্ভুনাথ চক্রবর্তী
লক্ষ্মী নারায়ণ প্রেস
৪৫/১/এইচ/১৪ মুরারী পুকুর রোড, কলিকাতা-৩৪

ভূমিকা

'সাক্ষরতা প্রকাশনে'র এই 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' প্রকাশ করার প্রধান উদ্দেশ্য তাঁদের সদ্যসাক্ষর পাঠকদের হাতে সর্ব বাঙালীর প্রিয় একখানা অবশ্যপাঠ্য বই তুলে দেওয়া। সেইসঙ্গে স্বল্প-মূল্যতার জন্য এ বই সাধারণ বাঙালি পাঠকেরও তা সমাদর লাভ করবে, এও তাঁরা আশা করেন। কারণ, এমন বাঙালি কে আছে যে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' বা 'কাশীদাসী মহাভারত' পড়তে চায় না?

এক সময়ে এই রামায়ণ-মহাভারত ছিল বাঙালির প্রধান পাঠ্য। তাছাড়া, যাত্রা, কথকতা, কবিগান, ভাসান, পাঁচালী প্রভৃতি নানা পালাগানের মত রামায়ণও গাওয়া হ'ত। অধিকাংশ যাত্রা ও গানগাথার বিষয়ই ছিল পুরাণ, বিশেষ করে রামের কথা ও কৃষ্ণের কথা। শত দেড়েক বৎসর আগে (১৮০৩-১৮০৪ খ্রীঃ) শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা তাঁদের মুদ্রাযন্ত্রে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার আয়োজন করেন। পরে সে অঞ্চলে প্রচলিত কাশীদাসের মহাভারতও তাঁরা ছেপে প্রকাশিত করেন। যারা পড়তে জানে তারা পড়ে, যারা পড়তে জানে না তারা চারিদিকে গোল হয়ে বসে পড়া শোনে—সাধারণ বাঙালির কাছে রামায়ণ বলতে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', মহাভারত বলতে 'কাশীদাসী মহাভারত'।

অবশ্য যাঁরা সংস্কৃত জানতেন এবং আগ্রহবান্ ছিলেন তাঁরা বাল্মীকির রামায়ণও পড়তেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছাড়া কয়জন ততটা সংস্কৃত জানত আর মূল রামায়ণ পড়ত? সাধারণ মানুষের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের কথা নানারূপে পৌঁছে গিয়েছিল দু-হাজার—আড়াই-হাজার বৎসর আগেই। বাল্মীকির পরে তা একটা সর্বগ্রাহ্য আকারও লাভ করে। ক্রমে সেই রামায়ণ-কথা দেশীয় ভাষায় লিখিত হতে থাকে। এখন তিনটি আধুনিক ভারতের ভাষায় তিনটি এরূপ মহাগ্রন্থ পাই—তামিল ভাষায় লিখিত কম্বনের রামায়ণ—সে প্রায় ৮-৯ শতবৎসর আগে লেখা, খুব বড় নয়। সেই তামিল ভাষা এখনকার তামিল-ভাষীরা পড়েও সহজে বুঝতে পারে না। বাঙলায় লিখিত কৃত্তিবাস ওঝার 'রামপাঁচালী',—তা বোধ হয় প্রায় পাঁচ শত বৎসর আগে লেখা, তাই আমাদের 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'। আর কৃত্তিবাসের শতখানেক বৎসর পরে কোশলিয়া উপভাষায় ('আওধি উপভাষায়') গোস্বামী তুলসীদাসজীর 'রামচরিতমানস', তাই হিন্দীভাষী জগতের তুলসী রামায়ণ, অবশ্য সেই আওধি ভাষা—হিন্দীতে ব্যাখ্যা করে না দিলে হিন্দীভাষীরাও সাধারণতঃ তুলসী রামায়ণ বুঝে উঠতে পারে না। এই তিন ভাষার লোকদের তাই শত শত বৎসর ধ'রে রামায়ণকাহিনীর সঙ্গে পরিচয়। কারণ, একে তো তা রামচন্দ্রের কথা, তার উপর এত গল্প, এত আনন্দ আর কিসে পাওয়া যাবে? বাঙলায় কৃত্তিবাসের পরেও বহু কবিআরও রামায়ণ লিখেছিলেন,—কেউ আংশিক, কেউ প্রায় সম্পূর্ণ, কেউ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। তবে কৃত্তিবাসই বাঙালির কাছে রামায়ণের প্রধান কবি—যেন মহর্ষি বাল্মীকির বাঙালি প্রতিনিধি।

কৃত্তিবাস কে? কৃত্তিবাস-রামায়ণে তাঁর নিজ মুখে নিজের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নিজের লেখা বলেই অনেকে তা মনে করেন। সে অনুসারে তাঁর গোষ্ঠী-গোত্র, পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, এবং যে রাজার তিনি সমাদর লাভ করেন, যাঁর রাজত্বকালে রামায়ণ রচনা করেন, সেই রাজা ও তাঁর পাত্রমিত্রদের কথাও জানতে পারি। মনে হয় সেই গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ, খ্রীঃ ১৪০৯ থেকে খ্রীঃ ১৪১৪ পর্যন্ত যিনি রাজত্ব করেন; সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের 'রামপাঁচালী' ওইরূপ সময়ে রচিত হয়েছিল। তাঁর পরেও বাঙলা ভাষায় যাঁরা অনেকে রামায়ণ লিখেছিলেন, আমরা জানি, তাঁদের মধ্যে একজন স্ত্রীকবিও

ছিলেন,—দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী। বাংলাদেশের মৈমনসিংহ অঞ্চলে তাঁর রামায়ণ মুখে মুখে গাওয়া হত। এরূপ আরও অনেকে রামায়ণ লিখেছিলেন—তার মধ্যে প্রসিদ্ধ উত্তরবঙ্গের 'অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ কথা' (পাবনার নিত্যানন্দ আচার্যের লেখা), নোয়াখালি-ভুলুয়ার ভবানী দাসের ('শ্রীরাম পাঁচালী') এবং আরও পরেকার কোচবিহার ও বাঁকুড়ার রামায়ণ বিষয়ের কবিরা যেমন, ফকিররাম 'কবিভূষণে'র, 'কবিচন্দ্র' শঙ্কর চক্রবর্তী ('অধ্যাত্ম রামায়ণ'), বিশেষ করে 'যতি' রামানন্দ ঘোষ ও জগৎরাম বাঁড়ুজ্জে ('অদ্ভুত রামায়ণ'), প্রভৃতি। এইসব বাঙলা রামায়ণের কথা ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ইংরেজীতে 'দি বেঙ্গলী রামায়ণ'-এ জানিয়েছেন, অনেকেও বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন (সংক্ষেপে দ্রষ্টব্য—গোপাল হালদারের 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা'র, প্রথম খণ্ড)। সেই সব কবিদের কারও কারও লেখা এই 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে' ঢুকে গিয়েছে। কারণ, কৃত্তিবাসের 'রামপাঁচালী'র ভাষা লেখকদের হাতে বদলে বদলে এসেছে শুধু ভাষা নয়, যা বাঙালী সাধারণ মানুষের প্রাণমন চায় সেরূপ উপাখ্যানও ক্রমে তার অঙ্গীভূত হয়েছে। বিশেষ করে খ্রীঃ ১৮৩০-'৩৪ সালে শ্রীরামপুরের মুদ্রিত সংস্করণে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সেই ভাষাকে আরও মেজে-ঘষে একেবারে নতুন করে দেন। এই 'জয়গোপালী কৃত্তিবাস' বটতলায় ছাপা হয়ে হয়ে তা-ই গত সোয়াশ বৎসর ধরে বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে—এখন তারই নাম 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'—তা কৃত্তিবাসেরও যেমন, তেমনি সকল বাঙালীর ; এ যেন বাঙালীর লোকরামায়ণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকেরা, ঢাকার নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা খাঁটি কৃত্তিবাসী রচনা খুঁজেও উদ্ধার করতে পারেননি। প্রয়োজনই বা কি ?

রামায়ণের কাহিনী ও মহাভারতের কাহিনী যুগে যুগে, দেশে দেশে, অঞ্চলে-অঞ্চলে বদলে বদলে এভাবেই গড়ে উঠেছে—বাল্মীকির রামায়ণে যা রামের কথা আছে তা ছাড়াও সেই হাজার বৎসর আগেও এদেশে আরও রামের কথা প্রচলিত ছিল। তা ছাড়াও, বাল্মীকিরও পূর্বে পালি, 'দশরথ জাতকে'র গল্পে রাম-সীতা ছিলেন ভ্রাতাভগ্নী, তারপর পতিপত্নী। চীন থেকে যবদ্বীপ, সুমাত্রা এমনকি ইন্দোচীনে রামায়ণের প্রধান প্রধান কাহিনী কথায়, এমন কি মন্দিরের চিত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য প্রায় সর্বত্রই মোটামুটি মিলও আছে—তিনটি মূল আখ্যান সকলের অবলম্বন—অযোধ্যার কাহিনী, কিষ্কিন্ধ্যার কাহিনী ও রাবণের কাহিনী। বাল্মীকির রামায়ণে সেই দুই-আড়াই হাজার বৎসর আগেকার প্রচলিত প্রধান উপাখ্যানগুলি একটা কবিত্বময় রূপ লাভ করেছে—তখনকার ব্রাহ্মণ্যধর্মের সামাজিক আদর্শ তাতে তুলে ধরা হয়েছে। ব্যাসের মহাভারতেও কুরুপাণ্ডবের কথা, যদুবংশের কথা ও প্রচলিত উপাখ্যানগুলি একত্র গ্রথিত হয়েছিল। তাতেও সেই ধর্ম স্থাপনের আদর্শ তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেই মহাভারত তা সত্ত্বেও নানাভাবের ও নানা কর্মের সংঘাত ও সম্মেলন সমন্বিত ভারতবর্ষের এক মহা-ইতিহাস। তাই সংস্কৃত মহাভারত ইতিহাসের তথ্যের আকর। যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে হলেও, সেই ইতিহাস বুঝে বুঝে পড়া শিক্ষিতদের একটা কর্তব্য, বাল্মীকির রামায়ণেরও সে গুরুত্ব আছে ; কিন্তু মহাভারতের তুলনায় কম। বাল্মীকির রামায়ণের প্রধান গুরুত্ব—তা আদর্শের চিত্রশালা। উদ্দেশ্য—গৃহী ও সামাজিক মানুষের কাছে অনুকরণীয় মহৎ চরিত্র তুলে ধরা ;—পিতার আদর্শ, পুত্রের আদর্শ, পতির আদর্শ, পত্নীর আদর্শ, ভ্রাতার আদর্শ, রাজাপ্রজার আদর্শ, প্রভুভৃত্যের আদর্শ—এসব লোকের জীবনে স্থাপন করা। দ্বিতীয়তঃ, বাল্মীকির অসামান্য কৃতিত্ব—মহাকাব্য রচনা, সরল সংস্কৃত ভাষায় অপূর্ব শৌর্যবীর্যসমৃদ্ধ করুণ রসের মহাকাব্য তাঁর রামায়ণ—চরিত্রচিত্রে কেন, প্রকৃতি-বর্ণনায়ও তা মনোহরণ করে। সে সব অনুবাদে রক্ষা করা সহজ নয়। তবু রাজশেখর বসুর রামায়ণের সারানুবাদ সুপাঠ্য।

'কৃত্তিবাসী রামায়ণে'র গুণ কিন্তু সেরূপ নয়। প্রথমতঃ তা অনুবাদ নয়, প্রায় স্বতন্ত্র এক কাব্য। তাতে এমন অনেক কথা আছে যা বাল্মীকিতেও নেই, কিন্তু বাঙালীর মনোরঞ্জক—যেমন 'অঙ্গদ-রায়বারের' বিদ্রূপ কিম্বা তরণীসেনের ভক্তিভরা অশ্রুধৌত কাহিনী। (এ দুটি কৃত্তিবাসেরও রচনা নয়, পরেকার অন্য কবিদের লেখা)। আসল কথা, 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে'র রাম বীর হলেও বাঙালী বীর, স্নেহে মমতায় কোমল প্রকৃতির মানুষ। আর রাম-সীতা-লক্ষ্মণ প্রত্যেকটি বাঙালি আদর্শে বাঙালি ঘরের মানুষ। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে' ভক্তির প্রাবল্য যথেষ্ট। তবু আমাদের জানা উচিত, তুলসী দাসের 'রামচরিতমানসে' ভক্তি আরও গভীর, আর তুলসীদাসের কবিত্ব অতুলনীয়।

'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' আমাদের অন্ততঃ চারশ' বৎসর ধরে আপনার হয়ে উঠেছে। আবার চার শ বৎসর ধরে সে রামায়ণ আমাদের নিজেদের আদর্শ ও নিজেদের চরিত্র নিজেদের কাছে তুলে ধরেছে। দু-হাজার বৎসর ধরে 'বাল্মীকি রামায়ণ' সর্বভারতীয় বর্ণাশ্রমধর্মের আদর্শ তুলে ধরেছে। বাল্মীকিকে মেনেও, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ধরে রেখেছে বাঙালীর নিজের ঘরোয়া আদর্শ। এ আদর্শ এখনো প্রাণময়—যদি আমরা বুঝি কী কী কালের নিয়মে এখন অচল, কী কী এখনো গ্রহণীয়। যেমন, হোন শ্রীরাম অবতার, কিন্তু মানুষের আদর্শ হিসেবে রামের বালিবধে, সীতা-ত্যাগে সেদিনেও লোকের দ্বিধা ছিল। আজ আমরা কি বেদপাঠের জন্য রাজা রামচন্দ্রের দ্বারা শূদ্রের শিরচ্ছেদ সমর্থন করব? না, শ্রীরামের গুহক চণ্ডালকে কোল দেওয়া, শবরীকে সম্মান দেওয়া, সমাজচ্যুতা অহল্যাকে সমাজে পুনঃস্থাপন করার প্রাণবান্ মানবীয় দৃষ্টান্তও আদর্শকে বেশি গুরুত্ব দেব? রামায়ণ পড়তে পড়তে আজও আমরা যে রাম ও সীতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করি—তাঁরা হচ্ছেন এই চিরদিনের মহানুভব রাম, চিরদুঃখিনী অথচ মাধুর্যময়ী স্বভাব-সচেতনা সীতা—যিনি স্বামীর দ্বারা অপমানের বিরুদ্ধে আপনার শেষ প্রতিবাদ জানান সমস্ত পুরুষ-শাসিত সমাজ-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, রাজশক্তির বিরুদ্ধে—'ধরণী তুমিই আমাকে কোলে স্থান দাও।' বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের চরিত্ররা আমাদের যুগযুগ-বাহিত সমাজ-জীবনের আদর্শগত রূপ; আমাদের তাঁরা পোষণ করেছেন, পালন করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁদের সেই আশ্রয় আরও বিস্তৃত হয়ে, তাঁদের সেই জীবনবাণী আরও মহত্তর হয়ে সর্বকালীন সত্যের বোধনমন্ত্র রূপে দেশের আক্ষুদ্র সকলের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ ও সর্বজনীন জীবনধর্মের প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে—এ কথা বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নয়। এ জন্যই, ভারতীয় জীবন-রূপকে বুঝবার জন্য মহাভারতের অনুবাদ; এবং বাঙালির অন্তররূপকে বুঝবার জন্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ আমরা আমাদের সদ্যসাক্ষর স্বদেশবাসীদের হাতে তুলে দিতে চাই। অন্ততঃ সুশিক্ষা ও গল্পপাঠের এমন আনন্দ আর কোথাও তাঁরা পাবেন না।

'কৃত্তিবাসী রামায়ণের' বহু সংস্করণ বাজারে প্রচলিত। সাধারণভাবে কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়। সম্পাদকীয় মৌলিকতা যার যা তাও গুরুতর কিছু নয়। কারণ তাতে মৌলিকতার বিশেষ অবকাশ আছে, আমরা বোধ করিনি। তথাপি সবিনয়ে সকল সংস্করণের কর্তৃপক্ষকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। জয়গোপাল থেকে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কেন, আধুনিকতম বটতলার প্রকাশকদের সকলেরই নিকট আমাদের ঋণ। বর্তমান প্রকাশকদের প্রয়াসও নিশ্চয় প্রশংসনীয়—এই দুর্মূল্যতা ও মুদ্রণ-সংকটের মধ্যেও তাঁরা সুলভ মূল্যে এই গ্রন্থ প্রচারে সাহসী হয়েছেন। তাঁদের প্রয়াস সার্থক হোক। ইতি

গোপাল হালদার

সূচীপত্র

সুন্দরাকাণ্ড

লঙ্কাকাণ্ড

উত্তরাকাণ্ড



বিষ্ণুর চারি অংশে প্রকাশ

গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর ॥
সেখানে অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু।
যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু ॥
দিবানিশি তথা চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ।
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস ॥
নেতপাট সিংহাসন-উপরেতে তুলি।
বীরাসনে বসিয়া আছেন বনমালী ॥
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইব প্রকাশ ॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ ॥
লক্ষ্মীমূর্ত্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে।
স্বর্ণছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে ॥
ভরত শত্রুঘ্ন তাঁরে ঢুলান চামর।
হনূমান স্তব করে যুড়ি দুই কর ॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর।
হেনকালে চলিলা নারদ মুনিবর ॥
বীণাযন্ত্র হাতে করি হরিগুণ গান।
উত্তরিলা গিয়া মুনি প্রভু-বিদ্যমান ॥
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে।
বসন তিতিল তাঁর নয়নের নীরে ॥
হেন রূপ ধরিলেন কেন নারায়ণ।
ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পঞ্চানন ॥
ভাবী ভূত বর্ত্তমান শিব ভাল জানে।
এ কথা কহিব গিয়া মহেশের স্থানে ॥
এতেক ভাবিয়া যাত্রা করে মুনিবর।
উত্তরিলা প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর ॥
বিধাতারে লয়ে যান কৈলাসশিখরে।
শিবকে বন্দিয়া পরে বন্দিলা দুর্গারে ॥
নিরখিয়া দুইজনে তুষ্ট মহেশ্বর।
জিজ্ঞাসা করেন তবে তাঁদের গোচর ॥
কহ ব্রহ্মা, কহ হে নারদ তপোধন।
দোঁহে আনন্দিত অদ্য দেখি কি কারণ ॥
বিরিঞ্চি বলেন শুন দেব ভোলানাথ।
দেখিলাম গোলোকে অপূর্ব্ব জগন্নাথ ॥
দেখিতাম পূর্ব্বেতে কেবল নারায়ণ।
চারি অংশ দেখিলাম কিসের কারণ ॥
ব্রহ্মাবাক্য শুনিয়া কহেন কৃত্তিবাস।
সেইরূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ ॥
যে রূপে আছেন হরি গোলোক-ভিতর।
জন্ম নিতে আছে ষাটি সহস্র বৎসর ॥
রাবণ রাক্ষস হবে পৃথিবীমণ্ডলে।
তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে ॥
দশরথ-ঘরে জন্ম নিবে চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন ॥
এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া।
তিন গর্ভে জন্মিবেন শুভক্ষণ পাইয়া ॥

জানকী সহিত রাম লইয়া লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালনার্থ যাইবেন বন॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রাবণ।
লবকুশ নামে হবে সীতার নন্দন॥
মনুষ্য গোহত্যা-আদি যত পাপ করে।
একবার রামনামে সর্ব্বপাপ তরে॥
মহাপাপী হয়ে যদি রামনাম লয়।
সংসারসমুদ্র তার বৎসপদ হয়॥
হাসিয়া বলেন ব্রহ্মা শুন ত্রিলোচন।
পৃথিবীতে হেন পাপী আছে কোন্ জন॥
ধূর্জ্জটি বলেন মম বাক্যে দেহ মন।
মধ্যপথে মহাপাপী আছে একজন॥
তারে গিয়া রামনাম দেহ একবার।
তবে সে নিতান্ত মুক্ত হইবে সংসার॥
বিধাতা নারদমুনি ভাবে দুইজন।
পৃথিবীতে মহাপাপী আছে সে কেমন॥
চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর॥
বিরিঞ্চি নারদ দোঁহে সন্ন্যাসী হইয়া।
রত্নাকর কাছে দোঁহে মিলিল আসিয়া॥
বিধাতার মায়া হৈল রত্নাকর প্রতি।
সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি
উচ্চবৃক্ষে চড়িয়া সে চতুর্দ্দিকে চায়।
ব্রহ্মানারদেরে পথে দেখিবারে পায়॥
ভাবে দস্যু রত্নাকর লুকাইয়া বনে।
সন্ন্যাসী মারিয়া বস্ত্র লইব এক্ষণে॥
বিধাতা নারদ দোঁহে যান সেই পথে।
লোহার মুদ্গর তোলে ব্রহ্মারে বধিতে॥
ব্রহ্মার মায়াতে তার মুদ্গর না চলে।
মায়ায় মুদ্গর বদ্ধ তার করতলে॥
না পারে মারিতে দস্যু ভাবে মনে মন।
ব্রহ্মা জিজ্ঞাসেন, বাপু, তুমি কোন্ জন॥
রত্নাকর বলে তুমি না চিন আমারে।
লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে॥
ব্রহ্মা বলে মোরে মারি কত পাবে ধন।
করিয়াছ যত পাপ কহিব এখন॥
শত শত্রু মারিলে যতেক পাপ হয়।
এক গো বধিলে তত পাপের উদয়॥
একশত ধেনু বধ যেই জন করে।
তত পাপ হয় যদি এক নারী মারে॥
একশত নারীহত্যা করে যেই জন।
তত পাপ হয় এক মারিলে ব্রাহ্মণ॥
একশত ব্রহ্মবধে যত পাপোদয়।
এক ব্রহ্মচারিবধে তত পাপ হয়॥
ব্রহ্মচারী মারিলে পাতক হয় রাশি।
সংখ্যা নাই কত পাপ মারিলে সন্ন্যাসী॥
যেই পথ দিয়া গতি করেন সন্ন্যাসী।
আড়ে দীর্ঘে চারিক্রোশ তুল্য বারাণসী॥
সে পাপ করিতে যদি থাকে তব মন।
করহ এতেক পাপ কহিনু এখন॥
শুনিয়া কহিল দস্যু রত্নাকর হাসি।
মারিয়াছি তোমা হেন কতেক সন্ন্যাসী॥
ব্রহ্মা বলিলেন যদি না ছাড়িবে মোরে।
ভাল স্থল দেখি তবে বধহ আমারে॥
যথা কীটপতঙ্গাদি পিপীলিকা গন্ধে।
লোভে না আইসে ঘৃতে খাইতে আনন্দে॥
মারিয়া দণ্ডের বাড়ি পাড়িবা ভূমিতে।
পিপীলিকা মরিবেক আমার চাপেতে॥
জিজ্ঞাসেন ব্রহ্মা পাপ কর কার লাগি।
তোমার এ পাতকের কে হইবে ভাগী॥
দস্যু বলে আমি যত লয়ে যাই ধন।
মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারিজন॥
যেবা কিছু বেচি কিনি খাই চারিজনে।
আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে॥
শুনিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলেন তবে।
তোমার পাপের ভাগী তারা কেন হবে॥
করিয়াছ যত পাপ আপনার কায়ে।
আপনি করিলে পাপ আপনারি দায়ে॥
জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয়।
তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয়।
নিতান্ত আমারে বধ কর তবে তুমি।
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি॥
হরিষে বিষাদে দস্যু লাগিল ভাবিতে।
বলে এই যুক্তি বুঝি কর পলাইতে॥
ব্রহ্মা বলে সত্য করি না পলাব আমি।
মাতা পিতা পত্নী সবে জিজ্ঞাসহ তুমি॥

অতঃপর যায় দস্যু ফিরি ফিরি চায়।
ভাবে বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায়॥
প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন।
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥



রামনামে দস্যু রত্নাকরের পাপক্ষয়

মানুষ মারিয়া আনি যত ধন আমি।
আমার পাপের ভাগী বট কিনা তুমি॥
পুত্রের বচন শুনি কুপিল চ্যবন।
হেন কথা তোমায় বলিল কোন্ জন॥
কোন্ শাস্ত্রে শুনিয়াছ কে কহে তোমারে।
পুত্রকৃত পাপভাগ লাগিবে পিতারে॥
অজ্ঞান বালক তোরে কি কহিব কথা।
কভু পিতা পুত্র হয পুত্র হয় পিতা॥
যখন বালক ছিলা পিতা ছিনু আমি।
এখন বালক আমি পিতা হৈলা তুমি॥
যখন বালক ছিলা না ছিল যৌবন।
বহু দুঃখ করি তব করেছি পালন॥
যত করিয়াছি পাপ আপনি সংসারে।
সে সব পাপের ভাগ না লাগে তোমারে॥
এবে পিতা হইয়াছ পুত্রতুল্য আমি।
কোনরূপে আমারে পুষিবে নিত্য তুমি॥
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন।
তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ॥
শুনিয়া বাপের বাক্য মাথা হেঁট করে।
কান্দিতে কান্দিতে কহে মায়ের গোচরে॥
সত্য করি আমারে গো কহিবা জননী।
আমার পাপের ভাগী হইবা আপনি॥
জননী কহিলা ক্রুদ্ধা হইয়া অপার।
এক দিবসের ধার কে শোধে মাতার॥
দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায়।
তব কৃত পাপ, পুত্র, না লাগে আমায়॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য মাথা হেঁট কৈল।
পত্নীর নিকটে গিয়া সকল কহিল॥
জিজ্ঞাসি তোমারে, প্রিয়ে, সত্য করি কও।
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও॥

শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী।
নিবেদন করি, প্রভু, শুন গুণমণি॥
বিধাতা করিল মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভাগী।
অন্য পাপ নিতে পারি এ পাপ তেয়াগি॥
যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ।
সর্ব্বদা করিবা মম রক্ষণপোষণ॥
আর যত পাপ-পুণ্য-ভাগ লাগে মোরে।
পোষণার্থে পাপভাগ না লাগে আমারে॥
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায়।
এইমাত্র জানি তুমি পালিবে আমায়॥
শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্নাকর ডরে।
কেমনে তরিব আমি এ পাপসাগরে॥
ডুবিনু পাপেতে মম কি হইবে গতি।
কান্দিতে লাগিল দস্যু স্মরিয়া দুষ্কৃতি॥
লোহার মুদ্গর নিজ মাথায় মারিয়া।
পড়িল ভূমেতে দস্যু অচেতন হৈয়া॥
উঠিয়া মুনির পুত্র ভাবিল অন্তরে।
সেই মহাজন যদি মোরে কৃপা করে॥
ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিধানে গিয়া।
কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ হৈয়া॥
একে একে জিজ্ঞাসিনু আমি সবাকারে।
মম পাপভাগী কেহ নাহিক সংসারে॥
আপনি করিয়া কৃপা দিলা দিব্যজ্ঞান।
এই সব পাপে কিসে পাব পরিত্রাণ॥
কহিলেন পিতামহ মুনির কুমারে।
তুমি স্নান করিয়া আইস সরোবরে॥
শুনি চলে রত্নাকর সরোবর-পাড়ে।
তার দৃষ্টিমাত্র জল বাষ্প হৈয়া উড়ে॥
শুষ্ক স্থলে মরে মীন মকর কুম্ভীর।
কহিল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া নীর॥
ছিল যে অগাধ জল এই সরোবরে।
মম দৃষ্টিমাত্র তাহা যাইল অন্তরে॥
শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা সঙ্গী তপোধনে।
হইয়াছে পূর্ণ পাপ তরিবে কেমনে॥
কমণ্ডলুজল ছিল দিলেন মাথায়।
মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায়॥
নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে তার কর্ণে।
একবার রামনাম বল রে বদনে॥

পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে।
কহিল আমার মুখে ও কথা না স্ফুরে ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় চিন্তা হৈল মনে।
উচ্চারিবে রামনাম এ মুখে কেমনে ॥
ম-কার করিলে অগ্রে রা করিলে শেষে।
তবে না পাপীর মুখে রামনাম আসে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া।
মনুষ্য মরিলে, বাপু, ডাক কি বলিয়া ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর।
মৃত মনুষ্যেরে মড়া বলে সব নর ॥
মড়া নয় মরা বলি জপ অবিরাম।
তব মুখে তখনি সরিবে রামনাম ॥
শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে।
অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাহারে ॥
বহুক্ষণে রত্নাকর করি অনুমান।
বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠখান ॥
মরা মরা বলিতে আইল রামনাম।
পাইল সকল পাপে দস্যু পরিত্রাণ ॥
তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রামনামে সর্ব্বপাপক্ষয় ॥
নামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার তরাস।
আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥



ব্রহ্মাকর্ত্তৃক রত্নাকরের বাল্মীকি নামকরণ ও রামায়ণ-রচনার আদেশ

বিশ্বস্রষ্টা নারদেরে কহেন বচন।
যে কহিলা মিথ্যা নহে শিবের কথন ॥
রামনাম ব্রহ্মাস্থানে পেয়ে রত্নাকর।
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসর ॥
সেই নাম জপে এক স্থানে একাসনে।
সর্ব্বাঙ্গ খাইল বল্মীকের কীটগণে ॥
মাংস খাইয়া করিল যে পিণ্ড সোসর।
হইল কণ্টক কুশ তাহার উপর ॥
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে।
বল্মীকের মধ্যে মুনি রামনাম ডাকে ॥
ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত ষাটি হাজার বৎসর।
পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মুনিবর ॥
সেখানে আসিয়া ব্রহ্মা চতুর্দ্দিকে চায়।
মনুষ্য নাহিক কেবা রামনাম গায় ॥
রামনাম শুনে মাত্র পিণ্ডের ভিতর।
জানিল ইহার মধ্যে আছে রত্নাকর ॥
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা ডাকি পুরন্দরে।
সাতদিন বৃষ্টি কর পিণ্ডের উপরে ॥
বৃষ্টিতে মৃত্তিকা গেল গলিয়া সকল।
কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিকল ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা করিলেন তাহারে আহ্বান।
চেতন পাইয়া তবে উঠিয়া দাঁড়ান ॥
ব্রহ্মারে কহিল পরে করিয়া প্রণাম।
মোরে মুক্ত কৈলে তুমি দিয়া রামনাম ॥
ব্রহ্মা বলে তব নাম রত্নাকর ছিল।
আজি হৈতে তব নাম বাল্মীকি হইল ॥
বল্মীকেতে ছিলা যেই তেঁই এ বিধান।
সাতকাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ ॥
যেই রামনাম হৈতে হইলা পবিত্র।
সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র ॥
যোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা-বিদ্যমান।
কেমন হইবে গ্রন্থ কেমন পুরাণ ॥
কেমন কবিতা ছন্দ আমি নাহি জানি।
শুনিয়া বিধাতা তারে কহিছেন বাণী ॥
সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে।
হইবে কবিতারাশি তোমার মুখেতে ॥
শ্লোকচ্ছন্দে পুরাণে কহিবে তুমি যাহা।
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা ॥
এত বলি ব্রহ্মা গেল আপন ভবন।
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥



নারদকর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদান ও রামায়ণের সূচনা

একদিন সে বাল্মীকি সরোবরকূলে।
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষমূলে ॥
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে
এক ব্যাধ ঐ পক্ষী বিন্ধিলেক নলে ॥
পক্ষীরে বিন্ধিল ব্যাধ শৃঙ্গারের কালে।
ব্যাকুল হইয়া পড়ে বাল্মীকির কোলে ॥

রামে স্মরি বলে মুনি কাণে দিয়া হাত।
জীবহত্যা কৈলে, পাপী, আমার সাক্ষাৎ ॥
শৃঙ্গারে মারিলি পক্ষী বড়ই কুকর্ম্ম।
পাপিষ্ঠ নারকী তুই নাহি তোর ধর্ম্ম ॥
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষিজাতি।
বুঝিলাম তোমার নরকে হবে স্থিতি ॥
এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে।
এই শোকে এক শ্লোক নিঃসরিল মুখে ॥
শোক হৈতে শ্লোকের হইল উপাদান।
'মা নিষাদ' বলিয়া তাহার উপাখ্যান ॥
চারি পদ ছন্দ মুনি লিখিলেন পাতে।
আপনি লিখিয়া মূল না পারে বুঝিতে ॥
ভরদ্বাজসন্নিধানে করিলা গমন।
গুরুশিষ্য বসিয়া আছেন দুইজন ॥
ব্রহ্মা তথা পাঠাইয়া দিল নারদেবে।
বাল্মীকিরে উপদেশ প্রদানের তরে ॥
যেখানে বাল্মীকি মুনি ভাবেন বসিয়া।
সেখানে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া ॥
নারদে দেখিয়া মুনি সম্ভ্রমে উঠিল।
দণ্ডবৎ করিয়া আসন তাঁরে দিল ॥
সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে।
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তাঁরে ॥
এই শ্লোকচ্ছন্দে তুমি রচ রামায়ণ।
উপদেশ কহি জানি তুমি সে ভাজন ॥
সূর্য্যবংশে দশরথ হবে নরপতি।
রাবণ বধিতে জন্মিবেন লক্ষ্মীপতি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন।
তিন গর্ভে জন্মিবেক এই চারিজন ॥
সীতাদেবী জন্মিবেক জনকের ঘরে।
ধনুর্ভঙ্গপণে তাঁর বিবাহ তৎপরে ॥
পিতার আজ্ঞায় রাম যাইবেন বন।
সঙ্গেতে যাবেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ ॥
সীতারে হরিয়া লবে লঙ্কার রাবণ।
সুগ্রীব সহিত রাম করিবে মিলন ॥
বালীকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্যভার।
সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার ॥
দশমুণ্ড বিশহাত মারিয়া রাবণ।
অযোধ্যায় হইবেন রাজা নারায়ণ ॥
কহিবেন অগস্ত্য রাবণদিগ্বিজয়।
পুনরপি সীতাকে বর্জ্জিবে মহাশয় ॥
পঞ্চমাসগর্ভবতী সীতারে গোপনে।
লক্ষ্মণ রাখিবে তাঁরে তব তপোবনে ॥
কুশলব নামে হবে সীতার নন্দন।
উভয়ে শিখাবে তুমি বেদ রামায়ণ ॥
এগার সহস্র বর্ষ পালিবেন ক্ষিতি।
পুত্রে রাজ্য দিয়া স্বর্গে করিবেন গতি ॥
জন্ম হৈতে কহিলাম স্বর্গ-আরোহণ।
জন্মিয়া করিবে ইহা প্রভু নারায়ণ ॥
এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস।
আদিকাণ্ডে গাইলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস



মান্ধাতার উপাখ্যান

আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিনজন ॥
তিন পুত্র হইল তনয়া এক জানি।
সকলে তাঁহার নাম রাখিল কন্দিনী ॥
জরৎকারুমুনিপুত্রে সে নারদ আনি।
তাহারে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী ॥
সবে গায় বাজায় নারদমুনি বেণু।
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম হৈল ভানু
তাঁহারে বিবাহ দিল জমদগ্নি বরে।
এক অংশে জন্মিলেন বিষ্ণু তাঁর ঘরে ॥
তপস্যা করিল বহু ব্রহ্মার কাছেতে।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মরীচ নামেতে ॥
মরীচের নন্দন কশ্যপ নাম ধরে।
তাঁর পুত্র সূর্য্য ইহা বিদিত সংসারে ॥
সূর্য্যের হইল পুত্র মনু নাম তাঁর।
সুষেণ তাঁহার পুত্র রূপে চমৎকার ॥
প্রসন্ন তাঁহার পুত্র অতি সে সুঠাম।
হইল তাঁহার পুত্র যুবনাশ্ব নাম ॥
যুবনাশ্ব হৈল রাজা অযোধ্যানগরে।
বিবাহ করিতে গেল কন্দকের ঘরে ॥
কালনিমি নামে কন্যা কন্দকরাজার।
বিবাহ করিল যুবনাশ্ব গুণাধার ॥

বিবাহ করিল মাত্র সম্ভাষ না করে।
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা বলিল বাপেরে॥
বিশেষ জানিয়া সে কন্দক মহাপতি।
অভিশাপ করিলেক জামাতার প্রতি॥
তপস্যা করিয়া যবে আইল ভূপতি।
প্রণতি করিয়া দ্বিজে মাগিল সন্ততি॥
আশীর্ব্বাদ কর মম হউক নন্দন।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে দ্বিজগণ॥
পত্নীসহ তোমার নাহিক দরশন।
কেমনে বলিব তব হইবে নন্দন॥
এই যুক্তি কর, রাজা, যদি লয় মন।
যজ্ঞ কর তবে তব হইবে নন্দন॥
যজ্ঞজল করাইবা রাণীকে ভক্ষণ।
হইবে তোমার পুত্র অতি বিচক্ষণ॥
যজ্ঞ করি জল রাজা রাখে নিজ ঘরে।
শয়ন করিল রাজা খাটের উপরে॥
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
'জল আন' বলি রাজা হইল কাতর॥
তৃষ্ণায় পীড়িত রাজা আকুল হইল
যজ্ঞজল ছিল তাহা মুখেতে ঢালিল॥
প্রভাতে প্রকাশ হৈল সূর্য্যের কিরণ।
'জল আন' বলি ডাকে যতেক ব্রাহ্মণ।
রাজা বলে, দ্বিজগণ, করি নিবেদন।
রাত্রিকালে জল আমি করেছি সেবন॥
এ কথা শুনিয়া বলে যত মহামতি।
মৃত্যু হবে কিন্তু তব হইবে সন্ততি॥
শ্বশুরের অভিশাপ তাহারে লাগিল।
যুবনাশ্ব মহারাজা গর্ভবতী হইল॥
দশমাস গর্ভ পূর্ণ হইল রাজার।
বাহির হইল পেট চিরিয়া কুমার॥
নৃপতি ত্যজিল প্রাণ পেয়ে নানা ব্যথা।
ব্রহ্মা আসি পুত্রনাম রাখিল মান্ধাতা॥
অযোধ্যানগরে রাজা হইল মান্ধাতা।
সপ্তদ্বীপ-অধিপতি পুণ্যশীল দাতা॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান।
আদিকাণ্ডে গান মান্ধাতার উপাখ্যান॥



সূর্য্যবংশধ্বংস এবং হারীতের জন্ম ও রাজ্যাভিষেক

মান্ধাতার তনয় হইল মুচুকুন্দ।
সমর পাইলে তাঁর হৃদয়ে আনন্দ॥
তাঁহার তনয় পৃথু নামে নৃপবর।
যাঁর রথচক্রে সপ্ত হইল সাগর॥
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি।
বশিষ্ঠ নারদে কৈল রথের সারথি॥
শতাবর্ত্ত নামে তাঁর হইল কুমার।
আর্য্যাবর্ত্ত নামে পুত্র হইল তাহার॥
ভরত তাঁহার পুত্র অতি বলবান্।
যাহা হৈতে উপজিল ভারত পুরাণ॥
জন্মিল তাঁহার পুত্র নামেতে ভূধর।
খাণ্ড নামে তার পুত্র মহাধনুর্দ্ধর॥
খাণ্ডের হইল পুত্র দণ্ড নাম ধরে।
প্রজার কামিনী কন্যা বলাৎকার করে॥
সব প্রজা কহিলেন রাজার গোচর।
তব পুত্র হেতু ছাড়ি অযোধ্যানগর॥
এ কথা শুনিয়া খাণ্ড বিষাদিত-মন
পুত্রের বিবাহ রাজা দিল ততক্ষণ॥
পরে পাঠাইল রাজা দণ্ডেরে কাননে।
প্রবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে॥
কাননমধ্যেতে গিয়া দণ্ড নৃপবর।
বসাইল দণ্ডারণ্য বানিয়া নগর॥
তাহাতে বসতি করে শুক্র মুনিবর।
পড়িবারে দণ্ড নিত্য যায় তার ঘর॥
বিধির নির্ব্বন্ধ দেখ দৈবের ঘটন।
কামান্ধ হইয়া দণ্ড হইল নিধন॥
একদিন শুক্র গেল তপস্যা করিতে।
হেনকালে দণ্ড রাজা গেলেন পড়িতে॥
শুক্রকন্যা অব্জা যায় পুষ্প আহরণে।
দণ্ড তার প্রেমভিক্ষা করয়ে নির্জ্জনে॥
অব্জা বলে শুন রাজা কহি তব ঠাঁই।
পিতৃশিষ্য তুমি ত সম্বন্ধে হও ভাই॥
বিবাহ করিতে যদি লয় তব মন।
পিতা-বিদ্যমানে তবে কর নিবেদন॥
রাজা বলে এ কথায় স্থির নহে মন।
পাছে বিয়া হবে আগে দেহ আলিঙ্গন॥

গুরুকন্যা বলি রাজা না করে বিচার।
পুষ্পবাটিকায় তারে করে বলাৎকার ॥
তপস্যা করিয়া শুক্রমুনি আইল ঘরে।
আসন সলিল অজ্জা দিল মুনিবরে ॥
দিনান্তে অভুক্ত মুনি পোড়ে কলেবর।
কন্যারে দেখিয়া মুনি কুপিত অন্তর ॥
মুনি বলে, অজ্জা কন্যা, এ দেখি কেমন।
সর্ব্বাঙ্গে তোমার দেখি শৃঙ্গারলক্ষণ ॥
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা কহে তাঁর পাশ।
তব শিষ্য দণ্ড রাজা কৈল জাতিনাশ ॥
এই কথা শুনিয়া কুপিল মুনিবর।
'দণ্ডক' বলিয়া মুনি ডাকিল সত্বর ॥
পুঁথি কাঁখে করি দণ্ড আসে পড়িবারে।
দেখিয়া কুপিয়া মুনি কহিল তাহারে ॥
পড়াইয়া তোমারে যে দিয়াছি চেতন।
তাহার দক্ষিণা ভাল দিলে হে এখন ॥
এমত কুপুত্র যার জনমে বংশেতে।
নির্ব্বংশ হউক খাণ্ড রাজা এ দোষেতে ॥
কোপদৃষ্টে চাহিল তখন মহাঋষি।
রাজ্যশুদ্ধ হইল যে দণ্ড ভস্মরাশি ॥
অযোধ্যাতে খাণ্ড রাজা ত্যজিল জীবন।
নির্ব্বংশ হইল সূর্য্যবংশের রাজন্ ॥
অযোধ্যাতে হৈল রাজা বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
পুত্রের সমান করি পালে প্রজাগণ ॥
মুনি বলে জপ তপ সব নষ্ট হৈল।
মিছা রাজ্য করি মম জন্ম গোঙাইল ॥
ধ্যান করি জানিলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
হইবে অজ্জার এক উত্তম নন্দন ॥
ধ্যানে জানি বশিষ্ঠ কহেন শুক্রপ্রতি।
কন্যা পাঠাইয়া দেহ রাজা হবে নাতি ॥
তথ্য জানি শুক্রমুনি হৈল হৃষ্টমন।
কন্যা পাঠাবার সজ্জা করিল তখন ॥
অজ্জাকে পাঠান শুক্র অযোধ্যানগর।
অজ্জার হইল এক অপূর্ব্ব কোঙর ॥
হরণে হইল তার নাম যে হারীত।
মুনি তারে আশিস্ করিল যথোচিত ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর।
ছয়মাস-মধ্যে অন্ন দিল মুনিবর ॥
এক বৎসরের হৈল রাজার কুমার।
বসাইল লয়ে সিংহাসনের উপর ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান।
আদিকাণ্ডে গাইল দণ্ডক-উপাখ্যান ॥



রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান

হারীতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে।
হরিবীজ রাজা হৈল অযোধ্যানগরে ॥
হরি রাজা বহু কাল সুখে রাজ্য করে।
তার পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে ॥
হরিশ্চন্দ্রে সমর্পণ করি সর্ব্বদেশ।
স্বরূপে গঙ্গাতে রাজা করিল প্রবেশ ॥
পিতৃমৃত্যুপরে হরিশ্চন্দ্র হৈল রাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা ॥
সোমদত্তরাজকন্যা নাম তার শৈব্যা।
বিবাহ করিল হরিশ্চন্দ্র অতি ভব্যা ॥
পাইয়া সুন্দরী জায়া অন্তরে উল্লাস।
তাঁহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস ॥
সুখে রাজ্য করে হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
ইন্দ্রেরে লইয়া কিছু শুনহ সম্প্রতি ॥
একদিন সভাতে বসিল সুরপতি।
পঞ্চকন্যা নৃত্য করে প্রথমযুবতী ॥
নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ।
একবার করিলেক তারা তালভঙ্গ ॥
দেখিয়া করিল কোপ দেব পুরন্দর।
অভিশাপ দিল পঞ্চকন্যার উপর ॥
যৌবনগর্ব্বিতা তোরা হয়েছিস মনে।
বদ্ধ হয়ে থাক বিশ্বামিত্রতপোবনে ॥
চরণে ধরিয়া কন্যা করেন ক্রন্দন।
কত কালে হবে বল শাপবিমোচন ॥
ইন্দ্র বলে বন্দারূপে থাক তপোবনে।
মুক্ত হবে রাজা হরিশ্চন্দ্র-পরশনে ॥
নিত্য সে রূপসী পুষ্প করে আহরণ।
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে কে করে বারণ
শিষ্যসহ বিশ্বামিত্র গেল তপোবনে।
ডালভাঙ্গা গাছ সব দেখিল নয়নে ॥

এমন করিয়া ডাল ভাঙ্গে যেইজন।
আইলে লাগিবে কালি লতার বন্ধন ॥
এত বলি শাপ তারে দিল মুনিবরে।
প্রভাতে আইল কন্যা পুষ্প তুলিবারে ॥
সেইকালে কন্যা আসি ডালে ভর দিল।
লতার বন্ধন হাতে অমনি লাগিল ॥
প্রভাতে আসিয়া বিশ্বামিত্র তপোবনে।
কন্যা দেখি ভাবিতে লাগিল রুষ্টমনে ॥
অনেক প্রকারে তারে করিয়া ভর্ৎসন।
যথাস্থানে মুনিবর করিল গমন ॥
হেনকালে তথা হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
মৃগয়া করিতে করিলেন আগমন ॥
মৃগ না পাইয়া অতি ব্যাকুলিত-মন।
ক্লান্ত হন নানাস্থান করিয়া ভ্রমণ ॥
মনস্তাপ পাইয়া বসিল তরুতলে।
কন্যা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে 'হরিশ্চন্দ্র' বলে ॥
ক্রন্দন শুনিয়া রাজা গেল তপোবনে।
স্পর্শমাত্র মুক্ত হয়ে গেল পঙ্কজনে ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সৈন্যসহ নিজরাজ্যে করিল গমন ॥
প্রাতঃকালে আইলেন গাধির নন্দন।
কন্যাগণে না দেখি দুঃখিত হৈল মন ॥
আমি যে বান্ধিনু ছাড়াইল কোন্ জনে।
সর্ব্বনাশ হৈল তার সংশয় জীবনে ॥
ধ্যান করি জানিলেন গাধির নন্দন।
হরিশ্চন্দ্র ছাড়াইয়া দিল কন্যাগণ ॥
মুনি ক্রোধ করিয়া যে চলিল সত্বর।
উত্তরিল গিয়া মুনি রাজার গোচর ॥
মুনিরে দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যর্থন।
'এস এস' বলি দিল বসিতে আসন ॥
সফল ভবন মোর সফল জীবন।
মোর গৃহে আইলা যে গাধির নন্দন ॥
জ্বলন্ত অনল যেন বলে তপোধন।
যে কন্যা বান্ধিনু তারে ছাড় কি কারণ ॥
রাজা কহে কন্যা মোরে কৈল আমন্ত্রণ।
মিথ্যা না বলিব, প্রভু, করেছি মোচন ॥
দান-পুণ্য করি, প্রভু, তুমি যে ব্রাহ্মণ।
আমা প্রতি ক্রোধ কেন কর অকারণ ॥

এ কথা শুনিয়া কহে গাধির কুমার।
দান-পুণ্য কর বলে কর অহঙ্কার ॥
কি দান করিবা তুমি দেখি তব মন।
আমারে কিঞ্চিৎ দান দেহ ত রাজন্ ॥
রাজা বলে গৃহধর্ম্ম সফল জীবন।
মোর দান লবে প্রভু গাধির নন্দন ॥
যাহা চাহ তাহা দিব না করিব আন।
নানা দানে, গোসাঞি, রাখিব তব মান ॥
মুনি বলে দান দেহ যদ্যপি রাজন্।
আগেতে করহ তুমি সত্যনিবন্ধন ॥
রাজা বলে সত্য সত্য না করিব আন।
এ সত্য লঙ্ঘিলে নাহি পাব পরিত্রাণ ॥
ভূপতি করিল সত্য না বুঝিয়া ছন্দ।
মৃগ বন্দী হৈল যেন না বুঝিয়া ফান্দ ॥
মুনি বলে দেখহ সকল দেবগণ।
রাজা করিবেন নিজ সত্যের পালন ॥
মুনি বলে দিবে যদি ভেবেছ অন্তরে।
রাজন্, পৃথিবী দান করহ আমারে ॥
দানের করিল রাজা অতি পরিপাটী।
হাতে করি আনিলেন তিন-তোলা মাটী ॥
ভূদান করিল হরিশ্চন্দ্র শ্রদ্ধাযুত।
'স্বস্তি স্বস্তি' বলিয়া লইল গাধিসুত ॥
মুনি বলে দিলা দান পাইনু এখন।
দানের দক্ষিণা, রাজা, আনহ কাঞ্চন ॥
রাজা বলে দক্ষিণাতে না করিহ ঘৃণা।
দানের দক্ষিণা দিব সাত কোটি সোণা ॥
মুনি বলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
সাতকোটি কাঞ্চন করহ সমর্পণ ॥
ভূপতি করেন আজ্ঞা ভাণ্ডারীর প্রতি।
আমারে আনিয়া দেহ স্বর্ণ শীঘ্রগতি ॥
দৃঢ় করি বলে মুনি গাধির কুমার।
ভাণ্ডার উপর তব কিবা অধিকার ॥
সকল পৃথিবী দান করিলা আমারে।
ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে ॥
শুনিয়া ভাবিত রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
আপনি করিলাম আপনা সর্ব্বনাশ ॥
মুনি বলে, ভূপতি, মজিলে অহঙ্কারে।
পৃথিবী ছাড়িয়া, বেটা, যাহ স্থানান্তরে ॥



হনূমানকর্তৃক আক্রান্ত রাবণ 'অঙ্কোরভাট মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য

পাত্রমিত্র সবে বলে করি যোড়পাণি।
হরিশ্চন্দ্র ভূপে দিতে পটি একখানি ॥
সূচ্যগ্র-খননে যত উঠে বসুমতী।
উহাকে না দেয় বিশ্বামিত্র মহামতি ॥
পাত্রমিত্র বলে শুন গাধির তনয়।
কোথায় বসিবে হরিশ্চন্দ্র নিরাশ্রয় ॥
এত শুনি ক্রোধ করি বলে মহাঋষি।
পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে বারাণসী ॥
শৈব্যা নারী আর নিজে পুত্র রুহিদাস।
তিনজন যাউক করিতে কাশীবাস ॥
বিশ্বামিত্রবাক্য শুনি সূর্য্যবংশধন।
দারাপুত্র সহ কাশী করিল গমন ॥
মুনি বলে শুন রাজা আমার বচন।
দিয়া যাহ সাতকোটি আমাকে কাঞ্চন ॥
রাজা বলিছে, গোসাঞি, না করিহ ঘৃণা।
সাতদিন পরে দিব সাতকোটি সোণা ॥
সাতদিন পথে রাজা বহিয়া চলিল।
পথ আগুলিয়া মুনি কহিতে লাগিল ॥
মম কথা শুন হরিশ্চন্দ্র তপোধন।
আগে দেহ সাতকোটি আমারে কাঞ্চন ॥
শৈব্যার সহিত রাজা করিল মন্ত্রণা।
কি দিয়া শোধিবে ভাবে ব্রাহ্মণের সোণা ॥
শৈব্যা বলে শুন প্রভু নিবেদি তোমারে।
আমারে বিক্রয় কর হাটের মাঝারে ॥
স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে।
দাসী কিন' বলিয়া ডাকিল উচ্চৈঃস্বরে ॥
এক বিপ্র ছিল সে পণ্ডিত সাধুজন।
ছিল তার একটি দাসীর প্রয়োজন ॥
ব্রাহ্মণ বলেন ওহে পুরুষরতন।
লইবা দাসীর মূল্য কতেক কাঞ্চন ॥
রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
এ দাসীর মূল্য চাই চারিকোটি সোণা ॥
এ কথা শুনিয়া বিপ্র স্বীকার করিল।
চারিকোটি সোণা দিয়া শৈব্যারে কিনিল ॥
দাসী নিয়া দ্বিজ যায় আপনার বাস।
মায়ের কাপড় ধরি কান্দে রুহিদাস ॥
অঞ্চল ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি।
'ছাড় ছাড়' বলি বিপ্র দেখাইল বাড়ি ॥

শৈব্যা বলে, গোসাঞি, করি গো নিবেদন
বিনা পণে কিনহ আমার এ নন্দন ॥
শুনিয়া কহিল বিপ্র হইয়া বাতুল।
দুজনের তরে কোথা পাইব তণ্ডুল ॥
শৈব্যা বলে তুমি অন্ন দিবা যে আমাকে।
তাহাই ভক্ষণ আমি করাব বালকে ॥
ব্রাহ্মণ বলেন ক্রোধে হইয়া বাতুল।
দিনপ্রতি একসের পাইবা তণ্ডুল ॥
দাসী কিনি বিপ্র যায় আপনার স্থানে।
স্বর্ণ লয়ে গেল রাজা মুনি-বিদ্যমানে ॥
অত্যল্প দেখিয়া স্বর্ণ কহে তপোধন।
অল্প জ্ঞান কর হরিশ্চন্দ্র হে রাজন্ ॥
সাতকোটি লব ঘাটী নহে সাত রতি।
বিশ্বামিত্রে অবজ্ঞা না কর মহামতি ॥
এ কথা শুনিয়া মহা প্রমাদ ভাবিল।
শিরে হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল ॥
হাটখানি বৈসে বারাণসীর গোচরে।
তৃণ বান্ধি সান্ধাইল হাটের ভিতরে ॥
'নফর কিনিবা' বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কালু নামে হাড়ি এক ছিল সে নগরে ॥
সে বলে আমার কর্ম্ম আছে ত নফরে।
চাহি এক নফর সে রাখিবে শূকরে ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন।
তুমি যাহা কহ তাহা করিব পালন ॥
কালু বলে শুন ওহে পুরুষরতন।
আপনার মূল্য লবা কতেক কাঞ্চন ॥
রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার।
স্বর্ণ লব তিনকোটি মূল্য আপনার ॥
এ কথা শুনিয়া কালু বিলম্ব না কৈল।
তিনকোটি স্বর্ণ দিয়া নফর কিনিল ॥
সাতকোটি সোণা নিয়া দিল মুনিবরে।
ধন পাইয়া গেল মুনি অযোধ্যানগরে ॥
কালু বলে শুন ওহে পুরুষরতন।
কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন ॥
প্রবন্ধ করিয়া রাজা কহিতে লাগিল।
হরিশ্চন্দ্র নাম বাপমায়েতে রাখিল ॥
কত বা ডাকিবে হরিশ্চন্দ্র নাম ধরে।
কখন বলিও 'হরি' কখন বা 'হরে' ॥

নফর লইয়া কালু যায় নিজ বাস।
হরিশ্চন্দ্র ঘুচাইয়া কৈল হরিদাস॥
হরিদাস বলে, প্রভু, করি নিবেদন।
খাইতে উচ্ছিষ্ট মোরে না দিবে কখন॥
কালু বলে, হরিদাস, শুনহ বচন।
বারাণসীপুরে রাখ শূকরের গণ॥
বারাণসীতীরে যত মড়া দাহ হয়।
পঞ্চাশ কাহন লহ প্রত্যেক মড়ায়॥
সঁপিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম হাড়ি গেল ঘরে।
ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শূকরে॥
বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র মহীপাল।
মম এক কথা শুন শূকরের পাল॥
দান পুণ্য করিলাম এ দক্ষিণ করে।
তোমাদের মলমূত্র মুছিব কি করে॥
এক সত্য পালিবা হে সকল শূকরে।
মলমূত্র পরিত্যাগ করিহ অন্তরে॥
পালিল রাজার বাক্য সকল শূকরে।
মলমূত্র পরিত্যাগ করিল অন্তরে॥
উভঝুঁটি চুল বাঁধে রাজা উচ্চ করে।
বারাণসীতীরে নিত্য দৌড়াদৌড়ি করে॥
রাজচিহ্ন রাজার সকল পলাইল।
পাটনীর বেশ রাজা তখন ধরিল॥
শৈব্যা রহিলেন হেথা ব্রাহ্মণ-আগারে।
একসের তণ্ডুল ব্রাহ্মণ দেয় তাঁরে॥
তিন পোয়া রুহিদাস খান তিনবারে।
এক পোয়া খান শৈব্যা দ্বিজের আগারে॥
বিপ্র বলে শুন শৈব্যা আমার বচন।
খাইল তোমার ভাগ তোমার নন্দন॥
কালি হৈতে আমি যে করিব দেবার্চ্চন।
তব পুত্রে পুষ্প হেতু পাঠাইব বন॥
পুষ্প আহরণে যাউক বালক তোমার।
বাড়াইয়া দিব ত তণ্ডুল কিছু আর॥
শৈব্যা বলে যেই আজ্ঞা করিবা যখন।
সেই আজ্ঞা পালিবেক আমার নন্দন॥
স্বর্ণসাজি লইল সে স্বর্ণের আঁকড়ি।
বিশ্বামিত্রতপোবনে যায় রড়ারড়ি॥
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে আপনার মনে।
একদিন এল মুনি সে বন ভ্রমণে॥
ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া কুপিল মুনি মনে।
এমন কুকর্ম্ম আসি করে কোন্ জনে॥
ধ্যান করি বিশ্বামিত্র জানিল কারণ।
পুষ্পার্থে আইসে হরিশ্চন্দ্রের নন্দন॥
বিপ্রঘরে জননী হাড়ির ঘরে বাপ।
কল্য যদি আসে তার বুকে খাবে সাপ॥
এত বলি শাপ দিল ক্রোধে তপোধন।
রাত্রিকালে হেথা শৈব্যা দেখিল স্বপন॥
প্রাতঃকালে প্রকাশিত সূর্য্যের কিরণ।
তুলিতে কুসুম যায় রাজার নন্দন॥
তপোবনে রাজার কুমার যবে চলে।
হেনকালে শৈব্যা তারে হাতে ধরি বলে॥
না যাইও তুলিতে কুসুম তপোবন।
নিতান্ত করিবে তোরে ভুজঙ্গে দংশন॥
রুহিদাস বলে নাহি যাইলে তথায়।
দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ অন্ন না দিবে তোমায়॥
কৃতিপুত্র করে পিতামাতার পালন।
খাইয়া তোমার অন্ন থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
না রাখিল শিশুপুত্র মায়ের বচন।
কুসুম তুলিতে যায় রাজার নন্দন॥
রুহিদাস প্রবেশিল সেই তপোবনে।
নানা জাতি পুষ্প তুলে যাহা লয় মনে॥
জাতি যূথি মল্লিকা যে তুলিল রঙ্গন।
পারিজাত শেফালিকা চম্পক কাঞ্চন॥
অশোক কিংশুক জবা অতসী কেশর।
গোলাপ আকন্দ তোলে বকুল টগর॥
অবশেষে শ্রীফলে আঁকড়ি ভেজাইল।
ডালেতে আছিল সাপ বুকেতে দংশিল॥
সর্ব্বাঙ্গেতে শিশুর বেড়িল বিষজাল।
ভূমেতে পড়িল শিশু মুখে ভাঙ্গে লাল॥
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
তবু সে রাজার পুত্র না আইল ঘর॥
বিলম্ব দেখিয়া তবে কহিছে ব্রাহ্মণ।
এখন না আইল কবে হবে দেবার্চ্চন॥
শৈব্যা বলে, প্রভু, এই করি নিবেদন।
আপনি দেখিয়া আসি কোথা সে নন্দন॥
তনয়ে দেখিতে শৈব্যা করিল গমন।
তপোবনে মুনির দিলেক দরশন॥

বালকেরে চাহিয়া বেড়ায় তপোবনে।
দেখে বৃক্ষ আড়ে পড়ে আপন নন্দনে ॥
পুত্রকে দেখিয়া শৈব্যা পড়িল ভূতলে।
যেমন কলার গাছ ভাঙ্গে ডালে মূলে ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে ক্রন্দন।
কোথা গেল মম পুত্র রুহিত নন্দন ॥
কোথা গেলে ওহে হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
আসিয়া দেখহ তব মরিল নন্দন ॥
ধর্ম্ম করিবার ফল দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আমি ত্যজিব জীবন ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে গমন।
পলাইয়া গেল বলি ভাবিছে ব্রাহ্মণ ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা ছাড়িল নিশ্বাস।
কান্দিতে কান্দিতে কহে ব্রাহ্মণের পাশ ॥
নিবেদন করি শুন সকল ব্রাহ্মণে।
কেমনে বাঁচিবে পুত্র বাঁচিব কেমনে ॥
শুনিয়া প্রবোধবাক্য কহে দ্বিজগণ।
সর্পের দংশনে প্রাণ ছাড়িল নন্দন ॥
মড়া কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন।
মরিলে অবশ্য জন্ম জন্মিলে মরণ ॥
বারাণসীপুরে তুমি মড়া লয়ে যাহ।
কাষ্ঠচিতা করি এই মৃতদেহ দাহ ॥
মড়া লৈয়া গেল শৈব্যা কাতর অন্তরে।
ততক্ষণ ব্রাহ্মণ চলিল নিজ ঘরে ॥
মড়া লইয়া গেল শৈব্যা বারাণসীবাস।
হাতেতে মুদ্গর করি আসে হরিদাস ॥
হরিদাস বলে মড়া করিব দাহন।
মড়া প্রতি লই পঞ্চাশৎ কার্ষাপণ ॥
হরিদাস বলে তোমায় কহিনু নিশ্চয়।
তোমারে বলি যে সত্য আন নাহি হয় ॥
অন্যের ঘাটেতে লৈয়া পোড়াহ কুমার।
বিধাতা করিল মোরে হাড়ির আচার ॥
শৈব্যা বলে, গোসাঞি, বলিতে ভয় বাসি।
বিধাতা করিল মোরে ব্রাহ্মণের দাসী ॥
শৈব্যা বলে আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনী।
দিব আমি চিরিয়া এ বস্ত্র অর্দ্ধখানি ॥
এতেক শুনিয়া তবে শৈব্যার বচন।
হাতেতে মুদ্গর লৈয়া আইসে রাজন্ ॥

পড়িলেন পুত্র লয়ে শৈব্যা আথান্তরে।
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজা গেলে কোথাকারে।
আসিয়া দেখহ মৃত আপন কুমারে ॥
হরিশ্চন্দ্র বলি শৈব্যা কান্দে বিদ্যমান।
তখন হইল সে রাজার পূর্ব্বজ্ঞান ॥
হরিশ্চন্দ্র বলে, রাণি, না কর ক্রন্দন।
আমি সেই হরিশ্চন্দ্র দেখহ লক্ষণ ॥
শৈব্যা বলে হরি হরি এ ছিল কপালে।
সামান্য পাটনী আজ কটু কথা বলে ॥
অযোধ্যায় ছিলাম যে রাজার রমণী।
এবে পরিহাস করে ঘাটের পাটনী ॥
হরিদাস বলে, প্রিয়ে, বলি তব ঠাঁই।
পাসরিলে সকলি কিছুই মনে নাই ॥
সোমদত্তরাজকন্যা শৈব্যা তব নাম।
তোমাকে বিবাহ, প্রিয়ে, আমি করিলাম ॥
রুহিদাস নামে তব হইল নন্দন।
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন ॥
এ কথা শুনিয়া রাণী চাহিতে লাগিল
কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল ॥
পুত্র কোলে করি রাজা করিছে ক্রন্দন।
কোথা এড়ি গেলে বাপু রুহিত নন্দন ॥
এ ধর্ম্ম করিতে দুঃখ দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ছাড়িব জীবন ॥
তখন চন্দনকাষ্ঠে জ্বালাইয়া চিতা।
মধ্যেতে রাখিল পুত্র পাশে মাতাপিতা ॥
যে কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবেন চিতাতে।
হেনকালে ধর্ম্মরাজ কহেন সাক্ষাতে ॥
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যজিবা জীবন।
আমি জিয়াইয়া দিব তোমার নন্দন ॥
পদ্মহস্ত বুলাইল বালকের গায়।
বিষজ্বালা দূরে গেল চক্ষু মেলি চায় ॥
হেনকালে কালু আসি রাজারে সম্ভাষে
তোমায় আমার স্বর্ণ দায় না আইসে ॥
ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে রাজার সদনে।
তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চনে ॥
রাজা বলে, গোসাঞি, করিগো নিবেদন।
ব্রহ্মস্ব লইব বল কিসের কারণ ॥

রাণীর হাতেতে স্বর্ণকঙ্কণ যে ছিল।
তাহা দিয়া রাজা তাঁর দায় ঘুচাইল॥
মুনি বলে জপ তপ সব নষ্ট কৈনু।
মিথ্যা রাজ্য করিয়া যে জন্ম গোঙাইনু॥
যেখানে আছেন হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সেইখানে মুনি আসি দিল দরশন॥
মুনি বলে শুন হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
আপনার রাজ্যে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
রাজা বলে, গোসাঞি, শুনহ নিবেদন।
কেমন করিলা রাজ্য কহ তপোধন॥
মুনি বলে সে কথায় নাহি প্রয়োজন।
এক্ষণে গমন রাজ্যে করহ রাজন্॥
স্ত্রীপুত্র লইয়া রাজা করিল গমন।
প্রসন্নমানস মুনি প্রফুল্লবদন॥
অযোধ্যায় রাজা আসি দিল দরশন।
রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করিল তখন॥
রাজ্যভার পুত্রেরে করিয়া সমর্পণ।
হরিশ্চন্দ্র পরলোকে করিলা গমন॥
কুক্কুর বিড়াল আদি যত পশুগণ।
সশরীরে সবে চলে বৈকুণ্ঠভুবন॥
দেব গদাধর তাহে কুপিত অন্তরে।
কহিলেন ডাকিয়া নারদ মুনিবরে॥
স্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র নৃপবর।
এ কথা শুনিয়া মুনি চলিল সত্বর॥
বীণা বাজাইয়া যায় মহা তপোধন।
দেখে রথে স্বর্গে রাজা করিছে গমন॥
প্রণমিয়া রাজা তবে স্বর্গে যাই বলে।
মুনি বলে যাহ রাজা কোন্ পুণ্যফলে॥
সুবুদ্ধি রাজার তবে কুবুদ্ধি ঘটিল।
আপনার পুণ্য সব কহিতে লাগিল॥
বাপী-কূপ-তড়াগাদি নানা স্থানে করি।
দিয়াছি জাঙ্গাল আর বৃক্ষ সারি সারি॥
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন।
আপনাকে বেচি শুধিলাম সে কাঞ্চন॥
পুণ্যকথা যেই রাজা কহিতে লাগিল।
কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল॥
নামিল রাজার রথ দুঃখিত অন্তর।
ভাল মন্দ নাহি বলে হইল কাতর॥
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ।
রাজার কটক কিবা করিবে ভক্ষণ॥
যে শস্য সঞ্চয় করে না করিয়া ব্যয়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা লয়॥
ক্ষেত্র হৈতে যেই শস্য আনিয়া ফেলায়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা খায়॥
নূতন বসন রাখে করিয়া যতন।
রাজার কটক পরে সেই সে বসন॥
এ নিয়ম করিল সকল দেবগণ।
অর্দ্ধপথে হরিশ্চন্দ্র রহিল তখন॥
স্বর্গে নাহি গেল রাজা মর্ত্ত্য না পাইল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা মধ্যপথেতে রহিল॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গান হরিশ্চন্দ্র-বিবরণ॥



সগরবংশের ইতিহাস ও অসমঞ্জের বনবাস

রুহিদাস রাজা হইলেন অতঃপর।
পুত্রতুল্য প্রজাগণে পালে নরবর॥
তাঁহার নন্দন যে সগর নাম ধরে।
সগর হইল রাজা অযোধ্যানগরে॥
মন দিয়া শুন সগরের বিবরণ।
সে কথা শুনিলে হয় পাপবিমোচন॥
অপুত্রক রাজা রাজ্য করে মনে দুখ।
প্রাতে নাহি দেখে লোক অপুত্রের মুখ॥
দুঃখেতে সগর বনে করিল গমন।
বহুকাল করিল শিবের আরাধন॥
সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলেন সগরে।
বর মাগি লহ, রাজা, যা চাহ অন্তরে॥
সগর বলেন পুত্র বিনা বড় দুখ।
বর দেহ দেখি আমি বহুপুত্রমুখ॥
হাসিয়া দিলেন বর ভোলা মহেশ্বরে।
পুত্র ষাটি হাজার হইবে তব ঘরে॥
বর পাইয়া আইলেন সগর নৃপতি।
শিববরে দুই নারী হৈলা গর্ভবতী॥
কেশিনী সুমতি নামে রাজার মহিলা।
দিনে দিনে গর্ভমাস বাড়িতে লাগিলা॥

দশ মাস গর্ভে হৈল প্রসবসময়।
কেশিনী প্রসব কৈল সুন্দর তনয়॥
তনয় দেখিল যেন অভিনব কাম।
অসমঞ্জ বলিয়া থুইল তার নাম॥
সুমতির গর্ভব্যথা হইল যখন।
চর্ম্মের অলাবু এক প্রসবে তখন॥
দেখিয়া অলাবু রাজা কুপিল অন্তরে।
ভাঙ্গড় বলিয়া গালি দিল মহেশ্বরে॥
কোপে লাউ ভাঙ্গিয়া করিল খান খান।
ষাটি হাজার পুত্র হৈল তিলের প্রমাণ॥
উষিমিশি করে সব দেখিতে রূপস।
ষাটি হাজার আনে রাজা দুধের কলস॥
খাইতে খাইতে দুগ্ধ নবরূপ ধরে।
ষাটি হাজার পুত্রে তব সগর হাঁকারে॥
ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিশাই।
অচিরে মরিবি তোরা না হবি চিরাই॥
দিনে দিনে বাড়ে সেই সগরনন্দন।
ছয়মাস বয়স্ক হইল পুত্রগণ॥
যখন সগর রাজা হাতে মারে তুড়ি।
সকলে আইসে কোলে দিয়া হামাগুড়ি॥
যখন হইল তারা দ্বাদশ বৎসর।
সকলের শুভ বিভা দিলেন সগর॥
ষাটি হাজারের ষাটি হাজার বহুরী।
সুখে রাজ্য করে রাজা অযোধ্যানগরী॥
জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ ধর্ম্মপরায়ণ।
অংশুমান নামে তাঁর হইল নন্দন॥
ষাটি সহস্র পুত্র একমাত্র নাতি।
দেখিয়া সগর রাজা আনন্দিত অতি॥
অসমঞ্জ সদাই ভাবেন মনে মন।
সংসার অসার সব সত্য নারায়ণ॥
অসার সংসারে কেন বদ্ধ হয়ে মরি।
নিভৃতে বসিয়া আমি ভজিব শ্রীহরি॥
ভাবিল সংসারে আমি না থাকিব আর।
অনুচিত কর্ম্ম সব করে দুরাচার॥
যতেক বালক খেলা নগরে খেলায়।
হাতে গলে বান্ধি সবে জলেতে ফেলায়॥
যত নারীগণ আসে লইবারে জল।
আছাড়িয়া ভাঙ্গি ফেলে কলসী সকল॥
অগ্নি দিয়া পোড়ায় সকল প্রজাঘর।
কহিল সকল প্রজা রাজার গোচর॥
পুত্রের চরিত্র শুনি লাগিল তরাস।
অসমঞ্জ পুত্রে রাজা দিল বনবাস॥
বনে গিয়া অসমঞ্জ হরষিত মন।
সংসারের বন্ধন কাটিল নারায়ণ॥
অসমঞ্জে পাঠাইয়া বনের ভিতরে।
অপর সন্তান লৈয়া সুখে রাজ্য করে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সুললিত গান।
অমৃতসমান সগরের উপাখ্যান॥



সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বংশনাশ

একদিন সগর ভাবিয়া মনে মনে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অযোধ্যাভুবনে॥
কত পুত্র রাখে রাজা স্বর্গের উপর।
কতেক রাখিল নিয়া পাতাল-ভিতর॥
পৃথিবীর রাজা যত মম নামে কাঁপে।
মম বংশজাত যেন তিনলোকে ব্যাপে॥
এতেক ভাবিয়া যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ।
তুরঙ্গ রাখিতে দিল যতেক নন্দন॥
বাপের আগেতে তারা করিল উত্তর।
ঘোড়া সহ যাব ষাটি হাজার সোদর॥
পুত্রবাক্য শুনিয়া সগর বলে তায়।
আনিতে পারিলে ঘোড়া যজ্ঞ হবে সায়॥
ইন্দ্রের সহিত মম হইল বিবাদ।
এই যজ্ঞে কত শত পড়িবে প্রমাদ॥
যজ্ঞাশ্ব রাখিতে যায় সগরনন্দন।
শুনিয়া হইল ইন্দ্র বড় ভীত-মন॥
বলেন বাসব, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি।
বিরিঞ্চি বলেন এবে চুরি কর হরি॥
দিনে দুই প্রহরে হইল নিশাপ্রায়।
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায়॥
তপস্যা করেন মুনি কপিল যেখানে।
ঘোড়া লয়ে রাখিল তাঁহার বিদ্যমানে॥
যোগেতে আছেন মুনি কেহ নাহি কাছে।
ইন্দ্র ঘোড়া বান্ধিয়া গেলেন তাঁর পাছে॥
অন্ধকার বৃষ্টি সব ঘুচিল যখন।
ঘোড়া হারাইল বলে সগরনন্দন॥

চাহিয়া না পাইলেন পৃথিবীমণ্ডলে।
পৃথিবী খুঁজিয়া তাঁরা চলে রসাতলে॥
ভাই ষাটি হাজার কোঁদালি হাতে ধরে।
চারিক্রোশ একেক কোদালি পরিসরে॥
ক্রোধ করি যেই ধরে কোদালির মুষ্টে।
এক চোটে ভেজায় পাতালে কূর্ম্মপৃষ্ঠে॥
চারি দণ্ডে খুঁড়িলেক সে চারি সাগর।
সাগর খুঁড়িয়া গেল পাতাল-ভিতর॥
পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক্ তার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল-বিদ্যমানে॥
ডাকাডাকি করিয়া কহিল সব ভাই।
ঘোড়াচোরে দেখিতে পাইনু এই ঠাই॥
মুনির গায়েতে মারে কোদালির পাশি।
ধ্যানভঙ্গ হইয়া চাহেন মহাঋষি॥
ক্রোধেতে নয়নে অগ্নি সরে রাশি রাশি।
পুড়ে ষাটি হাজার হইল ভস্মরাশি॥
এককালে ক্ষয় হৈল সগরনন্দন।
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥



কপিল মুনিকর্ত্তৃক সগরবংশ উদ্ধারের উপায়-নির্দ্দেশ

এক বর্ষ হৈল যজ্ঞ নাহি হয় শেষ।
তুরঙ্গ লইয়া পুত্র না আইল দেশ॥
অসমঞ্জপুত্র তার নাম অংশুমান।
পুত্রের করিতে তত্ত্ব তাহারে পাঠান॥
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া চড়িয়া নিজ রথে।
একে একে পৃথিবীতে খুঁজে নানা পথে॥
যে পথে প্রবেশ করে দেখে খানখান।
সেই পথ দিয়া তবে পাতালে সান্ধান॥
আগেতে দেখিল পূর্ব্বদিকের সাগর।
দেখে নীলবর্ণ হস্তী পরম সুন্দর॥
ধরিয়াছে পৃথিবী সে দশন উপরে।
প্রণাম করিয়া তারে জিজ্ঞাসে সত্বরে॥
হস্তী বলে এই পথে যাহ অংশুমান।
ঘোড়াচোর নিকটেতে হইও সাবধান॥
পূর্ব্ব হৈতে চলিলেন উত্তর সাগর।
শ্বেতবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর॥
অংশুমান তাহারে লাগিল সুধাইতে।
এ পথে সগরপুত্রে দেখেছ যাইতে॥
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে।
পাইবেক ঘোড়া যাহ এই পদবীতে॥
তথা যদি না পাইল ঘোড়ার দর্শন।
পশ্চিম সাগরে গিয়া দিল দরশন॥
রক্তবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর।
ধরিয়াছে মেদিনী সে দশন উপর॥
সে সব হস্তীর শুন অপূর্ব্ব কথন।
মস্তক নাড়িলে হয় মেদিনীকম্পন॥
পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক্ তার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল-বিদ্যমানে॥
দণ্ডবৎ হৈয়া তাঁরে লাগিল কহিতে।
এ পথে সগরপুত্রে দেখেছ যাইতে॥
মহাঋষি কপিল যে বলিল তখন।
মম কোপানলে ভস্ম হৈল সর্ব্বজন॥
শুনিয়া ত অংশুমান যুড়িল স্তবন।
সেই বংশে আমার জনম তপোধন॥
অসমঞ্জপুত্র আমি সগরের নাতি।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি॥
অংশুমান কহিলেন শুন মহামতি।
কেমনে হইবে মোর বংশের সদ্গতি॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে এক তিল।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন কপিল॥
মর্ত্ত্যলোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার।
তবে সে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার॥
বিনয়েতে অংশুমান কহে তাঁর প্রতি।
কোথায় জন্মিল গঙ্গা কোথায় বসতি॥
কোথা গেলে পাইব সে গঙ্গাদরশন।
কহ মুনি শুনি সেই গঙ্গার জনম॥
গঙ্গার জন্মের কথা করেন প্রকাশ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



গঙ্গার জন্ম ও ভগীরথের জন্মকথা

একদিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ।
পঞ্চমুখে গান করে দেব ত্রিলোচন॥
শিঙ্গা বলে শ্রীরাম ডম্বুরে বলে হরি।
পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি॥

লক্ষ্মী সহ বসিয়া আছেন মহাশয়।
শুনিয়া সে গান হইলেন দ্রবময়॥
দ্রবরূপ হইলেন নিজে চক্রপাণি।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন পতিতপাবনী॥
সেই জল কমণ্ডলু পূরিয়া আদরে।
রাখিলেন তুলিয়া বিধাতা নিজ ঘরে॥
সেই গঙ্গা যদি পার আনিতে নৃপতি।
তবে সে সগরবংশ পাইবে সদ্গতি॥
অংশুমান, তোমারে দিলাম এই বর।
তব বংশ হেতু গঙ্গা হবেন গোচর॥
ঘোড়া লৈয়া অংশুমান অযোধ্যাতে যায়।
বিবরণ কহে আসি সগরের পায়॥
কপিলের স্থানে পাইলাম অশ্বধনে।
তাঁর কোপানলে মরিয়াছে সর্ব্বজনে॥
শুনিয়া সগর রাজা শোকাকুল মন।
পুত্রশোকে নিরবধি করেন ক্রন্দন॥
রাহুর দশায় জন্ম হইল যখন।
সে সবার আশা আমি ছেড়েছি তখন॥
অশুচি হইল যজ্ঞ না হইল সায়।
কি মতে পাবেন মুক্তি ভাবেন উপায়॥
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা করি কি প্রকার।
তাঁহা বিনে কিসে হবে বংশের উদ্ধার॥
অংশুমানে রাজ্য রাজা করি সমর্পণ।
গঙ্গারে আনিতে রাজা করিল গমন॥
গঙ্গা না পাইয়া তাঁর নিত্য বাড়ে শোক।
মরিয়া সগর রাজা গেল ব্রহ্মলোক॥
অংশুমান রাজ্য করে অযোধ্যানগরে।
তাঁর পুত্র হইল দিলীপ নাম ধরে॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল গঙ্গা আনিবারে।
তপ দশ হাজার বৎসর অনাহারে॥
গঙ্গা না পাইয়া গেল স্বর্গের উপর।
দিলীপ রাজত্ব করে যেন পুরন্দর॥
অপুত্রক রাজা দুঃখ ভাবেন অন্তরে।
দুই নারী থুয়ে গেল অযোধ্যানগরে॥
চলিল দিলীপ রাজা গঙ্গা-অনুসারে।
কঠোর তপস্যা করে থাকি অনাহারে॥
কভু জলাহার করে কভু অনাহার।
অযুত বৎসর সেবা করিল ব্রহ্মার॥
তথাপি না পায় গঙ্গা না হয় অশোক।
মরিয়া দিলীপ রাজা গেল ব্রহ্মলোক॥
অরাজক হৈল রাজ্য অযোধ্যানগর।
স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রহ্মা আর পুরন্দর॥
শুনিয়াছি জন্মিবেন বিষ্ণু সূর্য্যকুলে।
কেমনে বাড়িবে বংশ নির্ম্মূল হইলে॥
ভাবিয়া সকল দেব যুক্তি করি মনে।
অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে॥
দিলীপকামিনী দুই আছিলেন বাসে।
বৃষ-আরোহণে শিব গেলেন সকাশে॥
দোঁহাকার প্রতি কহিলেন ত্রিপুরারি।
মম বরে পুত্রবতী হবে এক নারী॥
মম বরে একের হইবে সুসন্ততি।
এই বর দিয়া গেল সর্ব্বদেবপতি॥
দশ মাস হৈল গর্ভ প্রসবসময়।
মাংসপিণ্ড মাত্র পুত্র হইল উদয়॥
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুইজন।
হেন পুত্রবর কেন দিলা ত্রিলোচন॥
অস্থি নাহি মাংসপিণ্ড চলিতে না পারে।
দেখিয়া হাসিবে লোক সকল সংসারে॥
কোলে করি নিল তাহা চুপড়ি-ভিতরে।
ফেলিবারে নিয়া গেল সরযূর তীরে॥
হেনকালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন।
ধ্যানেতে জানিল তার সকল লক্ষণ॥
মুনি বলে থুয়ে যাও পথে শোয়াইয়া।
করুণা করিবে কেহ আতুর দেখিয়া॥
পুত্রে পথে শোয়াইয়া দোঁহে গেল ঘরে
অষ্টাবক্র মুনি যায় স্নান করিবারে॥
আট ঠাঁই বাঁকা মুনি গমনে কাতর।
বালক তেমনি করে পথের উপর॥
একদৃষ্টে অষ্টাবক্র তার পানে চায়।
মনে ভাবে আমারে এ দেখিয়া ভেঙায়॥
আমারে দেখিয়া যদি কর উপহাস।
মম ব্রহ্মশাপে হবে শরীরবিনাশ॥
যদি তব দেহ হয় স্বভাবে এমন।
মম বরে হও তুমি মদনমোহন॥
অষ্টাবক্র মুনি সেই বিষ্ণুর সমান।
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন॥

অষ্টাবক্র মুনি মহিমা চমৎকার।
দাণ্ডাইল উঠিয়া সে রাজার কুমার॥
ধ্যানে জানিলেন অষ্টাবক্র তপোধন।
বটে মহাপুরুষ এ দিলীপনন্দন॥
উভয় রাণীকে ডাকি আনে মুনিবরে।
পুত্র পেয়ে হরষিত দোঁহে গেল ঘরে॥
আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ।
থুইল সকলে তার ভগীরথ নাম॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গান ভগীরথের জনম॥



গার মর্ত্ত্যে গঙ্গা-আনয়ন

পাঁচ বৎসরের হৈতে হাতে খড়ি দিল।
পড়িবারে বশিষ্ঠের বাড়ী পাঠাইল॥
বালকে বালকে দ্বন্দ্ব যখন বাড়িল।
জারজ বলিয়া গালি এক শিশু দিল॥
মনে ভগীরথ দুঃখী না দিল উত্তর।
বিষাদে আইল শিশু আপনার ঘর॥
সর্ব্বদা অস্থির হয় সজল নয়ন।
শয়নমন্দিরে শিশু করিল শয়ন॥
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
মাতা বলে পুত্র কেন না আইল ঘর॥
ডম্বরু হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী।
মুনি কাছে কান্দি যায় দিলীপকামিনী॥
বশিষ্ঠ বলেন, মাতা, না কর ক্রন্দন।
বোষের মন্দিরে পুত্রে পাবে দরশন॥
আসি রাণী ভগীরথে কোলে করি নিল।
নেতের আঁচলে তার মুখ মুছাইল॥
বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী।
কোন্ দুঃখে দুঃখী তুমি কহ যাদুমণি॥
কারে বাড়াইব কারে করিব কাঙ্গাল।
বন্দী মুক্ত করি যদি থাকে বন্দিপাল॥
কোন্ রোগে রোগী তুমি আমি ত না জানি।
এইক্ষণে করি সুস্থ শত বৈদ্য আনি॥
ভগীরথ বলে, মাতা, কহি নিবেদন।
রোগ দুঃখ নহে আজি পাই অপমান॥
বিরোধ বাধিল এক বালকের সনে।
জারজ বলিয়া গালি দিল সেই জনে॥
কোন্ বংশজাত আমি কাহার নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত, মাতা, কহ বিবরণ॥
পুত্রের হইলে দুঃখ মায়ে লাগে ব্যথা।
পুত্রে সম্বোধিয়া মাতা কহে সত্য কথা।
সগরের ছিল ষাট হাজার তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়॥
গঙ্গা যদি স্বর্গ হৈতে আইসেন ক্ষিতি।
তবে সে সগরবংশ পাইবে নিষ্কৃতি॥
ক্রমে তিন পুরুষ করিল আরাধন।
তবু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন জন॥
দিলীপ তোমার পিতা গেল স্বর্গপুরে।
পাইলাম তোমা, পুত্র, মহেশের বরে॥
ঋষিরা দিলেন তোরে ভগীরথ নাম।
সূর্য্যবংশে জন্ম তব অযোধ্যাবিশ্রাম॥
শুনিয়া মায়ের কথা ভগীরথ হাসে।
হাসিয়া কহিল কথা জননীর পাশে॥
সূর্য্যবংশে ভূপতিরা নির্ব্বোধের প্রায়।
অল্পশ্রমে গঙ্গাদেবী কে কোথায় পায়॥
যদি আমি ধরি, মাতা, ভগীরথ নাম।
গঙ্গা আনি করিব সগরবংশত্রাণ॥
কান্দিয়া কহিছে ভগীরথের জননী।
তপস্যায় এক্ষণে না যাই বংশমণি॥
না থামিল ভগীরথ মায়ের বচনে।
মন্ত্রদীক্ষা নিল গিয়া বশিষ্ঠের স্থানে॥
যাত্রাকালে করে রাজা মায়ের স্মরণ।
দক্ষিণ নয়ন তার করিছে স্পন্দন॥
মায়ের চরণে আসি করিয়া প্রণতি।
প্রথমে সেবিতে গেল দেব সুরপতি॥
অনাহারে ইন্দ্রমন্ত্র জপে নিরন্তর।
ইন্দ্রসেবা করে সাত হাজার বৎসর॥
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে নারে ঘর।
আইলেন বাসব তাহারে দিতে বর॥
কোন্ বংশে জন্ম তব কাহার তনয়।
বর মাগি লহ যে অভীষ্ট তব হয়॥
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে বলিল বচন।
সূর্য্যবংশজাত আমি দিলীপনন্দন॥

সগরের ছিল ষাটি সহস্র তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়॥
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা দেহ সুরপতি।
তাহে মম বংশের হইবে সদগতি॥
ইন্দ্র বলে শুন বলি দিলীপকুমার।
আমা হৈতে দরশন না পাবে গঙ্গার॥
গঙ্গাকে আনিবে যদি আমি দেই বর।
একভাবে ভজ গিয়া দেব মহেশ্বর॥
গঙ্গারে আনিতে বাধা পাইবে পাষাণে।
গুহা মুক্ত করি আমি দিব সেইক্ষণে॥
ইন্দ্রের চরণে রাজা করিয়া প্রণতি।
কৈলাসে সেবিতে গেল দেব পশুপতি॥
ওকড়া ধুতুরা যে আকন্দ বিল্বপাত।
ইহাতেই তুষ্ট হন ত্রিদশের নাথ॥
কভু অনাহার কবে কভু নীরাহার।
দৃঢ় তপ করে দশ হাজার বৎসর॥
মহেশ বলেন শুন রাজার নন্দন।
অনাহারে এ তপস্যা কর কি কারণ॥
গঙ্গারে আনিবা তুমি আমি দিব বর।
একভাবে সেব গিয়া দেব গদাধর॥
শিবের চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি।
গোলোকে চলিয়া গেল যথা লক্ষ্মীপতি॥
একদিনে ভগীরথ কোটি মন্ত্র জপে।
গ্রীষ্মকালে তপ করে রৌদ্রের আতপে॥
শীত চারি মাস থাকে জলের ভিতর।
করিল এমত জপ চল্লিশ বৎসর॥
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে নারে ঘরে।
বর দিতে আসিয়া কহেন হরি তারে॥
তপস্যাতে তোমার আমার চমৎকার।
মাগ ইষ্ট বর দিব রাজার কুমার॥
ভগীরথ বলে, প্রভু, করি নিবেদন।
সগরের ছিল ষাটি হাজার নন্দন॥
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময়।
গঙ্গারে পাইলে তারা মুক্তিপদ পায়॥
কহিলেন সহাস্যবদনে চক্রপাণি।
গঙ্গার মহিমা, বাপু, আমি কিবা জানি॥
ভগীরথ বলে গঙ্গা নাহি দিবা দান।
তব পাদপদ্মেতে ত্যজিব আমি প্রাণ॥
শুনিয়া তাহারে হরি করেন আশ্বাস।
ব্রহ্মলোকে আছে গঙ্গা চল তাঁর পাশ॥
ছিল ব্রহ্মলোকেতে সামান্য যত জল।
মায়া করি হরিলেন হরি সে সকল॥
ব্রহ্মার সদনে প্রভু দিলেন দর্শন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ব্রহ্মা দিলেন আসন॥
পাদ্য দিতে যান ব্রহ্মা ঘরে নাহি জল।
জলহীন পাত্র মাত্র আছে অবিকল॥
কমণ্ডলুমধ্যে গঙ্গা পড়ে তাঁর মনে।
আস্তে-ব্যস্তে গিয়া ব্রহ্মা আনেন যতনে॥
গঙ্গাজলে বিষ্ণুপদ করেন ক্ষালন।
অঙ্ঘ্রিজা বলিয়া নাম এই সে কারণ॥
ভগীরথ রাজারে বলেন চিন্তামণি।
এই গঙ্গা লয়ে যাহ পতিতপাবনী॥
ব্রহ্মহত্যা গোহত্যাদি যত পাপ করে।
কুশাগ্রে পরশে যদি সব পাপে তরে॥
স্নানেতে কতেক পুণ্য বলিতে না পারি।
বংশের উদ্ধার কর লৈয়া গঙ্গাবারি॥
শ্রীহরি বলেন, গঙ্গা, করহ প্রস্থান।
অবিলম্বে মুক্ত কর সগরসন্তান॥
এত যদি কহিলেন প্রভু জগন্নাথ।
কান্দিয়া কহেন গঙ্গা প্রভুর সাক্ষাৎ॥
পৃথিবীতে কত শত আছে পাপিগণ।
আমাতে আসিয়া পাপ করিবে অর্পণ॥
হইয়া তাহারা মুক্ত যাবে স্বর্গবাসে।
আমি মুক্ত হব, প্রভু, কাহার পরশে॥
শ্রীহরি বলেন যত বৈষ্ণব জগতে।
তাঁহারা আসিয়া স্নান করিবে তোমাতে॥
বৈষ্ণবের সঙ্গতি বাসনা করি আমি।
বৈষ্ণবের সঙ্গেতে পবিত্র হবে তুমি॥
গঙ্গাকে কহিয়া এই বাক্য জগৎপতি।
শঙ্খ দিয়া বলিলেন ভগীরথ-প্রতি॥
আগে আগে যাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়া।
পশ্চাতে যাইবেন গঙ্গা তোমাকে দেখিয়া॥
বিরিঞ্চি বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান্।
তোমা হৈতে তিন লোক পাবে পরিত্রাণ॥
ভগীরথ, আমার এ রথ তুমি লহ।
এ রথে চড়িয়া আগেতে তুমি যাহ॥

রথে চড়ি যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া।
চলিলেন গঙ্গা তাঁর পাছু গোড়াইয়া॥
স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গাজলে স্নান।
দেয় ভগীরথের মাথায় দূর্ব্বাধান॥
আদিকাণ্ডে কৃত্তিবাস করিল বাখান।
স্বর্গে গঙ্গা মন্দাকিনী হইল আখ্যান॥



চারিধারা হইয়া গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন ও ঐরাবতের গর্ব্বভঙ্গ

ব্রহ্মলোক হৈতে গঙ্গা আনে ভগীরথ।
আসিয়া মিলেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বত॥
সুমেরুর চূড়া ষাটি সহস্র যোজন।
তিরিশ সহস্র তার গোড়ার পত্তন॥
এই আদি কহিলাম ঐ তার মূল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধুতুরার ফুল॥
তার মধ্যে আছে এক দারুণ গহ্বর।
তাহাতে ভ্রমেণ গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর॥
না পায় গঙ্গার দেখা নাহি কোন পথ।
যোড়হাতে স্তুতি করে রাজা ভগীরথ॥
সুমেরুতে হইল তোমার অবতার।
না করিলা, গঙ্গা, মম বংশের উদ্ধার॥
বলিলেন গঙ্গা শুন বাছা ভগীরথ।
কোন্ দিকে যাব আমি নাহি পাই পথ॥
ঐরাবত হস্তী যদি আনিবারে পার।
তবে ত পর্ব্বত হৈতে পাইব নিস্তার॥
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।
তবে ত বাহির হই আমি সেই পথে॥
গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রণতি।
আর বার গেল যথা দেব সুরপতি॥
প্রণাম করিয়া বন্দে যোড় করি হাত।
কহিতে লাগিল কথা ইন্দ্রের সাক্ষাত॥
ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া কোন মতে।
পড়িয়া আছেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে॥
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।
তবে যে বাহির হন গঙ্গা সেই পথে॥
শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি ঐরাবতে।
আসিয়া মিলিল সেই সুমেরু পর্ব্বতে॥
হইল যে গর্ব্ব ঐরাবতের অন্তরে
আমার সম্বাদ নিয়া কহ ত গঙ্গারে॥
দাসী হয়ে গৃহে মম বঞ্চে এক রাতি।
তবে ত গঙ্গারে আমি করি অব্যাহতি॥
যখন কহিল ঐরাবত এই কথা।
মলিন করিল মুখ হেঁট করি মাথা॥
মুখে নাহি বাক্য সরে চক্ষে বহে জল।
হিয়া দুরুদুরু করে অত্যন্ত বিকল॥
দশা দেখি দয়াময়ী জিজ্ঞাসেন তায়।
কি হেতু এমন দশা ঘটিল তোমায়॥
আনিতে নারিলে, বাছা, ঐরাবত হাতী।
কোন্ দুঃখে কান্দ, বাছা, কহ ত সম্প্রতি॥
ভগীরথ বলে, মাতা, করি নিবেদন।
সুরপতি মনোবাঞ্ছা করিল পূরণ॥
ঐরাবত যে কহিল আমার গোচরে।
পুত্র হয়ে জননীকে বলিব কি করে॥
জাহ্নবী বলেন তার বুঝিলাম তত্ত্ব।
রাজভোগে ঐরাবত হইয়াছে মত্ত॥
যদ্যপি আড়াই ঢেউ সহিতে সে পারে।
দাসী হয়ে সপ্ত রাত্রি রব তার ঘরে॥
এই কথা ভগীরথ কহে হস্তিবরে।
শুনিয়া গঙ্গার কথা আপনা পাসরে॥
চারিখানা করিয়া পর্ব্বত চিরে দাঁতে।
চারিধারা হৈল গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে॥
বসু ভদ্রা শ্বেতা ও অলকানন্দা আর।
পড়িলেন পর্ব্বত হইতে চারিধার॥
বসু নামে গঙ্গা যান পূর্ব্বের সাগরে।
ভদ্রা নামে সুরধুনী চলিলা উত্তরে॥
শ্বেতা নামে চলিলেন পশ্চিম সাগরে।
গেলেন অলকানন্দা পৃথিবী উপরে॥
এক ঢেউ মারিলেন ঐরাবত 'পরে।
নাকে মুখে জল গেল হাঁসফাঁস করে॥
আর ঢেউ মারিলেন প্রায় গতপ্রাণ।
হস্তী বলে, গঙ্গামাতা, কর পরিত্রাণ॥
মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে খড় করে।
আর ঢেউ রাখিলেন পর্ব্বত উপরে॥
পলাইল ঐরাবত পাইয়া তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

মহাদেবের জটায় গঙ্গার স্থান

ভগীরথ সুমেরু হৈতে গঙ্গা লইলা।
কৈলাস পর্ব্বতে গঙ্গা আসিয়া মিলিলা॥
কৈলাস হইতে পড়ে পৃথিবী উপরে।
তাঁর ভরে বসুমতী টলমল করে॥
বেগবতী হৈয়া গঙ্গা চলে রসাতলে।
যোড়হাতে দাণ্ডাইয়া ভগীরথ বলে॥
পাতালেতে হইল তোমার আগুসার।
হইবে কেমনে মম বংশের উদ্ধার॥
গঙ্গা বলিলেন, বাপু, যাব পৃথিবীতে।
ধরিত্রী আমার বেগ নারিবে সহিতে॥
শিব যদি আসিয়া ধরেন জলধার।
তবে পারি ক্ষিতিতে করিতে অবতার॥
গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি।
আর বার গেল যথা দেব পশুপতি॥
এক বর্ষ করিল শিবের আরাধন।
মহেশ বলেন পুনঃ এলে কি কারণ॥
ভগীরথ বলে গঙ্গা দিলা নারায়ণ।
পৃথিবী ধরিতে বেগ না পারে কখন॥
তুমি যদি আসি শিরে ধর জলধার।
পৃথিবীতে হয় তবে গঙ্গা-অবতার॥
গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন।
তোমা হৈতে পাব আজি গঙ্গা-দরশন॥
পাতিলেন মস্তক দেবেশ পঞ্চশিরে।
পড়িলেন পতিতপাবনী শম্ভুশিরে॥
শিবের মাথায় জটা বড় ভয়ঙ্কর।
বেড়ান জটার মধ্যে দ্বাদশ বৎসর॥
ভগীরথ বলে, মা, এ কি ব্যবহার।
আমার কেমনে হবে বংশের উদ্ধার॥
গঙ্গা বলিলেন, বাপু, শুন ভগীরথ।
জটা হৈতে বাহির হইতে নাহি পথ॥
ভোলানাথ বলিয়া ডাকেন যোড়হাত।
ধ্যানভঙ্গ হইল চাহেন বিশ্বনাথ॥
মহেশ চিরিয়া জটা দিলেন গঙ্গারে।
সেইখানে তীর্থ যে হইল হরিদ্বারে॥
যেবা নর স্নান দান করে হরিদ্বারে।
তার পুণ্যসীমা ব্রহ্মা বলিতে না পারে॥
একধারা গেল গঙ্গা পাতালমণ্ডলে।
ভোগবতী বলে নাম হৈল রসাতলে॥
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীরথ আগে।
মিলিলেন আসি গঙ্গা ত্রিবেণীর ভাগে॥
সরস্বতী গঙ্গা আর যমুনা তটিনী।
এই তিন ধারা বহে নামেতে ত্রিবেণী॥
মকরে প্রয়াগে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় যায় স্বর্গপুরে॥



বারাণসীর মাহাত্ম্য

আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
বারাণসীপুরে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া॥
মন দিয়া শুন বারাণসীর আখ্যান।
বারাণসী তীর্থ যাহে হইল নির্ম্মাণ॥
এককালে কাটিলেন হর দ্বিজমাথা।
ব্রহ্মহত্যাপাপ তাঁর না হয় অন্যথা॥
ব্রহ্মহত্যা চাপিলেক গিরিশের কান্ধে।
কার্ত্তিক গণেশ আর কাত্যায়নী কান্দে॥
গৌরী কন কেন বা কাটিলা বিপ্রমাথা।
ব্রহ্মবধ হইল কে করিবে অন্যথা॥
শুনিয়া গৌরীর কথা শিব হাসি ভাষে।
পৃথিবীতে গেল গঙ্গা কত পাপ নাশে॥
বৃষভে চাপিয়া তবে শঙ্করীশঙ্কর।
দাণ্ডাইল সুরধুনীতীরেতে সত্বর॥
কুশাগ্রে করিয়া হর কৈল পরশন।
ব্রহ্মহত্যাপাপ তাঁর হইল মোচন॥
ধূর্জ্জটি বলেন দেখ গঙ্গার পরীক্ষা।
পঞ্চক্রোশ যুড়ি হর দেন গণ্ডীরেখা॥
সেই পঞ্চক্রোশ তীর্থ নাম বারাণসী।
তাহাতে ছাড়িলে তনু শিবলোকে বসি॥
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করি অবস্থান।
করিলেন ভগীরথ সহিতে প্রস্থান॥



জহ্নুমুনির কথা

আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
জহ্নুর নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া॥

পাতায় লতায় কৃত জহ্নুমুনি-ঘর।
গঙ্গাস্রোতে ভেসে যায় দেখিতে দুষ্কর॥
চক্ষু মেলিলেন মুনি ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
গণ্ডূষ করিয়া সব জল করে পান॥
কত দূরে গিয়া ভগীরথ ফিরে চায়।
কোথা গেল গঙ্গাদেবী দেখিতে না পায়॥
অকস্মাৎ গঙ্গাদেবী নিল কোন্ জনে।
দেখে মুনি বটতলে বসিয়াছে ধ্যানে॥
জহ্নুরে জিজ্ঞাসে ভগীরথ বিনয়েতে।
অকস্মাৎ গঙ্গা মোর কেবা নিল পথে॥
মুনি বলিলেন শুন রাজা ভগীরথ।
গঙ্গারে আনিতে তব নাহি ছিল পথ॥
মম ঘর ভাঙ্গে গঙ্গা কেমন করিয়া।
ব্রহ্মার নিকটে তুমি সব কহ গিয়া॥
আন গিয়া ব্রহ্মা মম করিতে কি পারে।
গণ্ডূষ করিয়া গঙ্গা রেখেছি উদরে॥
যোড়হাতে ভগীরথ করেন স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন॥
তোমার মহিমা গুণ জানে কোন্ জন।
মনুষ্যশরীরে তব কি জানি স্তবন॥
সগর রাজার ষাটি হাজার তনয়।
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময়॥
তব উদরেতে বাস যদি সে গঙ্গার।
আমার বংশের কিসে হইবে উদ্ধার॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকয়ে কখন।
কৃপাতে বলেন তারে জহ্নু তপোধন॥
মুখ হৈতে বাহির করিলে গঙ্গাজল।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তারে ঘুষিবে সকল॥
চিরিল দক্ষিণজানু সেইক্ষণে মুনি।
জানু দিয়া বাহির হৈল সুরধুনী॥
ছিলেন কিঞ্চিৎকাল জহ্নুর উদরে।
জাহ্নবী বলিয়া নাম হইল সংসারে॥
জহ্নুমুনির কথা শুনিতে তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



কাণ্ডারমুনির উপাখ্যান

শাপভ্রষ্ট সেইখানে গঙ্গামাতা শুনি।
সেইখানে হইয়া যান উত্তরবাহিনী॥
কাণ্ডার নামেতে মুনি ছিল একজন।
তার তুল্য পাপী নহে এ তিন ভুবন॥
জন্মাবধি সেই মুনি বেশ্যাসেবা করে।
তারি বশীভূত হয়ে থাকে তার ঘরে॥
কাষ্ঠ কাটিবারে গিয়াছিল সে কানন।
ব্যাঘ্রেতে ধরিয়া তার বধিল জীবন॥
যমদূত আসি তাকে করিয়া বন্ধন।
লইয়া চলিল তারে যমের ভবন॥
ব্যাঘ্রেতে সকল মাংস গেল ত খাইয়া।
বনের মধ্যেতে অস্থি রহিল পড়িয়া॥
কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গামধ্য দিয়া।
হেনকালে সঞ্চান সে কাকেরে দেখিয়া॥
মহাবেগে যায় পক্ষী কাকে খেদাড়িয়া।
গঙ্গা দিয়া যায় কাক ভয়ে পলাইয়া॥
দুইজনে তারা তথা জড়াজড়ি করে।
দৈবযোগে সেই অস্থি পড়ে গঙ্গানীরে॥
যখন করিল অস্থি গঙ্গা-পরশন।
চতুর্ভুজ হইয়া সে চলিল ব্রাহ্মণ॥
হেনকালে নারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
কাড়িয়া নিলেন যমদূতেরে মারিয়া॥
কান্দিতে কান্দিতে সব যমের কিঙ্কর।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল যমের গোচর॥
বিষয় ছাড়িনু, প্রভু, আর নাহি কাজ।
আজি বড়, যমরাজ, পাইলাম লাজ॥
কাণ্ডার নামেতে পাপী ত্রিভুবনে জানে।
তাহারে বৈকুণ্ঠে হরি নিলেন কি গুণে॥
শুনিয়া দূতের কথা যমরাজ রোষে।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল শ্রীহরির পাশে॥
কান্দিতে লাগিল যম ধরি তাঁর পায়।
বিষয় ছাড়িনু, প্রভু, আর নাহি দায়॥
পাপীর উপরেতে আমার অধিকার।
আজি কেন হইল তাহাতে অবিচার॥
কাণ্ডার ব্রাহ্মণ পাপী ত্রিভুবনে জানে।
তাহারে বৈকুণ্ঠে আনিলেন কোন্ গুণে॥

শুনিয়া যমের কথা হরি হাসি কয়।
গঙ্গা যথা তথা কভু পাপ নাহি রয় ॥
গঙ্গার মহিমা কত কি বলিতে জানি।
মন দিয়া শুন তবে কহি দণ্ডপাণি ॥
যত দূর যাইবেক গঙ্গার বাতাস।
আমার দোহাই যদি যাও তার পাশ ॥
পুড়ে মরে অস্থি লৈয়া ফেলে গঙ্গানীরে।
চতুর্ভুজ হইয়া আসিবে স্বর্গপুরে ॥
গঙ্গাতীরে থাকি গঙ্গাজল করে পান।
সে শরীর জান তুমি আমার সমান ॥
নিষেধ করহ গিয়া যত দূতগণে।
আমার দোহাই যদি যায় সেই স্থানে ॥
শুনিয়া প্রভুর কথা শমনের ত্রাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥



সগরবংশ-উদ্ধার

কাণ্ডার মুনির প্রতি মুক্তিপদ দিয়া।
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া ॥
পদ্মনামে এক মুনি পূর্ব্বমুখে যায়।
ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাৎ গোড়ায় ॥
যোড়হাত করিয়া বলেন ভগীরথ।
পূর্ব্বদিক্ যাইতে আমার নহে পথ ॥
পদ্মমুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী ॥
শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে।
মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তব নীরে ॥
একবার গেল গঙ্গা ভৈরববাহিনী।
আর বার ফিরিলেন সাগরগামিনী ॥
অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন।
শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেবগণ ॥
শঙ্খধ্বনিঘাটে যেবা নর স্নান করে।
অযুত বৎসর সেই থাকে স্বর্গপুরে ॥
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর।
নিমিষেতে আইলেন নাম ইন্দ্রেশ্বর ॥
গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান।
ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান ॥

ইন্দ্রেশ্বরঘাটে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥
চলিলেন গঙ্গামাতা করি বড় ত্বরা
মেড়াতলা নাম স্থানে যায় সরিদ্বরা
মেড়ায় চড়িয়া বৃদ্ধ আইল ব্রাহ্মণ।
মেড়াতলা বলি নাম এই সে কারণ ॥
গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া ॥
সপ্তদ্বীপমধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করিল বিশ্রাম ॥
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা সপ্তগ্রাম স্থান ॥
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগসমান।
যেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ ॥
আকনা-মাহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া।
বিহরোদের ঘাটে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥
গঙ্গা বলিলেন, বাপু, শুন ভগীরথ।
কতদূরে তোমার দেশের আছে পথ ॥
ভ্রমিতেছি এক বর্ষ তোমার সংহতি।
কোথা আছে ভস্মময় সগরসন্ততি ॥
ভগীরথ বলেন, মা, এই পড়ে মনে।
পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক্ তার মধ্যস্থানে ॥
যেইখানে আছিল কপিল মহামুনি।
সেইখানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি ॥
এই কথা যেখানে গঙ্গারে রাজা বলে।
হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে ॥
আছিল সগরবংশ ভস্মরাশি হৈয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিল সবে গঙ্গাজল পাইয়া ॥
হস্ত তুলি গঙ্গা ভগীরথেরে দেখান।
ওই তব বংশ দেখ স্বর্গবাসে যান ॥
একজন রহিল জলের অধিকারী।
আর সব চতুর্ভুজে গেল স্বর্গপুরী ॥
বংশমুক্তি হইল দেখিয়া ভগীরথে।
গঙ্গাকে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে ॥
গঙ্গা বলে দেশে যাও রাজার নন্দন।
সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন ॥
মহাতীর্থ হইল সে সাগরসঙ্গম।
তাঁহাতে যতেক পুণ্য কে করে সে ক্রম।

যে গঙ্গাসাগরে নর স্নান দান করে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মহৎ।
গঙ্গা আনি লোক মুক্ত কৈল ভগীরথ ॥



গঙ্গামাহাত্ম্য

জাহ্নবী জননীদেবী আইলেন এই ভুবি
এ তিন ভুবনে প্রতিকার।
সুর-নর-নিস্তারিণী পাপ-তাপ-নিবারিণী
কলিযুগে হেন অবতার ॥
ধন্য ধন্য বসুমতী যাহাতে গঙ্গার স্থিতি
ধন্য ধন্য ধন্য কলিযুগে।
শতেক যোজন থাকে গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে
শুনে যমে চমৎকার লাগে ॥
পক্ষিগণ থাকে যত তাহা বা কহিব কত
করে সদা গঙ্গাজল পান।
দূরে রাজচক্রবর্ত্তী যার আছে কোটি হস্তী
সেও নহে পক্ষীর সমান ॥
গয়াক্ষেত্র বারাণসী দ্বারকা মথুরা কাশী
গিরিরাজগুহা যে মন্দার।
এ সব যতেক তীর্থ বিষ্ণুর সম মহত্ত্ব
সর্ব্বতীর্থ গঙ্গাদেবী সার ॥



সৌদাস রাজার উপাখ্যান

গঙ্গা হেতু গেল ষাটি হাজার বৎসর।
পুনর্ব্বার গেল রাজা অযোধ্যানগর ॥
রাজা হৈয়া করিলেন প্রজার পালন।
হইল সৌদাস নামে তাঁহার নন্দন ॥
অযোধ্যাতে করিলেন রাজত্ব সৌদাস।
ভগীরথ করিলেন গঙ্গাতীরে বাস ॥
কিছুকাল ভগীরথ ভাগীরথীতটে।
থাকি হইলেন মুক্ত সংসারসঙ্কটে ॥
করিল রাজার শ্রাদ্ধতর্পণ সৌদাস।
ব্রাহ্মণেরে দিল ধন যার যত আশ ॥
মন দিয়া শুন রাজা সৌদাসচরিত্র।
শুনিলে যে পাপক্ষয় শরীর পবিত্র ॥

একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
মৃগ চাহি ফিরে রাজা বনেতে বনেতে ॥
আইল রাক্ষস এক সঙ্গে লয়ে জায়া।
সৌদাসের কাছেতে সে উত্তরিল গিয়া ॥
ছাড়িয়া রাক্ষসরূপ ব্যাঘ্ররূপ ধরে।
দুইজনে কেলি করে প্রভাসের তীরে ॥
হেনকালে সৌদাস সে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া।
তীক্ষ্ণশর এড়ি তারে মারিল বিন্ধিয়া ॥
এই কালে রাক্ষসী রাজার প্রতি কহে।
বিনা দোষে স্বামী মার প্রাণে নাহি সহে ॥
পরিণামে জানিবা হইবে যত পাপ।
মহাপাপ হইবে ভুঞ্জিবে ব্রহ্মশাপ ॥
এতেক বলিয়া সে রাক্ষসী গেল বন।
মনোদুঃখে গৃহে রাজা করিল গমন ॥
পাত্রমিত্রগণে রাজা করিল আহ্বান।
বশিষ্ঠ মুনিরে আগে করিল সম্মান ॥
মুনিরে কহিল রাজা সব বিবরণ।
কেমনে হইবে এই পাপবিমোচন ॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের অনুজ্ঞা প্রদানে।
অশ্বমেধ করিলেন শাস্ত্রের বিধানে ॥
যজ্ঞপূর্ণে দিল রাজা যজ্ঞের দক্ষিণা।
বিদায় হইয়া যবে গেল সর্ব্বজনা ॥
হেনকালে সে রাক্ষসী ভাবে মনে মন।
মম বাক্য ব্যর্থ হবে জানিল কারণ ॥
আপন রাক্ষসরূপ দূরে তেয়াগিয়া।
বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধরিয়া আসিয়া ॥
সৌদাস রাজার কাছে কহিল বচন।
মোরে মাংস ভোজন করাহ যশোধন ॥
রাজা বলে অশ্বমাংস করি আহরণ।
সেই মাংস খাইবারে গেল তব মন ॥
স্নান-সন্ধ্যা করিয়া আইস মহামুনি।
করাইব তবে মাংস রন্ধন এখনি ॥
বশিষ্ঠের রূপ সে দূরেতে তেয়াগিয়া।
পাচক বিপ্রের রূপ ধরিয়া আসিয়া ॥
মনুষ্যের মাংস লৈয়া করিলা রন্ধন।
বশিষ্ঠকে ডাকে রাজা করিতে ভোজন ॥
যজমানবাক্য মুনি লঙ্ঘিতে না পারে।
উপস্থিত হইলেন রন্ধন-আগারে ॥

বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন।
রাক্ষসী মনুষ্যমাংস দিল ততক্ষণ ॥
থাল কোলে থুইয়া রাক্ষসী গেল ঘরে।
দেখিয়া মুনির কোপ বাড়িল অন্তরে ॥
মনুষ্যের মাংস দিয়া কর উপহাস।
ব্রহ্মরাক্ষস তুমি হও হে সৌদাস ॥
এত যদি শ্রীবশিষ্ঠ মুনি শাপ দিল।
মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে জল নিল ॥
অকারণে শাপ দিলা আমি নহি দোষী।
এই জলে পোড়াইয়া করি ভস্মরাশি ॥
হেনকালে রাক্ষসী রাজার শাপ শুনি।
ঘর হৈতে পলাইয়া চলিল আপনি ॥
ধ্যান করি জানিল বশিষ্ঠ তপোধন।
রাক্ষসী আসিয়া মাংস মাগিল ভোজন ॥
মুনিকে দিবারে শাপ রাজা নিল পানি।
নিষেধ করেন তারে মদয়ন্তী রাণী ॥
ক্রোধ সম্বরিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
এই জল এখন থুইব কোন্ স্থানে ॥
স্বর্গেতে থুইব যদি দেবগণ মরে।
নাগগণ মরে যদি ফেলি নাগপুরে ॥
পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শস্য যায়।
সেই জল ফেলে রাজা আপনার পায় ॥
রাজার পুড়িয়া গেল দুখানি চরণ।
রাজার কল্মাষপাদ নাম সে কারণ ॥
বশিষ্ঠ বলেন শাপ দিনু নৃপবর।
রাক্ষস হইয়া থাক এগার বৎসর ॥
লোটায় ধরিয়া রাজা বশিষ্ঠচরণ।
কত দিনে হবে মম শাপবিমোচন ॥
মুনি বলে পাবে যবে গঙ্গা-দরশন।
তবে ত তোমার শাপ হইবে মোচন ॥
সৌদাস ভূপতি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
দেশে দেশে নিত্য ফিরে ব্রাহ্মণ খাইয়া ॥
এগার বৎসর পূর্ণ হইল যখন।
তিন দিন আহার না মিলিল তখন ॥
উত্তরিল গিয়া রাজা প্রভাসের কূলে।
শ্রমযুক্ত হইয়া বসিল বৃক্ষমূলে ॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা বৃক্ষ যে নেহালে।
এক ব্রহ্মদৈত্য আছে সেই বৃক্ষডালে ॥

ব্রহ্মদৈত্য বলে, ওহে, তুমি কেন হেথা।
মম স্থান তুমি নিলা আমি যাব কোথা ॥
শুনিয়া তাহার কথা সৌদাস হাসিল।
ব্রহ্মদৈত্যে দেখিয়া সে খাইতে আসিল ॥
ব্রহ্মদৈত্য রাক্ষসে বিবাদ দুইজনে।
ছয়মাস মল্লযুদ্ধ করিছে এমনে ॥
দুইজন যুদ্ধে সম ন্যূন নহে কেহ।
মিত্রতা করিয়া পরস্পর করে স্নেহ ॥
সর্ব্ব দুঃখ দুইজন করেন প্রকাশ।
বশিষ্ঠ শাপিল মোরে বলেন সৌদাস ॥
ব্রহ্মদৈত্য বলে, মিত্র, শুন বিবরণ।
বরদত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ ॥
বহুকাল বেদ পড়িলাম গুরুঘরে।
চাহিলেন গুরু কিছু দক্ষিণা আমারে ॥
করিলাম উপহাস শুনিয়া গুরুরে।
গুরু বলে ব্রহ্মদৈত্য হও অতঃপরে ॥
যখন গঙ্গার জল পাবে দরশন।
তখন পাইবা মুক্তি ব্রাহ্মণনন্দন ॥
সৌদাস বলেন, মিত্র, চেতাইলা মোরে।
তেঁই সে গঙ্গার তত্ত্ব দুইজনে করে ॥
গঙ্গাস্নান করি যান সে ভার্গব ঋষি।
মাথায় করিয়া গঙ্গাজলের কলসী ॥
হেনকালে দোঁহে বলে আগুলিয়া তাঁরে।
একবিন্দু গঙ্গাজল দিয়া যাও মোরে ॥
লাগিলেন বলিতে ভার্গব তপোধন।
অগ্রভাগ শিবের তা দিব হে কেমন ॥
দোঁহে কহে, মুনি, তব নাহি বিদ্যালেশ।
গঙ্গাজলে নাহি হয় শেষ অবশেষ ॥
জানিলেন তখন ভার্গব তপোধন।
মহাজন বটে ভগীরথের নন্দন ॥
কুশাগ্র করিয়া গঙ্গা দিল তার গায়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ এড়িয়া পলায় ॥
ছিলেন সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল গঙ্গাজল পাইয়া ॥
ব্রহ্মদৈত্য আর ব্রহ্মরাক্ষস সত্বরে।
দুইজন মুক্ত হৈয়া গেল নিজ ঘরে ॥
গঙ্গার মহিমা এই কি বলিতে জানি।
আদিকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস মহাগুণী ॥

রঘুকর্ত্তৃক ইন্দ্রের পরাজয়

সৌদাস গেলেন আয়ুঃশেষে স্বর্গস্থলে।
হইলেন সুদাস ভূপতি ভূমণ্ডলে॥
সুদাস করেন রাজ্য অনেক বৎসর।
দিলীপ হইল রাজা রাজ্যের উপর॥
দিলীপের নন্দন হইল রঘু রাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা॥
একে ত দিলীপ রাজা মহা বলবান।
তদ্রূপ হইল পুত্র পিতার সমান॥
পুত্রের বিক্রম দেখি ভাবে মনে মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্ভণ॥
ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিলেন রঘুরে।
যেখানে সেখানে যাবে নিকটে কি দূরে॥
ঘোড়া দিয়া দিলীপ কহিল তার ঠাঁই।
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই॥
ঘোড়া রাখিবারে রঘু করিল পয়াণ।
সঙ্গেতে চলিল যোদ্ধা তুল্য বলবান্॥
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি।
অশ্বমেধ করি রাজা লবে স্বর্গপুরী॥
কিসে নিবারণ হয় বল কৃপা করি।
বিরিঞ্চি বলেন তাঁর ঘোড়া কর চুরি॥
অশ্ব বিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে।
চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে॥
দ্বিতীয় প্রহর দিবা অন্ধকার করি।
লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ-অশ্ব হরি॥
ঘোড়া হারাইয়া ভাবে দিলীপনন্দন।
ইন্দ্র বিনা ঘোড়া মোর লবে কোন্ জন॥
নয় বৎসরের শিশু দশ নাহি পূরে।
রথ চালাইয়া দিল ইন্দ্রের উপরে॥
সহস্র ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রথখান।
পলকে প্রবেশে গিয়া ইন্দ্র-বিদ্যমান॥
ইন্দ্র কোথা বলি রঘু ঘন ছাড়ে ডাক।
আজি ইন্দ্র তোমা প্রতি ঘটিল বিপাক॥
'মার মার' বলি রঘু লাগিল ডাকিতে।
বাহির হইল ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে॥
রঘুরে দেখিয়া ইন্দ্র কহে কটুভাষে।
মরিবার নিমিত্তে আইলি স্বর্গবাসে॥
মাছি হৈয়া সহিবা কি পর্ব্বতের ভার।
গলায় কলসী বান্ধি সমুদ্রে সাঁতার॥
সহিতে ক্ষুরের ধার কেবা বল পারে।
বালক হৈয়া আইস আমার উপরে॥
রঘু বলে গর্ব্ব কর রণ নাহি জিনি।
যার যত বল বুদ্ধি জানিব এখনি॥
আমাকে বালক দেখ আপনি কি বীর।
বালকের রণে আজি হও দেখি স্থির॥
তিন বাণ মারে রঘু বাসবের বুকে।
ঐরাবত সহ ইন্দ্র ফিরে ঘোরপাকে॥
ইন্দ্র বলে ভাল বলি বয়সে বালক।
এড়িলেক বাণ যেন জ্বলন্ত পাবক॥
দশ বাণ ইন্দ্র তবে পূরিল সন্ধান।
দশ বাণে কাটিল ইন্দ্রের দশ বাণ॥
দুইজনে বাণবৃষ্টি যেন জল ঘনে।
দুইজনে যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনে॥
রঘুরাজ জানে পাশুপত বাণ সন্ধি।
হাতে গলে দেবরাজে করিলেক বন্দী॥
ঐরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে।
লোহার শিকলে বান্ধি রথে নিয়া তোলে॥
ঘোড়া নিয়া আইল বাপের বিদ্যমানে।
সাত দিন ইন্দ্র বান্ধা অযোধ্যাভুবনে॥
সঙ্গেতে করিয়া ব্রহ্মা যত দেবগণ।
আপনি চলিয়া গেল অযোধ্যাভুবন॥
বিধাতা বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান্।
তোমার তনয় রঘু তোমারি সমান॥
আর কিবা বর দিব তোমার রঘুরে।
রঘুবংশ বলি যশ ঘুষিবে সংসারে॥
এত যদি বলিলেন ব্রহ্মা মুনিবর।
তবে মুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর॥
রঘু বলিলেন সত্য কর পুরন্দর।
অনাবৃষ্টি নহে যেন অযোধ্যা উপর॥
ইন্দ্র বলিলেন চিন্তা না করিহ তুমি।
যে কিছু ক্ষেতের কর্ম্ম সে করিব আমি॥
করিলেন এই সত্য দেব পুরন্দর।
ইন্দ্রসহ স্বর্গে গেল সকল অমর॥
রঘুর বিক্রম শুনি শত্রুপক্ষে ত্রাস।
আদিকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

রঘুরাজার দান

দিলীপ রাজত্ব করে অযুত বৎসর।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল অমরনগর॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন রঘু যশোধন।
ব্রাহ্মণেরে দিলেন যতেক ছিল ধন॥
অন্নভক্ষ্য রঘুরাজ নাহি রাখে ঘরে।
মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে॥
বরদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণনন্দন।
কশ্যপ মুনির ঠাঁই করে অধ্যয়ন॥
গুরুগৃহে বসতি করিয়া বহু দিন।
চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে সে হইল প্রবীণ॥
গুরু যে দক্ষিণা দিতে কহিল তাঁহারে।
কি দক্ষিণা দিব, গুরু, আজ্ঞা কর মোরে॥
গুরু বলে অল্প মাগি কর বিবেচনা।
চৌষট্টি বিদ্যার দেহ চৌদ্দ কোটি সোণা॥
দ্বিজ কহিলেন এই অসম্ভব কথা।
মনে ভাবে এতেক সুবর্ণ পাব কোথা॥
সবে বলে রঘুরাজা বড় পুণ্যবান্।
তাঁর ঠাঁই আমি গিয়া মাগি স্বর্ণদান॥
সাত দিবসের তরে নিয়ম করিল।
গুরুকে কহিয়া শিষ্য বিদায় হইল॥
সাতপাঁচ ভাবিয়া সে দ্বিজ অকিঞ্চন।
অযোধ্যানগরে আসি দিল দরশন॥
ব্রাহ্মণে নিষেধ নাহি রঘুর দুয়ারে।
উত্তরিল গিয়া সে রঘুর অন্তঃপুরে॥
মৃত্তিকার পাত্রে রঘু করে জলপান।
দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্র করে অনুমান॥
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান।
কিরূপে করিবে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্র যায় পাছু হৈয়া।
উঠিল ব্রাহ্মণে রঘু দ্বারেতে দেখিয়া॥
আপনি পাখালে রাজা তাঁহার চরণ।
বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া করান ভোজন॥
কর্পূর তাম্বুল মাল্য দিলেন চন্দন।
জিজ্ঞাসা করেন করি পাদসম্বাহন॥
ব্রাহ্মণ বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান্।
আসিয়াছি তব স্থানে লইবারে দান॥
দেখিলাম ঘটিয়াছে যে দশা তোমারে।
আপনার নাহি কিছু কি দিবা আমারে॥
তোমার অধীন, রাজা, ধরণী অশেষ।
ঐশ্বর্য্য তোমার দেখি মৃৎপাত্র শেষ॥
দেখি তব দশা ডর লাগিল আমারে।
এসেছি তোমার ঠাঁই ধন মাগিবারে॥
ভূপতি বলেন তুমি কত চাহ ধন।
যাহা চাহ তাহা দিব, ঠাকুর ব্রাহ্মণ॥
শুনিয়া রাজার কথা দ্বিজবর বলে।
লাড়ু দিয়া চাও বুঝি ভুলাইতে ছেলে॥
রাজা বলে যেবা মাগ না করিব আন।
বলিয়া না দিলে নাহি পাব পরিত্রাণ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বিপ্র কাণে দিল হাত।
চৌদ্দ কোটি সোণা মাগি তোমার সাক্ষাৎ॥
রাজা বলে এক রাত্রি থাক মহামুনি।
প্রাতঃকালে ধন দিব লৈয়া যেও তুমি॥
এত বলি ব্রাহ্মণে রাখিল নিজ ঘরে।
আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে॥
চৌদ্দ কোটি সোণা ধার যেবা দিতে পারে।
চৌদ্দ দশকোটি কালি শুধিব তাহারে॥
যোড়হাত করিয়া কহিছে প্রজাগণ।
তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন॥
হেঁটমাথা করি রাজা ভাবিল আপদ।
হেনকালে তথা মুনি আইল নারদ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন।
মুনি বলে কেন রাজা বিরসবদন॥
রাজা বলে, মহাশয়, শুন কহি কথা।
ব্রাহ্মণ চাহিল ধন আজি পাব কোথা॥
লাগিলেন হাসিতে নারদ মহামুনি।
ইহার উপায় কহি শুনহ আপনি॥
বল কালি কুবেরে করিব সম্ভাষণ।
ঘরেতে বসিয়া পাবে যত চাহ ধন॥
তার পরে গেলেন নারদ তপোধন।
অযোধ্যানগরে রাজা বাজায় বাজন॥
আজ্ঞা করিলেন রাজা পাত্র-পরিবারে।
সবে সাজ যাইব কুবেরে দেখিবারে॥
কটক সাজিল বাজে দুন্দুভিবাজন।
কৈলাসে কুবের তাহা করেন শ্রবণ॥

কুবেরের দূত ছিল অযোধ্যাভুবনে।
জিজ্ঞাসা করিল সব পাত্রমিত্রগণে ॥
পাত্রমিত্র বলে কি বেড়াও শুধাইয়া।
প্রমাদ পড়িবে কালি কুবেরে লইয়া ॥
শুনিয়া ধাইয়া দূত চলিল অমনি।
কৈলাসে নারদ গিয়া কহেন তখনি ॥
কি কর, কুবের, তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া।
তোমার উপরে রঘু আসিছে সাজিয়া ॥
সুবর্ণ নাহিক রঘুরাজার ভাণ্ডারে।
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ বিপ্র মাগেন তাঁহারে ॥
এত যদি বলিল নারদ মহামুনি।
কুবের বলেন আমি পাঠাই এখনি ॥
আপনি কুবের ধন দিলেন গণিয়া।
দূত গিয়া ভাণ্ডারেতে দিল ফেলাইয়া ॥
প্রভাতে কহেন রঘু ব্রাহ্মণকুমারে।
ভাণ্ডার সহিত স্বর্ণ দিলাম তোমারে ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া মুনি ছুঁইল দুই কাণ।
চৌদ্দ কোটি মাত্র লব না লইব আন ॥
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ তাঁরে দিলেন গণিয়া।
শত শত জনে বোঝা দিলেন বান্ধিয়া ॥
ধন লৈয়া গুরুকে করিল সমর্পণ।
গুরু বলে এত ধন দিল কোন্ জন ॥
শিষ্য বলে রঘুরাজা বড় পুণ্যবান্।
করিলেন তিনি চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান ॥
মুনি বলে বসি আমি গহন কাননে।
ধন লাগি দস্যুগণে বধিবে জীবনে ॥
এই ধন রাখ লয়ে ইন্দ্রের ভাণ্ডারে।
যজ্ঞকালে যেন ধন আনি দেন মোরে ॥
কাঞ্চন লইয়া গেল ইন্দ্রের সদনে।
সম্ভ্রমে উঠিল ইন্দ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণে ॥
দ্বিজ বলে গুরু হেথা পাঠান আমারে।
রঘুরাজা স্বর্ণদান দিল ভারে ভারে ॥
সে মহামুনির ধন রাখহ ভাণ্ডারে।
এত বলি ধন তথা রাখে মুনিবরে ॥
বাসব বলেন, বাপু, সত্য কহ কথা।
উঞ্ছবৃত্তি করে যেই সোণা পেল কোথা ॥
দ্বিজ বলে দক্ষিণা চাহিল স্বর্ণ গুরু।
আমারে দিলেন রঘুরাজা কল্পতরু ॥
'রাম রাম' বলি ইন্দ্র কাণে দিল হাত।
রঘুনাম না করিহ আমার সাক্ষাৎ ॥
নিশাতে না যাই নিদ্রা রঘুর ভয়েতে।
অযোধ্যানগরে সদা ভ্রমি ক্ষেতে ক্ষেতে ॥
স্থানান্তরে নিয়া, প্রভু, রাখ এই ধন।
ধনের কারণে রঘু বধিবে জীবন ॥
ধন লইয়া বরদত্ত গেল গুরুপাশে।
গুরু বলে রাখ নিয়া পর্ব্বত কৈলাসে ॥
নিজ ধন দেখিয়া কুবের মনে হাসে।
গিয়াছে যাহার ধন এল তার পাশে ॥
রঘু ভূপতির যশ ত্রিভুবনে ঘোষে।
রচিলেন আদিকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥



অজের ইন্দুমতীকে বিবাহ ও দশরথের জন্ম

রঘু রাজ্য করে দশ হাজার বৎসর।
অজ নামে তনয় তাঁহার মনোহর ॥
পুত্রের দেখিয়া রাজা প্রথম যৌবন।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল বৈকুণ্ঠভুবন ॥
অজের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
পুত্রের সমান পালে সমস্ত প্রজারে ॥
মগধরাজার কন্যা ইন্দুমতী নাম।
পরমা সুন্দরী সেই লাবণ্যের ধাম ॥
ইচ্ছাবরী হইতে কন্যার গেল মন।
কহিল পিতার অগ্রে না করি গোপন ॥
স্বয়ম্বরা হইতে আমার আছে মন।
সকল রাজারে আন করি নিমন্ত্রণ ॥
যত যত মহারাজ পৃথিবীতে ছিল।
মগধের নিমন্ত্রণে সকলে আইল ॥
প্রথম যৌবন কিবা দেখিতে সুন্দর।
সকলে আইসে কেহ না রহিল ঘর ॥
অযোধ্যা হইতে হৈল অজের গমন।
সভামধ্যে অজ গিয়া বসিল তখন ॥
পশুর মধ্যেতে যেন বসিল কেশরী।
বসিল সকল রাজা অজে মধ্য করি ॥
রঘুর তনয় অজ দিলীপের নাতি।
পৃথিবীমণ্ডলে যাঁর এক দণ্ড ছাতি ॥

বসিল করিয়া সভা যত নৃপগণ।
তখন মগধ রাজা করে নিবেদন॥
এক কন্যা দানযোগ্যা আছে মম ঘরে।
আজ্ঞা কর সেই কন্যা আনি স্বয়ম্বরে॥
পরিণামে দ্বন্দ্ব যেন না হয় ঘটন।
তবে শীঘ্র আনি কন্যা এই নিবেদন॥
মম কন্যা বরমালা দিবেক যাঁহারে।
সবারে বিদায় দিয়া রাখিব তাঁহারে॥
'ভাল ভাল' কহিল যতেক নৃপগণ।
শীঘ্র ইন্দুমতী আন করিয়া সাজন॥
কেশ আঁচড়িয়া তাঁর বান্ধিল কুন্তল।
বিবিধ পুষ্পের মালা করে ঝলমল॥
কপালে সিন্দুর দিল নয়নে কাজল।
চন্দ্রের সমান রূপ অতীব বিমল॥
সুচিত্র বিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি।
বিধাতা গড়েছে যেন কনকপুত্তলী॥
সহচরীগণ সঙ্গে চলিল ঘেরিয়া।
মত্তগজগতি রামা চলিল সাজিয়া॥
যেই জন করে ইন্দুমতী নিরীক্ষণ।
মদনের বাণে হরে তাহার চেতন॥
চেতন পাইয়া উঠে বলে নৃপগণ।
এ কন্যা যে পাবে তার সার্থক জীবন॥
কেহ বলে কন্যা মোরে করে নিরীক্ষণ।
কেহ বলে কন্যার আমাতে আছে মন॥
যারে পাছু করি কন্যা করয়ে গমন।
ভূমিতে পড়িয়া সেই জুড়িল রোদন॥
কন্যা কি কুৎসিতরূপ দেখিল আমারে।
আমারে ছাড়িয়া সে ভজিবে কোন্ বরে
একে একে দেখিয়া যতেক রাজগণ।
অজের নিকটে আসি দিল দরশন॥
ধন পাইলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।
গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি মম পতি॥
বরমাল্য দিয়া যদি কন্যা ঘরে গেল।
লজ্জিত হইয়া যত রাজা পলাইল॥
বনেতে আসিয়া সবে হয়ে একমতি।
বধিতে অজের প্রাণ করিল যুকতি॥
এক্ষণে সবাই থাকি বনে লুকাইয়া।
অজে মারি ইন্দুমতী লইব কাড়িয়া॥
লুকাইয়া বনে তারা রহে স্থানে স্থান।
হেথায় মগধরাজা করে কন্যাদান॥
কন্যাদান করে রাজা করিয়া কৌতুক।
নানা রত্ন অশ্ব হস্তী দিলেন যৌতুক॥
তিন দিন ছিল রাজা মগধের ঘরে।
আর দিন যান রাজা অযোধ্যানগরে॥
ইন্দুমতীসহ রথে করে আরোহণ।
কত সেনা সঙ্গে রঙ্গে চলে অগণন॥
নিদ্রায় কাতর রাজা চলিতেছে রথ।
এইকালে রাজগণ আগুলিল পথ॥
'মার মার' বলি সবে আগুলিল তথা।
ইন্দুমতী দেখিয়া করিল হেঁটমাথা॥
নিদ্রাতে বিহ্বল পতি জাগান কেমনে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল ইন্দুমতীর ক্রন্দনে॥
রাজগণ ডাকে তাতে ভীত নহে মন।
মলিন দেখিল ইন্দুমতীর বদন॥
ইন্দুমতী বলে, নাথ, কি ভাব এখন।
দেখ না তোমাকে ঘেরিলেক নৃপগণ॥
তিন কোটি রাজা আছে পথ আগুলিয়া।
আমায় কাড়িয়া লবে তোমায় মারিয়া॥
অজ বলে প্রসন্ন করহ, প্রিয়ে, মুখ।
এক বাণে সবে মারি দেখহ কৌতুক॥
এক বাণ বিনা যদি দুই বাণ মারি।
রঘুর দোহাই তবে বৃথা অস্ত্র ধরি॥
এত বলি ধনু লৈয়া দাণ্ডাইল রথে।
অজে দেখি রাজগণ লাগিল ডাকিতে॥
তিন কোটি ভূপতিবে করি তৃণজ্ঞান।
এড়িলেন অজ সে গন্ধর্ব্ব নামে বাণ॥
এক বাণে গন্ধর্ব্ব হইল তিন কোটি।
আপনা আপনি মরে করে কাটাকাটি॥
গন্ধর্ব্ব বাণেতে রণে নাহি যায় আঁটা।
এক বাণে তিন কোটি রাজা গেল কাটা॥
তিন কোটি রাজা সেই যুদ্ধেতে মারিয়া।
অযোধ্যাতে গেল অজ ইন্দুমতী লৈয়া॥
অজ রাজা তনু তার প্রাণ ইন্দুমতী।
হইলেন কিছুকাল পরে গর্ভবতী॥
দশ মাস গর্ভ হৈল প্রসবসময়।
হইল তনয় যেন চন্দ্রের উদয়॥

রূপে গুণে দেখি যেন অভিনব কাম।
দশরথ বলিয়া রাখিল তার নাম॥
আমি দশরথের কি কব গুণগ্রাম।
যার পুত্র হইলেন আপনি শ্রীরাম॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
গান দশরথের উৎপত্তিবিবরণ॥



পারিজাতমালাস্পর্শে অজ ও ইন্দুমতীর মৃত্যু

একবর্ষবয়স্ক যখন দশরথ।
পুত্রে শোয়াইয়া দোঁহে সাধে মনোরথ॥
পুষ্পবনে ক্রীড়া করে হাস্য-পরিহাসে।
নারদ চলিয়া যান উপর আকাশে॥
পারিজাতমালা ছিল তাঁহার বীণায়।
বাতাসে উড়িয়া পড়ে ইন্দুমতী-গায়॥
পারিজাত যখন হইল পরশন।
ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন॥
প্রাণ ছাড়ি ইন্দুমতী গেল স্বর্গপুরে।
কাঁদে অজ লোচন ভরিল তাঁর নীরে॥
কত বা কহিব সেই রাজার বিলাপ।
না পারে সহিতে ইন্দুমতীর সন্তাপ॥
সেই পারিজাত মারে আপনার গায়।
দুইজন মুক্ত হয়ে স্বর্গপুরে যায়॥
নর্ত্তকনর্ত্তকী ছিল দোঁহে স্বর্গপুরে।
শাপভ্রষ্ট জন্মিয়াছিলেন ভূমি 'পরে॥
দুইজন যখন গেলেন স্বর্গপথ।
একবর্ষবয়স্ক তখন দশরথ॥
অল্পকালে পিতামাতা মরিল দুজন।
দেখিয়া চিন্তিত যে বশিষ্ঠ তপোধন॥
সেই পুত্র লৈয়া গেল আপনার ঘরে।
পড়াইল নানা শাস্ত্র শাস্ত্র-অনুসারে॥
হইলেন পঞ্চবর্ষবয়স্ক যখন।
লইলেন আপনি পৈতৃক সিংহাসন॥
ভৃগুরাম মুনি তাঁরে অস্ত্র দিল দান।
যত্ন করি শিখাইল শব্দভেদী বাণ॥
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
পুত্রতুল্য পালে প্রজা মহাধনুর্দ্ধর॥
রাজার বয়স হৈল পনর বৎসর।
আদিকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস কবিবর॥

কৌশল্যার সহিত দশরথের বিবাহ

দশরথ মহারাজ জন্ম সূর্য্যবংশে।
সর্ব্বগুণেশ্বর রাজা সকলে প্রশংসে॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সবার উপর।
বিবাহ না হয় বয়ঃ ত্রিংশৎ বৎসর॥
দৈবের ঘটনে রাজার হৈল নির্ব্বন্ধ।
হেনকালে ঘটে তাঁর বিবাহসম্বন্ধ॥
কোশলের রাজা সে কোশল দণ্ডধর।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা আছে তাঁর ঘর॥
কৌশল্যার রূপ রাজা দেখিয়া মূর্চ্ছিত।
'কারে কন্যা দিব' বলি রাজা সুচিন্তিত॥
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে কহিল সত্বর।
দশরথে আনিবারে যাহ দ্বিজবর॥
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা সমর্পিব তাঁরে॥
তাঁহা বিনা কৌশল্যার বর নাহি দেখি।
দশরথে দিয়া কন্যা হইব যে সুখী॥
সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সত্বর।
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যানগর॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম।
আশিস্ করিয়া কহে আপনার নাম॥
কোশল দেশেতে ঘর রাজপুরোহিত।
তোমারে লইতে, রাজা, আমি নিয়োজিত
পরমা সুন্দরী কন্যা আছে তাঁর ঘরে।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা দিবেন তোমারে॥
তাঁর তুল্য রূপ আর নাহি কোন দেশে।
তোমারে দিবেন তাঁকে মনের হরষে॥
রাজার সংবাদ এই জানানু তোমারে।
বিবাহ করিতে চল কোশলের ঘরে॥
এতেক শুনিয়া রাজা সংবাদবচন।
পাত্রবর্গ লৈয়া রাজা করেন মন্ত্রণ॥
যাবৎ বিবাহ করি নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ পালিহ রাজ্য অযোধ্যানগরে॥
রথ লৈয়া যোগাইল রথের সারথি।
সেনাগণ সঙ্গে রাজা চলে শীঘ্রগতি॥
নানা বাদ্য বাজে নাচে বিদ্যাধরীগণ।
তূরী ভেরী ঝাঁঝরী তা না যায় গণন॥

পাখোয়াজ পঞ্চাশ সহস্র পরিমাণ।
তিন কোটি শিঙ্গা বাজে অতি খরশাণ॥
বাজে শতকোটি শঙ্খ আর ঘণ্টাজাল।
ভোরঙ্গ সহস্রকোটি শুনিতে রসাল॥
সহস্র সানাই বাজে ডম্ফ কোটি কোটি।
তিন কোটি দামামায় ঘন পড়ে কাঠি॥
তবল বিশাল বাদ্য বাজে জয়ঢোল।
মহাপ্রলয়ের কালে যেন গণ্ডগোল॥
বাদ্যভাণ্ড মহাকাণ্ড করিল প্রচুর।
রথবেগে গেল রাজা কোশলের পুর॥
পাইয়া তাঁহার বার্ত্তা কোশলের রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করে নৃপতির পূজা॥
রাজা কন্যাদান করে শাস্ত্রব্যবহারে।
আমোদ করিল বামাগণ স্ত্রী-আচারে॥
শুভক্ষণে দুইজনে শুভদৃষ্টি করে।
উভয়ের রূপে ধরা কত শোভা ধরে॥
নানা রত্ন দিয়া রাজা করে কন্যাদান।
শাস্ত্রের বিহিত রাজা করিল সম্মান॥
আপন অর্দ্ধেক রাজ্যে দিলা অধিকার।
বিলাইতে দিল রাজা অনেক ভাণ্ডার॥
কৌশল্যা লইয়া রাজা আসিলেন বাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



কৈকেয়ীর সহিত দশরথের বিবাহ

গিরিরাজ নগরেতে কেকয়ের ঘর।
সুখে রাজ্য করে রাজা অনেক বৎসর॥
কৈকেয়ী নামেতে কন্যা পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে আলো করে সেই রাজপুরী॥
স্বয়ম্বরা হবে কন্যা হেন আছে মন।
পৃথিবীর রাজাকে করিল নিমন্ত্রণ॥
দূত যায় দশরথে আনিতে সত্বর।
শীঘ্রগতি গেল দূত অযোধ্যানগর॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল
আশিস্ করিয়া দ্বিজ কহিতে লাগিল॥
গিরিরাজ নগরেতে আমার বসতি।
রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হবে নরপতি॥

রাজগণ আসিয়াছে তথায় প্রচুর।
চল শীঘ্র, রাজা, তুমি গিরিরাজপুর॥
স্বয়ম্বরস্থান যে করিল সুশোভন।
সম্বাদ পাইয়া রাজা চলিল তখন॥
রথবেগে দশরথ গেল সভাস্থানে।
সভা করে রাজগণ বসেছে যেখানে॥
স্বয়ম্বরস্থানে আইল কৈকেয়ী সুন্দরী।
তাঁর রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী॥
কৈকেয়ীরে দেখি সবে করে অনুমান।
আইল কি বিদ্যাধরী স্বয়ম্বরস্থান॥
কিবা রম্ভা উর্ব্বশী আইল তিলোত্তমা।
ত্রিভুবনে নিরুপমা কি দিব উপমা॥
পূর্ব্বে রাজকন্যা যেন ছিল ইন্দুমতী।
সেই যেন বরিলেক অজ মহামতি॥
তাঁহার রূপের কথা গেল দেশে দেশে।
বিবাহার্থে রাজগণ আইলা হরিষে॥
ইন্দুমতী বরিলেক অজ মহারাজে।
সব রাজা গেল দেশে পড়িয়া সে লাজে
পরম সুন্দর রাজা রাজচক্রবর্ত্তী।
দশরথতুল্য নাহি ভূমেতে ভূপতি॥
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনে।
এই যুক্তি অধোমুখে করে রাজগণে॥
প্রত্যেক দেখিল কন্যা সব রাজগণে।
সবারে ভুলিল দশরথ-দরশনে॥
ধন পাইলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।
গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি মম পতি॥
দশরথ ভূপতির গলে মাল্য দোলে।
লজ্জায় ভূপতিগণ মাথা নাহি তোলে॥
রাজগণ বলে কন্যা বড় বিচক্ষণা।
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনা॥
রাজগণ পরস্পর করিয়া সম্মান।
বিদায় হইয়া গেল নিজ নিজ স্থান॥
কন্যাদান করে রাজা পরম কৌতুকে।
মন্থরা নামেতে চেড়ী দিলেন যৌতুকে॥
পৃষ্ঠে ভার কুঁজের নড়িতে নারে বুড়ী।
ক্ষতি করে তার যার কাছে থাকে চেড়ী
মাণিক মুকুতা রাজা পাইল বিস্তর।
অশ্ববেগে নিজ দেশে চলিল সত্বর॥

কৈকেয়ী লইয়া রাজা আসে নিজ দেশে
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥



সুমিত্রার সহিত দশরথের বিবাহ

কৌশল্যা কৈকেয়ী এই সপত্নী উভয় ।
উভয়ে লইয়া ক্রীড়া করে মহাশয় ॥
সিংহল রাজ্যের যে সুমিত্র মহীপতি ।
সুমিত্রা তনয়া তাঁর অতি রূপবতী ॥
কন্যারে দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মন ।
কন্যাযোগ্য বর কোথা পাইব এখন ॥
রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ লোকে জানে ।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কাঁপে যাঁর নাম শুনে ॥
ব্রাহ্মণ ডাকিয়া রাজা কহিল সত্বর
দশরথে আন গিয়া অযোধ্যানগর ॥
রাজার আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল হরিষে ।
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যার দেশে ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম ।
আশিস্ করিয়া দ্বিজ কহে নিজ নাম ॥
সিংহল দেশের আমি রাজপুরোহিত ।
তোমাকে লইতে, রাজা, আমি উপস্থিত
রাজকন্যা সুমিত্রা সে পরমা সুন্দরী ।
তার রূপে আলো করে সিংহলনগরী ॥
তত রূপবতী কন্যা নাহি কোন দেশে ।
তোমারে দিবেন রাজা পরম হরিষে ॥
শুনিয়া কন্যার কথা হৃষ্ট দশরথ ।
হইতে সুমিত্রাপতি ছিল মনোরথ ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী নাহি জানে দুইজন ।
মৃগয়ার ছলে রাজা করিল গমন ॥
নানা বাদ্যে দশরথ চলে কুতূহলে ।
উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে ॥
বার্ত্তা শুনি হরষিত সিংহলের রাজা ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করিলেন পূজা ॥
দেখি দশরথের লাবণ্য মনোহর ।
লোকে বলে বিধি দিল কন্যাযোগ্য বর ॥
নান্দীমুখ করি দোঁহে বিশেষ হরিষে ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ দুইজনে করে অবশেষে ॥
গোধূলিতে দুইজনে শুভদৃষ্টি কৈল ।
দোঁহাকার রূপে বসুমতী আলো হৈল ॥
কুসুমশয্যায় রাজা করিল শয়ন ।
অলসে অবশ অঙ্গ ঘুমে অচেতন ॥
শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর ।
শয্যার উত্থানকৌড়ি দিলেন বিস্তর ॥
বাসি বিয়া সেই স্থানে কৈল দশরথ ।
যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত ॥
বিদায় হইল রাজা রাজার সাক্ষাতে ।
সুমিত্রা সহিতে রাজা চড়ে নিজ রথে ॥
সুমিত্রার রূপে রাজা মদনে মোহিত ।
প্রেমালাপে পরিতুষ্ট তরুণী সহিত ॥
বাসি বিবাহের দিন হয় কালরাতি ।
স্ত্রীপুরুষ এক ঠাঁই না থাকে সংহতি ॥
কালরাত্রে যে নারীকে করে পরশন ।
সেই স্ত্রী দুর্ভাগা হয় না হয় খণ্ডন ॥
সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে ।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল মনের হরিষে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা রাণী দুইজন ।
সুমিত্রার রূপ দেখি ভাবে মনে মন ॥
সুমিত্রার রূপ মজাইবে ভূপ-চিত ।
আর না থাকিবে আমা সবাকার ভিত ॥
নিরবধি সেবে তাঁরা পার্ব্বতীশঙ্কর ।
সুমিত্রা দুর্ভাগা হউক এই মাগে বর ॥
তিন রাণী লৈয়া রাজা আছে কুতূহলে ।
সুখে রাজ্য পালে বহুকাল ভূমণ্ডলে ॥
পুত্রহীন মহারাজ মনে দুঃখদাহ ।
করিলেন সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ ॥
সাত শত পঞ্চাশের মুখ্যা তিন গণি ।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা কামিনী
তার মধ্যে সুমিত্রা সে পরমা সুন্দরী ।
তাঁর রূপে আলো করে অযোধ্যানগরী ॥
হেন স্ত্রী দুর্ভাগা হৈল রাজার বিষাদ ।
কালরাত্রিদোষে হৈল এতেক প্রমাদ ॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে ।
রাত্রিদিবা দশরথ তার ঘরে থাকে ॥
এ তিনের ভাগ্য কত বর্ণিব সম্প্রতি ।
যা সবার গর্ভে জন্ম লবেন শ্রীপতি ॥

দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি ও জটায়ুর সহিত দশরথের মিত্রতা

সতত ভাসেন রাজা সুখের সাগরে।
দৈবে অনাবৃষ্টি হৈল অযোধ্যানগরে॥
রোহিণীতে বৃষে হৈল শনির গমন।
তে কারণে বৃষ্টি নাহি হয় বরিষণ॥
কৌতুকে থাকেন রাজা ভার্য্যাসম্ভাষণে।
রাজ্যেতে প্রমাদ হৈল ইহা নাহি জানে॥
সকল অযোধ্যারাজ্যে হইল আপদ।
হেনকালে আইলেন তথায় নারদ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দেন রাজা বসিতে আসন।
মুনিরে করিয়া পূজা বসিল রাজন্॥
নারদ বলেন, নৃপ, করি নিবেদন।
আইলাম তোমারে করিতে বিজ্ঞাপন॥
ইন্দ্রের বৃষ্টিতে বাঁচে সকল সংসার।
তব রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ সবাকার॥
কর্ত্তব্য ভুলিয়া, রাজা, করিতেছ সুখ।
নরকে ডুবিলা প্রজাগণ পায় দুখ॥
রাজা বলে কারে আমি নাহি করি দণ্ড।
কি কারণে মন্দ মোরে বলে রাজ্যখণ্ড॥
দুঃখ পায় প্রজাগণ নিজ কর্ম্মফলে।
কোন্ দোষে প্রজাগণ মোরে মন্দ বলে॥
নারদ বলেন শুন নৃপচূড়ামণি।
রোহিণীনক্ষত্রে দৃষ্টি দিয়া গেল শনি॥
এই হেতু অনাবৃষ্টি হইল রাজ্যেতে।
প্রজাগণ দুঃখ পায় সেই কারণেতে॥
এত বলি করিলেন নারদ গমন।
রথে চড়ি রাজ্য দেখি বেড়ায় রাজন্॥
গেলেন উত্তরদিকে গহন কানন।
জলজন্তু দেখে রাজা পশুপক্ষিগণ॥
নদনদী দেখে রাজা নাহি তাহে জল।
দীঘিসরোবর দেখে শুষ্ক সে সকল॥
বেলা অবসানে রাজা বসে বৃক্ষতলে।
শারী শুক পক্ষী আছে সেই বৃক্ষডালে॥
শেষরাত্রি হইল পক্ষীর নিদ্রা ভাঙ্গে।
পক্ষিণী কহিল কথা পক্ষিরাজ সঙ্গে॥
বহুকাল হৈল মোরা এই বনবাসী।
কত আর পাব কষ্ট নিত্য উপবাসী॥
সূর্য্যবংশরাজ্যে কভু দুঃখ নাহি জানি।
চৌদ্দবর্ষ অনাহারে নাহি পাই পানি॥
অনাবৃষ্টি হেতুতে বৃক্ষেতে নাহি ফল।
নদ নদী সরোবর তাহে নাহি জল॥
ভূপতি হইয়া রাজ্যে চেষ্টা নাহি করে।
রাত্রিদিন স্ত্রী লইয়া থাকে অন্তঃপুরে॥
কষ্ট পাই আর কত থাকি অনাহারে।
অতএব চল, প্রভু, যাই স্থানান্তরে॥
পক্ষিরাজ বলে, প্রিয়ে, শুন মোর বাণী।
তোমার বচনে কি ছাড়িব অরণ্যানী॥
সত্যযুগ হৈতে মোর এই বনে বাস।
গোঁয়াইনু এই বনে পুরুষ পঞ্চাশ॥
মোর দুঃখ নহে দুঃখ হয়েছে সংসারে।
এই দুঃখে আছে রাজা দুঃখিত অন্তরে॥
এইখানে জন্ম মোর এখানে মরণ।
তোর বোলে ছাড়িতে নারিব এই বন॥
পক্ষিণী বলয়ে, পক্ষি, শুন বিবরণ।
পাতকীর রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন॥
জল বিনা শ্বাসগত ব্যাকুলিত প্রাণ।
সমুদ্রের তীরে গিয়া করি জলপান॥
এই কথাবার্ত্তা তারা কহে দুইজনে।
বৃক্ষতলে থাকি তাহা দশরথ শুনে॥
রাজা বলে নারদের বচন প্রত্যক্ষ।
পক্ষী মোরে নিন্দা করে পেয়ে উপলক্ষ॥
বুঝিলাম ইন্দ্র রাজা বড়ই চতুর।
মুখে এক কহে সে অন্তরে করে দূর॥
মম পিতামহ যেই রঘু নাম ধরে।
ইন্দ্রে আনি খাটাইল অযোধ্যানগরে॥
তবে আজি হয় মম দশরথ নাম।
ইন্দ্রেরে বান্ধিয়া আনি যদি নিজ ধাম॥
রজনী প্রভাত করে রাজা মনোদুখে।
প্রভাত হইলে রাজা দুই পক্ষী দেখে॥
পক্ষী বলে, পাপিনি পক্ষিণি, শুন বাণী।
রাজারে নিন্দিলা কেন হইয়া পক্ষিণী॥
সকল যে দশরথ শুনিয়াছে কাণে।
শব্দভেদী বাণে রাজা মারিবে পরাণে॥
পক্ষীর পরাণ ফাটে এতেক বলিয়া।
ডিম্ব লয়ে ঠোঁটেতে আকাশে উঠে গিয়া॥

পক্ষী পলাইয়া যায় পাইয়া তরাস।
উর্দ্ধবাহু করি রাজা করেন আশ্বাস॥
দশরথ বলে, পক্ষি, না পলাও ডরে।
ফিরিয়া আসিয়া বৈস বাসার উপরে॥
স্ত্রীর বাক্যে অপরাধ নাহিক তোমার।
তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার॥
এই বনে যত আম্রকাঁঠালের ভার।
আজি হৈতে তোমায় দিলাম অধিকার॥
পক্ষী সম্বোধিয়া রাজা রাখি বাসা-ঘরে।
আপনি গেলেন পরে ইন্দ্রের নগরে॥
স্বর্গেতে যাইয়া রাজা দেবের সমাজে।
'কোথা ইন্দ্র' বলিয়া ডাকেন দেবরাজে॥
তর্জ্জন করেন দশরথ মহারাজ।
রণং দেহি রণং দেহি কোথা সুররাজ॥
দেবগণ বলে রাজা ক্রোধ কি কারণ।
তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রণ॥
ভূপতি বলেন মম রাজ্যে নাহি বৃষ্টি।
অনাবৃষ্টি হেতু মোর নষ্ট হৈল সৃষ্টি॥
মম রাজ্যে বৃষ্টি নাহি হয় কোন্ কাজে।
অনাবৃষ্টি হেতু যত প্রজাগণ মজে॥
চৌদ্দবর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধান।
প্রজাগণ দুঃখে মরে করে অপমান॥
সুবৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রাখুন সম্প্রতি।
নতুবা জিনিয়া লব এ অমরাবতী॥
এতেক শুনিয়া যান যত দেবগণ।
ইন্দ্রকে কহেন তাঁরা সব বিবরণ॥
বাসব বলেন রাজা এলো কি কারণে।
মনুষ্য হইয়া নিন্দে শঙ্কা নাহি মনে॥
দেবেরা বলেন, ইন্দ্র, ত্যজ অহঙ্কার।
রাজার যুদ্ধেতে কাব নাহিক নিস্তার॥
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্র হানে।
তাঁর সনে যুদ্ধ করি মরিবে আপনে॥
যাবৎ মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ।
রাজার সহিত কর মধুর আলাপ॥
দেবতার বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর করেন সম্মান॥
কহিলেন দশরথ করি সম্বোধন।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় কি কারণ॥

বাসব বলেন, রাজা, শুন একচিতে।
পড়িল শনির দৃষ্টি রোহিণীনক্ষত্রে॥
ছাড়াইতে পার যদি রোহিণীতে দৃষ্টি।
হইবে তোমার দেশে তবে মহাবৃষ্টি॥
চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে।
রথ চালাইয়া যায় শনির সদনে॥
'শনি ঘরে' বলি রাজা ডাকিলেন তায়।
বাহির হইয়া শনি সম্মুখে দাঁড়ায়॥
শনির দৃষ্টিতে রাজাব ছিঁড়ে রথদড়া।
আকাশ হইতে পড়ে তাঁর অষ্ট ঘোড়া॥
ছিঁড়িল রথের দড়া নাহি পায় স্থল।
পাকে পাকে পড়ে বথ কবে টলমল॥
চক্রবৎ ফিরে রথ গগন উপবে।
হেন জন নাহি যে বাজায় বক্ষা কবে॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী উড়ে অন্তরীক্ষে।
আকাশে থাকিয়া পক্ষী রথ যে নিরীখে॥
ভূমিতে পড়িবে রাজা না পাইয়া স্থল।
বাজার হইবে চূর্ণ শরীর সকল॥
হেনকালে করি যদি রাজার উদ্ধাব।
ঘুষিতে থাকিবে যশ আমার অপার॥
দশরথ মহারাজ ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
হেন রাজা ত্যজে প্রাণ মম বিদ্যমান॥
কাতর হইবে রাজা পড়িলে ভূমিতে।
ইহা ভাবি পক্ষিরাজ দুই পাখা পাতে॥
পাখা পাতি রহিল জটায়ু মহাবীর।
তাহার উপরে রাজা হইলেন স্থিব॥
স্থির হৈয়া দশরথ রথে যোড়ে ঘোড়া।
ধ্বজা আর পতাকা বান্ধেন যোড়া যোড়া
সারথি ঘোড়ার গায় মারিলেক ছাট।
আর বার চলে ঘোড়া আকাশের বাট॥
রাজা বলিলেন রথ রাখ এইখানে।
রাখিল আমার প্রাণ দেখি কোন্ জনে॥
রঘু পিতামহ কিবা সেই অজ পিতা।
এমন বিপদে কেবা মোর রক্ষাকর্ত্তা॥
তুলিলেন পক্ষিরাজে রথের উপরে।
মধুর সম্ভাষে রাজা জিজ্ঞাসেন তারে॥
আছাড় খাইয়া পড়িতাম ভূমিতলে।
করিলা আমারে রক্ষা তুমি হেনকালে॥

কোন্ দেশে থাক তুমি কাহার নন্দন।
পরিচয় দেহ মোরে তুমি কোন্ জন॥
পক্ষিরাজ বলিলেন আমি পক্ষিজাতি।
মম জ্যেষ্ঠ ভাই পক্ষিভূপতি সম্পাতি॥
জটায়ু আমার নাম গরুড়নন্দন।
অন্তরীক্ষে ভ্রমি আমি উপর গগন॥
আছাড় খাইয়া পড় দেখিয়া রাজন্।
পাখা পাতি রাখিলাম তোমাব জীবন॥
দশরথ বলিলেন তুমি মোর মিত্র।
প্রাণদান দিলা মম কি কব চরিত্র॥
নাবপব বথকাষ্ঠ খসাইয়া আনি।
জ্বালিলেন হুতভুক্ নৃপতি আপনি॥
উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি সাক্ষী।
হইল রাজার মিত্র সে জটায়ু-পক্ষী॥
জটায়ু-পক্ষীর কথা শুনে যেই জন।
সর্ব্বত্র তাহারে রাখে দেব নারায়ণ॥
বিদায় করিয়া পক্ষী গেল সেই দেশে।
আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥



শনির নিকটে দশরথের পুনর্গমন, গণেশের মুণ্ডপরিবর্ত্তন-উপাখ্যান এবং শনিকর্ত্তৃক দশরথকে বরদান

পুনশ্চ গেলেন রাজা শনির ভবন।
রাজারে দেখিয়া শনি অতি ভীত মন॥
শনি বলে, দশরথ, আইলে আর বার।
তুমি সে আমার দৃষ্টে পাইলে নিস্তার॥
দশরথ তুমি সূর্য্যবংশের ভূষণ।
নিবেন তোমার ঘরে জন্ম নারায়ণ॥
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তেকারণে মোর দৃষ্টে পাইলা নিস্তার॥
মুদিয়া নয়ন শনি দশরথে বলে।
সম্মুখ ছাড়িয়া আইস তুমি পৃষ্ঠমূলে॥
কোপদৃষ্টে সুদৃষ্টে যাহা পানে চাই।
দেব-দৈত্য-নাগ-নর হৈয়া যায় ছাই॥
পূর্ব্বকথা কহি রাজা তাহে দেহ মন।
যেমতে শিবের পুত্র হৈল গজানন॥
জন্মিলেন গণপতি গৌরীর নন্দন।
দেখিতে গেলেন তথা যত দেবগণ॥

দেবগণ বলে, মাতা, তোমার আদেশে।
আইল সকল দেব শনি না আইসে॥
দূত পাঠাইয়া দিল আমার গোচর।
দেখিতে গেলাম পুত্র কৈলাসশিখর॥
শুভদৃষ্টে গিয়া যেই মুণ্ডপানে চাই।
আমার দৃষ্টির দোষে হৈয়া গেল ছাই॥
তা দেখিয়া দেবগণ হইল বিস্মিত।
পার্ব্বতীর মনোদুঃখ মহেশ চিন্তিত॥
পার্ব্বতী বলেন হেথা আছে দেবগণ।
আমার পুত্রের মুণ্ড নিল কোন্ জন॥
দেবগণ বলেন শুনহ বিশ্বমাতা।
শনির দৃষ্টিতে ভস্ম গণেশের মাথা॥
দেবতার বাক্য শুনি রুষিল ভবানী।
আমারে বধিতে যান হৈয়া শূলপাণি॥
পলাইয়া যাই আমি স্থান নাহি পাই।
দেবতার আড়ালেতে তখনি লুকাই॥
শূলহস্তে আইলেন দেবী মহাকোপে।
পার্ব্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাঁপে॥
যতেক দেবতাগণ করিছে স্তবন।
আপনি সৃজিয়া শনি মার কি কারণ॥
তুমি আদ্যাশক্তি, মাতা, জগতের গতি।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি॥
আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে।
শনি যারে দেখে তার মাথা নাহি থাকে॥
পাইয়া তোমার বর তোমাতে পরীক্ষা।
তুমি যদি মার তাবে কে করিবে রক্ষা॥
বিধাতা বলেন শনি মার কি কারণ।
স্থির হও জীয়াইব তোমার নন্দন॥
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা তবে পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা উত্তর শিয়রে॥
গঙ্গানীর খাইয়া ইন্দ্রের ঐরাবত।
উত্তর শিয়রে শুয়ে ছিল নিদ্রাগত॥
কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিল পবন।
রক্তমাংসে জিয়াইল হৈল গজানন॥
শরীর নরের মত বদন করীর।
দেখিয়া হইল বড দুঃখ পার্ব্বতীর॥
সকল দেবের পুত্র দেখিতে সুন্দর।
গজমুখ বসিবেক তাহার ভিতর॥

বিরিঞ্চি বলেন করি গণেশেরে রাজা।
আগে গণেশের পূজা পিছে অন্য পূজা ॥
গণেশ থাকিতে যেবা অন্য দেব পূজে।
পূর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট তার সিদ্ধি নয় কাজে ॥
ঐরাবতমুণ্ডে জিয়াইল লম্বোদর।
হস্তীর শোকেতে কান্দি কহে পুরন্দর ॥
উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া আর ঐরাবত হাতী।
এ সব সম্পদে মম নাম সুরপতি ॥
আজ্ঞা করিলেন চতুর্ম্মুখ পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা পশ্চিম শিয়রে ॥
পশ্চিম শিয়রে শুয়ে শ্বেতহস্তী যথা।
পবন কাটিয়া আনি দিল তার মাথা ॥
প্রাণ পাইয়া ঐরাবত গেল নিজ ঘরে।
হেলায় হেলিতে নাই পশ্চিম শিয়রে ॥
দেবীরে বিদায় করি গেল দেবগণে।
গণেশের জন্ম শনি কহিল রাজনে ॥
শুভদৃষ্টে কোপদৃষ্টে যার পানে চাই।
আমার দৃষ্টিতে কভু কারো রক্ষা নাই।
মনুষ্য হইয়া তুমি আইস বারেবার।
সূর্য্যবংশে জন্ম হেতু পাইলা নিস্তার ॥
সূর্য্যবংশজাত আমি সূর্য্যের কুমার।
এক বংশে জন্ম তেঁই পাইলা নিস্তার ॥
কি কারণে আসিয়াছ তুমি মম পাশ।
বর চাহ তোমার পূরাব অভিলাষ ॥
তখন বলেন দশরথ যশোধন।
রোহিণীতে তব দৃষ্টে নহে বরিষণ ॥
শনি বলে আজ হৈতে ছাড়িব রোহিণী।
অবিলম্বে দেশে চলি যাও নৃপমণি ॥
আজি হৈতে তব রাজ্যে হবে বরিষণ।
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥
রোহিণী বৃষভরাশি হবে যেই জন।
তার রাজ্যে নাহি হবে মোর আগমন ॥
হইয়া রাজারে তুষ্ট শনি দিল বর।
চলিলেন রাজা ইন্দ্রনিকটে সত্বর ॥
সভাতে বসিয়া ইন্দ্র লয়ে দেবগণে।
দশরথ বসিলেন তাঁর একাসনে ॥
কহিলেন সে সব বৃত্তান্ত পুরন্দরে।
শনিকে প্রসন্ন করিলেন যে প্রকারে ॥
শুনিয়া রাজার কথা দেবরাজ ভাষে।
এক্ষণে হইবে বৃষ্টি তুমি যাও দেশে ॥
সাত দিন বৃষ্টি মাত্র ঝড় না করিব।
তোমার রাজ্যেতে জল যথাকালে দিব ॥
বিদায় হইয়া রাজা গেলেন স্বদেশে।
আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥



দশরথের মৃগয়ায় গমন ও সিন্ধুবধবিবরণ

আজ্ঞা করিলেন ইন্দ্র চারি জলধরে।
সাত দিন বৃষ্টি কর অযোধ্যানগরে ॥
সম্বর্ত্ত সম্বর্ত্ত দ্রোণ আর যে পুষ্কর
চারি মেঘে বৃষ্টি করে পৃথিবী উপর ॥
নদ নদী সরোবরে পূর্ণ হৈল জল
অনাবৃষ্টি ঘুচিল বৃক্ষেতে হৈল ফল ॥
জীবন পাইয়া সব জীবের সমৃদ্ধি।
তপস্যার অন্তে যেন মনোরথসিদ্ধি ॥
দান ধ্যান সদা করে রাজ্যে প্রজাগণ
সুখে রাজা রাজ্য করে সম্পদভাজন ।
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর
রাজার বয়স নয় হাজার বৎসর ॥
সাত শত পঞ্চাশ যে নৃপতিরমণী
কারু পুত্র নাহি রাজা বড় অভিমানী ॥
ভার্গব রাজার কন্যা ছিল একজন
তার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল তখন।
পরমা সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা।
স্বর্ণমূর্ত্তি দেখে তার নাম হেমলতা ॥
লোমপাদ নামে রাজা দশরথসখা।
অঙ্গদেশেতে বাস ধনের নাহি লেখা ॥
জন্মিয়াছে সুতা দশরথের শুনিয়া।
লোমপাদ আনে তাঁরে লোক পাঠাইয়া ॥
সত্য ছিল পূর্ব্বেতে করিতে নারে আন।
মহা পুণ্যবান্ রাজা ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান ॥
কন্যা রহে লোমপাদ-ভূপতির ঘরে।
দশরথ রাজত্ব করেন নিজ পুরে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না হয় খণ্ডন।
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন ॥

হস্তী ঘোড়া রাজার চলিল শতে শতে।
মৃগ অন্বেষিয়া রাজা বেড়ান বনেতে॥
ভ্রমিয়া বেড়ান রাজা নিবিড় কানন।
অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন॥
শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে।
দিব্যসরোবর দেখিলেন সেই স্থলে॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে।
কলসাতে ভরে জল সেই সরোবরে॥
কলসীর মুখ করে বুক্ বুক্ ধ্বনি।
রাজা ভাবে জলপান করিছে হরিণী॥
লতাপাতা খাইয়া পশেছে সরোবর।
ইহা ভাবি বধিতে যুড়েন ধনুঃশর॥
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্রে হানে
মুনিপুত্রোপরে বাণ এড়ে সেইক্ষণে॥
মৃগজ্ঞানে বাণ হানে রাজা দশরথ।
বাণ বাজে মুনি পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
মৃগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি
মৃগ নহে মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি॥
দেখেন সিন্ধুর বুকে বিদ্ধ রহে বাণ।
অতি ভীত দশরথ উড়িল পরাণ॥
বুকে বাণ বাজিয়াছে কথা নাহি সরে
জল দেহ' বলে মুনি হস্ত-অনুসারে॥
অঞ্জলি পূরিয়া রাজা আনিয়া জীবন।
মুখে দিবামাত্র মুনি পাইল চেতন॥
শিরে হাত দিয়া রাজা করে অনুতাপ।
ক্রন্দন দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ॥
মুনি বলে, দশরথ, ভয় কি কারণ।
তোমারে শাপিয়া আমি পাব কত ধন।
কপালে যা থাকে তাহা না হয় খণ্ডন।
পূর্ব্বজনমের কথা হইল স্মরণ॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি রাজার কুমার
মারিতাম বাঁটুলেতে পক্ষী অনিবার॥
কপোতী কপোত পক্ষী ছিল এক ডালে।
কপোতেরে মারিলাম একই বাঁটুলে॥
মৃত্যুকালে কপোত আমারে দিল শাপ।
পরজন্মে পাবে তুমি হেন মনস্তাপ॥
ব্যর্থ না হইল সেই পক্ষীর বচন।
হইল তোমার বাণে আমার মরণ॥
লইলা আমার প্রাণ কোন অপরাধে
আমারে মারিয়া বড় পড়িলে প্রমাদে॥
অন্ধ পিতামাতা মম শ্রীফলের বনে।
আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে।
এই বড় দুঃখ মম রহিল যে মনে।
মৃত্যুকালে দেখা না হইল দোঁহা সনে॥
অন্ধকের প্রাণসম আমি যে ছিলাম।
তৃষ্ণায় সলিল ফল ক্ষুধায় দিতাম॥
আর কেবা ফল জল দিবেক দোঁহাকে।
অনাহারে মরিবেন আমা পুত্রশোকে॥
এই সত্য, দশরথ, করহ আপনে।
আমা লৈয়া যাও পিতামাতার সদনে॥
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার।
নহে সৃষ্টিনাশ হবে মজিবে সংসার॥
মৃত্যুকালে সিন্ধুমুনি নারায়ণে ডাকে
নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে॥
দেখি দশরথ হইলেন কম্পমান।
খসাইয়া নিল তার বুক হতে বাণ॥
ভূপতি ভাবেন আসি মৃগ মারিবারে
ঘটিল তপস্বিহত্যা আমার উপরে॥
মৃতমুনি তুলি রাজা লইল কাঁধেতে
অন্ধকের বনে গেল কাঁদিতে কাঁদিতে॥
হেথা তপোবনে বসি অন্ধক-অন্ধকী
বামনেত্রভুজ স্পন্দে অমঙ্গল দেখি॥
অন্ধকী বলেন, নাথ, এ কি কুলক্ষণ
আজি কেন পুত্রের বিলম্ব এতক্ষণ॥
অন্ধক বলেন শুন পাগল গৃহিণী
আর দিন নিকটে পাইত ফল পানি॥
আজি বুঝি গিয়াছে সে দূরস্থ কানন
সেই হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ।
এই কথাবার্ত্তা তারা কহেন দুজন।
মরা কোলে করি রাজা গেলেন তখন।
শুষ্ক শ্রীফলের পাতা মচ্ মচ্ করে
অন্ধক বলেন এই পুত্র আইল ঘরে॥
চক্ষু নাই দুজনের দেখিতে না পায়।
'আইস পুত্র' বলিয়া ডাকিছে উভরায়॥
কালিকার উপবাসী করিব পারণ।
ফল জল দেহ, বাপু, রাখহ জীবন॥

দুইজন ডাক ছাড়ে রাজার তরাস।
আদিকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



দশরথের প্রতি অন্ধকের অভিশাপ

দেখি দুই অন্ধে রাজা সন্দিগ্ধ অন্তরে।
যাইতে নারেন অগ্রে পাছু যান ধীরে॥
কহিল অন্ধক মুনি করিয়া বিশ্বাস।
কিবা মাতাপিতা সঙ্গে কর উপহাস॥
দেখিতে না পায় মুনি বসিলেন ধ্যানে।
সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেকেতে জানে॥
চক্ষু ভাসে নীরে করে করাঘাত শিরে।
বলে রাজা মারিয়াছে পুত্রে এক তীরে॥
মুনি বলে আইস দশরথ নরপতে।
মৃতপুত্র আনিলে আমাকে দেখাইতে॥
আর কিবা, দশরথ, শাপিব তোমাকে।
এই মত তব প্রাণ যাবে পুত্রশোকে॥
পুত্রশোকে মরিব আমরা দুই প্রাণী।
পুত্রশোকে যে যন্ত্রণা জানিবা আপনি॥
মুনি শাপ দিল যদি রাজার উপর।
দশরথ কহিছেন প্রফুল্ল অন্তর॥
শুভমস্তু মুনিবাক্য না হইবে আন।
দেখিয়া পুত্রের মুখ যায় যাক প্রাণ॥
তোমা দেখি যেন মুনি বিষ্ণুর সমান।
তোমার বচন সত্য নাহি হবে আন॥
তপ শাপে, মুনি, মম হরিষ অন্তর।
শাপ নহে হইল আমার পুত্রবর॥
অন্ধ বলে দশরথ বঞ্চিত সন্তানে।
পুত্রশোকে শাপ দিনু বর করি মানে॥
ধ্যান করি জানিল অন্ধক তপোধন।
ইহার ঘরেতে জন্মিবেন নারায়ণ॥
যাহ রাজা তোমারে দিলাম আমি বর
চারি পুত্র হবেন তোমার গদাধর॥
মম শাপে পুত্রশোকে তোমার মরণ।
পুত্র হৈলে একাদশ বৎসর জীবন॥
ব্যর্থ নাহি হয় কভু মুনির বচন।
মুনির শাপেতে অন্ধ আমার লোচন॥

পূর্ব্বকথা কহি, রাজা, তাহে দেহ মন।
যে শাপে হইল মম অন্ধ এ লোচন॥
ত্রিজটা মুনির দুই চরণ ডাগর।
মাগিতে আইল ভিক্ষা মম পিতৃবর॥
মুনিরে দেখিয়া পিতা উঠিল তখন।
পাদ্য অর্ঘ্য দেন তাঁরে বসিতে আসন॥
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে কেন আগমন।
মুনি কহে আইলাম ভিক্ষার কারণ॥
গতকল্য হতে আমি আছি উপবাসী।
ভোজন করাহ মোরে তুমি মহাঋষি॥
অতিথি বলিয়া পিতা করান ভোজন।
বিদায় হইয়া মুনি যান তপোবন॥
পিতা আসি কহেন আমারে এই কালে।
দণ্ডবৎ করহ মুনির পদতলে॥
গোদা পা দেখিয়া তার ঘৃণা হৈল মনে।
এমন পায়ের ধূলা লইব কেমনে॥
লইলাম নয়ন মুদিয়া পদধূলি।
আশীর্ব্বাদ দিল মুনি এবমস্তু বলি॥
ব্যর্থ না হইল সেই মুনির বচন।
ইহাতে হইল অন্ধ আমার লোচন॥
সেইমত করিলেক আমার গৃহিণী।
দোঁহারে করিয়া অন্ধ ঘরে গেল মুনি॥
আমার শাপের, রাজা, পাইলে প্রমাণ।
শাপে বর হইল হইবে পুত্রবান্॥
এই সত্য, দশরথ, করিবে পালন।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনি কর যজ্ঞ আরম্ভণ॥
শ্রীফল পাইয়াছিলাম ভ্রমিতে কানন।
এই ফল করিলাম তোমাকে অর্পণ॥
এই ফলে জন্মিবেন দেব চক্রপাণি।
চরুর ভিতরে এই ফল দিও তুমি॥
পুনশ্চ কহেন মুনি তাঁরে মৃদুস্বরে।
কোথা আছে সিন্ধুপুত্র আনি দেহ মোরে॥
মৃতপুত্র দশরথ দিলেন ফেলিয়া।
পুত্র কোলে করি মুনি কান্দে লোটাইয়া॥
নয়নবিহীন মুনি দেখিতে না পায়।
কোলেতে করিয়া হস্ত শরীরে বুলায়॥
জন্মিলা যে, পুত্র, তুমি তপের সঞ্চারে।
তোমার মরণে মৃত্যু ঘটিল আমারে॥

অন্ধের নয়ন তুমি হয়েছিলে জানি।
ফল দিতে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দিতে পানি॥
গুরুনিন্দা নাহি করি নহে সন্ধ্যা বাদ।
দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত॥
জন্মাবধি আমি পাপকর্ম্ম নাহি জানি।
তবে কেন, সিন্ধুপুত্র, ত্যজিলা আপনি॥
পূর্ব্বজন্মে কার কি করেছি বিঘটন।
গুরুনিন্দা করেছি হরেছি স্থাপ্য ধন॥
এতেক বলিয়া মুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণমন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে॥
পতিব্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে।
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে॥
তিন মৃত লয়ে রাজা গেল সরোবর।
অগুরু চন্দনকাষ্ঠ আনিল বিস্তর॥
করিলেন চিতা রাজা উত্তর শিয়রে।
তিনজনে শোয়াইল চিতার উপরে॥
দুইজন দুইদিকে পুত্র মধ্যখানে।
পোড়াইল তিনজনে বেষ্টিত আগুনে॥
চিতা প্রক্ষালিয়া সেই সরোবরনীরে।
কান্দিয়া আইল রাজা অযোধ্যানগরে॥
ব্রহ্মহত্যা করি রাজা অজের নন্দন।
অমনি কান্দিয়া গেল বশিষ্ঠভবন॥
গিয়াছেন বশিষ্ঠ তপস্যা করিবারে।
বামদেব পুত্র তাঁর আছেন আগারে॥
সকল বৃত্তান্ত রাজা কহিলেন তাঁরে।
মুনিহত্যা করিয়াছি বনের ভিতরে॥
প্রায়শ্চিত্ত ইহার করাহ মহাশয়।
কিরূপে হইব মুক্ত কিসে পাপক্ষয়॥
মুনি বলে অকালেতে নাহি যজ্ঞদান।
এই পাপে কেমনে পাইবে পরিত্রাণ॥
বিচার করয়ে মুনি আগম পুরাণ।
বাল্মীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ॥
তিনবার বলাইল সেই রামনাম।
পাইলেন ভূপতি সে পাপেতে বিরাম॥
রাজা মুক্ত হইয়া গেলেন নিজ ঘর।
আইলেন সন্ধ্যায় বশিষ্ঠ মুনিবর॥
ফল মূল ভক্ষণে মুনির সুস্থ মন।
পিতাপুত্রে কথাবার্ত্তা কন দুইজন॥

পিতারে কহেন বামদেব নীতিক্রমে।
দশরথ আসিয়াছিলেন এ আশ্রমে॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু বলে যারে।
মারিলেন রাজা শব্দভেদী শরে তাঁরে॥
দীনভাবে কহিলেন রাজা এ বচন।
মুনিহত্যাপাপ মোর কর বিমোচন॥
যোগ যাগ স্নান দান নাহি করালাম।
তিনবার রাজারে বলানু রামনাম॥
জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তৈলে।
কুপিয়া বশিষ্ঠমুনি পুত্র প্রতি বলে॥
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে॥
মোর পুত্র হৈয়া তোর অজ্ঞান বিশাল
দূর হ রে, বামদেব, হও রে চণ্ডাল।
লোটাইয়া ধরিল সে পিতার চরণ।
কেমনে হইব মুক্ত কহ বিবরণ॥
না থাকে মুনির মনে কোপ বহুক্ষণ।
বলিলেন তাহারে বশিষ্ঠ তপোধন॥
যেই রামনাম তুমি বলালে রাজারে।
তিনি জন্মিবেন দশরথের আগারে॥
গঙ্গাস্নানে রঘুনাথ যাবেন যখন।
আগুলিও তুমি পথ রামের তখন॥
তাঁহার চরণপদ্ম করিহ স্পর্শন।
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল-জনম॥
বলিলেন এরূপ বশিষ্ঠ মহামুনি।
গুহক চণ্ডাল হৈয়া রহিলেন তিনি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিদ্যাবান্।
আদিকাণ্ডে গাইলেন অন্ধকোপাখ্যান॥



সম্বরবধ

রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর
হইল অসুর স্বর্গে নামেতে সম্বর॥
হইল সম্বর সর্ব্ব দেবতার অরি।
জিনিল অমরাবতী বৈজয়ন্তীপুরী॥
তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে।
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, বাঁচি কি প্রকারে॥

ব্রহ্মা বলিলেন আন রাজা দশরথে।
অসুর সম্বর মরিবেক তাঁর হাতে॥
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যানগরে।
পাদ্য অর্ঘ্যে দশরথ পূজে পুরন্দরে॥
ইন্দ্র বলে, দশরথ, তুমি মোর মিত।
ঠেকেছি সঙ্কটে রক্ষা কর এই হিত॥
অসুর সম্বর নামে তারে আমি হারি।
খেদাড়িয়া দেবগণে নিল স্বর্গপুরী॥
আমার সহায় হৈয়া যদি কর রণ।
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা দশরথ হাসে।
সম্বরে মারিব আমি তুমি যাহ বাসে॥
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র গেলেন স্বর্গেতে।
সম্বরে মারিতে সাজে রাজা দশরথে॥
'সাজ সাজ' বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
মাহুত বাহুত সাজাইল হাতী ঘোড়া॥
মুদ্গর মুষল কেহ বান্ধিল কামান।
ধানুকি সাজিছে রথে লয়ে ধনুর্ব্বাণ॥
সাজিছে কটক সব নাহি দিশপাশ।
কটকের পদধূলি লাগিল আকাশ॥
গায়েতে পরিল সানা মাথায় টোপর।
ধনুর্ব্বাণ হাতে রাজা চলিল সত্বর॥
দিব্যরথ যোগাইল রথের সারথি।
রথে চড়ি দশরথ চলে শীঘ্রগতি॥
সম্বরে জিনিতে রাজা করিল গমন।
দশরথে দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন॥
চতুর্দ্দোলে চড়ি রাজা চলে কুতূহলে।
রথ রথী পদাতি তুরঙ্গ হাতী চলে॥
উত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগরী।
দেখিয়া রাজার সাজ ক্রোধে দেব-অরি॥
রাজার উপরে মারে সে জাঠি-ঝকড়া।
স্বর্গপুরী ছাইল রথের ভাঙ্গে চূড়া॥
দশরথে বাণে বিন্ধে করিল জর্জ্জর।
ভঙ্গ দিল সেনা রাজা রহে একেশ্বর॥
কোপে কাঁপে দশরথ পূরিল সন্ধান।
অস্ত্রাঘাতে দৈত্যসেনা ত্যজিল পরাণ॥
নানা অস্ত্র বর্ষণ করেন দশরথ।
ছাইল অমরাবতী পবনের পথ॥
সম্বরের সেনাগণ সমরে প্রখর।
ভূপতির সেনা বিন্ধে করিল জর্জ্জর॥
লক্ষ লক্ষ বাণ পূরে সম্বরের সেনা।
পড়িলেক স্বর্গপুরী ছাইয়া ঝঞ্ঝনা॥
পড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ভূপতির মনে।
এমত অস্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে॥
এক বাণ প্রসরে গন্ধর্ব্ব তিনকোটি।
আপনা আপনি রিপু করে কাটাকাটি॥
আপনা আপনি করে বাণ বরিষণ।
এক বাণে পড়িল সকল সেনাগণ॥
সম্বরের সেনা দেয় রক্তেতে সাঁতার।
'ত্রাহি ত্রাহি' করি সবে করে হাহাকার॥
পড়িল সকল সেনা দৈত্য একেশ্বর।
দশরথবাণে সেনা পড়িল বিস্তর॥
দুইজন বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে।
উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে॥
হইল অমরাবতী বাণে অন্ধকার।
দৈত্যের রণেতে রাজা না দেখে নিস্তার॥
দেখিতে না পেয়ে দৈত্য থাকে কোন্ খানে
শব্দভেদী দশরথ শব্দ শুনি হানে॥
কালপ্রাপ্ত দানবের নিকট মরণ।
দূরে থাকি দশরথে করিছে তর্জ্জন॥
সম্বরের শব্দ পেয়ে রাজা পূরে বাণ।
ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান॥
এড়িলেক বাণ রাজা তার শুনে কথা।
কাটে রাজা দশরথ সম্বরের মাথা॥
নর হৈয়া মারিলেন অসুর সম্বর।
দেবসহ সুখে রাজ্য পালে পুরন্দর॥
ইন্দ্র বলে, দশরথ, রক্ষা কৈলে মোরে।
বর মাগ দিব যাহা প্রার্থনা অন্তরে॥
দশরথ বলে, ইন্দ্র, দেহ এই বর।
ব্রহ্মহত্যাপাপ নাহি থাকে মমোপর॥
শুনিয়া রাজার কথা ইন্দ্রদেব হাসে।
সে পাপ তোমাতে নাই যাহ তুমি দেশে॥
অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা শূদ্রাণী জননী॥
এতেক শুনিয়া দশরথ আইল দেশে।
আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

রাজার কৈকেয়ীকে বর দিবার অঙ্গীকার

পাত্রমিত্রগণে রাজা দিলেন মেলানি।
অন্তঃপুরে দশরথ চলিল অমনি॥
সবার অধিক ভালবাসে কৈকেয়ীরে।
সেই হেতু আগে গেল কৈকেয়ীর ঘরে॥
অস্ত্রসঞ্জীবনীবিদ্যা জানেন কৈকেয়ী।
দেখিল রাজার তনু অস্ত্রক্ষতময়ী॥
মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির গায়।
জ্বালা ব্যথা গেল দূরে শরীর জুড়ায়॥
মৃতদেহে যেন পুনঃ পাইল জীবন।
সুস্থ হৈয়া দশরথ বলেন তখন॥
হে কৈকেয়ি, প্রাণরক্ষা করিলা আমার।
তোমার সমান, প্রিয়ে, কেহ নাহি আর॥
বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার।
কোন ধন ভাণ্ডারেতে নাহিক আমার॥
এত যদি বলিলেন রাজা দশরথ।
কৈকেয়ী কুঁজীকে কহে বাক্য অভিমত॥
মহারাজা আমারে চাহেন দিতে বর।
কি বর মাগিয়া লব তাঁহার গোচর॥
পৃষ্ঠে ভার কুঁজের নড়িতে নারে চেড়ী।
কুঁজ নহে তাহার সে বুদ্ধির চুপড়ি॥
কুঁজী বলে এক্ষণে নাহিক প্রয়োজন।
বর ইচ্ছা হবে যবে বলিব তখন॥
কৈকেয়ী কুঁজীর বাক্য না করিল আন।
হাসিয়া কহিল রাণী রাজা-বিদ্যমান॥
মহারাজা, আজ বরে নাহি প্রয়োজন।
যখন ঘটিবে কার্য্য মাগিব তখন॥
আমার সত্যেতে বন্দী রহিলা গোসাঞি
প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই॥
নৃপতি বলেন দিব যাহা চাবে দান।
আছুক অন্যের কাজ দিব নিজ প্রাণ॥
কৈকেয়ীর কপটে অমরগণ হাসে।
না জানিয়া মৃগ যেন বন্দী হৈল ফাঁসে॥
এ সত্য পালিতে রাম যাইবেন বন।
বিরিঞ্চি বলেন তবে মরিল রাবণ॥
রাজ্য করে দশরথ হরষিত মন।
করেন পুত্রের তুল্য প্রজার পালন॥

যখন যা হবে তাহা দৈবে সব করে।
হইল রাজার ব্রণ নখের ভিতরে॥
কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃতসমান।
রামনাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আন॥



কৈকেয়ীকে দ্বিতীয় বরদানে অঙ্গীকার

ব্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর।
পাত্রমিত্র আনি রাজা বলিল সত্বর॥
এ ব্যথায় বুঝি মম নিকট মরণ।
সূর্য্যবংশে রাজা হয় নাহি কোনজন॥
ধন্বন্তরিপুত্র এক পদ্মাকর নাম।
আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম॥
কহিলেন শুন রাজা পাইবা নিস্তার।
দৈবমতে আছয়ে ইহার প্রতিকার॥
শামুকের ঝোল খাও না করিহ ঘৃণা।
নহে নখদ্বারে চুম্ব দিক একজনা॥
রক্ত পূয স্রবিতেছে নখের দুয়ারে।
তাহাতে চুম্বন দিতে কোন্ জন পারে॥
কৈকেয়া রাজার কাছে দিবানিশি থাকে।
রাজা যত দুঃখ পান কৈকেয়ী তা দেখে॥
রাজার শুশ্রূষা রাণী করে রাত্রিদিনে।
কহিল কৈকেয়ী রাণী রাজা-বিদ্যমানে॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নাহি গতি।
ব্রণে মুখ দিব যদি পাও অব্যাহতি॥
যার ঘরে থাকে রাজা তার দায় লাগে।
কৈকেয়ী চুম্বিল গিয়া দশরথ-আগে॥
পাকিয়া আছিল সেই নখের বরণ।
মুখের অমৃত পেয়ে গলিল তখন॥
সুস্থ হইলেন রাজা ব্যথা গেল দূরে।
রক্ত পূয ফেলি দেহ বলে কৈকেয়ীরে॥
কর্পূর তাম্বুল, প্রিয়ে, করহ ভক্ষণ।
বর লহ যাহা চাহ দিব এইক্ষণ॥
কৈকেয়ী বলেন শুনি রাজার বচন।
যখন মাগিব বর দিও হে তখন॥
দুইবারে দুই বর থাক তব ঠাঁই।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই॥

শুনিয়া রাণীর কথা দশরথ হাসে।
আদিকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥



ঋষ্যশৃঙ্গমুনির জন্মবিবরণ

রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর।
একচ্ছত্র মহারাজ যেন পুরন্দর॥
পাত্র মিত্র ভাই বন্ধু সবাকারে আনি।
আনাইল বশিষ্ঠাদি যত মুনি জ্ঞানী॥
সভা করি বসে রাজা অমাত্য সহিতে।
অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে॥
ইহকালে না হইল আমার সন্ততি।
পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি॥
সন্ততি থাকিলে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
আমার মরণে বংশে নাহি একজন॥
নবম হাজার বর্ষ বয়স হইল।
এতকালে আমার না সন্তান জন্মিল॥
অপুত্রক আমি পাই মনে বড় দুঃখ।
প্রভাতে না দেখে লোকে অপুত্রের মুখ॥
তর্পণের কালে আমি পিতৃলোক আনি।
অঞ্জলি ভরিয়া দিই তর্পণের পানি॥
শীতজল উষ্ণ হয় নাকের নিশ্বাসে।
আমা হৈতে গেল বংশ জল দিবে কে সে॥
বর দিয়াছেন শ্রীঅন্ধক মহামুনি।
যজ্ঞ কর তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন্ দেশে বৈসে।
কার্য্যসিদ্ধি হয় যদি সেই মুনি আসে॥
কহিতে লাগিলা যে বশিষ্ঠ মহামুনি।
শুন ঋষ্যশৃঙ্গের যে উৎপত্তিকাহিনী॥
বিভাণ্ডক-মুনিভয়ে সর্ব্বলোক কাঁপে।
ত্রিভুবন ভস্ম হয় যদি মুনি শাপে॥
তাঁহার তপস্যা দেখি ইন্দ্র ভাবে মনে।
পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র দেবতা পবনে॥
মুনির নিকটে বায়ু লুকাইয়া থাকে।
বৃক্ষফল খায় মুনি পবন তা দেখে॥
ফলেতে অমৃত মাখি রাখিল পবন।
ফলযোগে সুধা মুনি করিল ভক্ষণ॥
ফলের সহিত সুধা খায় মহামুনি।
বলবান্ অতিশয় হইল তখনি॥
শুষ্ক দেহ খায় সুধা মহাবলবান্।
তপস্যা করেন বনে চারিপানে চান॥
তপস্যা করেন মুনি নর্ম্মদার জলে।
উর্ব্বশী চলিয়া যায় গগনমণ্ডলে॥
অঙ্গের বসন তার বাতাসেতে উড়ে।
দৈবযোগে তাঁর দৃষ্টি তায় গিয়া পড়ে॥
তাহাকে দেখিয়া মুনি কামেতে মোহিল
দৈবশাপে উর্ব্বশী হরিণীরূপ হৈল॥
উর্ব্বশীর গর্ভে হইল মুনির নন্দন।
মনুষ্য-আকার হৈল হরিণীবদন॥
শাপান্তে হরিণীরূপ হইল মোচন।
পুত্র ফেলাইয়া করে স্বর্গ-আরোহণ॥
অঙ্গুলি চুষিয়া শিশু যুড়িল ক্রন্দন।
তপস্যা করিয়া বিভাণ্ডকের গমন॥
বালক দেখিয়া মুনি ভাবে মনে মন।
মনুষ্য-আকার দেখি হরিণীবদন॥
ধ্যানে জানিলেন বিভাণ্ডক তপোধন।
হরিণীর গর্ভে হৈল নিজের নন্দন॥
পুত্র কোলে করিয়া গেলেন নিজ ঘরে
পুষ্পমধু দিয়া মুনি পোষেণ তাহারে॥
নবীন কুশের মূলে করায় শয়ন।
দিনে দিনে বাড়ে বিভাণ্ডকের নন্দন॥
পরম সুন্দর সে বিভাণ্ডকের বেটা।
শাস্ত্রবেত্তা হয় সে কপালে শৃঙ্গ ফোঁটা॥
কিছুদিন পরে শৃঙ্গ উঠিল কপালে।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলি নাম থুইল সকলে॥
আপনি জন্মিল শিশু হরিণী-উদরে।
ব্রহ্মার সমান বেদ উচ্চারণ করে॥
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন।
তাঁর আশীর্ব্বাদে, রাজা, হবে পুত্রবান।
কৃত্তিবাসকৃত কাব্য অমৃতসমান।
রামকথা বিনা যাঁর মুখে নাহি আন॥



লোমপাদরাজ্যে অনাবৃষ্টি এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন

বশিষ্ঠের বচন হইলে অবসান।
সুমন্ত্র বলেন, রাজা, কর অবধান॥
লোমপাদ রাজা অঙ্গদেশের ঈশ্বর।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনিয়াছিলেন নিজ ঘর॥
দশরথ বলে, পাত্র, কহ বিবরণ।
লোমপাদ আনাইল কিসের কারণ॥
সুমন্ত্র বলেন, দশরথ নৃপবর।
সেই দেশে অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর॥
লোমপাদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে জিজ্ঞাসিল।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি কি হেতু হইল॥
কহিল পণ্ডিতগণ করিয়া বিচার।
তোমার শাসনে কিছু আছে দুরাচার॥
তব রাজ্যে কুমারী হইল ঋতুমতী।
এই পাপে বৃষ্টি নাহি হয় নরপতি॥
বিভাণ্ডকপুত্র যদি ঋষ্যশৃঙ্গ আসে।
পাপ দূর হয় আর দেবতা বরষে॥
নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণা।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিবে কোন্ জনা॥
তাহারে আনিয়া মোরে যেবা দিতে পারে।
অর্দ্ধরাজ্য আমি দিব অবশ্য তাহারে॥
ডাকিয়া কহিল তথা বুড়ী একজন।
আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন॥
স্ত্রীপুরুষভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
ভুলাইয়া আনিব সে মুনির নন্দনে॥
নৌকা এক সাজাইয়া দেহ ত আমারে।
ফলবান্ বৃক্ষ রোপ তাহার উপরে॥
চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সন্ততি।
কৌতুকেতে ভুলাইবে যতেক যুবতী॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে।
'ভাল যুক্তি' বলিয়া সে বুড়ীরে সম্ভাষে॥
সুবর্ণের নৌকা রাজা করিয়া গঠন।
বিচিত্র পতাকা তাহে করিল সাজন॥
নৌকার উপরে করে স্বর্ণে দুই ঘর।
পরম সুন্দর নৌকা অতি মনোহর॥
উপরেতে শোভা করে সুবর্ণের তারা।
চারিভিতে শোভে গজমুকুতার ঝারা॥

সন্দেশ দিলেন নানা খাইতে রসাল।
নারিকেল ফল আর কাঁঠাল ও তাল॥
গঙ্গাজলে শীতল শর্করা মিশ্র করি।
কর্পূরবাসিত জল দিল পাত্র পূরি॥
বাছিয়া বাছিয়া দিল পরমসুন্দরী।
চেনা ভার অপ্সরী কি অমরী কিন্নরী॥
কান্দিতে লাগিল সবে মুখে নাহি হাসি।
মুনিকোপানলে আজি হব ভস্মরাশি॥
বুড়ী বলে কেন ভয় করিছ যুবতী।
তোমরা সকলে চল আমার সংহতি॥
যখন আমার ছিল নবীন যৌবন।
ভুলায়েছি কত শত মহামুনিগণ॥
নর্ম্মদা বহিয়া যায় পবন হরিষে।
উপস্থিত হয় ঋষ্যশৃঙ্গ যেই দেশে॥
যেখানে তপস্যা করে বিভাণ্ডক মুনি।
সেই বনে তরুণীরা রাখিল তরণী॥
বিভাণ্ডকে দেখিয়া সকলে ভয়ে কাঁপে।
ভস্মরাশি করে পাছে শাপ দিয়া কোপে॥
তপোবনে আছে যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
আসিয়া মিলিল তথা সকল রমণী॥
তরী হৈতে উত্তরিলা সকল নবীনা।
কেহ বংশী পূরয়ে বাজায় কেহ বীণা॥
বুড়ীকে বেড়িয়া গান করে নারীগণ।
মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
কামিনীর মুখে গীত কোকিলের ধ্বনি।
শুনি মুনি বেদধ্বনি ছাড়িল অমনি॥
স্ত্রীপুরুষভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
স্বর্গের অমরগণ মুনি মনে মানে॥
ব্যাকুল হইয়া মুনি দ্বার হৈতে উলে।
প্রণিপাত করিল বুড়ীর পদতলে॥
মুনিপুত্র পায়ে পড়ে ধরি করে কোলে।
বার বার চুম্ব দিল বদনকমলে॥
'এস এস' বুলি মুনি তা সবারে বলে।
আনন্দে গদগদ সে আসন দিতে চলে॥
একখানি কুশাসন ছিল মাত্র ঘরে।
'বৈস' বলি আনিয়া দিলেন সে বুড়ীরে॥
ফল মূল জল ঘরে ছিল যে সম্বল।
বুড়ীর ভক্ষণ হেতু দিলেন সকল॥

শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বুড়ী ছুঁইল দুই কাণ।
বিষ্ণুপূজা বিনা নাহি করি জলপান॥
ইতরে যেমন করে আমি কি তেমন।
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনা না করি ভক্ষণ॥
মুনি বলে হউক মোর সফল জীবন।
এইখানে কর আজ বিষ্ণু-আরাধন॥
দিব্য কুশাসন পাতি দিলেন বুড়ীরে।
পূজা করিবারে বৈসে তাহার উপরে॥
চক্ষু উলটিয়া বুড়ী নাকে দিল হাত।
মুনি বলে বিষ্ণু আজ করিব সাক্ষাৎ॥
কতক্ষণে নাসিকার হাত ঘুচাইল।
'এ প্রসাদ লহ' বলি মুনিরে ডাকিল॥
মুনি বলে আজ মোর সফল জীবন।
বিষ্ণুর প্রসাদ দেহ করিব ভক্ষণ॥
ফল বলে হাতে দিল গঙ্গাজল নাড়ু।
জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু গাড়ু॥
খাওয়াইল কামেশ্বর খাইতে সুস্বাদ।
কামেশ্বর খাইয়া সে হইল উন্মাদ॥
মুনি বলে এই ফল কোথা গেলে পাই।
সঙ্গে করে লয়ে গেলে তব সঙ্গে যাই॥
কন্যাগণ বলয়ে খাইলে যে সন্দেশ।
ইহার অধিক আছে চল সেই দেশ॥
মুনি বলে ইহার অধিক যদি পাই।
তোমরা চলহ দেশে আমি সঙ্গে যাই॥
এরূপে ভুলিল যদি মুনির নন্দন।
মুনি লৈয়া নানা খেলা করে নারীগণ॥
আসিয়া মুনির পুত্রে কেহ করে কোলে
কেহ কেহ দেয় চুম্ব বদনকমলে॥
আমোদপ্রমোদে তার বাড়িল উল্লাস।
নারীগণ সঙ্গে করে হাস্যপরিহাস॥
বুড়ী ভাবে আজি যদি লয়ে যাই হরে।
পাছে বিভাণ্ডক মুনি কোপে ভস্ম করে।
আজি পিতাপুত্রেতে থাকুক এক স্থানে
কহিবে এ কথা মুনি পিতাবিদ্যমানে॥
পুত্র প্রতি যদি স্নেহ করে তপোধন।
তবে কালি তপস্যায় না যাবে কখন॥
পুত্র এড়ি যায় যদি তপস্যার তরে।
তবে কালি লৈয়া যাব মুনির কুমারে॥

এই যুক্তি সেই বুড়ী ভাবি মনে মনে।
কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে॥
তপোবনে বৈস হে তোমারে ভালবাসি।
অন্য এক শিষ্যের আশ্রম দেখে আসি॥
বলিতে লাগিল তবে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি।
তোমার সেবক হয়ে তব সঙ্গে আসি॥
আমারে এড়িয়া যদি যাবে কোন দেশে।
ব্রহ্মহত্যা হবে তবে মরিব হুতাশে॥
বুড়ী বলে এইক্ষণে ঘরে থাক তুমি।
সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি॥
এতেক বলিয়া তাঁরে থুয়ে নিজ ঘরে।
সকল কামিনী চড়ে নৌকার উপরে॥
দিবাকর অস্তগত হইল যখন।
মুনি বলে না আইল কেন ঋষিগণ॥
শিরোমণি হারাইল অঞ্চলের নিধি।
বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত কৈল বিধি॥
কান্দিতে কান্দিতে মুনি বৈসে বৃক্ষতলে।
বিভাণ্ডক তপ করি আইল হেনকালে॥
পুত্রেরে দেখিয়া মুনি বিচলিত মন।
জিজ্ঞাসিল কেন, বাপু, করিছ ক্রন্দন॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে আগে খাও ফল জল।
আজিকার বিবরণ কহিব সকল॥
ফল জল খাইয়া হইল সুস্থমন।
পিতাপুত্রে কথাবার্ত্তা হইল তখন॥
তুমি যেই গেলে, পিতা, তপস্যার তরে।
স্বর্গ হৈতে ঋষিগণ আইল মম ঘরে॥
সেইমত ফল নাহি খাই এ জীবনে।
এত রূপ দেখি নাই এ তিন ভুবনে॥
কত বা ছন্দেতে জটা ধরেছে মাথায়।
কত কুসুমের মালা দিয়েছে তাহায়॥
কি জাতি মৃত্তিকাফোঁটা কপালে শোভিত।
গগনমণ্ডলে যেন ভাস্কর উদিত॥
কি জাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায়।
শ্বেত পীত নীল কত শোভিছে তাহায়॥
তেমন না দেখি, পিতা, গাছের বাকল।
শ্বেত রক্ত পীত নীল বরণ উজ্জ্বল॥
কি জাতি বৃক্ষের লতা সবাকার হাতে।
কতেক মাণিক গাঁথা আছয়ে তাহাতে॥

পরম ব্রাহ্মণ কারো লোম নাহি মুখে।
মন বিমোহিত মম সেই মুখ দেখে॥
মনে ভাবে মহামুনি পুত্রের বচনে।
স্ত্রীপুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গ কভু নাহি জানে॥
বিভাণ্ডক বলে, বাপু, তারা নারীগণ।
কামচারী রাক্ষসী বেড়ায় বনে বন॥
মম পুণ্যে প্রাণ আজি রেখেছে তোমার।
পুনঃ পেলে ধরে খাবে না পাবে নিস্তার॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, পিতা, না বল এমন।
এমন দয়ালু নাই তাহারা যেমন॥
কালি যদি বিধাতা মিলায় সে সবারে।
তখনি বিদায় আমি কহিনু তোমারে॥
সারা রাত্রি ছিল মুনি পুত্র লয়ে ঘরে।
বুঝাতে তথাপি না পারিল পুত্রেরে॥
প্রভাত হইল রাত্রি উদিল তপন।
পুত্রের বিষয়ে মুনি ভাবে মনে মন॥
যদি আমি ঘরে থাকি পুত্রে করি সাধ।
ধর্ম্মনষ্ট হবে মম হবে অপরাধ॥
কার পুত্র কার পত্নী সব অকারণ।
সংসার অসার সব সত্য নারায়ণ॥
পুত্রেরে প্রবোধ করিলেন মহামুনি।
কারো সঙ্গে কথা নাহি কহিও আপনি॥
তাম্রঘটী হাতে নিল তুলিল তুলসী।
তপস্যা করিতে গেল বিভাণ্ডক ঋষি॥
বুড়ী বলে বুড়া মুনি ছাড়ি গেল ঘর;
সবে চল আনি গিয়া মুনির কোঙর॥
তাল করতাল বীণা কেহ পুরে বাঁশী।
আইল মুনির কাছে সকল রূপসী॥
দরিদ্র পাইল যেন হারান সে ধন।
ব্যস্ত মুনি কহে ধরি বুড়ীর চরণ॥
আমারে এড়িয়া কালি গেলা পলাইয়া।
সারারাত্রি কাঁন্দিয়াছি তোমার লাগিয়া॥
সেই ফল দেহ মোরে করিতে ভক্ষণ।
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ করিব গমন॥
মর্ম্ম বুঝ সবে কৃত্তিবাসের সুবাণী।
নারীর ছলনে ভুলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি॥



ঋষ্যশৃঙ্গের লোমপাদরাজ্যে আগমন ও অনাবৃষ্টিনিবারণ

কোলে করি বসাইল নৌকার উপর।
'বাহ বাহ' বলি বুড়ী ডাকিছে সত্বর॥
তরণী বাহিয়া যায় মুনি নাহি জানে।
ঋষ্যশৃঙ্গে বলে বৈস ব্যাঘ্র আছে বনে॥
লোমপাদরাজ্যে মুনি দিল দরশন।
অনাবৃষ্টি ছিল বৃষ্টি হইল তখন॥
লোমপাদ জানিল মুনির আগমন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে মুনির নন্দন॥
কন্যাহীন লোমপাদ শান্তা অভিধান।
দশরথকন্যাকে মুনিরে দিল দান॥
সম্বন্ধে যে মুনি, রাজা, তোমার জামাই
তাঁহাকে চাহিয়া আন লোমপাদ ঠাঁই॥
দশরথ বলিলেন কহ হে নায়ক।
পুত্রশোকে কেমনে বাঁচিল বিভাণ্ডক॥
যেই দেশে হয় ঋষ্যশৃঙ্গ-উপাখ্যান।
অনাবৃষ্টি ঘুচে হয় সে দেশে কল্যাণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কাব্য অনুপাম।
সানন্দে বসিয়া সবে শুন রামনাম॥



ঋষ্যশৃঙ্গের অদর্শনে বিভাণ্ডকমুনির খেদ

সুমন্ত্র বলেন শুন রাজা দশরথ।
লোমপাদ নিকটে বুড়ীর বাক্য যত॥
বুড়ী বলে, লোমপাদ, শুনহ বচন।
ভুলাইয়া আনিয়াছি মুনির নন্দন॥
যদি শাপ দেন কোপে বিভাণ্ডক ঋষি।
রাজ্যসহ আপনি হইবা ভস্মরাশি॥
তাঁর ঠাঁই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ।
পথেতে করিয়া রাখ বিহিত বিধান॥
স্থানে স্থানে গোমহিষ রাখহ সত্বর।
গীতবাদ্য নৃত্যোৎসব হউক বিস্তর॥
গীতবাদ্য দেখিয়া তখনি তপোধন।
যত ক্রোধ জন্মে থাকে হবে পাসরণ॥
বুড়ীর বচন রাজা না করিল আন।
পথে পথে করে গ্রাম বড় বড় স্থান

শ্রীঋষ্যশৃঙ্গের গ্রাম বলি তার নাম।
সর্ব্বশস্যযুতা পুরী দিব্য দিব্য গ্রাম॥
ঋষ্যশৃঙ্গ রহিলেন লোমপাদ-ঘরে।
বিভাণ্ডক তপ করি গেলেন কুটীরে॥
আর দিন দূর হৈতে শুনে বেদধ্বনি।
সে দিন না শুনি শব্দ ব্যস্ত হৈল মুনি॥
আকুল হইয়া মুনি দাণ্ডাইল তথা।
কান্দিয়া বলেন বাছা ঋষ্যশৃঙ্গ কোথা॥
তপস্যান্তে শ্রান্ত হয়ে আইলাম ঘরে।
হেথা আসি কহ কথা দুঃখ যাক্ দূরে॥
বলিতে বলিতে গেল কুটীরেব দ্বারে।
'পুত্র পুত্র' বলি ডাকে পুত্র নাই ঘরে॥
কমণ্ডলু আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
অজ্ঞান হইয়া মুনি পড়ে বৃক্ষমূলে॥
ক্ষণেক রহিয়া জ্ঞান পাইলেক মুনি।
কোথা ঋষ্যশৃঙ্গ বলি ডাকয়ে অমনি॥
অপত্যেব সম স্নেহ নাহিক সংসারে।
যাহারে দেখেন মুনি জিজ্ঞাসেন তারে॥
মুনি বলে আছ বনে যত তরুলতা।
দেখেছ তোমবা মম পুত্র গেল কোথা॥
মৃগপশুপক্ষীরে লাগিল সুধাইতে।
তোমরা দেখেছ ঋষ্যশৃঙ্গেবে যাইতে॥
কান্দিয়া কান্দিয়া যান বিভাণ্ডক মুনি।
কতদূর গিয়া পান গ্রাম একখানি॥
সকল লোকেরে মুনি শোকেতে সুধান।
কাহার এ গ্রামখানি কহ বিদ্যমান॥
যোড়হাত করে প্রজাগণ কহে বাণী।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর ইথে রাজা তিনি॥
লোমপাদ তাঁরে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে
গ্রাম পশু অশ্ব গজ দিয়াছে যৌতুকে॥
এই কথা কহিলেক যত প্রজাগণ।
ক্রুদ্ধমন গেল মুনি অতি হৃষ্টমন॥
সংসার করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ।
পুত্রের কুশল শুনি খণ্ডিল বিষাদ॥
ভাবে অপুত্রক রাজা অজের নন্দন।
ঋষ্যশৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আরম্ভণ॥
নিমন্ত্রণ হইবেক মম সে যজ্ঞেতে।
সেইকালে হবে দেখা পুত্রের সহিতে॥
এতেক ভাবিয়া মুনি গেল নিজ বাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞ ও ভগবানের চারি অংশে জন্মগ্রহণ

দশরথ রাজারে সুমন্ত্র ইহা বলে।
মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে॥
দশরথ লোমপাদ নৃপতির ঘরে।
চতুরঙ্গ সঙ্গে যান হরিষ অন্তরে॥
পাইয়া বাজার বার্ত্তা লোমপাদ বাজা।
বাজ-উপচাবে যত্নে কবে তাঁবে পূজা॥
মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া কবায় ভোজন।
জিজ্ঞাসেন কোন্ কার্য্যে তব আগমন॥
দশরথ বলিলেন শুন মোব বাণী।
অযোধ্যায় লয়ে চল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি॥
অন্ধকেব উক্তি আছে সে অতীতকালে।
পুত্রবান্ হব আমি ঋষ্যশৃঙ্গ এলে॥
এমত কহিলে দশরথ নৃপবব।
লোমপাদ লয়ে গেল মুনির গোচর॥
প্রণাম কবেন দশবথ যোড়হাতে।
লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে॥
দশরথ এই রাজা শুনেছ আখ্যান।
তুমি কৃপা কর যদি হন পুত্রবান্॥
শান্তা কন্যা বিবাহ যে দিয়াছি তোমারে।
সেই কন্যা জন্মেছিল ইঁহার আগারে॥
ইঁহার জামাতা তুমি তোমাব শ্বশুর।
অপুত্রক তাপিত এ তাপ কর দূর॥
ধ্যানেতে জানিয়া মুনি মনেতে প্রশংসে।
এই ঘরে বিষ্ণু জন্মিবেন চারি অংশে॥
অন্ধক মুনির কথা কভু নহে আন।
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল পয়াণ॥
তনয়া জামাতা সঙ্গে চাপি নিজ রথে।
অযোধ্যা আইল রাজা লোমপাদ-সাথে॥
দেখি মুনি ঋষ্যশৃঙ্গে হৃষ্ট যত প্রজা।
নির্ম্মঞ্ছন করে তাঁর সবে করে পূজা॥
বশিষ্ঠাদি আইল সকল মুনিগণ।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে কর যজ্ঞ আরম্ভণ॥

অশ্বমেধযজ্ঞে কর বিষ্ণু-আরাধন।
যত মিত্রগণে তুমি কর নিমন্ত্রণ॥
দশরথ নিমন্ত্রণ করে দেশে দেশে।
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক মুনি আসে॥
অগস্ত্য আইল আর পুলস্ত্য পুলোম।
আইলেন বৈশম্পায়ন দুর্ব্বাসা গৌতম॥
জৈমিনি গৌতম পিপ্পলাদ পরাশর।
পুলহ কৌণ্ডিণ্য মুনি আইল নিশাকর॥
মার্কণ্ডেয় মরীচি ভরত ভরদ্বাজ।
অষ্টাবক্র মুনি ভৃগু কূর্ম্ম দক্ষরাজ॥
গর্গমুনি দধীচি আইল শরভঙ্গ।
পূজে রাজা মুনিগণে বাড়ে মনে রঙ্গ॥
পাতালের আইল কপিল মহাঋষি।
সগরসন্তানে যে করিল ভস্মরাশি॥
বেদবান্ চক্রবান্ আইল সাবর্ণি।
জল ভিতরের আর মুনি মৎস্যকর্ণী॥
সনাতন সনক যে সনন্দকুমার।
আইল সৌভরিমুনি বিষ্ণু-অবতার॥
আইল বাল্মীকি যমুনার কূলে ধাম।
কশ্যপের পুত্র আইল বিভাণ্ডক নাম॥
কতেক আইল মুনি নাম নাহি জানি।
রাজার যজ্ঞেতে আইল তিন কোটি মুনি।
তিন কোটি মুনি করে বেদ উচ্চারণ।
সবাকার বদনে নিঃসরে হুতাশন॥
পৃথিবীতে কেহ আছে একপদে ভর।
কেহ অনাহারে আছে সহস্র বৎসর॥
মাথায় কপিলজটা বাকলপিধান।
নারায়ণকথা বিনা মুখে নাহি আন॥
এমন আইল তথা তিন কোটি মুনি।
সঙ্গে কত শিষ্য তার সংখ্যা নাহি জানি॥
মুনিগণ বাসার্থ দিলেন বাসাঘর।
পৃথিবীর রাজা আইল অযোধ্যানগর॥
মিথিলার আইল জনক রাজঋষি।
মল্ল মহারাজ আইল রাজ্য যার কাশী॥
অঙ্গদেশ-অধিপতি লোমপাদ নাম।
রাজা বঙ্গদেশের আইল ঘনশ্যাম॥
মরীচিপুরের রাজা ভোজ পুরন্দর।
চম্পাপুর হইতে আইল চম্পেশ্বর॥
আইল তৈলঙ্গরাজ তেজেতে অসীম।
আইল আটাশী কোটি যে ছিল পশ্চিম॥
উৎকল মগধ আইল গান্ধার কর্ণাট।
লক্ষ কোটি রাজা আইল ছাড়ি রাজপাট॥
উদয়াস্তগিরিতে যতেক রাজা বৈসে।
দশরথনিমন্ত্রণে সব রাজা আইসে॥
মেদিনীভুবনে বৈসে যত রাজগণ।
নানা রঙ্গে আইলেন সঙ্গী অগণন॥
প্রত্যেক কহিতে নাম নিতান্ত অশক্য।
রাজা যত আইল আটাশী কোটি লক্ষ॥
যত রাজা এল দশরথের গোচরে।
রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ সর্ব্বোপরে॥
আসিয়া করিল দশরথসহ দেখা।
দিলেন বার্ষিক কর সমুচিত লেখা॥
যত ধন এনেছিল রাখিল ভাণ্ডারে।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে বাসা দিল সবাকারে॥
যজ্ঞ করিছেন রাজা সরযূর তীরে।
মুনিগণ গেলেন রাজার যজ্ঞঘরে॥
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর।
দ্বাদশ যোজন তার আড়ে পরিসর॥
চারি ক্রোশ বান্ধিয়াছে যজ্ঞের মেখলা।
শতেক যোজন উভে সেই যজ্ঞশালা॥
মুনিগণ বৈসে গিয়া ঘরেব ভিতরে।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে যজ্ঞারম্ভ করে॥
মুনিগণ আগে স্বস্তি করিল বাচন।
সঙ্কল্প করিল তবে অজের নন্দন॥
দাণ্ডাইল দশরথ যোড় করি হাত।
কহিতে লাগিল সব মুনির সাক্ষাৎ॥
ছোট বড় নাহি জানি তুল্য সর্ব্বজন।
আজ্ঞা কর কারে আগে করিব বরণ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন শুনহ রাজন্।
আগেতে করহ গুরু বশিষ্ঠে বরণ॥
ব্রহ্মার তনয় আর কুলপুরোহিত।
উঁহার বরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত॥
বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘুচাও অভিমান।
বড় ছোট কেহ নহে সকলি সমান॥
'ভাল ভাল' বলিয়া সকল মুনি বলে।
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে॥

সকলে করিল এককালে বেদধ্বনি।
মুনিমুখে নিঃসরিল পাবক তখনি॥
সেই অগ্নি পবিত্র করিয়া মুনিগণ।
অগ্নির কুণ্ডেতে লয়ে করিল স্থাপন॥
আতপ-তণ্ডুল তিল যব রাশি রাশি।
একে একে দিল ঘৃত সহস্র কলসী॥
একবর্ষ যজ্ঞ করে রাজা দশরথে।
দেবতার ভয় হেথা হইল স্বর্গেতে॥
বিশ্রবাপুত্র হয় রাজা দশানন।
হীনজ্ঞানে লঙ্কাতে খাটায় দেবগণ॥
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি।
এইকালে জন্ম কিহে লবেন শ্রীহরি॥
পুত্রের লাগিয়া দশরথ যজ্ঞ করে।
তাঁর পুত্র হৈলে তবে দশানন মরে॥
এই যুক্তি করিয়া যতেক দেবগণ।
ক্ষীরোদসমুদ্রে গেলা যেথা নারায়ণ॥
চারিমুখে ব্রহ্মা গিয়া করেন স্তবন।
কত নিদ্রা যান প্রভু দেব নারায়ণ॥
পদতলে লক্ষ্মীদেবী করিছেন স্তুতি।
অনন্তশয্যায় শুয়ে আছেন শ্রীপতি॥
সকল দেবতা গিয়া দাণ্ডাইল কূলে।
দেখিল যেমন মেঘ ভাসিছে সলিলে॥
শুইয়া আছেন হরি অনন্ত উপরে।
অনন্ত সহস্র ফণা তদুপরে ধরে॥
সেবকগণের প্রতি, প্রভু, দেহ মন।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা চেতনে চেতন॥
বিপত্তি করহ দূর, শ্রীমধুসূদন।
চারিমুখে ব্রহ্মা যদি করিল স্তবন॥
ক্ষীরোদে উঠিয়া বসিলেন নারায়ণ।
চারিদিকে দেখিলেন যত দেবগণ॥
বসিয়া শ্রীহরি করিলেন এক শব্দ।
সেই শব্দে হইল শ্লোক চারিপদবদ্ধ॥
হরি করিলেন চারি দিক নিরীক্ষণ।
ম্লান দেখিলেন সব দেবের বদন॥
মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসেন নারায়ণ।
তোমা সবাকার শত্রু হৈল কোন্ জন॥
বিধাতা বলেন, শুন, দেব পুরন্দর।
তুমি গিয়া কহ কথা প্রভুর গোচর॥
আমি বর দিয়াছি দুর্দ্দান্ত রাবণেরে।
তুমি গিয়া কহ দুঃখ প্রভুর গোচরে॥
দেবগুরু বৃহস্পতি যোড় করি হাত।
প্রভুর আগেতে করিলেন প্রণিপাত॥
অবধান করহ ঠাকুর ভগবান।
আপনি জানহ যত দেবতার মান॥
আগম নিগম তুমি ভারত পুরাণ।
অনাথের নাথ তুমি কর পরিত্রাণ॥
বিশ্রবা মুনির পুত্র রাজা দশানন।
পাইল ব্রহ্মার বর করি আরাধন॥
তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে
দেবের দেবত্ব নষ্ট দুষ্ট অত্যাচারে॥
ঘুচাইল যতেক যমের অধিকাব।
সূর্য্যের উদয় নাই সব অন্ধকাব॥
চন্দ্রের কতেক কব নাহি তার জ্যোতি।
বহুকাল, প্রভু, স্বর্গে অন্ধকার রাতি॥
বরুণের ঘুচিল অগাধ যত জল।
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি নাহিক প্রবল॥
কুবেরের হরে ধন পাইল তরাস।
গ্রহগণের অধিকার হৈল বিনাশ॥
সম্বরিল পবন পাইয়া মহাভয়।
সমুদ্রের বেগ অতি মন্দ মন্দ বয়॥
ছাড়ে বীণা নারদ বীণায় ছাড়ে গীত।
অমঙ্গল স্বর্গে যত হৈল বিপরীত॥
বসন্তাদি অধিকার ছাড়ে ছয় ঋতু।
নিত্য ভয় পাই সবে রাবণের হেতু॥
ব্রহ্মার বরেতে সেই হইল দুর্জ্জয়।
তারে বর দিয়া ব্রহ্মা নিজে পান ভয়॥
তাঁর বর পেয়ে লঙ্ঘে তাঁহারি বচন।
স্বর্গ হৈতে খেদাড়িয়া দিল দেবগণ॥
কাড়িয়া লইল সে দেবের কন্যা যত।
দেবের শরীরে অপমান সহে কত॥
ত্রিভুবনে রহিতে কোথাও নাহি স্থান।
যথা যাই তথা সেই করে অপমান॥
নিবেদন, মহাশয়, তোমার চরণে।
রাবণে বধিয়া রাখ দেবদেবীগণে॥
শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ অন্তরে বাড়িল।
ঘৃত পেয়ে অগ্নি যেন প্রজ্বলিত হৈল॥

বিনতানন্দনে হরি করেন স্মরণ।
চক্র হাতে পক্ষিবরে করি আরোহণ ॥
কহিলেন দেবগণে ভয় নাহি আর।
রাবণেরে এখনি যে করিব সংহার ॥
গরুড়ে চড়িয়া চলিলেন জগন্নাথ।
একালে কহেন ব্রহ্মা প্রভুর সাক্ষাৎ ॥
আমি বর দিয়াছি যে পুর্ব্বে রাবণেরে
এখন করিলে রণ রাবণ না মরে ॥
নরের উদরে যদি লও হে জনম।
নরবানরের হাতে তাহার মরণ ॥
প্রভুর সাক্ষাতে ব্রহ্মা কহেন এ কথা।
জন্মের নামেতে প্রভু হেঁট করে মাথা।
বরের সময় ব্রহ্মা হন আগুয়ান।
বিপদে পড়িলে বলে, রক্ষ ভগবান্ ॥
কতবার দুঃখ পাব ললাটে লিখন।
পৃথিবীতে যাব স্বর্গ করিয়া ত্যজন ॥
পুনশ্চ হরিরে ব্রহ্মা কহেন বচন।
দুষ্ট রাবণের ক্রিয়া করহ শ্রবণ ॥
হাতে অস্ত্র সূর্য্যদেব লঙ্কার দুয়ারী।
ইন্দ্র মালা গাঁথি দেন চন্দ্র ছত্রধারী ॥
আপনি ত অগ্নিদেব করেন রন্ধন।
মন্দ মন্দ বাতাস করেন সমীরণ ॥
বরুণ বহিয়া জল দেন নিতি নিতি।
করেন মার্জ্জন গৃহ নিজে বসুমতী ॥
শুনিলে যমের কথা হইবেক হাস।
কাটিয়া আনেন তার ঘোটকের ঘাস ॥
শনিদৃষ্টে ত্রিভুবন ভস্ম হৈয়া উড়ে।
কাপড় ধুইয়া দেন শনি লঙ্কাপুরে ॥
জগতের কর্ত্তা আমি ব্রহ্মা মহামুনি।
পড়াই বালকগণে লঙ্কাতে আপনি ॥
রাবণের আগে, দেব, গায়ক নারদ।
রাবণ ভুবন জিনি করেছে সম্পদ ॥
জন্ম নিতে হরি যদি হইলা কাতর।
আপনার সৃষ্টি সব লহ চক্রধর ॥
আর ব্রহ্মা আর ইন্দ্র করহ সৃজন।
আপনার সৃষ্টি সব লহ নারায়ণ ॥
এতেক বলিল ব্রহ্মা করুণবচন।
ভক্তবৎসল প্রভু দিলা তাহে মন ॥

হে ব্রহ্মন্, ইহার উপায় বল মোরে।
কোন্ বংশে জন্ম লব বল·কার ঘরে ॥
কাহার উদরে আমি লইব জনম।
আমারে বা অপত্য বলিবে কোন্ জন ॥
ব্রহ্মা বলে জন্ম লবে দশরথ-ঘরে।
সূর্য্যবংশপুণ্যবলে কৌশল্যা-উদরে ॥
বিধাতার বচনে বলেন চক্রপাণি।
দশরথ কৌশল্যা উভয়ে আমি জানি ॥
পূর্ব্বেতে আমার সেবা করেছে বিস্তর।
জন্মিব তোমার ঘরে দিয়াছি এ বর ॥
নরের গর্ভেতে আমি লইব জনম।
বানরীর গর্ভে জন্ম লহ দেবগণ ॥
আমি নর হই হও তোমরা বানর।
রাবণ মারিতে যেন হইও দোসর ॥
ব্রহ্মবাক্যে স্বীকার করেন নারায়ণ।
পদতলে পড়ে লক্ষ্মী যুড়িল ক্রন্দন ॥
তব অবতার হবে পৃথিবীমণ্ডলে।
তোমা দরশন আমি পাব কতকালে ॥
আমারে ছাড়িয়া কোথা যাইবে শ্রীহরি।
বিচ্ছেদযন্ত্রণা আমি সহিতে না পারি ॥
লক্ষ্মীর রোদন দেখি কান্দে কম্বুগ্রীব।
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসে কোথা লক্ষ্মীরে রাখিব ॥
শুনিয়া সে বাক্য ব্রহ্মা নিবেদন করে।
উনি নাহি গেলে কি রাবণ রাজা মরে ॥
অযোনিসম্ভবা উনি জন্মিবেন চাষে।
জনকের ঘরে জন্ম মিথিলার দেশে ॥
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মা তপোধন।
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥



সীতার জন্মবিবরণ

শ্রীহরির জন্মকথা থাকুক এখন।
আগেতে কহিব মাতা লক্ষ্মীর জনম ॥
যেখানেতে বেদবতী ছাড়িল জীবন।
সেখানে হইল দিব্য মিথিলাভুবন ॥
তার রাজা হইল জনক নামে ঋষি।
পুত্রের কারণে রাজা যজ্ঞভূমি চষি ॥

স্বহস্তে ক্ষেতেতে রাজা চষয়ে লাঙ্গলে।
ডিম্ব এক উঠে তাঁর লাঙ্গলশিরালে॥
ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খানখান।
কন্যারত্ন দেখে তাহে লক্ষ্মীর সমান॥
উঙা উঙা করি কান্দে যেন সৌদামিনী।
আচম্বিতে আকাশে হইল দৈববাণী॥
চাষভূমি হৈতে এই কন্যাব জনম।
তব কন্যা বটে এই করহ পালন॥
শুনিয়া জনক বড় হরিষ অন্তরে।
কন্যা কোলে করি আইলেন নিজ ঘরে॥
দেখি কন্যা রাজরাণী জিজ্ঞাসে তখন।
দুঃখ দিয়া কাহাবে আনিলা কন্যাধন॥
জনক বলেন ক্ষেত্রে কন্যাব জনম।
মম কন্যা বটে তুমি করহ পালন॥
অপত্য নাহিক স্নেহ বাড়িল অন্তরে।
দিনে দিনে বাড়ে লক্ষ্মী জনকের ঘরে॥
ঘন কেশপাশ তাঁর যেমন চামর।
পাকা বিম্বফলতুল্য তাঁর ওষ্ঠাধব॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তাহার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলি॥
পরমা সুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা।
শিরালে হইল জন্ম নাম রাখে সীতা॥
লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব তুলন।
যাঁর রূপে ভুলিলেন নিজে নারায়ণ॥
যেই জন শুনে এই লক্ষ্মীর জনম।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
গাইল এ আদিকাণ্ডে লক্ষ্মীর জনম॥



দশরথের যজ্ঞসমাপন, চরুবিভাগ ও নারায়ণের চারি অংশে জন্মবিবরণ

মিথিলায় হৈবে জানি লক্ষ্মীর উৎপত্তি।
অযোধ্যায় জন্ম নিতে যান লক্ষ্মীপতি॥
দশরথ যজ্ঞ করে একই বৎসর।
যজ্ঞস্থলে আসি দেখা দিলেন শ্রীধর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
কিরীট কুণ্ডল কর্ণে হৃদে বনমালা॥
এইরূপে আসি দেখা দিল নারায়ণ।
কেবল দেখিল ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধন॥
মুনি বলে, দশরথ, তুমি পুণ্যবান।
তব ঘবে জন্মিতে আইল ভগবান॥
হেনকালে দৈববাণী হৈল চমৎকার।
বিষ্ণুজন্ম রাবণেরে করিতে সংহার॥
ঋষ্যশৃঙ্গ শুনি দিল যজ্ঞেতে আহুতি।
যজ্ঞ হৈতে উঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি॥
বিষ্ণুমন্ত্রে ঋষ্যশৃঙ্গ তাহে দিল কাঠি।
দিল ফেলি তাহে অন্ধকের ফলগুটি॥
সেই ফলে নারায়ণ করেন প্রবেশ।
চরুতে মিশ্রিত হন প্রভু কমলেশ॥
তুলিলেন চরু মুনি সুবর্ণেব থালে।
দশরথ-হাতে দিয়া কহে শুভকালে॥
প্রথমা নারীকে লয়ে কবাহ ভক্ষণ।
এই চরু হৈতে হবে তোমার নন্দন॥
মুনি চরু হাতে দিল রাজা বন্দে মাথে।
অন্তঃপুরে গেলা রাজা সুপবিত্র পথে॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তাঁর মুখ্যা দুই রাণী।
একভাগ ছিল চরু কৈল দুইখানি॥
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে।
শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে॥
চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেল দশরথে।
হেনকালে সুমিত্রা সে লাগিল কান্দিতে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
কোন্ দ্রব্য খেতে রাজা না করে আশ্বাস
আমি ত দুর্ভাগা নারী বিফল জীবন।
আমারে বঞ্চিয়া খেয়ে কত পাবে ধন॥
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হয়ে দয়াবতী।
বলিতে লাগিল রাণী সুমিত্রার প্রতি॥
মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী।
আপন ভাগের তোমা দিব অর্দ্ধখানি॥
ইহাতে তোমার যদি জন্ময়ে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গে রবেক সে জন॥
সুমিত্রা বলেন, দিদি, এই দেহ বর।
মম পুত্র হয় তব পুত্রের নফর॥
অগ্রভাগ কৌশল্যা রাখিয়া নিজ তরে।
শেষভাগ দিল শেষে সুমিত্রা দেবীরে॥

তাহা দেখে বসিয়া কৈকেয়ী ক্রূরমতি।
কপটে ডাকিয়া কহে সুমিত্রার প্রতি॥
তোমারে চরুর অর্দ্ধ অংশ দিব আমি।
সুমিত্রা ভগিনী এই সত্য কর তুমি॥
আমার চরুর অংশে হবে যে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গী হবে সেই জন॥
সুমিত্রা বলেন, দিদি, করিলাম পণ।
তোমার পুত্রের দাস আমার নন্দন॥
ইহা শুনি শেষভাগ দিলেন তাহারে।
তিনজন খাইলেন চরু একবারে॥
এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া।
তিন গর্ভে জন্মিলা শুভক্ষণ পাইয়া॥
হেথা যজ্ঞ সাঙ্গ করি রাজা দশরথ।
ব্রাহ্মণেরে ধনদান করে বিধিমত॥
ব্রাহ্মণে তুষিল করি নানা ধনদান।
সবে আশীর্ব্বাদ করে হও পুত্রবান্॥
বিদায় হইয়া মুনি নিজ দেশে যায়।
আদিকাণ্ডে গাইল পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সায়॥



শ্রীরামের জন্মবিবরণ

হেথা তিন রাণী চরু করিল ভক্ষণ।
কোটি সূর্য্য জিনি সেই তিনের বরণ॥
হইয়াছিলেন বৃদ্ধা শিরে পাকা কেশ।
চরুর ভক্ষণে যেন প্রথম বয়েস॥
বিধাতা সকল মায়া করেন ঘটন।
এককালে ঋতুমতী হল তিনজন॥
দশরথ জানিলেন এ সব সন্দর্ভ।
ঋতুর লক্ষণে জানা গেল সেই গর্ভ॥
এই মত তিন গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে।
দুই মাস গর্ভ জানা গেল সুলক্ষণে॥
চারি মাস গর্ভেতে প্রতীত হইল মন।
পঞ্চমাস গর্ভেতে শুনিল ত্রিভুবন॥
প্রথম গর্ভেতে লজ্জাযুক্ত অহর্নিশি।
বদন হইল যেন প্রভাতের শশী॥
কুচাগ্র হইল কাল উদর ডাগর।
[illegible] হেতু সদা সমাদর॥
ঘন ঘন হাই উঠে অলস নয়ন।
পাণ্ডুবর্ণ হইল অঙ্গ খসে আভরণ॥
এই মত হইল সে গর্ভের বর্দ্ধন।
নয়মাস গর্ভবতী হৈল তিনজন॥
দেখি রাজা দশরথ আনন্দিত মন।
পঞ্চামৃত দিয়া কৈল গর্ভের শোধন॥
যে ছিল প্রাক্তন পুণ্য তাহারি কারণ।
কৌশল্যারে দেখা দেন প্রভু নারায়ণ॥
স্বপ্নে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গধারী।
চতুর্ভুজ রূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি॥
পুত্রভাবে হরিকে করিল রাণী কোলে।
কহিলেন কৌশল্যারে ডাকিয়া মা বলে॥
পূর্ব্বেতে আমার সেবা করেছ আদরে।
সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে॥
আপনি তোমার গর্ভে লয়েছি জনম।
পুত্র বলি স্তন দিয়া করহ পালন॥
এত বলি অদর্শন হৈল নারায়ণ।
কৌশল্যা বলেন কিবা দেখিনু স্বপন॥
কহিল সকল কথা দশরথ প্রতি।
মা বলিয়া আমাকে যে ডাকেন শ্রীপতি॥
শুনি রাজা দশরথ হরষিত মন।
ভাবে বুঝি সত্য হবে অন্ধকবচন॥
দীন দ্বিজগণেরে দিলেন কত স্বর্ণ।
এইরূপে দশমাস হইল সম্পূর্ণ॥
প্রসবসময় যত নিকট হইল।
দশরথ ভূপতির আনন্দ বাড়িল॥
এখন তখন রাণী হইবে প্রসব।
হৃষ্টমনে গান করে সদা এই রব॥
যেই দিন ভূমিষ্ঠ হবেন নারায়ণ।
আকাশ যুড়িয়া বসিলেন দেবগণ॥
শুভগ্রহ সকল উদিত স্থানে স্থানে।
দশদিক উজ্জ্বল মঙ্গল তারাগণে॥
প্রথমে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের বেদন।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগণ॥
মধুচৈত্রমাস শুক্লা শ্রীরামনবমী।
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন জগৎস্বামী॥
গর্ভব্যথা নাহি তায় নাহিক শোণিত।
শুভক্ষণে শ্রীহরি হইল উপনীত॥

অন্ধকার ঘুচে যেন জ্বালিলেক বাতি।
কোটি সূর্য্য জিনিয়া তাঁহার দেহদ্যুতি॥
শ্যামল শরীর প্রভু চাঁচর কুন্তল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল॥
আজানুলম্বিত দীর্ঘ ভুজ সুললিত।
নীলোৎপল জিনি চক্ষু আকর্ণপূর্ণিত॥
বর্ণিতে যে হয় শক্ত রক্ত ওষ্ঠাধর।
নবনীত জিনিয়া কোমল কলেবর॥
সিন্দূরে মণ্ডিত রাঙা চরণ সুন্দর।
কমল জিনিয়া প্রভুর নাভি মনোহর॥
সংসারের রূপ যত একত্র মিলন।
কিসে বা তুলনা দিব নাহিক তেমন॥
জয় জয় হুলাহুলি দিল নারীগণ।
সাবধানে করিলেক নাড়িকাছেদন॥
কৌশল্যার দাসী সেই শুভবার্ত্তা নামে।
শুভ সমাচার দিল গিয়া রাজধামে॥
শুনি দশরথ পূর্ণ পুলকশরীরে।
অষ্ট আভরণ দান দিলেন দাসীরে॥
পরম আনন্দে রাজা পাসরে আপনা।
কত ধন দিল দ্বিজে কে করে গণনা॥
আনন্দসাগরে রাজা ভাসে সেই ঠাঁই।
পুনরপি দিল দান কত শত গাই॥
গণক আনিয়া করিলেক শুভকাল।
পুত্রমুখ দেখিবারে যান মহীপাল॥
ইন্দ্র যেন চলিলেন শচীর মন্দিরে।
চন্দ্র যেন আসিয়াছে রোহিণীর ঘরে॥
কৌশল্যা বসিয়াছে নারায়ণ কোলে।
পুত্র দেখিবারে রাজা গেল হেনকালে॥
ধীরে ধীরে দশরথ পুত্র নিল বুকে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব তাঁর দিল চাঁদমুখে॥
দরিদ্র পাইল যেন নিধির কলস।
ততোধিক আনন্দিত রাজার মানস॥
অন্ধজন যেমন নয়নলাভে হয়।
ততোধিক দশরথ পাইয়া তনয়॥
এতদিনে দশরথ-মনেতে উল্লাস।
রামজন্ম রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্মবিবরণ

এক অংশে জন্ম লইলেন নারায়ণ।
শুনিয়া দুঃখিত বড় কৈকেয়ীর মন॥
আজি হৈতে কৌশল্যা যে বাড়িল সোহাগে
মোরে পুত্র কেন বিধি নাহি দিল আগে॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
মম পুত্র বিধি আগে কেন নাহি দিলে॥
বলিতে বলিতে হৈল গর্ভের বেদন।
কৈকেয়ী বলেন, কুঁজি, গা করে কেমন॥
ছিলেন মায়ের গর্ভে করি পদ্মাসন।
শুভক্ষণে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ॥
কৌশল্যা রাণীর পুত্র যেরূপ লাবণ্য।
সেই নাক সেই মুখ কিছু নহে ভিন্ন॥
কুঁজী গিয়া জানাইল ভূপতি-গোচরে।
হইল তোমার পুত্র কৈকেয়ী-উদরে॥
শুনি দশরথ রাজা আপনা পাসরে।
পুত্রমুখ দেখে গিয়া কৈকেয়ীর ঘরে॥
পুত্রমুখ দেখি রাজা অতি হৃষ্টমতি।
ধনবিতরণ হেতু দিল অনুমতি॥
সুমিত্রার হইলেক গর্ভের বেদন।
যমজ যুগলপুত্র প্রসবে তখন॥
গৌরবর্ণ হৈল দোঁহে বিষ্ণু-অবতার।
সুমিত্রা প্রসব কৈল যমজ কুমার॥
যখন যমজ পুত্র প্রসবে সুন্দরী।
জয় জয় হুলাহুলি দিল সব নারী॥
দাসী গিয়া দশরথে কহিল গৌরবে।
আর দুই পুত্র, রাজা, সুমিত্রা প্রসবে॥
শুনিয়া হইল তাঁর আনন্দ অপার।
ব্রাহ্মণেরে লুটাইল সকল ভাণ্ডার॥
চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক।
তিন ঘরে দেখিলেন চারি পুত্রমুখ॥
তিন দণ্ড বেলা হৈল গণকের মেলা।
খড়িতে গণিয়া দেখে শুভক্ষণ বেলা॥
সূর্য্যবংশে আছে বহু রাজার সুকীর্ত্তি।
সবা হৈতে এই পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী॥
ইহার কোষ্ঠীর কিবা করিব গণন।
এমত লক্ষণে বুঝি প্রভু নারায়ণ॥

যেই জন শুনে প্রভু রামের জনম।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় ভয় পায় যম॥
অযোধ্যায় হইল আনন্দকোলাহল।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র সবে করিল মঙ্গল॥
গণকে তুষিল রাজা দিয়া নানা ধন।
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥



শ্রীরামের জন্মে সকলের আনন্দ

রামের জনম শুনি নাচেন সকল মুনি
দণ্ড কমণ্ডলু করি হাতে।
স্বর্গে নাচে দেবগণ মর্ত্ত্যে নাচে মর্ত্ত্যজন
হরিষে নাচিছে দশরথে॥
ব্রহ্মাণী শক্তির সঙ্গে নাচিছেন ব্রহ্মা রঙ্গে
শচী সঙ্গে নাচে শচীপতি।
স্থাবর জঙ্গম আর সবে নাচে চমৎকার
উল্লসিত নাচে বসুমতী॥
দিব্য বস্ত্র আভরণ পরি যত নারীগণ
চলি যায় অনেক সুন্দরী।
চলি যায় রাজপথে শ্রীরামেরে নিরখিতে
সম্মুখেতে নাচে বিদ্যাধরী॥
রত্নের প্রদীপ জ্বলে পুরী পূর্ণা কোলাহলে
কৌশল্যা হইলা পুত্রবতী।
গগনমণ্ডলে থাকি দেবগণ বলে ডাকি
জয় জয় জয় রঘুপতি॥
জন্মিলেন নারায়ণ বধিবারে দশানন
দেবেরে করিতে অব্যাহতি।
ইহা শুনে যেই জন হয়ে ভক্তিশুদ্ধমন
ভবমুক্ত হয় সেই কৃতী॥
বৈকুণ্ঠ করিয়া শূন্য প্রকাশিতে নরপুণ্য
অবতীর্ণ পূর্ণ ভগবান।
রচিল যে কৃত্তিবাস পূর্ণ করি অভিলাষ
বন্দিয়া সে বাল্মীকিপুরাণ॥



শ্রীরামের জন্মে রাবণের আতঙ্ক

অযোধ্যাতে জন্ম যদি নিলেন শ্রীপতি।
লঙ্কায় আতঙ্ক দেখে সদা লঙ্কাপতি॥
আচম্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে।
মাথার মুকুট খসি পড়ে ভূমিতলে॥
দশমুখে হায় হায় করে দশানন।
আচম্বিতে মুকুট খসিল কি কারণ॥
কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ আন ধনুর্ব্বাণ।
পৃথিবী বাসুকি কাটি করি খান খান॥
হেনকালে কহেন ধার্ম্মিক বিভীষণ।
জন্মিয়াছে তোমার যে বধিবে জীবন॥
পৃথিবীর প্রতি ক্রোধ কর কি কারণ।
তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ॥
আর কারো অপরাধ নাহি দশানন।
বাসুকি কাটিতে এবে কহ কি কারণ॥
এইকালে আকাশে হইল দৈববাণী।
দশরথ-ঘরেতে জন্মিল চক্রপাণি॥
শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা দশানন।
ডাক দিয়া বলে শুন শুক ও সারণ॥
একে একে দেখি আইস পৃথিবী-ভুবনে।
আমার শত্রুর জন্ম হৈল কোন্‌খানে॥
এখনি মারিব তারে অতি শিশুকালে।
প্রবল হইলে সেই বাড়িবে জঞ্জালে॥
রাবণের আজ্ঞা চর বন্দিলেক মাথে।
সমুদ্রের পার হৈয়া লাগিল ভাবিতে॥
পরম বৈষ্ণব দূত শুক ও সারণ।
বাসবের দ্বারী তারা জানে ত্রিভুবন॥
শুক বলে শুন মোর ভাই রে সারণ।
অযোধ্যায় বুঝি জন্মিলেন নারায়ণ॥
আজি শুভদিন হৈল আমা দোঁহাকার।
ভাগ্যফলে দেখি গিয়া চরণ তাঁহার॥
এত বলি অযোধ্যায় দিল দরশন।
দেখিল অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠভুবন॥
রতনপ্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে।
তৈলহরিদ্রায় পথে চলিতে না পারে॥
অলক্ষিতে প্রবেশিল কৌশল্যার ঘরে।
বসেছেন কৌশল্যা শ্রীরামে কোলে করে॥
যাহার মানসে থাকে যেরূপ বাসনা।
সেইরূপে প্রভুরে দেখে সেই জনা॥
পরম বৈষ্ণব তারা ভাই দুইজন।
চতুর্ভুজরূপে দেখিলেন নারায়ণ॥

শঙ্খচক্রগদাপদ্মে করিয়াছে আলা।
কিরীট কুণ্ডল কর্ণে হৃদে বনমালা॥
কতকোটি ব্রহ্মা তাঁরে করিছে স্তবন।
প্রভুর শরীরে দেখে এ তিন ভুবন॥
প্রসঙ্গেতে দেখিল যে সর্ব্ব পরিষদ।
সনক শৌনক আদি প্রহ্লাদ নারদ॥
এইরূপে দুই ভাই প্রভুরে দেখিয়া।
সহস্র প্রণাম করে ধূলি লোটাইয়া॥
ভক্তিভাবে করয়ে অনেক প্রণিপাত।
স্তবন করিছে তারা করি যোড়হাত॥
রাক্ষসের জাতি মোরা বড়ই অধম।
বুঝিতে মহিমা তব আমরা অক্ষম॥
যে পদ ব্রহ্মাদি দেব নাহি পায় ধ্যানে।
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ প্রমাণে॥
এই নিবেদন করি শুন মহাশয়।
তব পাদপদ্মে যেন সদা মন রয়॥
কৃপার সাগর, প্রভু, তুমি গুণধাম।
এত বলি গেল তারা করিয়া প্রণাম॥
পথে যেতে দুই ভাই ভাবিলেক মনে।
এই কথা না কহিব পাপী দশাননে॥
চক্ষুর নিমিষে তারা লঙ্কাপুরে গিয়া।
রাবণেরে কহে কথা আগে দাঁড়াইয়া॥
একে একে দেখিলাম এ তিন ভুবনে।
তোমার যে শত্রু আছে নাহি লয় মনে॥
শুনিয়া দ্বারীর কথা চিন্তান্বিত মন।
ধীরে ধীরে রাবণেরে বলে বিভীষণ॥
মুকুট খসিল, রাজা, হবে অপমান।
সকল তীর্থের জলে তুমি কর স্নান॥
সুবর্ণ করহ দান দীন দ্বিজ নরে।
অমঙ্গল ঘুচিবে আপদ যাবে দূরে॥
দশমুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥
না বুঝিয়া কথা কহ, ভাই বিভীষণ।
আমার কি শত্রু আছে হেন লয় মন॥
রাবণের কথা শুনি বলে বিভীষণ।
পরিণামে এই কথা করিবে স্মরণ॥
রাবণ 'সমুদ্র' বলি লাগিল ডাকিতে।
আসিয়া সমুদ্র দাঁড়াইল যোড়হাতে॥

রাজা বলে পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে।
সকল তীর্থের জল আন মোর কাছে॥
বাক্যমাত্র বলিতে বিলম্ব না হইল।
সকল তীর্থের জল সম্মুখে আইল॥
তীর্থজলে দশানন করিলেক স্নান।
দরিদ্র দুঃখীরে রাজা করে স্বর্ণদান॥
যতেক কাঞ্চন দিল নাম লব কত।
ধেনুদান শিলাদান করে শত শত॥
দানপুণ্য করিয়া বসিল দশানন।
ভাবিল অমর আমি নাহিক মরণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের শ্লোক বিচক্ষণ।
রামের প্রীতিতে হরি বল সর্ব্বজন॥



বানরগণের জন্মবিবরণ

নররূপে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ।
বানররূপেতে জন্ম নিল দেবগণ॥
বিধাতা বলেন শুন যত দেবগণ।
বানরে স্ব অংশ সবে কর বিতরণ॥
হইল ইন্দ্রের তেজে বালী কপিবর।
সুগ্রীব বীরের জন্ম দিলেন ভাস্কর॥
কিষ্কিন্ধ্যায় ফলমূল খাইতে রসাল।
ফলমূল খায় দোঁহে বিক্রমে বিশাল॥
তেজ হৈতে তেজ বাড়ে সম্পদে সম্পদ।
হইল বালীর পুত্র কুমার অঙ্গদ॥
হইল ব্রহ্মার তেজে মন্ত্রী জাম্বুবান।
হইলেন পবনের তেজে হনুমান॥
হেমকূট নামে কপি বরুণনন্দন।
পঞ্চপুত্র যমের যে যমদরশন॥
জন্মিল শিবের তেজে কেশরী বানর।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শালতরুবর॥
অগ্নিতেজে হইল নীল সেনাপতি।
কুবেরের তেজে জন্ম বানর প্রমাথী॥
সুষেণের জন্ম হয় [illegible]।
অহিবিদ্যা বৈদ্যশাস্ত্র দিল তার মাঝে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র হৈল সুষেণনন্দন।
চন্দ্রতেজে দধিমুখ হইল তখন॥

প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
একৈক দেবের তেজে একৈক বানর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে সুখী সর্ব্ব দণ্ডে।
বানরের জন্ম এবে গায় আদ্যকাণ্ডে॥



দশরথের চারিপুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন

একৈক গণনে যে হইল চারিদিন।
পাঁচ দিনে পাঁচুটী করিল সুপ্রবীণ॥
ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশিজাগরণে।
দিল অষ্ট কলাই অষ্টাহে শিশুগণে॥
ডাক দিয়া আনে রাজা বালকগণেরে।
কাপড় পূরিয়া সোণা দিল সবাকারে॥
ত্রয়োদশে রাজার হইল অশৌচান্ত।
কতেক করিল দান তার নাহি অন্ত॥
ছয়মাসবয়স্ক হইল চারিজন।
করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন॥
আমন্ত্রণ করিয়া সকল ক্ষত্রগণে।
আনাইল দশরথ আপন ভবনে॥
আসিয়া বশিষ্ঠ মুনি মহানন্দ মনে।
চারিপুত্রমুখে অন্ন দিল শুভক্ষণে॥
দশরথ চারিপুত্র লয়ে নিজ কোলে।
মিষ্ট-অন্ন-জল দিল বদনকমলে॥
বসিলেন চারি ভাই সুচারুবদন।
কৌতুকে যৌতুক দিল সবে রত্ন ধন॥
সকলে যৌতুক দিল আসি রাজধাম।
বিচার করেন সবে রাখেন কি নাম॥
বিচারিল চারি বেদ আগমপুরাণ।
যে মন্ত্র হইতে লোক পাবে পরিত্রাণ॥
যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপেন অবিশ্রাম।
কৌশল্যাপুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম॥
পৃথিবীর ভার সহিবেন অবিরত।
তেঁই হেতু তাঁর নাম হইল ভরত॥
সুমিত্রার হইয়াছে যমজ নন্দন।
শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ তার জ্যেষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মণ॥
রাজা চারি নন্দনের শুনিলেন নাম।
ব্রাহ্মণেরে দিল দান কত শত গ্রাম॥
রজত কাঞ্চন দিল নাম লব কত।
ধেনুদান শিলাদান করে শত শত॥
নানা দান দিয়া করে বশিষ্ঠের মান।
দুগ্ধবতী গাভী দিল সহস্রপ্রমাণ॥
আশীর্ব্বাদ করি ঘরে গেল মুনিগণ।
আদিকাণ্ডে শ্রীরামের নামসঙ্কলন॥



শ্রীরামলক্ষ্মণাদির বাল্যক্রীড়া

ছয় মাস হৈল রাম দেন হামাগুড়ি।
হাসিয়া মায়ের কোলে যান গড়াগড়ি॥
ক্ষণেক মায়ের কোলে ক্ষণে পিতৃকোলে
মুখে না আইসে কথা আধ আধ বোলে
শ্রীরামের চন্দ্রাননে অমৃতবচন।
প্রকাশিত মন্দ মন্দ হসিত দশন॥
একবর্ষবয়স্ক হইলে ভাই কটি।
পীতধড়াপরিধান গলে স্বর্ণকাঠি॥
কাঠির মধ্যেতে দিল সোণার কিঙ্কিণী।
রত্নের নূপুর পায় রুণু রুণু ধ্বনি॥
করেন শ্রীরাম খেলা বালকের সনে।
পরস্পর সম্প্রীতি হইল চারিজনে॥
শ্রীরাম চলিলে পথে চলেন লক্ষ্মণ।
ভরতের চলনে চলেন শত্রুঘন॥
যার যে চরুর অংশ জানিল তাহাতে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মিলে শত্রুঘ্ন ভরতে॥
যথা তথা যান রাজা রাম যান সাথে।
একতিল অদর্শনে প্রমাদ তাহাতে॥
ব্রহ্মা আদি যাঁর পদ না পায় মননে।
পুনঃপুনঃ চুম্ব দেন তাঁহার বদনে॥
চন্দ্রকলা যেমন বর্দ্ধিত দিনে দিনে।
সেইরূপ লাবণ্য বাড়িল চারিজনে॥
এক বিষ্ণু চারি ভাই মায়ার কারণ।
রাম দেখি দশরথ ভাবে মনে মন॥
সর্ব্বক্ষণ দশরথ রামেরে নেহালে।
অন্ধকমুনির শাপ মনে মনে বলে॥
শাপ দিলা মুনি মোরে গৌরবকারণ।
এই পুত্র না দেখিলে আমার মরণ॥
নয় হাজার বর্ষ রাজ্য করি কুতূহলে।
রাম হেন পুত্র পাইলাম পুণ্যফলে॥

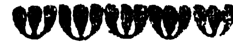
পুত্রমুখ দেখি সদা জীবন সফল।
দশরথগৃহে রাম প্রথম প্রবল॥
এই সব দশরথ করে অভিলাষ।
আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



শ্রীরামচন্দ্রাদির বিবিধ বিদ্যাশিক্ষা ও মারীচপ্রসঙ্গ

পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ি।
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী॥
ক খ গ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি॥
ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি।
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রুতি॥
কোন শাস্ত্র নাহি তাঁর হয় অগোচর।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর॥
বিদ্যা শিখি করিলেন গুরুকে প্রণাম।
অস্ত্রবিদ্যা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম॥
প্রাতঃকালে চারি ভাই যান মালঘরে।
মল্লবিদ্যা শিখিল সকলে সমাদরে॥
গুলিদাঁড়া নিয়া রাম লাঠরি খেলান।
রামের বিক্রমে সব মালের পয়ান॥
রামসঙ্গে কোন মাল নাহি ধরে তাল।
সুমেরু পর্ব্বতে যান করিতে সাতাল॥
সূর্য্যবংশী বালক ধনুক ভাল জানে।
ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে॥
ধনু হাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ।
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ॥
দশরথ রাজার বিপক্ষ যত ছিল।
রামের বিক্রম দেখি সবে পলাইল॥
যতনে খেলেন রাম ফুলধনুহাতে।
একদিন বনে গেল লক্ষ্মণ সহিতে॥
মৃগ চাহি দুইজন বেড়ান কানন।
তখন মারীচসঙ্গে হইল মিলন॥
কোন্‌খানে ছিল সে মারীচ নিশাচর।
মৃগরূপ হৈয়া গেল রামের গোচর॥
মৃগ দেখি রামের কৌতুকী হৈল মন।
ধনুকে অব্যর্থ বাণ যুড়িলা তখন॥
ছুটিল রামের বাণ তারা যেন খসে।
মহাভীত মারীচ পলায় মহাত্রাসে॥
শ্রীরামের বাণশব্দে ছাড়িল সে বন।
জনকের দেশে গেল মিথিলাভুবন॥
রামের বিক্রম দেখি দেবগণ ভাষে।
এতদিনে রাবণ মরিবে অনায়াসে॥
সূর্য্য অস্ত গেল তথা বেলার বিরাম।
পথশ্রান্ত লক্ষ্মণেরে দেখিলেন রাম॥
মলিন হইয়া গেল লক্ষ্মণের মুখ।
দেখিয়া শ্রীরাম পান অন্তরেতে দুখ॥
একদিন দুঃখে, ভাই, হইলা এমন।
কেমনে মারিয়া বৈরী রাখিবে ব্রাহ্মণ॥
আমলকী ফল পাড়ি দেন তাঁর মুখে।
ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে গেল খান মনসুখে॥
হেনকালে দেখেন নিকটে সরোবর।
নানা পক্ষী জলে আছে করে কলস্বর॥
এমন সময়ে ব্রহ্মা কন পুরন্দরে।
জন্মেন আপনি হরি দশরথ-ঘরে॥
নররূপী আপনাকে বিস্মৃত আপনি।
রাবণ মারিতে মাত্র অবতীর্ণ তিনি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ তিনি থাকিবেন বনে।
ফলমূলাহারে যুদ্ধ করিবে কেমনে॥
মৃণালভিতরে তুমি রাখ গিয়া সুধা।
খাইয়ে অমৃত রাম পাশরিবে ক্ষুধা॥
এই আজ্ঞা পাইলেন দেব পুরন্দর।
রাখিয়া গেলেন সুধা মৃণালভিতর॥
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলেন শ্রীরাম।
মৃণাল তুলিয়া আন করি জলপান॥
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
দুই ভাই সুধা খান মৃণাল সহিতে॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে গেল সুস্থ হৈল মন।
বৃক্ষপত্র পাতি দোঁহে করিল শয়ন॥
পরিশ্রমে সুনিদ্রা হইল বৃক্ষতলে।
আছেন শ্রীরাম যেন শুয়ে পিতৃকোলে॥
না দেখিয়া শ্রীরামেরে হইয়া কাতর।
আস্তে-ব্যস্তে গেল রাণী রাজার গোচর॥
হেথা রাজা বহুক্ষণ রামে না দেখিয়া।
মনে সুখ নাহি যেন অজ্ঞান হইয়া॥

সবারে বিদায় দিয়া গেলেন আবাসে।
রামেরে দেখিব বলি কৌশল্যার পাশে ॥
দুইজনে পথেতে হইল দরশন।
চিন্তিতা হইয়া রাণী জিজ্ঞাসে তখন ॥
প্রস্তুত আছয়ে ঘরে খাদ্য নানাবিধি।
বহুক্ষণ রামে কেন না দেখি সন্নিধি ॥
দশরথ বলে, রাণি, কি কহিলা কথা।
দেখিতে না পাই রাম তারা গেল কোথা ॥
বুঝি রাম আছেন কৈকেয়ীর আবাসে।
ধেয়ে গিয়ে কৈকেয়ীরে উভয়ে জিজ্ঞাসে ॥
আজি আমি দেখি নাই শ্রীরামের মুখ।
প্রাণ নাহি রহে মোর বিদরয়ে বুক ॥
কৈকেয়ী বলিল আমি কিছু নাহি জানি।
আজি হেথা নাহি দেখি রামগুণমণি ॥
আজি বুঝি ভুলিয়া রহিল কোন্‌খানে।
লক্ষ্মণ যে স্থানে আছে রাম সেই স্থানে ॥
ভরত সহিতে হেথা মিলি শত্রুঘন।
অযোধ্যানগরে ভ্রমে ভাই দুইজন ॥
যেই যেই বালক খেলায় তাঁর সনে।
তাহারে জিজ্ঞাসে রাম আছে কোন্‌খানে ॥
শুনিয়া সকলে কহে শুন রাজা-রাণি।
কোথায় রামলক্ষ্মণ কেহ নাহি জানি ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কৈকেয়ী কামিনী।
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী ॥
হৃদে হানে দশরথ ভালে মারে ঘাত।
কোথা গেলে পাব আমি রাম রঘুনাথ ॥
অন্ধকমুনির শাপ ঘটিল এখন।
রামে না দেখিয়া মম না রহে জীবন ॥
পুত্রশোকে মৃত্যু আজি ঘটাল বিধাতা।
রাম নাহি দেখি যদি মরণ সর্ব্বথা ॥
দিবসে সকলি দেখি ঘোর অন্ধকার।
শ্রীরামলক্ষ্মণে বুঝি না দেখিব আর ॥
এইমতে কান্দে রাণী বেলা অবশেষে।
হেনকালে দুই ভাই অযোধ্যা প্রবেশে ॥
বনপুষ্পে ভূষিত ধনুক বামহাতে।
নাচিতে নাচিতে যান লক্ষ্মণের সাথে ॥
ভরতশত্রুঘ্ন গিয়া কহে কৌশল্যারে।
হের মাতা আইলেন রাম পুরদ্বারে ॥
তার মুখে এই বাক্য শুনিতে শুনিতে।
বাহির হইল রাণী শ্রীরামে দেখিতে ॥
ধেয়ে দশরথ রাজা রামে করে বুকে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল তার চাঁদমুখে ॥
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক্ ধুক্।
কি জানি বা হন কবে বিধাতা বিমুখ ॥
কৌশল্যা ধাইয়া গিয়া রামে কৈল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদনকমলে ॥
দরিদ্রের নিধি তুমি নয়নের তারা।
পলকে প্রলয় ঘটে যদি হই হারা ॥
ভরতশত্রুঘ্ন তবে দেখেন শ্রীরাম।
দুই ভাই আসি রামে করিল প্রণাম ॥
মায়ের আলয়ে রাম করিলে ভোজন।
রাজারাণী হইলেন সুস্থির তখন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভণিত।
শ্রীরামের অরণ্যবিহার সুললিত ॥



সীতার বিবাহপণার্থ হরধনুর কথা

সাত বৎসরের রাম অযোধ্যানগরে।
লক্ষ্মী হোথা জন্মিলেন জনকের ঘরে ॥
চাষের ভূমিতে কন্যা পায় মহাঋষি।
মিথিলা হইল আলো পরম রূপসী ॥
অদ্ভুত সীতার রূপ-গুণ মনে মানি।
এ কন্যা সামান্যা নহে কমলা আপনি।
কন্যারূপ জনক দেখেন দিনে দিনে।
উমা কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে ॥
হরিণীনয়নে কিবা শোভিত কজ্জল।
তিলফুল জিনি তাঁর নাসিকা উজ্জ্বল ॥
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর।
সুধাংশু জিনিয়া রূপ অতি মনোহর ॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলি ॥
অরুণবরণ তাঁর চরণকমল।
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল ॥
রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন।
অমৃত জিনিয়া তাঁর মধুর বচন ॥

দশদিক আলো করে জানকীর রূপে।
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকূপে॥
জনক ভাবেন মনে সীতা দিব কারে।
সীতাযোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে॥
পুরোহিতে আনি রাজা কহেন বিশেষে।
জানকীর যোগ্য বর পাব কোন্ দেশে॥
জানকীরে বিবাহ করিবে কোন্ জন।
স্বর্গেতে করেন চিন্তা যত দেবগণ॥
বিধাতা বলেন শুন দেব পুরন্দর।
রামের বয়স মাত্র সপ্তম বৎসর॥
দিনে দিনে জানকীর রূপ বৃদ্ধিমান।
পাছে অন্য বরে রাজা সীতা করে দান॥
এই যুক্তি দেবগণ করিয়া মনন।
কৈলাস পর্ব্বতে গেল যথা ত্রিলোচন॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন শিব অন্তর্য্যামী।
জনকের ঘরে সীতা রক্ষা কর তুমি॥
সে তব সেবক আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে।
যেন রাম বিনা অন্যে না দেয় সীতারে॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিল গমন।
ভৃগুরামে ডাকিয়া কহেন ত্রিলোচন॥
আমার ধনুক নিয়া করহ পয়াণ।
জনকের ঘরে রাখ করি সাবধান॥
আমার এ ধনুর্ভঙ্গ করিতে যে পারে।
কহ জনকেরে যেন সীতা দেন তারে॥
এ তিন ভুবনে ইহা তোলে কোন্ জন।
সবে মাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ণ॥
পাইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভৃগুপতি।
ধনুক করিয়া হাতে করিলেন গতি॥
মাথায় জটার ভার পৃষ্ঠে দুই তূণ।
একহাতে কুঠার অন্যেতে ধনুর্গুণ॥
ব্রহ্মারে যেমন দেবে করেন সম্ভ্রম।
জনক পরশুরামে করেন সে ক্রম॥
প্রণাম করিয়া তাঁকে দিলেন আসন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করেন পূজন॥
ভৃগুরামে দেখি সব মুনির তরাস।
আদিকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



জনকের ধনুর্ভঙ্গপণ

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক রাজন্।
কোন্ কার্য্যে, মহাশয়, হেথা আগমন॥
বলেন পরশুরাম তোমার দুহিতা।
সীতা দেহ যদি, রাজা, করি বিবাহিতা॥
জনক বলেন এ কি শুনি চমৎকার।
এত কি সৌভাগ্য আছে কপালে সীতার॥
সীতার বিবাহকাল হইবে যখন।
করা যাবে যুক্তিমত কহিবা যেমন॥
ভৃগু বলে তপস্যায় করিব গমন।
দেখো যেন অন্য মত না হয় রাজন্॥
এতেক বলিয়া যদি ভৃগুরাম যান।
ভৃগুর চরণ ধরি জনক সুধান॥
তোমার সাক্ষাৎ আর পাব কতকালে।
কারে দিব কন্যা আমি তুমি না আইলে॥
বলেন পরশুরাম আমার ধনুক।
রাখি যাই তব স্থানে দেখিবে কৌতুক॥
ধনুক তুলিয়া যেবা গুণ দিতে পারে।
রহিল আমার আজ্ঞা কন্যা দিও তারে॥
এত বলি ভার্গব গেলেন স্থানান্তরে।
পড়িয়া রহিল ধনু জনকের ঘরে॥
হরের ধনুক সেই অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
সত্তর যোজন উভে ধনুক প্রমাণ॥
যোজন দশেক ধনু আড়ে পরিসর।
করিলেন প্রতিজ্ঞা জনক ঋষিবর॥
এ ধনুকে গুণ দিতে যে জন পারিবে।
সেই জন জানকীরে বিবাহ করিবে॥
যতন করিয়া কৈল ধনুকের ঘর।
একাশী যোজন সেই ঘর দীর্ঘতর॥
এগার যোজন দ্বার আড়ে পরিসর।
ধনুক পড়িয়া রহে তাহার ভিতর॥
সেই ধনুকের কথা গেল দেশে দেশে।
আদিকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥



রাজগণের ধনুর্ভঙ্গে অসমর্থতা

ধনুকের কথা যদি গেল দেশে দেশে।
জানকীবিবাহ হেতু রাজারা আইসে॥

পৃথিবীতে আছে যত রাজা মহত্তর।
একে একে আসে সবে জনকের ঘর॥
আসিয়া সকল রাজা অহঙ্কার করে।
সবাকে পাঠায়ে দেন ধনুকের ঘরে॥
জনক বলেন যেবা তুলিবে ধনুক।
তাঁরে সীতা কন্যা দিব পরম কৌতুক॥
ধনুক তুলিতে যত রাজপুত্র যায়।
দেখিতে সকল লোক পশ্চাৎ গোড়ায়॥
ঘরের দ্বারেতে গিয়া উকি দিয়া চায়।
তুলিবারে শক্তি কোথা দেখিয়া পলায়॥
কত রাজা রাজপুত্র উদ্যত হইয়া।
ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছটিয়া॥
প্রাণপণে তারা ধনু টানাটানি করে।
তুলিবার সাধ্য কিবা নাড়িতে না পারে॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধনুখানি ভারে।
দিবে কি তাহাতে গুণ নাড়িতে না পারে॥
লজ্জা পাইয়া রাজা সব পলাইয়া যায়।
হাততালি দিয়া সব বালক গোড়ায়॥
পলাইয়া যায় সবে আপনার দেশে।
বিবাহ করিতে অন্য রাজগণ আসে॥
পথমধ্যে দেখা হয় যে সবার সনে।
ধনুকের পরাক্রম তারা সব শুনে॥
দেখিবার কাজ নাই শুনিয়া ডরায়।
শুনিয়া শুনিয়া পথে অমনি পলায়॥
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
তিন কোটি রাজা গেল মিথিলানগর॥
ধনুক তুলিতে না পারিল কোন জন।
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্কার রাবণ॥
অকম্পন প্রহস্ত মারীচ মহোদর।
চারিপাত্র লয়ে রথে চড়ে লঙ্কেশ্বর॥
আইল সকলে তারা মিথিলাভুবন।
জনক শুনিল রাবণের আগমন॥
জনক বলেন শুন পাত্রমিত্রগণ।
রাবণ আইল আজি হইবে কেমন॥
স্বেচ্ছাতে বিবাহ যদি না দিব রাবণে।
কাড়িয়া লইবে সীতা রাখে কোন্ জনে॥
চলিল জনকরাজা রাবণে আনিতে।
দেখিয়া রাবণরাজা লাগিল হাসিতে॥

প্রহস্ত ডাকিয়া বলে রাবণরাজারে।
জনক আইল দেখ লইতে তোমারে॥
দেখিয়া রাবণ তারে ভূমিতলে উলি।
দুই বাহু পসারিয়া করে কোলাকুলি॥
বসাইল রাবণেরে দিব্যসিংহাসনে।
মিষ্টালাপ করিলেন বসিয়া দুজনে॥
জনক বলেন আজি সফল জীবন।
কোন্ কার্য্যে, মহাশয়, তব আগমন॥
দশানন বলে, রাজা, তব কন্যা সীতা।
আমারে করহ দান আমি যে গ্রহীতা॥
জনক বলেন ইহা সৌভাগ্যলক্ষণ।
তোমা বিনা পাত্র আর আছে কোন্ জন॥
আনিলেন ভৃগুরাম ধনু একখান।
হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টান॥
তুলিয়া ধনুকখান ভাঙ্গ গিয়া তুমি।
ধনুকের ঘরে সীতা সমর্পিব আমি॥
শুনিয়া সে দশমুখে হাসিল রাবণ।
আমার সাক্ষাতে বল ধনুকবিক্রম॥
কৈলাস তুলেছি আমি পর্ব্বত মন্দার।
তাহাকে জিনিয়া কি ধনুক হবে ভার॥
আগে সীতা আনিয়া আমারে কর দান।
যাত্রাকালে ভাঙ্গিয়া যাইব ধনুখান॥
জনক বলেন কর প্রতিজ্ঞাপূরণ।
দেখুক সকল লোক ধনুকভঞ্জন॥
প্রহস্ত বলেন শুন রাজা দশানন।
যার যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে কখন॥
ধনুক ভাঙ্গিলে রাজা জানকীরে দিবে।
ইচ্ছাধীনে নাহি দেয় বলে কাড়ি লবে॥
দশমুখ বলে, মামা, রাখি তব কথা।
ধনুক ভাঙ্গিলে যেন না হয় অন্যথা॥
অহঙ্কার করিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর।
দেখাতে চলিল জনক ধনুকের ঘর॥
শুনিয়া ধাইল সবে মিথিলানগর।
সবে বলে এল আজি জানকীর বর॥
যুবা বৃদ্ধ শিশু এক নাহি রহে ঘরে।
কৌতুক দেখিতে গেল রাজার মন্দিরে॥
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর।
একাদশ যোজন তাহার পরিসর॥

ধনুক পড়িয়া আছে তাহার ভিতরে।
আসিয়া রাবণরাজা দাণ্ডাইল দ্বারে॥
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে বীর উঁকি দিয়া চায়।
দেখিয়া দুর্জ্জয় ধনু অন্তরে ডরায়॥
মনে ভাবে আমার ঘুচিল ভারিভুরি।
যে দেখি ধনুকখান পারি কি না পারি॥
অন্তরে আতঙ্ক অতি মুখে আস্ফালন।
ধনুক তুলিতে যায় বীর দশানন॥
আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে॥
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুকখানি টানে।
তুলিতে না পারে আর চায় চারিপানে॥
নাকে হাত দিয়া বলে কি করি উপায়।
কি হইবে, মামা, ধনু তোলা নাহি যায়॥
প্রহস্ত বলিল শুন রাজা লঙ্কেশ্বর।
লোক হাসাইলা আসি মিথিলানগর॥
চিন্তা না করিহ তুমি না করিহ ডর।
গাত্রে বল করি আর একবার ধর॥
পুনশ্চ ধনুকখান টানাটানি করে।
তথাপি ধনুকখান নাড়িতে না পারে॥
দশগ্রীব বলে আর নাড়িতে না পারি।
প্রাণ যায়, মামা, তবু তুলিবারে নারি॥
কৈলাস তুলিনু, মামা, পর্ব্বত মন্দার।
তাহারে জিনিয়া, মামা, ধনুকের ভার॥
এই যুক্তি, মামা গো, তোমার ঠাঁই মাগি।
সবাই মেলিয়া তুলি ধনুখান ভাঙ্গি॥
প্রহস্ত বলিল শুন বীর দশানন।
তবে ত সীতার বর হবে কোন্ জন॥
পার বা না পার আর একবার টান।
যায় প্রাণ রাখ মান এই বাক্য মান॥
রাবণ বলিল, মামা, শুন মোর বাণী।
তুলিতে না পারি শীঘ্র রথ আন তুমি॥
ঈষৎ হাসিয়া বলে প্রহস্ত তাহারে।
রথ লয়ে এই আমি রহিলাম দ্বারে॥
আর বার রাবণ ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে চায় প্রহস্তের পানে॥
কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে॥
বুঝিয়া প্রহস্ত রথ দিল যোগাইয়া।
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুক এড়িয়া॥
পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী।
সকল বালক দেয় তারে টিটকারী॥
শঙ্কায় লঙ্কায় গেল লঙ্কার রাবণ।
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ॥
শ্রীলক্ষ্মীপতির লক্ষ্মী লবে কোন্ জন।
তুলিবেন ধনুক কেবল নারায়ণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা।
আদ্যকাণ্ডে গাইল সীতার হৈল রক্ষা॥



শ্রীরামের গুহকের সহিত মিত্রতা

একদিন দশরথ পুণ্য তিথি পাইয়া।
গঙ্গাস্নানে যান রাজা চারিপুত্র লৈয়া
হইবেক অমাবস্যা তিথিতে গ্রহণ।
রামের কল্যাণে রাজা দিবেন কাঞ্চন
তুরঙ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শতে শতে।
চারিপুত্রসহ রাজা চাপিলেন রথে॥
চলিল কটক সব নাহি দিশপাশ।
কটকের শব্দে পূর্ণ হইল আকাশ॥
চলেছেন দশরথ চড়ি দিব্যরথে।
নারদমুনির সঙ্গে দেখা হয় পথে॥
মুনি বলে কোথা, রাজা, করেছ পয়াণ
ভূপতি কহেন গিয়া করি গঙ্গাস্নান॥
মুনি কহে, দশরথ, তুমি ত অজ্ঞান।
রামমুখ দেখিলে কে করে গঙ্গাস্নান॥
পতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবীমণ্ডলে।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন যাঁর পদতলে॥
সেই দান সেই পুণ্য সেই গঙ্গাস্নান।
পুত্রভাবে দেখ তুমি প্রভু ভগবান॥
এত যদি নৃপতিরে কহিলেন মুনি।
রাজা বলে চল ঘরে রামরঘুমণি॥
বাপের বচন শুনি বলেন শ্রীরাম।
অনেক পাষণ্ড আছে ধর্ম্মপথে বাম॥
গঙ্গার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
না শুনিও, মহারাজ, নারদের বাণী॥

এত যদি বলিলেন কৌশল্যাকুমার।
চলিলেন রাজা দশরথ আর বার॥
চলিছে রাজার সৈন্য আনন্দিত হৈয়া।
গুহক চণ্ডাল আছে পথ আগুলিয়া॥
তিন কোটি চণ্ডালেতে গুহক বেষ্টিত।
হুড়াহুড়ি বাধে দশরথের সহিত॥
গুহক চণ্ডাল বলে শুন দশরথ।
ভাঙ্গিয়া আমার দেশ করিলে কি পথ॥
বারে বারে যাহ তুমি এই পথ দিয়া।
সৈন্যেতে আমার রাজ্য ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
গঙ্গাস্নান করিতে তোমার থাকে মন।
আর পথ দিয়া তুমি করহ গমন॥
যাইবার ইচ্ছা যদি থাকে এই পথে।
দেখাও তোমার আগে পুত্র রঘুনাথে॥
'রাম রাম' বলিয়া সে গুহক ডাকিল।
রথমধ্যে রামেরে ভূপতি লুকাইল॥
নিল দশরথ রাজা ধনুর্ব্বাণ হাতে।
রথের দ্বারেতে রাজা লাগিল ভাবিতে॥
চণ্ডালেরে মারি কিবা হইবেক যশ।
নীচ জন জিনিলে কি হইবে পৌরুষ॥
যদি পরাজয় হয় চণ্ডালের রণে।
অপযশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে॥
আমি যদি ছাড়ি নাহি ছাড়িবে চণ্ডাল।
কি করিব পথে এক বাধিল জঞ্জাল॥
দুইজনে বাণবৃষ্টি করে মহাকোপে।
দোঁহাকার বাণেতে দোঁহার প্রাণ কাঁপে॥
এইমত বাণবৃষ্টি হইল বিস্তর।
উভয়ের সংগ্রাম হইল বহুতর॥
দশরথ রাজা এড়ে পাশুপতশর।
হাতে গলে গুহকে বান্ধিল নরেশ্বর॥
গুহকে বান্ধিয়া রাজা তুলিলেন রথে।
বন্ধনে পড়িয়া গুহক লাগিল ভাবিতে॥
যাহার লাগিয়া আমি আগুলিনু পথ।
দেখিতে না পাইলাম সে রাম কিমত॥
এতেক ভাবিয়া গুহ করে অনুমান।
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বাণ॥
ভরত কহিল গিয়া রামের গোচরে।
এমন অপূর্ব্ব শিক্ষা নাহি চরাচরে॥
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বাণ।
দেখিতে কৌতুক রাম গেলেন সে স্থান॥
যেইমাত্র গুহক দেখিল রঘুনাথে।
দণ্ডবৎ হইয়া রহিল যোড়হাতে॥
শ্রীরাম বলেন ধনু টানহ কেমন।
গুহ বলে তোমাকে সে কহিব কারণ॥
পূর্ব্বজন্মকথা মম শুন নারায়ণ।
যে পাপে হইল মোর চণ্ডাল-জনম॥
অপুত্রক ছিলেন যখন দশরথ।
অন্ধকমুনির পুত্র করিলেন হত॥
মুনিহত্যা করিয়া আসিয়া তপোবনে।
লোটাইয়া ধরিলেন আমার চরণে॥
বশিষ্ঠের পুত্র আমি বামদেব নাম।
তিনবার রাজারে বলানু রামনাম॥
শুনিয়া বশিষ্ঠ শাপ দিলেন বিশাল।
যাহ পুত্র, বামদেব, হওগে চণ্ডাল॥
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে॥
লোটায়ে ধরিনু আমি পিতার চরণে।
চণ্ডাল হইতে মুক্তি কাহার দর্শনে॥
পিতা বলে যবে পাবে শ্রীরামদর্শনে।
তবে ত হইবে মুক্ত চণ্ডাল-জনমে॥
সেই রাম জন্মিয়াছ দশরথ-ঘরে।
চরণপরশ দিয়া মুক্ত কর মোরে॥
অনাথের নাথ তুমি ভকতবৎসল।
করুণাসাগর হরি তুমি সে কেবল॥
চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে।
পতিতপাবন নাম তবে কি কারণে॥
এতেক বলিয়া গুহ লাগিল কান্দিতে।
গুহের ক্রন্দনেতে কান্দেন রাম রথে॥
করপুটে দাণ্ডাইয়া পিতার সাক্ষাৎ।
ভিক্ষা দেহ গুহকে বলেন রঘুনাথ॥
রাজা বলে প্রাণ চাহ প্রাণ পারি দিতে।
গুহকে তোমাঁকে দিব বাধা নাহি ইথে॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা কৌশল্যানন্দন।
খসালেন নিজহস্তে গুহের বন্ধন॥
শ্রীরাম বলেন অগ্নি জ্বালহ লক্ষ্মণ।
গুহকের সহ করি মিত্রতা এখন॥

লক্ষ্মণ জ্বালেন অগ্নি রামের সাক্ষাতে।
গুহসহ মিত্রতা করেন রঘুনাথে॥
যেই তুমি সেই আমি বলেন শ্রীরাম।
গুহ বলে ঘুচাইতে নারি নিজ নাম॥
শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুবালি।
প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালি॥
বিদায় করিয়া রামে গুহ গেল ঘরে।
পুত্র লয়ে দশরথ গেল গঙ্গাতীরে॥
অপূর্ব্ব অনন্তফল ভাস্করগ্রহণ।
স্নান করি রাজা দান করিল কাঞ্চন॥
ধেনুদান শিলাদান কৈল শত শত।
রজত কাঞ্চন তার নাম লব কত॥
দানধর্ম্ম করিতে হইল বেলাক্ষয়।
প্রদোষে গেলেন ভরদ্বাজের আলয়॥
বসিয়া আছেন মুনি আপনার ঘবে।
চারিপুত্রসহ রাজা নমস্কার করে॥
যোড়হাতে বলে রাজা মুনির গোচব।
আনিয়াছি চারিপুত্র দেখ মুনিবর॥
আশীর্ব্বাদ কর চারিপুত্রে তপোধন।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমাব চরণ॥
দেখিয়া রামেরে ভাবে ভরদ্বাজমুনি।
বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু আইলা আপনি॥
মুনি বলে, রাজা, তব সফল জনম।
পুত্রভাবে দেখ, রাজা, দেব নারায়ণ॥
ভরদ্বাজ এককালে দেখে চমৎকার।
দূর্ব্বাদলশ্যামতনু পরম আকার॥
ধ্বজবজ্র-অঙ্কুশে শোভিত পদাম্বুজ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি যত দেবগণ।
রামের শরীরে আরো দেখেন ভুবন॥
সমুচিত আতিথ্য করেন ভরদ্বাজ।
সুখে রহিলেন সৈন্যসহ মহারাজ॥
রামেরে লইয়া মুনি অন্তঃপুরে গিয়া।
শয়ন করেন দোঁহে একত্র হইয়া॥
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
শিয়রে রাখেন দেবরাজ ধনুঃশর॥
স্বপ্নে উপদেশ এই করেন মুনিরে।
অক্ষয় ধনুক তূণ দেহ শ্রীরামেরে॥
এত বলি করিলেন বাসব পয়াণ।
প্রাতে রাম শিয়রে দেখেন ধনুর্ব্বাণ॥
কহিলেন শ্রীরামেবে মুনি ভরদ্বাজ।
তোমাবে দিলেন ধনুর্ব্বাণ দেববাজ॥
স্বপ্নেতে ধনুক বাণ পায় যেই জন।
সেই সে জানহ প্রভু দেব নারায়ণ॥
মুনির চবণে রাম করি প্রণিপাত।
আনিলেন সেই ধনু পিতার সাক্ষাৎ॥
শুনি রাজা দশরথ সানন্দ হইয়া।
আইলেন দেশে চারিকুমাব লইয়া॥
কৃত্তিবাস করে আশ পাই পবিত্রাণ।
আদিকাণ্ডে গাইল বামের গঙ্গাস্নান॥



বিশ্বামিত্রের দশরথের সভায় গমন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে যজ্ঞরক্ষার্থে পাঠাইতে অনুরোধ

এইরূপে দশরথ চাবিপুত্রে লৈয়া।
সাম্রাজ্য করেন ভোগ সাবধান হৈয়া॥
হেথা মিথিলায় যজ্ঞ কবে মুনিগণ।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারণ॥
যজ্ঞ আরম্ভণ যেই কবে মুনিবব।
করে রক্তবর্ষণ মারীচ নিশাচর॥
যজ্ঞহীন হইলেক মিথিলাভুবন।
কবেন জনক যুক্তি লয়ে মুনিগণ॥
তাব মধ্যে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি।
অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রে আমি আনি॥
বাক্ষসবধেব হেতু ধবি বামবেশ।
দশরথগৃহে অবতীর্ণ হৃষীকেশ॥
বলিলেন জনক শুন হে মহাশয়।
তুমি রক্ষা করিলে এ যজ্ঞ রক্ষা হয়॥
বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্বাস
চলিলেন যথা রাম অযোধ্যানিবাস॥
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে।
দ্বারী গিয়া জানাইল তখনই রাজারে॥
ভূপতি শুনিবামাত্র বিশ্বামিত্র নাম।
চিন্তিয়া কহেন বুঝি বিধি আজি বাম॥
বিশ্বামিত্রমুনি এই বড়ই বিষম।
প্রমাদ ঘটায় কিম্বা করে কোন ক্রম॥

সূর্য্যবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র মহারাজ।
ভার্য্যাপুত্র বেচাইয়া দিল তারে লাজ॥
আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ।
শিষ্টাচারপূর্ব্বক করেন নিবেদন॥
তব আগমনে মম পবিত্র আলয়।
আজ্ঞা কর কোন্ কার্য্য করি মহাশয়॥
বিশ্বামিত্র বলে শুন রাজা দশরথ।
শ্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস।
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞনাশ॥
মুনিপরিত্রাণ হয় কহিনু তোমারে।
শ্রীরামলক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে॥
যেই মাত্র বিশ্বামিত্র কহেন এ কথা।
ভূপতি ভাবেন মনে হেঁট করি মাথা॥
পুত্রশোকে মৃত্যু মম লিখন কপালে।
না জানি হইবে মৃত্যু মম কোন্ কালে॥
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক্‌ধুক্।
কখন মরিব আমি দেখে চাঁদমুখ॥
প্রাণ চাহ যদি, মুনি, প্রাণ দিতে পারি।
একদণ্ড রামচন্দ্র না দেখিলে মরি॥
অতএব রামচন্দ্রে না দিব তোমারে।
একদণ্ড না দেখিলে হৃদয় বিদরে॥
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন॥



বিশ্বামিত্রসহ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রেরণে দশরথের অনিচ্ছা

যখন শুইয়া থাকি রামকে হৃদয়ে রাখি
ভূমে রাখি নাহিক প্রতীত।
স্বপ্নে না দেখিলে তা। প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়
চমকিয়া চাহ চারিভিত॥
যেমতে পেয়েছি রামে কহি সে সকল ক্রমে
মৃগয়া করিতে গিয়া বনে।
সিন্ধু নামে মুনিবরে সরোবরে জল ভরে
তাঁরে মারি শব্দভেদী বাণে॥
মৃত মুনি কোলে করি গেলাম অন্ধকপুরী
দেখি মুনি অগ্নির সমান।
'পুত্র পুত্র' বলি ডাকে মরা পুত্র দিনু তাঁকে
পুত্রশোকে সে ছাড়িল প্রাণ॥
ছিলাম সন্তানহীন মনে দুঃখী রাত্রিদিন
বধিলাম সিন্ধুর জীবন।
কুপিয়া সিন্ধুর বাপ দিল মোরে অভিশাপ
তেঁই পাইলাম এই ধন॥
অতএব তপোধন শুন মম নিবেদন
আমি যাব সহিতে তোমার।
বিনা শ্রীরামলক্ষ্মণ অন্য কিছু প্রয়োজন
যাহা চাহ দিব শতবার॥
রাজার বচন শুনি কুপিলেন মহামুনি
ঝাট দেহ তোমার কুমার।
আপন মঙ্গল চাহ শ্রীরামলক্ষ্মণে দেহ
নহে বংশ নাশিব তোমার॥



দশরথের প্রতারণা ও বিশ্বামিত্রের ক্রোধ

রাজা বলিলেন, মুনি, করি নিবেদন।
ধনুর্ব্বাণ নাহি জানে কি করিবে রণ॥
অত্যল্প বয়স মম পুত্র চারিগুটি।
শিরে চুল নাহি ঘুচে আছে পঞ্চঝুঁটি॥
অন্য সৈন্য যত চাহ লহ তপোধন।
তাহারা করিবে নিশাচর নিবারণ॥
শুনিয়া কহেন বিশ্বামিত্র তপোধন।
কটকে খাইবে এত কোথা পাব ধন॥
একা রাম গেলে হয় কার্য্যের সাধন।
সহস্র কটকে মোর নাহি প্রয়োজন॥
তব বংশে ছিলেন যে হরিশ্চন্দ্ররাজা।
পৃথিবী আমাকে দিয়া করিলেন পূজা॥
তথাপি না পাইলেন মনের সান্ত্বনা।
স্ত্রীপুত্র বেচিয়া শেষে দিলেন দক্ষিণা॥
একা রামে দিতে তুমি কর উপহাস।
সূর্য্যবংশ আজি বুঝি হইল বিনাশ॥
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
ডাকিলেন ভরতশত্রুঘ্ন দুইজনে॥

দোঁহে দাঁড়াইল আসি মুনির সাক্ষাতে।
রাজা বলিলেন যাহ মুনির সঙ্গেতে॥
ভূপতির বঞ্চনায় ভ্রান্ত তপোধন।
মনে ভাবিলেন এই শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
আগে যান মহামুনি পাছে দুইজন।
সরযূ নদীর তীরে দিল দরশন॥
মুনি বলিলেন শুন ভূপতিকুমার।
হেথা গমনের পথ আছে দ্বিপ্রকার॥
এই পথে গেলে তিন দিনে যাই ঘর।
এই পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর॥
তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয়।
সেইপথে রাক্ষসী তাড়কা নামে বয়॥
তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত মুনিগণে।
কোন্ পথে যাইতে তোমার লাগে মনে॥
বলিলেন ভরত শুনহ তপোধন।
দুষ্ট ঘাটাইয়া পথে কোন্ প্রয়োজন॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ইনি কি হবেন যোগ্য রাক্ষসনিধনে॥
এক রাক্ষসের নাম শুনি এত ডর।
মারিবেন কিসে ইনি কোটি নিশাচর॥
রাজার শঠতা মুনি ভাবেন অন্তরে।
শ্রীরামে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে॥
আমার সহিতে রাজা করে উপহাস।
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ॥
ক্রোধে ফিরিলেন পুনঃ বিশ্বামিত্রঋষি।
নির্গত হইল তাঁর নেত্রে অগ্নিরাশি॥
সেই অগ্নি লাগে গিয়া অযোধ্যানগরে।
প্রজার তাবৎ ঘরদ্বার দগ্ধ করে॥
কান্দিয়া চলিল প্রজা রামের গোচরে।
বিশ্বামিত্রমুনি আসি সর্ব্বনাশ করে॥
তোমারে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে।
তেকারণ এ আপদ অযোধ্যানগরে॥
প্রজার ক্রন্দন শুনি রামের তরাস।
ধাইয়া গেলেন রাম বিশ্বামিত্র পাশ॥
মুনির চরণ ধরি বলে রঘুমণি।
প্রজালোকে রক্ষা, প্রভু, করহ আপনি॥
অপরাধ যেই করে দণ্ড কর তার।
নিরপরাধীর দণ্ড করা অবিচার॥
মুনি হৈয়া যেই জন রাগে দেয় মন।
পূর্ব্বধর্ম নষ্ট তার হয় সেইক্ষণ॥
পুত্রে পাঠাইতে পিতা হলেন কাতর।
যজ্ঞরক্ষা করি গিয়া মিথিলানগর॥
হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে।
অযোধ্যার পানে চান অমৃতনয়নে॥
সকল করিতে পারে তপের কারণ।
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমন॥
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস।
আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



বিশ্বামিত্রসহ শ্রীরামলক্ষ্মণের গমন ও মন্ত্রদীক্ষা

শিরে পঞ্চঝুঁটি রাম বিষ্ণু-অবতার।
মুগ্ধ হইলেন মুনি রূপেতে তাঁহার॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় আকাশে।
মুনি বলিলেন, রাম, চল মোর দেশে॥
জানিলেন মহারাজ রামের গমন।
লক্ষ্মণ সহিত রামে করেন অর্পণ॥
বলিলেন বিশ্বামিত্র রাজার গোচর।
রাম লাগি চিন্তা না করিহ নরেশ্বর॥
তুমি নাহি জানহ রামের গুণলেশ।
রাক্ষস বধিতে অবতীর্ণ হৃষীকেশ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণে লয়ে আমি দেশে যাই।
স্থির হও, মহারাজ, কোন চিন্তা নাই॥
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধবচন।
মুনি বলিলেন চল শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, যদি বল তুমি।
মাতৃস্থানে বিদায় লইয়া আসি আমি॥
মায়ে না কহিয়া যাব মিথিলানগর।
কান্দিবেন অন্নজল ছাড়ি নিরন্তর॥
গেলেন শ্রীরামচন্দ্র মায়ের মন্দিরে।
প্রণাম করিয়া পদে বলেন মায়েরে॥
আইলেন বিশ্বামিত্র লইতে আমারে।
মিথিলায় যাই আমি যজ্ঞ রাখিবারে॥
শুদ্ধমনে, মাতা, মোরে আশীর্ব্বাদ কর।
যুদ্ধে জয়ী হই যেন প্রসাদে তোমার॥

প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিতেছি আমি।
আমার লাগিয়া শোক না করিহ তুমি ॥
কৌশল্যা শুনিয়া তাহা করেন রোদন।
ভিজিল নয়ননীরে নেতের বসন ॥
কাতরা কৌশল্যা কোলে করিয়া রামেরে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে ॥
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধবচন।
নেত্রনীর নেত্রেতে হইল নিবারণ ॥
মাতৃপদধূলি রাম বন্দিলেন মাথে।
শুভযাত্রা করিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণে লৈয়া বিশ্বামিত্র যান।
মহারাজ নেত্রনীরে ধরণী ভাসান ॥
কতদূরে গিয়া রাম হন অদর্শন।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন ॥
রাজাকে প্রবোধ করে যত পাত্রগণ।
কে করে অন্যথা যাহা বিধির লিখন ॥
রামে দেখি মুনিবর আনন্দিত মন।
রামের বিবাহ হবে দৈবের ঘটন ॥
আগে মুনিবর যান পাছে দুইজন।
ব্রহ্মার পশ্চাতে যেন অশ্বিনীনন্দন ॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে গেল নিজ বাসে।
রামে লয়ে বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে ॥
আগে মুনি যান পিছে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
আতপে হইল ম্লান দোঁহার আনন ॥
তাহা দেখি বিশ্বামিত্র অন্তরে চিন্তিত।
এতদিনে শ্রীরামের দুঃখ উপস্থিত ॥
রবির আতপেতে হইল মুখে ঘাম।
বহুকাল কিমতে ভ্রমিবে বনে রাম ॥
বিশ্বামিত্র এইমত ভাবিয়া অন্তরে।
করাইল মন্ত্রদীক্ষা শ্রীরামচন্দ্রেরে ॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবীর।
স্নান কর গিয়া জলে সরযূ নদীর ॥
যত রাজা পূর্ব্বে সূর্য্যবংশে হয়েছিল।
এই স্থানে প্রাণ ছাড়ি স্বর্গধামে গেল ॥
এই পুণ্যতীর্থে, রাম, স্নান কর তুমি।
তোমারে সুমন্ত্র দীক্ষা করাইব আমি ॥
শোকদুঃখ কখন না পাইবা অন্তরে।
ক্ষুধাতৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে ॥
করিলেন রামচন্দ্র সে মন্ত্রগ্রহণ।
রামেরে কহিতে তাহা শিখিল লক্ষ্মণ ॥
দৃঢ় করি শিখিলেন ভাই দুইজন।
আনন্দিত হইল দেখিয়া দেবগণ ॥
বহুকাল অনাহারে থাকিবে লক্ষ্মণ।
তাহাতে হইবে ইন্দ্রজিতের মরণ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা।
আদ্যকাণ্ডে লিখিল রামের মন্ত্রদীক্ষা ॥



তাড়কা রাক্ষসীবধ

গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি।
রামে লৈয়া বিশ্বামিত্র করিলেন গতি ॥
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন।
পুনঃ মুনি বলিলেন পথবিবরণ ॥
এই পথে যাই ঘর তৃতীয় প্রহরে।
এই পথে তিন দিনে যাই মম ঘরে ॥
তিন প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি।
তাড়কা রাক্ষসী আছে মহাভয়ঙ্করী ॥
তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত জীবগণ।
কোন্ পথে যাই বল শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
করিলেন রাম গুরুবাক্যের উত্তর।
তিন দিন ঘুরে কেন যাব মুনিবর ॥
যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে।
বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে ॥
রামেরে কহেন বিশ্বামিত্র মুনিবর।
ও পথের নামে মোর গায়ে আসে জ্বর ॥
তোমার বাসনা, রাম, না পারি বুঝিতে।
মোরে নিয়া যাহ বুঝি রাক্ষসেরে দিতে ॥
যখন রাক্ষসী মোরে আসিবে তাড়িয়া।
আমারে এড়িয়া দোঁহে যাবে পলাইয়া ॥
গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম।
বিফল ধনুক ব্যর্থ ধরি রামনাম ॥
এক বাণ বিনা যে দ্বিতীয় বাণ ধরি।
তোমার দোহাই যদি তিন বাণ মারি ॥
এইমত রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করিতে।
চলিলেন মুনি সে তাড়কা দেখাইতে ॥

উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর।
দূর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর॥
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া।
অতি ত্রাসে মুনিবর যান পলাইয়া॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, মুনির সহিত।
শীঘ্র যাহ গুরু একা যান অনুচিত॥
লক্ষ্মণ বলেন রামে যোড় করি হাত।
থাকুক সেবক সঙ্গে প্রভু রঘুনাথ॥
শুনিলা যে সব কথা বড়ই বিষম।
একেলা কেমনে, রাম, করিবা বিক্রম॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, ভয় নাহি মনে।
কি করিতে পারে, ভাই, রাক্ষসীর গণে॥
সকল রাক্ষসী যদি হয় এক মিলি।
লঙ্ঘিতে না পারে মম কনিষ্ঠ অঙ্গুলি॥
গেলেন মুনির সঙ্গে লক্ষ্মণ তখন।
তাড়কার প্রতি রাম করেন গমন॥
বাম হাঁটু দিয়া বাম ধনু মধ্যখানে।
দক্ষিণ হস্তেতে গুণ দিলেন সে স্থানে॥
আঁটিয়া সুপীত বস্ত্র বান্ধিলেন রাম।
বামহাতে ধনুর্ব্বাণ দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
গুণ দিয়া দিল রাম ধনুকে টঙ্কার।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে লাগিল চমৎকার॥
শুয়েছিল রাক্ষসী সে সুবর্ণের খাটে।
ধনুকটঙ্কার শুনি চমকিয়া উঠে॥
বসিয়া রাক্ষসী সেই একদৃষ্টে চায়।
দূর্ব্বাদলশ্যামরূপ দেখিল তথায়॥
উঠিয়া চলিল সেই রাম-বিদ্যমান।
ডাকিয়া বলিল আজি লব তোর প্রাণ॥
ব্রাহ্মণের চর্ম্ম তার গায়ের কাপড়।
চলিতে তাহার বস্ত্র করে হড়মড়॥
ব্রাহ্মণের মুণ্ড তার কর্ণের কুণ্ডল।
মনুষ্যের মুণ্ডমালা গলার উপর॥
বসিতে আসন নাই ভাবে মনে মন।
ইহার চর্ম্মেতে হবে বসিতে আসন॥
রক্তমাংস মুনির শরীরে নাহি পাই।
অস্থিচর্ম্মসার মাত্র সুধু হাড় খাই॥
অপূর্ব্ব ইহার মাংস দিলেন বিধাতা।
কহিলেন রাম শুনি তাড়কার কথা॥

তাম্রবর্ণ দেখি তোর গায়ে লোমাবলী।
দন্ত গোটা দেখি যেন লোহার শিকলি॥
বদন ব্যাদান করি আইলি খাইতে।
পাঠাইব তোরে আজি যমের ঘরেতে॥
মনুষ্য খাইয়া, চেড়ী, দেশ কৈলি বন।
তোর ডরে পথে নাহি চলে সাধুজন॥
শুনিয়া রামের বাক্য কুপিয়া অন্তরে।
নিকটে আসিয়া সে বিকট মূর্ত্তি ধরে॥
রামকে খাইতে চায় ডরে নাহি পারে।
শালগাছ উপাড়িয়া আনিল হুঙ্কারে॥
শালগাছ উপাড়িয়া ঘন দিল পাক।
দূর দূর করিয়া তাড়কা দিল ডাক॥
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ।
বাণাঘাতে করিলেন গাছ খানখান॥
গাছ কাটা দেখিয়া কাঁপিয়া গেল মনে।
শিংশপার গাছ ধরি ঘন ঘন টানে॥
শিংশপার গাছ তোলে রামে মারিবারে
তার মুখ ভেদিলেন রাম এক শরে॥
তথাপি তাড়িয়া যায় রামে গিলিবারে।
মহাবীর তবু ভয় নাহি করে তারে॥
বাণের উপরে বাণ শব্দ ঠনঠনি।
বর্ষাকালে বিদ্যুতের যেন ঝনঝনি॥
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলিল দেবগণ।
বজ্রবাণে তাড়কার বধহ জীবন॥
বজ্রবাণ এড়ে রাম বজ্রের হুড়ুকে।
নির্ঘাত বাজিল বাণ তাড়কার বুকে॥
বুকে বাণ বাজিতে হইল অচেতন।
তাড়কা পড়িল গিয়া পঞ্চাশ যোজন।
বিপরীত ডাক ছাড়ি ছাড়িল পরাণ।
শব্দ শুনি বিশ্বামিত্র হৈল হতজ্ঞান॥
তাড়কা মারিয়া প্রভু রাম নারায়ণ।
মুনির চরণ গিয়া করিলা বন্দন॥
চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন।
তাড়কা মারিলে বাছা কৌশল্যাজীবন॥
শ্রীরাম বলেন, গুরু, কি শক্তি আমার।
তাড়কারে বধিলাম প্রসাদে তোমার॥
মুনি বলিলেন শুন রাম নারায়ণ।
তাড়কাকে দেখি গিয়া তাড়কা কেমন॥

তাড়কা দেখিয়া মুনি করেন পয়াণ।
মরেছে তাড়কা তবু মুনি কম্পমান॥
তাড়কাকে দেখিয়া ভাবেন মুনি মনে।
এমন বিকট মূর্ত্তি না দেখি নয়নে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অক্ষয়।
হইল প্রথম যুদ্ধে শ্রীরামের জয়॥



অহল্যা-উদ্ধার

তাড়কা মারিয়া রাম রাজীবলোচন।
পবনের জন্মভূমি করেন গমন॥
বিশ্বামিত্র কহে শুন শ্রীরামলক্ষ্মণ।
এইখানে হৈল উনপঞ্চাশ পবন॥
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া।
অহল্যার তপোবনে গেলেন চলিয়া॥
মুনি বলিলেন রাম কমললোচন।
পাষাণ উপরে পদ করহ অর্পণ॥
শুনিয়া বলেন রাম মুনির বচন।
পাষাণেতে পদ দিব কিসের কারণ॥
মুনি বলিলেন শুন পুরাতন কথা।
সহস্র সুন্দরী সৃষ্টি করিলেন ধাতা॥
সৃজিলেন তা সবার রূপেতে অহল্যা।
ত্রিভুবনে সৌন্দর্য্যে না ছিল তার তুল্যা॥
করিলেন অহল্যাকে বিবাহ গৌতম।
গৌতমের শিষ্য ইন্দ্র অতি প্রিয়তম॥
একদিন গৌতম গেলেন তপস্যায়।
গৌতমের বেশে ইন্দ্র প্রবেশে তথায়॥
অহল্যা গৌতমজ্ঞানে করে সম্ভাষণ।
আজি প্রাতঃকালে কেন ঘরে আগমন॥
ইন্দ্র বলে তব রূপ হইল স্মরণ।
কেমনে করিব, প্রিয়ে, তপস্যাচরণ॥
মদনদহনে দগ্ধ হয় মম হিয়া।
নির্ব্বাণ করহ, প্রিয়ে, আলিঙ্গন দিয়া॥
পবিত্রতা নাহি লঙ্ঘে পতির বচন।
তখনি শয়নগৃহে করিল গমন॥
গুরুপত্নী বলিয়া না করিল বিচার।
ধর্ম্মলোপ করিল বাসব অহল্যার॥
তপস্যা করিয়া মুনি আইলেন ঘরে।
অহল্যা আসন দিল অতি সমাদরে॥

গৌতম বলেন, প্রিয়ে, জিজ্ঞাসি তোমারে
শৃঙ্গারলক্ষণ কেন তোমার শরীরে॥
অহল্যা বলেন, প্রভু, নিবেদি তোমারে।
আপনি করিয়া কর্ম্ম দোষহ আমারে॥
এ কথা শুনিয়া মুনি হেঁট কৈল তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে গৌতমের মুণ্ডে॥
জানিলেন ধ্যানেতে গৌতম মুনিবর।
জাতিনাশ করিল আসিয়া পুরন্দর॥
'ইন্দ্র ইন্দ্র' বলিয়া ডাকেন মুনিবর।
পুঁথি কাঁখে করিয়া আইল পুরন্দর॥
দিনান্তে অভুক্ত মুনি কুপিত অন্তরে।
দ্বিগুণ জ্বলিয়া কহিলেন পুরন্দরে॥
তোকে পড়াইলাম যে আমি শাস্ত্র নানা।
এত দিনে ভাল দিলি গুরুর দক্ষিণা॥
জাতি নষ্ট কৈলি তুই ওরে পুরন্দর।
যোনিময় হৌক তোর সর্ব্ব কলেবর॥
অহল্যাকে শাপিলেন ক্রোধে মুনিবর।
শাপ দিনু তোর তনু হউক প্রস্তর॥
অহল্যা চরণে ধরি কহিল তখন।
কতকালে হবে মোর শাপবিমোচন॥
অহল্যারে কাতরা দেখিয়া তপোধন।
কহিলেন মম শাপ না হয় খণ্ডন॥
জন্মিবেন যবে রাম দশরথ-ঘরে।
বিশ্বামিত্র লয়ে যাবে যজ্ঞ রাখিবারে॥
তোমার মাথায় পদ দিবে নারায়ণ।
তখনি হইবা মুক্ত না কর ক্রন্দন॥
ইহা শুনি লক্ষ্মণ বলেন শুন মুনি।
কেমনে দিবেন পদ উনি যে ব্রাহ্মণী॥
বিশ্বামিত্র কহিলেন শুন রঘুবর।
ব্রাহ্মণী নহেন উনি এখন প্রস্তর॥
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
পাথরের উপরেতে রাখিল চরণ॥
তাহাতে হইল তাঁর শাপবিমোচন।
আহ্লাদিত শুনিয়া গৌতম তপোধন॥
অহল্যাকে দেখিয়া সানন্দ মহামুনি।
পুনর্ব্বার করিলেন পুষ্পের ছাউনি॥
শ্রীরাম বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
কেমনে পাইল মুক্তি সহস্রলোচন॥
মুনি বলিলেন শুন রাম গদাধর।
যোনিময় হৈল সর্ব্ব ইন্দ্রকলেবর॥

লজ্জাযুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর।
কি হবে উপায় সব ভাবেন অমর॥
অশ্বমেধ করিলেন তখন বাসব।
যোনি ছিল ঘুচিয়া হইল নেত্র সব॥
কবিবর কৃত্তিবাস হৈয়া একমন।
আদ্যকাণ্ডে গাইল অহল্যা-উপাখ্যান॥



রামকর্ত্তৃক তিনকোটি রাক্ষসবধ এবং হরধনু ভঙ্গ করিতে মিথিলাযাত্রা

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে।
তিনজনে চলিলেন গঙ্গার কূলেতে॥
পাষাণ হইল মুক্ত কৈবর্ত্ত তা শুনে।
নৌকাখানি লইয়া সে পলাইল বনে॥
কৈবর্ত্তকে ডাকিয়া কহেন তপোধন।
না আইলে ভস্ম আমি করিব এখন॥
এত শুনি কৈবর্ত্তের উড়িল জীবন।
আসিয়া মুনির কাছে দিল দরশন॥
মুনি বলিলেন বলি কৈবর্ত্ত তোমারে।
গঙ্গায় করহ পার এ তিনজনারে॥
কাতর কৈবর্ত্ত কহে করিয়া বিনয়।
নৌকাখানি জীর্ণ মম শত ছিদ্রময়॥
তবে যদি আজ্ঞা কর মোবে তপোধন
স্কন্ধে করি করি পার যাহ তিনজন॥
কোথা হৈতে আইল এ পুরুষ সুন্দর।
পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর॥
এ কথা শুনিয়া আমি সভয় অন্তর।
চরণধূলিতে মুক্ত হইল পাথর॥
নৌকা মুক্ত হয় যদি লাগি পদধূলি।
কি দিয়া পুষিব আমি মম পোষ্যগুলি॥
করিবেক গৃহিণী আমারে গালাগালি।
বলিবে মুনির বোলে নৌকা হারাইলি॥
যদি বল শ্রীরামের চরণ ধোয়াই।
নতুবা লাগিলে ধূলি তরণী হারাই॥
তরণীতে ত্বরায় করিতে আরোহণ।
ধোয়াইল কৈবর্ত্ত শ্রীরামের চরণ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র আরোহিল।
পাটনী করিয়া পার সংসার তরিল॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
ইহার সমান নাহি দেখি আকিঞ্চন॥

শুভদৃষ্টে শ্রীরাম চাহেন তার পানে।
হইল সুবর্ণময়ী তরণী তৎক্ষণে॥
হইলেন গঙ্গা পার শ্রীরামলক্ষ্মণ।
কত দূরে মিথিলা জিজ্ঞাসেন তখন॥
মুনি বলিলেন, রাম, চলহ সত্বর।
এখন মিথিলা আছে তিন ক্রোশান্তর॥
পার হয়ে যান রাম সহিত লক্ষ্মণ।
কহিতে লাগিল দেখি মুনিপত্নীগণ॥
দ্বাদশ বর্ষের রাম শিরে পঞ্চঝুঁটি।
মারিবেন রাক্ষস কেমনে তিনকোটি॥
কোন্ ভাগ্যবতী পুত্র ধরিয়াছে গর্ভে।
কত শত পুণ্য সে যে করিয়াছে পূর্ব্বে॥
মুনিগণ আইলেন করিতে কল্যাণ।
আশিস্ করেন সবে হাতে দূর্ব্বাধান॥
শ্রীরামেরে নিরখিয়া যত মুনিগণ।
আনন্দসাগরে সবে হইল মগন॥
সে দিন বঞ্চিয়া সুখে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
প্রাতঃকালে মুনিরে করেন নিবেদন॥
যে কার্য্য করিতে আইলাম দুই ভাই।
সেই কার্য্যে অনুমতি করহ গোসাঞি॥
মুনিরা বলেন শুন শ্রীরামলক্ষ্মণ।
এখনি করিব যজ্ঞ সকল ব্রাহ্মণ॥
আমরা যখন করি যজ্ঞ আরম্ভণ।
রক্তবৃষ্টি করে দুষ্ট তাড়কানন্দন॥
না পারি করিতে ক্রোধ আমরা ব্রাহ্মণ।
যদি ক্রোধ করি হয় ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন॥
শ্রীরাম বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
অবিলম্বে কর যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভণ॥
শুনিয়া রামের কথা তপস্বী সকলে।
খোলা কুশ লইয়া গেলেন যজ্ঞস্থলে॥
কেহ ব্যাঘ্রচর্ম্মে বৈসে কেহ কুশাসনে।
বসিলেন পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে॥
বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন সকলে।
মন্ত্রের প্রভাবেতে আপনি অগ্নি জ্বলে॥
যজ্ঞের যতেক ধূম উড়য়ে আকাশে।
দেখিয়া রাক্ষসগণ মনে মনে হাসে॥
আমরা জীয়ন্তে থাকি মুনি যজ্ঞ করে।
তিনকোটি নিশাচর সাজিয়া চলে রে॥
তিনকোটি লইয়া মারীচ নিশাচর।
সাজিয়া আইল তারা যজ্ঞের ভিতর॥

সঙ্কেতে শ্রীরামেরে জানান মুনিগণ।
আসিছে রাক্ষসগণ কর নিরীক্ষণ॥
দেখিলেন রঘুবীর নিশাচরগণ।
ব্যাপিয়াছে বসুমতী না যায় গণন॥
কুৎসিত বচন বলে বৃক্ষতলে বসি।
ফলমূল কাড়ি খায় ভাঙ্গিছে কলসী॥
ঠারে-ঠোরে কহেন সকল মুনিগণ।
সময় এসেছে তব কমললোচন॥
ধরিলেন বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি নারায়ণ।
নির্ব্বংশ করিতে দুষ্ট নিশাচরগণ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ করে ধরি ধনুর্ব্বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান॥
পাদপ পাথর লয়ে আইল বিস্তর।
ভয়ঙ্করকলেবর যত নিশাচর॥
কটাক্ষেতে নিক্ষেপ করেন রাম শর।
তাহাতে পড়িল এককোটি নিশাচর॥
এককোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
অন্য এককোটি আইল লৈয়া ধনুঃশর॥
হীবা বাণ জীরা বাণ অতি খরধার।
মারেন ইন্দ্রের বাণ কৌশল্যাকুমার॥
ক্ষুদ্রপা সুরূপা বাণ পাশুপত আর।
রাক্ষস উপরে পড়ে বলি মার মার॥
গলাতে নির্ম্মিত মণিমাণিক্যের কাঠি।
রামবাণে পড়িল রাক্ষস দুইকোটি॥
শ্রীরামেরে আশীর্ব্বাদ করে মুনিগণ।
সবে বলে জয়ী হোক শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
ব্রাহ্মণের আশিসে না হয় হেন নাই।
মার মার করিয়া যুঝেন দুই ভাই॥
বরুণাস্ত্র পাশ বায়ু বাণ কালানল।
এড়িলেন বহু রাম সমরে অটল॥
মারিলেন শ্রীরাম গন্ধর্ব্ব নামে শর।
রামময় দেখিল সকল নিশাচর॥
আপনা আপনি সব কাটাকাটি করে।
সকল দেবতা দেখি হাসয়ে অম্বরে॥
শ্রীরাম করেন যুদ্ধ কাঁপাইয়া মাটি।
রামবাণে পড়িল রাক্ষস তিনকোটি॥
তিনকোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
রামের উপর মারে চোখ চোখ শর॥
নিরন্তর বাণ মারে নিশাচরগণ।
কত সহিবেন আর ভাই দুইজন॥

হইলেন জরজর বাণে রঘুবীর।
শোণিতশোভিত অতি শ্যামল শরীর॥
আশীর্ব্বাদ করেন অমর দ্বিজচয়।
হউক রামের জয় রাক্ষসের ক্ষয়॥
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে বাড়িল যে বল।
মার মার করিয়া গেলেন রণস্থল॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারেন রাঘব।
বরিষয়ে বর্ষায় যেমন মেঘ সব॥
অর্দ্ধচন্দ্র বিশিখের কি কহিব কথা।
তাহাতে কাটেন রাম দুই পাত্রমাথা॥
দুই পাত্র পড়ে যদি রণের ভিতর।
মারীচ রুষিল তবে তাড়কাকোঙর॥
কোথা গেল রাম কোথা গেল বা লক্ষ্মণ
তিনকোটি রাক্ষস মারিল কোন্ জন॥
শ্রীরাম বলেন রে তাড়কাহন্তা যেই।
তিনকোটি রাক্ষস মারিল রণে সেই॥
মারীচ শুনিয়া তাহা কুপিল অন্তরে।
ঘন ঘন বাণ মারে রামের উপরে॥
রামের উপরে বাণ পড়িতেছে নানা।
বৈশাখ মাসেতে যেন পড়য়ে ঝঞ্ঝনা॥
মহাবীর রামচন্দ্র না হন কাতর।
শরবৃষ্টি করেন যেমন জলধর॥
মারীচের রক্ষা তরে ভাবে দেবগণ।
মারীচ মরিলে নহে সীতার হরণ॥
'বজ্রবাণ' বলি রাম করিল স্মরণ।
আসিয়া সে বজ্রবাণ দিল দরশন॥
শ্রীরামের বজ্রবাণ বজ্র সে হুভুকে।
নির্ঘাত পড়িল দুষ্ট মারীচের বুকে॥
বুকে বাণ বাজিয়া নাটাই যেন ঘুরে।
ডানাভাঙ্গা পাখী যেন উড়ে ধীরে ধীরে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় মারীচ কাতর।
সাত দিনে উত্তরিল লঙ্কার ভিতর॥
বহু জীব খাইয়া মারীচ লঙ্কাবাসী।
বিবেকে সংসার ত্যজি হইল সন্ন্যাসী॥
কহে যদি মরিতাম বালকের বাণে।
কে করিত দস্যুবৃত্তি কি করিত ধনে॥
শিরে জটা ধরিয়া বাকলপরিধান।
শয়নে স্বপনে করে রামময় ধ্যান॥
বটবৃক্ষতলে তপ কৈল আরম্ভণ।
রাম বিনা মারীচের অন্য নাহি মন॥

হেথা যজ্ঞ মুনিরা করিল সমাধান।
আশিস্ করেন রামে দিয়া দূর্ব্বাধান॥
যজ্ঞ-অবশেষে যেই ফলমূল ছিল।
খাইতে সে সব ফল দুই ভায়ে দিল॥
সে রাত্রি বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রমে।
প্রভাতে একত্র হন মুনিগণ ক্রমে॥
সভাতে বসিয়া যুক্তি করে সর্ব্বজন।
সামান্য মনুষ্য নহে রাম নারায়ণ॥
যিনি যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ রাখিলেন তিনি।
দশরথপুণ্যফলে অবতীর্ণ ইনি॥
রাক্ষসের ভয় কর কি কারণ আর।
রাক্ষসবধার্থে হরি স্বয়ং অবতার॥
করিলেন যেই পণ জনকভূপতি।
রাম বিনা তাহাতে না হবে অন্যে কৃতী॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবর।
মিথিলাতে হইবে সীতার স্বয়ম্বর॥'
করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা।
হরধনু ভাঙ্গিবে যে তারে দিবে সীতা॥
কত শত ভূপতি আইসে আর যায়।
দেখিয়ে হরের ধনু ভয়েতে পলায়॥
দেখিলাম যে তোমারে বীর বলবান্।
মনে বুঝি ধনুক করিবা দুইখান॥
শ্রীরাম বলেন আজ্ঞা কর যা এখন।
তাহা করি তব আজ্ঞা লঙ্ঘে কোন্ জন॥
এ কথা কহেন যদি কৌশল্যানন্দন।
রামেরে লইয়া যায় সকল ব্রাহ্মণ॥
হস্তে ধনু করি যায় শ্রীরামলক্ষ্মণ।
আগে পাছে চলিলেন সকল ব্রাহ্মণ॥
বিশ্বামিত্র বলিলেন শুন রঘুবর।
অগ্রেতে গমন করি জনকের ঘর॥
এ কথা শুনিয়া রাম বলেন তাঁহারে।
আগে গিয়া বার্ত্তা দেহ জনকরাজারে॥
বিশ্বামিত্র দেখিয়া উঠিল সর্ব্বজন।
'আইস' বলিয়া দিল বসিতে আসন॥
মুনি বলিলেন শুন জনক রাজন্।
তব ঘরে আইলেন শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
তাড়কারে মারিলেন হেলায় যে জন।
অহল্যার করিলেন শাপবিমোচন॥
কৈবর্ত্তকে তারিলেন স্বকপাদর্শনে।
তিনকোটি রাক্ষস মরিল যার বাণে॥
সেই রাম দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মণ তাঁহার ভাই দুই অনুপম॥
এ কথা শুনিয়া রাজা রাজসভাজন।
কহিল সীতার বর আইল এখন॥
আইল সমস্ত লোক করিতে দর্শন।
বন্ধুকর ধরিয়া ধাইল অন্ধজন॥
সবে বলে দেখিব লক্ষ্মণ আর রাম।
মিথিলার সব লোকে ছাড়ে গৃহকাম॥
উভ করি বান্ধিয়াছে শিরে পঞ্চঝুঁটি।
গলাতে নির্ম্মিত মণিমাণিক্যের কাঠি॥
বিশ্বামিত্র লৈয়া যান জনকের ঘরে।
অনুব্রজে রামেরে লইল সমাদরে॥
উল্লসিত কহেন জনক নৃপবর।
আইল সীতার বর এতদিন পর॥
বিশ্বামিত্র বলে শুন শ্রীরামলক্ষ্মণ।
জনকেরে প্রণাম করহ দুইজন॥
গুরুবাক্য অনুসারে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
করিলেন শ্রীরাম রাজাকে সম্ভাষণ॥
আলিঙ্গন দিলেন জনক দোঁহাকারে।
ভাসিলেন তখন আনন্দপারাবারে॥
মহাযোগী জনক জানেন অভিপ্রায়।
গোলোক ছাড়িয়া হরি দেখি মিথিলায়॥
ধূর্জ্জটি দুর্জ্জয় ধনু আছে যেইখানে।
সভাসহ গেল সেই স্বয়ম্বরস্থানে॥
হেনকালে জনক বলেন কুতূহলে।
সভায় বসিয়া কথা শুনেন সকলে॥
যে জন শিবের ধনু ভাঙ্গিবারে পারে।
সীতা নামে কন্যা আমি সমর্পিব তাঁরে॥
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
ধনুকের সন্নিকটে করেন গমন॥
হেনকালে সীতাদেবী সহ সখীগণ।
অট্টালিকা 'পরে উঠি করে নিরীক্ষণ॥
জানকী বলেন, সখি, করি নিবেদন।'
কোন্ জন রাম বা লক্ষ্মণ কোন্ জন॥
সীতারে দেখায় সখীগণ তুলি হাত।
দূর্ব্বাদলশ্যাম ঐ রাম রঘুনাথ॥
রামেরে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন মনে।
পাছে, হে বিরিঞ্চি, কর বঞ্চিত এ ধনে॥
দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে।
স্বামী করি দেহ রাম কমললোচনে॥

বাসনা পূরাও মম দেব গণপতি।
হর হরি সূর্য্যদেব দেবী ভগবতী॥
দেবদেবীস্থানে সীতা করেন প্রার্থনা।
রামে পতি করি দিয়া পূরাও বাসনা॥
পিতার কঠিন প্রাণ রামতনু তনু।
কি প্রকারে ভাঙ্গিবেন মহেশের ধনু॥
সীতার মানস জানি হৈল দৈববাণী।
পাবে রামে গৃহে যাও জনকনন্দিনী॥
দেবতার বাক্য কভু না হয় খণ্ডন।
শ্রীরামসীতার বিভা কৃত্তিবাস কন॥



সীতাদেবীর বরভিক্ষা

কৃতাঞ্জলি সুচিন্তিতা প্রার্থনা করেন সীতা
শুনহ সকল দেবগণ।
যদি রাম গুণনিধি স্বামী করি দেহ বিধি
তবে হয় কামনাপূরণ॥
শুন দেব হুতাশন আর শুন গজানন
শুনহ আমার পরিহার।
মহেন্দ্র বরুণ কাল শুন সবে দিকপাল
মহাদেব করহ নিস্তার॥
কাত্যায়িনী ভগবতী করযোড়ে করি স্তুতি
পতি দেহ রামগুণমণি।
তুমি শিব তুমি ধাতা সকল দেবের মাতা
বেদমাতা হরের ঘরণী॥
চণ্ডমুণ্ড আদি যত বধিলা যে কত শত
দেবগণে করিলা নিস্তার।
শ্রীরামেরে পতি দেহ ঘুচাও মনের মোহ
রাম বিনা গতি নাহি আর॥
কমঠ কঠোর ধনু শ্রীরাম কোমলতনু
কেমনে তুলিবে শরাসন।
কত শত বীরগণে না পারিল উত্তোলনে
দারুণ পিতার এই পণ॥
সীতার এমন মন বুঝিলেন দেবগণ
আকাশে হইল দৈববাণী।
শুন গো জনকসুতা না হইও দুঃখযুতা
স্বামী তব রামগুণমণি॥
ফুলের ধনুক প্রায় হেলায় তুলিয়া তায়
ভাঙ্গিবেন কৌশল্যানন্দন।
দেবতাগণের কথা কভু না হইবে বৃথা
এই কৃত্তিবাসের বচন॥

হরধনুর্ভঙ্গ, শ্রীরামচন্দ্রাদির বিবাহ ও চন্দ্রবংশ-উপাখ্যান

ধনুকের ঘরে রাম গেলেন যখন।
ধনুক তোলহ, রাম, বলে সর্ব্বজন॥
যত যত রাজা আছে ভাবিল অন্তরে।
দেখিব কেমন শিশু ধনুর্ভঙ্গ করে॥
বিস্মিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
ধনুক তোলহ, রাম, বলে সর্ব্বজন॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়।
ঘুচাও ধনুক ধরি সবার বিস্ময়॥
শ্রীরাম বলেন শুন গাধির নন্দন।
আজ্ঞা কর করিব কি ধনুকধারণ॥
এতেক বলিয়া রাম সহাস্যবদনে।
ধনুক ধরেন করে দেখে সর্ব্বজনে॥
ধনুক তুলিয়া রাম বলেন লক্ষ্মণে।
ভাঙ্গিব শিবের ধনু ভয় হয় মনে॥
ধনুকে অর্পিয়া গুণ বলেন মুনিরে।
তাহা করি যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে॥
মুনি বলিলেন, রাম, দেখাও কৌতুক।
মনোরথ পূর্ণ কর ভাঙ্গিয়া ধনুক॥
আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান।
মড় মড় শব্দে ধনু হৈল দুইখান॥
সভায় সকল লোক হারাইল জ্ঞান।
ত্রিভুবন সঘনে হইল কম্পমান॥
হইলেন জনকভূপতি হরষিত।
বাদ্য বাজে মিথিলানগরে অগণিত॥
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা অতি সমাদরে।
নিমন্ত্রণ একে একে সবাকারে করে॥
সুমন্ত্র ব্রাহ্মণ রামে লয়ে গেল ঘরে।
সুমন্ত্রের ব্রাহ্মণী কৌশল্যা নাম ধরে॥
কৌশল্যার তুল্য কেহ নহে ভাগ্যবতী।
'মা মা' বলিয়া যারে ডাকেন শ্রীপতি॥
সুমন্ত্র মুনির ঘরে রাখিয়া রামেরে।
বিশ্বামিত্র গেলেন যে জনকের পুরে॥
সীতাদেবী বন্দিলেন মুনির চরণ।
আনন্দিত হইল জনক যশোধন॥
জনক বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
সীতার বিবাহ জন্য কর শুভক্ষণ॥
এ কথা শুনিয়া মুনি গাধির নন্দন।
অমনি আইল যথা শ্রীরামলক্ষ্মণ॥

মুনি বলিলেন, রাম, এই আমি চাই।
বিবাহ করিয়া ঘরে যাহ দুই ভাই॥
শ্রীরাম কহেন, প্রভু, নিবেদি তোমারে।
আমা দোঁহে লয়ে চল অযোধ্যানগরে॥
বহুদিন আসিয়াছি তোমার সহিত।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন চিন্তিত॥
চারিভাই জন্ম লইয়াছি একদিনে।
সে সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে॥
এ চারিভ্রাতাকে যেই কন্যা দিবে চারি।
চারিভাই বিবাহ করিব ঘরে তারি॥
এই বাক্য নিঃসরিল শ্রীরামের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কৌশিকের মুণ্ডে।
দুঃখিত হইয়া মুনি গেলেন তখন।
জনকের নিকটে দিলেন দরশন॥
জনক বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
সীতার বিবাহদিন কর শুভক্ষণ॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ নরপতে।
রামের মনস্থ নহে বিবাহ করিতে॥
কহিলেন বহুকাল ছাড়িয়াছি ঘর।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন কাতর॥
যে চারিভাইকে চারিকন্যা সমর্পিবে।
তাঁর ঘরে রামচন্দ্র বিবাহ করিবে॥
শুনিয়া ভাবেন রাজা করি হেঁটমাথা।
সীতাসম কন্যা আমি আর পাব কোথা॥
এতেক ভাবিয়া রাজা বিষণ্ণবদন।
শতানন্দ পুরোহিত কহিছে তখন॥
কেন রাজা হইয়াছ বিচলিতমন।
তব ঘরে চারিকন্যা হইবে ঘটন॥
তোমার কনিষ্ঠভাই কুশধ্বজ নাম।
তাঁর দুই কন্যা আছে রূপগুণধাম॥
তোমার দুহিতা অন্য পরমা সুন্দরী।
চারিভায়ে সমর্পণ কর কন্যা চারি॥
শ্রীরামের যে বাসনা হবে সেইমত।
তাঁহারে জানাও গিয়া সমাচার যত॥
হরষিত হৈয়া মুনি গাধির কোঙর।
বার্ত্তা গিয়া দেন তবে রামের গোচর॥
শুন রাম নাহি দেখি ইহাতে বাধক।
চারিভায়ে চারিকন্যা দিবেন জনক॥
রাম কহিলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
সব ভাই হেথা নাই করিব কেমন॥
ইহাতে বাধক আরো আছে মুনিবর।
বিবাহ করিতে নারি পিতৃ-অগোচর॥
আমার বিবাহ দিতে যদি আছে মন।
অযোধ্যাতে মনুষ্য পাঠাও একজন॥
এতেক শুনিয়া গিয়া গাধির নন্দন।
কহিলেন জনকেরে সর্ব্ব বিবরণ॥
শুনিয়া ভাবেন রাজা ভাবে গদগদ।
বচন মনের অগোচর এ সম্পদ॥
মুনি বলিলেন শুন জনকরাজন্।
আনিবারে রাজারে পাঠাও একজন॥
রাজা বলিলেন, মুনি, করি নিবেদন।
তোমা ভিন্ন কে যাইবে অযোধ্যাভুবন॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ঘটক হইয়া যাই অযোধ্যাভুবনে॥
এই যশঃ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে।
বিবাহ দিলাম আমি শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল গমন।
সিদ্ধাশ্রমে প্রথমতঃ দিল দরশন॥
সুধায় সকল মুনি কি শুনি কৌতুক।
রাম নাকি ভাঙ্গিয়াছে হরের ধনুক॥
মুনি বলে করিবারে সীতার কল্যাণ।
শিবধনু আপনি হইল দুইখান॥
বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রম পশ্চাৎ করিয়া।
গঙ্গার কূলেতে মুনি উত্তরেণ গিয়া॥
গঙ্গাপার হইয়া চলেন মুনিবর।
অহল্যা যেখানে ছিল হইয়া পাথর॥
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া।
পবনের জন্মভূমি উত্তরেণ গিয়া॥
পবনের জন্মভূমি থুয়ে কতদূর।
তাড়কার বনে যান কাছে সরযূর॥
করিলেন সরযূর নীরপরশন।
দূরেতে থাকিয়া দেখে অযোধ্যার জন॥
আসিয়া যে মুনিরাজ রাম লয়ে গেল।
একা মুনি আসিতেছে রামে না আইল॥
এ কথা কহিল গিয়া দশরথপ্রতি।
বজ্রপাতমত জ্ঞান করেন ভূপতি॥
কান্দিয়া বাহিরে আসি অজের নন্দন।
রামে না দেখিয়া কহে কাতর বচন॥
একা যে আইলা, মুনি, রাম মোর কোথা
হইল প্রত্যক্ষ বুঝি অন্ধকের কথা॥

কোথা রাম কোথা বা লক্ষ্মণগুণনিধি।
দরিদ্রেরে দিয়া নিধি হরিলেন বিধি॥
যজ্ঞরক্ষা হেতু লয়ে গেলা নিজ বাস।
ছলেতে করিলা, মুনি, মম সর্ব্বনাশ॥
রাক্ষসবধের হেতু লইয়া কুমার।
কে জানে বধিবা, মুনি, পরাণ আমার॥
বার্ত্তা পেয়ে আইল রাজার যত রাণী।
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী॥
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী হাহাকার করে।
প্রমাদ পড়িল আজি অযোধ্যানগরে॥
বার বছরের রাম তের নাহি পূরে।
হেন রামে খাইল কি বনে নিশাচরে॥
আকুল হইয়া রাজা অজের কুমার।
বিশ্বামিত্র ভাবিলেন এ কি চমৎকার॥
রাজারে বুঝায় যত পাত্রমিত্রগণ।
হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ॥
বশিষ্ঠ বলেন কহ গাধির নন্দন।
রামের মঙ্গল শুনি জুড়াক জীবন॥
এই কথা শুনিয়া কহেন তপোধন।
ভাল মন্দ না শুনিয়া কান্দ কি কারণ॥
বশিষ্ঠ বলেন, মুনি, কহ কি আশ্চর্য্য।
রামে না দেখিয়া কারো মনে নাহি ধৈর্য্য॥
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন।
রাম বিনা অন্ধকার অযোধ্যাভুবন॥
লোটায়ে পড়েন রাজা মুনিপদতলে।
কোথায় লক্ষ্মণ কোথা রাম সদা বলে॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ যশোধন।
পুত্রের বিক্রমকথা করহ শ্রবণ॥
তাড়কাকে মারিলেন কৌশল্যানন্দন।
অহল্যাকে করিলেন শাপে বিমোচন॥
কৈবর্ত্তকে করিলেন কৃতার্থ শ্রীরাম।
রাক্ষস মারিয়া পূর্ণ করিলেন কাম॥
জনক করিয়াছিল ধনুর্ভঙ্গপণ।
তাহাতে হারিয়া গেল যত রাজগণ॥
শঙ্করের ধনুক করিয়া দুইখান।
লক্ষ্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেন দান॥
চারিকন্যা দিবেক জনক চারিভায়ে।
চল মহারাজ শীঘ্র তুই পুত্র লয়ে॥
এ কথা শুনিয়া রাজা আনন্দবিহ্বলে।
প্রণতি করেন মুনির চরণকমলে॥

অযোধ্যাতে তখন পড়িয়া গেল সাড়া।
লক্ষ লক্ষ হস্তী সাজে লক্ষ লক্ষ ঘোড়া॥
নানারূপে রথ সাজে অতি সুশোভন।
ডাকিয়া আনিল রাজা ভরতশত্রুঘন॥
ত্বরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রণ।
অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন॥
অগ্রে রথে চড়িলেন যতেক ব্রাহ্মণ।
চড়িলেন রথে রাজা সহ পুত্রগণ॥
বলেন কৌশল্যা দেবী সুমিত্রা দেবীরে।
না পাই হরিদ্রা দিতে রামের শরীরে॥
সুমিত্রা বলেন, দিদি, কেন ভাব আর।
রামের নামেতে করি মঙ্গল-আচার॥
লক্ষ লক্ষ পদাতিক চলিলেক সঙ্গে।
চক্রবর্ত্তী চলিলেন সৈন্য চতুরঙ্গে॥
রায়বার পড়ে ভাট বেদ বিপ্রগণ।
মিথিলার এবে কিছু শুন বিবরণ॥
সীতারূপে লক্ষ্মী স্বয়ং তথায় জন্মিল।
মিথিলানগর ধনে পূর্ণিত হইল॥
ঘৃতদুগ্ধে জনক করিল সরোবর।
স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিল মনোহর॥
রাশি রাশি তণ্ডুল মিষ্টান্ন কাঁড়ি কাঁড়ি।
স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাঁড়ি॥
হেথা সৈন্যগণ লয়ে অজের নন্দন।
সরযূ নদীর তীরে দিলা দরশন॥
সরযূ নদীতে রাজা করি স্নানদান।
মিষ্টান্ন ভোজন করে মিষ্টজল পান॥
ত্বরিতে সরযূ নদী উত্তীর্ণ হইয়া।
তাড়কার বনে সবে প্রবেশিল গিয়া॥
বিশ্বামিত্র বলে শুন অজের নন্দন।
এই বনে তাড়কা হইল নিপাতন॥
শুনিয়া বলেন রাজা অজের নন্দন।
তাড়কা দেখিব, প্রভু, তাড়কা কেমন॥
তাড়কার নিকটে গেলেন দশরথ।
পঞ্চাশ যোজন আছে আগুলিয়া পথ॥
তাড়কা দেখিয়া রাজা ভাবিলেন মনে।
ইহারে বালক রাম মারিল কেমনে॥
তাড়কার বন রাজা পশ্চাৎ করিয়া।
পবনের জন্মভূমি দেখিলেন গিয়া॥
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া।
অহল্যার আশ্রমেতে উত্তরিল গিয়া॥

অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া।
গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন গিয়া॥
যে কৈবর্ত্ত শ্রীরামেরে পার করেছিল।
সে রাজার নাম শুনি নৌকা সাজাইল॥
নৌকাতে হইল পার যত সৈন্যগণ।
সিদ্ধাশ্রম দর্শন করেন যশোধন॥
ভূপতি বলেন, মুনি, নিবেদন করি।
কতদূর আছে আর মিথিলানগরী॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ নৃপবর।
আছে আর তিন ক্রোশ মিথিলানগর॥
মুনিপত্নী সবে বলে রাজা পূর্ণকাম।
তোমার তনয় বিষ্ণু হইলেন রাম॥
সিদ্ধাশ্রম দশরথ পশ্চাৎ করিয়া।
মিথিলার সন্নিকটে উত্তরিল গিয়া॥
আহ্লাদিত প্রজা সব আর সৈন্যগণ।
নানাজাতি অস্ত্র খেলে বাজায় বাজন॥
দূত গিয়া বার্ত্তা দিল জনকরাজারে।
অনুব্রজি লও, রাজা, অজের কুমারে॥
রথ হৈতে নামিলেন অযোধ্যার পতি।
করিলেন জনক আদরে বহু স্তুতি॥
জনক বলেন, রাজা, যদি কর দয়া।
তব চারিপুত্রে দেই চারিটি তনয়া॥
দশরথ বলিলেন শুন হে জনক।
সম্বন্ধ হইল স্থির তবে কি বাধক॥
উভয়ে হইল শিষ্টাচারসম্ভাষণ।
বিদায় লইয়া রাজা করেন গমন॥
যেই ঘরে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
সেই ঘরে চলিলেন দশরথ ধীর॥
পিতার আদেশ পেয়ে হইয়া বাহির।
বন্দিলেন পিতৃপদদ্বয় রঘুবীর॥
লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া পিতার চরণ।
রামের চরণ বন্দে ভরতশত্রুঘন॥
লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া ভরতে তখন।
শত্রুঘ্ন আসিয়া বন্দে সোদর লক্ষ্মণ॥
চারিভ্রাতা পরস্পরে করে আলিঙ্গন।
সুখে পুলকিত অঙ্গ অজের নন্দন॥
ঘাটেতে উতরে কেহ উতরে বা মাঠে।
কেহ পাক করি খায় সরোবরঘাটে॥
'খাও খাও, লও লও' এই শব্দ শুনি।
অন্নে পরিপূর্ণ যেন হইল মেদিনী॥

গেলেন বশিষ্ঠমুনি জনকের ঘর।
সভা করি বসেছেন জনক নৃপবর॥
বশিষ্ঠে দেখিয়া রাজা করে অভ্যর্থন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল আর বসিতে আসন॥
কহিতে লাগিল রাজা জনক তখন।
সীতার বিবাহলগ্ন কর শুভক্ষণ॥
বশিষ্ঠ সভার মধ্যে জ্যোতিষ দেখিল।
পুনর্ব্বসু কর্কটেতে কন্যালগ্ন হৈল॥
তাহাতে বিবাহবিধি হইলে ঘটন।
স্ত্রীপুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কদাচন॥
সেই লগ্ন করিল যে যত বন্ধুগণ।
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ॥
স্ত্রীপুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কালান্তরে।
কেমনে মরিবে তবে লঙ্কার ঈশ্বরে॥
করহ মন্ত্রণা এই কথা বলি সার।
লগ্নভ্রষ্ট কর গিয়া শ্রীরামসীতার॥
নর্ত্তক হইয়া তবে যাও শশধর।
নৃত্য কর গিয়া তুমি জনকের ঘর॥
তব নৃত্য দেখিলে ভুলিবে সর্ব্বজন।
অতীত হইবে তবে কর্কটলগন॥
শুভলগ্ন করিয়া বশিষ্ঠ মুনিবর।
বার্ত্তা লয়ে দিলেন যে ভূপতি-গোচর॥
আনন্দিত হইলেন অজের নন্দন।
আয়োজন করিলেন সর্ব্ব আভরণ॥
ভারে ভারে দধিদুগ্ধ ভারে ভারে কলা।
ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজ্জ্বলা॥
সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ।
অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ॥
সভা করি বসেছেন জনকভূপতি।
সেইখানে গেলেন বশিষ্ঠ মহামতি॥
দ্রব্যের যতেক ভার এড়িলেক গিয়া।
বসেন বশিষ্ঠ কুশ-আসন পাতিয়া॥
ঘট সংস্থাপন করে যেমন বিধান।
উপরেতে আম্রশাখা নীচে দূর্ব্বাধান॥
বেদধ্বনি করিতে লাগিল দ্বিজগণ।
সীতারে আনিল দিয়া নানা আভরণ॥
বসিলেন সীতাদেবী সুবর্ণের পাটে।
বেদমন্ত্রে দিল গন্ধ সীতার ললাটে॥
চারিজনের অধিবাস করিল তখন।
বস্ত্র পরাইল আর নানা আভরণ॥

জলধারা দিয়া কন্যা লইলেক ঘরে।
জনকভূপতি সর্ব্ব দ্রব্য ব্যয় করে॥
অধিবাসদ্রব্য লৈয়া চলিল ব্রাহ্মণ।
শ্রীরামের অধিবাস করে সর্ব্বজন॥
বশিষ্ঠ কহেন দশরথে সম্বোধিয়া।
চারিতনয়ের কর অধিবাসক্রিয়া॥
রাজা বলে শুনহ বশিষ্ঠ তপোধন।
অযজ্ঞোপবীত এই চারিটি নন্দন॥
ক্ষৌরকর্ম্ম করিলেন চারিটি নন্দন।
যজ্ঞোপবীত আর লইল চারিজন॥
রামচন্দ্র বসিলেন বাপের নিকটে।
চন্দন দিলেন চারিপুত্রের ললাটে॥
চারিজনের অধিবাস করিল রাজন্।
বসন পরায়ে দিল নানা আভরণ॥
নান্দীমুখ করিলেন যেমন বিধান।
নান্দীমুখ উপলক্ষে করিলেন দান॥
কৌশল্যা ব্রাহ্মণী আর যত দাসী লৈয়া।
আনন্দ করেন সবে রামকে দেখিয়া॥
হরিদ্রা মাথায় চারিবরে কুতূহলে।
অঙ্গেতে পিঠালী দিল সখীরা সকলে॥
তোলা জলে স্নান করাইল চারিবরে।
বান্ধিল মঙ্গলসূত্র তাঁহাদের করে॥
মঙ্গল করিয়া বসিলেন চারিজন।
দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি মদন॥
বান্ধিল অপূর্ব্ব পাগ মস্তকমণ্ডলে।
মনোহর মুক্তাহার শোভে বক্ষঃস্থলে॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল বাহুতে কঙ্কণ।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল সূর্য্যের কিরণ॥
দিব্যবস্ত্র পরিধান ভাই চারিজন।
সকল অঙ্গেতে দিল নানা আভরণ॥
ক্ষত্রিয় বিবাহ করে চতুর্দ্দোলোপরে।
সাজাইতে চতুর্দ্দোল কহে নৃপবরে॥
চতুর্দ্দোল সাজাইল অতি সে রূপস।
উপরে তুলিয়া দিল সুবর্ণকলস॥
চারিদিকে দিল নানা সুবর্ণের ধারা।
ঝলমল করে গজমুকুতার ঝারা॥
গঙ্গাজলি চামর দিলেক ঠাঁই ঠাঁই।
চতুর্দ্দোল সাজাইল হেন আর নাই॥
আপনার সুসাজ করেন দশরথ।
পরিধান পরিচ্ছদ যত মনোমত॥

রথোপরে চড়িলেন হাতে ধনুঃশর।
শুভযাত্রা করিলেন সানন্দ অন্তর॥
ভাটে রায়বার পড়ে নাচে নটগণ।
বাজনা বাজায় কত না যায় গণন॥
দামামা দগড় বাজে বিবিধ বাজনা।
চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে চারিজনা॥
ঢাকঢোল বাজিতেছে ডম্ফ কোটি কোটি।
চারিদিকে উঠিল বীণার ছটছটি॥
কত ঠাঁই বাজাইছে যোড়া যোড়া সানি।
কাঁশী-বাঁশী যত বাজে নিয়ম না জানি॥
ঢালীপাইক যায় সে খাঁড়ার চিকিমিকি।
কত শত অশ্বারোহী কত বা ধানুকী॥
চন্দ্র নৃত্য করিছেন জনকসভায়।
হেনকালে দশরথ গেলেন তথায়॥
তাঁরে অনুব্রজিয়া সে লয়েন জনক।
দ্বারে ঠেলাঠেলি করে উভয় কটক॥
প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি।
ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি॥
চন্দ্রনৃত্য দেখিতে ভুলিল সর্ব্বজন।
তাহে মগ্ন কোথা লগ্ন কে করে গণন॥
আগে আনাইলেন রাম পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
শতানন্দ বলে কন্যা কর সমর্পণ॥
ভালমন্দ কেহ কারো না শুনে বচন।
অতীত হইল লগ্ন সবে বিস্মরণ॥
লয়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্থলে।
চারিভাই বৈসে ছায়ামণ্ডপের তলে॥
প্রণাম করেন সবে সকল ব্রাহ্মণে।
বরণ করিল রামে বসনচন্দনে॥
নারীগণ করিলেক বরণবিধান।
পায়ে দধি দিলেন মাথায় দূর্ব্বাধান॥
বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ।
দুই পুরোহিত করে কথোপকথন॥
শতানন্দ বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
সূর্য্যবংশ কি প্রকার দেহ পরিচয়॥
বশিষ্ঠ বলেন, মুনি, হবে বোঝাবুঝি।
কহ দেখি তুমি চন্দ্রবংশের কুলজি॥
শতানন্দমুনি বলে সভার ভিতর।
শুন চন্দ্রবংশের বিস্তার মুনিবর॥
দেবাসুরে মন্থন করিল সিন্ধুনীর।
তাহে লক্ষ্মী জগন্মাতা হইল বাহির॥

সাগরমথনেতে জন্মিল শশধর।
চন্দ্র নাম হইল তাঁহার মনোহর॥
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ মতিমান্।
পুরুরবা নামে তাঁর হইল সন্তান॥
পুরুকুৎস নামে হৈল তাঁহার কুমার।
শতাবর্ত্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার॥
আর্য্যাবর্ত্ত নামে হৈল তাঁহার তনয়।
সেপদী নামেতে তাঁর পুত্র মহাশয়॥
বাণ নামে পুত্র হৈল জানে সর্ব্বজন।
রেত নামে তাঁর পুত্র অতি বিচক্ষণ॥
ধ্রুব নামে তাঁর পুত্র বিদিত ভূতলে।
স্বর্গ নামে পুত্র তাঁর সর্ব্বলোকে বলে॥
পুত্র স্বর্গ রাজার সে সর্ব্বনামধর।
হৈহয় নামেতে তাঁর পুত্র মনোহর॥
হৈহয়ের নন্দন অর্জ্জুন নাম ধরে।
নিমি নামে তাঁর পুত্র তুলনা অমরে॥
নিমিরে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
নিমির কীর্ত্তিতে ব্যাপ্ত সকল ভুবন॥
সকলে মিলিয়া তাঁর মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর॥
সেই বসাইল এই মিথিলানগর।
জনক ও কুশধ্বজ তাঁহার কোঙর॥
বশিষ্ঠ বলেন শুনিলাম বিবরণ।
আমি কথা কহি তবে তাহে দেহ মন॥
আদিপুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর পুত্র তিনজন॥
তিন পুত্র হইল তনয়া এক জানি।
সকলে তাহার নাম রাখিল কন্দিনী॥
জরৎকারমুনিপুত্র নারদ বীণাপাণি।
তাহাকে বিবাহ দিল কন্দিনী ভাগিনী॥
সবে গীত গায় নারদ বাজায় বেণু।
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম তার ভানু॥
তাহাকে বিবাহ দিল জমদগ্নি বরে।
এক অংশে নারায়ণ জন্মিল তাঁর ঘরে॥
ব্রহ্মার কাছেতে তার পড়িলেক বীজ।
তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে মরীচ॥
মরীচের পুত্র হৈল নামেতে কশ্যপ।
তাঁহার তনয় সূর্য্য প্রচণ্ড-আতপ॥
সূর্য্যের হইল পুত্র মনু নাম তাঁর।
মনুর নামেতে সর্ব্ব ব্যাপিল সংসার॥

মনুর হইল পুত্র সুষেণ নামেতে।
প্রসেন তাঁহার পুত্র বিদিত জগতে॥
প্রসেনের পুত্র যুবনাশ্ব নাম ধরে।
রাজা হয় যুবনাশ্ব অযোধ্যানগরে॥
যুবনাশ্ব রাজার কহিব কিবা কথা।
তাঁহার জন্মিল পুত্র নাম যে মান্ধাতা॥
মান্ধাতার পুত্র হৈল মুচুকুন্দ নাম।
গুণধাম ধুন্ধুমার তাঁর পুত্রনাম॥
তাঁহার হইল পুত্র ইলা নাম ধরে।
তাঁর পুত্র শতাবর্ত্ত অযোধ্যানগরে॥
আর্য্যাবর্ত্ত নামে তাঁর হইল নন্দন।
ভরত তাঁহার পুত্র জানে সর্ব্বজন॥
ভরত রাজার আর কি কব আখ্যান।
যাঁর নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ॥
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নবপতি।
বশিষ্ঠ পুরোধা যাঁর সুমন্ত্র সারথি॥
তাঁহার ভূধর নামে হইল নন্দন।
খাণ্ড নামে তাঁর পুত্র অযোধ্যাভূষণ॥
হইল খাণ্ডের পুত্র দণ্ড নাম ধরে।
প্রজার উপরে নিত্য অত্যাচার করে॥
তাঁর পুত্র হইল হারীত নাম ধরে।
হরিবীজ তাঁর পুত্র বিদিত সংসারে॥
হরিবীজ রাজ্য করে পরম আনন্দ।
তাঁহার হইল পুত্র নাম হরিশ্চন্দ্র॥
যাঁর দান লইলেন গাধির নন্দন।
বিকাইয়া আপনি যে শুধিল কাঞ্চন॥
হরিশ্চন্দ্র রাজ্য করে পূর্ণ অভিলাষ।
তাঁহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস॥
সে রুহিদাসের পুত্র নাম মৃত্যুঞ্জয়।
ত্রিশঙ্কু তাঁহার পুত্র যিনি তপোময়॥
তাঁর পুত্র রুক্মাঙ্গদ অযোধ্যানিবাসী।
দ্বাদশ বৎসরকাল করে একাদশী॥
রুক্মাঙ্গদনৃপতির ধর্ম্মাদ তনয়।
তাঁর পুত্র হইল মরুত্ত মহাশয়॥
অনরণ্য তাঁর পুত্র জানে সর্ব্বজন।
তাঁহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবণ॥
তাঁহার হইল পুত্র বাহু নৃপবর।
সগর তাঁহার পুত্র পূজে মহেশ্বর॥
অসমঞ্জ নামে তাঁর হইল নন্দন।
তাঁর পুত্র অংশুমান ধর্ম্মপরায়ণ॥

অংশুমান রাজারাজ্য করিয়া কৌতুকে।
মরিলেন তাঁর বংশ আর নাহি থাকে॥
ভগীরথ তাঁর পুত্র অযোধ্যানগরে।
গঙ্গা আনি উদ্ধারিল দেবদৈত্যনরে॥
বিতপত নামে তাঁর হইল নন্দন।
বিকর্ণ তাঁহার পুত্র অযোধ্যাভূষণ॥
তাহার হইল পুত্র অমর্ষি রাজন্।
দিলীপ তাঁহার পুত্র জানে সর্ব্বজন॥
দিলীপের সুত রঘু বড় বলবান।
রঘুবংশ বলি যাঁর বংশের আখ্যান॥
রঘুর তনয় অজ পিতার সমান।
তাঁর পুত্র দশরথ দেখ বিদ্যমান॥
দশরথ রাজা শৌর্য্যবীর্য্যগুণধাম।
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র এই ধার্ম্মিক শ্রীরাম॥
এতেক বশিষ্ঠমুনি বলিল সবাকে।
শুনি শতানন্দমুনি হাত দিল নাকে॥
গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনকরাজন্।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইনু শরণ॥
দশরথ বলিলেন জনকরাজারে।
শরণ লইনু দিয়া এ চারিকুমারে॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ।
'কন্যা আন আন' বলে যত বন্ধুগণ॥
হেন বেশ ভূষণ পরায় সখীগণ।
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন॥
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী।
তোলা জলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী॥
চিরুণীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ।
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ॥
কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দুর।
বালসূর্য্যসম তেজ দেখিতে প্রচুর॥
নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে॥
চঞ্চল নয়নে কিবা কজ্জলের রেখা।
কামের কার্ম্মুকে যেন গুণ যায় দেখা॥
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোণার কাঁচলি॥
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়॥
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোণার কঙ্কণ॥
বসন পরায় তাঁরে সুন্দর প্রচুর।
দুই পায়ে দিল তাঁর বাজন নূপুর॥
সুবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী।
চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি॥
চারিভগিনীতে বেশ করি বিলক্ষণ।
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সীতা নমস্কার করে।
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে॥
অন্তঃপট ঘুচাইল যত বন্ধুগণ।
সীতারামে পরস্পর হৈল দরশন॥
জলধারা দিয়া তারা কন্যা নিল পরে।
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে॥
বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগণ।
আসিয়া করুন রাম ষষ্ঠীর পূজন॥
হাতে ধরি আনাইল রামেরে তখন।
'সীতার হাত ধরি তোল' বলে বন্ধুজন॥
তখন ভাবেন মনে সীতা ঠাকুরাণী।
পায়ে হাত দেন পাছে রামগুণমণি॥
করিলেন সীতা বাম হস্তে শঙ্খধ্বনি।
হাতে ধরি সীতারে তোলেন রঘুমণি॥
স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করে ছল পেয়ে।
কেহ বলে হাতে ধরে কেহ বলে পায়ে॥
পূর্ব্বাপর বরকন্যা আইল দুইজনে।
রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে॥
কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
পঞ্চহরীতকী দিয়া পরিহার করে॥
বহু দাসদাসী রাজা দিল কন্যা-বরে।
জলধারা দিয়া কন্যা-বর লৈল ঘরে॥
রাজরাণী গিয়া পরে করিল রন্ধন।
কন্যা-বর দুইজনে করিল ভোজন॥
সাজায় বাসরঘর যত সখীগণ।
রামসীতা তাহাতে রহেন দুইজন॥
ঊর্ম্মিলা সহিত তথা রহেন লক্ষ্মণ।
মাণ্ডবীর সহিত ভরত বিচক্ষণ॥
শ্রুতকীর্ত্তি সহিত আছেন শত্রুঘন।
এইরূপে বাসর বঞ্চিল চারিজন॥
সানন্দ হইল সব মিথিলাভুবন।
রামকে দেখিতে যান যত নারীগণ॥
পরিহাস করে সবে রামের সহিত।
তুমি যে জানকীপতি এ নহে উচিত॥

এই কথা, রাম হে, তোমাকে কহি ভাল
সীতা বড় সুন্দরী তুমি হে বড় কাল ॥
হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর ॥
পরিহাস করিবে কি হারাইল জ্ঞান।
শ্রীরামের চরণে মজিল মনঃপ্রাণ ॥
যেখানে বসিয়া আছে অনুজ লক্ষ্মণ।
সেখানে চলিয়া যায় যত সখীগণ ॥
অগ্রজ যেমন তার অনুজ তেমন।
ভুলিল রামেরে তারা হেরিয়া লক্ষ্মণ ॥
এইরূপে চারিস্থানে করি দরশন।
মানিল কামিনীগণ সফল নয়ন ॥
চারিভাই তুল্য চারি লইয়া সুন্দরী।
হাস্যপরিহাসে বঞ্চিলেন বিভাবরী ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
রামের বিবাহকথা কন কবিবর ॥



পরশুরামের দর্পচূর্ণ

প্রভাত হইল রাত্রি উদিত তপন।
সভা করি বসিলেন যত বন্ধুগণ ॥
বাজিল আনন্দবাদ্য জনকভবনে।
বিদায় মাগেন গিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে ॥
জনক বলেন অতি হইয়া কাতর।
রামসীতা রাখি যাও একটি বৎসর ॥
হাসিয়া বলেন তবে অজের নন্দন।
শরীর লইয়া যাব রাখিয়া জীবন ॥
বলেন জনকরাজা শুন হে রাজন্।
সকলে আমার ঘরে করিবে ভোজন ॥
'ভাল ভাল' বলিয়া দিলেন অনুমতি।
আয়োজন করিলেন জনকভূপতি ॥
রাজারাণী ঘরে গিয়া দেখেন রন্ধন।
সুক্ষ্ম অন্নসহ আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥
স্নান করি আসিয়া যতেক রাজগণ।
আনন্দিত হৈয়া সবে করেন ভোজন ॥
ভোজন করেন রাম পরম হরিষে।
দধিদুগ্ধ দিল রাজা ভোজনের শেষে ॥
সুতৃপ্ত হইল সবে করে আচমন।
কর্পূরতাম্বুলে করে মুখের শোধন ॥
সে রাত্রি থাকেন রাম তথা পূর্ব্ববৎ।
প্রাতঃকালে বিদায় মাগেন দশরথ ॥
রামসীতা চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ।
দীন দ্বিজগণে করে ধনবিতরণ ॥
দিব্যবস্ত্রপরিধান মাথায় টোপর।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম হাতে ধনুঃশর ॥
তিনভ্রাতা চাপিলেন তিন চতুর্দ্দোলে।
পরম আনন্দে রাজা অযোধ্যায় চলে ॥
দিব্যরথে চড়িলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
কিন্তু চতুর্দ্দিকে রাজা দেখে অলক্ষণ ॥
রাজা বলিলেন শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
চারিদিকে দেখি কেন এত অলক্ষণ ॥
কি জানি কেমন হবে বিপদ ঘটন।
বশিষ্ঠ বলেন শুন অজের নন্দন ॥
চারিদিকে চারিপুত্র দেখ বিদ্যমান।
কে করিতে পারে তব অশুভবিধান ॥
বাজনার মহাশব্দ উঠিল আকাশ।
পরশুরামের চিত্তে লাগিল তরাস ॥
মিথিলাতে শুনি কেন বাদ্যের বাজন।
সীতাকে বিবাহ করে বুঝি কোন জন ॥
মনে মনে যুক্তি করে সেথা মুনিবর।
ওথা রাজা বিদায় করেন কন্যা-বর ॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদনকমলে।
জানকীরে জনক করিয়া কোলে বলে ॥
করিলাম বহু দুঃখে তোমাকে পালন।
বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ ॥
শ্বশুরশাশুড়ী প্রতি রাখিহ সুমতি।
রোষ দ্বেষ অসূয়া না কর কার প্রতি ॥
সুখদুঃখ না ভাবিও যে আছে কপালে।
স্বামিসেবা, সতী, না ছাড়িও কোন কালে ॥
ঝিয়ারী বহুড়ী সব আসিয়া তখন।
গলায় ধরিয়া সব যুড়িল ক্রন্দন ॥
আমা সবা এড়িয়া কি চলিলা জানকি।
আর কি হইবে দেখা সীতা চন্দ্রমুখী ॥
রামসীতা বিদায় করিলেন জনক।
দ্বিজেরে দিলেন দান সহস্রসংখ্যক ॥
হেনকালে জামদগ্ন্য হাতেতে কুঠার।
'রহ রহ' বলিয়া ডাকিছে বার বার ॥
খড়্গ চর্ম্ম ধনুঃশর শরীরে গ্রথিত।
ভীমবেশে ভার্গব হইল উপস্থিত ॥

মহাভয়ানক বেশ দেখিয়া মুনির।
দশরথভূপতির কম্পিত শরীর॥
এক হাতে ধরি রামে অপরে লক্ষ্মণে।
মুনির চরণে রাজা দিল সেইক্ষণে॥
মুনি বলে, দশরথ, বলি হে তোমারে।
ধনুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘরে॥
দশরথ কহেন আমার পুত্র রাম।
গুণ দিতে ধনুকে ভাঙ্গিল ধনুখান॥
মহাকোপে জ্বলিয়া বলেন ভৃগুরাম।
মম সম করি রাখিয়াছ পুত্রনাম॥
আমি ত পরশুরাম বিদিত ভূতলে।
হেন জন আছে কে যে রামনাম বলে॥
এ কথা শুনিয়া রাম বলেন বচন।
দোষ ক্ষমা কর প্রভু তপস্বী ব্রাহ্মণ॥
বলেন পরশুরাম আরক্তনয়ন।
তুচ্ছ জ্ঞান কর দেখি তপস্বী ব্রাহ্মণ॥
নিঃক্ষত্রিয় ভূমি করি তিন সাতবার।
রক্তে নদী বহাইল আমার কুঠার॥
সমস্ত পৃথিবী করি কশ্যপেরে দান।
তপস্বী ব্রাহ্মণ বলি কর অপমান॥
আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই।
তাহাকে বধিয়া তার প্রতিফল দেই॥
ভূপতি বলেন ভয়ে কম্পিত শরীর।
বালকের অপরাধে ক্ষম মহাবীর॥
রুষিয়া কহেন শক্ত সুমিত্রাকুমার।
কথায় কি ফল কর বীরের আচার॥
ক্ষত্রিয়বিনাশ তুমি করেছ যখন।
তখন না জন্মেছিল শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
এতেক বলিল যদি সুমিত্রানন্দন।
কুপিত পরশুরাম কহেন বচন॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলা গুণ।
আমার ধনুকে, রাম, দেহ দেখি গুণ॥
এতেক কহিয়া ধনু দিলেন তখন।
জানকী ভাবেন নম্র করিয়া বদন॥
একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ।
করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ॥
আর বার ধনুক আনিল ভৃগুমুনি।
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী
ধনুখান ভৃগুরাম দিল বড় দাপে।
মরে ত মরুক রাম ধনুকের চাপে॥
ধনুক দেখিয়া অতি প্রসন্ন অন্তরে।
হাসিয়া ধরেন রাম ধনু বাম করে॥
শ্রীরাম বলেন হে লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর।
এ ধনুকের গরিমা করেন মুনিবর॥
শ্রীরাম বলেন শুন ওহে বীরবর।
ধনু যদি দিলে তবে দেহ এক শর॥
সুবুদ্ধি পরশুরামের কুবুদ্ধি লাগিল।
তখন রামের হাতে শর যোগাইল॥
যেই শ্রীরামের হাতে মুনি শর দিল।
আপনার তেজ রাম সকল হরিল॥
আপনার তেজ রাম লইল যখন।
হইল মুনির পুত্র সামান্য ব্রাহ্মণ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মুনির নন্দন।
ধনুকেতে গুণ দিব কিসের কারণ॥
তোমার ধনুকে যদি গুণ দিতে পারি।
তোমার ধনুক-বাণে তোমারে সংহারি॥
লক্ষ্মণেরে জিজ্ঞাসা করেন রাম শেষে।
ধনুকেতে গুণ দিই মুনির আদেশে॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দূর কর ভয়॥
এ কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া কৌতুকে।
ধনু নোঙাইয়া গুণ দিলেন ধনুকে॥
ধনুকটঙ্কার গিয়া লাগিল গগন।
পাতালে বাসুকি কাঁপে স্বর্গে দেবগণ॥
পাতালে বাসুকি বলে দেব রঘুবীর।
ধনুখান তোল মোর বুক হৌক স্থির॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন অগ্রজ শ্রীরাম।
ধনুখান তোল যে বাসুকি পায় ত্রাণ॥
এই কথা শুনিয়া হাসিয়া রঘুনাথ।
তুলিলেন সেই ধনু সবার সাক্ষাৎ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মুনির নন্দন।
তোমারে না মারি ব্রহ্মবধের কারণ॥
অব্যর্থ আমার বাণ হইবে কেমন।
স্বর্গ রোধ করি কিম্বা পাতালভুবন॥
'যে আজ্ঞা' বলিয়া বলে মুনির নন্দন।
চিনিলাম তোমারে যে তুমি নারায়ণ॥
ধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ পায় নাহি হয় আন।
স্বর্গপথ রুদ্ধ কর দেব ভগবান॥
এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রোধ।
পরশুরামের করে স্বর্গপথ রোধ॥

শ্রীরামেরে স্তুতি করে শ্রীপরশুরাম।
তপস্যা করিতে মুনি যান নিজ ধাম॥
দশরথ পাইলেন যেন হারাধন।
আনন্দিত তেমতি হইল তাঁর মন॥
'পুত্র পুত্র' বলিয়া করেন রামে কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে॥
ভূপতি বলেন শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
বাজনায় আর কিছু নাহি প্রয়োজন॥
চতুর্দ্দোলে শ্রীরাম করুক আরোহণ।
অযোধ্যায় দ্রুততর করুক গমন॥
সিদ্ধাশ্রমে শ্রীরাম দিলেন দরশন।
প্রণাম করেন সবে মুনির চরণ॥
মুনিপত্নী আইল শ্রীরাম দেখিবারে।
রামসীতা দেখে তাঁরা হরিষ অন্তরে॥
ইহার জননী ধন্যা ধন্য এর পিতা।
যেমন গুণের রাম তেমনি এ সীতা॥
তথা হৈতে চলিলেন পরম হরিষে।'
উত্তরিল গিয়া সবে আপনার দেশে॥
অযোধ্যার যে শোভা তা বর্ণিতে না পারি।
আনন্দসাগরে মগ্ন বালবৃদ্ধনারী॥
নানাবর্ণ পতাকা উড়িছে নানা স্থলে।
উপরে চাঁদোয়া শোভে গগনমণ্ডলে॥
কুলবধূ আর যত প্রজার কুমারী।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে দ্বারে সারি সারি॥
সুবর্ণের পূর্ণকুম্ভে দিল আম্রসার।
গুবাক কদলী নারিকেল রাখে আর॥
গ্রামপ্রদক্ষিণ করে অজের নন্দন।
গ্রামের নিকট গিয়া বাজায় বাজন॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা রমণী।
চারিবধূ আনিতে চলিল তিন রাণী॥
সঙ্গেতে চলিল রঙ্গে পুরবাসী নারী।
সানন্দ সকল পুরী বাজে তূরীভেরী॥
দেবগণ বরিষণ করে পুষ্পরাশি।
জয় দিয়া নাচে সবে আনন্দে উল্লাসি॥
চারিবধূকক্ষে দিল সুবর্ণকলসী।
ব্যবহারমত কর্ম্ম করে পুরবাসী॥
কক্ষে দিল কলসী মস্তকে দিল ডালা।
ছড়াইয়া ফেলে সেইখানে খই কলা॥
শুভক্ষণে রাণীরা দেখিল বধূমুখ।
নিরখিয়া চন্দ্রমুখ জুড়াইল বুক॥
নানাবিধ যৌতুক দিলেন সর্ব্বজন।
মণিময় আভরণ বসন ভূষণ॥
যৌতুকেতে রাম পান যত অলঙ্কার।
তাহাতে হইল পূর্ণ তাঁহার ভাণ্ডার॥
পাইলেন সীতাদেবী যতেক যৌতুক।
নিজে লক্ষ্মী তিনি তাঁর এ হেন কৌতুক॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ আর ভরতশত্রুঘন।
বন্দিলেন গিয়া সবে মায়ের চরণ॥
চারিপুত্রে আশীর্ব্বাদ করে রাণীগণ।
চিরজীবী হও পাও বহু পুত্রধন॥
চারিপুত্র লয়ে রাজা সুখী বহুতর।
সুখে রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর॥
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃতসমান।
এতদূরে আদিকাণ্ড হৈল সমাধান॥

আদিকাণ্ড সমাপ্ত

অযোধ্যাকাণ্ড



শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকপ্রসঙ্গ

দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ড শুন সর্ব্বজন।
কৈকেয়ীর বাক্যে রাম যাইবেন বন॥
বৃদ্ধ রাজা দশরথ শিরে শুভ্রকেশ।
আসন বসন শুভ্র শুভ্র সর্ব্ব বেশ॥
রাজত্ব করেন রাজা বসি সিংহাসনে।
আইল সকল রাজা রাজসম্ভাষণে॥
হস্তী ঘোড়া নানা রত্ন নানা আভরণ।
বিবাহযৌতুক রামে দেন রাজগণ॥
নমস্কার করি বলে যোড় করি হাত।
মহারাজ দশরথ তুমি লোকনাথ॥
এক নিবেদন করি শুন নৃপবর।
শ্রীরামেরে রাজা কর সর্ব্বগুণাকর॥
বালক শ্রীরাম চুলে পঞ্চঝুঁটি ধরে।
মারীচ রাক্ষস পলাইল যাঁর ডরে॥
রামতুল্য বীর আর নাহি ত্রিভুবনে।
রাম রাজা হইলে আনন্দ সর্ব্বজনে॥
অন্তরে সানন্দ রাজা শুনিয়া বচন।
বাক্যচ্ছলে সবার বুঝেন রাজা মন॥
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার সন্তোষ।
বৃদ্ধকালে আমি করিলাম কিবা দোষ॥
পুত্রবৎ পালি প্রজা করি দুষ্টে দণ্ড।
কোন্ দোষে আমার ঘুচাও রাজদণ্ড॥
আনন্দিত অন্তরে বাহিরে ওষ্ঠ চাপে।
ভূপতির কোপ দেখি সব রাজা কাঁপে॥
সবারে সভয় দেখি দশরথ কয়।
পরিহাস করিলাম না করিহ ভয়॥
বশিষ্ঠেরে ডাকি আনি কুলপুরোহিত।
রামে রাজা কর সবে হয়ে হরষিত॥
ভূপতির অনুজ্ঞা পাইয়া সর্ব্বজন।
করিল সকলে তাঁর চরণবন্দন॥
ভূপতি বলেন শুন পাত্রমিত্রগণ।
রামে রাজা করিব করহ আয়োজন॥
নানা পুষ্প বিকাশ বসন্ত চৈত্র মাস।
রাম কালি রাজা হবে আজ অধিবাস॥
অধিবাস করিতে যতেক দ্রব্য লাগে।
সে সকল দ্রব্য কর আহরণ আগে॥
শ্রীরামের অধিবাসে যত দ্রব্য চাই।
সে সকল আনি দেহ বশিষ্ঠের ঠাঁই॥
সুমন্ত্র সারথি তুমি চলহ সত্বর।
রথে করি আন রামে আমার গোচর॥
আজ্ঞা মাত্র সুমন্ত্র চলিল শীঘ্রগতি।
শ্রীরামেরে আনিল যেখানে মহীপতি॥
কতদূরে রথ হৈতে উলিলেন রাম।
পিতার চরণে পড়ি করিল প্রণাম॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজা শ্রীরামেরে।
সিংহাসনে বসাইলা হরিষ অন্তরে॥
পিতাপুত্রে বসিলেন সিংহাসনোপরে।
পাত্রমিত্র সকলে বেষ্টিত নৃপবরে॥
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
সেইমত শোভিত হইল রঘুবর॥
পুত্রেরে শিখান বিদ্যা সভা-বিদ্যমান।
রাজনীতি ধর্ম্ম আর বিবিধ বিধান॥

প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন।
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন॥
লোকের আদেশ তুমি শুনিহ যতনে।
তোমার মহিমা যেন সর্ব্বত্র বাখানে॥
রাজনীতি ধর্ম্ম তুমি শিখ সাবধানে।
যাহাতে মহিমা যশ বাড়ে দিনে দিনে॥
পরের দেখহ যদি পরমা সুন্দরী।
না দেখিহ সে সবারে উর্দ্ধদৃষ্টি করি॥
রাজা হৈয়া পীড়া দিলে হয় মহাপাপ।
পরলোকে নরকেতে হয় মহাতাপ॥
পরহিংসা পরপীড়া না করহ মনে।
কভু না করিহ রাম লোভ পরধনে॥
শরণ লইলে শত্রু কর পরিত্রাণ।
অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ॥
তপজপ ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে বিহিত।
না হইও দেবদ্বিজে ভক্তিতে রহিত॥
যজ্ঞাদিতে নানা যশ করিহ সঞ্চয়।
সর্ব্বলোকে দয়ালু হইও সদাশয়॥
পরদার পরপীড়া করে যেই জন।
শাস্ত্র-অনুসারে তার করিহ শাসন॥
অপরাধ মত দণ্ড করো সাবধানে।
দোষ নাহি রাজার সে শাস্ত্রের বিধানে॥
দুঃখিত অনাথ, রাম, যদি কেহ হয়।
তাহারে পালিলে পুণ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
দেবগুরুব্রাহ্মণে তুষিহ ভক্তিমনে।
দেখ সর্ব্বলোকে যেন দুঃখ নাহি জানে॥
রাজনীতি ধর্ম্ম রাজা শিখান রামেরে।
শুনিয়া কৌশল্যারাণী হরিষ অন্তরে॥
রামের কল্যাণে রাণী করে নানা দান।
স্বর্ণ রৌপ্য অন্ন বস্ত্র শাস্ত্রের বিধান॥
মুনি ব্রহ্মচারী যত ভট্ট বিপ্রগণ।
সবাকারে দেন রাণী নানাবিধ ধন॥
যত যত লোক আছে যত যত স্থানে।
সবারে আনিয়া রাণী তোষে নানা ধনে॥
আইল যতেক লোক রাজবিদ্যমানে।
রামচন্দ্র রাজা হবে শুনি ভাগ্য মানে॥
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ বিশেষ।
রাম রাজা হইলে না হবে কারো ক্লেশ॥
যত যত লোক আছে অযোধ্যানগরে।
রামের নিকট যায় হরিষ অন্তরে॥
সমাদর সকলেরে করিয়া সমান।
জননীদর্শনে রাম করেন প্রয়াণ॥
মাতৃগৃহে উপস্থিত মনে কুতূহলী।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে গান প্রথম শিকলি॥



শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের অধিবাস

সুখেতে বঞ্চিয়া রাত্রি উদিত অরুণে।
আনন্দে গেলেন রাম পিতৃসম্ভাষণে॥
ভক্তিভাবে পিতার বন্দেন শ্রীচরণ।
রামেরে কহিল রাজা শুভাশীর্ব্বচন॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা শ্রীরামেরে।
পিতাপুত্র উভয়ের আনন্দ অন্তরে॥
রাজা বলিলেন, রাম, কর অবধান।
যত কর্ম্ম করিয়াছি কহি তব স্থান॥
যজ্ঞ করি তুষিলাম যত দেবগণে।
তুষিলাম পিতৃলোক শ্রাদ্ধ ও তর্পণে॥
রাজা হয়ে করিলাম লোকের পালন।
তোমা হেন পুত্র পাই যজ্ঞের কারণ॥
পালিলাম রাজনীতি ধর্ম্ম অনিবার।
তোমারে করিব রাজা ভাবিয়াছি সার॥
বৃদ্ধ হইলাম আমি মরিব কখন।
তোমারে করিব রাজা পাল সর্ব্বজন॥
আজি হতে তোমারে দিলাম রাজ্যভার।
স্বপক্ষপালন কর বিপক্ষসংহার॥
কিন্তু আজি স্বপনে দেখিনু উৎপাত।
আকাশ হইতে ভূমে হয় উল্কাপাত॥
পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রাস শাস্ত্রের বিহিত।
দেখি অমাবস্যায় এ অতি বিপরীত॥
ইত্যাদি জঞ্জাল আমি দেখিনু স্বপনে।
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়ি গেলাম দক্ষিণে॥
কুস্বপ্ন দেখিনু আজি নিকট মরণ।
তুমি রাজা হও তবে সফল জীবন॥
কনিষ্ঠ ভরত তার না জানি আশয়।
তারে রাজ্য দিতে কভু উপযুক্ত নয়॥
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার।
তুমি রাজা হও, রাম, কর অঙ্গীকার॥
কত শত শত্রু তব আছে কত স্থানে।
কেবা শত্রু কেবা মিত্র কেবা তাহা জানে

আমি বিদ্যমানে ধর ছত্র নব দণ্ড।
কি জানি আসিয়া কেহ হয় বা পাষণ্ড ॥
আজি অধিবাস পুনর্ব্বসু সুনক্ষত্র।
পুষ্যা কল্য হইবে ধরিবে দণ্ডছত্র ॥
এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায়।
অন্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন তথায় ॥
বসেছেন কৌশল্যা বেষ্টিত সখীবৃন্দে।
সাতশত রাণী তথা আছেন আনন্দে ॥
দেবপূজা করে রাণী নানা উপহারে।
হেনকালে শ্রীরাম গেলেন তথাকারে ॥
রামেরে দেখেন রাণী সহাস্যবদন।
মায়ের চরণ রাম করেন বন্দন ॥
মায়ের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া রঘুনাথ।
কহেন সকল কথা করি যোড়হাত ॥
আমারে দিলেন পিতা সর্ব্ব রাজ্যখণ্ড।
আজি অধিবাস কালি পাব ছত্রদণ্ড ॥
আমা রাজা করিতে সবার অভিলাষ।
শুভবার্ত্তা কহিতে আইনু তব পাশ ॥
নানা উপহারে, মাতা, কর ইষ্টপূজা।
মম প্রতি তুষ্টা যেন হন দশভুজা ॥
এতেক শুনিয়া রাণী হরষিত মন।
রামের কল্যাণ করিলেন অগণন ॥
কৌশল্যা বলেন, রাম, হও চিরজীব।
তোমার সহায় হৌন শ্রীপার্ব্বতীশিব ॥
অনেক কঠোরে আমি পূজিয়া শঙ্করে।
তোমা হেন পুত্র, রাম, ধরিনু উদরে ॥
শুভক্ষণে জন্ম নিলা আমার ভবনে।
রাজমাতা হইলাম তোমার কারণে ॥
সুমিত্রা সপত্নী সে আমাতে অনুরক্ত।
তার পুত্র লক্ষ্মণ তোমার বড় ভক্ত ॥
তোমার কুশল সদা চাহে অনুক্ষণ।
অতি হিতকারী তব সুমিত্রানন্দন ॥
এতেক কৌশল্যাদেবী কহিলেন কথা।
হেনকালে শ্রীলক্ষ্মণ আইলেন তথা ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাথ।
কৌশল্যারে বন্দেন লক্ষ্মণ যোড়হাত ॥
লক্ষ্মণেরে প্রেমভরে দিয়া রাম কোল।
কহেন সহাস্যমুখে কত মিষ্ট বোল ॥
মম ভক্ত, ভাই, তুমি পরম সুস্থির।
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর ॥

আমার হিতৈষী তুমি যদি পাই রাজ্য।
উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজকার্য্য ॥
এতেক বলিয়া রাম হইলা বিদায়।
আশীর্ব্বাদ করিল সকল রাণী তায় ॥
গেলেন পিতার কাছে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
রাজা বলে, রাম, আইস হৈল শুভক্ষণ ॥
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল সে স্থানে।
আজ্ঞা পেয়ে আয়োজন করে সর্ব্বজনে ॥
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল রাজগণ।
রাম রাজা হবেন সকলে হৃষ্টমন ॥
বিদ্যাধরী নাচে গায় গন্ধর্ব্বে সঙ্গীত।
চতুর্ভিতে জয়ধ্বনি শুনি সুললিত ॥
লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রঙ্গে।
নানা দেশ হৈতে রাজা আসে সৈন্য সঙ্গে ॥
নানা রঙ্গে রথ রথী হস্তী ঘোড়া সাজে।
নানা জাতি বাদ্য শুনি নানা দিকে বাজে ॥
অধিবাস করিতে আইল ঋষিমুনি।
'রামজয়' বলিয়া করিছে বেদধ্বনি ॥
নারিকেল গুবাক রোপিল সারি সারি।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে প্রজার কুমারী ॥
নানা রত্নে নির্ম্মাইল লক্ষ লক্ষ ঘর।
বিবিধ পতাকা উড়ে চালের উপর ॥
পৃথিবীতে আছে যত নানা উপহার।
তাহা আনি লক্ষ লক্ষ ভরিল ভাণ্ডার ॥
নানা রত্নে শোভিত বসনে পরিহিত।
অযোধ্যার যত লোক সবে আনন্দিত ॥
আইল দেশের লোক অযোধ্যানগরে।
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ অন্তরে ॥
অধিবাস দেখিতে আইল দেবগণ।
অন্তরীক্ষে রহে দূরে চাপিয়া বাহন ॥
ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেবগণ।
ভগবতী আদি করি দেবী অগণন ॥
অধিবাস দেখিতে বসিল সর্ব্বজন।
কৌতুকেতে পুষ্পবৃষ্টি করেন তখন ॥
ঋষিগণ দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে করি প্রণিপাত ॥
বশিষ্ঠ বলেন, রাম, শাস্ত্রের বিহিত।
তব অধিবাস আমি করি যে উচিত ॥
পিতৃবিদ্যমানে ধর দণ্ড আর ছাতি।
নহুষরাজার যেন তনয় যযাতি ॥

ব্রাহ্মণ করেন সুমঙ্গল বেদধ্বনি।
অখিল ভুবনে রামজয় শব্দ শুনি॥
অধিবাস রামের হইল সমাপন।
আনন্দে দেখিয়া স্বর্গে গেল দেবগণ॥
জয় জয় হুলাহুলি করে রামাগণ।
নৃত্যগীতে আনন্দিত অযোধ্যাভুবন॥
রামসীতা উপবাসী রহে দুইজন।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ সকৌতুক মন॥
নানা রত্ন ধন সবে দিলেক যৌতুক।
নিজালয়ে গেল সবে দেখিয়া কৌতুক॥
বলেন বশিষ্ঠমুনি রাজার সদনে।
অধিবাস রামের হইল শুভক্ষণে॥
শুনিয়া হাসেন রাজা আনন্দিত মনে।
নানা রত্নদানে রাজা তুষিল ব্রাহ্মণে॥
বেলার হইল শেষ নক্ষত্র গগনে।
অধিবাস দেখি ঘরে গেল সর্ব্বজনে॥
সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহে চতুর্ভিত।
দেবতুল্য বেশে সবে শুইয়া নিদ্রিত॥
রাত্রি অবসান হয় সূর্য্যের উদয়।
শয়ন ত্যজিল সবে আনন্দহৃদয়॥
রথরথী ঘোড়া সাজে নানারঙ্গে বাদ্য বাজে
মুনি সব করে জয়ধ্বনি।
জয় জয় হুলাহুলি করে সবে কোলাকুলি
সর্ব্বলোক কি দুঃখী কি ধনী॥
সবলোক আনন্দিত গন্ধপুষ্প সুশোভিত
আমোদপ্রমোদ সব করে।
স্বর্গপুরীতুল্য বেশ অযোধ্যার সর্ব্বদেশ
নাচে গায় হরিষ অন্তরে॥
সবে ভাবে রঘুপতি হইবেন মহীপতি
ঘুচিল সবার আজি ক্লেশ।
না হইবে দুঃখ শোক আনন্দিত সর্ব্বলোক
নিস্তার পাইল সর্ব্বদেশ॥
ঘুচিল সকল ভয় সবাই আনন্দময়
রামনামে পাইবে নিষ্কৃতি।
রাম বিষ্ণু-অবতার লবেন সবার ভার
বৈকুণ্ঠেতে করিবে বসতি॥
এতেক ভাবিয়া মনে আনন্দিত সর্ব্বজনে
আনন্দেতে পাসরে আপনা।
অযোধ্যার যত লোক ভুলিল সকল শোক
আনন্দে পূরিত সর্ব্বজনা॥
নানা বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান সবাকার
রূপে বেশে দেব-অবতার।
আনন্দে বিহ্বল প্রায় রামগুণ সবে গায়
জয় জয় করে বারেবার॥
অযোধ্যানগরবাসী বলে সব দাসদাসী
মনে হয় অতি হরষিত।
ঘুচিবে সবার দুঃখ ভুঞ্জিব বিবিধ সুখ
এত বলি সবে আনন্দিত॥
মধুর অযোধ্যাকাণ্ড শুনিতে অমৃতভাণ্ড
যাতে হয় পাপের বিনাশ।
রামায়ণ আকর্ণনে ইহা কৃত্তিবাস ভণে
হয় অন্তকালে স্বর্গে বাস॥



শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকশ্রবণে কৈকেয়ীকে কুঁজীর কুমন্ত্রণাদান

পূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ 'পরে শোভে আম্রসার।
শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল-আচার॥
নানারত্নে নির্ম্মাইল টুঙ্গী শতে শতে।
নানাবর্ণ পতাকা উড়িছে প্রতি পথে॥
প্রতি ঘরে শোভা করে সুবর্ণের ঝারা।
নানারত্নে লক্ষ লক্ষ নির্ম্মিত চৌতারা॥
নানারত্নে নির্ম্মিত আগার সারি সারি।
জিনিয়া অমরাবতী রম্যবেশধারী॥
ইন্দ্রপুরে যেমন সবার রম্যবেশ।
তেমনি মঙ্গলযুক্ত অযোধ্যার দেশ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
কে জানে পড়িবে আসি প্রমাদ কখন॥
পূর্ব্বজন্মে ছিল নামে দুন্দুভি অপ্সরা।
জন্মিল সে কুঁজী হয়ে নামেতে মন্থরা॥
তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ডাবরী।
কুটিলা কুরূপা কুঁজী ক্রূরকর্ম্মকারী॥
কৈকেয়ীর চেড়ী ভরতের ধাত্রীমাতা।
রামের দুঃখের হেতু সৃজিল বিধাতা॥
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী।
রাম রাজা হন দেখি করে ধড়ফড়ি॥
আকৃতি প্রকৃতি কুৎসিত দেখি তার।
সর্ব্বনাশ করে কুঁজী ঘরে থাকে যার॥
রামের দুঃখের হেতু তার উপাদান।
রাজার মরণ কৈকেয়ীর অপমান॥

মরিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে।
বিধাতা সৃজিল তারে এই সে কারণে॥
আচম্বিতে কুঁজী চেড়ী আইল বাহিরে।
আনন্দিত প্রজা সব দেখিল নগরে॥
টুঙ্গীর উপরে উঠি কুঁজী তাহা দেখে।
রাম রাজা হবে মহা হরষিত লোকে॥
চেড়ী চেড়ী এক ঠাঁই টুঙ্গীর উপরে।
কুঁজী চেড়ী জিজ্ঞাসিল ইতর চেড়ীরে॥
কি কারণ হরষিত অযোধ্যানগর।
কি হেতু কৌশল্যা রাণী হরিষ অন্তর॥
কি জন্য রামের মাতা করে বহু দান।
সবে মেলি তোমরা কি কর অনুমান॥
আর চেড়ী বলে তুমি না জান মন্থরা।
রামেরে করিতে রাজা ভূপতির ত্বরা॥
রাজার নিকট মৃত্যু গণিয়া অসার।
এই হেতু রামেরে দিলেন রাজ্যভার॥
এমত শুনিল কুঁজী সে চেড়ীর মুখে।
বজ্রাঘাত হয় যেন মন্থরার বুকে॥
বিধাতার বাজি কেবা করয়ে খণ্ডন।
কৈকেয়ীরে গালি দিতে করিল গমন॥
কৈকেয়ী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে।
সত্বর মন্থরা গিয়া কহিল সেখানে॥
নির্ব্বুদ্ধি কৈকেয়ী শুয়ে আছে কোন্ লাজে
তোমার ভরত আজি মনোদুখে মজে॥
অপমানে মরিবি তুই শোকের সাগরে।
ভরতে এড়িয়া রাজা রামে রাজা করে॥
ভরতেরে রাজা কর রাখ নিজ পণ।
রাজারে কহিয়া রামে পাঠাও কানন॥
রাম রাজা হইলে কিসের অধিকার।
ভরত হইলে রাজা সকলি তোমার॥
এতেক রাজার হও তুমি মুখ্যারাণী।
ভরত হইলে রাজা রাজার জননী॥
কৈকেয়ী বলেন রাম ধার্ম্মিক তনয়।
কোন্ দোষে রামের করিব অপচয়॥
আমার গৌরব রাম রাখে অতিশয়।
করিতে রামের মন্দ উপযুক্ত নয়॥
গুণের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত।
পিতৃরাজ্য জ্যেষ্ঠপুত্র পাইতে উচিত॥
রাম রাজা হইলে সন্তুষ্ট সর্ব্বজনে।
তুষিবেন সবাকারে রাম বহু ধনে॥
ভরতেরে রাজ্য রাম দিবেন আপনি।
আমার গৌরব রাখিবেন বড় রাণী॥
রাম রাজা হইলে আমার বহু মান।
শুভবার্ত্তা কহিলি কি দিব তোরে দান॥
রাম রাজা হবেন হরিষ সর্ব্বজন।
হরিষে বিষাদ কুঁজী কর কি কারণ॥
যত গুণ রামের কৈকেয়ী তাহা জানে।
মন্থরাকে দান দিতে চিন্তে মনে মনে॥
অঙ্গ হৈতে অলঙ্কার খুলি শশব্যস্তে।
আদরে কৈকেয়ী দেন মন্থরার হস্তে॥
কৈকেয়ী কহেন, কুঁজী, না কর উত্তর।
রাম রাজা হৈলে ধন দিব ত বিস্তর॥
কুপিতা মন্থরা চেড়ী দুই ওষ্ঠ কাঁপে।
কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে অতুল প্রতাপে॥
হাত হৈতে অলঙ্কার ছড়াইয়া ফেলে।
দুই চক্ষু রাঙ্গা করি কৈকেয়ীরে বলে॥
কৈকেয়ী এ বড় দুঃখ আমার অন্তরে।
বলি হিত বিপরীত বুঝাও আমারে॥
সপত্নীতনয় রাজা তুমি আনন্দিতা।
কৌশল্যা তোমার চেয়ে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা॥
নিজ পুত্রে রাজা করে স্বামীর সোহাগে:
থাকিবা দাসীর ন্যায় কৌশল্যার আগে॥
থাকুক কৌশল্যা রাণী সীতার সম্পদে।
দাঁড়াইতে নারিবি সীতার পরিচ্ছদে॥
কৌশল্যা জিনিলে তুমি সোহাগের দাপে।
নিজ পুত্রে রাজা করে সেই মনস্তাপে॥
ভরত থাকিল গিয়া মাতামহ-ঘরে।
রাজার কি দোষ দিব না দেখ তাহারে॥
সতীনের আনন্দেতে সানন্দা সতিনী।
হেন অপরূপ কভু না দেখি না শুনি॥
লালিয়া পালিয়া বড় করিনু ভরতে।
মাতাপুত্রে পড়িলা সে কৌশল্যার হাতে॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ দুই একই শরীর।
উভয়ে করিবে রাজ্য ভরত বাহির॥
তবে ত ভরত তোর হইল বঞ্চিত।
হিত কথা বলিলাম বুঝিস অহিত॥
ভরত না পেয়ে রাজ্য না আসিবে দেশে।
না দেখিবে তব মুখ থাকিবে প্রবাসে॥
মন্ত্রণা করিয়া রামে পাঠাও কানন।
ভরতেরে রাজ্য দেহ যদি লয় মন॥

শুনিয়া কুঁজীর কথা কৈকেয়ীর আশ।
কুঁজীর বচনে তার বুদ্ধি হইল নাশ॥
দেবদৈত্য আদি লোক রাম হেতু সুখী।
প্রমাদ পাড়িল চেড়ী কোথাও না দেখি॥
কৈকেয়ী বলেন, কুঁজী, তুমি হিতৈষিণী।
রাম মম মন্দকারী কিছুই না জানি॥
ভরত প্রবাসে রাম রাজা হবে আজি।
কেমনে অন্যথা করি যুক্তি বল কুঁজী॥
নৃপতির প্রাণ রাম গুণের সাগর।
কেমনে পাঠাব তারে বনের ভিতর॥
ঘরেতে রাখিব বরং রাজ্য নাহি দিব।
কোন্ দোষে শ্রীরামেরে বনে পাঠাইব॥
চারিপুত্র আছে তাঁর ভরত বিদেশে।
অংশ অনুসারে ভাগ পাইবেন শেষে॥
জ্যেষ্ঠ ভাই আছে তার কর বিবেচনা।
কহ দেখি, কুঁজী, তুমি করি কি মন্ত্রণা॥
সবে তুষ্ট শ্রীরামের মধুরবচনে।
হেন রামে কেমনে পাঠাবে রাজা বনে॥
ভরত পাইবে রাজ্য না দেখি উপায়।
যুক্তি বল ভরত কিরূপে রাজ্য পায়॥
কি প্রকারে রামের হইবে বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া পূরাইব আশ॥
কুঁজী বলে যুক্তি চাহ যুক্তি দিতে পারি।
হেন যুক্তি দিব যে ভরতে রাজা করি॥
পূর্ব্বকথা সকল আমার আছে মনে।
সে সকল কথা কহি শুন সাবধানে॥
পূর্ব্বে যুদ্ধ করিল যে দানব সম্বর।
সেই যুদ্ধে মহারাজ ক্ষতকলেবর॥
তাহাতে করিলা তাঁর তুমি সেবাপূজা।
সুস্থ হৈয়া বর দিতে চাহিলেন রাজা॥
আর বার রাজার যে হইল বিস্ফোট।
তাপ দিতে মুখের ঠেকিল দুই ঠোঁট॥
রক্তপুঁয যতেক লাগিল তব মুখে।
তব যত দুঃখ রাজা দেখিল সম্মুখে॥
তোমার সেবায় রাজা পাইল নিস্তার।
বর দিতে চাহিল তোমারে পুনর্ব্বার॥
রাজার গোচর তুমি বলিলা তখন।
যখন মাগিব বর দিও হে তখন॥
দুই বারের দুই বর থাক তব ঠাঁই।
প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই॥
এই কথা কহিলা আসিয়া মোর স্থানে।
তুমি পাসরিলে মোর সব আছে মনে॥
আজি রাম রাজা হবে বেলা-অবশেষে।
আগে আসিবেন রাজা তোমার সম্ভাষে॥
পট্টবস্ত্র এড়ি পর মলিন বসন।
খসাইয়া ফেল যত গায়ের ভূষণ॥
ভূমিতে পড়িয়া থাক ত্যজিয়া আহার।
রাজা জিজ্ঞাসিবে তব দেখিয়া আকার॥
জিজ্ঞাসা করিবে রাজা কোপের কারণ।
না দিও উত্তর তুমি করিও রোদন॥
বিবিধ প্রকারে তোমা করিবে সান্ত্বনা।
যাচিবে তোমায় বস্ত্র অলঙ্কার নানা॥
তবে পূর্ব্বনিবন্ধ কহিবা তাঁর স্থান।
আগে সত্য করাইয়া পিছে মাগ দান॥
পূর্ব্বকথা রাজার অবশ্য হবে মনে।
দুই বর মাগিহ রাজার বিদ্যমানে॥
এক বরে করাইবা রাজা ভরতেরে।
আর বরে পাঠাইবা অরণ্যে রামেরে॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ যদি রাম থাকে বনে।
পৃথিবী পূরাবে তুমি ভরতের ধনে॥
তুমি যদি প্রাণ চাহ রাজা প্রাণ দেয়।
রাম হেন প্রিয়পুত্র বনেতে পাঠায়॥
এমনি আসক্ত রাজা তোমার উপর।
সত্যে বদ্ধ আছে কেন নাহি দিবে বর॥
ফিরিল কৈকেয়ী রাণী কুঁজীর বচনে।
অধর্ম্ম অযশ কিছু নাহি করে মনে॥
ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে।
সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে॥
পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশুকালে।
করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ব্রাহ্মণেরে ছলে॥
তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ।
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তাঁরে দিল অভিশাপ॥
দেখিয়া করিস ব্যঙ্গ কহিস কর্কশ।
সর্ব্বলোকে গায় যেন তব অপযশ॥
ব্রহ্মশাপ কৈকেয়ীর না হয় খণ্ডন।
সেই হেতু ঘটিলেক এ সব ঘটন॥
অনন্তর কৈকেয়ীর প্রসন্নবদন।
করে ধরি কুঁজীরে করিল আলিঙ্গন॥
কুঁজীরে কৈকেয়ী কহে অতি হৃষ্টমনে।
তব তুল্য গুণবতী না দেখি ভুবনে॥

যত বল সব ভাল নহে ত কুৎসিত।
সকলে অহিত মম তুমি মাত্র হিত॥
গৌরবর্ণ ধর তুমি যেন চন্দ্রকলা।
গলায় তুলিয়া দেহ দিব্যপুষ্পমালা॥
রত্নহার লও পর কুঁজের উপর।
ভরত হইলে রাজা দিব ত বিস্তর॥
যেমন বিস্তর সেবা করিলি আমার।
যদি দিন পাই তবে শুধিব সে ধার॥
যদি রাজা রামেরে পাঠায় আজি বন।
তবে সে করিব স্নান করিব ভোজন॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তব বিদ্যমানে।
বনে পাঠাইব রামে দেখহ এক্ষণে॥
কৈকেয়ীর কথা শুনি কুঁজীর উল্লাস।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা

কুঁজী বলে কেকেয়ী বিলম্ব নাহি সাজে।
রাম রাজা হইলে বিফল সব কাজে॥
যাবৎ না দেয় রাজা রামে সিংহাসন।
তাবৎ রাজার ঠাঁই কর নিবেদন॥
এক্ষণে আসিবে রাজা তোমা সম্ভাষণে।
যেরূপ কহিবা তাহা চিন্তা কর মনে॥
শুনিয়া কুঁজীর বাক্য কৈকেয়ী সে কালে।
আভরণ ফেলাইয়া লুটে ভূমিতলে॥
হেথা দশরথ রাজা হরষিত মনে।
চলিলেন কৌতুকে কৈকেয়ীসম্ভাষণে॥
ভাবিলেন সম্ভাষিয়া আসিয়া সত্বর।
শ্রীরামে করিব আমি ছত্রদণ্ডধর॥
নাহি গেলে কৈকেয়ী করিবে অনুযোগ।
ধনজন বিফল আমার রাজ্যভোগ॥
দশরথনৃপতির নিকট মরণ।
ঘরে ঘরে কৈকেয়ীরে করে অন্বেষণ॥
যে ঘরে কৈকেয়ী দেবী লোটে ভূমি 'পরে।
বিধির নির্ব্বন্ধ রাজা গেল সেই ঘরে॥
পূর্ব্বজ্ঞানে গেল রাজা না জানে প্রমাদ।
গড়াগড়ি যায় রাণী করিছে বিষাদ॥
সরলহৃদয় রাজা এত নাহি বুঝে।
অজগর সর্প যেন কৈকেয়ী গরজে॥

দশরথ অতি বৃদ্ধ কৈকেয়ী যুবতী।
কৈকেয়ী বিহনে আর তার নাহি গতি॥
কৈকেয়ী যুবতী নারী দশরথ বুড়া।
বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
উড়িল রাজার প্রাণ কৈকেয়ীর দুঃখে॥
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন কম্পিত অন্তরে।
বনে মৃগ কাঁপে যেন বাঘিনীর ডরে॥
কি হেতু করিলা ক্রোধ বল কার বোলে।
কোন্ ব্যাধি শরীরে লোটাও ভূমিতলে॥
ব্যাধি পীড়া যদি হয় তোমার শরীরে।
বৈদ্য আনি সুস্থ করি বলহ আমারে॥
পৃথিবীমণ্ডলে আমি বসুমতীপতি।
আমার সমান রাজা নাহি গুণবতী॥
শুনিয়া আমার নাম দেব ডরে কাঁপে।
ত্রিভুবন দ্বারে খাটে আমার প্রতাপে॥
সকল পৃথিবীমধ্যে মম অধিকার।
ধনজন যত আছে সকলি তোমার॥
কোন্ কার্য্যে, কৈকেয়ি, করহ অভিমান।
আজ্ঞা কর তাহাই তোমারে করি দান॥
এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আশ।
পূর্ব্বকথা তাঁর আগে করিল প্রকাশ॥
রোগপীড়া নহে মোর পাই অপমান।
আগে সত্য কর তবে পিছে মাগি দান॥
কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাহি জানে।
সত্য করে দশরথ প্রিয়ার বচনে॥
মহাপাশ লাগি যেন বনে মৃগ ঠেকে।
প্রমাদে পড়িবে রাজা পাছু নাহি দেখে॥
ভূপতি বলেন, প্রিয়ে, নিজ কথা বল।
সত্য করি যদ্যপি তোমারে করি ছল॥
যেই দ্রব্য চাহ তুমি আমি দিব দান।
আছুক অন্যের কাজ দিতে পারি প্রাণ॥
কৈকেয়ী কহিলা সত্য করিলা আপনি।
অষ্টলোকপাল সাক্ষী শুন সত্যবাণী॥
নক্ষত্র ভাস্কর চন্দ্র যোগ তিথি বার।
রাত্রি দিবা সাক্ষী হও সকল সংসার॥
একাদশ রুদ্র সাক্ষী দ্বাদশ আদিত্য।
স্থাবরজঙ্গম সাক্ষী যারা আছে নিত্য॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শুনহ বাপ ভাই।
সবে সাক্ষী রাজার নিকটে বর চাই॥

অবধান কর, রাজা, ধার মোর ধার।
মোর ধার শোধি তুমি সত্যে হও পার॥
যুদ্ধে তব হয়েছিল ক্ষত কলেবর।
সেবিলাম তাহে দিতে চেয়েছিলে বর॥
করিলাম পুনর্ব্বার বিস্ফোটে তারণ।
তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাহিলা রাজন্॥
তবে আমি বলিলাম তোমার গোচর।
প্রয়োজন হবে যবে তবে দিও বর॥
দুই বারে দুই বর, আছে তব ঠাঁই।
সেই দুই বর রাজা, এইক্ষণে চাই॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন॥
চতুর্দ্দশ বৎসব থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে॥



কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনায় দশরথের খেদ

দুরন্ত বচনে রাজা হইল কম্পিত।
অচেতন হইলেক নাহিক সংবিত॥
কৈকেয়ীবচন যেন শেল বুকে ফুটে।
চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে॥
মুখে ধূলা উঠে রাজা কাঁপিছে অন্তরে।
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে॥
পাপীয়সী আমারে বধিতে তব আশা।
স্ত্রীপুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষা॥
রাম বিনা আমার নাহিক অন্য গতি।
আমারে বধিতে তোরে কে দিল দুর্ম্মতি
রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন।
সেই দিনে সেইক্ষণে আমার মরণ॥
স্বামী যদি থাকে তবে নারীর সম্পদ।
তিনকুল মজাইলি স্বামী করি বধ॥
স্বামিবধ করিয়া পুত্রেরে দিবি বাজ্য।
চণ্ডালহৃদয়া তুই করিলি কি কার্য্য॥
এই কথা ভরত যদ্যপি আসি শুনে।
আপনি মরিবে কি মারিবে সেইক্ষণে॥
মাতৃবধভয়ে যদি না লয় পরাণ।
করিবে তথাপি তোরে বহু অপমান॥
বিষদন্তে দংশিলি রে কালভুজঙ্গিনী।
মজিলাম ঘরে তোরে আনিয়া আপনি॥

কোন্ রাজা আছে হেন কামিনীর বশ।
কামিনীর কথাতে কে ত্যজিছে ঔরস॥
দশহাজার বর্ষ লোক জীয়ে ত্রেতাযুগে।
নয়হাজার বর্ষ রাজ্য করি নানা ভোগে॥
আর এক হাজার বছর আয়ুঃ আছে।
পরমায়ুঃ থাকিতে মজিনু তোর কাছে॥
পরমাই থাকিতে মোর বধিলি পরাণ।
পায়ে পড়ি, কৈকেয়ি, করহ প্রাণদান॥
কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তাঁর নয়নের জলে॥
প্রভাতে বসিব কল্য সভাবিদ্যমানে।
পৃথিবীর যত রাজা আসিবে সে স্থানে॥
অধিবাস রামের হইল সবে জানে।
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব সে সকল জনে॥
ক্ষমা কব, কৈকেয়ি, করহ প্রাণ রক্ষা।
নিজ সোহাগের তুমি বুঝিলা পরীক্ষা॥
স্ত্রীবাধ্য না হয় কেহ আমাব এ বংশে।
তোর দোষ নাহি আমি মজি নিজ দোষে॥
স্ত্রীবশ যে জন তার হয় সর্ব্বনাশ।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



পিতৃসত্যপালনের জন্য শ্রীরামের বনে যাইতে স্বীকার

কৈকেয়ী বলেন সত্য আপনি করিলা।
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলা॥
সত্য ধর্ম্ম তপ রাজা করে বহু শ্রমে।
সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেক রামে॥
সত্য লঙ্ঘে যে তাহার হয় সর্ব্বনাশ।
যে সত্য পালন করে স্বর্গে তার বাস॥
যত রাজা হইলেন চন্দ্রসূর্য্যবংশে।
সে সবার যশঃ গুণ সকলে প্রশংসে॥
যযাতি নামেতে রাজা পালিল পৃথিবী।
দেবযানী নামে তার মুখ্যা মহাদেবী॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল সবার কনিষ্ঠ।
পত্নীর বচনে রাজা তাঁরে দিল রাষ্ট্র॥
শিবি নামে রাজা ছিল পৃথিবীর পাতা।
অসমসাহসী বীর নহে অল্প দাতা॥
এক দ্বিজ ছিল তাঁর অন্ধ দুই আঁখি।
অত্যন্ত দরিদ্র কিছু উপায় না দেখি॥

সেই অন্ধ শিবিরাজে সত্য করাইল।
নিজ দুই চক্ষু শিবি তাঁরে দান দিল॥
আপনি হইল অন্ধ চক্ষে নাহি দেখে।
সত্য পালি সেই রাজা গেল স্বর্গলোকে॥
ইক্ষ্বাকু নামেতে রাজা ছিল সূর্য্যবংশে।
ইক্ষ্বাকুর বংশ বলি সকলে প্রশংসে॥
পিতৃসত্য করিলেন ইক্ষ্বাকু পালন।
কনিষ্ঠ ভায়ের তরে দিল রাজ্যধন॥
পৃথ্বী ডুবাইতে পারে সিন্ধু নিজ নীরে।
সাগর না পারে সত্যপালনের তরে॥
দিবা সত্য করিলা আমারে দুই বর।
এখন কাতর কেন হও নৃপবর॥
নারীর মায়াব সন্ধি পুরুষে কি পায়।
দশরথ পড়িলেন কৈকেয়ীমায়ায়॥
ভূমে গড়াগড়ি রাজা যায় অভিমানে।
এতেক প্রমাদ কথা কেহ নাহি জানে॥
অধিবাস হইয়াছে জানে সর্ব্বজন।
সবে বলে বশিষ্ঠ হইল শুভক্ষণ॥
কালি শ্রীরামের হইয়াছে অধিবাস।
আজি কেন বিলম্ব সে না জানি আভাস॥
রাজার প্রতাপে হয় ত্রিভুবন বশ।
ভিতরে যাইতে কেহ না করে সাহস॥
পাত্রমিত্র বলে শুন সুমন্ত্র সারথি।
তোমা বিনা অন্তঃপুরে কারো নাহি গতি॥
ঝাট যাহ, সুমন্ত্র সারথি, অন্তঃপুরে।
সকল দেশের রাজা আসিয়াছে দ্বারে॥
রাম-অভিষেকে আসিয়াছে দেবগণ।
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার কি কারণ॥
সুমন্ত্র সারথি গেল সকলের বোলে।
দেখি রাজা অজ্ঞান লোটায় ভূমিতলে॥
সুমন্ত্র বলিছে কেন লোটাও রাজন্।
রামে রাজা করিতে হইল শুভক্ষণ॥
ত্রিলোকের রাজা সব আসিয়াছে দ্বারে।
বিলম্ব না কর, রাজা, চলহ বাহিরে॥
রাজা বলিলেন, পাত্র, না জান কারণ।
মোরে বধ করিতে কৈকেয়ীর যতন॥
বুকে শেল মারিয়াছে বলিয়া কুবাণী।
তার সত্যে বন্দী আমি হয়েছি আপনি॥
শীঘ্র রামে আন গিয়া আমার বচনে।
তুমি আমি রাম যুক্তি করি তিনজনে॥
কৈকেয়ী বলেন যাহ সুমন্ত্র ত্বরিত।
শীঘ্র রামে আন নহে বিলম্ব উচিত॥
শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সারথি।
উপস্থিত হইল যেখানে রঘুপতি॥
বাহিরে থুইয়া রথ গেল অন্তঃপুরে।
যোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে॥
কৈকেয়ীর সঙ্গে রাজা যুক্তি করি ঘরে।
পাঠাইলেন আমারে লইতে তোমারে॥
মুখ্যপাত্র সুমন্ত্র শ্রীরাম তাহা জানি।
গৌরবে দিলেন তাঁরে আসন আপনি॥
শ্রীরাম বলেন পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি।
বিলম্ব না করি আর চল যাত্রা করি॥
যাত্রাকালে শ্রীরাম বলেন শুন সীতা।
আমি রাজ্য পাইব বিমাতা চিন্তান্বিতা॥
কোন্ যুক্তি কুঁজী দিল বিমাতার তরে।
না জানি বিমাতা আজি কোন্ যুক্তি করে॥
রাজাসহ কৈকেয়ী কি করে অনুমান।
জানি আসি পিতা কি করেন সম্বিধান॥
সীতাস্থানে হইলেন শ্রীরাম বিদায়।
প্রকোষ্ঠ তিনেক সীতা অনুব্রজি যায়॥
বাটীর বাহির হইলেন রঘুনাথ।
চারিভিতে ধায় লোক করি যোড়হাত॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ দোঁহে চড়িলেন রথে।
দেখিতে সকল লোক ধায় চারিভিতে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইলেন নারী গর্ব্ভবতী।
লজ্জা ভয় নাহি মানে কুলের যুবতী॥
কি করিবে স্বামী কি করিবে ধনে জনে।
ঘুচিবে সকল পাপ রামদরশনে॥
সারি সারি লোক সবে দাণ্ডাইয়া চায়।
শ্রীরামের যত গুণ সর্ব্বলোকে গায়॥
বহু ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন রাজা।
জন্মে জন্মে, রাম, যেন করি তব পূজা॥
সর্ব্বক্ষণ দেখি যেন তোমার বদন।
সর্ব্বলোক মুক্ত হবে দেখিয়া চরণ॥
রূপ দেখি প্রজা কাঁদে মন নহে স্থির।
পিতৃপার্শ্বে গমন করেন রঘুবীর॥
এক প্রকোষ্ঠের বহিঃ রহেন লক্ষ্মণ।
ভিতর আবাসে রাম করেন গমন॥
দশরথরাজা ভূমে লোটে অভিমানে।
কৈকেয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে॥

শ্রীরাম বলেন, মাতা, কহ ত কারণ।
কেন পিতা বিষাদিত ভূমেতে শয়ন॥
কভু যদি করে কোপ হাসে আমা দেখে।
জিজ্ঞাসিলে আজি কেন কথা নাহি মুখে॥
কোন্ দোষ করিলাম পিতার চরণে।
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে॥
ভরতশত্রুঘ্ন দুই ভাই নাহি দেশে।
মাতুলের আলয়েতে রহিল প্রবাসে॥
বহু দিন গত না আইল দুইজন।
সেই মনোদুঃখে বুঝি বিরসবদন॥
কোন জন কিম্বা করিয়াছে অপরাধ।
ভূমে লোটাইয়া তেঁই করেন বিষাদ॥
তুমি বুঝি পিতারে কহিলা কটুবাণী।
সত্য করি কহ গো বিমাতা ঠাকুরাণি॥
কি করিবে রাজ্যভোগে পিতার অভাবে।
আমারে কহ গো সত্য প্রাণ পাই তবে॥
কি আজ্ঞা পিতার আমি করিব পালন।
সেই কথা, মাতা, মোরে করহ বর্ণন॥
আছুক পিতার কার্য্য তোমার বচনে।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ ছাড়ি কি ছার জীবনে॥
শ্রীরাম সরল সে কৈকেয়ী পাপ হিয়া।
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া॥
দৈত্যযুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জ্জর।
তাতে সেবিলাম দিতে চাহিলেন বর॥
বিস্ফোট হইল পুনঃ করি সেবাপূজা।
তাহে অন্য বর দিতে চাহিলেন রাজা॥
এক বরে ভরতে করিব দণ্ডধারী।
আর বরে, রাম, তুমি হও বনচারী॥
দুই বারে দুই বর আছে মম ধার।
মম ধার শুধি তাঁরে সত্যে কর পার॥
শিরে জটা ধরি তুমি পরিবা বাকল।
বনে চৌদ্দ বৎসর খাইবা মূলফল॥
শুনিয়া কহেন রাম সহাস্যবদনে।
তোমার আজ্ঞায়, মাতা, যাব আজি বনে॥
করিয়াছ কোন্ কাজে পিতারে মূর্চ্ছিত।
লঙ্ঘিতে তোমার আজ্ঞা নহে ত উচিত॥
আছুক পিতার কাজ তুমি আজ্ঞা কর।
তব আজ্ঞা সকল হইতে মহত্তর॥
তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন।
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন॥

ভরতেরে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ।
ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ॥
কোন দোষ নাহি, মাতা, তাহার শরীরে
ধন জন রাজ্যভোগ দেহ ভরতেরে॥
কৈকেয়ী বলেন, রাম, আগে যাহ বন।
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন॥
আমার কথাতে কোপ না করিহ মনে।
শিরে জটা ধরি তুমি আজি যাহ বনে॥
হেঁটমাথা করিয়া শুনেন মহারাজ।
কি কহিব কৈকেয়ীর নাহি ভয়লাজ॥
কৈকেয়ীর প্রতি রাম করেন আশ্বাস।
বিলম্ব নাহিক আজি যাব বনবাস॥
যাবৎ মায়েরে সীতা করি সমর্পণ।
তাবৎ বিলম্ব, মাতা, সহিবা এখন॥
ভূমে লোটাইয়া রাজা আছেন বিষাদে।
শুনেন দোঁহার বাক্য স্বপ্ন হেন বোধে॥
রামচন্দ্র পিতার চরণদ্বয় বন্দে।
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে॥
পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত।
'হা রাম' বলিয়া রাজা হলেন মূর্চ্ছিত॥
মুখে নাহি শব্দ রাজা হারায় চেতন।
হইলেন বাহির যে শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে।
প্রাণের দোসর মাত্র লক্ষ্মণ সে জানে॥
করেন কৌশল্যাদেবী দেবতাপূজন।
ধূপ ধুনা ঘৃতদীপ জ্বলিল তখন॥
নানা উপচারে রাণী পূরিয়াছে ঘর।
সাতশত সপত্নী সে ঘরের ভিতর॥
সবে মাত্র কৈকেয়ী নাহিক একজন।
সাতশত রাণী আর বহু নারীগণ॥
কৌশল্যার কাছে থাকে সাতশত রাণী।
রামজয় এই মাত্র শব্দ সদা শুনি॥
হেনকালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ করে রাণী পরম আনন্দে॥
তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্যদান।
সুপ্রসন্না রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ॥
নানাবিধ সুখ ভুঞ্জ হও চিরজীবী।
চিরকাল রাজ্য কর পালহ পৃথিবী॥
সেবিলাম শিবশিবা চরণকমলে।
তুমি পুত্র রাজা হও সেই পুণ্যফলে॥

শ্রীরাম বলেন মাতা হর্ষ কর কিসে।
হাঁতেতে আইল নিধি গেল দৈবদোষে॥
তুমি আমি সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ।
শোকসিন্ধুনীরে আজি মজি চারিজন॥
তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হই।
প্রমাদ পাড়িল, মাতা, বিমাতা কৈকেয়ী॥
বিমাতার বচনে যাইতে হৈল বন।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন॥
শুনিয়া পড়িল রাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া।
ডাকেন ত্বরিত রাম 'মা মা' বলিয়া॥
'মা মা' বলিয়া রাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকে।
মাতৃবধ করি বুঝি ডুবিনু নরকে॥
কৌশল্যারে ধরি তোলে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
বহুক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন॥
চৈতন্য পাইয়া রাণী বলে ধীরে ধীরে।
সকল বৃত্তান্ত সত্য বলহ আমারে॥
মোর দিব্য লাগে যদি ভাঁড়াও আমায়।
কি দোষে কৈকেয়ী বনে তোমারে পাঠায়॥
শ্রীরাম বলেন মাতা দৈবের ঘটন।
বিমাতার দোষ নাই বিধির লিখন॥
পিতৃসেবা বিমাতা করিল বারেবার।
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার॥
আজি আমি রাজা হব সকলের আগে।
শুনিয়া বিমাতা সেই দুই বর মাগে॥
এক বরে ভরতে করিতে দণ্ডধর।
আর বরে আমি যাই বনের ভিতর॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাই গতি।
বিমাতার সেবায় পিতার প্রীতি অতি॥
তুমি যদি সেবা, মাতা, করিতে পিতারে।
তবে কেন এত পাপ ঘটিবে তোমারে॥
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে।
ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা-অন্তরে॥
কাটিলে কদলী যেন লোটায় ভূতলে।
'হা পুত্র' বলিয়া রাণী রামপ্রতি বলে॥
গুণের সাগর পুত্র যার যায় বন।
সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন॥
রাজার প্রথম জায়া আমি মহারাণী।
চণ্ডালী হৈল মোর কৈকেয়ী সতিনী॥
ঘটাইল প্রমাদ কৈকেয়ী পাপীয়সী।
রাজারে কহিয়া রামে করে বনবাসী॥

সূর্য্যবংশরাজ্যে নাই অকালমরণ।
এই সে কারণে মম না যায় জীবন॥
পূজিলাম কত শত দেবদেবীগণে।
তার কি এ ফল, বাছা, তুমি যাও বনে॥
যত যত সূর্য্যবংশে রাজা জন্মেছিল।
বল দেখি স্ত্রীর বাক্যে কে হেন করিল॥
অযশ রাখিল রাজা নারীর বচনে।
স্ত্রীবাধ্য পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে॥
স্ত্রীর বাক্যে পুত্রে যিনি পাঠান কাননে।
এমন পিতার কথা না শুনিহ কাণে॥
লক্ষ্মণ বলেন সত্য তব কথা পূজি।
স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য পায় ইহা সবে ঘোষে।
হেন পুত্র বনে রাজা পাঠান কি দোষে॥
আগে রাজ্য দিয়া পরে পাঠান কাননে।
হেন অপযশ পিতা রাখেন ভূবনে॥
যাবৎ এ সব কথা না হয় প্রচার।
তাবৎ শ্রীরামচন্দ্র লহ রাজ্যভার॥
বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল।
করিয়াছে বাধ্য তাঁরে কৈকেয়ী কেবল॥
যদি রঘুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই।
ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোমারে দেওয়াই॥
আমি এই আছি, রাম, তোমার সেবক।
আজ্ঞা কর ভরতের কাটিব কটক॥
তুমি যদি হস্তে, প্রভু, ধর ধনুর্ব্বাণ।
তব রণে কোন্ জন হবে আগুয়ান॥
কৌশল্যা বলেন, রাম, কি বলে লক্ষ্মণ।
বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন॥
এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকাব।
ভরতের তরে দেহ সব রাজ্যভার॥
অন্য সত্য পালিতে নাহিক প্রয়োজন।
দেশে থাক, রাম, তুমি না যাইও বন॥
মায়ের বচন লঙ্ঘি পিতৃবাক্য ধর।
পিতা হৈতে মাতা তব অতি মহত্তর॥
গর্ভে ধরি দুঃখ পায় স্তন দিয়া পোষে।
হেন মাতৃ-আজ্ঞা, রাম, লঙ্ঘ তুমি কিসে॥
বাপের বচন রাখ লঙ্ঘ মাতৃবাণী।
কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, শুন এক কথা।
পিতা অতিশয় মান্য তোমার দেবতা॥

দেখহ পরশুরাম পিতার কথায়।
অস্ত্রাঘাত করিলেন মায়ের মাথায়॥
পিতার আজ্ঞায় অষ্টাবক্রের গোবধ।
সগর জন্মায় পুত্রগণের আপদ॥
সত্য না লঙ্ঘেন পিতা সত্যেতে তৎপর।
মম দুঃখে পিতা কত হবেন কাতর॥
পিতৃসত্য আমি যদি না করি পালন।
বৃথা রাজ্যভোগ মম বৃথাই জীবন॥
বর্জ্জিবেন বিমাতারে পিতা লয় মনে।
করিহ তাঁহার সেবা তুমি রাত্রিদিনে॥
কৌশল্যা বলেন, রাম, সত্যে যাও বন।
তুমি বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন॥
মাতৃবধ করিলে হইবে তব পাপ।
মাতৃবধপাপে রাম বড় পাবে তাপ॥
পিতৃসত্য পালিবা সে মায়ের মরণে।
কোন্ পাপ বড়, রাম, ভাব দেখি মনে॥
আস্ফালন লক্ষ্মণ করেন অতিশয়।
শ্রীরাম বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয়॥
যত যত্ন কর তুমি রাজ্য লইবারে।
তত যত্ন করি আমি যাইতে কান্তারে॥
বিমাতার দোষ নাহি দোষী নহে কুঁজী।
সকল দেখিবা, ভাই, বিধাতার বাজি॥
বিমাতা জানেন ভাল আমাব চরিত।
জানিয়া শুনিয়া করিলেন বিপরীত॥
ভরত হইতে তাঁর আমাপ্রতি আশা।
বিমাতার দোষ নাই আমার দুর্দ্দশা॥
যে দিন যে হবে তাহা বিধি সব জানে।
দুঃখ না ভাবিহ, ভাই, ক্ষমা দেহ মনে॥
দুঃখ না ভুঞ্জিলে কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
দুঃখ সুখ দেখ, ভাই, ললাটলিখন॥
প্রবোধ না মানে কালসর্প যেন গর্জ্জে।
সুমিত্রাকুমার শিশু ঘন ঘন তর্জ্জে॥
ধনুকেতে গুণ দিয়া ফিরে চারিভিতে।
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর লাগিল করিতে॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাসী।
রাজ্যভোগ ত্যজি ফলমূল-অভিলাষী॥
সন্ন্যাস তপস্যা যত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।
ক্ষত্রিয়ের সদা যুদ্ধ সেই তার ধর্ম্ম॥
ক্ষত্রিয় কোথায় কে করেছে বনবাস।
শত্রুর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য-আশ॥
সবে জানে বিমাতা শত্রুর মধ্যে গণি।
তার বাক্যে রাজ্য ছাড়ে কোথাও না শুনি॥
তোমা বিনা পিতার মনেতে নাই আন।
তুমি বনে গেলে রাজা ত্যজিবেন প্রাণ॥
তোমা বিনা যাইবেন রাজা পরলোকে।
প্রাণ ত্যজিবেন মাতা তোমা পুত্রশোকে॥
এই শোকে পিতামাতা মরিবে দুজনে।
পিতামাতাবধ তুমি কর কি কারণে॥
অকারণে হের এ আজানু বাহুদণ্ড।
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড॥
অকারণে ধরি খড়্গ চর্ম্ম ভল্ল শূল।
আজ্ঞা কর ভরতেরে করিব নির্ম্মূল॥
সকল হইল ব্যর্থ এ সব সম্পদ।
আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ॥
শ্রীরাম বলেন তার নাহি অপরাধ।
ভরত না জানে কিছু এ সব প্রমাদ॥
অকারণ ভরতেরে কেন কর রোষ।
বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা তাহার কি দোষ॥
রামেরে প্রবোধ দেন কৌশল্যা লক্ষ্মণ।
দয়াময় রাম নাহি শুনেন বচন॥
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধবচন।
আজ্ঞা কর, মাতা, আজি যাই আমি বন॥
কৌশল্যা কহেন রামে সজল নয়নে।
না জানি হইবে কবে দেখা তব সনে॥
যে মন্ত্র কৌশল্যা পেয়েছিল আরাধনে।
সেই মন্ত্র দিল রাণী শ্রীরামের কাণে॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে থাকিবে কুশলে।
অষ্টলোকপাল রাখ আমার ছাওয়ালে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখুন কার্ত্তিক গণপতি।
লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্ব্বতী॥
একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ যে রবি।
জলে স্থলে রক্ষা তোমা করুন পৃথিবী॥
চৌদ্দ বর্ষ যদি রহে আমার জীবন।
তবে তোমা সনে মম হবে দরশন॥
বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণসহ সীতাসম্ভাষণে॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা, নিজ কর্ম্মদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে॥
বিবাহ করিয়া এক বর্ষ আছি ঘরে।
হেন কালে বিমাতা ফেলিল মহা ফেরে॥

তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রিদিনে॥
জানকী বলেন সুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা, প্রভু, আমি যাই তথা॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ কেন একা হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব সঙ্গে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবা যদি দাসী থাকে পাশে॥
যদি বল, সীতা, বনে পাবে নানা দুখ।
শত দুঃখ ঘুচে যদি দেখি তব মুখ।
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি॥
শ্রীরাম বলেন শুন জনকদুহিতে।
বিষম দণ্ডক বন না যাইহ সাথে॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস॥
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক মনসুখে।
ফলমূল খাইয়া কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে॥
তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কোমল।
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণকমল॥
তুমি আমি দোঁহে হব বিকৃতি আকৃতি।
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ গেলে দেখ বুঝি মনে।
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দুজনে॥
চিন্তা না করিহ, কান্তে, ক্ষান্ত হও মনে।
বিষম রাক্ষসগুলা আছে সেই বনে॥
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে॥
পণ্ডিত হইয়া বল অবুঝের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায়॥
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
বল তায় বীর বলে কোন্ ধীর জনে॥
রাজ্য নিতে ভরত না করিল অপেক্ষা।
তার রাজ্যে স্ত্রী তোমার কিসে পায় রক্ষা।
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশকাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে॥
তব সঙ্গে থাকি যদি ধূলি লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব সঙ্গে থাকি যদি পাই তরুমূল।
স্বর্গধাম নহে কভু তার সমতুল।
তব দুঃখে দুঃখ মম সুখে সুখ ভার।
আহারে আহার আর বিহারে বিহার॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন।
শ্যামরূপ নিরখিয়া করি নিবারণ॥
বহুতীর্থ দেখিব অনেক তপোবন।
নানাবিধ পর্ব্বতে করিব আরোহণ॥
যখন পিতার ঘরে ছিলাম শৈশবে।
বলিতেন আমাকে দেখিয়া মুনি সবে॥
শুন হে, জনকরাজ, তোমার দুহিতা।
করিবেন বনবাস পতির সহিতা॥
ব্রাহ্মণের কথা কভু না হয় খণ্ডন।
বনবাস আছে মম ললাটে লিখন॥
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপবিমোচন॥
শ্রীরাম বলেন বুঝিলাম তব মন।
তোমায় পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ॥
বনে বাস হেতু হইয়াছে তব মন।
খসাইয়া ফেলহ গায়ের আভরণ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে।
খুলিলেন অলঙ্কার যে ছিল শরীরে॥
সম্মুখে দেখেন যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তা সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ॥
আভরণ অর্পিয়া বলেন সীতা বাণী।
ভূষণ পরেন যেন তোমার ব্রাহ্মণী॥
সীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু বস্ত্র ধন।
সে সকল করিলেন তিনি বিতরণ॥
শ্রীরাম বলেন শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন॥
দাস দাসী সবাকারে করিহ জিজ্ঞাসা।
রাজ্য লইবারে, ভাই, না করিহ আশা॥
পিতামাতা কাতর হবেন মম শোকে।
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে॥
যেই তুমি সেই আমি শুনহ লক্ষ্মণ।
একেরে দেখিলে হয় শোকপাসরণ॥

লক্ষ্মণ বলেন আমি হই অগ্রসর।
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর॥
যেই তুমি সেই আমি বিধি তাহা জানে।
যদি আমি থাকি হেথা কি করিবে বনে॥
সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে।
সেবকে ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুইজনে॥
রাজার কুমারী সীতা দুঃখ নাহি জানে।
সেবক বিহনে দুঃখ পাবেন কাননে॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, যদি যাবে বন।
বাছিয়া ধনুকবাণ লহ রে লক্ষ্মণ॥
বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে।
ধনুর্ব্বাণ লহ যেন জয়ী হও রণে॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
ভাল ভাল বাণ সব বান্ধিলা বিস্তর॥
শ্রীরাম বলেন বলি, লক্ষ্মণ, তোমারে।
তল্লাস করহ ধন কি আছে ভাণ্ডারে॥
ধনে আর আমার নাহিক প্রয়োজন।
ব্রাহ্মণ-সজ্জনে দেহ যত আছে ধন॥
মুনি ঋষি আদি করি কুলপুরোহিত।
তা সবারে ধন দিয়া তোষহ ত্বরিত॥
বাছিয়া বাছিয়া আন কুলীন ব্রাহ্মণ।
যেবা যত চাহে তারে দেহ তত ধন॥
যতেক দরিদ্র আছে ভিক্ষা মাগি খায়।
তা সবারে দেহ ধন যেবা যত চায়॥
মম দুঃখে যত লোক হইবেক দুঃখী।
চতুর্দ্দশ বর্ষ যেন হয় তারা সুখী॥
পাইলা লক্ষ্মণ যদি শ্রীরাম-আদেশ।
তাঁহার সম্মুখে ধন আনেন অশেষ॥
ভাণ্ডার করেন শূন্য ধনবিতরণে।
সবারে তোষেণ রাম মধুরবচনে॥
আমা লাগি তোমরা না করিহ ক্রন্দন।
করিবে ভরত ভাই সবারে পালন॥
কোন দোষ নাহি ভাই ভরতশরীরে।
বড় তুষ্ট আছি আমি তার ব্যবহারে॥
নানা রত্ন করিলেন রাম পরিহার।
দানে শূন্য করিলেন শতেক ভাণ্ডার॥
সকল ভাণ্ডার শূন্য আর নাহি ধন।
হেনকালে বার্ত্তা পায় ত্রিজট ব্রাহ্মণ॥
বড়ই দরিদ্র সে ত্রিজট নাম ধরে।
দানকথা শুনিয়া সে ধড়ফড় করে॥
চলিতে শকতি নাই চক্ষু ক্ষীণ হয়।
ব্রাহ্মণী তাঁহাকে হিত উপদেশ কয়॥
দীনেরে করেন ধনী রাম দিয়া ধন।
তুমি আমি বুড়া বুড়ী মরি দুইজন॥
তুমি বৃদ্ধ আমি নারী দুঃখ যে অপার।
কে আর পুষিবে কোথা মিলিবে আহার॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ তবে নড়ি ভর করে।
অতি কষ্টে গিয়া কহে রামের গোচরে॥
আমি দ্বিজ দরিদ্র ত্রিজট নাম ধরি।
বৃদ্ধকালে ব্রাহ্মণীকে পুষিতে না পারি॥
পুত্র নাহি আমারে কে করিবে পালন।
অনাহারে বুড়াবুড়ী মরি দুই জন॥
নড়ি ভর করিয়া যে আইনু সম্প্রতি।
তোমা বিনা দরিদ্রের আর নাহি গতি॥
শ্রীরাম বলেন, দ্বিজ, আসিয়াছ শেষে।
ধন নাই লক্ষ ধেনু লয়ে যাও দেশে॥
ধেনুদান পাইয়া দ্বিজ হরিষ অন্তরে।
কাপড় আঁটিয়া যায় পালের ভিতরে॥
দৃঢ় করি চুল বান্ধি নড়ি করি হাতে।
পালেতে প্রবেশ করে উঠিতে পড়িতে॥
বুড়ার বিক্রম দেখি ভাবে সর্ব্বজনে।
ধেনুতে মারিবে নাকি এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে॥
হাসিয়া বিহ্বল কেহ কেহ বা বিষাদ।
ব্রহ্মবধ হেতু রাম পড়িলা প্রমাদ॥
শ্রীরাম বলেন, দ্বিজ, কহিতে ডরাই।
না পারিবে লইবারে এক লক্ষ গাই॥
এক ধেনু লইতে তোমার এ সঙ্কট।
মরিবারে যাহ কেন ধেনুর নিকট॥
ধেনুর সহিত দান দিলাম গোয়াল।
গোয়ালে রাখিবে ধেনু থাকে যতকাল॥
অনুমানে জানি তুমি বড়ই নির্ধন।
আজ্ঞা কর দিতে পারি আর কিছু ধন॥
দ্বিজ বলে, প্রভু, নাহি চাহি আর ধন।
ধেনুধন বিনা নাহি অন্য প্রয়োজন॥
বুড়াবুড়ী ধেনুদুগ্ধ খাইব অপার।
কত দুগ্ধ বিকি দিয়া পূরিব ভাণ্ডার॥
অনাথের নাথ তুমি সকলের গতি।
কহিতে তোমার গুণ কাহার শকতি॥
এক লক্ষ ধেনু লৈয়া দ্বিজ গেল দেশে।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

শ্রীরামলক্ষ্মণ ও সীতার বনে যাত্রা ও শৃঙ্গবের পুরে গমন

রামের প্রসাদে বাড়ে সবার ঐশ্বর্য্য।
দরিদ্র হইল ধনী শুনিতে আশ্চর্য্য॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাসে॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিনজন হইলেন পুরীর বাহির॥
স্ত্রীপুরুষ কান্দে যত অযোধ্যানগরী।
জানকীর পাশে যায় অযোধ্যার নারী॥
যে সীতা না দেখিতেন সূর্য্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যান দেখে সর্ব্বজন॥
যেই রাম ভ্রমেণ সোণার চতুর্দ্দোলে।
হেন প্রভু রাম পথ বাহেন ভূতলে॥
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি।
হাহাকা'র করে বৃদ্ধবালকরমণী॥
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে।
বিদায় হইতে যান পিতার চরণে॥
বুদ্ধি নাই ভূপতির হরিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে গেলে তাঁর কিসে বাঁচে প্রাণ॥
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্রে হায় কৈল বনবাসী॥
মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ।
বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ॥
জানকী সহিত যান রাম তপোবন।
রাজ্যসুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ॥
পুরীশুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সনে।
চৌদ্দবর্ষ একঠাঁই থাকি গিয়া বনে॥
অযোধ্যার ঘরদ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভরতে লইয়া॥
শৃগাল ভল্লুক থাক অযোধ্যানগরে।
মায়ে পোয়ে রাজত্ব করুক একেশ্বরে॥
এইরূপ শ্রীরামেরে সকলে বাখানে।
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিনজনে॥
প্রকোষ্ঠের বাহিরে রহেন তিনজন।
আবাস ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন॥
ভূপতি বলেন রে কৈকেয়ি ভুজঙ্গিনী।
তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি॥
রঘুবংশক্ষয় হেতু আইলি রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাসী॥
কেমনে দেখিব আমি রাম যায় বন॥
রাম বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন॥
প্রাণ যাক তাহে মম নাহি কোন শোক
আমারে স্ত্রীবশ বলি ঘুষিবেক লোক॥
বড় বড় রাজা আমি জিনিলাম রণে।
দেবদৈত্যগন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে মোর বাণে॥
যেই রাজা জিনিলেক দানব সম্বর।
যারে একাসনে স্থান দেন পুরন্দর॥
হেন দশরথ রাজা স্ত্রী লাগিয়া মরে।
এই অপকীর্ত্তি মোর থাকিল সংসারে॥
স্ত্রীবশ না হইবে অন্য কোন নর।
আমার মরণে লোক শিখিল বিস্তর॥
বর্জ্জিবে ভরত তোরে এই অনাচারে।
আমি বর্জ্জিলাম তোরে আর ভরতেরে॥
আজি হৈতে তোরে আমি করিনু বর্জ্জন।
ভরতের না লইব শ্রাদ্ধ বা তর্পণ॥
থাকি অন্য প্রকোষ্ঠেতে তাঁরা তিনজন।
শুনেন রাজার সর্ব্ব বিলাপবচন॥
রাজার দুখেতে দুঃখী শ্রীরামলক্ষ্মণ।
রাজার ক্রন্দনে কান্দেন ভাই দুইজন॥
আবাস ভিতরে বসে কান্দেন ভূপতি।
হেনকালে উপনীত সুমন্ত্র সারথি॥
যোড়হাতে বার্ত্তা কহে রাজার গোচর।
নিবেদন অবধান কর নৃপবর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা যায় আজি বনে।
বিদায় হইতে আইলেন তিনজনে॥
ভূপতি বলেন, মন্ত্রী, নাহি মম জ্ঞান।
সাত শত মহারাণী আন মোর স্থান॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি।
সাত শত মহাদেবী আনে শীঘ্রগতি॥
সাত শত মহারাণী চারি দিকে বৈসে।
তারাগণমধ্যে যেন চন্দ্রমা প্রকাশে॥
সুমন্ত্র রাজাজ্ঞামতে চলিল তখন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আনে তিনজন॥
যোড়হাতে বন্দে রাম পিতার চরণে।
আজ্ঞা কর বনে যাই এই তিনজনে॥
মাথায় ঘা মারে রাজা করে হাহাকার।
মম সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর॥

এথা না রহিব আমি না রবে জীবন।
তোমার সহিত রাম যাব তপোবন॥
শ্রীরাম বলেন পিতা এ নহে বিহিত।
পুত্রসঙ্গে পিতা যায় এ নহে উচিত॥
ভূপতি বলেন রাম থাক একরাতি।
একরাত্রি তব সনে করিব বসতি॥
ভালমতে দেখিব তোমার সুবদন।
পুনর্ব্বার মুখচন্দ্র না হবে দর্শন॥
শ্রীরাম বলেন যদি নিশ্চিত গমন।
একরাত্রি লাগি কেন সত্য উল্লঙ্ঘন॥
আজি আমি বনে যাব আছে এ নির্ব্বন্ধ
না গেলে বিমাতা মনে ভাবিবেন মন্দ॥
আজি হতে অন্ন করিলাম বিসর্জ্জন।
বনে গিয়া ফলমূল করিব ভক্ষণ॥
তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃসত্য পালিয়া শোধয়ে পিতৃধার॥
ভূপতি বলেন শুন সুমন্ত্র বচন।
অশ্বহস্তী সঙ্গে দেহ বহুমূল্য ধন॥
অরণ্যের মধ্যে আছে বহু পুণ্যস্থান।
ব্রাহ্মণ তপস্বী দেখি করিও প্রদান॥
যদি ধন দিতে রাজা করেন আশ্বাস।
কৈকেয়ী অন্তরে দুঃখী ছাড়িল নিশ্বাস॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল শুষ্ক ম্লান হৈল মুখ।
রাজারে পাড়িল গালি পেয়ে মনে দুখ॥
ভরতেরে রাজ্য দিতে করি অঙ্গীকার।
কুটিল হৃদয় কর অন্যথা তাহার॥
তব বংশে ছিলেন সগর মহাশয়।
অসমঞ্জ পুত্রে বর্জ্জে প্রধান তনয়॥
রামেরে বর্জ্জিতে আজি মনে লাগে ব্যথা।
আপনি করিয়া সত্য করিলা অন্যথা॥
এত যদি ভূপতিরে বলিলা কৈকেয়ী।
নৃপতি বলেন শুন, পাপীয়সি, কহি॥
সগরের পুত্র অসমঞ্জ দুরাচার।
গলা চাপি বালকেরে করিত সংহার॥
তার মাতাপিতা দুঃখ পায় পুত্রশোকে।
জানাইল সগর রাজারে প্রজালোকে॥
তব রাজ্য ছাড়ি, রাজা, যাব অন্য দেশ।
অসমঞ্জ প্রজাগণে দেয় বড় ক্লেশ॥
কেমনে থাকিবে প্রজা যে দেশ এমন।
প্রজা যদি চাও পুত্রে করহ বর্জ্জন॥
অসমঞ্জে বর্জ্জে রাজা লোক-অনুরোধে॥
শ্রীরামেরে বর্জ্জি আমি কোন্ অপরাধে॥
জগতের হিত রাম জগৎজীবন।
হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন॥
তখন বলেন রাম পিতৃবিদ্যমানে।
ভাল যুক্তি মাতা বলিলেন তব স্থানে॥
রাজ্য ছাড়ি যাহার যাইতে হয় বন।
অশ্বহস্তীধনে তার কোন্ প্রয়োজন॥
গাছের বাকল পরি দণ্ড করি হাতে।
জানকী লক্ষ্মণ মাত্র যাইবেক সাথে॥
বাকল পরিবে রাম কৈকেয়ী তা শুনে।
বাকল রাখিয়াছিল দিল ততক্ষণে॥
বাকল আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
কান্দেন বাকল দেখি রাজা দশরথে॥
লক্ষ্মণের সীতার বাকল তিনখানি।
রোদন করেন দেখি সাত শত রাণী॥
অশ্রুজল সবাকার করে ছল ছল।
কেমনে পরিবে সীতা গাছের বাকল॥
হরি হরি স্মরণ করয়ে সর্ব্বলোকে।
বজ্রাঘাত হয় যেন ভূপতির বুকে॥
সবে বলে, কৈকেয়ি, পাষাণ তোর হিয়া।
তিলেক না হয় দয়া রামেরে দেখিয়া॥
একজনে দংশিয়া দংশিলি তিনজনে।
লক্ষ্মণসীতারে কেন পাঠাইলি বনে॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যান বন।
জানকী লক্ষ্মণ যান কিসের কারণ॥
বধূর বাকল দেখি রাজার ক্রন্দন।
পাত্রমিত্র বলেন সতী পরুন বসন॥
পিতৃসত্য পুত্র পালে বধূর কি দায়।
পতিব্রতা সীতাদেবী পশ্চাৎ গোড়ায়॥
নানা রত্নে পূর্ণিত যে রাজার ভাণ্ডার।
সুমন্ত্র শুনিয়া আনে দিব্য অলঙ্কার॥
জানকী পরেন তাড় তোড়ল নূপুর।
মকর কুণ্ডল হার অপূর্ব্ব কেয়ূর॥
মণিময় মালা আর বিচিত্র পাশুলি।
হীরক অঙ্গুরী পরি শোভিল অঙ্গুলি॥
দুই হাতে শঙ্খ তাঁর অদ্ভুতনির্ম্মাণ।
করিলেন ইত্যাদি ভূষণ পরিধান॥
পট্টবস্ত্র পরিলেন অতি মনোহর।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ধরিল সুন্দর॥

যেমন ভূষণ তাঁর তেমনি আকার।
শ্বশুরে জানকীদেবী করে নমস্কার॥
বিদায় হইয়া সীতা শ্বশুরচরণে।
যোড় হাত করি রহে শ্বশ্রূবিদ্যমানে॥
কৌশল্যা বলেন, সীতা, শুন সাবধানে।
স্বামিসেবা সতত করিবে রাত্রিদিনে॥
রাজবহুয়ারী তুমি রাজার কুমারী।
তোমার আচারে আচরিবে অন্য নারী॥
নিধন হউক স্বামী অথবা সধন।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নহে মন॥
জানকী বলেন গো কৌশল্যা ঠাকুরাণি।
স্বামিসেবা করিতে যে আমি ভাল জানি॥
স্বামিসেবা করি মাত্র এই আমি চাই।
তেকারণে, ঠাকুরাণি, বনবাসে যাই॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছি যত পিতৃঘরে।
ইতর স্ত্রীলোক প্রায় না ভাব আমারে॥
মায়ের অধিক যে আমার ভাব ব্যথা।
হিত উপদেশ তেঁই শিখাইল মাতা॥
তাঁর কথা শুনিয়া কহেন মহারাণী।
তোমা হেন বধূ আমি ভাগ্য করি মানি॥
বধূরে প্রবোধ দিয়া বুঝান শ্রীরামে।
সতর্ক থাকিহ, রাম, মুনির আশ্রমে॥
জানকীর রূপে চমৎকৃত ত্রিভুবন।
সাবধান হইও, রাম, ভয়ানক বন॥
সুমিত্রা বলেন শুন তনয় লক্ষ্মণ।
দেবজ্ঞান রামেরে করিহ সর্ব্বক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরাণী॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুমিত্রা সতাই।
আশীর্ব্বাদ কর আমি বনবাসে যাই॥
বনেতে তিনেতে তিন থাকিব দোসর।
ত্রিভুবনে আমার কাহারে নাই ডর॥
বন্দেন সবারে রাম যত রাজরাণী।
সবাকার ঠাঞি রাম মাগেন মেলানি॥
নমস্কার করিলেন কৈকেয়ীচরণে।
অনুমতি কর, মাতা, আমি যাই বনে॥
ভালমন্দ বলিয়াছি দুরক্ষর বাণী।
মনে কিছু না করিহ দেহ গো মেলানি॥
পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী তাহে অতি ক্রূরমতি।
ভালমন্দ না বলিল শ্রীরামের প্রতি॥

মায়েরে সঁপেন রাম নৃপতির পায়।
যাবৎ না আসি, পিতা, পালিহ মাতায়॥
রাজা বলিলেন যদি রহে এ জীবন।
তবে ত তোমার মায়ে করিব পালন॥
আমার এ আজ্ঞা, রাম, না কর লঙ্ঘন।
তিন দিন রথে চড়ি করহ গমন॥
রাজাজ্ঞায় রথ আনে সুমন্ত্র সারথি।
তিন দিন রথে যাইবেন রঘুপতি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন রথে।
তোলেন আয়ুধ নানা লক্ষ্মণ তাহাতে॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া শ্রীরাম যান বনে।
পাছে পাছে কত ধায় স্ত্রীপুরুষগণে॥
ভাঙ্গিল সকল রাজ্য অযোধ্যানগরী।
শ্রীরামের পাছে ধায় সব অন্তঃপুরী॥
ডাক দিয়া সুমন্ত্রে বলিছে সর্ব্বজন।
রথ রাখ শ্রীরামের দেখি চন্দ্রানন॥
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি রাজা ঊর্দ্ধশ্বাসে ধান।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কত দূরে যান॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুমন্ত্র সারথি।
দেখিতে না পারি আমি পিতার দুর্গতি॥
রথের করাও তুমি ত্বরিত গমন।
পিতার সহিত যেন না হয় দর্শন॥
সুমন্ত্র বলেন আজ্ঞা না করিব আন।
এক বাক্য বলি আমি কর অবধান॥
ভাঙ্গিল রাজার সঙ্গে অযোধ্যানগরী।
রথের পশ্চাতে ওই দেখ সর্ব্ব পুরী॥
রাজার সহিত যদি হয় দরশন।
তবে না দেশেতে লোকে করিবে গমন॥
শ্রীরাম বলেন বলি সুমন্ত্র তোমারে।
প্রয়োজন নাহি মোর রাজ্য করিবারে॥
মম বাক্য আপনি না পার লঙ্ঘিবারে।
ঝাট রথ চালাহ না দেখা দিব কারে॥
শ্রীরামের আজ্ঞামতে সুমন্ত্র সারথি।
রথখান চালাইল পবনের গতি॥
কত দূরে গিয়া রথ হৈল অদর্শন।
ভূমিতে পড়েন রাজা হয়ে অচেতন॥
রাজারে ধরিয়া তোলে অমাত্য সকল।
শরীরের ধূলি ঝাড়ে মুখে দেয় জল॥
একদিন শোকে তাঁর মূর্ত্তি হৈল ম্লান।
রাজার জীবন নাই করে অনুমান॥

রাহুতে গিলিলে চন্দ্রে হয় যে মূরতি।
কৃষ্ণবর্ণ হৈল রাজার আকৃতি প্রকৃতি॥
রাজারে ধরিয়া সবে লৈয়া গেল দেশ।
অন্তঃপুরমধ্যে তাঁরে করায় প্রবেশ॥
গড়াগড়ি দশরথ যায় ভূমিতলে।
হেনকালে কৈকেয়ী রাজারে ধরি তোলে
রাজা বলে নাহি ছুঁস রে কালসাপিনী।
স্ত্রী হইয়া স্বামীকে বধিলি চণ্ডালিনী॥
প্রথমে যখন ছিলি কৈকেয়ী যুবতী।
রাত্রিদিন থাকিতিস আমার সংহতি॥
তাহার কারণ এই হইল প্রকাশ।
রামছাড়া করিয়া করিলি সর্ব্বনাশ॥
গেলেন শোকার্ত্ত রাজা কৌশল্যার ঘর।
দোঁহার হইল শোক একই সোসর॥
রাত্রিদিন নাহি ঘুচে দোঁহার ক্রন্দন।
এক শোকে কাতর হইলেন দুজন॥
মুনি বেদ ছাড়িলেন যোগী ছাড়ে যোগ।
পাবক আহুতি ছাড়ে প্রজা ছাড়ে ভোগ।
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস।
রন্ধন ভোজন নাই লোকে উপবাস॥
যামিনীতে কামিনী না যায় পতিপাশ।
সংসার হইল শূন্য সকলে নিরাশ॥
রাত্রিদিন কান্দে লোকে করে জাগরণ।
গেলেন তমসাকূলে শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
নানা বনফুল ফোটে সে নদীর কূলে।
রাজহংস ক্রীড়া করে তমসার জলে॥
সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন রাম।
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম॥
রথ অশ্ব স্নান করাইল তার জলে।
জলপান করাইয়া বান্ধে তার কূলে॥
অস্তগিরিগত রবি বেলার বিরাম।
তমসার জলে স্নান করেন শ্রীরাম॥
কমণ্ডলু ভরি জল আনিল লক্ষ্মণ।
রামসীতা দুইজনে পাখালে চরণ॥
লক্ষ্মণ বৃক্ষের তলে বিছাইল পাতা।
করিলেন তাহাতে শয়ন রামসীতা॥
হাতেধনু লক্ষ্মণ রহিল জাগরণে।
প্রীতি পাইলেন রাম লক্ষ্মণের গুণে॥
তমসার কূলেতে বঞ্চেন একরাতি।
প্রভাতে যোগায় রথ সুমন্ত্র সারথি॥
প্রাতঃস্নান আদি করি নিয়ম আচার।
হইলেন শ্রীরাম তমসা নদী পার॥
যেখানে যেখানে শ্রীরামের রথ রয়।
তথাকার লোক আসি লয় পরিচয়॥
বৃদ্ধকালে দশরথ বাধ্য বনিতার।
হেন পুত্র পুত্রবধূ পাঠায় কান্তার॥
যেখানে শুনেন রাম পিতার নিন্দন।
করেন সে স্থান হতে ত্বরিত গমন॥
তমসা ছাড়িয়া আর গোমতী প্রভৃতি।
নদী পার হইলেন রাম মহামতি॥
জলে হংস কেলি করে অতি সুশোভন।
সেই নদী পার হৈলা শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতে, সর্ব্বত্র বিদিত।
ইক্ষ্বাকুর রাজ্য এই দেখ সুশোভিত॥
এই দেশে ইক্ষ্বাকু ধরিল ছত্রদণ্ড।
মম পূর্ব্বপুরুষের দেখ রাজ্যখণ্ড॥
যথা যথা যান রাম প্রসন্নহৃদয়।
সে দেশের যত লোক আসি নিবেদয়॥
তোমার বিহনে রাম রাজ্যের বিনাশ।
কোন্ বিধি সৃজিল তোমার বনবাস॥
সবাকারে রামচন্দ্র দিলেন মেলানি।
ভালবাস আমারে তোমরা ভাল জানি॥
করিয়া রাজার নিন্দা সবে যায় ঘরে।
পিতৃনিন্দা শুনি রাম গেলেন অন্তরে॥
পক্ষী হেন উড়ে রথ যায় নানা দেশ।
কোশলের রাজ্যে রাম করেন প্রবেশ॥
শ্রীরাম বলেন শুন জানকি সুন্দরি।
মম মাতামহের আছিল এই পুরী॥
পুত্রবৎ করিলেন প্রজার পালন।
গঙ্গাতীরে দিয়াছেন ব্রাহ্মণশাসন॥
নগরের মধ্যে গঙ্গা শোভে কুতূহলে।
সারি সারি যজ্ঞকুণ্ড তার দুই কূলে॥
কদলী গুবাক নারিকেল আম্র আর॥
দুই তীরে রোপিয়াছে শোভিত অপার॥
দুই কূলে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি।
দুই কূলে স্নান করে যত ঋষি মুনি॥
সুমন্ত্রের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
গঙ্গাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম॥
সুমন্ত্র লক্ষ্মণ দোঁহে দিলা অনুমতি।
রথ হৈতে উলিলেন চারি মহামতি॥

রাম সীতা লক্ষ্মণ বৈসেন বৃক্ষমূলে।
সুমন্ত্র চালায় অশ্ব জাহ্নবীর কূলে॥
ভাস্কর পশ্চিমে যান বেলা-অবশেষে।
তখন গেলেন রাম শৃঙ্গবের দেশে॥
শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হৃষ্টমতি।
বলিতে লাগিলা তবে লক্ষ্মণের প্রতি॥
গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিত।
আমারে পাইলে মিতা হবে হরষিত॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুমন্ত্র সারথি।
মিতার বাটীতে আমি থাকি একরাতি॥
কহিব শুনিব বাক্য দোঁহে দোঁহাকার।
বিশেষতঃ জানিব পথের সমাচার॥
নানাবিধ ফল খাব কদলীকাঁঠাল।
সুরঙ্গ নারঙ্গী আদি পাইব রসাল॥
রাম বনে যাইতে রহেন সেই দেশে।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাসে॥



সুমন্ত্রের বিদায়গ্রহণ

যোড়হাত করি বলে সুমন্ত্র সারথি।
আমাকে কি আজ্ঞা কর করি অবগতি॥
শুনিয়া বলেন রাম কমললোচন।
রথ লৈয়া দেশে তুমি করহ গমন॥
তিনদিন রথে আসি পিতার আদেশে।
তিনদিন অতীত হইল যাহ দেশে॥
আর তিনদিনে যাবে অযোধ্যানগর।
সকল কহিবা গিয়া পিতার গোচর॥
বৃদ্ধ পিতা ছাড়িয়া হইনু দেশান্তরী।
এমত দারুণ শোক কিমতে পাসরি॥
পিতৃসেবা না করিলাম থাকিয়া নিকটে।
কোথাও না দেখি হেন কোন জনে ঘটে॥
প্রাণের ভরত ভাই থাকে সে বিদেশে।
ভরতে আনিয়া রাজ্য করিবে হরিষে॥
যত দিন ভরত এ কথা নাহি শুনে।
তত দিন রবে মাতামহের ভবনে॥
মায়ের চরণে জানাইবে নমস্কার।
আমা হেতু শোক যেন না করেন আর॥
রাত্রিদিন সেবা যেন করেন পিতার।
মোরে পাসরিবে মাতা দেখিয়া সংসার॥

পরিহার জানাইবে কৈকেয়ীর প্রতি।
তাঁর কিছু দোষ নাই শুধু দৈবগতি॥
পিতার চরণে জানাইও সমাচার।
অস্থির হইলে তিনি মজিবে সংসার॥
তুমি হেন মহাপাত্র সুমন্ত্র সারথি।
ইষ্টকুটুম্বের ঠাঁই জানাবে মিনতি॥
রামেরে সুমন্ত্র কহে করিয়া ক্রন্দন।
আর কত দিনে, রাম, পাব দরশন॥
বিদায় হইয়া যায় সুমন্ত্র কান্দিয়া।
অতি শীঘ্রগতি গেল রথ চালাইয়া॥



জয়ন্ত কাকের নেত্রবিদ্ধকরণ

সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া শ্রীরাম চিন্তিত।
মন্ত্রণা করেন সীতা লক্ষ্মণ সহিত॥
হেথা হৈতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ।
এখানে থাকিলে নিতে আসিবে ভরত॥
সুমন্ত্র কহিবে আছি শৃঙ্গবের পুরে।
শুনিলে ভরত নিতে আসিবে সত্বরে॥
যাবৎ সুমন্ত্র পাত্র নাহি যায় দেশে।
গঙ্গা পার হৈয়া চল যাই বনবাসে॥
গুহকের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
চিত্রকূট শৈলে গিয়া করিব বিশ্রাম॥
দেখিয়া আতঙ্ক হয় গঙ্গার তরঙ্গ।
ঝট পার কর যেন নহে সত্যভঙ্গ॥
সাত কোটি নৌকা তার গুহক চণ্ডাল।
আনিল সোণাব নৌকা সোণাব কেরাল
গুহ বলে কবিলাম তরণীসাজন।
একরাত্রি, রাম, হেথা বঞ্চ তিনজন॥
একরাত্রি থাকি, রাম, তোমার সহিত।
শ্রীবাম বলেন, মিত্র, এ নহে উচিত॥
এখানে রহিতে আজি মনে শঙ্কা পায়।
ভরত আসিয়া পাছে প্রমাদ ঘটায়।
ঝট পার কর, বন্ধু, বিলম্ব কি আর।
গুহ বলে ঝটিতি করিব তোমা পার॥
গুহের বাড়ীতে রাম থাকি একরাতি।
বিদায় লইয়া চলি যান শীঘ্রগতি॥
প্রাতঃকালে গুহ নৌকা করিল সাজন।
পার হইয়া কূলেতে উঠেন তিনজন॥

মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
দুই ক্রোশ পথ বহি যান গঙ্গাতীর॥
শ্রীরাম বলেন ভরদ্বাজের নিকটে।
আজি বাসা করি গিয়া থাকি নিঃসঙ্কটে॥
মুনিগণে বেষ্টিত বসিয়া ভরদ্বাজ।
তারাগণমধ্যে যেন শোভে দ্বিজরাজ॥
হেনকালে সেখানে গেলেন তিনজন।
তিনজন বন্দিলেন মুনির চরণ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মুনি মহাশয়।
তিনজন তব ঠাঁই দেই পরিচয়॥
শ্রীদশরথের পুত্র মোরা দুইজন।
শ্রীরাম আমার নাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ॥
পিতৃসত্য পালিতে হয়েছি বনচারী।
সঙ্গেতে প্রেয়সী মোর জনককুমারী॥
রামকথা শুনি মুনি উঠেন সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করেন শ্রীরামে॥
মুনি বলিলেন তুমি বিষ্ণু-অবতার।
বিষ্ণু-আরাধনে তপ করয়ে সংসার॥
যাঁর তপ আরাধন করে মুনিগণে।
সেই বিষ্ণু আইলেন আমার ভবনে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ লক্ষ্মী দেখি তিনজনে।
আপনারে ধন্য করি মানি এতদিনে॥
গঙ্গাযমুনার মধ্যে আমার বসতি।
বনবাস বঞ্চ এথা থাকিব সংহতি॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, অযোধ্যা সন্নিধি।
অযোধ্যার লোকেরা আসিবে নিরবধি॥
এথা হৈতে কোন্ স্থান আছয়ে নির্জ্জন।
যমুনার পারে সে অদ্ভুত হয় বন॥
কহ, মুনি, কোথায় করিব নিবসতি।
শুনি ভরদ্বাজ কহে শ্রীরামের প্রতি॥
চিত্রকূটে মুনিগণ বৈসে বৃক্ষতলে।
মৃগপক্ষী বনজন্তু রহে কুতূহলে॥
নানা ফলমূল পাবে বড়ই সুস্বাদ।
তপোবন দেখি, রাম, ঘুচিবে বিষাদ॥
মুনি সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশ।
ভরত তোমার তথা না পাবে উদ্দেশ॥
এই দেশে নাহি, রাম, নৌকার সঞ্চার।
ভেলা বান্ধি যমুনায় হয়ো তুমি পার॥
কুড়ি গজ যমুনা আড়েতে পরিসর।
গভীরতা নাহি জানে গভীর বিস্তর॥

একরাত্রি রাম হেথা বঞ্চ তিনজন।
কালি তুমি যাইও মুনির তপোবন॥
এথা হৈতে তপোবন দুইটি যোজন।
দুই প্রহরের মধ্যে যাবে তিনজন॥
ভরদ্বাজাশ্রমে রাম বঞ্চি একরাতি।
বিদায় হইয়া রাম যান শীঘ্রগতি॥
উভয় বীরের হাতে দিব্য ধনুঃশর।
মধ্যে সীতা দুই পার্শ্বে দুই সহোদর॥
আগে রাম যান পাছে শ্রীরামরমণী।
সজল জলদসহ যেন সৌদামিনী॥
জয়ন্ত নামেতে কাক আকাশেতে ছিল।
সহসা সীতার গায়ে উড়িয়া পড়িল॥
ভীতা সীতাদেবী তাঁর কাঁপয়ে পরাণী॥
দুই নখে আঁচড়ে সীতার দেহখানি॥
উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরাস।
ছয়মাসের পথ গেল পর্ব্বত কৈলাস॥
ডাকেন জনকসুতা ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
শ্রীরাম বলেন, ভাই, সীতাকে কে মারে
শুনিয়া রামের কথা কহেন লক্ষ্মণ।
সীতারে প্রহারে হেন আছে কোন্ জন॥
মাতার অধিক মোর সীতা ঠাকুরাণী।
আঁচড়িয়া গেল কাক কোথা নাহি জানি
দেখিতে না পাই কাক গেল কোন্ খানে
বাণেতে বিন্ধিয়া তারে মারিব পরাণে॥
হেন কালে রামেরে বলেন দেবী সীতা।
আঁচড়িয়া গেল কাক হয়েছি ব্যথিতা॥
কাক মারিবারে রাম পূরেন সন্ধান।
যে দেশে চলিল কাক তথা যায় বাণ॥
কৈলাস ছাড়িয়া কাক স্বর্গপুরে যায়।
মারিতে রামের বাণ পাছু পাছু ধায়॥
ইন্দ্রের নিকট কাক লইল শরণ।
রামের ঐষিকবাণ হইল ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণবেশেতে সে গেল ইন্দ্রের ঠাঁই।
কহিলেন আমি সে জয়ন্ত কাক চাই॥
করিয়াছে মন্দ কর্ম্ম বধিব জীবন।
রক্ষিবে যে জন কাক তাহারি মরণ॥
রাখিতে নারিল কাকে দেব পুরন্দর।
আনিয়া দিলেন কাকে বাণের গোচর॥
জয়ন্তেরে দেখি রোষে শ্রীরামের বাণ।
বিন্ধিয়া করিল তার এক চক্ষু কাণ॥

শ্রীরামের কাছে দিল বিন্ধি এক আঁখি।
করুণাসাগর রাম না মারেন পাখী॥
অপমান পেয়ে কাক গেল নিজ দেশে।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥



শ্রীরামের চিত্রকূটে অবস্থান ও দশরথের মৃত্যু

দিবাকরকিরণ-উত্তাপে উত্তাপিতা।
চলিল কাতর অতি জনকদুহিতা॥
হিঙ্গুলমণ্ডিত তার পায়ের অঙ্গুলি।
আতপে মিলায় যেন ননীর পুত্তলী॥
মুনির নগর দিয়া যান তিনজন।
দেখিতে পাইল পথে মুনিপত্নীগণ॥
জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি।
পদব্রজে কেন যাও তুমি রূপবতী॥
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী।
সত্য পরিচয় দেহ কে বট আপনি॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম অগ্রে অতি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ রক্ত ওষ্ঠাধর॥
সুন্দর বদন দেখি অতি চমৎকার।
করে ধনুর্ব্বাণ উনি কে হন তোমার॥
নবীন কমলমুখ ভ্রূভঙ্গরচিত।
পুলকমণ্ডিত গণ্ড অল্প বিকসিত॥
লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি যে আমার॥
কমলিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে।
উপস্থিত হন শেষে যমুনার তীরে॥
তাহার গভীর জল পাতালপ্রমাণ।
রামের প্রভাবে হয় হাঁটুর সমান॥
না জানিয়া ভেলা তাহে বান্ধেন লক্ষ্মণ।
হাঁটুজল পার হয়ে করেন গমন॥
মুনির চরণ রাম বন্দেন তখন।
রামেরে দেখিয়া মুনি হরষিত মন॥
মুনি বলিলেন, রাম, তুমি নারায়ণ।
তপস্বীর বেশে কেন বনে আগমন॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, পিতার আদেশে।
বিপিনে করিব বাস তপস্বীর বেশে॥
তিনজন চিত্রকূটে রহেন অক্লেশে।
এদিকে সুমন্ত্র গিয়া উত্তরিল দেশে॥
ছয়দিনে উত্তরিল অযোধ্যানগরে।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রাজার গোচরে॥
কহিতে লাগিল পাত্র নমস্কার করি।
রামে রাখি আইলাম শৃঙ্গবের পুরী॥
সেথা হৈতে আইলাম রাজা তিনদিনে।
রাম সীতা লক্ষ্মণ রহেন সেই স্থানে॥
বিদায় দিলেন রাম মধুরবচনে।
প্রণিপাত করিয়াছে তোমার চরণে॥
রামের যেমন শীল তেমন বচন।
গর্জ্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষ্মণ॥
প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরি গর্জ্জে যেন ফণী।
কিছুমাত্র না বলিল সীতা ঠাকুরাণী॥
এতেক সুমন্ত্র যদি বলিল বচন।
পুরীর সকলে মিলি যুড়িল ক্রন্দন॥
সাতশত মহাদেবী রাজার রমণী।
কান্দিয়া বিকল সবে পোহায় রজনী॥
কেহ কারে না শান্তায় সবে অচেতন।
পূর্ব্বকথা রাজার যে হইল স্মরণ॥
কৌশল্যার ঠাঁই রাজা কহে পূর্ব্বকথা।
মহাজনবাক্য কভু না হয় অনাথা॥
মৃগয়াতে যাইলাম সরযুর তীরে।
অন্ধমুনির পুত্র কলসে জল ভরে॥
মম জ্ঞান মৃগ বুঝি করে জলপান।
পূরিলাম শব্দমাত্র পাইয়া সন্ধান॥
ভরিতে সলিল তার ফুটে বাণ বুকে।
'প্রাণ গেল' বলিয়া মুনির পুত্র ডাকে॥
কোন্ অপরাধে প্রাণ নিল কোন্ জনে।
এতেক শুনিয়া আমি গেলাম সে স্থানে॥
মুনিপুত্র বলে রাজা পাড়িলা প্রমাদ।
আমারে মারিলে কি পাইয়া অপরাধ॥
অন্ধ মাতাপিতা আমি পুষি রাত্রিদিনে।
বুড়াবুড়ী মরিবেক আমার মরণে॥
অন্ধ পিতামাতা আছে শ্রীফলের বনে।
আমা কোলে করি, রাজা, চলো সেই স্থানে॥
যাবৎ আমার পিতা নাহি দেন শাপ।
আমা লৈয়া চল তুমি যথা বৃদ্ধ বাপ॥
ইহা বিনা তব আর নাহি প্রতিকার।
এতেক বলিলা মোরে মুনির কুমার॥
অন্ধ বুড়াবুড়ী বসি আছে যেইখানে।
শিশু কোলে করি আমি গেলাম সে স্থানে॥

মুনি বলিলেন, রাজা, বড়ই নির্দ্দয়।
কি দোষে মারিলে বল আমার তনয়॥
আমারে লইয়া চল সরযুর কূলে।
পুত্রের তর্পণ আমি করি সেই জলে॥
মুনিরে লইয়া যাই সরযুর তীরে।
পুত্রের তর্পণ করি শাপিল আমারে॥
মোর সম পুত্রশোকে তব প্রাণনাশ।
এতেক বলিয়া মুনি যান স্বর্গবাস॥
সে মুনির বাক্য কভু না হয় খণ্ডন।
আজি রাত্রে, রাণি, মোর হইবে মরণ॥
সে অন্ধমুনির শাপ ফলে অতঃপরে।
ছটফট করে রাজা মুখে বাক্য হরে॥
'হা রাম' বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন।
নিদ্রা যায় দশরথ হেন লয় মন॥
পুরীশুদ্ধ সবে কান্দি পোহায় রজনী।
রাজারে চিয়াতে গেল সাত শতরাণী॥
দুইদণ্ড বেলা হয় সূর্য্যের উদয়।
এতক্ষণ নিদ্রা যায় রাজা মহাশয়॥
অনন্তর রাজারে করিল মৃতজ্ঞান।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি তাঁর প্রাণ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে কদলী যেমনি।
রাজার চরণ ধরি কান্দে সব রাণী॥
একে পুত্রশোকে রাণী পরম দুঃখিতা।
পতিশোকে ততোধিক হইল মূর্চ্ছিতা॥
সত্যবাদী, রাজা, তুমি সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গে গেলে ত্যজিয়া শরীর॥
সত্য না লঙ্ঘিলে তুমি বড় পুণ্যশ্লোক।
স্বর্গবাসী হয়ে এড়াইলে পুত্রশোক॥
রাজা স্বর্গে গেল আর রাম গেল বন।
দুই শোকে প্রাণ মোর থাকে কি কারণ॥
ভূমে গড়াগড়ি যায় কৌশল্যা তাপিনী।
কৌশল্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি॥
তোমারে বুঝাব কত নহে ত উচিত।
মৃত হেতু কান্দ যত সব অনুচিত॥
স্বর্গেতে গেলেন রাজা পালিয়া পৃথিবী।
তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম কর তুমি মহাদেবী॥
রাজাকে রাখহ করি তৈলমধ্যগত।
দেশে আসি অগ্নিকার্য্য করিবে ভরত॥
বাসিমড়া হইয়া আছেন মহারাজ।
প্রাতঃকালে যুক্তি করে অমাত্যসমাজ॥
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
অরাজক হৈল রাজ্য বড় পাই ত্রাস॥
অরাজক রাজ্যের সর্ব্বদা অকুশল।
অরাজক পৃথিবীতে নাহি হয় জল॥
অরাজক রাজ্যে বৃক্ষে নাহি ধরে ফল।
অরাজক রাজ্যে ধর্ম্ম সকলি বিফল॥
অরাজক রাজ্যে ভৃত্য বশ নাহি হয়।
অরাজক রাজ্যে সর্ব্বক্ষণ দস্যুভয়॥
অরাজক রাজ্যেতে তুরঙ্গহস্তী ছোটে।
অরাজক রাজ্যেতে প্রজার ধন লোটে॥
অরাজক রাজ্যে সদা হয় ডাকা চুরি।
অরাজক রাজ্য দেখি বড় ভয় করি॥
অরাজক রাজ্যে অন্য নৃপতি গরজে।
অরাজক রাজ্যে প্রজালোক দুঃখে মজে॥
অরাজক রাজ্যে না বরিষে পুরন্দর।
অরাজক রাজ্যের অশুভ বহুতর॥
অরাজক রাজ্যে সদা হিতে বিপরীত।
অরাজক রাজ্যে থাকা অতি অনুচিত॥
রাজ্য করিলেন বৃদ্ধ রাজা মহাশয়।
তাঁহার প্রতাপে লোক থাকিত নির্ভয়॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল কাঁপিত তাঁর ডরে।
রাজ্যের কুশল ছিল বুড়ার আদরে॥
হেন রাজা বিনা রাজ্য করে টলমল।
রাজা হৈলে রাজ্যরক্ষা প্রজার কুশল॥
রাজ্য দিতে ভরতেরে কৈল অঙ্গীকার।
ভরতেরে আনি দেশে দেহ রাজ্যভার॥
ভরত আছেন মাতামহের বসতি।
দূত পাঠাইয়া তাঁরে আন শীঘ্রগতি॥
রাজা স্বর্গগত রাম চলিলেন বনে।
এত ঘোর প্রমাদ ভরত নাহি জানে॥
ভরতেরে না কহিবে এ সব ঘটন।
তবে না করিবে সেই দেশে আগমন॥
মাতৃদোষ শুনিলে ভরত না আসিবে।
পিতৃশোকে মনোদুঃখে দেশান্তরী হবে॥
ভরত মাতুলগৃহে অযোধ্যা পাসরা।
চারিপুত্র সত্ত্বে দশরথ বাসিমড়া॥
বুদ্ধির সাগর পাত্র মন্ত্রণা বিশেষে।
চলিলেন ভরতেরে আনিবারে দেশে॥
করিলেন অনুজ্ঞা বশিষ্ঠ পুরোহিত।
ভরতেরে আনিবারে চলিল ত্বরিত॥

হস্তিনানগরে গেল তৃতীয় দিবসে।
পরদিন গেল তারা কুরঙ্গের দেশে॥
নীহারের রাজ্যে গেল ত্বরিত গমনে।
লক্ষ্মী-অধিষ্ঠান সদা জ্ঞান হয় মনে॥
রাত্রিদিন সবে পথে চলিল সত্বর।
পুনবের রাজ্যে গেল দেখে মনোহর॥
আড়িকুল দেশে গেল যেন সুরপুর।
কুকর্ম্মবর্জ্জিত লোক সুকর্ম্ম প্রচুর॥
বহবেণু নদী পার হৈল সর্ব্বজন।
যার দুইকূলে বৈসে অনেক ব্রাহ্মণ॥
নদনদীকন্দর হইল বহু পার।
বহু দেশদেশান্তর এড়ায় অপার॥
গিরিরাজ দেশেতে কেকয়রাজা বৈসে।
উত্তরিল গিয়া পাত্র পঞ্চম দিবসে॥
রাত্রিদিন পথশ্রমে হইয়া বিকল।
রন্ধন ভোজন করে পেয়ে রম্যস্থল॥
ভরতের সঙ্গে নাহি হয় দরশন।
পথশ্রমে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাণী অধিষ্ঠান।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড অমৃতসমান॥



ভরতের অযোধ্যায় আগমন

নিদ্রাগত ভরত যে পালঙ্ক উপর।
উঠেন কুস্বপ্ন দেখি সশঙ্ক অন্তর॥
প্রভাতে ভরত আসি বসেন দেওয়ানে।
আইল অমাত্যগণ তার সম্ভাষণে॥
যথাযোগ্য নমস্কার করে পাত্রগণ।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করে শুভাশীর্ব্বাচন॥
মিত্রগণ আসিয়া আলাপ করে কত।
ইতরে সন্তোষ করে ব্যবহারমত॥
ভরত বিষণ্ণ অতি মুখে নাহি শব্দ।
নিশ্বাস প্রবল বহে রহে অতি স্তব্ধ॥
ভরতেরে জিজ্ঞাসা করেন পাত্রগণ।
শুনিয়া ভরত বাক্য বলেন তখন॥
কুস্বপ্ন দেখেছি আজি রাত্রি-অবশেষে।
যেন চন্দ্রসূর্য্য খসি পড়িল আকাশে॥
স্বপ্নে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বচন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বন॥
দেখিলাম মৃত পিতা তৈলের ভিতর।
এই স্বপ্ন দেখি আমি কম্পিত অন্তর॥
চারিভাই আর পিতা এই পাঁচজন।
পাঁচের মধ্যেতে দেখি পিতার মরণ॥
ভরতের কথা শুনি সবাকার ত্রাস।
পাত্রমিত্র ভরতেরে করিছে আশ্বাস॥
দেখিয়াছ কুস্বপন নৃপতিকুমার।
শুনহ, ভরত, কহি তার প্রতিকার॥
দেবতার পূজা তুমি কর সাবধানে।
ব্রাহ্মণ দরিদ্রে তুষ্ট কর নানা দানে॥
ইহা বিনা ভরত নাহিক উপদেশ।
দানদ্বারা তোমার ঘুচিবে সর্ব্বক্লেশ॥
পাত্রমিত্র করিলেন এতেক মন্ত্রণা।
স্নান করি ভরত আনেন দ্রব্য নানা॥
পূজিলেন আগে দেব দিয়া উপচার।
করেন ভরত দান সকল ভাণ্ডার॥
ভরতের যত ছিল ধনের ভাণ্ডার।
দিলেন সকল দ্বিজে সীমা নাহি তার॥
সকল ভাণ্ডার শূন্য নাই আর ধন।
তথাপি তাঁহার কিছু স্থির নহে মন॥
প্রবলপ্রতাপশালী কেকয়ভূপতি।
দেয়ানে বসিল গিয়া যেন সুরপতি॥
ভরত বসেন গিয়া ভূপতির পাশে।
অযোধ্যার দূত গিয়া তখন প্রবেশে॥
কেকয়রাজার প্রতি নোঙাইয়া মাথা।
ভরতের আগে দূত কহে সব কথা॥
আইলাম তোমাকে লইতে সর্ব্বজন।
ভরত ঝটিতি দেশে কর আগমন॥
রাজার নিশান দেখ হাতের অঙ্গুরী।
ঝট চল আমরা রহিতে নাহি পারি॥
একদণ্ড না রহিব আছে বড় কাজ।
ভরতেরে পাঠাও কেকয়মহারাজ॥
কথার প্রবন্ধে তারা কহিল বিশেষ।
দেখিতে তোমায় বাঞ্ছা রাজার অশেষ॥
শুনিয়া ভরত কিছু না হন প্রতীত।
যত স্বপ্ন দেখিলাম সব বিপরীত॥
ভরত বলেন বল পিতার মঙ্গল।
শ্রীরামলক্ষ্মণ ভাই আছেন কুশল॥
কৈকেয়ী কৌশল্যা আর সুমিত্রা জননী।
সকলের মঙ্গল বল হে দূত শুনি॥

দূত বলে রাজপুত্র সবার কুশল।
সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চল ॥
প্রণাম করিয়া মাতামহের চরণে।
হইলেন ভরত বিদায় সেইক্ষণে ॥
হাতীঘোড়া দিল রাজা বহুমূল্য ধন।
অশনবসন আর নানা আভরণ ॥
শত্রুঘ্নভরত দোঁহে চড়িলেন রথে।
কত শত সৈন্য চলে তাহার সহিতে ॥
সূর্য্য যান অস্তগিরি বেলা-অবশেষে।
হেনকালে সবে তারা অযোধ্যা প্রবেশে ॥
শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রন্দন।
অযোধ্যার সর্ব্বলোক বিরসবদন ॥
জিজ্ঞাসেন ভরত হইয়া বিষাদিত।
প্রজালোকে কান্দে কেন নহে হরষিত ॥
অনেক দিনের পরে আইলাম দেশে।
কাছে না আইসে কেহ কেহ না সম্ভাষে ॥
এত শুনি দূতগণ হেঁট করে মাথা।
কেহ নাহি কহে কোন ভালমন্দ কথা ॥
অযোধ্যায় সর্ব্বলোক আছে এ নিয়মে।
অশুভ সংবাদ নাহি কহে কোনক্রমে ॥
ভরত ভাবিত অতি মানিয়া বিস্ময়।
প্রথমে গেলেন তিনি পিতার আলয় ॥



পিতার মৃত্যু ও রামের বনগমনসংবাদে ভরতের বিলাপ

দেখিল নাহিক পিতা শূন্য নিকেতন।
ভরত ভাবিয়া কিছু না পান কারণ ॥
মৃত্যুকালে দশরথ কৌশল্যার ঘরে।
তথা তাঁর মৃতদেহ তৈলের ভিতরে ॥
ভরত পিতার গৃহ শূন্যময় দেখি।
মায়ের আবাসে যান হয়ে মনোদুঃখী ॥
কৈকেয়ী বসিয়া আছে রত্নসিংহাসনে।
পড়িয়াছে প্রমাদ মনেতে নাহি গণে ॥
পুত্রের রাজত্বলাভে আছে মনসুখে।
ভরত গেলেন তবে মায়ের সম্মুখে ॥
ভরতেরে দেখিয়া ত্যজিল সিংহাসন।
ভরত করেন তাঁর চরণবন্দন ॥
মুখে চুম্ব দিয়া রাণী পুত্র কৈল কোলে।
কুশল জিজ্ঞাসা করে তারে কুতূহলে ॥
কেকয়ভূপতি পিতা আছেন কুশলে।
কুশলে আছেন মম সোদর সকলে ॥
মঙ্গলে আছেন মাতা বিমাতা সকল।
পিতৃরাজ্য রাজ্যগিরি দেশের মঙ্গল ॥
ভরত বলেন, মাতা, না হও বিকল।
মাতা পিতা ভ্রাতা তব সবার কুশল ॥
তোমার বান্ধব যত কেহ নাহি মরে।
সকল মঙ্গল তব জনকের ঘরে ॥
তুমি যত জিজ্ঞাসিলে দিলাম উত্তর।
আমি যে জিজ্ঞাসি তাহা কহ ত সত্বর ॥
অযোধ্যার রাজ্য কেন দেখি বিপরীত।
সকলে বিষণ্ণ কেহ নহে হরষিত ॥
চতুর্দ্দিকে লোকে কেন করিছে ক্রন্দন।
আমারে দেখিয়া কেন করিছে নিন্দন ॥
পিতার আলয়ে কেন না দেখি পিতারে।
অযোধ্যানগর কেন পূর্ণ হাহাকারে ॥
যে কথা কহিতে কারো মুখে না আইসে।
হেন কথা কহে রাণী পরম হরিষে ॥
সত্যবাদী তব পিতা সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গেতে গেলেন সত্যবীর ॥
শূন্যরাজ্য আছে তব পিতার মরণে।
ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সে ক্ষণে ॥
কাটিলে কদলী যেন ভূমেতে লুটায়।
ধূলায় পড়িয়া বীর গড়াগড়ি যায় ॥
মূর্চ্ছাগত ভরত হলেন পিতৃশোকে।
কান্দিয়া বিকল তাঁরে দেখি অন্য লোকে ॥
কৈকেয়ী বলিল পুত্র কর অবধান।
তোমার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরাণ ॥
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি ভরত অন্তরে।
পিতা মাতা লয়ে কেবা কোথা রাজ্য করে ॥
ভরত বলেন শুনি পিতার মরণ।
শ্রীরামলক্ষ্মণ তাঁরা কোথা দুইজন ॥
মহারাজ রামেরে অর্পিয়া রাজ্যভার।
করিবেন আপনি কেবল সদাচার ॥
এই সব যুক্তি পূর্ব্বে ছিল আমি জানি।
তাহার অন্যথা কেন কহ ঠাকুরাণি ॥
অযুত বৎসর জানি পিতার জীবন।
নহাজার বর্ষে তাঁর মৃত্যু কি কারণ ॥
রাজার মরণে তব নাহিক বিষাদ।
অনুমানে বুঝি তুমি করেছ প্রমাদ ॥

রাজকন্যা কৈকেয়ী বাড়িছে নানা সুখে।
কত শত কথা বলে যত আসে মুখে॥
রাম বনে গেলেন লক্ষ্মণ তাঁর সাথে।
মনে কি করিয়া সীতা গেলেন পশ্চাতে॥
ভরত বলেন কেন রাম যান বনে।
পরাণ বিদরে, মাতা, তোমার বচনে॥
হরিলেন কার ধন কার বা সুন্দরী।
কোন্ দোষে হইলেন রাম বনচারী॥
কৈকেয়ী সকল কহে ভরতের স্থানে।
রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে॥
ভকতবৎসল রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
জনকজননীপ্রাণ গুণের সাগর॥
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার কৌতুক।
রামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ॥
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস॥
তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন।
'হা রাম' বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন॥
মাতৃঋণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে।
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে॥
রাজা হয়ে রাজ্য কর বৈস রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে, পুত্র, তোমার ললাটে॥



ভরতকর্ত্তৃক কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা ও
শত্রুঘ্নকর্ত্তৃক কুঁজীকে প্রহার

ঘায়েতে লাগিলে ঘা যেন বড় জ্বলে।
ভরত তেমন জ্বালাতন হয়ে বলে॥
নিজগুণ কহ, মাতা, আপনার মুখে।
আপনি মজিলে মাতা ডুবিলে নরকে॥
রাজকুলে জন্মিয়া শুনিলে কোন্‌খানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠবিদ্যমানে॥
তোর পিতা পিতামহ করে ধর্ম্মকর্ম্ম।
সে বংশেতে কেন হৈল রাক্ষসীর জন্ম॥
নিশাচরী হয়ে তুই হইলি মানুষী।
রঘুবংশক্ষয় হেতু হইলি রাক্ষসী॥
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন।
তুই কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলি বন॥
রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ।
তিনকুল মজাইলি স্বামী করি বধ॥
পূর্ব্বজন্মে করিলাম কত কদাচার।
সেই পাপে তোর গর্ভে জনম আমার॥
মা হইয়া তনয়েরে দিলি এত শোক।
ইচ্ছা হয় কাটিয়া পাঠাই পরলোক॥
এমন রাক্ষসী তুই নাহি দেখি কোথা।
তো হেন মাতায় বধি নাহি কোন ব্যথা॥
যেমন পরশুরাম কাটিল মায়েরে।
তেমনি করিতে বাঞ্ছা কিন্তু মরি ডরে॥
রাম পাছে বর্জ্জেন বলিয়া মাতৃঘাতী।
তবে ত নরকে মম হবে নিবসতি॥
ভরত জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য ক্রোধে জ্বলে।
দেখিয়া কৈকেয়ী তবে যায় অন্য স্থলে॥
যাইতে যাইতে রাণী করেন বিষাদ।
কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ॥
আইলেন শত্রুঘ্ন করিতে সম্ভাষণ।
ভরতের ক্রন্দনে কান্দেন শত্রুঘন॥
'ভাই ভাই' বলিয়া ভরত নিল কোলে।
দুজনার অঙ্গ তিতে নয়নের জলে॥
অনুমানে বুঝিলেন কুঁজীর এ ক্রিয়া।
কহিতে লাগিল দোঁহে কুপিত হইয়া॥
রামেরে দিলেন রাজা নিজ ছত্রদণ্ড।
কোথা হৈতে কুঁজী পাড়ে প্রমাদ প্রচণ্ড॥
পাইলে কুঁজীর দেখা বধিব জীবন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কুঁজী আইল সেই ক্ষণ॥
শোভা পায় পট্টবস্ত্র আর আভরণে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিতা কুঁজী সুগন্ধচন্দনে॥
মুক্তাহার শোভে তার কুঁজের উপর।
শ্রীরামের বনবাসে প্রফুল্ল অন্তর॥
এতেক প্রমাদ হবে কুঁজী নাহি জানে।
ভরতের নিকটে আইসে হৃষ্টমনে॥
হেনকালে দ্বারী বলে শুন শত্রুঘন।
এই কুঁজী হেতু বৃদ্ধ রাজার মরণ॥
এই কুঁজী মজাইল অযোধ্যানগরী।
এই কুঁজী মরিলে সকল দুঃখে তরি॥
শত্রুঘ্ন বলেন, ভাই, ইচ্ছা করে মন।
এখনি কুঁজীর আমি বধিব জীবন॥
শত্রুঘ্ন কুপিত হয়ে ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি কুঁজীরে সে ফেলে ভূমিতলে॥
হিঁছড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে।
কুমারের চাক হেন ঘুরাইয়া ফেলে॥

'মরি মরি' বলে কুঁজী পরিত্রাহি ডাকে।
চুল ছিঁড়ে গেল সে কৈকেয়ীঘরে ঢোকে ॥
কুঁজী বলে, কৈকেয়ি, করহ পরিত্রাণ।
ভরতশত্রুঘ্ন মোর লইল পরাণ ॥
শত্রুঘ্ন প্রবেশে ক্রোধে কৈকেয়ীর ঘরে।
চুলে ধরি কুঁজীরে সে আনিল বাহিরে ॥
তবু তার হার আছে কুঁজের শোভন।
প্রহারে ছিঁড়িয়া পড়ে যেন তারাগণ ॥
তোর লাগি পিতা মরে ভাই বনবাসী।
সৃষ্টিনাশ করিলি হইয়া তুই দাসী॥
কৈকেয়ীর মুখ্যাদাসী ধাত্রী ভরতের।
সর্ব্বাঙ্গ ভিজিল রক্তে এই কর্ম্মফের ॥
চুলে ধরি লয়ে যায় কুঁজে যায় ছড়।
শত্রুঘ্নেরে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড় ॥
চেড়ীরে মারিল পাছে প্রহারে আমায়।
এই ত্রাস মনে করি কৈকেয়ী পলায় ॥
শত্রুঘ্ন বলেন শুন কৈকেয়ী বিমাতা।
পলাইয়া নাহি যাও কহি এক কথা ॥
সাতশত রাণী জিনি তোমার প্রতাপ।
তুমি যে বলিতে তাই করিতেন বাপ ॥
রাজার মহিষী তুমি রাজার নন্দিনী।
তোমা সম দুর্ভাগা স্ত্রী না দেখি না শুনি ॥
শচীর অধিক সুখ বলে সর্ব্বলোকে।
আমি কি মারিয়া মাতা ডুবিব নরকে ॥
দাসীর কথায় বুদ্ধি গেল রসাতল।
দোষ অনুরূপ আমি কি বলিব বল ॥
যদি তোমা বধি প্রাণে দুঃখ নাহি ঘুচে।
মাতৃবধ করিয়া নরকে ডুবি পাছে ॥
তোমার চেড়ীরে মারি তোমার সম্মুখে।
জ্বলিয়া পুড়িয়া যেন মর এই শোকে ॥
চুলে ধরি চেড়ীরে মাটিতে মুখ ঘসে।
দেখিয়া কৈকেয়ীদেবী কাঁপিছে তরাসে ॥
বুকে হাঁটু দিয়া সে কুঁজীর ধরে গলা।
মুদ্গরের ঘায়েতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা ॥
একে ত কুৎসিতা কুঁজী তায় হৈল খোঁড়া।
সর্ব্বগায়ে ছড় গেল যেন রক্তবোড়া ॥
অচেতন হৈল কুঁজী শ্বাসমাত্র আছে।
ভরত ভাবেন নারীহত্যা হয় পাছে ॥
ধীরে ধীরে ভরত বলেন সুবচন।
নারীহত্যা হয় পাছে শুন শত্রুঘন ॥
রক্তচর্ম্ম নাহি আর অস্থিমাত্র সার।
নারীবধ হয় পাছে না মারিহ আর ॥
নারীহত্যা মহাপাপ শুন শত্রুঘন ॥
যদি এই পাপে রাম করেন বর্জ্জন ॥
মাতৃহত্যা নাহি করি শ্রীরামের ডরে।
এত শুনি শত্রুঘ্ন সে ছাড়িল কুঁজীরে ॥
লইলেন কুঁজীরে কৈকেয়ীবিদ্যমান।
এতেক প্রহারে তার রহিল পরাণ ॥
ভরত বলেন, ভাই, দৈব সব জানে।
এতেক হইবে, ভাই, জানিব কেমনে ॥
রামেরে দিলেন পিতা রাজসিংহাসন।
কে জানে করিবে মাতা অন্যথাচরণ ॥
স্বরগের ভোগ ভুঞ্জে তবু নাহি আঁটে।
রাজার মহিষী কি চেড়ীর বাক্যে খাটে ॥
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে।
কৌশল্যার কাছে যাব কেমন সাহসে ॥
শত্রুঘ্ন বলেন তিনি না করিবেন রোষ।
আপনি জানেন মাতা যার যত দোষ ॥
ভরতশত্রুঘ্ন হেথা করেন রোদন।
কৌশল্যা বসিয়া ঘরে করেন শ্রবণ ॥



ভরতের নিকট কৌশল্যার খেদ ও দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

ভরতশত্রুঘ্ন গিয়া ভাই দুইজন।
করিলেন কৌশল্যার চরণবন্দন ॥
পুত্র বলি কৌশল্যা ভরতে নিল কোলে।
উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্রজলে ॥
কৌশল্যা কহেন শুন কৈকেয়ীনন্দন।
মায়ে পোয়ে রাজ্য কর সুখেতে এখন ॥
কালি রাজা হবে রাম আজি অধিবাস।
হেনকালে তব মাতা দিল বনবাস ॥
হরিল কাহার ধন রাম কার নারী।
কোন্ দোষে পুত্রে মোর করে দেশান্তরী ॥
আমারে করিয়া দূর ঘুচাও এ কাঁটা।
পাঠাও রামের কাছে শিরে ধরি জটা ॥
দুঃখভাগী যেই জন সেই পায় দুখ।
মায়ে পোয়ে ভরত করহ রাজ্যসুখ ॥
কাতর ভরত অতি কৌশল্যার বোলে।
রামের সেবক আমি তুমি জান ভালে ॥

মম মতে যদি রাম গিয়াছেন বনে।
দিব্য করি, মাতা, আমি তোমার চরণে ॥
রাজা যদি প্রজা পীড়ে না করে পালন।
আমারে করুন বিধি সে পাপভাজন ॥
প্রজা হয়ে রাজদ্রোহ করে যেই লোকে।
সেই পাপে পাপী হয়ে ডুবিব নরকে ॥
বিদ্যা পেয়ে গুরুকে যে না করে সেবন।
কর্ম্ম করি দক্ষিণা না দেয় যেই জন ॥
আপনা ব্যাখানে যেবা পরনিন্দা করে।
সেই মহাপাপরাশি ঘটুক আমারে ॥
স্থাপ্যধনহরণেতে যে হয় পাতক।
তত পাপে পাপী হয়ে ভুঞ্জিব নরক ॥
রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য আমি যদি চাই।
ইহপরকাল নষ্ট শিবের দোহাই ॥
শপথ করেন এত ভরত তখন।
কৌশল্যা বলেন, পুত্র, জানি তব মন ॥
রামের হৃদয় ধর্ম্মে যেমন তৎপর।
তোমার হৃদয়, পুত্র, একই সোসর ॥
চৌদ্দবর্ষ গেলে রাম আসিবেন দেশ।
ততদিনে মম প্রাণ হইবে নিঃশেষ ॥
মৃতদেহ আছে ঘরে বড় পাই লাজ।
শীঘ্র কর, ভরত, পিতার অগ্নিকাজ ॥
পিতৃশোক ভ্রাতৃশোক মায়ের অযশ।
ভরত করেন খেদ রজনীদিবস ॥
আমা হেতু পিতা মরে ভ্রাতা বনবাসী।
এতেক জানিলে কি দেশেতে আমি আসি ॥
বশিষ্ঠ বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব কত এ নহে উচিত ॥
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
তাহার কারণে কান্দ হয় পুণ্যনাশ ॥
রাম হেন পুত্র যাঁর গুণের নিধান।
কে বলে মরিল রাজা আছে বিদ্যমান ॥
এইরূপে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি।
ভরত না কহে কিছু কহে খেদবাণী ॥
কি মতে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে।
কি মতে ধরিব প্রাণ রামের বিহনে ॥
কিরূপে হইব স্থির কাহারে নিরখি।
দুই শোকে প্রাণ রহে কোথাও না দেখি ॥
শশধর যেমন হইল মেঘাচ্ছন্ন।
বিবর্ণ ভরত অতি তেমতি বিষণ্ণ ॥

পাত্রমিত্র সহিত বশিষ্ঠ পুরোহিত।
পিতার নিবাসে যান লোকেতে বেষ্টিত।
সাতশত রাণী তাঁরা শোকেতে নিরাশ।
ভরতের সঙ্গে গেল রাজার নিবাস ॥
ভরত বলেন, পিতা, এই তব গতি।
উঠিয়া সম্ভাষা কর ভরতের প্রতি ॥
তোমারে দেখিতে আসিয়াছে পুরজন।
উঠিয়া সবারে কহ প্রবোধবচন ॥
মাতৃদোষে আমা সহ না কহ বচন।
যদি থাকে অপরাধ কর বিমোচন ॥
বশিষ্ঠ বলেন ত্যজ ভরত ক্রন্দন।
পিতৃ-অগ্নিকার্য্য শ্রাদ্ধ করহ তর্পণ ॥
পিতৃকার্য্যে জ্যেষ্ঠতনয়ের অধিকার।
রাম দেশে নাহি তুমি করহ সৎকার ॥
অগুরুচন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে ভারে।
ঘৃতমধু কুম্ভ পূরি আনিল সত্বরে ॥
মুকুতা প্রবাল আনে বহুমূল্য ধন।
চতুর্দ্দোল আনিল বিচিত্র সিংহাসন ॥
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর।
চতুর্দ্দোলে চড়াইল রাজারে সত্বর ॥
অযোধ্যানগরে যত স্ত্রীপুরুষ আছে।
শিরে হাত দিয়া যায় ভরতের পাছে ॥
তৈলের ভিতরে আছিলেন মহারাজা।
সরযূর তীরে লয়ে যায় বন্ধুপ্রজা ॥
তাঁরে স্নান করাইল সরযূর জলে।
দেখিয়া কাতর অতি হইল সকলে ॥
শুক্লবস্ত্র পরাইল সুন্দর উত্তরী।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিল সুগন্ধি কস্তুরী ॥
নানাবিধ কুসুমের মাল্য মনোহর।
যথাস্থানে দিল তাঁর গলার উপর ॥
চিতার উপরে লয়ে করায় শয়ন।
হেঁটে ঊর্দ্ধে কাষ্ঠ দিল অগুরুচন্দন ॥
তিনলক্ষ ধেনুদান করেন ভরত।
রাজার সম্মুখে আনি যথাশাস্ত্রমত ॥
পিতারে করেন দাহ ঘৃতের অনলে।
করিলেন তর্পণাদি সরযূর জলে ॥
তর্পণ করিয়া পিণ্ড দিয়া নদীপাড়ে।
ভরত মূর্চ্ছিত হয়ে মৃত্তিকাতে পড়ে ॥
ভরত বলেন সবে যাহ নিজ দেশ।
পিতার অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশ ॥

পিতা পরলোকে গত ভ্রাতা গেল বনে।
দেশেতে যাইব আমি কোন্ প্রয়োজনে॥
বশিষ্ঠ ভরতে বলে ইহা যুক্তি নয়।
জন্মিলে মরণ আছে এ কথা নিশ্চয়॥
মরণকে এড়াইতে না পারে সংসার।
মরিলে সবার জন্ম হয় আর বার॥
সকলে মরেন কেহ নহে ত অমর।
ক্রন্দন সম্বর, ভরত, চল যাই ঘর॥
শূন্য রহিয়াছে দেখ অযোধ্যানগরী।
ভরতেরে নিলেন বশিষ্ঠ রাজপুরী॥
কান্দিয়া ভরত নিজে পোহায় রজনী।
বিলাপ করেন সদা.কোথা রঘুমণি॥
ত্রয়োদশ দিবসে করেন শ্রাদ্ধদান।
নানা দান করেন সে শাস্ত্রের বিধান॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ আর পুরী ভূমি গ্রাম।
বিবিধ বসন শাল আর শালগ্রাম॥
বিপ্রে দান দেন সোণা সাতলক্ষ তোলা।
ধেনুদান করিলেন সোণার মেখলা॥
ত্রিঅশীতি লক্ষ মণ সোণার ভাণ্ডার।
বিতরণ করিলেন ধন নাহি আর॥
অষ্টাশীতি লক্ষ ধেনু করিলেন দান।
পৃথিবীতে দাতা নাহি ভরতসমান॥
যত যত রাজা হৈল চন্দ্রসূর্য্যকুলে।
হেন দান কেহ কোথা না করে ভূতলে॥



ভরতের পাত্রমিত্র সহিত পরামর্শ ও শ্রীরামকে আনিতে বনযাত্রা

সমাপ্ত হইল শ্রাদ্ধ নিবারিল দান।
পাত্রমিত্র কহে গিয়া ভরতের স্থান॥
আসমুদ্র রাজ্য আর অযোধ্যানগরী।
দিয়া রাজা তোমারে গেলেন স্বর্গপুরী॥
পিতৃদত্ত রাজ্য তুমি ছাড় কি কারণ।
রাজা হইয়া কর তুমি প্রজার পালন॥
তোমা বিনা রাজকর্ম অন্যে নাহি সাজে।
তুমি রাজা না হইলে পিতৃরাজ্য মজে॥
ভরত বলেন, পাত্র, না বলিবা আর।
জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার॥
রাজা হৈয়া আমি যদি বৈসি রাজপাটে।
মায়ের যতেক দোষ আমাতে সে ঘটে॥

রাজ্যের উচিত রাজা রামচন্দ্র ভাই।
রামেরে করিব রাজা চল তথা যাই॥
যত অভিষেকদ্রব্য লহ রাজ্যখণ্ড।
তথা গিয়া শ্রীরামে অর্পিব ছত্রদণ্ড॥
রামে রাজা করিয়া পাঠাব নিজ দেশে।
রামের বদলে আমি যাই বনবাসে॥
সমান করহ যত উচ্চনীচ বাট।
সুখে পথে যায় যেন ঘোড়া হাতী ঠাট॥
ভরতের আজ্ঞায় সকলে পড়ে তাড়া।
ভরতে বলেন সবে হাত করি যোড়া॥
তোমার যতেক যশ ঘুষিবে সংসারে।
কৈকেয়ীর অপযশ ভারতভিতরে॥
ভালমন্দ সকলি হেথাই বিদ্যমান।
মায়ের হইল নিন্দা পুত্রের বাখান॥
ভরত বলেন আর তোমরা না বল।
হাতী ঘোড়া কটক সমেত সবে চল॥
ঘোড়া হাতী রথ চলে সাজায়ে সারথি।
ভরত আনিতে রামে যায় শীঘ্রগতি॥
দাসদাসী চলিল রাজার যত নারী।
ছোটবড় সকল চলিল অন্তঃপুরী॥
শ্রীরামে আনিতে যায় সকল কটক।
বালবৃদ্ধ কেহ কার না মানে আটক॥
অনন্ত সামন্ত চলে বৃদ্ধ সেনাপতি।
ভরতের সাথে চলে বহু রথরথী॥
কৌশল্যাসুমিত্রা যান উভয় সতিনী।
আর সবে চলিল রাজার যত রাণী॥
বশিষ্ঠাদি মিলিয়া যতেক মুনিগণ।
রাজ্যশুদ্ধ চলিল সকল পুরজন॥
কৈকেয়ী না যান মাত্র ভরতের ডরে।
কুটিলা কুঁজীর সহ রহিলেন ঘরে॥
কতদূরে গিয়া পথে হইল দেওয়ান।
বলিলেন বশিষ্ঠ ভরতবিদ্যমান॥
যত্ন করি আপনি বিধাতা যদি আইসে।
রামেরে আনিতে তবু না পারিবে দেশে
রামেরে আনিতে কেন করিলা উদ্যোগ।
না পারিবে আনিতে কেবল দুঃখভোগ॥
পিতৃসত্য পালিতে গেলেন রাম বন।
পিতা দিল রাজ্য তুমি ছাড় কি কারণ॥
ভরত বলেন, মুনি, তুমি পুরোহিত।
পুরোহিত হয়ে কেন করহ অহিত॥

তোমার চরণে মোর শত নমস্কার।
হেন অমঙ্গল বাক্য না কহিও আর॥
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর।
রামেরে আনিয়া আমি দিব রাজ্যভার॥
যুক্তি দিয়া ভরতেরে না পারে রাখিতে।
শ্রীরাম স্মরিয়া যান ভরত ত্বরিতে॥
আছেন যমুনাপারে রাম বনবাসে।
ভরত গেলেন তথা শৃঙ্গবের দেশে॥
পৃথিবী যুড়িয়া ঠাট একচাপে যায়।
গঙ্গাতীরে বসি গুহ করে অভিপ্রায়॥
কোন্ রাজা আইসে সমর করিবারে।
আপনার ঠাট গুহ একঠাঁই করে॥
চিনিলেক বিলম্বে সে অযোধ্যার ঠাট।
আপন কটকে গুহ আগুলিল বাট॥
গুহ বলে দেখি ভরতের সেনাগণ।
শ্রীরামের সহিত করিতে আসে রণ॥
পরাইয়া বাকল সে পাঠাইল বনে।
রাজ্যখণ্ড নিল তবু ক্ষমা নাহি মনে॥
সাজ রে চণ্ডাল ঠাট চাপে দিয়া চাড়া।
বিষম শরেতে আজি কাটি হাতীঘোড়া।
সর্ব্ব সৈন্য কাটিয়া করিব ভূমিগত।
দেশে বাহুড়িয়া যেন না যায় ভরত॥
'মার মার' বলিয়া দগড়ে দিল কাটি।
হেনকালে গুহ বলে ভরতেরে ভেটি॥
শুন রে চণ্ডালগণ ব্যস্ত হও নাই।
আসিয়াছে ভরত রামের ছোটভাই॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কলসী কলসী।
অমৃতসমান ফল আন রাশি রাশি॥
নারিকেল গুবাক কদলী আম্র আর।
দ্রাক্ষাফল পনস আনহ ভারে ভার॥
ভাল মৎস্য আন সবে রোহিত চিতল।
শিরে বোঝা কান্ধে ভার বহ রে সকল।
যদ্যপি ভরত করে শ্রীরামেরে রাজা।
ভালমতে কর তবে ভরতেরে পূজা॥
ভরত আসিয়া থাকে শত্রুভাবে যদি।
ভরতের ঠাট কাটি বহাইব নদী॥
সাতপাঁচ গুহক ভাবিছে মনে মন।
হেনকালে সুমন্ত্র কহেন সুবচন॥
আইলেন শ্রীরামেরে লইতে ভরত।
বল গুহ শ্রীরাম গেলেন কোন্ পথ॥
গুহ বলে হেথা দেখা না পাবে ভরত।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বহুদূর গত॥
ভরতেরে তবে গুহ নোঙাইল মাথা।
ভেট দিয়া গুহ তাঁরে কহে সব কথা॥
গুহ বলে ঠাট তব বনের ভিতরে।
আজ্ঞা কর থাকুক অতিথিব্যবহারে॥
ভরত বলেন ঠাট আছে অনশন।
যাবৎ রামের সনে নহে দরশন॥
যে দেখি গঙ্গার ঢেউ পড়িনু প্রমাদে।
তুমি যদি পার কর যাই নিরাপদে॥
গুহ বলে আমার কটক পথ জানে।
কটক সহিত আমি যাই তব সনে॥
তোমার বচনে আমি না পাই প্রতীত।
মনে তোলাপাড়া করে দেখি বিপরীত॥
কোন্ রূপ ধরি এলে ভাইদরশনে।
কটকসাজন দেখি ভয় হয় মনে॥
ভরত বলেন মন না জান আমার।
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
রাম বিনা রাজত্ব লইতে অন্যে নারে।
রাজ্যসহ আইলাম রামে লইবারে॥
গুহ বলে ধন্যবাদ তোমারে আমার।
তব যশ ঘুষিবেক সকল সংসার॥
তোমা ভাই হেতু ধন্য রঘুনাথ মিত্র।
রঘুবংশ ধন্য তুমি করিলা পবিত্র॥
ভরত বলেন শুন চণ্ডালের রাজা।
কত দিন শ্রীরামেরে করিলা হে পূজা॥
আমি দোষী হইলাম জননীর দোষে।
বল গুহ শ্রীরাম গেলেন কোন্ দেশে॥
গুহ বলে এখানে ছিলেন একরাতি।
একরাত্রি একঠাঁই ছিলাম সংহতি॥
লক্ষ্মণ রামের ভক্ত সেবে রাত্রিদিনে।
ধনুঃশর হাতে করি থাকে সর্ব্বক্ষণে॥
সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া চিন্তিলেন মনে।
হেথা ভরতের হাত এড়াব কেমনে॥
হেথা হৈতে যাই আমি অন্য কোন স্থলে।
ভরত না দেখা পাবে যেখানে থাকিলে॥
এই পথে তাঁহারা গেলেন মহাবনে।
গঙ্গা পার করিয়া রাখিনু তিনজনে॥
গুহস্থানে পাইয়া সকল সমাচার।
সেই পথে গমন হইল সবাকার॥

তাহা এড়ি ভরত কতক দূরে গেলে।
তৃণশয্যা দেখিলেন এক বৃক্ষতলে॥
তদুপরে শুয়েছিল রাম বনবাসী।
তৃণলগ্ন আছে পট্ট কাপড়ের দশী॥
কাপড়ের দশীতে স্খলিত আভরণ।
ঝিকিমিকি করে যেন সূর্য্যের কিরণ॥
তাহা দেখি ভরত চিন্তেন সকাতরে।
কেমনে শুইল প্রভু খড়ের উপরে॥
কেমনে লক্ষ্মণ ছিলা কেমনে জানকী।
চিনিলাম আভরণ করে ঝিকিমিকি॥
আছাড় খাইয়া পড়ে ভরত ভূতলে।
সুমন্ত্র ধরিয়া তাঁরে লইলেক কোলে॥
ভরত উভয় শোকে হইল অজ্ঞান।
ভরতের ক্রন্দনেতে বিদরে পাষাণ॥
অনেক প্রবোধবাক্যে উঠেন ভরত।
শ্রীরামের শোকে দুঃখ পান অবিরত॥
ঘোড়া হাতী পদাতিক সাতশত রাণী।
উপবাসে সেইখানে বঞ্চিল রজনী॥
প্রভাতে ভরত যান মহাকোলাহলে।
কটক সমেত রহে জাহ্নবীর কূলে॥
গুহক চণ্ডাল আছে ভরতের সঙ্গে।
নৌকা আনি পার করে গঙ্গার তরঙ্গে॥
বহু কোটি নৌকার গুহক অধিপতি।
আনাইয়া তরণী ছাইল ভাগীরথী॥
তরণীমানুষে গঙ্গা পূর্ণ দুই কূলে।
হইল কটক গঙ্গা পার এক তিলে॥
হইল সামন্ত সৈন্য শীঘ্র নদী পার।
তারপর ঘোড়া হাতী কটক অপার॥
সাজন নৌকায় পার হন যত রাণী।
পশ্চে পার হইলেক সাত অক্ষৌহিণী॥
গুহ বলে আমার সেখানে নাহি কার্য্য।
বিদায় করহ আমি যাই নিজ রাজ্য॥
ফিরিয়া যখন দেশে করিবা গমন।
আমারে আপন জ্ঞানে করিবা স্মরণ॥
ভরত বলেন গুহ শ্রীরামের মিত।
করিতে তোমার পূজা আমার উচিত॥
যাঁরে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম।
তাঁহারে উচিত হয় করিতে প্রণাম॥
আপনি ভরত তাঁরে দেন আলিঙ্গন।
সুগন্ধি চন্দন দেন বহুমূল্য ধন॥
প্রসাদ পাইয়া গুহ গেল নিজ দেশে।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের উদ্দেশে॥



ভরতের ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে আগমন ও সৈন্যগণসহ অবস্থান

মাধবতীর্থের কাছে আছে সেই পথ।
তাহারে দক্ষিণ করি চলেন ভরত॥
হস্তীঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়া সেই স্থানে।
অল্প লোকে গেলেন ভরত তপোবনে॥
ভরদ্বাজমহামুনি আছেন বসিয়া।
ভরত জানান তাঁর চরণ বন্দিয়া॥
আমি রাজতনয় ভরত মম নাম।
লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ মম জ্যেষ্ঠ হন রাম॥
রামের উদ্দেশে আমি আসিয়াছি বন।
কহ মুনি কোথা তাঁর পাব দরশন॥
জিজ্ঞাসেন মুনি তাঁরে কোথা আগমন।
একেশ্বর আসিয়াছ না বুঝি কারণ॥
কটক সকল তুমি রাখিয়াছ পথে।
কোন্ ভাবে আসিয়াছ না পারি বুঝিতে॥
ভরত বলেন আমি কপট না জানি।
ধ্যান করি মুনি সব জানহ আপনি॥
সর্ব্বশুদ্ধ আইলে আশ্রমে হবে ক্লেশ।
তেকারণে সৈন্য মম বাহিরে অশেষ॥
সকল কটক মম সাত অক্ষৌহিণী।
কোন্‌খানে রবে ঠাট ভয় করি মুনি॥
তোমার পীড়াতে মুনি করি বড় ভয়।
অন্য সব বাহিরে আছয়ে মহাশয়॥
রাজ্যশুদ্ধ আসিয়াছে অযোধ্যানগরী।
রামেরে লইয়া যাব এই বাঞ্ছা করি॥
অতিশয় শ্রান্ত সৈন্য পথপরিশ্রমে।
কোন্‌খানে রবে ঠাট তোমার আশ্রমে॥
ভরতের কথা শুনি আজ্ঞা দেন মুনি।
আপন ইচ্ছায় আন যত অক্ষৌহিণী॥
দিব্যপুরী দিব আমি দিব্য দিব বাসা।
অতিথিসেবায় আমি করিব শুশ্রূষা॥
ভরত বলেন দেখি খানকত ঘর।
কেমনে রহিবে ঠাট কটক বিস্তর॥
ভরতের কথাতে কহেন হাসি মুনি।
প্রয়োজন যত ঘর পাইবা এখনি॥

কটক আনিতে যান ভরত আপনি।
এথা চমৎকার করে ভরদ্বাজমুনি ॥
যজ্ঞশালে গিয়া মুনি ধ্যান করি বৈসে।
যখন যাহারে ডাকে তখনি সে আইসে ॥
বিশ্বকর্ম্মা প্রথমতঃ হন আগুয়ান।
আশ্রমে অপূর্ব্ব পুরী করিতে নির্ম্মাণ ॥
মুনি বলে, বিশ্বকর্ম্মা, শুনহ বচন।
নির্ম্মাণ করহ যেন মহেন্দ্রভবন ॥
অশীতি যোজন করে পুরীর পত্তন।
সোণার আবাস ঘর করিল গঠন ॥
সোণার প্রাচীর আর সোণার আওয়ারী।
সোণার বান্ধিল দীর্ঘ ঘাট সারি সারি ॥
পুরীর ভিতর করে দিব্যসরোবর।
শ্বেতপদ্ম নীলপদ্ম শোভে নিরন্তর ॥
সুবর্ণপালঙ্ক করে রত্নসিংহাসন।
দেবকন্যা লয়ে ঠাট করিবে শয়ন ॥
করিল সোণার বাটা সোণার ডাবর।
কস্তূরীকুঙ্কুম রাখে গন্ধ মনোহর ॥
যত যত নদী আছে পৃথিবীমণ্ডলে।
যোগবলে মুনি আনাইল সেই স্থলে ॥
সাতশত নদী আর নদ যত ছিল।
যমুনাপ্রভাস আদি সেখানে আইল ॥
আইল নর্ম্মদা নদী কৃষ্ণা গোদাবরী।
আইল ভৈরব সিন্ধু গোমতী কাবেরী ॥
সরযূ তনয়া নদী আর মহানদ।
তর্পণে যাঁহার জলে পায় মোক্ষপদ ॥
কালিন্দী পুষ্কর নদী আইল গণ্ডকী।
শ্বেতগঙ্গা স্বর্গগঙ্গা আইল কৌশিকী ॥
ইক্ষুরসনদী আইল সুগন্ধি সুস্বাদ।
মধুরসনদী আইল ঘুচে অবসাদ ॥
দধিদুগ্ধঘৃত আদি রহে চারিভিতে।
ঘৃতনদী বহিয়া আইসে স্বাদু ঘৃতে ॥
সাতশত নদী তথা অতি বেগবতী।
আইলেন আশ্রমে আপনি ভাগীরথী ॥
ভরদ্বাজ ঠাকুরের তপস্যা বিশাল।
আইলেন সর্ব্বদেব দশদিক্‌পাল ॥
দেবকন্যা লইয়া আইল পুরন্দরে।
যে কন্যার রূপেতে পৃথিবী আলো করে ॥
হেমকূটে দেখি যেন সূর্য্যের কিরণ।
আছুক অন্যের কাজ ভুলে মুনিগণ ॥

আইলেন কুবের ধনের অধিকারী।
সোণার বাসন থালে আলো করে পুরী ॥
সুমেরু পর্ব্বত হৈতে আইল পবন।
মলয়ের বায়ুতে সবার হরে মন ॥
আইলেন সুধাকর সুধার নিধান।
পরম কৌতুকে সবে করে সুধাপান ॥
আইলেন অগ্নি আর জলের ঈশ্বর।
শনি আদি নবগ্রহ সঙ্গে দিবাকর ॥
মরুদ্গণ বসুগণ যেবা যথা রয়।
আইল সকল দেব মুনির আলয় ॥
তুম্বুরু নারদ আদি স্বর্গের গায়ক।
আইল নর্ত্তকী কত কত বা নর্ত্তক ॥
দেবশূন্য হইল যে ইন্দ্রের নগরী।
ভরদ্বাজ-আশ্রম হইল স্বর্গপুরী ॥
হেনকালে সৈন্যসহ ভরত আইসে।
এতেক করিল মুনি চক্ষুর নিমিষে ॥
নিরখিয়া ভরতের লাগিল বিস্ময়।
তখন মন্ত্রণা করে স্বর্গে দেবচয় ॥
ভরতের সঙ্গে যদি রাম যান দেশে।
দেবগণ মুনিগণ মরিবেন ক্লেশে ॥
রাম দেশে গেলে নাহি মরিবে রাবণ।
সাধুলোক সকলের নিতান্ত মরণ ॥
যেরূপে না যান রাম অযোধ্যাভুবন।
তেমন করহ যুক্তি মরুক রাবণ ॥
দেবগণ মুনিগণ করেন মন্ত্রণা।
ভুবনমণ্ডল ঘেরে রহে সর্ব্বজনা ॥
যার যোগ্য যে আবাস যায় সেইজন।
যে দিকে যে চাহে তার তাহে রহে মন।
মাখিয়া সুগন্ধি তৈল স্নান করিবারে।
কেহ যায় নদীতে কেহ বা সরোবরে ॥
কোন পুরুষেতে গঙ্গা যে জন না দেখে।
করে স্নানতর্পণ সে পরম কৌতুকে ॥
হস্তী ঘোড়া কটক চলিল সুবিস্তর।
জলকেলি করে সবে গিয়া সরোবর ॥
ভরদ্বাজমুনির কি অপূর্ব্ব প্রভাব।
কত নদী আশ্রমে আপনি আবির্ভাব ॥
স্নান করি পরে সবে বিচিত্রবসন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন ॥
বহুবিধ পরিচ্ছদ পরে সৈন্যগণ।
যার যাতে বাসনা পরিল আভরণ ॥

সবার সমান বেশ সমান ভূষণ।
কেবা প্রভু কেবা দাস নাহি নিরূপণ ॥
ভোজনে বসিল সৈন্য অতি পরিপাটী।
স্বর্ণপীঠ স্বর্ণথাল স্বর্ণময় বাটী ॥
স্বর্ণের ডাবর আর স্বর্ণময় ঝারি।
স্বর্ণময় ঘরেতে বসিল সারি সারি ॥
দেবকন্যা অন্ন দেয় সৈন্যগণ খায়।
কে পরিবেশন করে জানিতে না পায় ॥
নির্ম্মল কোমল অঙ্গ যেন যূথীফুল।
খাইল ব্যঞ্জন কত মনে হৈল ভুল ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানা রস ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ।
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ ॥
কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে।
আচমন করি ঠাট কষ্টে উঠে খাটে ॥
খাটে গিয়া প্রিয়া লয়ে করিল শয়ন।
দেবীরা আসিয়া করে শরীর মর্দ্দন ॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে সুললিত।
কোকিল পঞ্চমস্বরে গায় কুহুগীত ॥
মধুকরমধুকরী ঝঙ্কারে কাননে।
অপ্সরীরা নৃত্য করে মাতিয়া মদনে ॥
অনন্ত সামন্ত সৈন্য লইয়া রমণী।
পরম আনন্দে বঞ্চে বসন্তরজনী ॥
সবে বলে দেশে যাই হেন সাধ নাই।
অনায়াসে স্বর্গ মোরা পাইনু হেথাই ॥
এত সুখ এ সংসারে কেহ নাহি করে।
যে যায় সে যাক আমি না যাইব ঘরে ॥
এত সুখ ঠাট করে ভরত না জানে।
রামের চরণ বিনা অন্য নাহি জ্ঞানে ॥
এতেক করেন মুনি ভরত কারণ।
ভরত ভাবেন মাত্র রামের চরণ ॥
প্রভাতে ভরত গিয়া মুনিরে জিজ্ঞাসে।
ছিলাম পরমসুখে তোমার নিবাসে ॥
কহ মুনি কোথা গেলে পাইব শ্রীরাম।
উপদেশ করিয়া পুরাও মনস্কাম ॥
মুনি বলে জানিলাম ভরত তোমারে।
তব তুল্য ভ্রাতৃভক্ত না দেখি সংসারে ॥
বর মাগ, ভরত, আমি হে ভরদ্বাজ।
যারে যেই বর দেই সিদ্ধ হয় কাজ ॥
ভরত বলেন, মুনি, অন্যে নাহি মন।
বর দেহ শ্রীরামের পাই দরশন ॥
মুনি বলে শ্রীরামের জানি সবিশেষ।
দেখা পাবে কিন্তু রাম না যাবেন দেশ ॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে আছেন রঘুবীর।
তথা গেলে দেখা হবে এই জান স্থির ॥
অন্য অন্য মুনিগণ দিল তাহে সায়।
ভরতের সৈন্যগণ চিত্রকূটে যায় ॥
দশদিক হইল ধূলায় অন্ধকার।
হইল ভরত-সৈন্য যমুনার পার ॥
রামের সন্ধান পেয়ে প্রফুল্ল কটক।
বায়ুবেগে চলে সবে না মানে আটক ॥
যত হয় চিত্রকূট পর্ব্বত নিকট।
তত তথাকার লোক ভয়েতে বিকট ॥
চিত্রকূটপর্ব্বতনিবাসী মুনিগণ।
শ্রীরামের সহবাসে সদা হৃষ্টমন ॥
সৈন্যকোলাহল শুনি সভয় অন্তরে।
'রক্ষা কর রামচন্দ্র' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
হেনকালে ভরতশত্রুঘ্ন উপনীত।
সবার তপস্বীবেশ অযোধ্যা সহিত ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্ম্মাইয়া পর্ণশালা ॥
তাব দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীব।
জানকী তাহার মধ্যে লক্ষ্মণ বাহির ॥



শ্রীরামের সহিত ভরতের চিত্রকূট পর্ব্বতে সাক্ষাৎ

হেনকালে ভরতশত্রুঘ্ন দীনবেশে।
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে ॥
গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর।
পথপর্য্যটনে অতি মলিন শরীর ॥
পড়িলেন শ্রীরামের চরণকমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে ॥
পরস্পর সম্ভাষা করেন সর্ব্বজন।
যথাযোগ্য আলিঙ্গন পদাদিবন্দন ॥
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন ॥
বামাজাতি স্বভাবতঃ বামা বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথায় গেছে দেশান্তরে ॥

অপরাধ ক্ষমা কর চল প্রভু দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ॥
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার॥
চল প্রভু অযোধ্যায় লহ রাজ্যভার।
দাসবৎ কর্ম্ম করি আজ্ঞা-অনুসার॥
শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল এ নহে উচিত॥
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতার।
বনে আইলাম আমি আজ্ঞায় পিতার॥
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবা প্রত্যক্ষ॥
থাকুক সে সব কথা শুনিব সকল।
বলহ ভরত আগে পিতার কুশল॥
বশিষ্ঠ কহেন, রাম, না কহিলে নয়।
স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয়॥
শুনি মূর্চ্ছাগত রাম জানকী লক্ষ্মণ।
ভূমিতে লুটিয়া বহু করেন রোদন॥
বশিষ্ঠ বলেন বলি ব্যবস্থা ইহাতে।
তিন দিন তোমার অশৌচ শাস্ত্রমতে॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে জ্যেষ্ঠের অধিকার।
তিন দিন গেলে শ্রাদ্ধ করিবা রাজার॥
সকল ভাণ্ডার আছে ভরতের সাথে।
লহ ধন কর ব্যয় প্রয়োজনমতে॥
সম্বর সম্বর শোক রাম মহামতি।
তোমা বুঝাইতে পারে আছে কোন্ কৃতী॥
সত্য হেতু ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
রোদন করিয়া কেন পুণ্য কর নাশ॥
ছিলেন তৈলের মধ্যে মৃত মহারাজ।
ভরত আসিয়া করিলেন অগ্নিকাজ॥
আরো যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া ভরত।
কত শত দান করিলেন অবিরত॥
তাহার দানের কথা শুনি পরিপাটী।
একৈক ব্রাহ্মণে দেন ধন এককোটি॥
যত যত রাজা হইলেন চরাচরে।
ভরতসমান দান কেহ নাহি করে॥



শ্রীরামকর্তৃক দশরথের শ্রাদ্ধ

শ্রীরাম বলেন হে বশিষ্ঠ পুরোহিত।
আজ্ঞা কর পিতৃশ্রাদ্ধ করি যে বিহিত॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা চলেন ত্বরিত।
হইলেন ফল্গুনদীতীরে উপনীত॥
সকলে সলিলে স্নান করিল তখন।
করিলেন নামগোত্র লইয়া তর্পণ॥
স্নান করি তীরেতে বসেন তিনজন।
তখন বসিল সবে আত্মবন্ধুগণ॥
যথা রাম তথা হয় অযোধ্যানগরী।
রামচন্দ্রে বেড়িয়া বসিল সব পুরী॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, জিজ্ঞাসি কারণ।
আয়ুসত্ত্বে পিতা মরিলেন কি কারণ॥
অযুত বৎসর লোক সূর্য্যবংশে জীয়ে।
কাল পূর্ণ না হইতে মৃত্যু কি লাগিয়ে॥
বশিষ্ঠ বলেন রাজা গিয়া পরলোকে।
রক্ষা পাইলেন, রাম, তোমা পুত্রশোকে
সুমন্ত্র কহিল গিয়া তুমি গেলা বন।
'হা রাম' বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন॥
পিতৃকথা শুনিয়া কান্দেন তিনজন।
এদিকে শ্রাদ্ধের দ্রব্য হয় আয়োজন॥
তপোবনে ছিলেন যতেক মুনিগণ।
পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রীরাম করেন নিমন্ত্রণ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন ফল্গুনদীতীরে।
পিতৃপিণ্ড সমর্পণ করেন সে নীরে॥
মুনিগণ কহে কি রাজার পরিণাম।
তিনি পিণ্ড দেন যিনি নিজে মোক্ষধাম॥
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয়॥
তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি।
বুঝিয়া ভরতে, রাম, কর অনুমতি॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্যভাব।
ভরতের রাজত্বে আমার রাজ্যলাভ॥
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়॥
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে।
কোন্ শত্রু আপদ ঘটাবে কোন্ ক্ষণে॥

তোমারে জানাব কত আছ যে বিদিত।
বিবেচনা করিবা সর্ব্বদা হিতাহিত ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর জানহ গতপ্রায়।
চারিভাই একত্র হইব অযোধ্যায় ॥



সিংহাসনে শ্রীরামের পাদুকা রাখিয়া ভরতের রাজ্যশাসন

যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমনে রাখিব রাজ্য মম কার্য্য নয় ॥
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা ॥
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে।
ত্রিভুবনে ভরত কাহারে নাহি ডরে ॥
শ্রীরাম বলেন হে ভরত প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক ॥
নন্দীগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য্য।
সাবধান হইয়া পালিহ পিতৃরাজ্য ॥
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে ॥
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায় ॥
যাত্রাকালে উঠে মহা ক্রন্দনের রোল।
কোনজন শুনিতে না পায় কারো বোল ॥
কান্দেন কৌশল্যা রাণী রামে করি কোলে।
বসন ভিজিল তাঁর নয়নের জলে ॥
সুমিত্রা কান্দেন কোলে করিয়া লক্ষ্মণে।
সকলে ক্রন্দন করে সীতার কারণে ॥
ভরতেরে বিদায় করিয়া রঘুবীর।
চিত্রকূটে কিছুদিন রহিলেন স্থির ॥
সৈন্যগণ সহিত ভরত অতঃপরে।
তিনদিনে আইলেন অযোধ্যানগরে ॥
বিশ্বকর্ম্মা পাঠাইয়া দেন ভগবান।
নন্দীগ্রামে অট্টালিকা করিল নির্ম্মাণ ॥
রত্নসিংহাসনেতে ভরত পাট্টি পাতি।
তদুপরি পাদুকা থুইয়া ধরে ছাতি ॥
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসারচর্ম্মে।
পাত্রমিত্র সহিত থাকেন রাজকর্ম্মে ॥
কৃত্তিবাস কবির সঙ্গীত সুধাভাণ্ড।
কিবা মনোহর গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড ॥

দশরথের উদ্দেশ্যে সীতার পিণ্ডদান

রামসীতা রহিলেন পর্ব্বত উপর।
দশরথমৃত্যু পূর্ণ হৈল সম্বৎসর ॥
কহিলা শ্রীরামচন্দ্র সীতালক্ষ্মণেরে।
কি দিয়া করিব শ্রাদ্ধ পিতৃসম্বৎসরে ॥
তখন করেন যুক্তি শ্রীরাম দৈত্যারি।
ভঞ্জিত করিয়া আন মাণিক্য অঙ্গুরী ॥
অঙ্গুরী লইয়া গেল দুই সহোদরে।
সীতা আরম্ভিলা খেলা ফল্গুনদীতীরে ॥
খেলেন লইয়া বালি সীতা বহুমতে।
আসিলেন দশরথ সীতার সাক্ষাতে ॥
দশরথ কহিলেন শুন ওমা সীতে।
ক্ষুধার জ্বালায় আমি না পারি তিষ্ঠিতে ॥
তুমি বধূ আমি তব শ্বশুর ঠাকুর।
অর্পিয়া বালির পিণ্ড ক্ষুধা কর দূর ॥
সীতা কহিলেন, দেব, জিজ্ঞাসি তোমারে।
কি মতে অর্পিব পিণ্ড রাম-অগোচরে ॥
রাজা কন, সীতাদেবী, কহি তব স্থান।
আমার নিকটে তুমি রামের সমান ॥
মনে কিছু না করিও ওমা চন্দ্রমুখি।
লোকজন ডাকি আনি করে রাখ সাক্ষী ॥
'ভাল ভাল' বলি কহে সীতা চন্দ্রমুখী।
আম্বের তুলসী তুমি হয়ে থাক সাক্ষী ॥
জিজ্ঞাসা করেন রাম ফিরি আসি যদি।
কহিবেন বটবৃক্ষ আর ফল্গুনদী ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া সীতা করেন জ্ঞাপন।
দশরথ কথা সব কহিবে ব্রাহ্মণ ॥
ইহা শুনি দশরথ হর্ষে উঠি রথে।
লইয়া বালির পিণ্ড গেলা স্বর্গপথে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রহিল বিষাদ।
শ্বশুরের পিণ্ডদানে বধূর প্রমাদ ॥



ব্রাহ্মণ, তুলসী ও ফল্গুনদীর প্রতি সীতার অভিশাপ এবং বটবৃক্ষের প্রতি আশীর্ব্বাদ

হেথা প্রভু রামচন্দ্র অতি ত্বরাপর।
শ্রাদ্ধের সামগ্রী লইয়া আইলা সত্বর ॥
শ্রীরামে দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর।
নিবেদন করিলেন তাহার গোচর ॥

সীতা কহিলেন শুন প্রভু রঘুবর।
আশ্রমে আসিয়াছিলা অজের কোঙর ॥
আমারে করিতে শ্রাদ্ধ কন দশরথ।
লইয়া বালির পিণ্ড গেলা স্বর্গপথ ॥
রাম বলিলেন কিসে প্রত্যয় হয় কথা।
সাক্ষী করি রাখিয়াছি কন দেবী সীতা ॥
সাক্ষীরে আনিয়া সীতা বলাও এখন।
সাক্ষী পাইলে মোর প্রত্যয় হয় মন ॥
সীতা কহিলেন প্রভু করি নিবেদন।
জিজ্ঞাসা করহ তুমি ডাকিয়া ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলেন খর্ব্ব কবিব সীতারে।
মিথ্যা বাক্য বলিব সে রামের গোচরে ॥
ডাকিয়া ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসেন রঘুনাথে।
তোমরা দেখেছ মোর পিতা দশরথে ॥
ব্রাহ্মণ কহেন তবে রামের সাক্ষাতে।
আমরা না দেখিয়াছি রাজা দশরথে ॥
এ কথা শুনিয়া রাম কন হাসি হাসি।
লজ্জায় মলিন হৈলা সীতা সে রূপসী ॥
মিথ্যা কহি ব্রাহ্মণ এতেক দিল তাপ।
ক্রোধে তনু থরথর তোমা দিনু শাপ ॥
লক্ষ তঙ্কার দ্রব্যও থাকে যদি ঘরে।
ভিক্ষার লাগিয়া যাবে দেশদেশান্তরে ॥
রাম কন কান্দ কেন সীতা চন্দ্রমুখি।
আর কেহ থাকে তো বলাও দেখি সাক্ষী ॥
এতেক শুনিয়া কন সীতা সুরূপসী।
আনিয়া বলাও প্রভু আছেব তুলসী ॥
অতঃপর তুলসীকানন তথা হেরি।
কহিলেন রঘুনাথ কহ দ্রুত করি ॥
পিণ্ডপ্রদানের তুমি জান বিবরণ।
তুলসী কহেন যথা কহেন ব্রাহ্মণ ॥
তুলসী ভাবেন রাম মোরে নিবে হাতে।
মিথ্যা কথা কব আমি রামের সাক্ষাতে ॥
রাম বলে তুলসী শুনহ মোর কথা।
সাক্ষাতে দেখেছ মোর দশরথ পিতা ॥
তুলসী বলেন তবে প্রভু রঘুবরে।
আমরা না দেখিয়াছি তোমার পিতারে ॥
কথা শুনি জানকীর জন্মে মনস্তাপ।
যা রে তুলসী আমি দিনু তোরে শাপ ॥
এত দুঃখ দিলি তুই আমার অন্তরে।
আভূমি জন্মিও তুমি লৈয়া সর্ব্বান্তরে ॥

ক্রোধভরে সীতা দেবী কহেন এমন।
তোর পত্র শ্রীহরির আদরের ধন ॥
অপবিত্র স্থানে তোর অবস্থিতি হবে।
শৃগালকুকুরে তোরে অশুচি কবিবে ॥
হাসিয়া বলেন রাম শুনহ জানকি।
আর কেহ থাকে তো বলাও তারে সাক্ষী ॥
সীতা কহিলেন শুন প্রভু গুণনিধি।
আর সাক্ষী আছে সেই ফল্গু মহানদী ॥
ফল্গু ভাবে মিথ্যা কব শ্রীরামের স্থলে।
দিবেন কতই দ্রব্য রাম মোর জলে ॥
ফল্গুরে শুধান রাম কমললোচন।
তুমি দেখিয়াছ কিবা অজের নন্দন ॥
ফল্গুনদী কহে শুন প্রভু রঘুনাথ।
আমি নাহি দেখিয়াছি রাজা দশরথ ॥
এতেক শুনিয়া সীতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
আজি আমি দিব শাপ এ ফল্গুনদীরে ॥
অন্তঃশীলা হয়ে তুমি বহ সর্ব্বকাল।
তোমারে ডিঙ্গিয়া যাবে কুকুরশৃগাল ॥
শ্রীরাম বলেন শোন সীতা চন্দ্রমুখি।
আর কেহ থাকে তো বলাও আনি সাক্ষী ॥
সীতা কহিলেন, রাম, লজ্জা বোধ করি।
বটবৃক্ষ আনি সাক্ষী বলাও দৈত্যারি ॥
বটবৃক্ষ আসি কহে প্রভু রঘুবর।
সাক্ষী দিব যদি মোর জুড়াও অন্তর ॥
রামসীতা যুগ্মরূপ হেবিব নয়নে।
তবে আমি সাক্ষ্য দিব তব বিদ্যমানে ॥
বৃক্ষকথা শুনি সীতা আনন্দিত মন।
রামের বামেতে সীতা দাঁড়াল তখন ॥
হেরিয়া যুগল রূপ নিজের নয়ানে।
যোড়হস্তে বলে বৃক্ষ রামবিদ্যমানে ॥
তোমার চরণে প্রভু এই নিবেদন।
চিন্তামণি নাম তুমি ধর কি কারণ ॥
দয়াময় নাম তব সর্ব্বলোকে কয়।
পতিতে তরাও তাই নাম দয়াময় ॥
স্থাবরজঙ্গম আদি যত জীবগণ।
সর্ব্বজীবে সর্ব্বক্ষণ আছ নারায়ণ ॥
সংসারের চিন্তা কর নাম চিন্তামণি।
সীতা পিণ্ড দিল কিনা না জান আপনি ॥
চিন্তামণি নামে তব কলঙ্ক রহিল।
আজি হৈতে চিন্তামণি নামটী ডুবিল ॥

চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ভুলেছ আপনা।
মায়ায় মানুষ হৈলে কিছু নাহি জানা॥
বটবৃক্ষ কহে শুন কমললোচন।
মিথ্যা সাক্ষ্য ইহারা দিলেক সর্ব্বজন॥
ধনলোভে মিথ্যা কথা কহিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের অনুরোধে অন্য দুইজন॥
আমি যদি মিথ্যা বলি একে হবে আর।
অন্তর্য্যামী নারায়ণে ফাঁকি দেওয়া ভার॥
শতকোটি জন্ম তপ করে যেই জন।
সত্যবাদিসম কিন্তু না হয় কখন॥
বালিপিণ্ড লয়েছিলা সীতা ডান হাতে।
আপনি লইল তাহা রাজা দশরথে॥
খাইয়া সীতার পিণ্ড প্রফুল্ল অন্তরে।
দেখিতে দেখিতে রাজা গেল স্বর্গপুরে॥
শুনিয়া বৃক্ষের কথা কন রঘুবর।
চিরজীবী হও বট অক্ষয় অমর॥
পিণ্ডদান করি মনে ভাবেন জানকী।
বারে বারে সবাকারে করিয়াছি সাক্ষী॥
তুষ্ট হয়ে বর দিব তোমায় কেবল।
শীতকালে উষ্ম হবে গ্রীষ্মেতে শীতল॥
পুনর্ব্বার সীতা তারে দিলা এই বর।
ডালে ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর॥
মনোহর সুশীতল রবে অনিবার।
নিষ্পত্র না হবে শাখা কদাপি তোমার॥
সুশীতল রাখিবে যে যাবে তব তলে।
সর্ব্বদা আনন্দে রবে নিজ পত্রফলে॥
এইরূপে বটবৃক্ষে আশীর্ব্বাদ করি।
বিদায় দিলেন তারে রামের সুন্দরী॥
পর্ব্বত উপরে রন রাম লক্ষ্মণ সীতা।
এখন কহিব কিছু গয়াধামকথা॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কথা সুধাভাণ্ড।
পরম পবিত্র এই অযোধ্যার কাণ্ড॥



গয়ামাহাত্ম্য

চিত্রকূট ছাড়ি রাম সীতা ও লক্ষ্মণ।
গয়াধামে গিয়া শেষে দিলা দরশন॥
সীতা বলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
পূর্ব্বকথা কহ আমি করিব শ্রবণ॥
কি নিমিত্ত গয়াধাম হইল এখানে।
পিণ্ড দিলে কেন যায় বৈকুণ্ঠভুবনে॥
রাম বলে শুন সীতা আমার বচন।
পূর্ব্বকথা কহি আমি তাহে দেহ মন॥
পূর্ব্বে হেথা ছিল দৈত্য গয়াসুর নাম।
তার সনে করে ইন্দ্র ভীষণ সংগ্রাম॥
গয়াসুর দৈত্য তার মহাশক্তি ছিল।
ইন্দ্রাদি শতেক দেব সবারে জিনিল॥
অশ্বমেধ আদি করি নানা যজ্ঞ করে।
অক্ষয় অমর হয়ে রহে কলেবরে॥
প্রকাণ্ড শরীর তার কারেও না মানে।
একে একে জিনি লয় যত দেবগণে॥
তার ভয়ে দেবগণ তিষ্ঠিতে না পারে।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সবে স্তব করে॥
গোসাঞি অসুরভয়ে নাহি অব্যাহতি।
এইবার রক্ষা কর ওহে প্রজাপতি॥
সমস্ত দেবের ব্রহ্মা দেখিয়া কাকুতি।
আপনি আইলা সঙ্গে লয়ে পশুপতি॥
করিলা ভীষণ রণ দোঁহে তার সনে।
তথাপি জিনিতে নারে ব্রহ্মাত্রিলোচনে
ব্রহ্মা বলে, দৈত্য, তুমি বড় বলবান।
তোমার সমান কেহ নাহি পুণ্যবান॥
সেই হেতু গয়াসুর শুনহ বচন।
তোমার উপর যজ্ঞ করিব এখন॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা কহে গয়াসুর।
দোঁহে মিলি যজ্ঞ কর আমার উপর॥
আমার উপর যজ্ঞ কর দুইজন।
তথাপি ইহাতে মোর না হবে মরণ॥
চিৎ হয়ে গয়াসুর পড়িল সেখানে।
বসিলা করিতে যজ্ঞ ব্রহ্মাত্রিলোচনে॥
পৃথিবীতে পাহাড় পর্ব্বত যত ছিল।
গয়াসুর উপরে সকলি চাপাইল॥
যজ্ঞসজ্জা আনি দেয় যত দেবগণ।
আরম্ভিলা যজ্ঞ তবে ব্রহ্মাত্রিলোচন॥
যতেক দেবতা সহ ব্রহ্মামহেশ্বর।
একমন হয়ে সবে হৈলা গুরুভর॥
বিরাট মূরতি ধরি গয়ের উপর।
বসিলেন দেবগণ সহ পুরন্দর॥
অগ্নি জ্বালি যজ্ঞ করে ব্রহ্মাত্রিলোচন।
মূর্ত্তিমান হয়ে অগ্নি উঠে সেইক্ষণ॥

প্রদীপ্ত হইয়া অগ্নি অম্বর পরশে।
অগ্নিমধ্যে ঘৃত ঢালে কলসে কলসে॥
অসুর উপরে যজ্ঞ যদ্যপি করিল।
তথাপি অসুর তাহে ভয় না পাইল॥
সবে বলে গয়াসুর পরাণ ত্যজিল।
যজ্ঞ সাঙ্গ করি কৌটা সকলে পরিল॥
গয়াসুর বলে সবে যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল।
গাত্র ঝাড়া দিয়া বীর তখনি উঠিল॥
পাহাড় পর্ব্বত বৃক্ষ পড়ে বহু দূরে।
দেখিয়া ত দেবগণ পড়িল ফাঁপরে॥
গয়াসুর বলে শোন ওহে দেবগণ।
তোমাদের হাতে মোর না হবে মরণ॥
এতেক শুনিয়া দেবগণে লাগে ত্রাস।
দেবগণত্রাস দেখি আসে শ্রীনিবাস॥
গয়াসুরসহ আরম্ভিলা ঘোর রণ।
গয়াসুর পরাক্রমে তুষ্ট নারায়ণ॥
পরাজিয়া গয়াসুরে দেব দামোদর।
স্থাপিলেন পাদপদ্ম তার শিরোপর॥
বিষ্ণুপদে গয়াশিরে যেবা পিণ্ড দেয়।
পিতৃগণ মুক্ত হয়ে মোক্ষধামে যায়॥
সেই হেতু গয়াধাম নামেতে প্রকাশ।
সমাপ্ত অযোধ্যাকাণ্ড কহে কৃত্তিবাস॥

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

আরণ্যকাণ্ড



শ্রীরামচন্দ্রের চিত্রকূটে অবস্থান ও মুনিগণের স্থানান্তরে যাওয়ার কল্পনা

করিলেন অযোধ্যায় ভরত গমন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহেন তিনজন॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
ভালমন্দ যখন যে রামেরে জিজ্ঞাসে॥
মুনিগণ একদিন করে কাণাকাণি।
জিজ্ঞাসা করেন রাম ধনুর্ব্বাণপাণি॥
কহ কহ, মুনিগণ, কি কর মন্ত্রণা।
আমারে না কহি কেন বাড়াও যন্ত্রণা॥
আমরা সকলে করি একত্র বসতি।
একের ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি॥
যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
আমারে জানাও আমি করিব বিহিত॥
মুনিরা রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে।
বৃদ্ধ এক মুনি উঠি বলে তার মাঝে॥
যে মন্ত্রণা করিতেছিলাম রঘুবর।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর॥
রাবণের দুই ভাই দুষ্ট নিশাচর।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ খর দূষণ অপর॥
তাহার সামন্তগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমে।
কত উপদ্রব করে প্রবেশি আশ্রমে॥
যজ্ঞ আরম্ভণমাত্র আসিয়া নিকটে।
যজ্ঞ নষ্ট করে দ্বিজ পলায় সঙ্কটে॥
রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি।
ফলমূল কাড়ি খায় ভাঙ্গয়ে কলসী॥
এই বন ছাড়িয়া যাইব অন্য বন।
কাণাকাণি করিলাম এই সে কারণ॥
মুনিগণ ছাড়ে যদি শূন্য হবে বন।
শূন্য বনে কেমনে রহিবে তিনজন॥
সীতা অতি রূপবতী এই বনমাঝে।
কেমনে রাখিবা রাম রাক্ষসসমাজে॥
বিক্রমে বিশাল তুমি আমি জানি মনে।
কত সম্বরিয়া, রাম, থাকিবা কাননে॥
আমরা এ বন ছাড়ি অন্য বনে যাই।
তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই॥
স্ত্রীপুরুষে মুনিগণ চলেন সত্বর।
যার যথা ছিল স্থান কুটুম্বাদি ঘর॥
উঠে গেল মুনিগণ শূন্য দেখা যায়।
শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায়॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
গাইল আরণ্যকাণ্ডে প্রথম শিকলি॥



শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রমে গমন

আমা নিতে ভরত আইলে পুনর্ব্বার।
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার॥
চিত্রকূট-অযোধ্যা নহে ত বহু দূর।
ভরত ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর॥
রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে।
চলিলেন চিত্রকূট ছাড়িয়া দক্ষিণে॥
কতদূর যান তাঁরা করি পরিশ্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রিমুনির আশ্রম॥
প্রবেশিয়া তিনজন পুণ্য তপোবন।
বন্দনা করেন অত্রিমুনির চরণ॥

রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে বসান আসনে॥
আপনার পত্নী ঠাঁই সমর্পিলা সীতা।
পালন করহ যেন আপন দুহিতা॥
দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্ত্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা॥
শুক্লবস্ত্রপরিধানা শুক্ল সর্ব্ববেশ।
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ॥
তপস্যা করিয়া মূর্ত্তি ধরেন তপস্যা।
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা॥
কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা।
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা॥
মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে।
কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্ল অন্তরে॥
রাজকুলে জন্মিয়া পড়িলা রাজকুলে।
দুই কুল উজ্জ্বল করিলা গুণে শীলে॥
এ সব সম্পদ ছাড়ি পতিসঙ্গে যায়।
হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায়॥
সীতা কহিলেন, মাতা, সম্পদে কি কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য্য কিবা ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে॥
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্বগুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি॥
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতি।
আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি॥
শুনিয়া সীতার বাক্য তুষ্ট মুনিদারা।
আপনার যেমন সীতার সেই ধারা॥
সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন।
দিব্য-অলঙ্কার আর বহুমূল্য ধন॥
তুষ্টা হয়ে সীতারে কহেন ভগবতী।
তব পূর্ব্ববৃত্তান্ত কহ গো সীতা সতি॥
জানকী বলেন, দেবি, কর অবধান।
আমার জন্মের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান॥
একদিন রাজর্ষি জনক যবে ক্ষেতে।
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে॥
এইভাবে হয় মম জন্ম মহীতলে।
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিল কোলে॥
নিজ কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি।
হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী॥
দেবগণ ডাকি বলে জনকভূপতি।
গ্রহণ করহ এই কন্যা রূপবতী॥
অযোনিসম্ভবা এই তোমার দুহিতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম রাখ সীতা॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
দীনদ্বিজদুঃখীরে দিলেন বহু ধন॥
প্রধান দেবীর ঠাঞি দিলেন আমারে।
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে॥
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে।
আমা দেখি জনক চিন্তেন মনে মনে॥
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে।
তারে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে॥
দারুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার।
তেরলক্ষ বীর আসে রাজার কুমার॥
দেখিয়া ধনুক প্রাণ সবাকার কাঁপে।
না সম্ভাষি পিতারে পলায় মনস্তাপে॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া।
কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া॥
হেনকালে উপস্থিত শ্রীরামলক্ষ্মণ।
ধনুক দেখিয়া হাস্য করেন তখন॥
ধনুকেতে দিতে গুণ সর্ব্বলোকে বলে।
ধনুখান ধরি রাম বামহাতে তোলে॥
গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে।
সবে স্তব্ধ তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে॥
ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে কাঁপিল সর্ব্বজনা॥
বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে।
স্বীকার না করে রাম পিতা-অগোচরে॥
রাজ্যসহ দশরথ আসিয়া সংবাদে।
রামের বিবাহ দেন পরম আহ্লাদে॥
শ্রীরাম করিলেন আমার পাণিগ্রহ।
লক্ষ্মণের দারকর্ম্ম উর্ম্মিলার সহ॥
কুশধ্বজ খুড়ার যে দুই কন্যা ছিল।
ভরতশত্রুঘ্ন দোঁহে বিবাহ করিল॥
পূর্ব্বকথা, ভগবতি, এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম॥
এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী।
পরিতোষ পাইলেন মুনির গেহিনী॥
ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দুর।
কণ্ঠে মণিময় হার বাহুতে কেয়ূর॥

কর্ণেতে কুণ্ডল করে কাঞ্চনকঙ্কণ।
নূপুরে শোভিত হয় কমলচরণ॥
নাসায় বেসর দেন গজমুক্তা তায়।
পট্টবস্ত্র অধিক শোভিত গৌর গায়॥
প্রদোষ হইল গত প্রবেশে রজনী।
রামের নিকট যান শ্রীরামরমণী॥
উমা রমা নাহি পান সীতার উপমা।
চরাচরে জনকদুহিতা নিরুপমা॥
দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি।
মুনির আশ্রমে সুখে বঞ্চেন রজনী॥



শ্রীরামচন্দ্রাদির দণ্ডকারণ্যদর্শন

প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ।
তিনজন বন্দিলেন মুনির চরণ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রিমহামুনি।
কহিলেন উপযুক্ত উপদেশবাণী॥
শুন রাম রাক্ষসপ্রধান এই দেশ।
সদা উপদ্রব করে দেয় বহু ক্লেশ॥
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান।
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান॥
মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।
দণ্ডককাননমধ্যে করিলেন গতি॥
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
জনকতনয়া মধ্যে অপূর্ব্ব শোভন॥
ফলপুষ্প দেখেন সুগন্ধে আমোদিত।
ময়ূরীর কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত॥
নানা পক্ষিকলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর॥
বনমধ্যে আছে বহু মুনির বসতি।
শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে কত স্তুতি॥
রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সমান।
যথা তথা থাক, রাম, তুমি ভগবান॥
রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ।
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ॥
দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডককানন।
তিনজন মনসুখে করেন ভ্রমণ॥
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাতে লক্ষ্মণ
নানাস্থলে কৌতুক করেন নিরীক্ষণ॥

বিরাধরাক্ষসবধ

হেনকালে দুর্জ্জয় রাক্ষস আচম্বিত।
বিকট আকার ধরি হৈল উপস্থিত॥
রাঙ্গা দুই আঁখি তার খোঁখর হৃদয়।
বনজন্তু ধরে মারে কারে নাহি ভয়॥
দুর্জ্জয় শরীর ধরে পর্ব্বতসমান।
জ্বলন্ত আগুন হেন রাঙ্গা মুখখান॥
শিরে দীর্ঘ জটা কটা দীর্ঘ সর্ব্বকায়।
লম্বোদর অস্থিসার শিরা গণা যায়॥
বান্ধিয়া লইয়া যায় মাংসভার স্কন্ধে।
পলায় লইয়া প্রাণ সবে তাব গন্ধে॥
মেঘের গর্জ্জনসম ছাড়ে সিংহনাদ।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষস বিরাধ॥
সীতায় রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে থাকি অন্তরীক্ষে॥
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জ্জন॥
তপস্বীর বেশে তুই ভ্রমিস কাননে।
দেখাইয়া কামিনী ভুলাস মুনিগণে॥
তোদের সবারে আজি করিব ভক্ষণ।
ঝট পরিচয় দেহ তোরা কোন্ জন॥
শ্রীরাম বলেন আমি ক্ষত্রিয়কুমার।
লক্ষ্মণ অনুজ জায়া জানকী আমার॥
দেখি হে তোমার কেন বিকৃত আকৃতি।
বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন্ জাতি॥
রাক্ষস বলিল আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আজি ছাড়িবাব নই॥
বিরাধ আমার নাম থাকি যথা তথা।
কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্ব্বথা॥
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে।
অভেদ্য শরীর মোর ভয় করি কারে॥
লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম কহেন পেয়ে ভয়।
জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
আইলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে।
সীতারে খাইল আজি দারুণ রাক্ষসে॥
লক্ষ্মণ বলেন, দাদা, না ভাবিহ তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ॥
লক্ষ্মণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে।
মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে॥

সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে।
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মণে॥
তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ।
জাঠাগাছ তখনি হইল খানখান॥
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ত্রাস।
অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ॥
ছাড়েন ঐষীকবাণ দশরথসুত।
পড়িল বিরাধ যেন কৃতান্তের দূত॥
আছাড়িয়া ফেলে সীতা ঘায়েতে কাতরা
ভূমেতে পড়েন সীতা হইয়া মূর্চ্ছিতা॥
বাণাঘাতে বিরাধের দেহ রক্তে ভাসে।
মরি মরি করি যায় শ্রীরামের পাশে॥
যোড়হাতে রাক্ষস শ্রীরামে করে স্তুতি।
তব বাণস্পর্শে, রাম, পাই অব্যাহতি॥
শাপে মুক্ত করিলা আমার এ শরীর।
লইলাম শরণ চরণে রঘুবীর॥
ধন্য ধন্য সীতাদেবী রাম যাঁর পতি।
তোমা পরশিয়া পাই শাপে অব্যাহতি॥
পূর্ব্বকথা আমার শুনহ রঘুপতি।
কুবেরের শাপে মোর এহেন দুর্গতি॥
কিশোর আমার নাম কুবেরের চর।
আমাতে সর্ব্বদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর॥
একদিন কুবের নিজ বিশ্রাম-আগারে।
পত্নীগণসহ কথা কন অন্তঃপুরে॥
কর্ম্মদোষে আমি তথা হই উপনীত।
আমারে দেখিয়া তাঁরা হইল লজ্জিত॥
কোপে শাপ আমাকে দিলেন ধনেশ্বর।
দণ্ডককাননে গিয়া হও নিশাচর॥
পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন।
শ্রীরামের শরে হবে শাপবিমোচন॥
পাইলাম তোমার দর্শনে অব্যাহতি।
মৃতদেহ পোড়াইলে পাইব নিষ্কৃতি॥
লক্ষ্মণের উদ্যোগে রাক্ষসদেহ পুড়ে।
দিব্যদেহ ধরিয়া সে দিব্যরথে চড়ে॥
রামদরশনে চর গেল স্বর্গবাস।
রচিল আরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস॥



শ্রীরামের শরভঙ্গমুনির আশ্রমে গমন

শ্রীরাম বলেন চল জানকি লক্ষ্মণ।
গোমতীর পারে শরভঙ্গনিকেতন॥
এথা হইতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন।
অদ্ভুত দেখিবা সে মুনির তপোবন॥
তপের প্রভাবে যেন জ্বলন্ত অনল।
শরভঙ্গমুনির বিখ্যাত সেই স্থল॥
সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেই স্থানে।
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনিদরশনে॥
হেনকালে উপনীত তথা শচীনাথ।
শরভঙ্গমুনিসহ করিতে সাক্ষাৎ॥
রথোপরে পুরন্দর আসে শুদ্ধবেশে।
দেবগণ বেষ্টিত তাঁহার চারিপাশে॥
রথ শোভা করে মণিমুক্তার ঝারা।
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া সারথির ত্বরা॥
চারিদিকে শোভে নীল পীত পতাকায়।
দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তাঁয়॥
অনুজেরে বলেন থাকহ এইক্ষণ।
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোন্ জন॥
ইন্দ্র আসি মুনিরে করিয়া নমস্কার।
নিবেদন করিলেন কার্য্য আপনার॥
শুন মুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ।
আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ॥
রাক্ষসবধের হেতু তাঁর অবতার।
ত্রিকালজ্ঞ আপনি ত কি জানাব আর॥
তব স্থানে রাখিলাম এই ধনুর্ব্বাণ।
আইলে তাঁহারে তুমি করিবা প্রদান॥
এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর।
প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর॥
প্রণাম করেন শরভঙ্গমুনিবরে।
আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহেন মুনি তাঁরে॥
অনাথ ছিলাম বনে হইলা হে নাথ।
যোগে যাঁরে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ॥
আইলা আপনি বিষ্ণু আমার নিবাস।
তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস॥
শত বৎসরের তপ করিলাম দান।
এই লহ ইন্দ্রদত্ত দিব্যধনুর্ব্বাণ॥
শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন।
প্রাণ রাখিয়াছি, রাম, তোমার কারণ॥

ক্ষণেক লক্ষ্মণসহ বৈস এইখানে।
অগ্নিতে শরীর ত্যজি তব বিদ্যমানে॥
শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল॥
কৌতুক দেখেন সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুনির সাহস দেখি বিস্মিত ভুবন॥
'রাম রাম' উচ্চরিয়া মুনি ঊর্দ্ধ তুণ্ডে।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে॥
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ আকার॥
গোলোকে গেলেন মুনি নিজ পুণ্যফলে
দেখিয়া সবার মন পূর্ণ কুতূহলে॥
রামদরশনে মুনি যান স্বর্গবাস।
রচিল আরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস॥



শ্রীরামচন্দ্রের বনান্তরে ভ্রমণ

সম্ভাষিতে রামেরে আইল বনবাসী।
কেহ কেহ ফল খায় কেহ উপবাসী॥
অনাহারী কেহ বা বরিষা চারি মাস।
কেহ কেহ সর্ব্বকাল করে উপবাস॥
গাছের বাকল পরে শিরে জটা ধরে।
মৃগচর্ম্ম ধরে কেহ কমণ্ডলু করে॥
মুনিগণে দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ।
করেন প্রণতি স্তুতি করি যোড়হাত॥
মুনিরা করেন স্তুতি রামের গোচর।
শ্রীরাম বলেন, প্রভু, না করিহ ডর॥
তপোবনে না রাখিব রাক্ষসসঞ্চার।
অবিলম্বে হইবেক রাক্ষসসংহার॥
মুনিগণ সঙ্গে রঙ্গে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তপোবনদরশনে করেন গমন॥
ধনুকে টঙ্কার দিলা রাম রঘুবীর।
দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির॥
বনে প্রবেশেন রাম হাতে ধনুর্ব্বাণ।
নিষেধ করেন সীতা রামবিদ্যমান॥
রাক্ষসের সনে কেন করহ বিবাদ।
অকারণ প্রাণিবধে ঘটিবে প্রমাদ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম কর অবধান॥
শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে।
কহিলেন পিতা পূর্ব্ব-আখ্যান আমারে॥
দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপোবনে।
তাঁর স্থানে খড়্গ স্থাপ্য রাখে একজনে॥
পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্য ধন।
তেঁই যত্নে খড়্গখানি রাখেন ব্রাহ্মণ॥
এক বৃদ্ধ পাখী সেই তপোবনে বৈসে।
নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে॥
মুনিরে কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন।
সেই খড়্গাঘাতে বধে পাখীর জীবন॥
হাতে অস্ত্র থাকিলে লোকের জ্ঞান নাশে।
হইল মুনির পাপ সে অস্ত্রের দোষে॥
সত্য পালি দেশে চল এইমাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন॥
সরলা জনকবালা কহিলে এমতি।
বুঝান প্রবোধবাক্যে তাঁরে সীতাপতি॥
কনককমলমুখি জনককুমারি।
আমার নাহিক ভয় কি ভয় তোমারি॥
মহাতেজা মুনিগণ যাহার সহিতে।
তাহার কিসের ভয় বল দেখি সীতে॥
যাইতে দেখেন তাঁরা দিব্য সরোবর।
শুনেন অপূর্ব্ব গীত তাহার ভিতর॥
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি।
জলের ভিতরে গীত, মুনি, কেন শুনি॥
মুনি বলিলেন ছিল হেথা এক মুনি।
করিত কঠোর তপ দিবসরজনী॥
তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর।
পাঠান অপ্সরাগণে যথা মুনিবর॥
আইল অপ্সরাগণ মুনির নিকটে।
দেখিয়া ভুলিল মুনি পড়িল সঙ্কটে॥
এ স্থানের খ্যাতি পঞ্চ অপ্সরা বলিয়া।
অদ্যাপি আছয়ে তারা হেথা লুকাইয়া॥
নৃত্যগীত করে তারা নাহি যায় দেখা।
এমন অপূর্ব্ব কথা পুরাণেতে লেখা॥
শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রীরাম।
তপোবন দেখিয়া গেলেন মুনিধাম॥
আতিথ্য করেন মুনি সমাদর করি।
তিনজন বঞ্চিলেন সুখে বিভাবরী॥
কোথা পাঁচসাত মাস কোথা দশ মাস।
কোথাও বৎসর রাম করেন প্রবাস॥

এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ।
অতীত হইল দশ বৎসর তখন॥
একদিন সীতাসহ শ্রীরামলক্ষ্মণ।
করপুটে বন্দিলেন মুনির চরণ॥
সুতীক্ষ্ণ মুনিরে রাম কহেন সুভাষ।
অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে করি আশ॥
মুনি বলে যাহ রাম অগস্ত্যের ধাম।
তথা গিয়া তাঁহার পুরাও মনস্কাম॥
তাঁহার কনিষ্ঠ আছে পিপ্পলীর বনে।
অদ্য গিয়া বাসা কর তাঁর তপোবনে॥
কল্য গিয়া পাইবা অগস্ত্য-তপোবন।
তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন॥
বিদায় হইয়া রাম চলেন দক্ষিণে।
উপনীত হইলেন পিপ্পলীর বনে॥
রামেরে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি।
তথা সেই রাত্রি রাম করিলেন স্থিতি॥



শ্রীরামচন্দ্রের অগস্ত্যের আশ্রমে গমন ও বাতাপি ও ইল্বলের নিধনবৃত্তান্তকথন

প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন।
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন॥
এই বনে ছিল এক রাক্ষস দুর্জ্জয়।
তারে বিধি করিলেন মুনি এ আলয়॥
শুনিয়া লাগিল লক্ষ্মণের চমৎকার।
মুনি হয়ে রাক্ষস মারেন কি প্রকার॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, শুন তদন্তর।
ইল্বল বাতাপি ছিল দুই সহোদর॥
মায়াবী রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে।
বাতাপি হইয়া মেষ ব্রহ্মবধ করে॥
তার ভাই ইল্বল সে জানিত সঙ্গীত।
লোকমধ্যে ভ্রমে যেন অদ্ভুত পণ্ডিত॥
আদর করিয়া দ্বিজে করে নিমন্ত্রণ।
ঐ মেষমাংস দিয়া সে করায় ভোজন॥
ব্রাহ্মণের উদরে মেষের মাংস থাকে।
বাতাপি বাহির হয় ইল্বলের ডাকে॥
পেট চিরি বাহিরায় বিপ্রগণ মরে।
এইরূপ করি ভ্রমে দুই সহোদরে॥
ব্রহ্মবধ শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি।
ইল্বলের ঠাঁই স্থান মাগিল আপনি॥

দূর হৈতে আইলাম পথিক ব্রাহ্মণ।
মেষমাংস মোরে আজি করাহ ভোজন॥
মুনির বচন শুনি ইল্বল-উল্লাস।
কহিল খাইবে মুনি কত মেষমাস॥
মুনি বলে বহুদিন আছি উপবাস।
ইচ্ছা হয় খাইবারে গাড়রের মাস॥
বাতাপি গাড়র হয় মায়ার প্রবন্ধে।
গাড়র কাটিয়া মাংস রান্ধিল আনন্দে॥
বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বৈসে।
হাতে থালা করিয়া ইল্বল আসে পাশে॥
গঙ্গাদেবী বলি মুনি মনে মনে ডাকে।
অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণ্ডলু ঢোকে॥
মুনি বলে বহুদিন মম উপবাস।
ভোজন করিব আমি গাড়রের মাস॥
গঙ্গাজল পান করি ব্রহ্মমন্ত্র জপে।
মুষ্টি মুষ্টি মাংস সে ভোজন করে কোপে॥
মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক।
বাহিরে ইল্বল ডাকে ঘন ঘন ডাক॥
ইল্বল বলিল এস বাতাপি বাহিরে।
মুনি বলে তুমি কোথা দেখ বাতাপিরে॥
যেমন গর্জ্জিয়া সিংহ ধরে ভক্ষ্য হাতী।
ইল্বলে মারিতে যুক্তি করে মহামতি॥
এতেক দেখিয়া তোর বুদ্ধি নাই ঘটে।
তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে॥
সে কথায় পাসরিল রাক্ষস আপনা।
বাতকর্ম্ম করে মুনি যেমন ঝঞ্ঝনা॥
বাতকর্ম্ম অগ্নিতে ইল্বল পুড়ি মরে।
এইমতে মুনি দুই রাক্ষসেরে মারে॥
এরূপে মারিয়া সেই রাক্ষস দুর্জ্জয়।
তপোবন রক্ষা কৈলা মুনি মহাশয়॥
আইলাম সেই অগস্ত্যের তপোবনে।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় যাঁর দরশনে॥
প্রবেশিতে যান রাম অগস্ত্যের দ্বারে।
হেনকালে শিষ্য এক আইল বাহিরে॥
তাঁহারে দেখিয়া তবে বলেন লক্ষ্মণ।
আইলেন রাম মুনিসম্ভাষকারণ॥
এতেক বচনে শিষ্য গেল অভ্যন্তরে।
কহিল রামের কথা মুনির গোচরে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারে তিনজন।
আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন গমন॥

রামের সংবাদে মুনি হয়ে আনন্দিত।
আজ্ঞা করিলেন শিষ্যে আনহ ত্বরিত॥
সবাকার পূজ্য রাম আইলেন দ্বারে।
যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যাঁরে॥
সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায়।
দেখিয়া মুনির মনোভ্রম দূরে যায়॥
অগস্ত্যের চরণ বন্দেন তিনজন।
অগস্ত্য বলেন কিবা অপূর্ব্ব দর্শন॥
গোলোক ছাড়িয়া, প্রভু, এলে বনবাস।
না জানি তোমার আর কিসে অভিলাষ॥
লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার।
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার॥
পথশ্রান্ত আছ, রাম, করহ ভোজন।
আজ্ঞামতে শিষ্যেরা করিল আয়োজন॥
মুনির আদরে রাম করেন ভোজন।
নিশীথিনী তথায় বঞ্চেন তিনজন॥
করিয়া প্রভাতকৃত্য শ্রীরঘুনন্দন।
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন॥
পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে।
আজ্ঞা কর, মুনিবর, থাকি কোন্ স্থানে।



শ্রীরামের পঞ্চবটীবনে অবস্থান ও জটায়ুর সহিত পরিচয়

অগস্ত্য বলেন শুনি রামের বচন।
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্রভবন॥
গোদাবরীতীরে আছে পঞ্চবটীবন।
সেই স্থানে গিয়া সুখে থাক তিনজন॥
দিব্যধনুর্ব্বাণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
রামেরে অগস্ত্যমুনি করিলেন দান॥
নানা আভরণ আর সোণার টোপর।
বস্ত্ররত্ন দিয়া মুনি করেন আদর॥
অগস্ত্যের স্থানে রাম লইয়া বিদায়।
চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায়॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি।
পাইয়া রামের বার্ত্তা আসে শীঘ্রগতি॥
শ্রীরামের সম্মুখে হইয়া উপস্থিত।
আপনার পরিচয় দেন যথোচিত॥
জটায়ু আমার নাম গরুড়নন্দন।
তোমার বাপের মিত্র আমি পুরাতন॥
পক্ষিরাজ সম্পাতি আমার বড়ভাই।
আরো পরিচয় রাম তোমারে জানাই॥
পূর্ব্বে দশরথের করেছি উপকার।
তেঁই সে তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা আমার॥
আইস আইস, রামসীতা, মোর ঘরে।
ইহা কহি বাসা দিল অতি সমাদরে॥
তিনজনে অনুব্রজি লৈয়া গেল পাখী।
পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী॥
লক্ষ্মণে বলেন রাম বাঁধ বাসাঘর।
গোদাবরীজলে স্নান করি নিরন্তর॥
লক্ষ্মণ বলেন, রাম, আপনি প্রধান।
কোন্ স্থানে বান্ধি ঘর কর সংবিধান॥
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরীতীরে।
সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে॥
নিকটে প্রসর ঘাট তাতে নানা ফুল।
মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল॥
শ্রীরাম বলেন হেথা বান্ধ বাসাঘর।
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে বান্ধে দিব্যঘর।
একদিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর॥
পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি।
অগ্নিপূজা করি হইলেন গৃহবাসী॥
পাতালতানির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া।
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া॥
জটায়ু বলেন, রাম, আসি হে এখন।
যখন করিবে আজ্ঞা আসিব তখন॥
এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে।
দুই পাখা প্রসারিয়া গেল নিজ দেশে॥
রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে।
স্নান করিবারে যান গোদাবরীজলে॥
সুগন্ধি সুদৃশ্য নানা কুসুম তুলিয়া।
নিত্য নিত্য শ্রীরাম করেন নিত্যক্রিয়া॥
ফলমূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ।
সুস্বাদু শীতল গোদাবরীর জীবন॥
ঋষিগণ সহিত সর্ব্বদা সহবাস।
করেন কুরঙ্গগণ সহ পরিহাস॥
সীতার কখন যদি দুঃখ হয় মনে।
পাসরেন তখনি শ্রীরামদরশনে॥
রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ।
আত্মারাম শ্রীরাম নাহিক কোন ক্লেশ॥

লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি।
শ্রীরামের বনবাসে যিনি বনবাসী॥



সূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন

রহেন এরূপে পঞ্চবটী তিনজন।
হেন কালে ঘটে এক অপূর্ব্ব ঘটন॥
রাবণের ভগ্নী সেই নাম সূর্পণখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সদনে।
শ্রীরামেরে দেখিয়া সে ভাবে মনে মনে॥
শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান্।
সুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান॥
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্টা নিশাচরী।
নবরূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি॥
জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম ধাম্মিকশিরোমণি।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্ম্মচারিণী॥
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্ব্বলা।
ভুলাইতে রামেরে পাতিল নানা ছলা॥
মিষ্টভাষে সম্বোধন করিয়া কামিনী।
রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাস্যবদনা॥
রাজপুত্র বট কিন্তু তপস্বীর বেশ।
এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ॥
দণ্ডককাননে আছে দারুণ রাক্ষস।
হেন বনে ভ্রম তুমি এ বড় সাহস॥
বহুদূর নহে তারা আছয়ে নিকটে।
হেন রূপবান্ তুমি পড়িলে সঙ্কটে॥
সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার।
কে বা এ পুরুষ তব সমান আকার॥
সরলহৃদয় রাম দেন পরিচয়।
মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয়॥
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ প্রেয়সী সীতা ইনি।
সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লো কামিনি॥
শুনিলে আমার দেহ নিজ পরিচয়।
কে বট আপনি কোথা তোমার আলয়॥
পরমা সুন্দরী তুমি লোকে নিরুপমা।
মেনকা উর্ব্বশী কিবা হবে তিলোত্তমা॥
জিজ্ঞাসা করেন রাম সরলহৃদয়।
সূর্পণখা আপনার দেয় পরিচয়॥

লঙ্কাতে বসতি আমি রাবণভগিনী।
নানা দেশে ভ্রমি আমি হয়ে একাকিনী॥
দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে না করি ভয়
তোমার কামিনী হই হেন বাঞ্ছা হয়॥
লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রায়।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাকায়॥
অন্য ভ্রাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ভাই খর দূষণ এখানে দুইজন॥
অতি আদরের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী।
তোমার হইলে কৃপা ধন্য করি মানি॥
সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমা সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তার॥
তথা যাব যথা নাই মনুষ্যসঞ্চার।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার॥
মনসুখে বেড়াইব আমি দ্রুতগতি।
এত গুণ নাহি ধরে তব সীতা সতী॥
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী লক্ষ্মণ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য করিব ভক্ষণ॥
আমার দেখহ, রাম, কেমন সুবেশ।
সীতায় আমায় রূপে অনেক বিশেষ॥
কুবেশ তোমার সীতা বড়ই ঘৃণিত।
হেন ভার্য্যাসহ থাক মনে পেয়ে প্রীত॥
যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তখনি।
বিহার করিব গিয়া দিবসরজনী॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা, না করিহ ত্রাস।
রাক্ষসীর সহিত করিব পরিহাস॥
পরিহাস করেন শ্রীরাম সুচতুর।
রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর॥
আমার হইলে জায়া পাবে সে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও সেও বড় গুণী॥
সুচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ।
সফল করহ আশা করি উপদেশ॥
লক্ষ্মণ কনকবর্ণ পরম সুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই তুমি কর বর॥
তোমা হেন রূপবতী পাবে কোন্ স্থলে।
সত্য জ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে॥
তুমি যুবা হইয়া একাকী বঞ্চ রাতি।
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি॥
লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ॥

ভুবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা॥
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমায় সীতায় দেখি অনেক অন্তর॥
রামেরে ভজহ তুমি হৈয়া সাবধান।
মানুষী কি করিবেক তোমা বিদ্যমান॥
উপহাস নাহি বুঝে বাক্যমাত্রে ধায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায়॥
পুনর্ব্বার আইলাম, রাম, তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে॥
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে॥
ক্ষণে বামে ক্ষণেতে দক্ষিণে যায় সীতা।
দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা॥
যেই দিকে যান সীতা সে দিকে রাক্ষসী।
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন কর ইহারে বিনাশ॥
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
একবাণে তাহার কাটিল নাককাণ॥
কাটা নাককাণ তার ভাসে রক্তস্রোতে।
ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোণিতে॥



শ্রীরামচন্দ্রের রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ

সূর্পণখা যায় খরদূষণের পাশে।
নাকে হাত দিয়া কান্দে রক্তে গাত্র ভাসে॥
কহে খরদূষণ রাক্ষসসেনাপতি।
কোন্ বেটা করে হেন ভগিনীদুর্গতি॥
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোঘের বসতি।
মরিবার ঔষধ কে বান্ধিল দুর্ম্মতি॥
দূষণখরের থানা যমের সমান।
যোদ্ধা চৌদ্দ হাজার যাহার বলবান্॥
রাবণেরে নাহি মানে আমারে না জানে।
মারিবার উপায় সৃজিল কোন্ জনে॥
বসিয়া ত সূর্পণখা কহে ধীরে ধীরে।
আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে॥
মুনিতুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে মুনি।
সঙ্গে লয়ে ভ্রমে এক সুন্দরী কামিনী॥
এক কার্য্যে গিয়া ভ্রষ্টা কহে আর কাজ
মনের বাসনা সে কহিতে বাসে লাজ॥
গেলাম মনুষ্যমাংস খাইবার সাধে।
নাককাণ কাটে মোর এই অপরাধে॥
ছিল চোদ্দজন যে প্রধান সেনাপতি।
যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি॥
রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ সহিত।
গৃধ্র আর কাকে খাক তাদের শোণিত॥
যার ঠাঁই ভগিনী পাইল অপমান।
তার রক্তমাংস সবে কর গিয়া পান॥
লইয়া ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
সেনাপতি ধায় যেন যমের কিঙ্কর॥
'মার মার' বলিয়া ধাইল নিশাচর।
কোলাহলে পূর্ণিত হইল দিগন্তর॥
সকলে আইল যথা শ্রীরামলক্ষ্মণ।
বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন॥
ফলমূল খাই মাত্র বাস করি বনে।
বিনা অপরাধে আসি যুদ্ধ কর কেনে॥
এইমত বিনয়ে কহিলে রঘুবর।
রামেরে ডাকিয়া বলে দুষ্ট নিশাচর॥
তপস্বীর মত থাক কে করে বারণ।
ভগিনীর নাককাণ কাট কি কারণ॥
যেই কর্ম্ম করিলি জীবনে নাহি সাধ।
কোন্ মুখে বলিস না করি অপরাধ॥
তোরা দুই মনুষ্য আমরা বহুজন।
আমাদের অস্ত্রাঘাতে মরিবি এখন॥
এইমত কহিয়া সে সকল রাক্ষস।
করে অস্ত্রবরিষণ করিয়া সাহস॥
একবাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল।
খণ্ড খণ্ড হইল সে মুদ্গর মুষল॥
চতুর্দ্দশ বাণ রাম পূরেণ সন্ধান।
চতুর্দ্দশ নিশাচর ত্যজিল পরাণ॥
নেউটিয়া আসে বাণ শ্রীরামের তূণে।
রাক্ষসবিনাশ হয় শ্রীরামের গুণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে॥



শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিতে খর ও দূষণের আগমন

চৌদ্দজন যুদ্ধে পড়ে সূর্পণখা দেখে।
ত্রাস পেয়ে কহে গিয়া খরের সম্মুখে॥
যুঝিবারে পাঠাইলা, ভাই, চৌদ্দজন।
অযশ করিল না সাধিল প্রয়োজন॥
যে চৌদ্দ রাক্ষস পাঠাইলে রণস্থান।
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ॥
খর বলে দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ॥
লইয়া চলিল নিজ অস্ত্র খরশান।
নিশাচর চতুর্দ্দশ হাজার প্রধান॥
প্রবালপ্রস্তরছটা তাহে নানা মণি।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ রথের সাজনি॥
রথগুলা চন্দ্রসূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
প্রবালমুক্তার হার করে ঝলমল॥
কনকরচিত রথ বিচিত্রনির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান॥
অস্ত্রশস্ত্র তাবৎ তুলিয়া রথোপর।
রথস্তম্ভ ধরি উঠে মহাবলী খর॥
আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে।
না চলে রথের ঘোড়া চলে মন্দ তেজে॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে রাক্ষস দূষণ।
রামেরে মারিব আগে পশ্চাতে লক্ষ্মণ॥
রাক্ষস ধাইল যত পরম কৌতুকে।
কৃত্তিবাস রামায়ণ রচে মনসুখে॥



যুদ্ধে দূষণের মৃত্যু

শ্রীরাম বলেন শুন সৈন্যকলকলি।
সীতা লয়ে লক্ষ্মণ ত্যজহ রণস্থলী॥
থাকিলে আমার কাছে হইতে দোসর।
কিন্তু হেথা থাকিলে পাবেক সীতা ডর॥
বিলম্ব না কর, ভাই, চলহ সত্বর।
সীতাকে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর॥
এত যদি লক্ষ্মণেরে বলিলেন রাম।
সীতাসহ লক্ষ্মণ করেন গমন॥
দেবদৈত্যগন্ধর্ব্ব আইল সর্ব্বজন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ॥
একা রাম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস॥
ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ।
মনুষ্য হইয়া তোর মোর সনে রণ॥
দূষণের বচন শুনিয়া খর হাসে।
রাক্ষস হাজার ছয় সহিত আইসে॥
ত্রিশিরার সঙ্গে দুই হাজার রাক্ষস।
খরসৈন্য যত তত দূষণের বশ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকলকলি।
রামেরে রুষিয়া যায় খর মহাবলী॥
বেষ্টিত রাক্ষসগণমধ্যে রাম একা।
শৃগালবেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা॥
সারথি চালায় রথ তাহে অষ্ট ঘোড়া।
রামের উপরে ফেলি মারিল ঝকড়া॥
সন্ধান পূরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ।
কাটিয়া খরের বাণ কৈলা খানখান॥
দুইজনে বাণ বর্ষে দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি বাণে করিল জর্জ্জর॥
উভয়ের গা বাহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
নিজ নিজ গাত্ররক্তে দুই বীর তিতে॥
যুড়িয়া সহস্র বাণ শ্রীরাম ধনুকে।
অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুকে॥
নিশাচরগণমধ্যে উঠে কলকলি।
'মরি মরি' বলিয়া পালায় কতগুলি॥
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বাণে।
যোড়েন গন্ধর্ব্ব অস্ত্র রাম ধনুর্গুণে॥
সকল রাক্ষস বাণে হৈল রক্তময়।
আপনা আপনি কারো নাহি পরিচয়॥
আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার।
খরের হাজার ছয় রাক্ষস সংহার॥
পড়িল সকল বীর খর মাত্র আছে।
সেনাপতি দূষণ আইল তার কাছে॥
আপনি নিকট হয়ে প্রবেশে সংগ্রামে।
মহাশূল নিক্ষেপ সে করিল শ্রীরামে॥
যে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে।
শূলে ঠেকি পড়ে কিছু করিতে না পারে।
পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে।
ত্রিভুবনে সেই বর অন্যথা কে করে॥
বাণেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে।
শূলসহ দূষণের দুই হাত কাটে॥

দূষণের দুই হাত চন্দনে ভূষিত।
কাটা গেল পড়িল সে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
জ্বালায় দূষণ বীর ত্যজিল পরাণ।
দেবগণ শ্রীরামের করিছে বাখান॥
কৃত্তিবাস রামায়ণ গাইল কৌতুকে।
দূষণাদি সেনানী পড়িল আরণ্যকে॥



শ্রীরামের সহিত যুদ্ধে খরের মৃত্যু

দূষণ পড়িল খর লাগিল ভাবিতে।
কাতর হইল বীর নেত্রজলে তিতে॥
হাতে অস্ত্র করিয়া ধাইয়া আগুসরে।
এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে॥
রাম আর খরবীর অগ্নির আকার।
দশদিক জলস্থল বাণে অন্ধকার॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ এড়িয়া সে খর।
ডাক পাড়ি রামে বীর করিছে উত্তর॥
মানুষ হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
দেবগণ নাহি পারে তুই কোন্ ছার॥
কত বাণ মারিস অগ্রেতে যাক দেখা।
আমার হস্তেতে তোর আছে মৃত্যু লেখা॥
শ্রীরাম বলেন, খর, লব তোর প্রাণ।
মুনিস্থানে পেয়েছি অজেয় ধনুর্ব্বাণ॥
শরভঙ্গ দিয়াছেন এ অক্ষয় তূণ।
যত চাই তত পাই নাহি হয় ন্যূন॥
শ্রীরামের বচনেতে লাগে চমৎকার।
ত্রাসে খর চিন্তিল সংশয় আপনার॥
ত্রাস বুঝি খরেরে এড়েন রাম বাণ।
খান খান করেন খরের ধনুখান॥
কাটা গেল ধনুক চিন্তিত হয়ে খর।
লইল ধনুক আর অতি শীঘ্রতর॥
রামের উপরে করে বাণবরিষণ।
চতুর্দ্দিক জলস্থল ছাইল গগন॥
নানা অস্ত্রে দশদিক করিল প্রকাশ।
জিনিলাম রামেরে বলিয়া মনে আশ॥
যে ধনুকে রঘুনাথ করিলেন রণ।
রাক্ষসের বাণে তাহা হইল ছেদন॥
যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর।
সে ধনুকে সন্ধান পূরেন রঘুবর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুবীর পূরিলা সন্ধান।
কাটিলেন খরের হাতের ধনুর্ব্বাণ॥
রথধ্বজা পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে লোটায় রণে সারথির মুণ্ড॥
অগ্নিবাণ এড়েন ধনুকে দিয়া চাড়া।
কাটিলেন শ্রীরাম রথের অষ্ট ঘোড়া॥
রামের দুর্জ্জয় বাণ তারা হেন ছোটে।
আরবার খরের হাতের ধনু কাটে॥
মন্ত্র পড়ি খরবীর মহা গদা এড়ে।
যত দূর যায় গদা তত দূর পোড়ে॥
গাছের নিকটে গেলে গাছ সব জ্বলে।
আলো করি আসে গদা গগনমণ্ডলে॥
অগ্নি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে।
ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে॥
আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মন্ত্র পড়ে।
পৃথিবী ছাড়িয়া বাণ অন্তরীক্ষ যোড়ে॥
বাণমুখে অগ্নি জ্বলে পর্ব্বত-আকার।
অগ্নিবাণে গদা তার হইল সংহার॥
পাইলেন শ্রীরাম তখন অবসর।
খরের শরীর বাণে করেন জর্জ্জর॥
সর্ব্বকলেবর তার ভিজিল শোণিতে।
রক্তে রাঙ্গা হয়ে বীর চাহে চারিভিতে।
হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠি দিল রড়।
রামেরে রুষিয়া যায় মারিতে কামড়॥
রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে।
শ্রীরাম ঐষীকবাণ যুড়িলেন ত্রাসে॥
বজ্রাঘাতে পর্ব্বত যেমন দুই চির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খর বীর॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে॥
বিরিঞ্চি বলেন, রাম, কর অবধান।
সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ॥
হইলেন শঙ্কর তোমার রণে সুখী।
মহেন্দ্র তোমাতে তুষ্ট তব রণ দেখি॥
কুবের বরুণ আদি যত দেবগণ।
অষ্ট লোকপাল আসি করেন স্তবন॥
তোমার প্রসাদে এবে বেড়াবে স্বচ্ছন্দে।
যথা তথা দেবদেবী রহিবে আনন্দে॥
রামেরে বন্দেন গিয়া জানকীলক্ষ্মণ।
করেন সকলে বসি ইষ্টসম্ভাষণ॥

অস্ত্রক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে।
জানকীর নেত্রনীর ঝর ঝর ঝরে॥
তাঁহারে কহেন রাম রণবিবরণ।
শুনি সীতা কৈকেয়ীকে করিল স্মরণ॥



রাবণকে সূর্পণখার সংবাদদান

রামের সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে।
শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনদুখে॥
রাবণে কহিতে যায় আত্মসমাচার।
নাককাণ কাটা তার বীভৎস আকার॥
যার কাছে যায় রাঁড়ী সেই ভয় পায়।
খেয়ে খর-দূষণে রাবণে খাইতে যায়॥
সভা করি বসিয়াছে রাবণভূপতি।
সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি॥
বসিয়াছে নিজ নিজ স্থানে মন্ত্রিগণ।
হেনকালে সূর্পণখা দিল দরশন॥
নাককাণ কাটা তার মূর্ত্তিখানি কালি।
সভামধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি॥
আমোদপ্রমোদে, রাজা, থাক রাত্রিদিনে।
রাক্ষস করিতে নাশ রাম আসে বনে॥
স্ত্রীমাত্র তাহার সঙ্গে কেহ নাহি আর।
যত ছিল দণ্ডকেতে করিল সংহার॥
হস্তীঘোড়া নাহি তার জানকী দোসর।
যতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর॥
শুনি সূর্পণখার মুখেতে বিবরণ।
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন॥
কতেক কটক তার কি প্রকার বেশ।
ভয়ঙ্কর বনে কেন করিল প্রবেশ॥
কাহার নন্দন রাম কেমন সম্মান।
কেমন বিক্রমী সে কেমন ধনুর্ব্বাণ॥
সূর্পণখা বলে দশরথের নন্দন।
পিতৃসত্য পালিয়া বেড়ায় বনে বন॥
তপস্বীর বেশ ধরে নহে ত তপস্বী।
সঙ্গে করি লয়ে ভ্রমে পরমা রূপসী॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।
একা রাম সকলেরে সংহার করিল॥
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।
তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির॥
রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপে নারীশিরোমণি॥
সীতার রূপের সম আর নাই নারী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি॥
যেমন মহৎ তুমি পুরুষসমাজে।
তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে॥
রামেরে ভাঁড়াও আর ভাঁড়াও লক্ষ্মণে।
আনহ রমণীরত্ন যত্নে এইক্ষণে।
যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে।
তেমনি মরুক সে সীতার শোকানলে॥
সূর্পণখা যত বলে রাজা সব শুনে।
সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে॥
যুক্তি করে রাবণ বসিয়া সভাস্থানে।
রামে ভাঁড়াইয়া সীতা আনিব কেমনে॥
বিধাতার মায়া বল বুঝিতে কে পারে।
সূর্পণখা কান্দিল রাবণে বধিবারে॥
কেহ সূর্পণখার কথায় মন্দ হাসে।
গাইল আরণ্যকাণ্ডে গীত কৃত্তিবাসে॥



সীতাহরণে মারীচের নিষেধ

আর দিন দশানন আইল বাহিরে।
বুঝিয়া রাজার মন সারথি সত্বরে॥
আনিল পুষ্পকরথ অপূর্ব্বগঠন।
সে রথের সারথি আপনি সমীরণ॥
হীরা মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতি রত্নগণে।
খচিত রচিত কত সঞ্চিত কাঞ্চনে॥
মনোরথে না আইসে রথের সৌন্দর্য্য।
অষ্ট অশ্ব বদ্ধ তাহে দেখিতে আশ্চর্য্য॥
সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর।
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর॥
নানা দেশ নদনদী ছাড়িয়া রাবণ।
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন॥
শ্যাম বটপাদপ যোজন শত ডাল।
অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল
চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া
সত্তর যোজন হয় সে গাছের গোড়া
তপ করে বালখিল্য আদি মুনিগণ
মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ

যথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর।
রথে চাপি তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর॥
মারীচ পাইল ভয় রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন ভীত হয় গরুড়ে নিরখি॥
ত্রাস পায় লোক যেন যমদরশনে।
পাইল মারীচ ত্রাস দেখিয়া রাবণে॥
রাবণ মারীচে বলে তুমিই প্রধান।
লঙ্কায় না দেখি, পাত্র, তোমার সমান॥
অযুত হস্তীর বল তোমার শরীরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সদা ভীত তব ডরে॥
বড় দুঃখে আইলাম তোমার গোচর।
সাগর লঙ্ঘিয়া আসি বনের ভিতর॥
দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।
সবাকারে সংহারিল রাম একেশ্বর।
ত্রিশিরা দূষণ খর আদি যত ভাই।
সবারে মারিল রাম আর কেহ নাই॥
ধিক্ ধিক্ আমারে তোমারে ধিক্ ধিক্।
তুমি আমি থাকিতে যে কলঙ্ক অধিক॥
সূর্পণখাভগিনীর কাটে নাককাণ।
হইয়া মনুষ্যকীট করে অপমান॥
আপনি রাবণ আমি পুত্র মেঘনাদ।
ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতেক প্রমাদ॥
না করি ইহার যদি আমি প্রতিকার।
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার॥
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ।
পাত্রকার্য্য কর, পাত্র, শুনহ বচন॥
শুনি তার পরমা সুন্দরী এক নারী।
তার রূপগুণকথা কহিতে না পারি॥
তাঁহারে হরিব করি তোমারে সহায়।
শুনিয়া মারীচ কহে করি হায় হায়॥
অবোধ রাবণ এ কি তোমার যুকতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি॥
প্রাণাধিকা রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাঁহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী॥
রামসহ বিবাদে যাবে যমপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী॥
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।
মরিবে কুমারগণ হবে সর্ব্বনাশ॥
লঙ্কাপুরী মনোহর নাহিক উপমা।
স্তুতি নাই না করিহ চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
পায়ে পড়ি, লঙ্কানাথ, করি হে মিনতি।
ক্ষমা দেহ রক্ষা কর লঙ্কার বসতি॥
আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ।
সবাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ॥
কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলক্ষ্মী ত্যজে।
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে॥
ছুটিলে যে মত্তহস্তী না রহে অঙ্কুশে।
লঙ্কাপুরী তেমতি মজিবে তব দোষে॥
বিদিত রামের গুণ আছে সর্ব্বলোকে।
প্রাণ দিল দশরথ রামপুত্রশোকে॥
সীতা বিনা রামের না যায় অন্যে মন।
সীতার শ্রীরামপদে মন সমর্পণ॥
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে।
জ্ঞাতি পাত্র তোমার থাকুক কুতূহলে॥
বহু ভোগ করিবে হইবে চিরজীবী।
আনিতে না কর মনে শ্রীরামের দেবী॥
রাম বিনা সীতাদেবী অন্যে নাহি ভজে।
তবে তারে, রাবণ, হরিবে কোন্ কাজে॥
পরস্ত্রী দেখিলে তুমি বড় হও সুখী।
সবংশে মরিবে, রাজা, পাছু নাহি দেখি॥
রাজা বলে, মারীচ, হরিণ হও তুমি।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি॥
মারীচ বলে মৃগবেশে যাব তাঁর কাছে।
আগেতে আমার মৃত্যু তব মৃত্যু পাছে॥
কার্য্যসিদ্ধি না হইবে পড়িবে সঙ্কটে।
অপরাধ না করিও রামের নিকটে॥
পরিণাম ভালমন্দ বিভীষণ জানে।
জিজ্ঞাসা করিও সে ধার্ম্মিক বিভীষণে॥
ধার্ম্মিকা ত্রিজটা আছে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা।
যদি বলে আনিতে সে তবে আন সীতা॥
নহেন মনুষ্য রাম স্বয়ং ত্রিবিক্রম।
নতুবা হইবে কার এত পরাক্রম॥
মনে না করিও সূর্পণখার অবস্থা।
মরিল রাক্ষস বহু তাহাতে কি আস্থা॥
দূষণ ত্রিশিরাদির না ভাবিহ দুখ।
আপনি বাঁচিলে হে ভুঞ্জিবে নানা সুখ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসে যেই মারে।
সবংশে মরিবে রাজা নারিবে তাহারে॥
তোমার বিক্রম জানি শুন লঙ্কেশ্বর।
শ্রীরামে তোমায় দেখি অনেক অন্তর॥

আপন বিক্রম তুমি বাখান আপনি।
তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জিনে রঘুমণি ॥
ছাড়িলাম ভার্য্যাপুত্র স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
তপস্বী হইয়া তবু শ্রীরামেরে ডরি ॥
তথাপি তোমার স্থানে নাহিক এড়ান।
পাঠাও রামের কাছে নাশিতে পরাণ ॥
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশ্বর।
সীতালোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর ॥
যত বলে মারীচ রাবণ তত রোষে।
রচিল আরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাসে ॥



মারীচকে রাবণের ভর্ৎসনা

ঔষধ না খায় যার নিকট মরণ।
যত বলে মারীচ তা না শুনে রাবণ ॥
রুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর শুন রে দুর্ম্মতি ॥
নরের গৌরব রাখ মন্দ বল মোরে।
আমি যদি মারি তোরে কে রাখিতে পারে
আমাব প্রতাপে সদা কম্পিত মেদিনী।
মনুষ্যের কিবা কথা দেবদৈত্যে জিনি ॥
আইলাম আমি ঘরে কর তিরস্কার।
মোর অগ্রে মনুষ্যের কর পুরস্কার ॥
বলবুদ্ধিহীন রাম হয় নরজাতি।
নিশাচরকুলে তুমি রাখিলে অখ্যাতি ॥
নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন।
তথাপি আনিব সীতা না যায় খণ্ডন ॥
ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূরে।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য ঘরে ॥
আমার সহিত যাবে তোমার কি ভয়।
যুদ্ধ না করিব আমি দেখহ নিশ্চয় ॥
মারীচ শুনিয়া তাহা বলিল বচন।
সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ ॥
হরেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার।
না দেখি নিস্তার, রাজা, হরিলে এবার ॥
একত্র বান্ধব পুত্র মিত্র পরিবার।
এইবার সবাকার হইবে সংহার ॥
একনারী আনিয়া মজাবে যত নারী।
এই লোভ ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী ॥

সাগরের দর্প কর সাগর কি করে।
সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে ॥
আগেতে মরিব আমি রামদরশনে।
পশ্চাৎ মরিবে তুমি পরে পুরজনে ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণেরে ভাণ্ডাব কি মায়ায়।
না দেখি উপায় কিছু ঠেকিলাম দায় ॥
আমার মায়ায় রাম যদি ছাড়ে ঘর।
একা না রহিবে সীতা থাকিবে দোসর ॥
যে ঘরে থাকিবে বীর সুমিত্রানন্দন।
সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন্ জন ॥
যথা তথা যাও তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর ॥
হরিতে গেলাম সীতা না হরিনু তায়।
দেশে গিয়া এই কথা জানাও সবায় ॥
যদি সীতা আনিতে নিতান্ত কর মন।
পরিণামে মম কথা করিবে স্মরণ ॥
রাজা পাত্র করে যুক্তি হয়ে একমতি।
রথে চাপি উত্তরেতে চলে শীঘ্রগতি ॥
ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গায় সুধাভাণ্ড।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড ॥



মারীচের মায়ামৃগরূপগ্রহণ

রাবণ চড়িয়া রথে চলিল গগনে।
রথ হৈতে ভূমিতে নামিল দুইজনে ॥
মারীচের করে ধরি কহে লঙ্কেশ্বর।
মৃগরূপ ধর তুমি দেখিতে সুন্দর ॥
মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচর।
বিচিত্র সুচিত্র তার স্বর্ণকলেবর ॥
নবনীতসদৃশ কোমল কলেবর।
শ্বেতবর্ণ চারি খুর দেখিতে সুন্দর ॥
দুই শৃঙ্গে তার যেন প্রবালপ্রস্তর।
সোণার বিম্বকি গলে যেন নিশাকর ॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া স্বর্ণমৃগ মনোহর।
দুই ওষ্ঠ শোভে তাহে যেন দিবাকর ॥
স্থানে স্থানে রাঙ্গা মধ্যে কজ্জলের রেখা
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন বিজলীঝলকা ॥
লোমাবলী দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি ॥

নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুত্তলি।
রত্নের কিরণ কিম্বা শোভিত বিজলী॥
মৃগরূপ দেখিয়া রাবণরাজা হাসে।
গাইল আরণ্যকাণ্ডে গীত কৃত্তিবাসে॥



মায়ামৃগরূপধারী মারীচবধ

বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ।
আলো করি চলে মৃগ রত্নের কিরণ॥
দেখিয়া আপন মূর্ত্তি আপনি উলটে।
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে॥
রামসীতা বসিয়া আছেন দুইজন।
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন॥
রাক্ষসবংশের ধ্বংস করিবার তরে।
ডুবাইতে জানকীরে বিপদসাগরে॥
দেবগণে বিপদে করিতে পরিত্রাণ।
বিধাতা করিলা হেন মৃগের নির্ম্মাণ॥
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন।
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন॥
এই মৃগচর্ম্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে, রাম, বিছাইয়া বসি॥
শুনিয়া সাদরে রাম সীতার বচন।
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন॥
অদ্ভুত হরিণ, ভাই, দেখ বিদ্যমান।
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্ম্মাণ॥
দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী।
ধবল কিরণ যেন গায়ে লোমাবলী।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি।
আকাশের তারা যেন শোভে দুই আঁখি॥
দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ।
রূপে আলো করিতেছে রম্য দুই কর্ণ॥
জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম্ম।
বুঝ দেখি, লক্ষ্মণ, ইহার কিবা মর্ম্ম॥
লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধবচন॥
মায়াবী মারীচ শুনিয়াছি মুনিমুখে।
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ আপনার সুখে॥
রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার।
বনে গিয়া রক্তমাংস করিবে আহার॥
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুত্তলি।
আমা সবা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালি॥
অবশ্য রাক্ষস আছে সহিত ইহার।
নতুবা না দেখি হেন মৃগের সঞ্চার॥
ভালমতে ইহা আগে করিব নির্ণয়।
মারীচের মায়া কি স্বরূপ মৃগ হয়॥
লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে।
যত যুক্তি বলিলেন সকলি সে ঘটে॥
লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবীর।
মারীচ আইল কিসে কর ভাই স্থির॥
যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধী পাপী।
মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপি॥
সে না হয়ে যদ্যপি রাক্ষস অন্য জন।
মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক তপোবন॥
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগজাতি।
রত্নমৃগ ধরিলে পাইব মনে প্রীতি॥
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে।
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইখানে॥
যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা, লক্ষ্মণ, সীতারে॥
আমার বচন কভু না করিহ আন।
প্রমাদ না পড়ে যেন হয়ো সাবধান॥
বৃক্ষ-আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে।
মনে ভাবে জানকীরে হরিব এক্ষণে॥
যখন যা হবে তাহা বিধির লিখন।
সীতা হেন সতী দুঃখ পান সে কারণ॥
শ্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুঃশ্বর।
যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর॥
শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে।
পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে র'বণে॥
আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ।
আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ॥
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল॥
মারীচ সশঙ্ক হয়ে যায় ধীরে ধীরে।
আগে ধায় পিছে ধায় চায় ফিরে ফিরে॥
ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে হয় দূর।
নানারঙ্গে চলে মৃগ মায়ায় প্রচুর॥
ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অন্তরে।
শ্রীরাম নিকটে গেলে সে পলায় দূরে॥

প্রাণে মরিবেক মৃগ না মারেন বাণ।
নিকটে পাইলে মৃগ ধরি দুই কাণ॥
এমন চিন্তিয়া রাম বুঝেন কারণ।
স্বরূপতঃ মৃগ নহে হবে দুষ্টজন॥
ক্ষণে অদর্শন হয় ক্ষণে মৃগ দেখি।
মায়ারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী॥
ঐষীক বিশিখ রাম পূরেন সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান॥
বেদনায় মারীচ সে পড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরি হাহাকার করে॥
তখন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামেব ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত॥
আইস লক্ষ্মণ ঝট কর পরিত্রাণ।
রাক্ষস মিলিয়া, ভাই, লয় মোর প্রাণ॥
মারীচ ভাবে লক্ষ্মণে ডাকিলে এমনি।
রামের বচন মানি আসিবে এখনি॥
'লক্ষ্মণ লক্ষণ' বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে॥
মারীচের বুকে বাণ খসে টান দিতে।
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ লয়ে হাতে॥
সীতার নিকট রাম চলেন ত্বরিতে।
কৃত্তিবাস মারীচবধ গায় আরণ্যেতে॥



সীতাহরণ

দূরেতে রাক্ষস করে রামতুল্য ধ্বনি।
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি॥
শুনিয়া সে শব্দ সীতা করুণ বচন।
বলিলেন ঝট যাও দেবর লক্ষ্মণ॥
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন যে তোমারে।
দেখ গিয়া তাঁহারে কি রাক্ষসেতে মারে॥
লক্ষ্মণ বলেন নাই শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়॥
শ্রীরামের মুখে নাই কাতর বচন।
এত ব্যস্ত হও, মাতা, কিসের কারণ॥
রামেরে মারিতে পারে আছে কোন্ জন।
তুমি কি জান না, দেবি, ধনুকভঞ্জন॥
রামের বচন, দেবি, আমি নাহি শুনি।
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী॥
কারে রাখি তোমাব নিকটে কেবা রহে।
শূন্যঘরে থাকা তব উপযুক্ত নহে॥
তাহা না মানেন সীতা হয়ে উতরোলী।
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি॥
বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহে ত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন॥
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী।
ভরতের সনে তব আছে ভারিভুরি॥
মনের বাসনা কি সাধিবে এই বেলা।
আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা॥
অপর পুরুষে যদি যায় মম মন।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন॥
লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ॥
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর।
সবে সাক্ষী হও সীতা বলে দুরক্ষর॥
প্রবোধ না মানে সীতা আরো বলে রোষে।
আজি মজিবেক সীতা আপনার দোষে॥
গণ্ডি দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তাঁর পত্নী সীতা।
শূন্যঘরে রাখি ওহে সকল দেবতা॥
আমারে বিদায় কর সীতাঠাকুরাণি।
আর কিছু না বলহ দুরক্ষর বাণী॥
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্রজলে তিতে।
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে॥
হইল বিমুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ।
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ॥
এতক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতাপাশ॥
ভিক্ষাঝুলি করি কান্ধে করে ধরে ছাতি।
সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা গতি॥
পরমাসুন্দরী সীতা মধুরবচন।
দেখিয়া তাঁহার রূপ মোহিত রাবণ॥
রাবণ মধুর বাক্যে সীতারে সম্ভাষে।
কোন্ জাতি নারী তুমি থাক কোন্ দেশে॥
কাহার ঝিয়ারী তুমি কার প্রিয়তমা।
মনুষ্য নহে গো তুমি সোণার প্রতিমা॥
বিষম দণ্ডকবনে হিংস্র ব্যাঘ্র বৈসে।
এমন সুন্দরী থাক কেমন সাহসে॥

পরিচয় দেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
অমৃত সেচিল যেন মধুরবচনে॥
জনকনন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা।
দশরথপুত্রবধূ রামের বনিতা॥
রহ, দ্বিজ, ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ।
সেই ফল দিব তুমি করিও ভক্ষণ॥
অতিথিরে ভক্তি রাম করেন যতনে।
বড় প্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে॥
জিজ্ঞাসি তোমারে মুনি শিরে ধর শিখা।
কি জাতি কি নাম ধর কেন কর ভিক্ষা॥
এতেক বলেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
নিজ পরিচয় দেয় রাজা দশাননে॥
জ্যেষ্ঠভাই কুবের ধনের অধিকাবী।
এই বনে বহুকাল আমি তপ কবি॥
রাবণ আমার নাম জানে মুনিগণে।
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা দবশনে॥
ফলমূল দিয়া করি উদরপূরণ।
গৃহস্থের ঘরে গেলে করায় ভোজন॥
তোমার সহিত আজি অপূর্ব্ব দর্শন।
ভিক্ষা দিলে যাই চলে নিজ নিকেতন॥
হইল অনেক বেলা কর যে বিধান।
তোমার পুণ্যেতে গিয়া করি স্নানদান॥
শ্রীরামের আসিতে বিলম্ব বহু দেখি।
হইল স্নানের বেলা দেখ চন্দ্রমুখি॥
জানকী বলেন, দ্বিজ, করি নিবেদন।
পক্বফল ঘরে আছে করহ ভক্ষণ॥
রাবণ বলিল, সীতা, ব্রত করি বনে।
আশ্রমে না লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে॥
জানকী বলেন, দ্বিজ, এক কথা কহি।
আজ্ঞা বিনে প্রভুর ঘরের বাহির নহি॥
রাবণ বলেন ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর॥
জানকী বলেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে।
ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট হবে প্রভু কি বলিবে॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় অন্যথা।
বিধির লিখনমত ঘটিবেক তথা॥
ফল হাতে বাহির সে হইলা জানকী।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী॥
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।
জানকী বলেন হায় এ কি বিপরীত॥
দূর হ রে দুরাচার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ॥
রাবণ বলিল, সীতা, শুনহ বচন।
আত্মপরিচয় কহি আমি দশানন॥
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা নিকেতন।
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটি বদন॥
তপস্বীর বেশ ধরি আসি তপোবন।
অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাসজন॥
ইন্দ্রের অমরাবতী জিনি লঙ্কাপুরী।
জগৎ-দুর্লভ ঠাঁই দেখিবে সুন্দরী॥
তোমাব রূপেতে আমি বড ভালবাসি।
অন্য যত মহিষী তোমার হবে দাসী॥
সর্ব্বোপবি তোমাকে কবিব ঠাকুবাণী।
তুমি অন্ন দিলে পাবে অপব ঘরণী॥
হইবে তোমার পূজা বাড়িবে সম্মান।
সুবর্ণ মাণিক্যময় হবে তব স্থান॥
করিয়া বামের সেবা জন্ম গেল দুখে।
করিলে আমার সেবা রবে নানা সুখে॥
ত্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পমান।
মনুষ্য রামেবে আমি করি কীটজ্ঞান॥
অল্পবুদ্ধি সে রামেব অত্যল্প জীবন।
যুগে যুগে চিরজীবী আমি দশানন॥
সীতা তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে।
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে॥
কোপান্বিতা সীতাদেবী রাবণবচনে।
রাবণেরে গালি দেন যত আইসে মনে॥
অধার্ম্মিক নগণ্য অধম দুরাচার।
করিবেন রাম তোরে সবংশে সংহার॥
শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন।
কি সাহসে তাঁহারে বলিস কুবচন॥
বিষ্ণু-অবতার রাম তুই নিশাচর।
রাম আর তোরে দেখি অনেক অন্তর॥
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।
করিতিস কেমনে এ দুষ্ট আচরণ॥
একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ।
হরিস আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ॥
করে দুষ্ট কুড়িপাটি দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি॥
প্রকাশে রাক্ষসমূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
অধিক ভর্জ্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর॥

কি গুণে রামের প্রতি মজে তোর মন।
বল্কল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন॥
দেখিবে কেমনে করি তোমার পালন।
তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন॥
জানকী বলেন আরে পাতকী রাবণ।
আপনি মজিলি বেটা আমার কারণ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
নতুবা এমন কেন হবে সঙ্ঘটন॥
জনকের কন্যা যিনি রামের কামিনী।
শ্বশুর যাঁহার দশরথনৃপমণি॥
আপনি ত্রিলোকমাতা লক্ষ্মী-অবতার।
তাঁহারে রাক্ষসে হরে অতি চমৎকার॥
ত্রাসেতে কাণ্ডেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেলে, প্রভু রাম, গুণের সাগর॥
সিংহের বিক্রমসম দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্যঘর পাইয়া মোরে হরিল রাবণ॥
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
ঝট আইস, দেবর, কর পবিত্রাণ॥
অত্যন্ত চিন্তিতা সীতা করেন রোদন।
এমন সময়ে রক্ষা করে কোন্ জন॥
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন॥
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম।
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
সীতা লৈয়া রাবণ পলায় দিব্যরথে।
রাম পাছে আসে বলি দেখে চারিভিতে॥
জানকী বলেন শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥
হায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে।
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে॥
বনের ভিতর যত আছ বৃক্ষলতা।
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা॥
মধুরবচনে যত বুঝায় রাবণ।
শোকেতে জানকী তত করেন রোদন॥
আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষস বীর।
তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির॥
হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।
লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায়॥
রাবণ বলিল সীতা ভাব অকারণ।
পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন জন॥
জানকী বলেন শোন দুষ্ট নিশাচর।
অল্পায়ু হইয়া তুই যাবি যমঘর॥
কুপিল রাবণ রাজা সীতার বচনে।
চালাইল রথখান ত্বরিত গমনে॥



জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ

জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়নন্দন।
দূর হৈতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন॥
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দ্দিকে চায়।
দেখিল রাবণরাজা সীতা লয়ে যায়॥
ত্রিভুবনে যত বীর পক্ষীর গোচর।
দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লঙ্কেশ্বর॥
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট॥
ডাক দিয়া বলে পক্ষী শুন নিশাচর।
আপনা না জানিস রে পাপী লঙ্কেশ্বর॥
কোন্ দোষে হরিলি রে রামের সুন্দরী।
রঘুনাথ নাহি হিংসে তোর লঙ্কাপুরী॥
সূর্পণখা গিয়াছিল সীতারে গিলিতে।
নাককাণ কাটা গেল এই কারণেতে॥
দশরথরাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুত্রবধূ হরিলি তাঁহার নাহি ডর॥
কি কব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা॥
পাখসাট মারে পক্ষী আর দেয় গালি।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী॥
আকাশে উঠিয়া দেখে রাম বহুদূর।
আঁচড়ে কামড়ে তার রথ কৈল চূর॥
আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছোঁ দিয়া সে পড়ে।
রাবণের পৃষ্ঠমাংস ঠোঁট দিয়া ছেঁড়ে॥
ছিঁড়িল ঠোঁটের ঘায় সারথির মুণ্ড।
রথধ্বজ ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
অতি ব্যস্ত দশানন জ্বলে ক্রোধানলে।
রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে॥
ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।
সম্বরেন বস্ত্র সীতা পলায়ন-আশে॥
পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ।
চতুর্দ্দিকে মহাবনবেষ্টিত পর্ব্বত॥

ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা ॥
যুঝে পক্ষিরাজ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস।
বৃক্ষডালে বৈসে তার ঘন বহে শ্বাস ॥
বলে টুটা পক্ষিরাজে দেখিয়া রাবণ।
মায়া করি রথখান কবিল সাজন ॥
আর বার বাবণ সীতারে তোলে রথে।
চলিল সে মহাবলী পূর্ণমনোরথে ॥
আর বার জটায়ু সাহসে করি ভর।
মহাযুদ্ধ কবে পক্ষী অতি ঘোরতর ॥
রাবণ বলিল, পক্ষি, শুনহ বচন।
পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ ॥
অতঃপব, পক্ষিরাজ, নিজ প্রাণ রক্ষ।
মারিব তোমায় নহে কাটি দুই পক্ষ ॥
দুইজনে ঘোর রবে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী ॥
অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কারে করিতে নারিল নিবাবণ ॥
রাবণের মুকুট সে রত্নেতে নির্ম্মাণ।
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান ॥
পূর্ব্ব পুণ্যে রাবণের রহে দশ মাথা।
শিবের প্রসাদে তাহা না হয় অন্যথা ॥
কিন্তু কেশ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
নিষ্কেশ হইল রাবণের দশ মুণ্ড ॥
পক্ষিযুদ্ধে তাহার হইল অপমান।
ধরিয়াছে সীতারে কেমনে ছাড়ে বাণ ॥
আর বার সীতারে রাখিল ভূমিতলে।
রথশুদ্ধ রাবণ উঠিল নভস্থলে ॥
বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিল পক্ষী কাতর হইল ॥
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
কি করিতে পারে তার পক্ষীর পরাণে ॥
রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষিবর।
প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর ॥
রাবণ দেখিল পক্ষী বলে নাহি টুটে।
অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তার দুই পাখা কাটে ॥
ভূমিতে পড়িয়া পক্ষী করে ছট্‌ফট্‌।
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট ॥
আমা লাগি শ্বশুর যে হারালে জীবন।
রাবণের হাতে আছে আমার মরণ ॥

আমার হইল জন্ম রাবণ কারণ।
আর না পাইব শ্রীরামের দরশন ॥
দরশন পাবে যবে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তাবৎ কহিবে তুমি সব বিবরণ ॥
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিহ তোমার সীতা নিল লঙ্কেশ্বর ॥
সাগরের পার ঘর বৈসে লঙ্কাপুরী।
অন্তরীক্ষে লয়ে গেল তোমার সুন্দরী ॥
জটায়ু বলেন, সীতা, নাহি মোর হাত।
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ ॥
আমার বচন শুন না কর ক্রন্দন।
তোমা উদ্ধারিবে, মাতা, শ্রীবামলক্ষ্মণ ॥
উভয়েব কথা শুনি দশানন হাসে।
রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাসে ॥
পুনর্ব্বার সীতারে তুলিল রথোপবে।
সীতার বিলাপ শুনি পাষাণ বিদরে ॥
অপার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কূল।
অতিকৃশা দীনবেশা কান্দিয়া আকুল ॥
সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী ॥
সীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে।
রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগনে ॥
রাবণ পক্ষীর যুদ্ধে হৈল লণ্ডভণ্ড।
কি জানি আসিয়া রাম কাটিবেন মুণ্ড ॥
এই ভয়ে রাবণ পলায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
তার সহ যাইতে না পারিল বাতাসে ॥



নানারকম বাধা অতিক্রম করিয়া রাবণের লঙ্কাগমন

রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণপুষ্পে ছাইল গগন ॥
আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী।
সে ভূষণে সুশোভিতা হইল পৃথিবী ॥
ছিঁড়িয়া ফেলেন মণিমুক্তার সে ঝারা।
হি[illegible]লে যেন বহে গঙ্গাধারা ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ ॥
জানকী বলেন কোথা শ্রীরামলক্ষ্মণ।
এ অভাগিনীরে দেখা দেহ এইক্ষণ ॥

ঋষ্যমূক নামে গিরি অতি উচ্চতর।
পঞ্চপাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর॥
নল নীল গবাক্ষ ও পবননন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব বসেছে ছয়জন॥
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝ।
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন কপিরাজ॥
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি।
গায়ের ভূষণ ফেলি গলার উত্তরী॥
রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাঁহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥
হেনকালে সুগ্রীবেরে বলে হনূমান।
সীতা রাখি রাবণের করি অপমান॥
এই যুক্তি দশানন শুনিল আকাশে।
সীতা লয়ে পলাইল অতিশয় ত্রাসে॥
সীতা লৈয়া দক্ষিণেতে চলিল রাবণ।
দৈবে পথে সুপার্শ্বের সহ দরশন॥
সম্পাতির নন্দন সুপার্শ্ব নাম তার।
বিন্ধ্যাচলে থাকি ভক্ষ্য যোগায় পিতার॥
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পাতিনন্দন॥
সে না জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ॥
জটায়ুর মরণ সুপার্শ্ব যদি জানে।
রাবণেরে মারিত সেদিন সেই ক্ষণে॥
শূকর মহিষ হস্তী যত পায় বনে।
সহস্র সহস্র জন্তু ঠোঁটে করি আনে॥
সাগরের জলজন্তু যখন সে ধরে।
তিনভাগ জল পক্ষে আচ্ছাদন করে॥
একভাগ সাগরের জলমাত্র রয়।
এমন বৃহৎকায় বিহঙ্গ দুর্জ্জয়॥
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র গরুড়ের নাতি।
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি॥
পাখসাট মারে পাখী ঝড় যেন বহে।
ত্রাসেতে রাবণ মাথা তুলি উর্দ্ধে চাহে॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শুনিলা সে পক্ষিরাজ উপরগগন॥
পাখসাট মারে পাখী তর্জ্জে গর্জ্জে ডাকে
দুই পক্ষ দিয়া রথ রাবণের ঢাকে॥
তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
সীতারে হরিয়া লয়ে যায় দশানন॥
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে।
রথশুদ্ধ গিলিবারে দুই ঠোঁট মেলে॥
রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী।
ভাবে নারীহত্যা করি হব কি নারকী॥
রথখান বদ্ধ করি রাখে পাখা দিয়া।
রাবণ বলিল তারে বিনয় করিয়া॥
রাবণ আমার নাম বসতি লঙ্কায়।
তোমার না দেখি কোন শত্রুতা আমায়
করিয়াছে রাঘব আমার অপমান।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাককাণ॥
ভাই খর-দূষণের রাম মহা অরি।
সেই ক্রোধে হরিলাম রামের সুন্দরী॥
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্জ্জয়।
তব ঠাঁই, পক্ষিরাজ, মানি পরাজয়॥
সুপার্শ্ব করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন।
সেইক্ষণে রথ লয়ে চলিল রাবণ॥
এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা।
সমুদ্র দেখিয়া হন ভয়েতে মূর্চ্ছিতা॥
দেখিয়া সমুদ্রতীর রাবণ-উল্লাস।
জলনিধি উত্তরিল করিয়া প্রয়াস॥
ভাবেন জানকী দেখি সাগর অপার।
কৃপার আধার রাম কিসে হবে পার॥
অধোমুখী জানকী কান্দেন আশঙ্কায়।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়॥



সীতাকে লইয়া রাবণের লঙ্কায় গমন

রথ হৈতে সীতারে নামায় লঙ্কেশ্বর।
কোথায় রাখিব বলি চিন্তিত অন্তর॥
শত্রুতা হইল রামলক্ষ্মণের সনে
নিদ্রা নাহি যাবৎ না মারি দুইজনে॥
রাজা বলে শুন বলি চৌদ্দ নিশাচর।
সাগরের পারে থাক সতর্ক অন্তর॥
রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর।
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর॥
কেমনে যুঝিব রামলক্ষ্মণের সনে।
কি করিতে পারি মোরা চতুর্দ্দশ জনে॥
কুপিয়া রাবণ বলে এত ভয় নরে।
ধিক্ ধিক্ তোসবারে যারে স্থানান্তরে॥
রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে।
লঙ্কা ছাড়ি বীরগণ গেল অন্য দেশে॥

রাবণের নাহি নিদ্রা নাহিক ভোজন।
সীতারে রাখিব কোথা ভাবে সর্ব্বক্ষণ ॥
সীতারে প্রবোধবাক্য কহে দশানন।
লঙ্কাপুরী দেখ, সীতা, তুলিয়া বদন ॥
চন্দ্রসূর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে।
মোর আজ্ঞা বিনা কেহ না আসে নিকটে ॥
চারিভিতে সাগর মধ্যেতে লঙ্কা গড়।
দেবদৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড় ॥
দেবদানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।
দাসী করি রাখিব তোমার সে সবারে ॥
নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর, সীতা দেবী, সকলি তোমার ॥
তোমার সেবক আমি তুমি তো ঈশ্বরী।
আজ্ঞা কর, সীতা, লয়ে যাই অন্তঃপুরী ॥
সীতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা।
কোপ না করিহ মোরে চন্দ্রমুখি সীতা ॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অন্তরে।
বিমুখী হইয়া বলিলেন ধীরে ধীরে ॥
রাম ধ্যান রাম প্রাণ শ্রীরাম দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা ॥



সীতার অশোককাননে অবস্থান ও দেবতাগণকর্ত্তৃক সীতার আহারের ব্যবস্থা

শুনিয়া সীতার বাক্য নিরস্ত রাবণ।
তাঁর কাছে নিযুক্ত করিল চেড়ীগণ ॥
সীতারে রাখিল লয়ে অশোককাননে।
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়ীগণে ॥
সূর্পণখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন।
গলে নখ দিয়া তোর বধিব জীবন ॥
কাটিল দেবর তোর মোর নাককাণ।
সেই কোপে তোর আজি বধিব পরাণ ॥
খান্দা মুখে গর্জ্জে খান্দী সভয় অন্তরে।
রাবণের ডরে কিছু করিতে না পারে ॥
সশোকা থাকেন সীতা অশোককাননে।
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম সলিল নয়নে ॥
জানকীর দুঃখে দুঃখী সদা দেবগণ।
ইন্দ্রেরে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন ॥
লঙ্কামধ্যে থাকিবেন সীতা দশমাস।
এতদিন কেমনে করেন উপবাস ॥

জানকী মরিলে সিদ্ধ না হইবে কাজ।
এই পরমান্ন লৈয়া যাহ দেবরাজ ॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গেলেন তখন।
জানকী আছেন যথা অশোককানন ॥
বাসব বলেন, সীতা, না ভাবিহ চিতে।
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ গেল মৃগ মারিবারে।
হরিল তোমাকে সে রাবণ শূন্যঘরে ॥
সাগর বাঁধিয়া রাম সৈন্য করি পার।
রাবণে মারিয়া তোমা করিবে উদ্ধার ॥
শোক পরিহর, সীতে, স্থির কর মন।
পরমান্ন আনিয়াছি তোমার কারণ ॥
জানকী বলেন লঙ্কা নিশাচরময়।
ইন্দ্র যদি হও তবে দেহ পরিচয় ॥
সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবিলেন মনে।
সহস্রলোচন তিনি হন ততক্ষণে ॥
ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহস্রলোচন।
তাঁহার প্রতীতি মনে জন্মিল তখন ॥
দিলেন সীতাকে ইন্দ্র পরমান্নসুধা।
যাহা ভক্ষণেতেতে হরে তৃষ্ণা আর ক্ষুধা ॥
আগে পরমান্ন দেন রামের উদ্দেশে।
আপনি ভক্ষণ সীতা করিলেন শেষে ॥
পায়সভক্ষণে তৃপ্তি কি হবে তাঁহার।
রামের বিরহানল জ্বলে অনিবার ॥
মহেন্দ্র বলেন, সীতা, না হও বিকল।
প্রতিদিন আমি যোগাইব সুধাফল ॥
সীতারে আশ্বাস করি যান পুরন্দর।
অন্তরে জানকী দুঃখ পান নিরন্তর ॥
লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক কাননে।
বনে রাম আইলেন শূন্যনিকেতনে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বড় অভিমান।
আরণ্যেতে গান রামশোকের নিদান ॥
স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ ॥



শ্রীরামের বিলাপ ও সীতা-অন্বেষণ

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে ॥

বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে॥
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর।
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর॥
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে।
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে॥
দুঃখের উপর দুঃখ দিবে কি বিধাতা।
যা ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা॥
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিন মোর রক্ষা কর সীতা॥
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি॥
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্যঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি॥
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয়, ভাই, হারাইলাম জানকী॥
আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলে কোথা মম স্থাপ্য ধন॥
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই॥
কি হইল লক্ষ্মণ কি হইল আমারে।
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে॥
শুন রে লক্ষ্মণ সেই সোণার পুতলি।
শূন্যঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি॥
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহাভয়ঙ্কর।
হিংস্র জন্তু কত শত কত নিশাচর॥
কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ।
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ॥
এই বনে দুষ্ট যত রাক্ষসের থানা।
মুনিগণ সকলে করেন সদা মানা॥
পূর্ব্বাপর লক্ষ্মণ তোমার আছে জানা।
তথাপি লক্ষ্মণ না করিলে বিবেচনা॥
তোমারে কি দিব দোষ মম কর্ম্মফল।
যেমন বিধির লিপি ঘটিবে সকল॥
আমার অধিক, ভাই, তব বুদ্ধিবল।
কর্ম্মদোষে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল॥
মায়ামৃগ ছলে আমা লইল কাননে।
হের সেই রাক্ষস পড়েছে মম বাণে॥

ভয়ঙ্কর বিকট মুষল ডানি হাতে।
দেখ ভাই মারীচ পড়িয়া আছে পথে॥
এইমতে কহিতে কহিতে দুই ভাই।
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই॥
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে।
'সীতা সীতা' বলিয়া ডাকেন বারে বারে॥
শূন্যঘর দেখেন না দেখেন জানকী।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, এ কি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর॥
তখনি বলিনু, ভাই, সীতা নাহি ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে॥
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটিপালটি যত গোদাবরীতীর॥
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ॥
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ॥
এইরূপে এক স্থানে যান শতবার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার॥
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশুপাখী॥
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন যত প্রবোধবচন॥
উপদেশবাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম॥
'সীতা সীতা' বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণবীর শ্রীরামেরে কোলে॥
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বার বার করে দেবলোকে॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন, লক্ষ্মণ, দেখ দেখি॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী নাহি জানায়ে আমায়॥

গোদাবরীতীরে আছে কমলকানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে॥
কনকলতার প্রায় জনকদুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা॥
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তম নিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার॥
দশদিক শূন্য দেখি সীতা-অদর্শনে।
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে॥
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী॥
দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন॥
আমি জানি, পঞ্চবটী, তুমি পুণ্যস্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে॥
শুন পশুমৃগপক্ষী শুন বৃক্ষলতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেণ কানন।
দেখিলেন পথিমধ্যে সীতার ভূষণ॥
দেখিলেন পড়ে আছে ভগ্ন রথচাকা।
কনকরচিত আছে পতিত পতাকা॥
রথচূড়া পড়িয়াছে আর তার জাঠি।
মণিমুক্তা পড়িয়াছে সুবর্ণের কাঠি॥
শ্রীরাম বলেন দেখ ভাই রে লক্ষ্মণ।
এইখানে সীতারে করহ অন্বেষণ॥

সম্মুখে পর্ব্বত বড় অতি উচ্চ দেখি।
লুকাইয়া পর্ব্বত রাখিল চন্দ্রমুখী॥
যমদণ্ডসম আমি ধরি ধনুর্ব্বাণ।
পর্ব্বত কাটিয়া আজি করি খান খান॥
মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান।
লক্ষ্মণ লক্ষণ তার দেখ বিদ্যমান॥
লক্ষ্মণ বলেন ইহা নহে কোনমতে।
সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পর্ব্বতে॥
পর্ব্বত কাটিতে প্রভু চাহ অকারণ।
সীতা লৈয়া অন্তরীক্ষে গেল কোন জন॥
নানামতে শ্রীরামেরে বুঝান লক্ষ্মণ।
শোকাকুল শ্রীরাম না মানেন বচন॥
ধনুকে দিলেন গুণ সর্প যেন গর্জ্জে।
বলেন দহিব বিশ্ব আছে কোন্ কার্য্যে॥
বিশ্ব পুড়াইতে রাম পূরেন সন্ধান।
দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেমন মহেশান॥
লক্ষ্মণচরণে ধরি করেন মিনতি।
এক কথা অবধান কর রঘুপতি॥
সৃষ্টিকর্ত্তা করিলেন সৃষ্টি চরাচর।
কেন সৃষ্টি নষ্ট কর দেব রঘুবর॥
সবংশে মরিবে যেবা হবে অপরাধী।
অপরাধে একের অন্যকে নাহি বধি॥
তোমার বাণেতে কারো নাহিক নিস্তার।
অকারণে কেন, প্রভু, পোড়াও সংসার॥
কোথায় আছেন সীতা করহ বিচার।
দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার॥
গ্রাম আর তপোবন পর্ব্বতশিখর।
নদনদী দেখি আর দীঘিসরোবর॥
তবে যদি সীতার না পাই দরশন।
পশ্চাৎ করিহ চেষ্টা যেবা লয় মন॥
শুনি অস্ত্র সম্বরিয়া রাখিলেন তূণে।
চলিলেন সীতার উদ্দেশ্যে দুইজনে॥
ক্ষণেক উঠেন রাম বৈসেন ক্ষণেক।
উন্মত্তের প্রায় রাম বলেন অনেক॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ।
বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ॥
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে॥
ওহে গিরি এ সময় কর উপকার।
বাঁচাও কহিয়া জানকীর সমাচার॥

হে অরণ্য তুমি ধন্য বন্য বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন॥



জটায়ুর নিকট সীতা-অপহরণের বার্ত্তা শ্রবণ ও জটায়ুর স্বর্গলাভ

এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেণ চারিদিকে।
রক্তে গঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে॥
পক্ষীকে কহেন রাম করি অনুমান।
খাইলি সীতারে তুই বধি তোর প্রাণ॥
পক্ষিরূপে আছিস রে তুই নিশাচর।
পাঠাইব এক বাণে তোরে যমঘর॥
সন্ধান পূরেন রাম তাকে মারিবারে।
মুখে রক্ত উঠে বীর বলে ধীরে ধীরে॥
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহুক্লেশ।
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ॥
সীতার লাগিয়া রাম আমার মরণ।
সীতাকে লইয়া লঙ্কা গেল সে রাবণ॥
তোমরা দুভাই যবে নাহি ছিলা ঘর।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বর॥
আমি বৃদ্ধ যুদ্ধ করি রুদ্ধ করি তায়।
রাখিয়াছিলাম, রাম, তোমার আশায়॥
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে রাম যায় এ জীবন॥
ইতস্ততঃ ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন।
চিন্তা কর রাম যাতে মরিবে রাবণ॥
তোমার পিতার মিত্র তোমা লাগি মরি।
আপনি মারিলে, রাম, কি করিতে পারি॥
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন।
সম্মুখে দাঁড়াও রাম দেখি একক্ষণ॥
আপনা নিন্দেন রাম জানি পরিচয়।
দুইভাই রোদন করেন অতিশয়॥
জটায়ু বলেন যত লিখিব তা কত।
রামের নয়নে বহে বারি অবিরত॥
শ্রীরাম বলেন, পক্ষী, তুমি মম বাপ।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা দূর কর তাপ॥
রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা।
বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা॥
কোন্ বংশে জন্ম তার বৈসে কোন্ পুরে।
কোন্ দেশে হরিলেক বল জানকীরে॥
অনেক শক্তিতে পক্ষী তুলিলেক মাথা।
কহিতে লাগিলা শ্রীরামেরে সর্ব্ব কথা॥
সংহারিলে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
লক্ষ্মণ করেন সূর্পণখার অযশ॥
এই কোপে রাবণ হরিল জানকীরে।
রাখিল লঙ্কায় লয়ে সমুদ্রের পারে॥
বিশ্রবার পুত্র সে রাবণ বড় রাজা।
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা॥
কোন চিন্তা না করিহ সম্বর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ॥
তব পাদোদক রাম দেহ মোর মুখে।
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে॥
কহিল সীতার বার্ত্তা শ্রীরামের আগে।
এত বলি পক্ষীর মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে॥
মৃত্যুকালে বন্দে পক্ষী শ্রীরামলক্ষ্মণ।
দিব্যরথে চাপি স্বর্গে করিল গমন॥
শ্রীরাম বলেন পক্ষী পিতার সমান।
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ॥
বন্য জন্তু খাইলে অধর্ম্ম অপযশ।
অগ্নিকার্য্য করি রাখ লক্ষ্মণ পৌরষ॥
তবে ত লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি।
জ্বালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটী॥
তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষিরাজ।
দুই ভাই তাহার করেন অগ্নিকাজ॥
সৎকার করেন তার ব্যবস্থা যেমন।
গোদাবরীজলে তার করেন তর্পণ॥
রামদরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস।
আরণ্যেতে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



শ্রীরামকর্ত্তৃক কবন্ধের মুক্তিবিধান

রজনী আইল স্থান থাকিবার নাই।
শূন্যঘরে আইলেন পুনঃ দুইভাই॥
বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্চ আশ্বস্ত।
শূন্যঘর দেখি হইলেন আরো ব্যস্ত॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
গোদাবরীজীবনেতে ত্যজিব জীবন॥
এতেক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করি কোলে।
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে॥

রজনীতে নিদ্রা নাহি ঘন বহে শ্বাস।
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস॥
সীতার বিচ্ছেদে রাম পাইল যে ক্লেশ।
বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ॥
রজনী প্রভাতা হয় অরুণপ্রকাশে।
চলেন দক্ষিণে রাম সীতার উদ্দেশে॥
ঘর ছাড়ি যান রাম দূর ক্রোশপথে।
প্রবেশেন দুই ভাই কুশের বনেতে॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি চরে পালে পালে।
দুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে॥
বুদ্ধিতে বিক্রমে বড় চতুর লক্ষ্মণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধবচন॥
কেন প্রভু হয় হস্ত লোচন স্পন্দন।
বামদিকে করিতেছে খঞ্জনগমন॥
বিষম কুশের বন দেখি করে ভয়।
নানা অমঙ্গল দেখি না জানি কি হয়॥
দুই ভাই চলিতে করেন অনুবন্ধ।
পথ আগুলিয়া রাখে রাক্ষস কবন্ধ॥
পেটের ভিতর নাক কাণ চক্ষু মাথা।
শতেক যোজন দীর্ঘ অপূর্ব্ব সে কথা॥
রামলক্ষ্মণেরে দেখি করিয়া তর্জ্জন।
দুই হাত প্রসারিয়া রাখে দুইজন॥
কবন্ধ বলিল তোরা আমার আহার।
মোর হাতে পড়িলি কি পাইবি নিস্তার॥
এ বিষম বনে তোরা এলি কি কারণ।
পরিচয় দেহ শুনি তোবা কোন্ জন॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, হইল সংশয়।
প্রাণরক্ষা কর, ভাই, দেহ পরিচয়॥
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, বুদ্ধি কেন ঘাটি।
রাক্ষসের দুই হাত দুই ভাই কাটি॥
কবন্ধের ডান হাত কাটেন শ্রীরাম।
খড়্গাঘাতে লক্ষ্মণ কাটেন হস্ত বাম॥
দুই ভাই কাটিলেন তার হস্ত দুটি।
পড়িয়া কবন্ধ বীর করে ছটফটি॥
ডাক দিয়া রামেরে সে করে সম্ভাষণ।
কোন্ দেশে বৈস তুমি হও কোন্ জন॥
লক্ষ্মণ বলেন রাম জগতের রাজা।
রাজাদশরথপুত্র সবে করে পূজা॥
শ্রীরামের ভাই আমি নামেতে লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই বনে বন॥
তুমি কোন্ নিশাচর বিকৃত আকৃতি।
বনের ভিতরে থাক হও কোন্ জাতি॥
এত যদি লক্ষ্মণ করেন সম্ভাষণ।
পূর্ব্বকথা কবন্ধের হইল স্মরণ॥
কুবের নামেতে দৈত্য ছিলাম সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ যেন নিশাকর॥
সকল দেবতা নিন্দা করি নিজ রূপে।
মুনিবর এক মোরে শাপ দিল কোপে॥
যেমন রূপের তেজে কর উপহাস।
বিরূপ হউক সব রূপ যাক নাশ॥
যখন হবেন বিষ্ণু রাম-অবতার।
তার বাণস্পর্শে তোর হইবে নিস্তার॥
আমার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শচীনাথ।
করিলেন আমার শরীরে বজ্রাঘাত॥
বজ্রাঘাতে মুণ্ড মোর প্রবেশে উদরে।
চক্ষু বর্ণ ঘ্রাণ আর না রহে বাহিরে॥
গতিশক্তি নাই কিসে মিলিবেক ভক্ষ্য।
তেঁই মম দুই হস্ত দীর্ঘে দুই লক্ষ॥
দুই হস্ত মোর যেন দুইটা পর্ব্বত।
দুই হস্তে যুড়ি আমি বহুদূর পথ॥
দুই প্রহরের পথে যত বনচর।
দুই হাতে সাপটিয়া ভরি হে উদর॥
কুৎসিত আকার মোর কুৎসিত ভোজন।
তোমা দরশনে মোর শাপবিমোচন॥
তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস।
কেন রাম বনে ভ্রম কোন্ অভিলাষ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা হরিল রাবণ।
যুক্তি বল কেমনে পাইব দরশন॥
কবন্ধ বলিল রাম কহি উপদেশ।
যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ॥
যাবৎ আমার তনু না হয় সৎকার।
তাবৎ না দেখি কিছু সব অন্ধকার॥
রাক্ষসশরীর গেলে পাব অব্যাহতি।
তবে ত বলিতে পারি ইহার যুকতি॥
তখন লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি।
কবন্ধেরে দহিলেন করি পরিপাটী॥
শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে বীর অদ্ভুত আকার॥
আকাশে উঠিয়া করে রামে সম্ভাষণ।
দেবমূর্ত্তি সে পুরুষ দ্বিতীয় তপন॥

পুরুষ বলেন শুন শ্রীরামলক্ষ্মণ।
সাবধান হয়ে শুন আমার বচন॥
সুগ্রীবের উদ্দেশ করিও ঋষ্যমূকে।
আজ্ঞা কর, রামচন্দ্র, যাই স্বর্গলোকে॥
রামদরশনে কবন্ধের স্বর্গবাস।
কুশের বনেতে রাম করেন প্রবাস॥



শবরীর উপাখ্যান

প্রভাত হইল নিশা উদিল মিহির।
চলিলেন দুই ভাই পম্পানদীতীর॥
কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিণী সহিত।
দেখিলেন মৃগমৃগী বিচ্ছেদবঞ্চিত॥
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোকসাগর উথলে॥
জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগপক্ষী।
দেখিয়াছ তোমরা কি সীতা চন্দ্রমুখী॥
পম্পাতে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ।
সুগ্রীব উদ্দেশে রাম করেন গমন॥
প্রবেশ করেন রাম মতঙ্গ-আশ্রমে।
তথায় শবরী ছিল দেখিল শ্রীরামে॥
শবরী আনন্দবারি বারিতে না পারে।
শ্রীরামের প্রতি বলে আজ্ঞা অনুসারে॥
মতঙ্গমুনির সেবা করি বহুকাল।
বৈকুণ্ঠ গেলেন মুনি হয়ে প্রাপ্তকাল॥
বলিলেন আমার আশ্রমে কর স্থিতি।
আসিবেন এখানে অবশ্য রঘুপতি॥
শবরি যখন পাবে রামদরশন।
তখনি হইবে তব পাপবিমোচন॥
রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুপতি।
হইয়া প্রসন্ন এ দাসীরে দেহ গতি॥
শবরী রামের আগে অগ্নিকুণ্ড কাটে।
আনিয়া জ্বালিল অগ্নি নানা শুষ্ক কাঠে॥
অগ্নিতে প্রবেশ করে স্মরি নারায়ণ।
তাহার চরিতে রাম চমকিত মন॥
অগ্নিতে পুড়িয়া তনু হইল অঙ্গার।
তাহার ভাগ্যের কথা কহিতে বিস্তার॥
যাঁহার স্মরণমাত্র মুক্তি সঙ্গে ধায়।
তাঁহারে সম্মুখে দেখি ত্যজিল সে কায়॥
শ্রীরামপ্রসাদে তার হয় পাপনাশ।
অনায়াসে শবরী করিল স্বর্গবাস॥
শ্রীরামচরিতকথা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইল বনকাণ্ড॥

আরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড



সুগ্রীবের আশঙ্কা ও রামের সহিত মিলন

শ্রীরামলক্ষ্মণ দোঁহে ভ্রমেন দণ্ডকে।
সহায় করিতে যান বানরকটকে ॥
দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বতশিখরে ॥
দেখিয়া বানর পঞ্চ শঙ্কিত অন্তরে ॥
সুগ্রীব বলিল দেখ আসে দুই নর।
মনে করি বালিরাজা পাঠাইল চর ॥
বুদ্ধির সাগর বালি বুদ্ধি ধরে নানা।
তত্ত্ব কর সত্যমিথ্যা তথ্য যাবে জানা ॥
সুগ্রীবের বচনে বানর পালে পালে।
লাফে লাফে উঠে সবে বড় বড় ডালে ॥
গাছ ত সহিতে নারে সবার আস্ফাল।
ফলে ফুলে ভাঙ্গে কত শালবৃক্ষডাল ॥
বনজন্তু যত ছিল পর্ব্বতশিখরে।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ পলায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
হনুমান বলে, রাজা, না হও চিন্তিত।
না দেখিয়া বালিরে হইলা কেন ভীত ॥
বানর চঞ্চল জাতি লোকে উপহাসে।
চঞ্চল হইলে রাজা লোকে আরো দোষে ॥
আমি গিয়া জেনে আসি কোথাকার বীর।
তথ্য না জানিয়া কেন হইলে অস্থির ॥
সুগ্রীব বলিল দেখি তপস্বী উভয়।
কিন্তু ধনুর্ব্বাণ ধরে মনে লাগে ভয় ॥
হইবে তপস্বিবেশে রাজার কুমার।
ঝট যাহ, হনুমান, আন সমাচার ॥
যান হনুমান বীর তপস্বীর বেশে।
পরম গৌরবভরে উভয়ে সম্ভাষে ॥
রামনাম স্মরণে যমের দায় তরি।
অনায়াসে মুক্তি হবে মুখে বল হরি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
রচেন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথম শিকলি ॥



সুগ্রীবসহ মিত্রতা

মুনিবেশে হনুমান দেখে দুইজন।
তপস্বীর বেশ ধরি করে সম্ভাষণ ॥
হনুমান বলে, প্রভু, যে দেখি আকার।
অবশ্য হইবে কোন রাজার কুমার ॥
চন্দ্রসূর্য্য জিনি রূপ ভ্রম ভূমিতলে।
গগনমণ্ডল ছাড়ি কেন বনস্থলে ॥
কোথা ঘর কি কারণে হেথা আগমন।
বিশেষিয়া কহ, প্রভু, সব বিবরণ ॥
সুগ্রীব বানররাজা লোকে খ্যাতিমান্।
তাহার সচিব আমি নাম হনুমান ॥
তোমাসহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ।
পাঠাইল আমারে সুগ্রীব তব পাশ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন, লক্ষ্মণ, বচন।
সুগ্রীবের পাত্রসহ কর সম্ভাষণ ॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
নিজ পরিচয় দেন তাহারে লক্ষ্মণ ॥
মহারাজ দশরথ পৃথিবীভূষণ।
আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
আইলাম পিতৃসত্য পালিতে কানন।
শূন্যঘরে পেয়ে সীতা হরিল রাবণ ॥

কোন সিদ্ধপুরুষে দিলেন উপদেশ।
সুগ্রীব হইতে সব খণ্ডিবেক ক্লেশ॥
ভ্রমিতেছি আমরা সে সুগ্রীব-উদ্দেশে।
দোঁহারে লইয়া চল সুগ্রীবের পাশে॥
হনূমান বলেন উভয়ে দরশনে।
পরস্পর তুষ্টি হবে উভয়ের মনে॥
সুগ্রীবের রাজ্য নাহি নাহি তব নারী।
বালি রাজ্য হরিল করিল দেশান্তরী॥
সুগ্রীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে তোমার।
সুগ্রীব করিবে তব সীতার উদ্ধার॥
হারাইয়া রাজ্য ভ্রমে সুগ্রীব কাননে।
রাজ্যসুখ পাবে সে তোমার দরশনে॥
শ্রীরাম বলেন, কপি, করহ গমন।
সুগ্রীবের সহ মোর করাহ মিলন॥
শুনিয়া রামের বাক্য যান হনূমান।
কহেন সকল সুগ্রীবের বিদ্যমান॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উঠিয়া সেইক্ষণে।
হনূমান কহেন সুগ্রীবরাজা শুনে॥
ছাড়হ বানরমূর্ত্তি কুৎসিত আকার।
ধরহ মনুষ্যরূপ দেখিতে সুসার॥
পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া করহ শিষ্টাচার।
আইলেন রাম দশরথের কুমার॥
তাঁহার সাহায্য যদি কর মহারাজ।
ইহপরকালে তব সিদ্ধ হবে কাজ॥
রামের অনুজ সে লক্ষ্মণ সুলক্ষণ।
সুবর্ণ কুবর্ণ মানি করি নিরীক্ষণ॥
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ।
সেই হেতু তোমাকে তাঁহার প্রয়োজন॥
সুগ্রীব তোমারে আজি অনুকূল বিধি।
কোথা হৈতে মিলাইল রামগুণনিধি॥
এতদিনে তোমার দুঃখের বিমোচন।
তোমার সহায় রামরূপী জনার্দ্দন॥
যাঁর তত্ত্ব চারিবেদে না হয় কিঞ্চিৎ।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত যাহা শঙ্করবাঞ্ছিত॥
যোগে যাগে যোগিগণ না পায় যাঁহারে।
সেই রাম রমানাথ উপস্থিত দ্বারে॥
শুনিয়া সুগ্রীবরাজা আপনা পাসরে।
ফলপুষ্প লয়ে গেল রামের গোচরে॥
বড় ভাগ্য সুগ্রীবের বিধির লিখন।
শুভক্ষণে করিলেন শ্রীরামদরশন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শ্রীরামের পূজা করে।
প্রেমানন্দে সুগ্রীবের নেত্রনীর ঝরে॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল কপিরাজ।
হইয়াছি জ্ঞাত, রাম, তোমার যে কাজ॥
কহিলেক সকল আমারে হনূমান।
সীতার উদ্ধার হেতু আইলে এ স্থান॥
মিত্রতা করিবে, রাম, পশুর সহিত।
হনূমানবাক্যে এই না হয় প্রতীত॥
পশুপ্রতি যদি, রাম, হয় অনুগ্রহ।
মিত্র বলি, রঘুবীর, হস্তে হস্ত দেহ॥
দাসযোগ্য নহি আমি জাতিতে বানর।
করুণা প্রকাশ, রাম, করুণাসাগর॥
পাষাণের উপরে অর্পিয়া নিজ পদ।
অনায়াসে দিলা তারে মনুষ্যের পদ॥
চণ্ডালেরে সখ্যভাবে করিলে উদ্ধার।
নীচের নিস্তার হেতু তব অবতার॥
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কমললোচন।
বানরের হাতে হাত দেন নারায়ণ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ পূর্ব্বপুণ্য সুগ্রীবের ছিল।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদ প্রত্যক্ষ দেখিল॥
পরম দয়ালু রাম গুণে নাহি সন্ধি।
যাঁর গুণে বনের বানর হয় বন্দী॥
বানরেরে হাত দিতে নহেন বিমর্ষ।
দিলেন দক্ষিণ হাত শ্রীরাম সহর্ষ॥
মুনিবেশ ছাড়ি হয়ে কপি হনূমান।
কাষ্ঠ আনে বাছিয়া ডাগর দুইখান॥
দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি জ্বলে।
অগ্নি সাক্ষী করি দোঁহে 'মিত্র মিত্র' বলে॥
পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী।
অগ্নি সাক্ষী এই সত্য হইল দোঁহারি॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন।
বানরের সঙ্গে সখ্যে বদ্ধ নারায়ণ॥
সবা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল।
মিতালি করেন রাম পরমদয়াল॥
উভয়ে কহেন কথা শুনেন উভয়।
উভয়ের উভপ্রতি প্রীতি অতিশয়॥
উভয়ের মিত্রতা যে শুনে কিম্বা কয়।
সুগ্রীবের মত তার হয় ভাগ্যোদয়॥



সীতার আভরণপ্রদর্শন

সুগ্রীব বলেন, রাম, কহি অবশেষ।
পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ॥
আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্ব্বতে।
দেখিলাম এক কন্যা রাবণের রথে॥
হাত-পা আছাড়ে করে কঙ্কণের ধ্বনি।
গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধা ভুজঙ্গিনী॥
উত্তরীয় গলার গায়ের আভরণ।
রথ হৈতে পড়িল যেমন তারাগণ॥
অনুমানে বুঝি তিনি তোমার সুন্দরী।
যত্ন করি রাখিয়াছি ভূষণ-উত্তরী॥
যদি আজ্ঞা হয় তব আনি তা এখন।
হয় নয় চিন, মিত্র, সীতার ভূষণ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, কর সে বিধান।
দেখাও সীতার চিহ্ন রাখ মম প্রাণ॥
আভরণ আনেন সুগ্রীব সেই স্থলে।
দেখিয়া রামের শোকসাগর উথলে॥
অবশ হইয়া রাম পড়েন ভূতলে।
শরীর ভাসিল তাঁর নয়নের জলে॥
বিলাপ করেন কোথা রহিলে সুন্দরি।
তোমার ভূষণ এই তোমার উত্তরী॥
জানাইতে আমারে তা ফেলেছিলে পথে।
কোন্ দিকে গেলে, প্রিয়ে, জানিব কিমতে॥
কহ কহ, সুগ্রীব, আমার তুমি সখা।
পুনঃ কি পাইব আমি জানকীর দেখা॥
জানকীর রূপ মনে হইলে উদয়।
জ্ঞানহত হই দেখি বিশ্ব তমোময়॥
স্থির নহে মন দহে দিবসরজনী।
কোথা গেলে পাইব সে সুধাংশুবদনী॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে রাবণ বৈসে যথা।
ঘুচাইব সর্ব্বত্র রাক্ষসজাতিকথা॥
ত্রিভুবনে জানে মম ধনুকের ছটা।
মারিব রাক্ষসগণে রক্ষা করে কেটা॥
লক্ষ্মণ উদ্‌যোগ কর আন ধনুর্ব্বাণ।
অরিবধ করি কর শোকাগ্নিনির্ব্বাণ॥
সুগ্রীব বিবিধ রূপে রামকে বুঝান।
কৃত্তিবাস রচে গীত অদ্ভুতনির্ম্মাণ॥



রামনামমাহাত্ম্য

শমনদমন রাবণরাজা
রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন
যে লয় রামের নাম॥
সুকৃতজনন দুষ্কৃতদমন
শ্রুতিসুখ রামায়ণ।
শ্রবণমনন করে যেইজন
তারে তুষ্ট নারায়ণ॥
রামনাম জপ, ভাই, অন্য কর্ম্ম পিছে।
সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্ম রামনাম বিনা মিছে॥
মৃত্যুকালে যদি নর 'রাম' বলি ডাকে।
বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে॥
শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতমললনা॥
পাপীজন হয় মুক্ত বাল্মীকির গুণে।
অশ্বমেধফল পায় রামায়ণ শুনে॥
রামনাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলা॥
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা।
বনের বানর বন্দী জলে ভাসে শিলা॥
রামজন্মপূর্ব্বে ষষ্টি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥
রামনামস্মরণে যমের দায় এড়ি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদতরী॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ॥



সীতা-উদ্ধারে সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা

সুগ্রীব বলেন, সখে, না জানি বিশেষ।
কি জানি কেমন বীর গেল কোন্ দেশ॥
যথায় যাউক তার নাহিক এড়ান।
বানর লইয়া তার বধিব পরাণ॥
সম্বর সম্বর, মিত্র, মনে দেহ ক্ষমা।
অবিলম্বে উদ্ধারিব তব প্রিয়তমা॥
যথা তথা যাউক সে পাপিষ্ঠ রাবণ।
সবংশে মারিব তার জ্ঞাতিবন্ধুজন॥
বিলাপ সম্বর, রাম, শোকে বাড়ে শোক।
শোকেতে কাতর নাহি হয় [illegible]॥

রাজ্য হারালাম আর হারালাম নারী ।
পশু আমি তথাপি তা মনে নাহি করি ॥
তুমি, রাম, হইয়াছ ভুবনপূজিত ।
ভার্য্যা লাগি কর খেদ অতি অনুচিত ॥
মিথ্যা না বলিব, মিত্র, অগ্নি সাক্ষী করি ।
উদ্ধার করিব আমি তোমার সুন্দরী ॥
অশেষ প্রকারে রাজা করেন প্রবোধ ।
তথাপি বিষম শোক নাহি হয় রোধ ॥
এতেক বলিল যদি সুগ্রীবভূপতি ।
প্রত্যুত্তর করেন আপনি রঘুপতি ॥
জ্ঞাতিগোত্রপুত্রমিত্রশোক পায় লোক ।
সে সবার হইতে অধিক ভার্য্যাশোক ॥
কলত্রে গৃহীর সুখ কলত্রে সংসার ।
কলত্র হইতে হয় পুত্রপরিবার ॥
গয়াশ্রাদ্ধ করে পুত্র বংশের উদ্ধার ।
পুত্রদ্বারা পারত্রিক ঐহিক নিস্তার ॥
অশেষ প্রকারে, মিত্র, বুঝাও আমায় ।
তথাপি কলত্রশোক পসরা না যায় ॥
সুগ্রীব বলেন, রাম, কি কহিতে পারি ।
পালিব তোমার আজ্ঞা আমি আজ্ঞাকারী ॥
করিব তোমার কার্য্য আমি যথাজ্ঞান ।
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃতসমান ॥



শ্রীরামের নিকট সুগ্রীবের আত্মকাহিনীবর্ণন

শ্রীরাম বলেন, মিত্র, বিনা প্রিয়জন ।
হেনকালে হেন কথা কহে কোন্ জন ॥
আপনি দেখিলে, মিত্র, আমার যে ক্লেশ ।
অবশ্য করিবে তুমি সীতার উদ্দেশ ॥
আমাতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন ।
অকপটে সেই কর্ম্ম করিব সাধন ॥
সুগ্রীব বলেন, মিত্র, স্থির কর মন ।
সম্প্রতি করিব কিছু আত্মনিবেদন ॥
বসিতে আসন রাজা দেখে চারিভিতে ।
আনিলেন শালবৃক্ষ ফলের সহিতে ॥
তদুপরি আনন্দে বসেন দুইজন ।
চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসেন লক্ষ্মণ ॥
সুগ্রীব বলেন বালি বিক্রমে প্রধান ।
রাজ্য জায়া হরিয়া করিল অপমান ॥

এ পর্ব্বতে থাকি, রাম, না দেখি উপায় ।
অনুকূল হয়ে বিধি তোমারে মিলায় ॥
আশ্বাস করেন সুগ্রীবেরে রঘুবর ।
বালিকে মারিয়া তব ঘুচাইব ডর ॥
তব ভার্য্যা তব রাজ্য যেই জন হরে ।
অবিলম্বে তাহারে পাঠাব যমঘরে ॥
উভয় ভ্রাতায় কেন হইল বিবাদ ।
বিশেষ শুনিতে চাহি কার অপরাধ ॥
সুগ্রীব বলেন আমি বিবাদ না জানি ।
বিশেষ করিয়া কহি শুন রঘুমণি ॥
ঋক্ষরাজ নামে ছিল রাজা মহামতি ।
আমরা উভয় ভ্রাতা তাঁহার সন্ততি ॥
কিছুকাল পরে পিতা পাইলেন স্বর্গ ।
রাজ্য দিতে উভয়ে আইল পাত্রবর্গ ॥
জ্যেষ্ঠভাই বালিরাজা বিক্রমসাগর ।
ধর্ম্মে কর্ম্মে সদা রত সমরে তৎপর ॥
মন্ত্রিগণ তাঁহারে দিলেন রাজ্যভার ।
পরে বালি দিল মোরে রাজ্য-অধিকার ॥
পরস্পর পরম সৌহৃদ্যে করি বাস ।
না জানি বিরোধ সদা হাস্যপরিহাস ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন ।
বিবাদের কথা শুন কমললোচন ॥
প্রীতিসহ দোঁহে করিতাম রাজ্যভোগ ।
হেনকালে করিলেন বিধাতা দুর্য্যোগ ॥
মায়াবী দুন্দুভি নামে দুই সহোদর ।
পাইয়া ব্রহ্মার বর দানব দুর্দ্ধর ॥
দুই ভাই মায়ায় মহিষরূপ ধরে ।
মায়াবী নিশিতে আসে জিনিতে বালিরে ॥
যুঝিবারে যায় বালি সবার নিষেধে ।
পশ্চাতে গেলাম আমি ভাই-অনুরোধে ॥
পলাইল দানব দেখিয়া দুইজনে ।
আমরা ভ্রমণ করি তার অন্বেষণে ॥
চন্দ্র আলো করিয়াছে যাই দেখাদেখি ।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী ॥
বালি বলে, ভাই, থাক সুড়ঙ্গের দ্বারে ।
যাবৎ দানব মারি নাহি আসি ফিরে ॥
আমি কহিলাম দৈত্য হৈল নিরুদ্দেশ ।
সংশয়স্থানেতে তুমি না কর প্রবেশ ॥
পায়ে পড়ি বলিলাম তবু নাহি মানে ।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব যেখানে ॥

বারে বারে নিবারিনু না শুনে বচন।
প্রবেশ করিল গিয়া পাতালভুবন ॥
দৈত্য-অন্বেষণে ভ্রমে এক বৎসর।
সাক্ষাৎ হইলে পরে বাধিল সমর ॥
মহাবীর দানবে সে করিল আঘাত।
আমি ভাবি বালিরাজা হইল নিপাত ॥
বালিকে মারিয়া দৈত্য পাছে মোরে মারে।
দিলাম পাথর এক সুড়ঙ্গের দ্বারে ॥
না দেখি সংবৎসর হইল সংশয়।
সবে বলে বালির সে মরণ নিশ্চয় ॥
কান্দিলাম ভ্রাতৃশোকে আপনি বিস্তর।
কোথা গেল বালিরাজা জ্যেষ্ঠসহোদর ॥
অন্ত্যক্রিয়া করিলাম তাঁহার বিধানে।
আমারে করিল রাজা সব পাত্রগণে ॥
তারপর দৈত্যে মারি ঘরে এল বালি।
মোরে রাজা দেখিয়া করিল গালাগালি ॥
পাত্রমিত্রবন্ধুগণে ডাকি সবাকারে।
সবার সম্মুখে গালি দিলেন আমারে ॥
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে।
রাখিয়া সুড়ঙ্গদ্বারে সুগ্রীব চণ্ডালে ॥
সুগ্রীব পাথর দিয়া তার দ্বার রোধে।
রাজ্য-মহাদেবী মোর হরিল অবাধে ॥
ছত্রদণ্ড নিল মোর নিল মহাদেবী।
হেন পাতকীর ভার ধরিল পৃথিবী ॥
দৈত্য মারি যথাকালে দেশে আসিবারে।
'সুগ্রীব' বলিয়া ডাকি সুড়ঙ্গের দ্বারে ॥
বহু ডাকিলাম তবু না পাই উত্তর।
পদাঘাতে ঘুচাইনু সুড়ঙ্গ-পাথর ॥
সহোদর ভাই হয়ে করিল অন্যায়।
মাথা কাটি ইহার যে তবে দুঃখ যায় ॥
দূর হ রে অধর্ম্মিষ্ঠ দুষ্ট দুরাচার।
এ জীবনে তোর মুখ না দেখিব আর ॥
পায়ে পড়ি করিলাম বহু স্তুতিবাদ।
সেবক হইয়া থাকি ক্ষম অপরাধ ॥
আমার না ছিল ইচ্ছা হই আমি রাজা।
মন্ত্রিগণ করিলেক পালিবারে প্রজা ॥
বহু স্তব করিলাম না শুনে বচন।
বলিল আমার লাগি বহু পাত্রগণ ॥
পায়ে পড়ি যত বলি বালি নাহি শুনে।
ক্রোধে বলে যারে দুষ্ট যেখানে সেখানে ॥
বারে বারে বলি তবু না শুনিস কথা।
একটা চাপড়ে ভাঙ্গি আয় তোর মাথা ॥
দেখিয়া বালির কোপ ভীত হয়ে মনে।
পলাইয়া আইলাম এই অপমানে ॥
এই অপরাধে, রাম, আমি অপরাধী।
বনে বনে ফিরি দুঃখে আমি তদবধি ॥



বালিকর্ত্তৃক দুন্দুভিবধ

বলিল সুগ্রীব পূর্ব্ববিবাদকথন।
একচিত্তে শুনিলেন শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, পড়েছ সঙ্কটে।
কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে ॥
সুগ্রীব কহেন কথা শ্রীরামের পাশ।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতের শুন ইতিহাস ॥
মায়াবীর কনিষ্ঠ সে দুন্দুভি মহিষ।
অগ্রজের বার্ত্তা শুনি ক্রুদ্ধ অহর্নিশ ॥
বিক্রমে মহিষাসুর কারে নাহি গণে।
সমুদ্রে হাঁকারে গিয়া যুঝিবার মনে ॥
সমুদ্র বলিল মম যুদ্ধ না আইসে।
যাহ হিমালয়ে চলে রণের উদ্দেশে ॥
হিমালয়গিরিবর শঙ্কর-শ্বশুর।
তাঁর ঠাঁই গেলে তব দর্প হবে চূর ॥
ধনুকের গুণেতে যেমন বাণ ছোটে।
চক্ষুর নিমিষে গেল পর্ব্বত-নিকটে ॥
শৃঙ্গাঘাতে পর্ব্বতেরে করে খান খান।
চিন্তিত হইয়া গিরি করে অনুমান ॥
পর্ব্বত জানিল তবে চিন্তিয়া সংসার।
যাহাতে মহিষাসুর হইবে সংহার ॥
বলিল মহিষাসুরে তুমি মহাবলী।
কিষ্কিন্ধ্যায় যাহ তুমি যথা আছে বালি ॥
বলবুদ্ধি চূর্ণ হবে শুন উপদেশ।
বালির মধুর বনে করহ প্রবেশ ॥
রাজভোগ মধুবন রাজার ভাণ্ডার।
বন ভাঙ্গি মধু খাইয়া কর ছারখার ॥
বালিরাজা না সহিবে মধু-অপচয়।
প্রাণেতে মারিবে তোরে বালি মহাশয় ॥
তোর জ্যেষ্ঠ মায়াবী যে ছিল মহাবলী।
তাহারে মারিল সে বানররাজা বালি ॥

জ্যেষ্ঠের নিধন শুনি কুপিত অন্তরে।
তখনি দুন্দুভি গেল বালিরাজপুরে॥
শৃঙ্গাঘাতে করিল কানন খণ্ড খণ্ড।
কুপিত হইল বালি সংগ্রামে প্রচণ্ড॥
বীরধড়া পরে বীর কাঁকালি বেড়িয়া।
দ্বিগুণ ইন্দ্রের মালা পরিল তুলিয়া॥
স্ত্রীগণবেষ্টিত বালি আইল নির্ভয়।
তারাগণমধ্যে যেন চন্দ্রের উদয়॥
রুষিল মহিষাসুর আরক্তলোচন।
স্ত্রীগণসম্মুখে করে তর্জ্জনগর্জ্জন॥
মধুপানে মত্ত তুমি ঘূর্ণিতলোচন।
মত্তজনে মারি মোর নাহি প্রয়োজন॥
প্রাণদান দিনু তোরে আজিকার তরে।
আজি রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রমোদ-আগারে॥
সুখে রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রত্যুষ বিহানে।
বলবুদ্ধি চূর্ণ করি বধিব পরাণে॥
স্ত্রীগণেরে বালি পাঠাইল অন্তঃপুর।
বীরদর্প করি বলে শুন রে অসুর॥
রণে প্রবেশিলে বুঝি রণের পরীক্ষা।
পড়িলি বালির হাতে তোর নাহি রক্ষা॥
যমরাজ যদি ধরে আছে প্রতিকার।
বালির স্থানেতে কার নাহিক নিস্তার॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে যতেক বীরগণ।
আইলে আমার যুদ্ধে অবশ্য মরণ॥
কপটে বাঁচিতে চাহ কালিকার তরে।
সে কথা থাকুক আজি যাও যমঘরে॥
কুবুদ্ধি পাইল তোরে মোর সঙ্গে রণ।
তোর দোষ নাহি তোর ললাটে লিখন॥
পলাইয়া যারে তুই লইয়া পরাণ।
আজিকার দিবস দিলাম প্রাণদান॥
কোপেতে মহিষাসুর কাঁপে থর থর।
পুনশ্চ বলিছে তারে বালি কপীশ্বর॥
আগে মোরে হান তোর বুঝিব বিক্রম।
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেখাইব যম॥
তোর যত শক্তি থাকে তত শক্তি হান।
এই দণ্ডে আমি তোর বধিব পরাণ॥
রুষিয়া দুন্দুভি দৈত্য দুই শৃঙ্গ মারে।
খান খান করিয়া সে বালি-অঙ্গ চিরে॥
সর্ব্বাঙ্গবিদীর্ণ বালি তবু নাহি টুটে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তেতে ফুটে॥
মহিষ বালির সঙ্গে যুঝে চমৎকার।
পাদপপাথরে বালি করে মহামার॥
মারে গাছপাথর সে মহিষ উপর।
পরাভব নহে দৈত্য যুঝে নিরন্তর॥
দুই শৃঙ্গ নত করি বালিরে বধিতে।
বালির সম্মুখে দৈত্য গেল আচম্বিতে॥
দুই শৃঙ্গ বালি তার ধরিলেক রোষে।
শৃঙ্গ ধরি মহিষেরে তুলিল আকাশে॥
দুই শৃঙ্গ ধরি তার ঘন দেয় পাক।
ঘন পাকে ফেরে যেন কুমারের চাক॥
পাথর উপরে তারে মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
পড়িল মহিষাসুর হয়ে অচেতন।
পদাঘাতে ফেলে তারে একটী যোজন॥
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
মতঙ্গমুনির গাত্র তিতিল রক্তেতে॥
মুনি বলে হেন কর্ম্ম করিল যে জন।
গায়ে রক্ত দেয় সে যে পাপিষ্ঠ কেমন॥
রক্ত পাখালিয়া তবে করি আচমন।
পবিত্র হইল মুনি স্মরি নারায়ণ॥
মহাক্রোধ করি মুনি জল নিল হাতে।
অভিশাপ দিল তারে হইয়া কুপিতে॥
মুনি বলে হেন কর্ম্ম করিল যে জন।
এ পর্ব্বতে আইলে তার অবশ্য মরণ॥
পরস্পর শুনে বালি শাপবাক্য তার।
দূর হৈতে মুনিপদে করে নমস্কার॥
দূরে থাকি মুনিস্থানে যাচে পরিহার।
সঙ্কটসাগরে, প্রভু, করহ নিস্তার॥
মতঙ্গ বলেন মম শাপ অখণ্ডন।
এ পর্ব্বতে না করিও কভু আগমন॥
সেই শাপে বালি না আইসে ঋষ্যমূকে।
দেশদেশান্তরে থাকি শুনি লোকমুখে॥
ঋষ্যমূকে আইলে সে হারাবে পরাণ।
বালিকে মুনির শাপ তেঁই মম ত্রাণ॥



সুগ্রীবকর্ত্তৃক বালির পরাক্রমবর্ণনা

শ্রীরাম বলেন, মিত্র, কহিলে সকল।
বালিকে মারিয়া করি তোমাকে প্রবল॥

সুগ্রীব বলেন বালি বিক্রমসাগর।
বালির বিক্রমকথা শুন রঘুবর ॥
যখন রজনী যায় অরুণ-উদয়।
চারিসাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥
আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্ব্বতশিখর।
দুই হাতে লোফে তাহা বালি কপীশ্বর ॥
উপাড়িয়া পর্ব্বত আকাশ 'পরে ফেলে।
আপনারে পরীক্ষিতে নিত্য লোফে বলে
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সে নিমিষে বেড়ায়।
কি কব পবন তার সঙ্গে না গোড়ায় ॥
বালিকে মারিতে যদি নার একবাণে।
তবে বালিরাজ মোরে বধিবে পরাণে ॥
মহাবীর বালিরাজা এ তিন ভুবনে।
পরাভব পায় সর্ব্ববীর তার রণে ॥



বালীকে মারিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য দিতে রামের প্রতিজ্ঞা

সুগ্রীবের কথা শুনি বলেন লক্ষ্মণ।
কোন্ কর্ম্মে তোমার প্রতীতি হয় মন ॥
দেবদৈত্যগন্ধর্ব্ব কোথায় হেন বীর।
শ্রীরামের একবাণে কে রহিবে স্থির ॥
হেন রাম প্রতি তব না হয় প্রতীত।
কি কর্ম্ম করিলে তুমি হও হরষিত ॥
সুগ্রীব বলেন দেখ দুন্দুভি-পাঁজর।
পায়ে করি ফেলাইল বালি কপীশ্বর ॥
নেত্রনীরে সুগ্রীবের তিতিল বদন।
আশ্বাসিয়া তুষিলেন শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
সুগ্রীবের প্রত্যয় নিমিত্ত রঘুবর।
পদাঘাতে ফেলিলেন দুন্দুভি-পাঁজর ॥
ফেলিয়াছিলেন বালি একটি যোজন।
ফে:লেন যোজন শত কমললোচন ॥
সুগ্রীব বলিল শুন রাম রঘুবর।
যখন ফেলিয়াছিল বালি সে পাঁজর ॥
রক্তচর্ম্মে ছিল ভারি তুলিতে দুষ্কর।
এখন হয়েছে শুষ্ক নহে তত ভর ॥
ইহাতে কেমনে রাম করি অনুমান।
বালিরাজা হইতে যে তুমি বলবান্ ॥
শুন, প্রভু রঘুনাথ, আমার বচন।
বালির বিক্রমকথা করি নিবেদন ॥

দিগ্বিজয় করিতে চলিল দশানন।
বালির সহিত যুদ্ধ হইল ঘটন ॥
সন্ধ্যা করে বালিরাজা সাগরের জলে।
হেনকালে দশানন চৌদিকে নেহালে ॥
তপ করে বালিরাজা মুদিতনয়ন।
পশ্চাতে ধরিতে যায় রাজা দশানন ॥
যুদ্ধ নাহি করে বালি তপ নাহি ত্যজে।
পৃষ্ঠদিকে রাবণেরে জড়াইল লেজে ॥
লাঙ্গুলে বান্ধিয়া ফেলে সাগরের জলে।
একবার ডুবাইয়া আর বার তোলে ॥
এইরূপে তপ করে চারিপারাবারে।
রাবণ খাইয়া জল বাঁচিতে না পারে ॥
চারিসাগরেতে করি সন্ধ্যা সমাপন।
উঠিলেন বালি লেজে বান্ধা দশানন ॥
রজনী হইল বালি চলি গেল ঘর।
কাতরে রাবণ বলে ক্ষম কপীশ্বর ॥
বহু স্তবে ক্ষমে বালি তার অপরাধ।
রাবণ হইল মুক্ত পরম আহ্লাদ ॥
এক যুক্তি শুন প্রভু কমললোচন।
বালিসঙ্গে মিলন করহ এইক্ষণ ॥
মিলন হইলে রাম দুই সহোদরে।
দোঁহে মিলি মারি গিয়া রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
ভ্রাতা দুইজনে যদি করাহ মিলন।
কোন্ ছার গণি তবে রাজা দশানন ॥
পৃথিবীর মধ্যে কেবা বালিরাজে আঁটে।
রাবণে আনিবে বালি ধরে তার জটে ॥
এতেক বলিল যদি সুগ্রীব তখন।
শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহেন বচন ॥
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা যে অগ্নি সাক্ষী করি।
বালি বধি তোমারে করিব অধিকারী ॥
আমার বচন কভু না হয় খণ্ডন।
পিতৃবাক্যক্রমে কেন আইলাম বন ॥
এতেক বলিলা রাম কমললোচন।
সুগ্রীবেরে ডাক দিয়া বলেন লক্ষ্মণ ॥
সাত তালগাছ আছে একই সোসর।
তোমার প্রত্যয়হেতু বিন্ধে রঘুবর ॥
সুগ্রীব বলেন তবে শুন নরবর।
নখের চাপনে বিন্ধে তাহা কপীশ্বর ॥
সাত তালগাছ যদি বিন্ধ একশরে।
তবে সে বালিকে তুমি জিনিবে সমরে ॥

হাসেন শ্রীরঘুনাথ আলো দশদিক।
তালগাছ বিন্ধিব যে এ কোন্ অধিক ॥
সুচিত্র বিচিত্র বাণ কনকরচিত।
তূণ হৈতে লইলেন শ্রীরাম ত্বরিত ॥
দৃঢ়মুষ্টি করি নিলা দক্ষিণ হস্তেতে।
ছুটিল রামের বাণ সে সপ্ততালেতে ॥
সপ্ততাল ভেদ করি বাণ হৈল পার।
ঋষ্যমূক পর্ব্বত বিন্ধিয়া আগুসার ॥
একবাণে শৈল বিন্ধে আর সপ্ততাল।
বজ্রাঘাতশব্দে বাণ সান্ধায় পাতাল ॥
মূর্ত্তিমান রাজহংস আসিবার কালে।
পুনর্ব্বার বাণ আইল শ্রীরামের কোলে ॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি বাণ তূণমধ্যে ঢোকে।
রামের বিক্রমে সবে হাত দিল নাকে ॥
সকল বানর নিল রামপদধূলি।
তুমি পার মারিবারে শত শত বালি ॥
সুগ্রীব বলেন তব বিক্রমেতে গণি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া মর্ত্তে এসেছ আপনি ॥
তোমা হেন মিত্র মোরে দিলেন বিধাতা।
তোমার প্রতাপে পাব রাজদণ্ড-ছাতা ॥



বালির সহিত যুদ্ধে সুগ্রীবের পরাজয়

শ্রীরাম বলেন কি বিলম্বে প্রয়োজন।
বালির সহিত ঝট করাহ দর্শন ॥
দেখিলে শত্রুকে মারি ঘুচাইব ডর।
সুখে রাজ্য করিবেক তুমি মিত্রবর ॥
সুগ্রীবেরে দেন রাম আশ্বাসবচন।
সাতজন কিষ্কিন্ধ্যায় করেন গমন ॥
রাজদ্বারনিকটে বলেন রাম ধীরে।
বৃক্ষ-আড়ে লুকাইয়া থাকি দুই বীরে ॥
বালিদ্বারে সুগ্রীব ছাড়িবে সিংহনাদ।
তাহাতে অবশ্য বালি শুনিবে সংবাদ ॥
করিবে তোমার সঙ্গে সমর আরব্ধ।
একবাণে বালিকে করিব আমি স্তব্ধ ॥
বালিদ্বারে সুগ্রীব ছাড়িল সিংহনাদ।
বাহির হইল বালি দেখিতে প্রমাদ ॥
বীরদর্প করে বালি অতি ভয়ঙ্কর।
বিক্রমে আক্রম করে সুগ্রীব উপর ॥
হাতে হাতে মাথে মাথে বাধিল সমর।
দুই ভাই মল্লযুদ্ধ করে বহুতর ॥
ক্ষণে হেঁটে পড়ে বালি ক্ষণেক উপরে।
ক্ষিতি টলমল করে উভয়ের ভরে ॥
দুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ ॥
দেখেন শ্রীরাম বাণ করিয়া সন্ধান।
উভয়ের বেশভূষা বয়স সমান ॥
চিনিতে নারেন রাম সুগ্রীব বানরে।
বালিকে মারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে ॥
সুগ্রীবেরে মারে বালি বজ্রসম চড়।
সহিতে না পারি তাহা উঠি দিল রড় ॥
মহাবল বালিরাজা অতুল প্রতাপ।
তাহার সহিত যুদ্ধ সহে কার বাপ ॥
বড় বড় বীরগণে করে সে সংহার।
যুদ্ধারম্ভে সুগ্রীব বানর কোন্ ছার ॥
তখনি সে সুগ্রীবের বধিত পরাণ।
সহোদর ভাই বলি দিল প্রাণদান ॥
রক্তে রাঙ্গা অঙ্গভাঙ্গা পলায় সুগ্রীব।
আগে যায় ফিরে চায় প্রায় সে নির্জীব ॥
তিষ্ঠিবারে ঋষ্যমূকে সুগ্রীব চড়িল।
মুনিশাপ বালি মনে করিয়া ফিরিল ॥
না পারিয়া সুগ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে।
ঘরে যায় বালিরাজা গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে ॥
ভাল পলাইয়া গেলি লইয়া জীবন।
কি জোরে করিস তুই আমা সঙ্গে রণ ॥
ভাল হৈল পলাইয়া গেল মোর ভাই।
প্রাণেতে মারিব যদি পুনঃ দেখা পাই ॥
সিংহাসনে বসি বালি ভাবে মনোদুঃখে।
সুগ্রীব জর্জ্জর ঘায়ে রহে ঋষ্যমূকে ॥
শ্রীরাম প্রভৃতি সবে গেলেন সেখানে।
হেঁটমুণ্ডেতে সুগ্রীব আছে অপমানে ॥
মাথা তুলি-সুগ্রীব রামেরে নাহি দেখে।
বহু অনুযোগ করে সবার সম্মুখে ॥
আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে।
কে করিত রাজ্যভোগ কি করিত রামে ॥
মারিতে নারিবে আগে না বলিলে কেনে।
বালিসঙ্গে তবে কেন প্রবেশিব রণে ॥
তখনি বলেছি বালি বিষম দুর্জ্জয়।
তাহারে সংহার করা ক্ষুদ্র কর্ম্ম নয় ॥

বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিবীর।
বালিকে মারিতে পারে হেন কোন্ বীর॥
আছুক যুদ্ধের কাজ দরশনে ভাগে।
কোন্ জন যুদ্ধ করে সে বালির আগে॥
কেন বা গেলাম পাইলাম অপমান।
এতক্ষণ থাকিলে বধিত মোর প্রাণ॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বত নিকটে ছিল যেই।
এ সঙ্কটে রক্ষা আমি পাইলাম তেঁই॥
বালিরে মারিবে বলি করিলে আশ্বাস।
আমাকে ফেলিয়া রণে হৈলে একপাশ॥
এখনি মারিবা বাণ হেন মোর মনে।
কোথা বাণ কোথা রাম ভাগ্যে আছি প্রাণে॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, না বল বিস্তর।
উভয়েরে দেখিলাম একই সোসর॥
বয়সে সাহসে বেশে একই সমান।
মিত্রবধভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ॥
চিহ্ন দিয়া যাবে যেন রণে গেলে চিনি।
বালিকে মারিব রাজা হইবা আপনি॥
পুনঃ গেলে যখন আসিবে রণে বালি।
ঘুচাইব তখনি মনের যত কালি॥
বঞ্চিল সুগ্রীব রাত্রি রামের আশ্বাসে।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥



শ্রীরামকর্ত্তৃক বালিবধ

চিহ্ন বিনা নাহি চিনা যায় সুগ্রীবেরে।
চিহ্ন দিতে শ্রীরাম কহেন লক্ষ্মণেরে॥
লক্ষ্মণ দিলেন পুষ্পমালা তার গলে।
করিলেন সাতবীর যাত্রা শুভকালে॥
রাজ্যলোভে সুগ্রীব মারিতে সহোদরে।
আগে আগে চলিল বিলম্ব নাহি করে॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ যান হাতে ধনুঃশর।
তাহার পশ্চাতে চলে ইতর বানর॥
মৃগপক্ষী বনচর দেখে স্থানে স্থান।
লক্ষ লক্ষ হস্তী দেখে পর্ব্বতপ্রমাণ॥
বনের ভিতর দেখে অতি বিচক্ষণ।
মুনির আশ্রমমাঝে কদলীর বন॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, অদ্ভুত কদলী॥
কাহার সৃজন এই আশ্রমমণ্ডলী॥
সুগ্রীব বলেন হেথা ছিল সপ্তমুনি।
করিত কঠোর তপ লোকমুখে শুনি॥
দশহাজার বৎসর রহি অনাহারে।
করি তপ সশরীরে গেল স্বর্গপুরে॥
সকলে বন্দেন গিয়া আশ্রমমণ্ডল।
যাহারে বন্দিলে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল॥
সুগ্রীব বলিল, রাম, হও সাবধান।
কালিকার মত যেন না হয় বিধান॥
আপন শপথে, মিত্র, আজি হও পার।
অবশ্য করিব আমি সীতার উদ্ধার॥
আমার বচন মিথ্যা না ভাবিহ মনে।
সীতা উদ্ধারিব আমি মারিয়া রাবণে॥
শ্রীরাম বলেন তুমি ভূষিত মালায়।
বালিকে বধিব আজি বাঁচাব তোমায়॥
বালিকে দেখিবামাত্র চালাইব শর।
পুনরায় বালি আজি না যাইবে ঘর॥
সপ্ততাল বিন্ধিলাম আমি যেই বাণে।
সেই বাণ স্মরিয়া নিশ্চিন্ত হও মনে॥
মিথ্যা না বলিব সত্য না করিব আন।
বালিরাজা নিতান্ত হারাবে আজি প্রাণ
সিংহনাদ ছাড়িল সুগ্রীব বালিদ্বারে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন মহীধরে॥
পাইয়া রামের বল সুগ্রীব প্রবল।
সিংহনাদে কাঁপাইল ধরা রসাতল॥
সিংহনাদে রুষিল বানররাজা বালি।
সম্মুখে যাহারে দেখে তারে দেয় গালি॥
মুখখান মেলে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার।
চন্দ্রসূর্য্য জিনিয়া যে চক্ষু দুই তার॥
সত্তর যোজন তনু আড়ে পরিসর।
তিনশত যোজন দীঘল কলেবর॥
যদি বাঞ্ছা হয় হয় নকুলপ্রমাণ।
কখন আকাশজোড়া হয় পরিমাণ॥
লাঙ্গুল করিতে পারে যোজন পঞ্চাশ।
উভ যদি করে তবে পরশে আকাশ॥
তারা মহাদেবী তার অতি বুদ্ধি ধরে।
বালিকে বারণ করে যাইতে সমরে॥
কোপ সম্বরহ রণে না কর গমন।
আমার বচন শুন জীবনকারণ॥
একদিন যুদ্ধে যার বৎসর বিশ্রাম।
কি সাহসে আইসে সে করিতে সংগ্রাম

যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যেই যুঝিতে হাঁকারে।
হইলে পণ্ডিত লোক অবশ্য বিচারে॥
আপনা পাসর তুমি মত্ত হও কোপে।
ভাবিতে তোমার কর্ম্ম ভয়ে প্রাণ কাঁপে॥
যুদ্ধে না যাইও, প্রভু, শুন মোর বাণী।
আজিকার যুদ্ধে আমি অমঙ্গল গণি॥
কালি গেল তব স্থানে সুগ্রীব হারিয়া।
কি বলে আইল আজি প্রবল হইয়া॥
অবশ্য কাহার ঠাঁই পাইয়াছে বল।
নতুবা আসিবে কেন নিজে সে দুর্ব্বল॥
যুদ্ধে না যাইও তুমি থাক অন্তঃপুরে।
ডাকিছে সুগ্রীব ডাকে ডাকুক বাহিরে॥
সূর্য্যবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম।
তার পুত্র দুইভাই লক্ষ্মণশ্রীরাম॥
পিতৃসত্য পালিতে হইল বনবাসী।
বল্কল পরনে শিরে জটা সে সন্ন্যাসী॥
রাজ্য হারাইয়া তারা ভ্রমে বনে বনে।
মিলিয়াছে তারা বুঝি সুগ্রীবের সনে॥
রাজ্যভ্রষ্ট সুগ্রীব বিবিধ বুদ্ধি ধরে।
সহায় করিয়া বুঝি আইল রামেরে॥
যদ্যপি এমত হয় তবে বড় ভার।
নাহি দেখি অদ্য যুদ্ধে মঙ্গল তোমার॥
ভালমন্দ হউক সে তব সহোদর।
সহোদরসনে যুদ্ধ অযোগ্য বিস্তর॥
ক্ষান্ত হও, মহারাজ, কাজ নাই রাগে।
সুগ্রীব সহিতে রাজ্য কর একযোগে॥
সকলে রাজত্ব করে সুগ্রীব বঞ্চিত।
সহিতে না পারে দুঃখ ভাবে বিপরীত॥
আমার বচন তুমি না করিহ হেলা।
অহঙ্কারে না যাইও সংগ্রামের বেলা॥
আর এক কথা, প্রভু, করি নিবেদন।
পিতৃসত্যহেতু রাম আইলেন বন॥
কৈকেয়ী বিমাতা তারে দিল সত্যভার।
কনিষ্ঠেরে রাজ্য রাম দেন অধিকার॥
শত্রু হৈয়া যেই জন পাঠাইল বনে।
তাহারে করেন রাজা কিসের কারণে॥
তোমার বাপের বেটা কনিষ্ঠসোদর।
দুইভাই রাজ্য কর হৈয়া একত্তর॥
বালি বলে না ভাবিহ তারা চন্দ্রমুখী।
সুগ্রীব লাগিয়া যত বল হই দুঃখী॥
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে।
রাখিলাম সুড়ঙ্গের দ্বারে সে চণ্ডালে॥
বৃক্ষপ্রস্তরেতে সে সুড়ঙ্গদ্বার ঢাকে।
আমার মহিষী হরে জাতি নাহি রাখে॥
তোমার কথায় তারে না মারিব প্রাণে।
হাতে গলে বান্ধি দিব তোমা বিদ্যমানে॥
তারা বলে শুন রাজা করি নিবেদন।
সুগ্রীবের দোষ নাই দোষী পাত্রগণ॥
পাত্রগণ রাজ্য দিল হইয়া সন্তোষ।
সুগ্রীব হইল রাজা তার নাহি দোষ॥
করহ আমারে ক্ষমা রাখহ বচন।
আজিকার দিন তুমি না করিহ রণ॥
ক্ষিতি খান খান হয় পর্ব্বত উপাড়ে।
চন্দ্রসূর্য্য আদি সব রামবাণে পোড়ে॥
রামেরে সহায় করি যদি সে আইসে।
তবে বল, প্রাণনাথ, রক্ষা পাবে কিসে॥
বালি বলে বল কেন অসত্য বচন।
মারিবেন সে শ্রীরাম মোরে কি কারণ॥
পরের কথায় কি করিবেন অধর্ম্ম।
রামকে না ভয় করি শুন তার মর্ম্ম॥
সত্যবাদী রাম বড় সত্যধর্ম্মে মন।
সত্যের কারণে তিনি আইলেন বন॥
কখন রামের সঙ্গে মোর নাহি বাদ।
তিনি কেন করিবেন মিথ্যা বিসম্বাদ॥
আমি দোষী নহি রাম রুষিবেন কিসে।
পুনঃপুনঃ কহ কেন রাম বুঝি আসে॥
তবে যদি সুগ্রীব-সাহায্যে আসে রাম।
তবু নাহি দিব ভঙ্গ করিব সংগ্রাম॥
রুষিয়া চলিল বালি সিংহের গর্জ্জনে।
না রহিল তারা মহাদেবীর বচনে॥
যাত্রাকালে তারাদেবী করিল মঙ্গল।
কিন্তু তার নেত্রজল করে ছল ছল॥
অন্তরে জানিয়া তারা কান্দিল বিস্তর।
এবার নিস্তার নাহি সমর দুস্তর॥
বাহির হইয়া বালি চতুর্দ্দিকে চায়।
একা সুগ্রীবেরে মাত্র দেখিবারে পায়॥
বালীসুগ্রীবের যুদ্ধ লাগে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি দুইজনে করে বেড়াবেড়ি॥
বেড়াবেড়ি দুইজনে করে জড়াজড়ি।
জড়াজড়ি দুজনে করে মারামারি॥

কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর।
দুইজনে মল্লযুদ্ধ একটি প্রহর॥
সুগ্রীব হইতে বালি দ্বিগুণ প্রখর।
একটি চাপড়ে তারে করিল কাতর॥
বালি বজ্রমুষ্টি যে মারিল তার বুকে।
অচেতন সুগ্রীব শোণিত উঠে মুখে॥
সুগ্রীবেরে অচেতন দেখিয়া সম্মুখে।
শ্রীরাম ঐষীকবাণ জুড়েন ধনুকে॥
সশঙ্ক সুগ্রীব প্রায় করে পলায়ন।
আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপণ॥
দশদিক আলো করি সেই বাণ ছুটে।
বজ্রাঘাতসম বাণ বালিবুকে ফুটে॥
বুক ধরি বালিরাজা করে হাহাকার।
কোন্ জন করিল এ দারুণ প্রহার॥
বুকে পৃষ্ঠে ভার সে নাড়িতে নারে পাশ।
একবাণে পড়ে বালি ঘন বহে শ্বাস॥
পড়িলেক বালিরাজা ইন্দ্রের নন্দন।
গায়ের ভূষণ খসে অঙ্গের বসন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিষাদ।
ধার্ম্মিক রামের কেন হইল প্রমাদ॥



শ্রীরামের প্রতি বালির ক্রোধ

ভূমে পড়ি বালিরাজা করে ছটফট্।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালির পাশে॥
রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহি বালি।
দন্ত কড়মড় করে দেয় গালাগালি॥
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধুজ্ঞানে॥
রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
আমারে মারিলে, রাম, এ কোন্ বিধান॥
শশক গণ্ডার কূর্ম্ম গোধিকা শল্লকী।
ভক্ষণীয় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চনখী॥
তার মধ্যে কেহ নহি শুন রঘুবীর।
আমার শোণিতমাংস ভক্ষ্যের বাহির॥
আমার চর্ম্মেতে নাহি হইবে আসন।
মৃগ নহি শাখামৃগে কোন্ প্রয়োজন॥
নির্দ্দোষ বানর আমি মার কোন্ কার্য্যে।
এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজ্যে॥
কোন্ দেশ লুটিয়া দিলাম কারে ক্লেশ।
কোন্ দোষে করিলে আমার আয়ুঃশেষ॥
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সকলে প্রশংসে॥
এ কোন্ ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলে না জানি।
অপরাধ বিনা বিনাশিলে মম প্রাণী॥
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস।
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ॥
তপস্বীর ছলে, রাম, ভ্রম এই বনে।
কাহার বধিব প্রাণ সদা ভাব মনে॥
সর্ব্বলোকে বলে রাম ধর্ম্ম-অবতার।
ভাল দেখাইলে, রাম, সেই ব্যবহার॥
ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কৌতুক।
আমারে মারিয়া, রাম, কি পাইলে সুখ॥
কোথাও না দেখি হেন কখন না শুনি।
একের সহিত যুদ্ধে অন্যের কি হানি॥
সম্মুখ-সমরে যদি মারিতেছ বাণ।
একটা চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ॥
সম্মুখে সংগ্রাম বুঝি বুঝিলা কঠোর।
তেঁই রাম আমাকে বধিলে হয়ে চোর॥
জ্ঞাত আছ আমারে যেমন আমি বীর।
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির॥
সুগ্রীব আমার বাদী সাধি তার বাদ।
অবিবাদে তুমি কেন করিলে প্রমাদ॥
কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে।
বিনা দোষে কপটেতে বধি বালিরাজে॥
দশরথরাজা তিনি ধর্ম্ম-অবতার।
তাঁর পুত্র হইয়াছ কুলের অঙ্গার॥
মহারাজ দশরথ ধর্ম্মে রত মন।
তাঁর পুত্র তুমি না হইবে কদাচন॥
ধর্ম্মহীন মান্য ছিলে বাপের গৌরবে।
মিলিলে সাধিতে ইষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে॥
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা।
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা॥
বানর হইতে কার্য্য করিবে উদ্ধার।
তবে কেন আমারে না দিলা এই ভার॥
একলাফে পারাবার হইতাম পার।
একদিনে করিতাম সীতার উদ্ধার॥

রাজপুত্র তুমি, রাম, নাহি বিবেচনা।
কোন্ ছার মন্ত্রিসহ করিলে মন্ত্রণা॥
করিলাম কত শত বীরের সংহার।
সম্মুখেতে আমার রাবণ কোন্ ছার॥
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে।
লেজে বান্ধি ডুবালাম চারিপারাবারে॥
লেজের বান্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় খসে।
পায়ে পড়ি আমার সে উঠিল আকাশে॥
ত্রিলোকবিজয়ী শিবভক্ত দশগ্রীব।
তাহার নিকটে কিবা করিবে সুগ্রীব॥
যদি হয় হইবে বিলম্ব বহুতর।
মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর॥
যদ্যপি আমারে রাম দিতে এই ভার।
একদিনে করিতাম সীতার উদ্ধার॥
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়।
সেবক হইয়া রাম সেবিত তোমায়॥
এ হেন বিচিত্র ভাব আমি বালিরাজ।
আমারে না জানে কোন্ বীরের সমাজ॥
বিস্তর ভং'সিল রামে রণস্থলে বালি।
কৃত্তিবাসে বলে কেন রামে দেহ গালি॥



শ্রীরামের প্রত্যুত্তর ও বালির বিনয়

শ্রীরাম বলেন, বালি, শুন হ'য়ে স্থির।
বানরজাতির মধ্যে তুমি বড় ধীর॥
আমারে করিলে তুমি অনেক ভং'সন।
আর যদি থাকে কিছু কহ কুবচন॥
পৃথিবীতে যত রাজা আছে যুগে যুগে।
দয়া করি কোন্ রাজা ছাড়িয়াছে মৃগে॥
ঘাস খায় বনে চরে নাহি অপরাধ।
তবু মৃগ মারিতে রাজারা হয় ব্যাধ॥
মৎস্যগণ জলে থাকে তারা হিংসে কাকে।
তারে বধ করে কেন বড় বড় লোকে॥
পশুপক্ষী সর্ব্ব স্থানে থাকে সর্ব্ব বনে।
ব্যাধগণ অবিরত কেন তারে হানে॥
আমার রাজ্যেতে থাকি কর পরদার।
সেই পাপে মম রাজ্যে পাপের সঞ্চার॥
মম বাণে তোমার হইল মুক্ত পাপ।
স্বর্গে যাহ, বালি, কেন করহ সন্তাপ॥

ভক্ত হেন সুগ্রীবেরে করিব পালন।
তাহার যে শত্রু তার বধিব জীবন॥
করিয়াছি মিত্রতা পাবক সাক্ষী করি।
কোথাও না রাখি আমি সুগ্রীবের অরি॥
সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠভাই তুমি ত গর্ব্বিত।
তোমার অধিক বলা না হয় উচিত॥
তোমার সহিত যুদ্ধ মোর নাহি সাজে।
ক্ষমা কর, কপিরাজ, কেন পাড় লাজে॥
ক্ষমা কর, বীর, তব দৈবের লিখন।
আমার প্রসাদে যাও মহেন্দ্রভুবন॥
ইন্দ্রপুত্র তুমি হও মহেন্দ্রের বেশ।
অমরাবতীতে যাও আপনার দেশ॥
বালি বলে ত্রিভুবনে তুমি ত পূজিত।
ব্যথিত হইয়া বলিলাম অনুচিত॥
ক্ষমা কর ধরি, রাম, তোমার চরণ।
সুগ্রীব-অঙ্গদে তুমি করহ পালন॥
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিতে করিলে স্বীকার।
অঙ্গদেরে দিবে তুমি কোন্ অধিকার॥
তুমি দাতা তুমি কর্ত্তা তুমি ত বিধাতা।
সুগ্রীব-অঙ্গদের ধর্ম্মতঃ হও পিতা॥
সুষেণদুহিতা তারা আছে গৃহমাঝে।
সুগ্রীব না দুঃখ দেয় তারে কোন কাজে॥
শ্রীরাম বলেন গতি চিন্ত কপিরাজ।
পবিত্র হইলে তুমি কথায় কি কাজ॥
শ্রীরামে বিনয়ে বালি কহে যোড়হাত।
বিরূপবচন ক্ষমা কর রঘুনাথ॥
বালির বচন শুনি রামের উল্লাস।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



তারার বিলাপ ও শ্রীরামের প্রতি অভিশাপ

পড়িল ত বালিরাজ রামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাকি তাহা তারাদেবী শুনে॥
বস্ত্র না সম্বরে রাণী আলুয়িতকেশে।
অঙ্গদেরে লয়ে যায় বালির উদ্দেশে॥
পথে দেখে মন্ত্রিগণ পলাইছে ত্রাসে।
অশ্রুমুখী তারাদেবী সবারে জিজ্ঞাসে॥
তোমরা রাজার পাত্র ছিলে তাঁর সাথী।
তবে ছাড়ি যাও কেন রাখিয়া অখ্যাতি॥

কপিগণ বলে শুন তারাঠাকুরাণী।
দুই ভাই বিস্তর করেন হানাহানি ॥
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
শ্রীরামের বাণে বালি হারাইল প্রাণ ॥
চারিভিতে সৈন্য দিয়া রাখ অন্তঃপুরী।
অঙ্গদেরে রাজা কর শোক পরিহরি ॥
তারা বলে রাজ্য লয়ে থাকুক অঙ্গদ।
স্বামিসঙ্গে যাব আমি এই সে সম্পদ ॥
শিরে করে করাঘাত বস্ত্র না সম্বরে।
রণস্থলে চতুর্দ্দিকে রাণী দৃষ্টি করে ॥
ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়া বসিয়া রঘুনাথ।
লক্ষ্মণ সম্মুখে তাঁর করি যোড়হাত ॥
কারো মুখে নাহি শুনা যায় কোন কথা।
সকলে বসিয়া আছে হেঁট করি মাথা ॥
বালির নিকটে তারা চলিল সত্বরে।
স্বামীর দুর্গতি দেখি হাহাকার করে ॥
মেঘের গর্জ্জনতুল্য তোমার গর্জ্জন।
বড় বড় বীর সহে কে তোমার রণ ॥
শ্রীরামের একবাণে লোটাও ভূতলে।
এ কি অসম্ভব কর্ম্ম বিধি দেখাইলে ॥
মম বাক্য না শুনিলে করিলে সাহস।
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা বিরস ॥
মুদিলে নয়ন, নাথ, ত্যজিয়া আমায়।
তোমা বিনা অঙ্গদের না দেখি উপায় ॥
চন্দ্র যান অস্ত তাঁর সঙ্গে যায় তারা।
তোমার হইল অস্ত রহে কেন তারা ॥
রাজ্যলোভে সুগ্রীব করিল হেন কাজ।
কান্দাইল কিষ্কিন্ধ্যার বিশিষ্ট সমাজ ॥
এতেক বলিয়া কান্দে তারা কৃশোদরী।
তাহার ক্রন্দনে কান্দে কিষ্কিন্ধ্যানগরী ॥
বালক অঙ্গদ কান্দে মৃত্তিকাশয়নে।
পশুপক্ষী আদি কান্দে বালির মরণে ॥
থাকুক অন্যের কথা কান্দেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরামসুগ্রীব দোঁহে বিরসবদন ॥
তারা বলে, রাম, তব জন্ম রঘুকুলে।
আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে ॥
সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ।
লুকাইয়া মারিলে যে পাই বড় তাপ ॥
শ্রীরাম তোমারে বলে সবে দয়াবান্।
ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ ॥
একেবারে আমার করিলে সর্ব্বনাশ।
সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ ॥
বিচ্ছেদযাতনা যত জান ত আপনি।
তবে কেন আমারে দিলে হে রঘুমণি ॥
প্রভু শাপ না দিলেন সদয়হৃদয়।
আমি শাপ দিব তোমা ফলিবে নিশ্চয় ॥
সীতা উদ্ধারিবে, রাম, আপন বিক্রমে।
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে ॥
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ।
কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস ॥
কান্দাইলা যেইরূপ কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী ॥
আমি যদি সতী হই ভারতভিতরে।
কান্দিবে সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে ॥
আমি শাপ দিলাম না হইবে খণ্ডন।
সীতার কারণে, রাম, হবে জ্বালাতন ॥
সীতার কারণে তুমি হারাইবে প্রাণ।
এ জন্মের মত দুঃখে না পাইবে ত্রাণ ॥
বানরী হইয়া তারা রামেরে গরজে।
এতেক সম্পদ মোর তোমা হেতু মজে ॥
ইহা না করিও মনে আমি নারায়ণ।
কর্ম্মমত ফলভোগ করে সর্ব্বজন ॥
বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে।
মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মান্তরে ॥
সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন।
যাহা বলি তাহা হবে নাহি বিমোচন ॥
খেদে তারা কান্দে কোলে করিয়া বালিরে
তাহার ক্রন্দনে বালি বলে ধীরে ধীরে ॥
শুন, তারা প্রেয়সি, তোমারে আমি বলি।
আমি বহু রামেরে দিয়াছি গালাগালি ॥
আমার বচনে বড় পাইলেন লাজ।
তুমি মন্দ বলিয়া সাধিবে কোন্ কাজ ॥
সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ।
রাবণের অপরাধে আমার মরণ ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ ছিল রামের কি দোষ।
গালি দিলে শ্রীরামের হবে অসন্তোষ ॥
তারাপ্রতি দিল বালি প্রবোধবচন।
মৃত্যুকালে সুগ্রীবেরে করে সম্ভাষণ ॥
বালি বলে, সুগ্রীব, তুমি যে সহোদর।
তব সঙ্গে বিসম্বাদ হইল বিস্তর ॥

তোমার বিবাদে মোর এই ফল হয়।
তুমি রাজ্য কর আমি মরি হে নিশ্চয় ॥
তব দোষ নাহি মোরে বিধাতা বিমুখ।
একত্র না হইল দোঁহার রাজ্যসুখ ॥
রাজ্যভোগে বাড়ালাম অঙ্গদ কোঙর।
পদতলে লোটে পুত্র ধূলায় ধূসর ॥
অঙ্গদেরে, ভাই, তুমি নাহি দিও তাপ।
আমার বিহনে তুমি অঙ্গদের বাপ ॥
অঙ্গদেরে ভয়েতে অভয় দিও দান।
পালন করিও তারে পুত্রের সমান ॥
আমি যদি থাকিতাম হইত পালন।
এই লহ অঙ্গদেরে করি সমর্পণ ॥
দারুণ রামের বাণে পোড়ে এ শরীর।
ক্ষণেক থাকিয়া প্রাণ হইবে বাহির ॥
ইন্দ্র মালা দিয়াছেন পুত্রের সন্দেশে।
তোমারে সেই মালা দিব নির্ব্বিশেষে ॥
শ্রীরামের ঠাঁই বালি লয় অনুমতি।
সুগ্রীবের গলে মালা ধরে নানা জ্যোতিঃ ॥
সুগ্রীবেরে মালা দিয়া পুত্রপানে চাহে।
মৃত্যুকালে অঙ্গদেরে পরিমিত কহে ॥
বাড়িলে যেমন পুত্র আমার গৌরবে।
সেইমত বাড়াইবে তোমারে সুগ্রীবে ॥
অহঙ্কার না করিহ আমার কথনে।
খুড়ার করিহ সেবা বিবিধ বিধানে ॥
সুগ্রীবের বিপক্ষ যে জানিও বিপক্ষ।
সুগ্রীবের যেই পক্ষ সেই তব পক্ষ ॥
অধর্ম্ম না করিহ করিহ সেবাকর্ম্ম।
খুড়ার করিহ সেবা পরাপর ধর্ম্ম ॥
এত বলি বালিরাজ ত্যজিল পরাণ।
প্রেরণ করেন ইন্দ্র তখনি বিমান ॥
কালের কুটিল গতি কে বুঝিবে স্থির।
রণস্থলে শয়ন করিল মহাবীর ॥
বিমানে চড়িয়া গেল অমরাবতীতে।
হাহাকার করি তারা লাগিল কান্দিতে ॥
শিরে করি করাঘাত ত্যজে আভরণ।
ক্ষণে হাহাকার করে ক্ষণে অচেতন ॥
ছিঁড়িল মুক্তার মালা খসিল কবরী।
ধরিয়া রাখিতে তারে নারে সহচরী ॥
পতি হারায়ে তারার নেত্রধারা বহে।
বলে প্রভু তোমার বিহনে প্রাণ দহে ॥

কোথায় রহিল তব রাজ্যপাটধন।
কোথায় রহিল দিব্যরত্নসিংহাসন ॥
সুগ্রীব হইল তব প্রাণের আপদ।
কোথায় রহিল তব প্রাণের অঙ্গদ ॥
কোথায় রহিল তব এ রাজ্যসংসার।
তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার ॥
ত্রিভুবন কম্পমান তোমার বিক্রমে।
তোমার এমন দশা মম ভাগ্যক্রমে ॥
রামের দারুণ বাণ বিদ্ধ বক্ষঃস্থলে।
সুগ্রীবের যত পাপ আমারে তা ফলে ॥
বুক হৈতে সুগ্রীব তুলিয়া নিল বাণ।
বালির রক্তেতে নদী বহে খরশান ॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল কাতর।
পাত্রমিত্র মিলি দেয় প্রবোধ-উত্তর ॥
কান্দে মহাদেবী তারা না মানে প্রবোধ।
হনুমান বলে কত করি অনুরোধ ॥
শোক পরিহর, রাণি, সম্বর ক্রন্দন।
এমনি কালের ধর্ম্ম কে করে খণ্ডন ॥
পরমধার্ম্মিক বালি ইন্দ্রের সন্তান।
রামের প্রসাদে তিনি যান পিতৃস্থান ॥
অঙ্গদেরে পালহ পালহ সবাকারে।
সকলি তোমার, রাণি, যে আছে সংসারে ॥
অঙ্গদ হইবে রাজা দেখিবে নয়নে।
পরিত্যাগ কর শোক ধৈর্য্য ধর মনে ॥
নেত্রনীর ঝরে যেন শ্রাবণের ধারা।
না কহিলে নহে তেঁই কহে রাণী তারা ॥
শুন, বীর, রাজা যদি অঙ্গদ হইবে।
শ্রীরামের কি সাহায্য সুগ্রীব করিবে ॥
ভালমন্দ পুত্রের যে নাহি মনে করি।
স্বামিসহ মরিলে সকল দায় তরি ॥
নারীর গৌরব যত স্বামী সব জানে।
কি করিতে পারে পুত্র স্বামীর বিহনে ॥
পুত্রেরে বলিলে মন্দ অবশ্য সে রোষে।
স্বামীরে বলিলে মন্দ মনে মনে হাসে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্ম স্বামী নারীর বিধাতা।
কামিনীর স্বামী হয় সুখ মোক্ষদাতা ॥
স্বামিসেবা করিবেক যদি হয় সতী।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি ॥
স্বামী দাতা স্বামী কর্ত্তা স্বামী মাত্র ধন।
স্বামী বিনা গুরু নাহি বলে জ্ঞানিজন ॥

শতপুত্রবতী যদি স্বামীহীনা হয়।
তথাপি সকলে তারে অভাগিনী কয়॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল বিহ্বল।
তারার ক্রন্দনে হয় সুগ্রীব বিকল॥
রামনামস্মরণেতে পাপের বিনাশ।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



বালির সৎকার

সুগ্রীবে বুঝান রাম না কর বিষাদ।
কারো দোষ নাই দৈব পাড়িল প্রমাদ॥
সম্বরহ শোক তুমি বানরের রাজ।
ত্বরা করি করহ বালির অগ্নিকাজ॥
শুষ্ককাষ্ঠ আন, মিত্র, অগুরুচন্দন।
রাজ-আভরণ আন বসনভূষণ॥
বৃহৎ শরীর তার করিতে বহন।
বাছিয়া কটক আন বালির বাহন॥
লক্ষ্মণ বলেন, হনূমান, হও স্থির।
সর্ব্ব আয়োজন তুমি আনহ বাহির॥
হনূমান সান্ধাইল ভাণ্ডারভিতরে।
নানা রত্ন আভরণ আনিল বাহিরে॥
রাজচতুর্দ্দোল আনে বিচিত্র বসন।
বিলাইতে আনে আর বহুমূল্য ধন॥
রাজচতুর্দ্দোলে নিয়া তুলিল বালিরে।
সকলে লইয়া গেল পম্পানদীতীরে॥
চন্দনকাষ্ঠের চিতা করিল সে তীরে।
বালিরাজে শোয়াইল তাহার উপরে॥
রাজযোগ্য চিতা করে নানা পুষ্প জাতি।
তারা মহাদেবী করে বৈশ্বানরে স্তুতি॥
অগ্নিকার্য্য বালির করিল বন্ধুগণ।
তারার ক্রন্দন কত করিব বর্ণন॥
রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল কবিবর॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ॥
রামনাম স্মরিলে যমের দায় তরি।
শ্রীরামের প্রীতে, ভাই, মুখে বল হরি॥



সুগ্রীবের অভিষেক

সকল বানর গেল রামবিদ্যমান।
সুগ্রীবের ইঙ্গিতে বলেন হনূমান॥
তোমার প্রসাদেতে সুগ্রীব হৈল রাজা।
বাঞ্ছা করে সুগ্রীব তোমারে করে পূজা॥
পাইলে তোমার আজ্ঞা যায় অন্তঃপুরে।
অতঃপর শ্রীরাম আইস রাজপুরে॥
শ্রীরাম বলেন পুরে না করি প্রবেশ।
বনবাস করিবারে পিতার আদেশ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর ভ্রমিব বনে বন।
নগরে কেমনে আমি করিব গমন॥
সুগ্রীবে শ্রীরাম বলে লও রাজ্যভার।
রাজা হৈয়া তুমি রাজ্য কর অধিকার॥
বালিকে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ।
এই হেতু অঙ্গদেরে কর যুবরাজ॥
মহাদেবী তারার করহ পুরস্কার।
তারার মন্ত্রণামত করো ব্যবহার॥
আইল শ্রাবণমাস বরিষা প্রবেশে।
শাখামৃগ কটক থাকুক নিজ দেশে॥
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলে বড় দুঃখ।
বরিষায় কিছুদিন ভুঞ্জ রাজ্যসুখ॥
বর্ষা গেলে ঘরে যে থাকিবে একদণ্ড।
তাহার করিব, মিত্র, সমুচিত দণ্ড॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে সে গেল অন্তঃপুর।
নানাবস্ত্র রত্নদান করিল প্রচুর॥
সুগ্রীবে করিতে রাজা এল রাজ্যখণ্ড।
সিংহাসন বাহির করিল ছত্রদণ্ড॥
শুভক্ষণে সুগ্রীব বসিল সিংহাসনে।
চারিভিতে চামর ঢুলায় কপিগণে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ।
সাগরের জলে তার করে অভিষেক॥
ছত্রদণ্ড দিল আর কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
অভিষেক করি দিল তারা কৃশোদরী॥
রাজপত্নী রাজা লবে ইহাতে কি দোষ।
তারা পেয়ে সুগ্রীবের বড়ই সন্তোষ॥
শ্রীরামের অলঙ্ঘিত বচনপ্রমাণে।
অঙ্গদের অভিষেক করে অবসানে॥
করিল অঙ্গদে যুবরাজ পাত্রগণ।
'রামজয়' বলি ডাকে সব কপিগণ॥

শ্রীরামের বিরহবর্ণন

সীতার লাগিয়া রাম সদা ক্ষুণ্ণমন।
বরিষা বঞ্চিতে যান গিরি মাল্যবান॥
দুই ক্রোশ অন্তরে থাকেন রঘুবীর।
যথা বহে পর্ব্বতেতে সুগন্ধ সমীর॥
বাসা করি থাকিলেন পর্ব্বতশিখর।
স্থানে স্থানে পর্ব্বতের দিব্যসরোবর॥
নানাবিধ বৃক্ষেতে বিচিত্র ফুলফল।
ধবল রজনী পূর্ণচন্দ্র সুশীতল॥
রামের সুখের হেতু না হয় কিঞ্চিৎ।
সীতা বিনা সর্ব্বসুখে শ্রীরাম বঞ্চিত॥
শয়নভোজন তাঁর কিছু নাহি মনে।
দিন যায় রোদনেতে রাত্রি জাগরণে॥
রাজ্যভোগ সুগ্রীবের বাড়ে দিন দিন।
রাত্রিদিন শ্রীরাম সীতার শোকে ক্ষীণ॥
সুবর্ণপালঙ্কে শোয় সুগ্রীবভূপতি।
তরুতলে শ্রীরাম করেন নিবসতি॥
দিব্যসুন্দরীতে সুগ্রীবের অভিলাষ।
সীতা লাগি কান্দেন শ্রীরাম চারি মাস॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম হইল কাতর।
তাঁহারে লক্ষ্মণ দেন প্রবোধ-উত্তর॥
তুমি বীর হও স্থির ত্যজহ প্রমাদ।
মহাপুরুষেরা হেন না করে বিষাদ॥
কাতর হইলে শোকে নিন্দা করে লোকে।
শোকে বুদ্ধিনাশ হয় ক্ষিপ্ত হয় শোকে॥
শোকেতে আচ্ছন্ন হয় যে জন অজ্ঞান।
শোক কর কেন, রাম, হয়ে জ্ঞানবান্॥
তুমি, বীর, কামক্রোধ কৈলা পরাজয়।
শোকস্থানে পরাভব তব কেন হয়॥
ক্ষান্ত হও, রঘুবর, চিন্তা কর দূর।
লঙ্কেশ্বর সহিত আনিব লঙ্কাপুর॥
আজ্ঞা কর, বিজ্ঞবর, সেবক লক্ষ্মণে।
জানকী উদ্ধার করি নাশিয়া রাবণে॥
কোন্ ছার লঙ্কা সে রাবণ কোন্ ছার।
একা আমি করি, রাম, সকল সংহার॥
কান্দিতে কান্দিতে গেল সে শ্রাবণমাস।
রামের ক্রন্দনে গীত গায় কৃত্তিবাস॥



সীতাশোকে শ্রীরামের পরিতাপ

চারিসাগরের নীর অষ্টমাস শোষে।
বরিষাকালেতে মেঘ সঞ্চারি বরিষে॥
বরিষার ধারাতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ।
সীতারে স্মরিয়া রাম করেন সন্তাপ॥
আমার বচনে কর, লক্ষ্মণ, আরতি।
দুরন্ত বরিষা ঋতু স্থির নহে মতি॥
সূর্য্যচন্দ্র দোঁহে বরিষার মেঘে ঢাকে।
আমি ত মরিব, ভাই, জানকীর শোকে॥
সজল জলদে শোভে বিদ্যুৎ যেমন।
জানকী আমার পার্শ্বে ছিলেন তেমন॥
চতুর্দ্দিকে জলস্থল সব একাকার।
কেমনে হইবে কপিসৈন্য আগুসার॥
জলধর নিরন্তর বরিষে আকাশে।
জলমগ্না ধরণী যে ধরণীধর ভাসে॥
এ সময়ে সুগ্রীবেরে কহিব কিমতে।
কটক লইয়া চল সীতা উদ্ধারিতে॥
নদনদী শুকাইবে শুষ্ক হবে পথ।
তবে সে হইবে মম সিদ্ধ মনোরথ॥
তত দিনে সীতা হবে অস্থিচর্ম্মসার।
কি জানি ত্যজে বা প্রাণ বিরহে আমার॥
একাকিনী অনাথিনী শত্রুমধ্যে বাস।
কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস॥
আমা বিনা জানকীর অন্যে নাহি মন।
এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন॥
কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত।
কি করিবে, ভাই, তুমি কি করিবে মিত॥
পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই সাগরের পার।
অভাগী সীতার দেখি শয়ন-আহার॥
বরিষা হইল গত শরৎপ্রবেশ।
তথাপি না জানকীর হইল উদ্দেশ॥
ভেকের নিনাদ গেল মেঘের গর্জ্জন।
নির্ম্মল চন্দ্রমা জ্যোৎস্না প্রকাশে গগন॥
মম প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিয়ে।
মরিলেন সীতা বুঝি দিন গেল বয়ে॥
কি করিবে, ভাই, তুমি কি করিবে মিতে।
সব অন্ধকার মোর সীতার মৃত্যুতে॥
স্ত্রীপুরুষ দুইজনে ধরেছে সংসার।
ভার্য্যাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার॥

স্ত্রী থাকিলে পুত্র হয় সংসারের সার।
পুত্র না হইলে তার গতি নাহি আর॥
পিণ্ড দেয় গয়ায় সে করয়ে তর্পণ।
সংসারের মধ্যে, ভাই, পুত্র বড় ধন॥
স্ত্রীপুত্রপরিবার কেহ নহে ছাড়া।
পুত্র না থাকিলে লোকে বলে আঁটকুড়া॥
তার মুখ দেখি যেবা শ্রাদ্ধ হেতু যায়।
শ্রাদ্ধক্রিয়া বৃথা তার শাস্ত্রে হেন কয়॥
অতএব শুন, ভাই, ভার্য্যা বড় ধন।
তাহাতে সন্ততি হয় সংসারপালন॥
জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর মরে যত লোক।
সবার অধিক, ভাই, স্ত্রীর বড় শোক॥
সুগ্রীব আমাকে নাহি ভাবে সে নির্দ্দয়।
স্ত্রী পাইয়া সুখে আছে আপন আলয়॥
তাহার লাগিয়া আমি মারিলাম বালি।
আমাকে না স্মরে কপি রাজ্যভোগে ভুলি॥
বালিকে বধিয়া অতি পাইলাম লাজ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া সাধি তার কাজ॥
কিষ্কিন্ধ্যা পাইল কপি আমার কারণে।
এখন আমার কর্ম্ম নাহি করে মনে॥
এইক্ষণে যাও, ভাই, কিষ্কিন্ধ্যানগর।
সমক্ষে বলিবে তারে উচিত উত্তর॥
লক্ষ্মণ বলেন যাই কিষ্কিন্ধ্যানগরে।
দেখিব কেমন আজি সুগ্রীব বানরে॥
জ্ঞাতিবন্ধু তাহার কুটুম্ব যত আর।
পাঠাইব সবাকারে শমনের দ্বার॥
নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে আপনা না চিনে।
সুগ্রীবে মারিয়া আজি পাড়ি একবাণে॥
তুমি প্রভু রঘুনাথ বেড়াও কান্দিয়া।
কৌতুকে সুগ্রীব থাকে পালঙ্কে শুইয়া॥
বুঝাইয়া লক্ষ্মণে কহেন রঘুবর।
মিত্রবধ না করিহ দেখাইও ডর॥



লক্ষ্মণের দৌত্য

লক্ষ্মণ বিদায় হয় শ্রীরামের স্থান।
বামহস্তে ধনুক দক্ষিণহস্তে বাণ॥
মহাকোপে চলিলেন ঘূর্ণিতলোচন।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন॥
কিষ্কিন্ধ্যানগরপথে যান রড়ারড়ি।
গায়ের বাতাসে গাছ করে জড়াজড়ি॥
কিষ্কিন্ধ্যানগরে বীর হয়ে উপনীত।
দ্বারে দেখে অঙ্গদেরে কটকবেষ্টিত॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখি হইয়া ফাঁফর।
প্রণতি করিল তারে সকল বানর॥
হইলেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর অস্থির।
লাফে লাফে হয় তারা প্রাচীরবাহির॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন বালির নন্দন।
সুগ্রীবেরে জানাও আমার আগমন॥
বনে বনে ভ্রমিতেছি আমরা কান্দিয়া।
সুগ্রীব থাকেন নিত্য পালঙ্কে শুইয়া॥
সীতা লাগি দুই ভাই ভ্রমি বনে বনে।
নিশ্চিন্ত আছেন তিনি রত্নসিংহাসনে॥
বালিরে মারিয়া রাম দিলেন রাজত্ব।
সুগ্রীব পাইয়া রাজ্য হইয়াছে মত্ত॥
অতি তুষ্ট মিষ্টবাক্যে আগে আশ্বাসিয়া।
কোন্ লাজে থাকে ঘরে নিশ্চিন্তে বসিয়া॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
রাজ্যসহ পোড়াইব আজি একশরে॥
সাহায্য করিতে আগে করিয়া স্বীকার।
এখন না মনে করে তাহা একবার॥
বালিভয়ে অতি ভীত বেড়াইত বনে।
সে সকল সুগ্রীবের নাহি কিছু মনে॥
সুগ্রীবেরে কহ গিয়া এই সমাচার।
রামের অনুজ ভাই আসিয়াছে দ্বার॥
মারিলেন বালিকে যে রাম অনায়াসে।
সুগ্রীব তাহারে তুচ্ছ করে কি সাহসে॥
পশুজাতি বানর সুগ্রীব দুরাচারী।
তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি॥
আপনি শ্রীরঘুনাথ দয়ার সাগর।
তাঁর যোগ্য মিত্র কি এ সুগ্রীব বানর॥
কত যোগী জিতেন্দ্রিয় মুনি ব্রহ্মঋষি।
অনাহারে কত তপ করে দিবানিশি॥
হেন রাম কোল দেন সুগ্রীব বানরে।
সুগ্রীবের কত পুণ্য ছিল জন্মান্তরে॥
অঙ্গদ বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
স্থির হও, মহাশয়, করি নিবেদন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে বসিতে আসন।
যোড়হাতে স্তুতি করে বালির নন্দন॥

লক্ষ্মণের কোপ দেখি বড় ভয় মনে।
অন্তঃপুরমধ্যে যায় পরম সম্ভ্রমে ॥
সুগ্রীবে প্রণমি বন্দে মায়ের চরণ।
যোড়হাতে বলে, প্রভু, দ্বারেতে লক্ষ্মণ ॥
ঘূর্ণিতলোচন রাজা শৃঙ্গারের মদে।
শোভা পায় শরীর কুঙ্কুমমৃগমদে ॥
কামরসে উন্মত্ত সুগ্রীব অন্যমন।
কিছু নাহি শুনিলেন অঙ্গদবচন ॥
জাগাইতে রাজারে করিল পাঁচাপাঁচি।
অনেক বানরে মিলি করে কিচিমিচি ॥
বানরের কোলাহল হইলেক দ্বারে।
কার সাধ্য স্থির থাকে সে ঘোর চীৎকারে ॥
শব্দ শুনি সুগ্রীব শয্যা ছাড়ি উঠে।
পাত্রমিত্র দেখি রাজা ক্রোধভরে ফাটে ॥
অন্তঃপুরে সোর কেন কর ঘোরতর।
অঙ্গদসম্মুখে গিয়া করিছে উত্তর ॥
পাঠায়ে দিলেন রাম আপন ভ্রাতারে।
সুমিত্রানন্দনবীর উপস্থিত দ্বারে ॥
মহাকোপান্বিত দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বলিব কতেক যত করিল ভৎ'সন ॥
সাধিলে আপন কর্ম্ম করিয়া মিত্রতা।
রামের কর্ম্মের কালে করিলে খলতা ॥
সুগ্রীব বলেন রাম করিয়া মিতালি।
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে দেন গালাগালি ॥
অপরাধ নাহি করি কারে মোর ডর।
কোপ কেন করেন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর ॥
মিত্রতা যে করিয়াছি নহে অপ্রমাণ।
রাখিবারে মিত্রতা কি হারাইব প্রাণ ॥
ত্রিলোকবিজয়ী সে রাবণ মহাবীর।
যাহার ভয়েতে সব দেবতা অস্থির ॥
তাহার সহিত যুদ্ধে নর কি বানর।
আসিবেক পুনঃ প্রাণ লইয়া কি ঘর ॥
এখন স্বস্থানে ফিরিয়া যাউন লক্ষ্মণ।
আগু পাছু যাহা হবে বলিব তখন ॥
মহামন্ত্রী হনূমান অতি তীক্ষ্মমতি।
কহেন হিতোপদেশ সুগ্রীবের প্রতি ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রমানাথ কমললোচন।
হেন বাক্য বল কেন না বুঝি কারণ ॥
যাঁহার প্রসাদে তুমি পাইলে রাজত্ব।
তাঁহাকে এমত বল হয়েছ কি মত্ত ॥
রাত্রিদিন কর তুমি আমোদবিলাস।
না দেখ রামের দুঃখ নাহি যাও পাশ ॥
কুপিত লক্ষ্মণবীর আইলেন দ্বারে।
অবিলম্বে যাও, রাজা, সাধ গিয়া তাঁরে ॥
যাঁর বাণে ত্রিভুবনে কেহ নাহি আঁটে।
তাঁর আজ্ঞা না মানিলে পড়িবে সঙ্কটে ॥
আমি তব মন্ত্রী যেই শুন মহাশয়।
হিত-উপদেশ বলি হইয়া নির্ভয় ॥
বালি হেন মহাবীর পড়ে যাঁর বাণে।
তাঁহার শরণ লও বাঁচিবে পরাণে ॥
রামের দুর্দ্দশা শুনি বুক হয় চির।
শোকেতে কাতর অতি নহেন সুস্থির ॥
পরমা সুন্দরী লয়ে ঘরে কর ক্রীড়া।
রাজভোগে মত্ত থাক নাহি হয় ব্রীড়া ॥
রাবণের ভয়ে যদি রামেরে ছাড়িবে।
লক্ষ্মণের হাতে তুমি কেমনে বাঁচিবে ॥
রাবণ সাগরপারে দ্বারেতে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণাগ্নিতে মরিবে এখন ॥
লক্ষ্মণের বাণে কার নাহিক নিস্তার।
বধিতে বানরগণে কি ভার তাহার ॥
আমার বচন রাখ হবে তব হিত।
রামের শরণ লহ নহে বিপরীত ॥
সত্য করিয়াছ তুমি অগ্নি সাক্ষী করি।
শ্রীরামের কার্য্য কর চল ত্বরা করি ॥
সত্যবাদী লোকে করে সত্যের পালন।
সত্যের কারণে রাম আইলেন বন ॥
যেই রাম আইলেন সত্য পালিবারে।
তেঁই সে রামের বাণে বালিরাজা মরে ॥
তেঁই সে পাইলে তুমি নব ছত্রদণ্ড।
তেঁই প্রজাগণ লৈয়া কর রাজ্যখণ্ড ॥
চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
যাঁর বাণে তাঁরে কি সামান্য ভাব মনে ॥
ছাড় কাম ভজ রাম পাইবে নিষ্কৃতি।
রঘুনাথ বিনা, রাজা, আর নাহি গতি ॥
নিরপেক্ষ হনূমান সুগ্রীবে সম্ভাষে।
মধুরবচনে রাজা হনূমানে তোষে ॥
লক্ষ্মণেরে আনাইতে করেন আদেশ।
লক্ষ্মণ ভিতর গড়ে করেন প্রবেশ ॥
ইন্দ্রপুরীসমান দেখেন দিব্যপুরী।
দেখিয়া বানরীসজ্জা লজ্জা পায় সুরী ॥

চতুর্দ্দিকে অট্টালিকা শোভিত প্রচুর।
চলিলেন লক্ষ্মণ দেখিয়া অন্তঃপুর॥
গেলেন লক্ষ্মণবীর ভিতর আবাসে।
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বানর তরাসে॥
দেখিয়া সুগ্রীবরাজা উঠিল সম্ভ্রমে।
ডাহিনে উঠিল তারা রুমা উঠে বামে॥
যোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিল স্তবন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন॥
কুপিত লক্ষ্মণবীর না লয় আসন।
সুগ্রীবেরে কহিলেন আরক্তনয়ন॥
তুমি যে করিলে সত্য অগ্নি সাক্ষী করি।
উদ্ধারিতে নিজ কার্য্য করিলে চাতুরী॥
রাত্রিদিন ক্লেশ পাই দুই ভাই বনে।
বারেক না কর তত্ত্ব মত্ত রাত্রিদিনে॥
পাইলে কাহার গুণে কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
পাইলে কাহার গুণে তারা কৃশোদরী॥
পাইলে কাহার গুণে রুমা নিজ নারী।
কাহার প্রসাদে তুমি রাজ্য-অধিকারী॥
সরলহৃদয় রাম তুমি হে নিষ্ঠুর।
সাধিলে আপন কার্য্য সত্য করি দূর॥
তোমার মিত্রতা হেন ত্রিভুবনে থাকে।
আর যেন হেন কর্ম্ম নাহি করে লোকে॥
তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার।
অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার॥
লঙ্ঘিলি রে অধর্ম্মী বানর সত্যপথ।
দেখ ধনুর্ব্বাণ কবি পূর্ণ মনোরথ॥
একবাণে মারি তোরে রাখে কোন্ জনে।
খণ্ড খণ্ড কিষ্কিন্ধ্যা করিব আজি বাণে॥
বাণে কাটি সবারে করিব খণ্ড খণ্ড।
অঙ্গদের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥
বালিবধে শুনিয়াছ ধনুকটঙ্কার।
সেই ধনু সেই বাণে করিব সংহাব॥
বালিরাজা কেবল মরিল একজন।
তোর দোষে মরিবেক যত কপিগণ॥
দেখিয়াছ বালিরাজা গেল যেই বাটে।
সেই বাটে থাক গিয়া ভায়ের নিকটে॥
মারিব অধর্ম্মী তোরে তাহে নাহি পাপ।
হের বাণ এড়ি এই দেখহ প্রতাপ॥
প্রাণ লব আজি তোর বজ্রসম বাণে।
একত্র হইয়া থাক ভাই দুইজনে॥

আরে দুষ্ট পাপিষ্ঠ বানর দুরাচার।
এখনি পাঠাই তোরে দেখ যমদ্বার॥
পৃথিবীতে হেন কার্য্য কে কোথায় করে।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দূরে॥
রাম মিতা বলিয়া দিলেন কোল তোরে।
কত পুণ্য করেছিলি জন্মজন্মান্তরে॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ করিলেন দয়া।
তেঁই তোরে শ্রীরাম দিলেন পদছায়া॥
গুণের সাগর রাম দয়ার নাই সন্ধি।
বালি মারি রাজ্য দিল সত্যে হইয়া বন্দী॥
লক্ষ্মণেব মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল।
ত্রাসেতে সুগ্রীবরাজা চিন্তিত হইল॥
ত্বরা করি উঠিয়া কাতরা তারা রাণী।
লক্ষ্মণের পায়ে ধরি বলে মৃদুবাণী॥
জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র হয় সে গর্ব্বিত।
জ্যেষ্ঠের সমান তারে মানিতে উচিত॥
সুগ্রীব রামের মিত্র জগতে বিদিত।
এত তিরস্কার, প্রভু, না হয় উচিত॥
ক্ষমা কর, রাজপুত্র, হও তুমি স্থির।
রামকার্য্য করিবে সকল কপিবীর॥
দূরদেশ পর্ব্বতেতে সমুদ্রের পারে।
যেখানে বানর যত আছে এ সংসারে॥
সংবাদ করিয়া শীঘ্র আনি সে সবারে।
সত্বর, লক্ষ্মণ, ক্রোধ চাহিয়া আমারে॥
তথাপি শ্রীলক্ষ্মণের কোপ নাহি টুটে।
বসাইল যত্ন করি তারা স্বর্ণখাটে॥
তারার বিনয়বাক্যে সুস্থির লক্ষ্মণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ॥



লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের কথোপকথন

সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগ্রীবের গলে।
সেই মালা সুগ্রীব ফেলিল ভূমিতলে॥
সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিল ততক্ষণ।
যোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিছে স্তবন॥
হারাইয়া রাজ্য পাই রামের প্রসাদে।
তোমার প্রসাদে আমি বাড়িনু সম্পদে॥
হেরি রঘুনাথ স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার।
কার শক্তি শোধিবেক শ্রীরামের ধার॥

সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন শক্তিতে।
যাইব কেবল আমি তাঁহার সহিতে॥
না করিয়া রামকার্য্য বসে আছি ঘরে।
বানরজাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে॥
পশুজাতি কপি আমি কত করি দোষ।
সেবকবৎসল রাম না করেন রোষ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন সুগ্রীবরাজন্।
রামকার্য্য করি কর পুণ্য উপার্জ্জন॥
রামকার্য্য করিলে সর্ব্বত্র হয় জয়।
না করিলে ধর্ম্মলোপ অধর্ম্মসঞ্চয়॥
সত্যবাদী হৈলে করে সত্যের পালন।
মনে কর করিয়াছ সত্য দুইজন॥
শ্রীরাম আপনি সত্যে হৈয়াছেন পার।
তুমি সত্যে বদ্ধ আছ অধর্ম্ম অপার॥
রামেরে কাতর দেখি বলেছি কর্কশ।
তোমারে বিরূপ বলা আমার অযশ॥
ক্ষমা কর, কপীশ্বর, করি পরিহার।
তোমাকে দুর্ব্বাক্য বলা নহে শিষ্টাচার॥
মান্য লোকে মন্দ কথা নহে উপযুক্ত।
মান্যসহ আলাপ করিবে ধর্ম্মযুক্ত॥
ধর্ম্ম রাখ কর্ম্ম কর যে হয় বিহিত।
রামকার্য্য করিলে হইবে সব হিত॥
সাগর অপার কে হইবে পার
তার মাঝে লঙ্কাপুরী।
কে যাবে তথায় কি করে কথায়
উপায় তাহে না হেরি॥
সুগ্রীবরাজন্ কর আগমন
শ্রীরামের সন্নিধান।
করিয়া নির্দ্ধার্য্য কর মিত্রকার্য্য
কর রামে ধৈর্য্যবান্॥
রাবণসংহার জানকী-উদ্ধার
কর এই উপকার।
তোমার উদ্‌যোগ নহিলে দুর্য্যোগ
কে লইবে হেন ভার॥
রাবণ দুরন্ত কর তার অন্ত
অনন্ত যশঃ প্রকাশ।
গীত রামায়ণ করিল রচন
ভাষা করি কৃত্তিবাস॥



সুগ্রীবের সৈন্যসংগ্রহ এবং শ্রীরামের সহিত মিলন

বলিল সুগ্রীবরাজা করিয়া আহ্বান।
বানরকটক ঝাট আন হনূমান॥
হিমালয় সুমেরু মন্দর আদি করি।
বিন্ধ্যাচল রৈবত উদয় অস্তগিরি॥
সর্ব্বত্র ঘোষণা দেহ আমার আজ্ঞায়।
যথা যে বানর থাকে আইসে ত্বরায়॥
পাঠাও হে দূতগণে দেশদেশান্তর।
দশদিনমধ্যে যেন আইসে সত্বর॥
ইহাতে বিলম্ব যেই করিবে বানরে।
প্রহারিয়া আনিবে তাহারে চুলে ধরে॥
অন্যমত করিবে ইহাতে যেই জন।
আনিবে তাহারে করি নিগড়ে বন্ধন॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে আমার অধিকার।
কোথাও না থাকে যেন বানরসঞ্চার॥
সুগ্রীবের কোপেতে বানর সব তাপে।
কটক আনিতে চলে অতুল প্রতাপে॥
হনূমান বাহিরে হইয়া উপনীত।
ত্রিশকোটি বানর পাঠায় চারিভিত॥
মেদিনী-আকাশ জুড়ি চলে কপিসেনা।
যেন পঙ্গপাল ধায় না যায় গণনা॥
চলিল বানরগণ দেশদেশান্তর।
পূর্ব্বদিকে চলি গেল নলনামধর॥
পশ্চিমে চলিয়া গেল নীল মহামতি।
দক্ষিণদিকেতে গেল আপনি সম্পাতি॥
হনূমান মহাবীর মহাপরাক্রম।
উত্তরদিকেতে যান করিয়া বিক্রম॥
একৈক জনার সঙ্গে চলে দশ লাখ।
মহাশব্দে চলে সবে করে হাঁকডাক॥
দুপদাপ লম্ফেঝম্পে কম্পে বসুমতী।
অতিকষ্টে ধরে ধরা কূর্ম্ম নাগপতি॥
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বলে বালির কুমার।
যাত্রা কর কপিগণ আজ্ঞা-অনুসার॥
দশদিবসের মধ্যে আসিবে সকলে।
প্রাণদণ্ড করিব হে বিলম্ব হইলে॥
বাঁচিবে বলিয়া যদি সাধ থাকে মনে।
ত্বরা করি আসিবে সকল কপিগণে॥
পাঠাইল সকলেরে বালির নন্দন।
একেলা করয়ে রাজবাটীর রক্ষণ॥

হইলেক দশকোটি কপি আগুসার।
যারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার॥
যুড়িয়া আকাশভূমি কপি ঝাঁকে ঝাঁকে।
দশদিনে তথা এস সবে থাকে থাকে॥
কিষ্কিন্ধ্যার মধ্যেতে লাগিল কোলাহল।
সুগ্রীবেরে ভেট আনি দিল ফুলফল॥
সৈন্য দেখি সুগ্রীব ভাবেন মনে মনে।
কার্য্যসিদ্ধি হইবেক বুঝি অনুমানে॥
আইল কটক সব কিষ্কিন্ধ্যাভিতর।
অসংখ্যক বানর দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিল কপিগণে।
চলিল সুগ্রীবরাজা মিত্রসম্ভাষণে॥
সুগ্রীব আপন ঠাটে বলিল বচন।
মিত্রসম্ভাষণে আজি করিব গমন॥
সুগ্রীব করিতে যান শ্রীরামদর্শন।
লক্ষ্মণের প্রতি বলে বিনয়-বচন॥
বিষ্ণু-অবতার তুমি রামের সোদর।
আপনি চড়হ প্রভু চতুর্দ্দোলাপর॥
তবে চতুর্দ্দোলে আমি চাপিবারে পারি।
মিত্রদরশনে চল যাই ত্বরা করি॥
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।
শ্রীরামলক্ষ্মণে যেন সদা থাকে মন॥
চতুর্দ্দোলে চড়িলেন তবে দুইজন।
চারিভিতে চামর ঢুলায় দাসগণ॥
পঞ্চশব্দ বাদ্য বাজে করে শঙ্খধ্বনি।
কোলাহল করে সবে মহোৎসব গণি॥
কলরব শুনিয়া চিন্তেন রঘুমণি।
আমা সম্ভাষিতে আসে সুগ্রীব আপনি॥
নিকট হইল আসি সুগ্রীবরাজন্।
মনে মনে ভাবে বীর মিত্রদরশন॥
চতুর্দ্দোল হৈতে নামে রামবিদ্যমান।
চলি যায় সুগ্রীব পর্ব্বত মাল্যবান্॥
রামের চরণ বন্দে করিয়া প্রণতি।
যোড়হাতে দাঁড়াইল সুগ্রীবভূপতি॥
আদরে শ্রীরাম তারে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসিতে দিব্য দিলেন আসন॥
করিলেন মঙ্গল-জিজ্ঞাসা রঘুবর।
সুগ্রীব বিনয়ে তার করিছে উত্তর॥
হরিয়াছ, রাম, মম বিপদ সকল।
তোমার প্রসাদে মিতা সকল মঙ্গল॥
বালিকে মারিয়া মোরে দিলে রাজ্যভার।
সত্যে বদ্ধ হইয়াছি ধারি তব ধার॥
তোমার প্রসাদে পাইলাম রাজ্যখণ্ড।
সকল বানরগণ ধরে ছত্রদণ্ড॥
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপনার গুণে।
উপলক্ষ কেবল থাকিব তব সনে॥
যতেক বানর থাকে পৃথিবী উপরে।
যতেক বসতি করে পর্ব্বতশিখরে॥
সে সকল আসিয়াছে আমার সংবাদে।
কোটি কোটি বৃন্দ বৃন্দ অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে॥
দুরন্ত বানরসৈন্য না হয় গণন।
ইহারা যে মনে করে কে করে লঙ্ঘন॥
তিনকোটি যোজনের পথ ত্রিভুবন।
প্রবেশিবে সর্ব্বত্র দুর্জ্জয় কপিগণ॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল সৃজন বিধাতার।
যেখানে থাকুক সীতা করিব উদ্ধার॥
তোমাব চরণে ভক্তি থাকিলে আমার।
কোন্ কার্য্য গণি আমি সীতার উদ্ধার॥
আমি কি বলিব, প্রভু, তোমার চরণে।
উদ্ধার আপনি সীতা আপনার গুণে॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ তোমারে ধেয়ায়।
গগনে উদয় রবি তোমার আজ্ঞায়॥
তোমার সৃজন সৃষ্টি এ তিন ভুবন।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা চেতনে চেতন॥
কত শত জন্ম ব্রহ্মা তপস্যা করিল।
তবু তব পাদপদ্ম দেখা না পাইল॥
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ নয়নে।
আপনারে ধন্য করি মানি এত দিনে॥
আমি ত বানরজাতি কি বলিতে পারি।
মিত্র বল আমারে সে দয়া আপনারি॥
যাবৎ না হয় প্রভু সীতা-উদ্ধারণ।
তাবৎ আমার নাহি শয়নভোজন॥
সীতারে আনিয়া দিলে তোমার গোচরে।
তবে ত করিব রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যানগরে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাম কমললোচন।
সুগ্রীবেরে উঠিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
সুগ্রীবের শুভাদৃষ্ট কে কহিতে পারে।
শ্রীনাথ দিলেন কোল বনের বানরে॥
সবা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল।
যার প্রতি সদা রাম পরম দয়াল॥

শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব সুহৃৎ।
তোমা বিনা আমার কে করিবেক হিত ॥
অপূর্ব্ব না গণি সূর্য্য হরে অন্ধকার।
অপূর্ব্ব না মানি আমি সীতার উদ্ধার ॥
অপূর্ব্ব না গণি মেঘ বরিষয়ে জল।
তোমারে অপূর্ব্ব, মিত্র, মানি হে কেবল ॥
দুই মিত্র পর্ব্বতে করেন সম্ভাষণ।
আকাশমেদিনী যুড়ি আসে কপিগণ ॥
সহস্রকোটি বানরে আইল শতবলী।
যার সৈন্য চলিলে গগনে লাগে ধূলি ॥
গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন।
বানর পঞ্চাশকোটি সঙ্গে আগমন ॥
অঞ্জনিয়া বড় ধূম্র আইল ধূম্রাক্ষ।
ত্রিশকোটি কপি লয়ে আইল নীলাক্ষ ॥
বানর সহস্রকোটি সহিত প্রমাথী।
আইল আপন সৈন্য আচ্ছাদিয়া ক্ষিতি ॥
প্রমাথী বানর বলী ক্ষণে যদি নড়ে।
দশপ্রহরের পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে ॥
সত্তর যোজন বীর আড়ে পরিমাণ।
সকলে করয়ে যার শরীর বাখান ॥
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বতের হিঙ্গুলিয়া রঙ্গ।
বানর সহস্রকোটি সহিত বিহঙ্গ ॥
বানর সত্তরকোটি লইয়া কেশরী।
যাহার বসতিস্থান সে মলয়গিরি ॥
পূর্ব্ব হৈতে আইল বিনোদ সেনাপতি।
বানর সহস্রকোটি তাহার সংহতি ॥
ধূম্রাক্ষ আইল ধূম্র সুগ্রীবের শ্যালা।
গগন যুড়িয়া ঠাট যেন মেঘমালা ॥
সম্পাতি বানর আইল গৌরবর্ণ ধরে।
দেখিলে বিপক্ষ যায় পলাইয়া ডরে ॥
আইল সুষেণ বৈদ্য রাজার শ্বশুর।
তিনকোটিবৃন্দ ঠাট আইল প্রচুর ॥
ভল্লগণ সহিত আইল জাম্বুবান।
দুর্জ্জয় আইল মহাবীর হনুমান ॥
যুবরাজ আইল সে বালির কুমার।
বানর সহস্রকোটি যার পরিবার ॥
শতলক্ষ বানরেতে এককোটি জানি।
শতকোটি বানরেতে একবৃন্দ গণি ॥
শতকোটি বৃন্দে এক অর্ব্বুদ গণন।
শতকোটি অর্ব্বুদেতে খর্ব্ব নিরূপণ ॥
শতকোটি খর্ব্বে একমহাখর্ব্ব জানি।
শতকোটি মহাখর্ব্বে একশঙ্খ গণি ॥
শতকোটি শঙ্খে মহাশঙ্খের গণন।
শতকোটি মহাশঙ্খে পদ্ম নিরূপণ ॥
শতকোটি পদ্মে একমহাপদ্ম গণি।
শতকোটি মহাপদ্মে সাগর বাখানি ॥
শতকোটি সাগরে মহাসাগর জানি।
শতকোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী ॥
শতকোটি অক্ষৌহিণীতে এক অপার।
অপারের অধিক গণনা নাহি আর ॥
নদনদীব্যাপী ঠাট ভাঙ্গিল পর্ব্বত।
সর্ব্ব ঠাট যুড়ে গেল মাসেকের পথ ॥
পৃথিবী যুড়িল সৈন্য নাহি দিশপাশ।
কটকের চাপ দেখি রামের উল্লাস ॥



সীতা-অন্বেষণে পূর্ব্বদিকে সৈন্যপ্রেরণ

শ্রীরাম বলেন, মিতা, সৈন্য নানা দেশে।
পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র সীতার উদ্দেশে ॥
তুমি যদি জানকীর করহ উদ্ধার।
তবে ত আমার ঠাঁই সত্যে হও পার ॥
শ্রীরামের ঠাঁই রাজা লয়ে অনুমতি।
নানাদিকে পাঠাইল সৈন্য সেনাপতি ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কপি ওর নাহি পাই।
পর্ব্বতের উপরে বসিতে নাহি ঠাঁই ॥
সুগ্রীব বিনোদ সেনাপতিপ্রতি ভণে।
পূর্ব্বদিকে যাও তুমি সীতা-অন্বেষণে ॥
বানর সহস্রকোটি তোমার ভিড়ন।
সীতা অন্বেষিয়া তুমি কর আগমন ॥
নদনদী মিলিবে মিলিবে কত দেশ।
সেই সেই স্থানে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥
যত যত পুণ্যদেশে দেখ পুণ্যস্থান।
সকল বানর লৈয়া করিবে পয়াণ ॥
স্বর্গ হৈতে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথে।
গঙ্গাদেবী পার হইও কটক সহিতে ॥
তরিহ সরযূ নদী পুণ্যতরঙ্গিণী।
কৌষিকী তরিহ বিশ্বামিত্রের ভগিনী ॥
দুই কূলে গোরু চরে মধ্যেতে গোমতী।
গোমতী হইয়া পার পাবে সরস্বতী ॥

অপূর্ব্ব মলয় দেশ দেশ কোকনদ।
কশ্যপের দেশে যাও পাণ্ডব মগধ॥
ব্রহ্মপুত্র তরি বঙ্গে করিহ প্রবেশ।
মন্দর পর্ব্বতে যেয়ো কিরাতের দেশ॥
যাইবে কর্ণাট দেশ আর শাকদ্বীপে।
জানিবা কিরাত আছে অত্যদ্ভুত রূপে॥
কনকচাঁপার মত শরীরের বর্ণ।
উঠানখানার মত ধরে দুই কর্ণ॥
জালা হেন মুখখান তাম্রবর্ণ কেশ।
এক পায়ে চলে পথ বলিতে বিশেষ॥
জলের ভিতর বৈসে মৎস্যবৎ মুখ।
মানুষ ধরিয়া খায় আইলে সম্মুখ॥
বলিয়া মানুষব্যাঘ্র তাহাদের খ্যাতি।
আতপ সহিতে নারে কিরাতের জাতি॥
সীতা লৈয়া থাকে যদি কিরাতের ঘরে।
যত্ন করি চাহিও তথায় লঙ্কেশ্বরে॥
ঋষভ পর্ব্বতে যেয়ো কিরাতের পার।
দেবগণ করে কেলি নিত্য অবতার॥
সর্ব্বকালে আইসেন তথা পুরন্দরে।
যত্ন করি চেয়ো তথা সীতা-লঙ্কেশ্বরে॥
তার পূর্ব্বদিকে যেয়ো ক্ষীরোদসাগর।
শ্বেতগিরি দেখিবা যে ক্ষীরোদ উপর॥
শ্বেতনাগ ধরে তথা সহস্রশিখর।
সহস্রফণায় আছে যেন মহেশ্বর॥
সহস্রফণায় আছে সহস্রেক মণি।
মণির আলোকে তুল্য দিবসরজনী॥
ক্ষীরোদসাগর করে পৃথিবী ধবল।
শ্বেতগিরি শ্বেত করে গগনমণ্ডল॥
শ্বেতনাগ ধরে শিরে সহস্রেক ফণা।
পূর্ব্বদিক ধন্য করে সেই তিনজনা॥
সকলে বন্দিবে সে অনন্ত মহারাজ।
মহেশ্বর বন্দি গেলে সিদ্ধ হবে কাজ॥
উভয় পর্ব্বতে যেয়ো তার পূর্ব্বদিগে।
স্বর্ণতালবৃক্ষ তথা আছে চারিযুগে॥
মণিমাণিক্যেতে তার বান্ধিয়াছে গুড়ি।
কনকরচিত তার শোভিত বাগুড়ি॥
দেখিও বানরগণ শিখরে শিখর।
অন্বেষণ করো তথা সীতা-লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
কালোদর পর্ব্বতেতে করিহ প্রবেশ॥
সে পর্ব্বতে আছে সরোবরে কাল জল।
তিনকোটি সর্পীসর্প থাকে সেই স্থল॥
সর্পী যদি হাই ছাড়ে সর্ব্বলোকে মরে।
তার কাছে দেবদৈত্য নাহি যায় ডরে॥
নদনদীগিরিগুহা খুঁজহ বিস্তর।
সেখানে মিলিতে পারে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ।
লোহিত পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
সে পর্ব্বতে আছে এক বড় চমৎকার।
ত্রিযোজন নদী তাহে বিষম পাথার॥
তার পূর্ব্বদিকে আছে লোহিত সাগর।
দুরন্ত রাক্ষস আছে জলের ভিতর॥
অগাধ সলিল তার রক্তবর্ণ ধরে।
চারিযুগ এক বৃক্ষ আছে তার তীরে॥
সোণার শিমূলগাছ সর্ব্বগায় কাঁটা।
সুবর্ণের ফলফুল ধরে গোটা গোটা॥
জল হৈতে রাক্ষসেবা চড়ে তদুপরে।
তার কাছে দেবগণ নাহি যায় ডরে॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
পূর্ব্বসাগরের তীরে করিহ প্রবেশ॥
আড়ে দীঘে সে সাগর দ্বাদশ যোজন।
সাবধানে পার হয়ো সব কপিগণ॥
উদয়গিরির সর্ব্ব-অঙ্গ স্বর্ণময়।
পৃথিবী উজ্জ্বল করে সূর্য্যের উদয়॥
তিনলক্ষ দুইশত যোজনের পথ।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য করে গতায়াত॥
মুনিগণ তপ করে যেমন বিধান।
বালখিল্য নামে মুনি বিঘতপ্রমাণ॥
উদয়গিরির পূর্ব্বে নাই সূর্য্যোদয়।
অন্ধকারময় দেশ জানিহ নিশ্চয়॥
যে দেশ কখন নহে আমার গোচর।
দেখিয়া উদয়গিরি ফিরিবে বানর॥
যাইতে উদয়গিরি লাগে একমাস।
মাসেকের বাড়া হৈলে সবার বিনাশ॥
মাসেকের মধ্যে যে বানর না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে॥
বানরকটক সুগ্রীবের আজ্ঞা পায়।
সীতার উদ্দেশে তারা পূর্ব্বদিকে যায়॥
কৃত্তিবাস কবির কবিত্বময় বাণী।
অদ্ভুত রচিল পূর্ব্বদিকের পাঁচনি॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যাঁর কণ্ঠে বিরাজ করেন সরস্বতী॥



সীতা-অন্বেষণে দক্ষিণদিকে সৈন্যপ্রেরণ

শমনদমন রাবণরাজা রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥
চণ্ডালে যাঁহার দয়া বড় সকরুণ।
পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ॥
শ্রীরামনামের গুণের কি দিব তুলনা।
পাষাণ মনুষ্য হয় লোহা হয় সোনা॥
রামনাম লৈতে, ভাই, না করিহ হেলা।
সংসার তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা॥
রামনাম স্মরি যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায়॥
অশ্বমেধ করিলেন রাম সযতনে।
অশ্বমেধফল হয় রামায়ণ শুনে॥
দক্ষিণে রাবণ বৈসে সুগ্রীব তা জানে।
বড় বড় বীর পাঁচে সেই ত দক্ষিণে॥
বালির কুমার পাঁচে মন্ত্রী জাম্বুবান।
পবননন্দন পাঁচে বীর হনুমান॥
ঋষভ কুমুদ পাঁচে রম্ভ যোদ্ধপতি।
নলনীল পাঁচিলেক মুখ্যসেনাপতি॥
সুগ্রীব বলেন, সৈন্য, শুন সাবধানে।
সীতার উদ্দেশে যাহ তোমরা দক্ষিণে॥
যত নদনদী দেখ যত দেখ দেশ।
যত যত গিরি আছে করিবে প্রবেশ॥
উত্তম অধম স্থানে করিহ প্রবেশ।
যেরূপে পাইতে পার সীতার উদ্দেশ॥
পাইবে কলিঙ্গদেশ যাইবে উৎকল।
মলয় পর্ব্বতে গিয়া দেখিবে কেরল॥
কৃষ্ণাবেণী নদী যে নর্ম্মদা গোদাবরী।
যাবে অশ্বমুখগিরি নদী যে কাবেরী॥
পাইবা পর্ব্বত বিন্ধ্য সহস্রশিখর।
নানা ফলফুল তথা দিব্যসরোবর॥
বিন্ধ্যগিরিমধ্যে গিয়া করিহ প্রবেশ।
দেখিও যদ্যপি পাও সীতার উদ্দেশ॥
বিশ্বকর্ম্মাকৃত পুরী সোণার গঠন।
অন্বেষণ করিও তথায় কপিগণ॥
অগস্ত্যের বাড়ী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।
নানারত্ন নানাধাতু পর্ব্বতভূষিত॥
অন্বেষিবে, বীরগণ, শিখরে শিখর।
যত্ন করি দেখ তথা সীতা-লঙ্কেশ্বর॥
মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাবে অত্যুচ্চ শিখর।
সর্ব্বক্ষণ থাকেন যে তথা পুরন্দর॥
তাহার দক্ষিণে যেয়ো সাগরের তীর।
চন্দনের বন তথা সুগন্ধি সমীর॥
সুগন্ধি চন্দন নিরখিয়া সারি সারি।
সাগরের পার যেয়ো স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥
মৈনাক পর্ব্বত আছে সাগরভিতর।
সলিল হইতে উঠে সহস্রশিখর॥
সোণার পর্ব্বত দশদিকের প্রকাশ।
সহস্রশিখর উঠে জুড়িয়া আকাশ॥
পবনের মিতা সে সূর্য্যের হয় সখা।
যার পাপ থাকে তারে নাহি দেয় দেখা॥
সাগরের মধ্যে'আছে সিংহিকা রাক্ষসী।
বিষমা রাক্ষসী সেই সর্ব্বলোকে ঘুষি॥
বিষমা রাক্ষসী সেই ছায়া পাইলে ধরে।
বারশত জীবজন্তু গিলে একেবারে।
সত্তর যোজন তনু আড়ে পরিসর॥
দুইশত যোজন দীর্ঘ উচ্চ কলেবর॥
অর্দ্ধতনু জলে থাকে অর্দ্ধেক আকাশ।
তাহা দেখি, বীরগণ, না পাইও ত্রাস॥
সকল বানর তথা হয়ো সাবধান।
একলাফে সাগর লঙ্ঘিলে হবে ত্রাণ॥
সাগর তরিবা সবে শতেক যোজন।
সাগরের পার লঙ্কা তথায় রাবণ॥
চারিদিকে সাগর মধ্যেতে লঙ্কাগড়।
দেবগণের গতি নাই লঙ্কার নিয়ড়॥
খুঁজিবে লঙ্কার মধ্যে সীতা-লঙ্কেশ্বর।
যত্নপুরঃসর তথা সকল বানর॥
তথা যদি তাহাদের না পাও দর্শন।
ঋষভ পর্ব্বতে যাবে যত কপিগণ॥
ঋষভ পর্ব্বতবর দেখিবে দক্ষিণে।
দশদিক আলো করে সোণার কিরণে॥
গন্ধর্ব্ব আছয়ে তথা স্বর্ণ পঞ্চগড়।
অন্যে কে যাইতে পারে তাহার নিয়ড়॥
আনিতে তথায় রত্ন যত্ন যদি হয়।
বিষম গন্ধর্ব্ব তথা করিও সে ভয়॥

ধনলোভ করিলেই হইবে অনর্থ।
তাহা না লইবে কেহ শুনহ যথার্থ ॥
বিষম হুরন্ত তারা সেইক্ষণে মারে।
অকারণে দ্বন্দ্ব নাহি কোনজন করে ॥
সাবধানে যেয়ো তথা শিখরে শিখরে।
যত্ন করি অন্বেষিও দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে ॥
তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ।
যমের দক্ষিণ বাড়ী করিও প্রবেশ ॥
জীয়ন্তে যমের বাড়ী কারো নাহি গতি।
যমের দক্ষিণে নাহি চন্দ্রসূর্য্যদ্যুতি ॥
যমের দক্ষিণ দিকে ঘোর অন্ধকার।
রাত্রিদিন নাহি তথা সব একাকার ॥
যমের দক্ষিণে নাহি আমার গোচর।
যমপুরী হইতে ফিরিবে বীরবর ॥
যমপুরী যাইতে আসিতে একমাস।
মাসের অধিক হলে সবার বিনাশ ॥
মাসেকের মধ্যে যেই বীর না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে ॥
আনিবে সীতার বার্ত্তা শীঘ্র যেই জন।
বাড়াব তাহারে আমি সহ বন্ধুগণ ॥
সীতারে দেখিয়া যে আসিবে একমাসে।
থাকিব হইয়া বাধ্য সদা তার পাশে ॥
সুগ্রীব বলেন শুন পবননন্দন।
তুমি সে সাধিবে কার্য্য লয় মম মন ॥
অগ্নিজল নাহি মান পবনের গতি।
তুমি সে দেখিবে সীতা লয় মোর মতি ॥
তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হব পার।
তব যশঃ ঘুষিবেক সকল সংসার ॥
তুমি যদি সীতা দেখ তবে আমি সুখী।
আর কে দেখিবে সীতা ইহা নাহি দেখি ॥
সুগ্রীব রামের প্রতি বলিল বচন।
জানাইতে জানকীরে দেহ নিদর্শন ॥
হনুমানসহ তাঁর নাহি পরিচয়।
কি জানি বানর দেখি যদি পান ভয় ॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব সুহৃৎ।
অঙ্গুরী দিলাম আমি সীতার প্রতীত ॥
দিলেন অঙ্গুরী রাম নিজ নিদর্শন।
হাত পাতি নিল তাহা পবননন্দন ॥
বিদায় হইয়া বীর হনুমান নড়ে।
পতঙ্গ শরীর যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে ॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব-আদেশে।
দক্ষিণের পাঁচনি রচিল কৃত্তিবাসে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যাঁর কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী ॥



সীতা-অন্বেষণে পশ্চিমদিকে সৈন্যপ্রেরণ

পশ্চিমে দেখিবে যত নদ নদী দেশ।
সুষেণ সর্ব্বত্র তুমি করিবে প্রবেশ ॥
সুস্থান কুস্থান না করিহ বিবেচনা।
অন্বেষিবে জানকীকে করিয়া মন্ত্রণা ॥
সিন্ধু ও মলয়দেশ কাবেরীর তীর।
ক্রিমিজীব দেশ যেয়ো অতি সে গভীর ॥
তাহার নিকটে আছে কেতকীকানন।
দিশপাশ নাহি তার অনেক যোজন ॥
দুই পার্শ্বে কেয়াবন দেখিবে অপার।
কেয়াবনে কাঁটা যেন করাতের ধার ॥
সকল বানর তথা হয়ো সাবধান।
শীঘ্র শীঘ্র গেলে তথা পাইবে হে ত্রাণ ॥
কেয়াবন এড়িয়া যাইবে তালবনে।
দুঃখ পাসরিবে সবে সে তালভক্ষণে ॥
তাহার পশ্চিমে যেয়ো পাটনে পাটন।
হিঙ্গুলিয়া গিরি তথা অদ্ভুতগঠন ॥
তার পূর্ব্বে সিন্ধুনদী পশ্চিমে সাগর।
মধ্যে তার হিঙ্গুলিয়া অত্যুচ্চ শিখর ॥
অন্বেষণ করিবে সেখানে সর্ব্বঠাঁই।
তোমরা করিলে যত্ন অসাধ্য কি ভাই ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
চন্দ্রবান্ পর্ব্বতে হে করিবে প্রবেশ ॥
পশ্চিমে সাগরতীর একই যোজন।
যত্ন করি সেখানে করিহ অন্বেষণ ॥
চন্দ্রবান্ গিরি করে আলো দশদিগে।
সাবধানে খুঁজিও সকলে একযোগে ॥
বিষ্ণুচক্র সেখানে অদ্ভুত তার ধার।
অসুরের হাড়ে চক্র অদ্ভুত আকার ॥
হয়গ্রীব অসুর মারেন গদাধর।
অসুরের হাড়ে চক্র দেখিতে সুন্দর ॥
সেই অসুরের হাড়ে চক্র সৃষ্টি করি।
আপনি হইলা হরি শঙ্খচক্রধারী ॥

সে পর্ব্বতে আরোহিবে সকল বানর।
যত্ন করি অন্বেষিহ সীতা-লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ।
বরাহ পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ॥
চন্দ্রবান্ ছাড়াইয়া পঞ্চাশ যোজন।
বরাহ পর্ব্বতে যাইও নির্ম্মল কাঞ্চন॥
বিশ্বকর্ম্মা সৃজিলেন বরুণের ঘর।
হীরকমাণিক্যময় তথা মনোহর॥
পুরী আলো করে জ্যোতি অন্ধকার দূর।
অসুর নরক নাম বিক্রম প্রচুর॥
বরুণের সহিত সে বৈসে সেই দেশে।
তেকারণে বরুণ তাহাবে নাহি নাশে॥
সেখানে হইও সবে অতি সাবধান।
তার হাতে পড়িলে নাহিক পরিত্রাণ॥
অপ্রমত্ত রূপ তনু করিবে তথায়।
আমারে করহ মুক্ত এই প্রতিজ্ঞায়॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
দেখিবে পর্ব্বত সেই কনকরচিত।
ষাটি সহস্র পর্ব্বতে সদা সে বেষ্টিত॥
তথা ষাটি সহস্র পর্ব্বতের উদয়।
সেই ষাটি সহস্র পর্ব্বত স্বর্ণময়॥
সোণার খর্জ্জুরবৃক্ষ সুমেরু উপরে।
দশদিক আলো করে দশ মাথা ধরে॥
তথা আসি বাস করে শঙ্করশঙ্করী।
দিবা অস্ত যায় তথা আইসে শর্ব্বরী॥
এমন উত্তম স্থান নাহি পৃথিবীতে।
নানামত ফুলফল আছে যূথে যূথে॥
গীত বাদ্য নৃত্য করে পরম কৌতুকে।
নর্ত্তকী করয়ে নৃত্য দেখে দেবলোকে॥
পরিসর তিনলক্ষ দুশত যোজন।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য করয়ে গমন॥
অপূর্ব্ব পর্ব্বত সেই দেব-অধিষ্ঠান।
সুমেরুর উপর পরম রম্যস্থান॥
নিমিষেতে সূর্য্যদেব করয়ে গমন।
সুমেরু বেড়িয়া সূর্য্য করেন ভ্রমণ॥
স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতল সুমেরু-গোচর।
দেবগণে কেলি তথা করে নিরন্তর॥
সুমেরু ফিরিয়া সূর্য্য নিত্য করে গতি।
একদিক্ দিন হয় আরদিক্ রাতি॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল ব্যতীত নাহি স্থান।
সুমেরুর উপরে সকল অধিষ্ঠান॥
সুমেরুর পশ্চিমে সূর্য্যের নাহি গতি।
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি॥
তাহার পশ্চিমে নাহি আমাব গোচর।
সুমেরু পর্ব্বত দেখি আসিবে হে ঘর॥
সুমেরুতে যাইতে আসিতে একমাস।
মাসের হইলে বাড়া সবার বিনাশ॥
যেই বীর মাসেকের মধ্যে না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব-আদেশে।
পশ্চিমদিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে॥



সীতা-অন্বেষণে উত্তরদিকে সৈন্যপ্রেরণ ও গঙ্গামাহাত্ম্যবর্ণন

সুগ্রীব বলেন'শুন বীর শতবলি।
তব সৈন্য চলিতে গগনে লাগে ধূলি॥
বানরের মধ্যে তুমি মুখ্যসেনাপতি।
চলিবে উত্তরদিকে আমার আরতি॥
কুমুদ দ্বিবিদ দধিবদন ভূধর।
আর আর আছে যত প্রধান বানর॥
শতবলি বলি হে উত্তর তব দেশ।
যাত্রা কর শুভক্ষণে আমার আদেশ॥
যত দেশ জানি আমি কহি তব স্থান।
তথা সীতা অন্বেষিহ হয়ে সাবধান॥
ইহার উত্তরে পাবে দেশ যে বর্ব্বর।
হিমালয় গিরি যাবে যথা হিমঘর॥
সূর্য্যের কিরণ যেন জন্তু সবে বৈসে।
ভাগীরথী গঙ্গাদেবী তথা হৈতে আসে॥
তাহার উত্তর অংশে ব্রহ্মার বসতি।
তথা হৈতে ভগীরথ আনে ভাগীরথী॥
এমন পুণ্যের স্থান নাহি ত্রিভুবনে।
ভগীরথ গঙ্গারে পাইল সেইখানে॥
নারায়ণী গঙ্গাদেবী আসিয়া ভুবনে।
পাপীরে করেন মুক্ত নিজ পরশনে॥
কি বলিতে পারে লোক গঙ্গার মহিমা।
চারিবেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা॥
আছিল সৌদাস দ্বিজ রাক্ষস হইয়া।
বৈকুণ্ঠপুরী গেল গঙ্গাজল পাইয়া॥

সূর্য্যবংশে ভগীরথ নামে মহীপাল।
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল বহুকাল॥
আরাধন ব্রহ্মার করিল বারে বারে।
তারপর বিষ্ণুর তপস্যা অনাহারে॥
ভগীরথ নানাবিধ তপস্যা করিল।
গঙ্গার জন্মের তত্ত্ব কেহ না বলিল॥
শিবসেবা করে দশহাজার বৎসর।
তবে শিব আইলেন তারে দিতে বর॥
ভগীরথ বলে শুন দেব পঞ্চানন।
গঙ্গা দিয়া রক্ষা কর এই নিবেদন॥
মম পিতৃলোক ভস্ম হয়েছে পাতালে।
গঙ্গাপরশন হৈলে স্বর্গবাসে চলে॥
গঙ্গাধর বলেন না জানি সে গঙ্গায়।
কি জাতি ধরেন গঙ্গা থাকেন কোথায়॥
ভগীরথ শুনিয়া ভাবেন দুঃখ মনে।
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে॥
অষ্টাবক্রমুনি কহিলেন মোর স্থান।
আপনি কহিবে প্রভু গঙ্গার বিধান॥
বসিলেন ধ্যানে শিব মুদিতনয়নে।
গঙ্গার জনমতত্ত্ব জানিলেন মনে॥
ভক্ত জ্ঞানে মহাদেব তুষ্ট হয়ে তায়।
গঙ্গা দিয়া ভগীরথে করেন বিদায়॥
আগে যান ভগীরথ করি শঙ্খধ্বনি।
হিমালয়ে উঠিলেন দেবী তরঙ্গিণী॥
সবে বলে 'সাধু সাধু ভাল ভগীরথ'।
গঙ্গা আনি করিলেন তরিবার পথ॥
ভুবনের মধ্যে ভগীরথ পুণ্যবান।
ত্রিভুবনে কেবা ভগীরথের সমান॥
সংসার পবিত্র হৈল পরশে গঙ্গার।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল ত্রিলোকের উদ্ধার॥
আইলেন গঙ্গা ভগীরথের কারণে।
মহাপাপী স্বর্গে যায় গঙ্গাপরশনে॥
রামনামস্মরণেতে পাপের বিনাশ।
গঙ্গার মাহাত্ম্যগীত রচে কৃত্তিবাস॥
হেন হিমালয় গিরি বহু আয়তন।
তথা যত্নে অন্বেষিহ জানকী-রাবণ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
তাহার উত্তর দেশে করিহ প্রবেশ॥
বিষম দুর্গম অতি ভয়ানক স্থল।
বৃক্ষ নাহি গিরি নাহি নাহি তাতে জল॥
দুইশত যোজনের পথ সেই দেশ।
পাইবে অত্যন্ত ভয় করিতে প্রবেশ॥
সকল বানর তথা হয়ো সাবধান।
ঝট যাবে আসিবে তবে সে পরিত্রাণ॥
কৈলাস পর্ব্বতে যেয়ো তাহার উত্তর।
যেই দিক্ আলো করে সহস্রশিখর॥
যোজন সহস্র হয় তার আয়তন।
উভেতে পর্ব্বত লক্ষ গণিত যোজন॥
তাহাতে অপূর্ব্ব পুরী পুররিপু যায়।
সতত করেন লীলা পার্ব্বতীসহায়॥
আর এক অদ্ভুত অলকা নামে পুরী।
ধনেশ্বর কুবের তাহার অধিকারী॥
তাহার উপরে নদী নামেতে বিমলা।
তার জল রাঙ্গাবর্ণ যেন রক্তপলা॥
ধনেশ্বর কুবের করেন স্নান তায়।
সুগন্ধি চন্দনবৃক্ষ তীরে শোভা পায়॥
সীতা লৈয়া যদি থাকে তথা দশানন।
চতুর্দ্দিকে তাহার করিও অন্বেষণ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ॥
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত সেই তিনমূর্ত্তি ধরে।
চমৎকৃত হবে তথা সকল বানরে॥
একশৃঙ্গ রূপ তার যেন চন্দ্রকলা।
দ্বিতীয় শৃঙ্গের রূপ যেন মণিপলা॥
অন্য শৃঙ্গ রাঙ্গাবর্ণ সর্ব্বত্র প্রকাশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত গিয়া যুড়েছে আকাশ॥
সেখানে করিও তত্ত্ব শিখরে শিখর।
যত্ন করি অন্বেষিহ সকল বানর॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা-লঙ্কেশ্বর।
তাদের উদ্দেশে যাবে তাহার উত্তর॥
তাহার উত্তর এক অদ্ভুত আকার।
জম্বুবৃক্ষ দেখিবে সে অতি চমৎকার॥
স্বর্ণজম্বুবৃক্ষ সেই সোণার আকার।
তার নামে জম্বুদ্বীপ হইল প্রচার॥
সকলের মুখ্য সেই জম্বুদ্বীপ কয়।
অন্য যত জম্বুদ্বীপতুল্য তার নয়॥
তার তলে দেবগণ নিত্য করে কেলি।
তাহার কারণে এই জম্বুদ্বীপ বলি॥
চারিডাল ধরে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
লক্ষ যোজনের বেড়া সে গাছের গোড়া॥

সীতা লয়ে যদি থাকে তথায় রাবণ।
চারিদিকে সেখানে করিবে অন্বেষণ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা-লঙ্কেশ্বর।
করিবে গমন আরো তাহার উত্তর॥
মন্দর পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের উত্তর।
এক হ্রদ আছে তথা পরমসুন্দর॥
সর্ব্বস্থলী বলিয়া সে হ্রদের খেয়াতি।
আইসেন দেখিতে সে হ্রদ প্রজাপতি॥
স্বর্গ হৈতে সেই হ্রদে পড়ে গঙ্গানীর।
কৌশিকী নামেতে নদী বহে সেই তীর॥
আমার বচন শুন সর্ব্ব কপিগণ।
সাবধানে অন্বেষিবে সীতা-দশানন॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা-লঙ্কেশ্বর।
তাহার উত্তর যাবে মহেশ সাগর॥
মহেশ সাগরে জন্মে বহুমূল্য ধন।
আড়ে দীঘে সাগর সে শতেক যোজন॥
অস্তাচল পর্ব্বত যে সাগরভিতর।
জল হৈতে উঠে গিরি সহস্রশিখর॥
দেখিয়া হইবে সবে সভয় অন্তর॥
অন্বেষিহ সাবধানে মহেশ সাগর॥
সোণার পর্ব্বতে দশদিক্ সুপ্রকাশ।
সহস্রশিখর উঠে যুড়িয়া আকাশ॥
সোণার পর্ব্বত গোটা দেখিতে সুঠাম।
শিবলিঙ্গ আছে তাহে যেন শিবধাম॥
রাবণ সে মহেশ্বরে পূজে সর্ব্বক্ষণ।
মহেশ্বরকাছে গিয়া থাকে সে রাবণ॥
অন্বেষণ করিও হে শিখরে শিখর
পাইতে পারিবে তথা সীতা-লঙ্কেশ্বর॥
কিন্তু মায়া জানে সে পাপিষ্ঠ দশানন।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল জিনিল ত্রিভুবন॥
সেবিয়া শিবের পদ দিগ্বিজয় করে।
ত্রিভুবন জিনে বেটা শঙ্করের বরে॥
দেবগণ যার ডরে একপাশ হয়।
সবে মাত্র বালিস্থানে তার পরাজয়॥
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
মহীধর ক্রৌঞ্চে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
ক্রৌঞ্চ মহীধর দেখি লাগিবেক ভয়।
বিষম পর্ব্বত সেই অন্ধকারময়॥
দূর হৈতে সে পর্ব্বত করিবে দর্শন।
তাহার মধ্যেতে গেলে অবশ্য মরণ॥

সে পর্ব্বত রাখিয়া দক্ষিণে কিম্বা বামে।
তাহার উত্তরে যাবে গিরি দ্রোণ নামে॥
দ্রোণগিরি দেখিলে হইবে বড় সুখী।
দেবগন্ধর্ব্বের আছে যত চন্দ্রমুখী॥
বালখিল্য আদি করি যত মুনিবর।
বাস করে সকলে সে পর্ব্বত উপর॥
চন্দ্রতেজ নাহি তথা সূর্য্যের প্রকাশ।
নক্ষত্র নাহিক দেখি না দেখি আকাশ॥
কামিনীগণের তেজ তথা আলো করে।
পুণ্যদা নামেতে নদী তাহার উত্তরে॥
দুই কূলে আছে তার বংশ অগণন।
উভয় তীরের বংশ উপরে মিলন॥
ম্লেচ্ছজাতি আছে তথা দেখি ভয়ঙ্কর।
নদী পার হয় তারা বাঁশে করি ভর॥
তাহার উত্তরে যাবে সীতার উদ্দেশে।
সেই দেশে বহু লোক হরষেতে বৈসে॥
যাহা চাবে তাহা পাবে মিষ্ট বৃক্ষফল।
স্বর্ণপদ্ম জন্মে তথা সোণার উৎপল॥
নানা রত্নমাণিক্য সে জলেতে উপজে।
রক্তবর্ণ নদীজল মাণিক্যের তেজে॥
নানা রত্ন-অলঙ্কার পুরুষেতে পরে।
কি বর্ণিব অলঙ্কার স্ত্রীলোকে যা ধরে॥
অহঙ্কারে নারীগণ ইন্দ্রে না মানিল।
ক্রোধ করি ইন্দ্রদেব অভিশাপ দিল॥
অহঙ্কারে যেমন না মানিলি আমায়।
জীবিত হইবি দিনে রাত্রে মৃতপ্রায়॥
সেই শাপে মৃত থাকে সমস্ত রজনী।
প্রভাত হইলে বাঁচে সকল সজনী॥
রজনীতে থাকে তারা হয়ে অচেতন।
প্রভাতে উঠিয়া করে সঙ্গীতনর্ত্তন॥
বহুরত্না পৃথিবী বলেন সর্ব্বজন।
কত ঠাঁই কত সৃষ্টি না হয় গণন॥
সাবধান হৈয়া যাবে যত কপিগণ।
যত্নেতে খুঁজিবে তথা জানকী-রাবণ॥
তাহার উত্তরে যাবে অনন্ত সাগর।
তথা হৈতে হেমগিরি নাম গিরিবর॥
সকলপর্ব্বতমধ্যে হেমগিরি সার।
সকল পর্ব্বত জিনি শিখর তাহার॥
আকাশেতে যার শৃঙ্গ লাগে সারি সারি।
হেমগিরিসম গিরি জগতে না হেরি॥

তাহার উত্তরে নাই ভাস্করের গতি।
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি॥
তাহার উত্তরে নাই আমার গমন।
সে পর্য্যন্ত খুঁজিয়া ফিরিবে সর্ব্বজন॥
এই কহিলাম জম্বুদ্বীপের উৎপত্তি।
এই অবধি আছে জীবজন্তুর বসতি॥
হেমগিরি আসিতে যাইতে একমাস।
মাসের অধিক হৈলে হইবে বিনাশ॥
মাসেকের মধ্যে যেই ফিরিয়া না আসে।
সবংশে মজিবে সেই আপনার দোষে॥
সকল দেশের কথা কহিনু সবাকে।
যে দেশে থাকেন সীতা উদ্ধারিবে তাঁকে॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল যে এই তিন স্থান।
ইহা বিনা সৃষ্টি নাহি শাস্ত্রের বিধান॥
যত দেশ কহিলাম যাইবে সাহসে।
সীতাদেবী আনি দিবে শ্রীরামের পাশে॥
আনিতে না পার যদি সীতাঠাকুরাণী।
আমি গিয়া তাহার করিব মহাহানি॥
মাসেকের মধ্যেতে আসিবে বীরগণ।
অধিক হইলে তার অবশ্য মরণ॥
অগ্নি সাক্ষী করিয়া করেছি অঙ্গীকার।
প্রাণপণে আমি সীতা করিব উদ্ধার॥
সর্ব্বস্থানে যাব আমি যতদূর সংখ্যা।
তারপর প্রবেশিব স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
মালসাট মারে বহু দেয় করতালি।
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে বীর শতবলি॥
কি কার্য্যে পাঠাও, রাজা, এত সেনাগণ।
আমি আনি দিব সীতা মারিয়া রাবণ॥
পাতালে থাকেন সীতা পাতালে প্রবেশি।
সাগরে থাকেন যদি তাহা আমি শুষি॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ কেন হও খিদ্যমান।
সীতা উদ্ধারিব আমি হয়ে যত্নবান্॥
কি হেতু, শ্রীরাম, তুমি মনে ভাব আন।
একেলা রাবণ মোর না ধরিবে টান॥
আসিতে যাইতে মোর যা হইবে ব্যাজ।
অবিলম্বে দেখা দিব সিদ্ধ করি কাজ॥
শুনি শতবলির সে বিক্রমবচন।
ভরসা পাইল মনে সুগ্রীবরাজন্॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব-আদেশে।
উত্তরদিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে॥

সীতার সন্ধান না পাইয়া বানরগণের প্রত্যাগমন

নদনদীপর্ব্বতের শুনি সব নাম।
সুগ্রীবেরে জিজ্ঞাসা যে করিলেন রাম॥
সাগর পর্ব্বত দ্বীপ পৃথিবীর অন্ত।
কেমনে জানিলে মিত্র কহ সে বৃত্তান্ত॥
কহেন সুগ্রীব শুন রামগুণাধার।
বালিভয়ে ভ্রমিলাম এ তিনসংসার॥
সপ্তদ্বীপা মহীবালি নিমিষেকে যায়।
কোন্ দেশে যাব আমি না দেখি উপায়॥
যে দেশে যাইব আমি তথা বালি যাবে।
মুহূর্ত্তেকে দেখা পেলে তখনি মারিবে॥
বালিসম বীর নাই এ তিনভুবনে।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালেতে ফিরি সে কারণে॥
একদিন একস্থানে না থাকি কোথায়।
বড় ভয় বালিরাজা যদি দেখা পায়॥
দেখা পেলে প্রাণে মারে বড়ই নিষ্ঠুর।
সে কারণে পলাইয়া ভ্রমি বহু দূর॥
সাগর পর্ব্বত নদী দেশ দেশান্তর।
সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি আমি নিরন্তর॥
স্থাবরজঙ্গম আদি এ তিনসংসার।
প্রতি স্থানে ভ্রমণ করি হে শতবার॥
সে কারণে জানি, মিত্র, সকল বৃত্তান্ত।
যেখানে যেখানে আছে পৃথিবীর অন্ত॥
পূর্ব্ব কথা কহিলাম তোমার গোচরে।
সর্ব্বতত্ত্ব জানিলাম সে বালির ডরে॥
কহিল ঋষ্যমূকের কথা হনূমান।
সে কারণে করিলাম হেথা অবস্থান॥
পঞ্চপাত্র ভ্রমিতাম হৈয়া সঙ্কুচিত।
তোমার প্রসাদে এবে রাজ্যেতে পূজিত॥
এইরূপে দুইমিত্রে প্রত্যহ সম্ভাষ।
হইতে হইতে প্রায় পূর্ণ একমাস॥
একদিন পূর্ব্বদিক্ হইতে সুমতি।
উপস্থিত হইল বিনোদ সেনাপতি॥
না শুনি সীতার বার্ত্তা আর্ত্ত রঘুবীর।
আইল পশ্চিম দেখি সুষেণ সুধীর॥
পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব তিন দিক দেখে।
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে॥
নানা গিরি চাহিনু খুঁজিনু বহু দেশ।
কোন দেশে না পাইনু সীতার উদ্দেশ॥

রঘুনাথ হইলেন শুনিয়া মূর্চ্ছিত।
তাঁহারে প্রবোধ দেয় সুগ্রীব সুহৃৎ॥
দক্ষিণদিকেতে, প্রভু, রাবণের ঘর।
সেদিকে গিয়াছে যত প্রধান বানর॥
অঙ্গদ গিয়াছে আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
কার্য্যসম্পাদক সঙ্গে বীর হনূমান॥
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনূমান।
অবশ্য সাধিবে কার্য্য কিছু নহে আন॥
তব কার্য্যে হনূমান বড়ই তৎপর॥
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর॥
বুদ্ধিতে পণ্ডিত হনূমান মহাশয়।
হনূমান পাবে সীতা না করিও ভয়॥
স্থির হইলেন রাম রাজার আশ্বাসে।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।



রামনামকীর্ত্তন

রামনাম বল, ভাই, মুখে বার বার।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাই আর॥
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধফল পাবে রামায়ণ শুনে॥
এমত রামের গুণ কে দিবে তুলনা।
পাদস্পর্শে শিলা নর নৌকা হয় সোণা॥
পার কর, রামচন্দ্র, পার কর মোরে।
দীন দেখি নৌকা, রাম, লয়ে গেলে দূরে॥
যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে।
কড়ি বিনা পার করে তারে বলি নেয়ে॥
দানব্রত পূজাজপ যেই নাহি করে।
তবে জানি তব গুণ সেই যদি তরে॥
যোগযাগ তন্ত্রমন্ত্র যেই জন জানে।
তারে কি তরাবে রাম তরে নিজ গুণে॥
মোর সনে কড়ি নাই পার হব কিসে।
কর বা না কর পার কূলে আছি বসে॥
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে॥
আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু আপনি সে গড়।
সর্প হৈয়া দংশ তুমি ওঝা হৈয়া ঝাড়॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিবে॥
সাধুজনে তরাইতে সর্ব্বদেব পারে।
অসাধু তরান যিনি ঠাকুর বলি তারে॥
অহল্যা পাষাণ হৈয়া ছিল দৈববশে।
মুক্তিপদ পাইল তব চরণপরশে॥
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি।
তরাবারে দুটি পদ করেছ তরণী॥
তুমি যদি ছাড় মোরে আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব॥
রামনদী বয়ে যায় দেখহ নয়নে।
তাহে গিয়া স্নান কর কূলে বসি কেনে॥
সে নদীর মধ্যে নাই কুম্ভীর-হাঙ্গার।
ঝড়বৃষ্টি না পাইবে তাহার উপর॥
পিও স্বচ্ছ সুশীতল সুমধুর জল।
কোথায় চলিয়া যাবে অন্তরের মল॥
যতই করিবে পান না মিটিবে আশা।
জল পিতে পুনঃ পুনঃ বাড়িবে পিপাসা॥
বারেক যাইলে রাম নদীর ওপার।
এপারে আসিতে নাহি হয় পুনর্ব্বার॥
শুনরে, পামর লোক, পার হবি যদি।
পিও রামনামামৃত বয়ে যায় নদী॥
মৃত্যুকালে বারেক যে রাম বলি ডাকে।
স্বর্গে যায় সেই যম দাঁড়াইয়া দেখে॥
এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
হেলায় তরিয়ে যাবে মুখে বল হরি॥



দক্ষিণ পাতালে সীতার অন্বেষণে বানরগণের পাতালে প্রবেশ

তিনদিকে বিফল হইল অন্বেষণ।
দক্ষিণদিকের কথা শুনহ এখন॥
দক্ষিণেতে যত ঠাঠ করিল প্রয়াস।
বিন্ধ্যাগিরি অন্বেষিতে গেল একমাস॥
মাসেকের অধিক হইলে লাগে ডর।
জীবনের আশা ছাড়ে সকল বানর॥
বিষম দণ্ডকবন নাহিক উদ্দেশ।
তাহাতে বানরসৈন্য করিল প্রবেশ॥
পূর্ব্বে তথা ছিল এক ব্রাহ্মণতনয়।
দশবর্ষবয়স্ক সুন্দর অতিশয়॥
ওই বনে বনজন্তু তাহারে মারিল।
পুত্রশোকে ব্রাহ্মণ বনেরে শাপ দিল॥

তদবধি ফলজল নাহিক প্রচার।
কোন জীবজন্তু তথা নাহিক সঞ্চার॥
হেন বনে বানরেরা করিল প্রবেশ।
তথা না পাইল তারা সীতার উদ্দেশ॥
অন্য বন দেখিলেক তাহারা সম্মুখে।
জানকীর অন্বেষণে সেই বনে ঢুকে॥
সকল বানর গেল বনের ভিতর।
দেখে এক রাক্ষস দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
ধাইয়া আইল সে বানর খাইবারে।
রুষিয়া অঙ্গদ বীর যুঝিতে হুঁকারে॥
আয় বেটা বুঝি তুই লঙ্কার রাবণ।
আমরা ভ্রমিয়া করি তোর অন্বেষণ॥
অঙ্গদে রাক্ষসে লাগি গেল হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি এড়িয়া উভয়ে জড়াজড়ি॥
কেহ কারে নাহি জিনে উভয়ে সোসর
আঁচড়ে কামড়ে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
ক্ষণে হেঁটে অঙ্গদ সে ক্ষণেক উপরে।
টলমল করে ক্ষিতি উভয়ের ভরে॥
অঙ্গদ মুকুটি মারে রাক্ষসের বুকে।
অচেতন হইল সে রক্ত উঠে মুখে॥
রাক্ষসেরে মারিয়া রহিল সেই বনে।
কিন্তু সীতা না পাইয়া সবে দুঃখী মনে॥
বিষাদেতে কপি সব বৈসে গাছতলে।
অঙ্গদ উঠিয়া সব বানরেরে বলে॥
আইলাম জানকীর জানিতে বিশেষ
হইল মাসের ঊর্দ্ধ না যাইব দেশ॥
সীতা না দেখিয়া যাব সুগ্রীবের পাশ।
জীবনের আশা নাই অবশ্য বিনাশ॥
অঙ্গদের বাক্যে সবে হয়ে একমতি।
বন ডাল উখটিল করি পাতি পাতি॥
না পাইয়া অঙ্গদ কহিল খেদকথা।
দেখিলাম সর্ব্ব বন আর পাব কোথা॥
সত্য করেছেন মোর খুড়া মহাশয়।
সীতা উদ্ধারিব আমি কহিনু নিশ্চয়॥
চারিদিকে বীরগণ গেছে দূরদেশে।
দেখ দেখি কোন বীর কি করিয়া আসে॥
যে হউক সে হউক ভাবি আপন কল্যাণ।
সমস্ত দক্ষিণ দেখি যাব রামস্থান॥
সীতা না পাইলে হবে সবার মরণ।
আগে মরিবেন রাম শেষে অন্যজন॥

তারপর লক্ষ্মণ মরিবে তাঁর শোকে।
অনন্তর সুগ্রীব যাইবে যমলোকে॥
চাহিতে চাহিতে দেখে এক গোটা বিল।
জল নাই পক্ষী তথা করে কিলকিল॥
খালজোল না দেখি নিকটে নাহি জল।
নানা পক্ষীকলরব শুনি যে কেবল॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
জল নাই শব্দ শুনি কিসের কারণে॥
কেহ বলে দেখ দেখি হয় কি কারণ।
দাণ্ডাইয়া ভাবে তথা সব কপিগণ॥
গড় গাছ আছে এক সে বিলের পাড়ে।
লাফ দিয়া কপিগণ সেই গাছে চড়ে॥
চারিদিকে চাহে নাহি হয় দরশন।
শাখায় শাখায় ফিরে শাখামৃগগণ॥
গাছে থাকি দেখে তারা সুড়ঙ্গের দ্বার।
চন্দ্রসূর্য্যদীপ্তি নাই মহা অন্ধকার॥
সুড়ঙ্গ দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
যাইব ইহার মধ্যে আমরা কেমনে॥
যাহা হয় হউক সাহসে করি ভর।
সকল বানর যায় সুড়ঙ্গভিতর॥
হাতাহাতি করি যায় সকল বানর।
যাইতে যাইতে যুক্তি করিল বিস্তর॥
দৈবে যদি হয় আমা সবার মরণ।
বুঝিব ইহার মর্ম্ম জানিব কারণ॥
সুড়ঙ্গে প্রবেশি এই করেন বিচার।
সুড়ঙ্গে চলিল সবে মহা অন্ধকার॥
অন্ধলোক যায় যেন হাতে করি লড়ি।
হুড়াহুড়ি করে কেহ কারো গায় পড়ি॥
হাতাহাতি যায় সবে না পায় সঞ্চার।
সকল বানর তবে ভাবিল অসার॥
দেখিতে না পাই কিছু যাইব কেমনে।
ফিরে চল উঠি গিয়া মরি কি কারণে॥
কেহ বলে নামিয়াছি যা হবার হবে।
এসেছ সুড়ঙ্গপথে কেন ফিরে যাবে॥
অন্ধকারে চলি যায় নাহি দেখে বাট।
পিপাসায় সকলের গলা হৈল কাঠ॥
অন্ধকারে যায় সবে আগে হনুমান।
হাতে লড়ি করি যেন লয়ে যায় কাণ॥
আগে হনুমান বীর চলিল সাহসে।
অন্ধলোক চলে যেন পরে আশেপাশে॥

বীরগণ বলে শুন পবননন্দন।
প্রকাশ হইবে গেলে কতেক যোজন॥
আর কত পথ গেলে পাইব প্রকাশ।
হনুমান কহে কেহ না করিহ ত্রাস॥
আমি সঙ্গে যাব তবে বিষম কি আছে।
যতেক বানরগণ আইস মোর পাছে॥
যোজক সাতেক গেলে তবে হই পার।
গৃহ এক আছে তথা অদ্ভুত আকার॥
হনুমানবাক্যেতে সাহসে করি ভর।
ধীরে ধীরে চলে তথা সকল বানর॥
মহাবীর হনুমান বুদ্ধে বৃহস্পতি।
সবারে করিল পার করি হাতাহাতি॥
ধর্ম্মে ধর্ম্মে সকলে সঙ্কটে হয়ে পার।
দেখিতে পাইল গৃহ অদ্ভুত আকার॥
স্বর্ণের প্রাচীর তার স্বর্ণময় গাছ।
স্বর্ণপদ্ম জলে দেখে স্বর্ণময় মাছ॥
পুরীখান দেখিল সকল স্বর্ণময়।
দেখিয়া বানরগণ মানিল বিস্ময়॥
অপূর্ব পুরীর শোভা স্বর্গ সবিশেষ।
সবে বলে, হনুমান, এই কোন্ দেশ॥
নানা ফুলফল দেখি সুগন্ধ বাতাস।
ক্ষুধাতুর সকলে খাইতে করি আশ॥
অন্নজল পেটে নাই ক্ষুধায় পীড়িত।
ফলফুল দেখি মনে বড় হরষিত॥
পুরীর ভিতরে এক কন্যামাত্র আছে।
সকল বানর গেল সে কন্যার কাছে॥
ত্রিশত প্রকোষ্ঠে গেল ভিতর-আবাস।
কন্যার রূপেতে করে জগৎ প্রকাশ॥
সুন্দরী সে কন্যা বুঝি হরের ঘরণী।
রম্ভাতিলোত্তমা কিম্বা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
শোভিত যুগল ভুরু যেন কামধনু।
কপালে সিন্দূরফোঁটা প্রভাতের ভানু॥
চন্দন চন্দ্রিমা"কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভ্রূযুগল উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু॥
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভা করে অতি।
অলকাতিলকারেখা অর্দ্ধ অর্দ্ধ পাঁতি॥
রতনরঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস জিনি গতি নূপুরের রব॥
করে শঙ্খকঙ্কণ কিঙ্কিণী কটিমাঝে।
রতননূপুর পায় রুণুঝুনু বাজে॥
পৃষ্ঠে লোটে স্পষ্টরূপে প্রবালের ঝাঁপা।
গৌর গায় গর্ব্ব হরে গন্ধরাজ-চাঁপা॥
ছড়া ছড়া বাজুবন্দ শঙ্খের উপর।
যেখানে যে শোভা করে পরেছে বিস্তর॥
দুই পায়ে শোভিত পরেছে গোটা মল।
ব্রহ্মচারী আদি লোক দেখিয়া পাগল॥
পুরীর ভিতরে কন্যা আছে একেশ্বরী।
কন্যারূপে আলো করে রসাতলপুরী॥
তাহারা সকলে বন্দে কন্যার চরণ।
যোড় হাতে বলে বীর পবননন্দন।
আমরা বানরজাতি বনে করি বাসা।
ক্ষুধায় না দেখি পথ লাগিয়াছে দিশা॥
রাজভয়ে গণিয়াছি জীবন অসার।
খাল জোল বন আদি চাহিনু সংসার॥
দুর্জ্জয় পাতালেতে আমরা সবে আসি।
তোমা দেখি বাঁচিলাম মনে হেন বাসি॥
হইলাম বড় তুষ্ট তোমারে দেখিয়া।
পরিচয় দেহ, কন্যে, তুমি কার প্রিয়া॥
বড়ই কাতর মোরা হয়েছি এখন।
পরিচয় দেহ, কন্যা, তুমি কোন্ জন॥
কাহার বসতি ঘর কার সরোবর।
কৃপা করি কহ, কন্যে, শুনি অবান্তর॥
অপূর্ব্ব পুরীর শোভা দিব্যসরোবর।
কার পুরী আইলাম বড় বাসি ডর॥
কন্যা বলে শুন বীর মম পরিচয়।
সুমেরু পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মম পিতা হয়॥
সম্ভবা আমার নাম হেমা মোর সখী।
হেমার বচনে আমি এই পুরী রাখি॥
এই আবাসের রক্ষা আছে মম করে।
আমা অগোচরে কেহ আসিতে না পারে॥
ময়নামে দানবের রচিত আবাস।
হেমাসহ ময় করে এ স্থানে বিলাস॥
নৃত্যেতে নর্ত্তকী হেমা গানেতে গায়না।
রূপে গুণে বেশে হেমা ত্রিভুবন জিনি॥
রূপে ময়দানবেরে মুগ্ধ করে হেমা।
অবিরত বিলাসেতে তার নাহি ক্ষমা॥
সম্প্রতি কলহ করি হেমা গেছে ছেড়ে।
দানব গিয়াছে তারে ধরিবার তরে।
যেখানে পাইবে তারে আনিবে ধরিয়া।
এই বেলা পলাও হে সেই পথ দিয়া॥

বড়ই দুরন্ত সে দানব দুষ্টজন।
এখান হইতে যাহ সব কপিগণ॥
কোন্ জন হইতে পাইলে উপদেশ।
দুর্জ্জয় পাতালে কেন করিলা প্রবেশ॥
শীঘ্র যাহ বিলম্ব কি হেতু কর আর।
দানব আইলে কারো নাহিক নিস্তার॥
হনুমান বলে, কন্যা, শুন বিবরণ।
আমরা রামের দূত সব কপিগণ॥
রামচন্দ্র দশরথরাজার কুমার।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার॥
আইলেন পিতৃসত্য পালিতে কানন।
তাঁর সঙ্গে আইলেন অনুজ লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম রমণী সীতা পরমাসুন্দরী।
স্বভাবতঃ সতত রামের সহচরী॥
বনে বাস করিতেছিলেন তিনজন।
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ।
সীতার বিরহে রাম হইয়া কাতর।
বনে বনে ভ্রমণ করেন নিরন্তর॥
দৈবযোগে সুগ্রীবের সহিত মিলন।
হইলেক উভয়ের সখ্যসংগঠন॥
বালি বধি রাজ্য রাম দিলেন সুগ্রীবে।
সুগ্রীব করিল সত্য সীতা উদ্ধারিবে॥
সুগ্রীবের আদেশে বেড়াই নানা দেশ।
অদ্যাপি না পাইলাম সীতার উদ্দেশ॥
মাসেকের তরে রাজা দিলেন সময়।
মাসের অধিক হৈল বাসি বড় ভয়॥
গাছ হইতে দেখিয়া আমরা সকল।
আইলাম জলের উদ্দেশে এই স্থল॥
মুখে কথা কহে তারা ফলপানে চায়।
মনে তোলাপাড়া করে কন্যারে ডরায়॥
বানর দেখিয়া ফল হইল বিকল।
সাধ হয় পেড়ে খায় কাঁচা পাকা ফল॥
বানরের ইচ্ছা বুঝি কন্যা মনে গণে।
ফল খাইবারে কন্যা বলিল আপনে॥
বড়ই ক্ষুধার্ত্ত দেখি হইল মমতা।
কন্যা বলে ফল খাও দিলাম সর্ব্বথা॥
ইচ্ছামত ফল খাও যত আসে মনে।
শুনি হরষিত হৈল যত কপিগণে॥
একে চায় আর আজ্ঞা পাইল বানর।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া গাছের উপর॥
দুই হাতে ফল খায় ভাঙ্গে আর ডাল।
মধুগন্ধে পাতা খায় পূর্ণ করি গাল॥
পক্কতাল লইয়া বসিল শাখা 'পরে।
ক্ষুধায় কাতর খায় যত পেটে ধরে॥
কতগুলা পাকা তাল নিঙ্গাড়িয়া খায়।
আধখাওয়া করি কত টানিয়া ফেলায়॥
কত বা কামড়ে খায় কত ফল চুষি।
উদর পূরিল রসে মনে মনে খুসী॥
ফলফুল খাইয়া করিল মাথা হেঁট।
নড়িতে চড়িতে নাড়ে লাউ হৈল পেট॥
করিয়া বানরগণ উদরপূরণ।
নিবেদন করে বন্দি কন্যার চরণ॥
তোমার প্রসাদেতে খণ্ডিল সব ক্লেশ।
কোন্ পথে বাহিরিব কহ উপদেশ॥
যাবৎ এখানে, কন্যে, দানব না আসে।
তাবৎ বাহির হৈয়া যাই অন্য দেশে॥
বড় ভয় হয়, কন্যে, দানবের তরে।
ত্বরায় বাহির কর সকল বানরে॥
পথ দেখাইতে কন্যা আপনি চলিল।
সকল বানর তার পাছে গোড়াইল॥
পলায় বানরগণ পাছুপানে চায়।
দানব আসিয়া পাছে পশ্চাতে খেদায়॥
পরাণে মারিবে সবে কার নাহি রক্ষা।
উপায় কেবল দেখি এ কন্যা স্বপক্ষা॥
সুড়ঙ্গের দ্বারে কন্যা হইয়া বাহির।
দেখায় বানরপ্রতি সাগর গভীর॥
এই জল দেখ সবে সাগর দক্ষিণ।
বিন্ধ্যাদ্রি মলয় গিরি দেখহ প্রবীণ॥
শ্রীরামের আগে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥
অসীম রামের গুণ কি বলিতে জানি॥
মরামন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি॥
তারকব্রহ্ম রামনাম অনন্তমহিমা।
চারিবেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা॥
চণ্ডালে করিল দয়া বড়ই করুণ।
পাষাণে নিশান দেখ যত তাঁর গুণ॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ॥



সীতা-অন্বেষণে বানরগণের যুক্তিতর্ক

পাতাল হইতে উঠি সকল বানর।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদগোচর॥
পাতালে প্রবেশি মোরা সকল বানর।
কোথাও না দেখিলাম সীতা-লঙ্কেশ্বর॥
বলেন অঙ্গদ বীর, হে বানরগণ।
সাবধান হৈয়া শুন আমার বচন॥
সীতাবার্ত্তা জানিতে হইল একমাস।
মাসের অধিক হইলে সবার বিনাশ॥
অন্যের যে হউক মম সংশয় জীবন।
সুগ্রীব মারিতে মোরে করিয়াছে পণ॥
পিতারে মারিতে যার না হয় মমতা।
পুত্রের মারিবে সে যে কি অধিক কথা॥
দক্ষিণ হস্তেতে রাম অগ্নি সাক্ষী করে।
যত হিত করিলেন সকল পাসরে॥
আমি যুবরাজ নহি পিতাবিদ্যমানে।
সে পদ দিলেন রাম আমারে বিধানে॥
খুড়ার গণনে নহে আমার সম্বন্ধ।
আমাকে মারিতে খুড়া করেন প্রবন্ধ॥
আমারে মারিবে খুড়া না হয় খণ্ডন।
আমার নিস্তার নাই শুন কপিগণ॥
যোড়হাতে কপিগণ কহিছে কাহিনী।
জীবনের আশা নাই ত্যজিব পরাণী॥
তাবক বানর ছিল বুদ্ধে বৃহস্পতি।
অঙ্গদেরে বুঝায় সে উত্তম প্রকৃতি॥
সুগ্রীবের ভয়হেতু না যাইব দেশ।
সকলে পাতালে গিয়া করিব প্রবেশ॥
রাজযোগ্য আছে তথা সোণার আবাস।
পরম আনন্দে তথা করিব নিবাস॥
ফুলফল পাব তথা জল সুবাসিত।
সুগ্রীবের ভয় তুমি না কর কিঞ্চিত॥
কি করিবে সুগ্রীব সে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
কোন ভয় না করিহ শুন মিত্রগণ॥
নিশ্চিন্তে থাকিব গিয়া পাতালভুবনে।
কি করে সুগ্রীব রাজা শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
তারকের বাক্যে সবে দিল অনুমতি।
মনে মনে হনূমান করেন যুকতি॥
প্রমাদ গণিয়া ভাবে হনূমান বীর।
আপনার মনে বুদ্ধি করিলেন স্থির॥
মোর বিদ্যমানে রামকার্য্য হয় হানি।
সভার মধ্যেতে হনূমান কহে বাণী॥
হনূমান বলেন, অঙ্গদ যুবরাজ॥
এক কার্য্যে আসি তুমি কর অন্য কাজ॥
কোন্ যুক্তি কর তুমি লয়ে কপিগণ।
তোমার উচিত নহে এসব কথন॥
পলাইয়া যাবে তুমি পাতালভুবনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না ভাবিলে কেন মনে॥
পলাইবা কোথায় সুগ্রীব সব জানে।
পলাইয়া বাঁচিতে নারিবে কোনখানে॥
উচিত বলিতে তোমা আমার কি ডর।
তোমার সহিত কেবা পলাবে বানর॥
স্ত্রীপুত্র লইয়া করে কিষ্কিন্ধ্যায় বাস।
তোমা লাগি কে ছাড়িবে স্ত্রীপুত্রের আশ॥
তোমাহেতু স্ত্রীপুত্র ছাড়িবে কোন্ জন।
একাকী কেবল তুমি ফের বনে বন॥
মনে কর পলাইয়া পাব অব্যাহতি।
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি॥
তোমার বাপেরে রাম মারে একবাণে।
তাঁর হাত ছাড়াইবা গিয়া কোন্‌খানে॥
সুগ্রীব বলেন যদি শ্রীরামের প্রতি।
পাতালে বসিয়া তুমি না পাবে নিষ্কৃতি॥
নির্ভয়ে কেমনে তুমি পাইবা উদ্ধার।
রামবাণে মুক্ত হবে সুড়ঙ্গের দ্বার॥
বিষ্ণু-অবতার রাম জগতে পূজিত।
তোমার এমন যুক্তি না হয় উচিত॥
নির্ব্বুদ্ধি তোমারে বলি শুন যুবরাজ।
বীর হয়ে পলাইবা মুখে নাহি লাজ॥
যত দূর যাবে তার চৌটি নাহি আসি।
গৃহপাছু যুক্তি কর ভাল নাহি বাসি॥
সর্ব্বদেশ দেখি যদি না পাই দর্শন।
সুগ্রীবের ঠাঁই গিয়া লইব শরণ॥
ধার্ম্মিক সুগ্রীব রাজা ধর্ম্মের চরিত।
দোষগুণ বুঝিয়া সে করিবে উচিত॥
ভয় করি পলাইলে বড় হবে রোষ।
হইলে শরণাপন্ন রামের সন্তোষ॥
যে দেশ বলিল রাজা যাইব সে দেশে।
তারপর যে হবার হইবেক শেষে॥
তোমারে প্রধান করি সে সুগ্রীব বৈসে।
তোর মার প্রসাদে অঙ্গদ ভয় কিসে॥

কুপিল অঙ্গদ হনুমানের বচনে।
লজ্জা দিল হনুমান সবাবিদ্যমানে॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতৃরমণী রাজার বিবাহিতা।
শাস্ত্রমত জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠের পিতা॥
ইতর পুরুষ পিতা পুত্রে হেন গণি।
অপরঞ্চ পরজায়া যেমন জননী॥
জ্যেষ্ঠভাইসম পিতা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
তার পত্নী কেবল মায়ের তুল্য হয়॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া হরে কিসের বাখান।
জানিতে সীতার বার্ত্তা পাঠায় কুস্থান॥
কার্য্য না করিলে রাম হইবেন দুঃখী।
সর্ব্বদা আমার মৃত্যু হনুমান দেখি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম তার দেখি বীর হনুমান।
কোন কার্য্যে ভাল নহে সুগ্রীবের জ্ঞান॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ কার্য্য করিলেন যত।
চোরাযুদ্ধে আমার পিতারে করে হত॥
সম্মুখসমর যদি করিতেন পিতা।
কে কেমন বীর তাহা তবে ত জানিতা॥
রাম কেন না বলিল আমার বাপেরে।
গলে ধরি আনিতেন রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
যেখানে থাকিত সীতা আনিত রাবণ।
তবে কেন সীতা লাগি দুঃখী কপিগণ।
তুমি কিবা নাহি জান বীর হনুমান।
পিতা চারিসাগরে করেন সন্ধ্যাস্নান॥
দিগ্বিজয় করিয়া সে বেড়াত রাবণ।
পিতারে জিনিতে এল কিষ্কিন্ধ্যাভুবন।
রাবণ দেখিল মোর বাপ নাই ঘরে।
আহ্নিক করেন তিনি সাগরের তীরে॥
পাছু-বাটে রাবণ ধরিল মোর বাপে।
সাপটিয়া ধরিল সে অতুল প্রতাপে।
ধ্যানভঙ্গ না হইল লেজেতে বান্ধিয়া।
সাগরেতে রাবণে ফেলান ডুবাইয়া॥
দীঘল পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ।
রাবণে তোলেন পিতা উপর আকাশ॥
বারেক আকাশে তুলি পুনঃ ডুবান নীরে
নাকানি চুবানি খাইয়া বেটা শেষে মরে॥
চারিসাগরের তপ হয় অবশেষ।
সন্ধ্যাকালে মম পিতা আইলেন দেশ॥
রাবণের দশ মাথা করে নড়বড়।
কিষ্কিন্ধ্যায় আসি বেটা দাঁতে করে খড়॥
দয়া করি মোর বাপ ছাড়েন তাহারে।
লঙ্কায় পলায়ে গেল রাবণ সে পরে॥
সে রাবণ আসিয়া সীতারে করে চুরি।
ইহারি কারণে মোরা আজ সবে মরি॥
যদি রাম লইতেন পিতার শরণ।
কোন্ ছার পিতার সে পাপিষ্ঠ রাবণ॥
পিতাকে মারিয়া রাম করিল কুকর্ম্ম।
রাজা হৈয়া করিলেন সম্পূর্ণ অধর্ম্ম॥
আপন অধর্ম্মে রাম এত দুঃখ পান।
ধর্ম্মমত ভাব তুমি বীর হনুমান॥
কার্য্য না করিলে রাম হইবেন দুঃখী।
সব কার্য্যে, হনুমান, মোর মৃত্যু দেখি॥
সুগ্রীবের হবে যশ আমার মরণ।
সীতা না পাইলে আমি ত্যজিব জীবন॥
হনুমান বলে যত বল কিছু মিথ্যা নয়।
জ্যেষ্ঠের রমণী হৈলে মাতৃতুল্য হয়॥
আমরা বানরপশু ইহা নাহি ধরি।
যে শাস্ত্র কহিলা তাহা শুধু মনুষ্যেরি॥
যত দেশ বলে রাজা খুঁজি একবার।
পশ্চাতে করিব আমি ইহার বিচার॥
রামনামস্মরণেতে পাপের বিনাশ।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



বানরগণের প্রায়োপবেশন

এতেক বলিল যত বীর হনুমান।
পুনশ্চ অঙ্গদ বলে সবাবিদ্যমান॥
পুনঃপুনঃ বল তুমি পবননন্দন।
যে বল সে বল মোর অবশ্য মরণ॥
শ্রীরাম সুগ্রীব এরা কভু নহে ভাল।
নিশ্চয় জানিহ অঙ্গদের প্রাণ গেল॥
জ্যেষ্ঠভাই পিতৃসম মারিল হেলায়।
তার পুত্রে মারিবে সুগ্রীবে নহে দায়॥
নমস্কার জানাইও মায়ের চরণে।
প্রাণ ছাড়িবেন মাতা আমার মরণে॥
দোসর বানরগণ পরস্পর বন্দে।
অঙ্গদে বেড়িয়া সব বানরেরা কান্দে॥
অঙ্গদ কুমার বই আর নাহি গতি।
মরিব অঙ্গদসঙ্গে করিল যুকতি॥

সকল বানর যুক্তি এই করি সার।
জীবনের আশা ছাড়ি ত্যজিল আহার॥
স্নান করি কপিগণ বৈসে পূর্ব্বমুখে।
উপবাস করিয়া রহিল মনোতুঃখে॥
মরিবারে বানর করিল উপবাস।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



সম্পাতির সহিত পরিচয়

গরুড়ের সন্তান বিখ্যাত পক্ষিজাতি।
বৈসে বিন্ধ্য পর্ব্বতের শিখরে সম্পাতি॥
বানরকটক মাথা তুলি উর্দ্ধে দেখে।
অনুমান করে এই খাইবে সবাকে॥
অঙ্গদ উঠিয়া বলে শুন হনূমান।
আমার বচন তুমি কর অবধান॥
সীতার উদ্দেশে আইলাম সর্ব্বজন।
সীতা লাগি হারাইব বিদেশে জীবন॥
কোন্ জন না করিল শ্রীরামের কাজ।
সীতা লাগি মরিল জটায়ু পক্ষিরাজ॥
প্রাণ দিল পক্ষিরাজ করিয়া সমর।
অনায়াসে স্বর্গে গেল গরুড়কোঙর॥
রামবনবাসহেতু সীতার হরণ।
সীতা লাগি বিদেশেতে মরে কপিগণ॥
সম্পাতি বলয়ে কে জটায়ুমৃত্যু কহে।
সোদরের মৃত্যু শুনি মম প্রাণ দহে॥
বিধির বিপাকে পাখা পুড়িয়া বিনাশ।
উড়িয়া যাইতে নারি তোমাদের পাশ॥
তোমাদের মুখে শুনি জটায়ুবিনাশ।
আজি শোকে হইলাম নিতান্ত নিরাশ॥
কপিগণ বলে পক্ষী বড়ই সিয়ান।
নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরাণ॥
নড়িতে চড়িতে নারে জরাতে তুর্ব্বল।
সম্মুখে পাইলে গিলিবেক করি ছল॥
হনূমান বলে, ভাই, অবশ্য মরণ।
এ বৃদ্ধ পক্ষীকে আমি জিজ্ঞাসি কারণ॥
হনুর বচনে সবে দিল অনুমতি।
আনিলেন ধরাধরি করিয়া সম্পাতি॥
পক্ষিরাজে বসাইল বানরসমাজ।
যোড়হাতে কহিল অঙ্গদ যুবরাজ॥

বালিসুগ্রীবেরে জান তুই সহোদর।
কতকাল কোন্দল করিল পরস্পর॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আইল বন।
সঙ্গে গোড়াইল তাঁর জানকীলক্ষ্মণ॥
সীতাসহ তুই ভাই ভ্রমে বনে বন।
শূন্যঘর পেয়ে সীতা হরিল রাবণ॥
সীতা লাগি ভ্রমেণ যে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
পথে সুগ্রীবের সঙ্গে হইল মিলন॥
সুগ্রীবেরে দিলেন আপন পরিচয়।
আপন তুঃখের কথা তুইজনে কয়॥
অগ্নি সাক্ষী করি তুইজনে সত্য করে।
পরস্পর উপকার করে পরস্পরে॥
তুইজনে সত্যে বদ্ধ হইল মিলন।
সেই হেতু করি মোরা সীতাঅন্বেষণ॥
রাম সত্য পালেন মারিয়া মোর বাপে।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দেন তুর্জ্জয়প্রতাপে॥
পিতা মরিলেন মনে হইলাম তুঃখী।
বনে বনে ভ্রমি আমি দেখ তার সাক্ষী॥
বানর আইল যত ছিল দেশে দেশে।
রামকার্য্য সাধিবারে সুগ্রীব-আদেশে॥
এক মাস নিয়ম করিল মহাশয়।
মাসেকের বাড়া হৈল না জানি কি হয়॥
পরিচয় দিলাম আমরা কপিগণ।
এখন শুনহ জটায়ুর বিবরণ॥
জটায়ু পক্ষীর শুন মরণের কথা।
রাবণ হরিয়া নিল শ্রীরামের সীতা॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়নন্দন।
পর্ব্বত হইতে শুনে সীতার ক্রন্দন॥
হাত পা আছড়ে সীতা রথের উপরে।
শ্রীরামলক্ষ্মণ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
পক্ষী বলে এই বেটা লঙ্কার রাবণ।
সীতারে হরণ করি করিছে গমন॥
অনেক কালের পক্ষী হইয়াছে জরা।
তুই পাখা মেলিয়া পোহায় তথা খরা॥
সীতার ক্রন্দন পক্ষী তথা হৈতে শুনি।
ভাবিতে লাগিল সে প্রমাদ মনে গণি॥
আকাশে উড়িয়া পক্ষী চারিদিকে চায়।
রাবণের রথে সীতা দেখিবারে পায়॥
জটায়ু বলেন সীতা এসেছেন বনে।
সেই সীতা লয়ে যায় পাপিষ্ঠ রাবণে॥

দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি পাড়ে মারে পাখসাট ॥
আকাশে উড়িয়া দেখে রাম বহুদূর।
আঁচড়কামড়ে তার রথ কৈল চুর ॥
রাবণ মারিল তারে ঘন ঘন শর।
জটায়ুশরীর সেই করিল জর্জ্জর ॥
রামের অপেক্ষা করি যুঝিল বিস্তর।
তথাপি না আইলেন তথা রঘুবর ॥
বৃদ্ধকালে জটায়ুর টুটিয়াছে বল।
দুই পাখা কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল ॥
আসিয়া করেন রাম তার অগ্নিকাজ।
রামদরশনে মুক্ত হৈল পক্ষিরাজ ॥
কহিলাম জটায়ুর মৃত্যুর কাহিনী।
কহ শুনি জটায়ুর কে হও আপনি ॥
সম্পাতি শুনিয়া জটায়ুর বিবরণ।
'ভাই ভাই' করিয়া কান্দিল বহুক্ষণ ॥
আমার ভাইকে মারি বেটা থাকে সুখে।
পাখা নাই কি করিব মরি মনোদুঃখে ॥
যৌবনে যখন ছিল পাখা সে আমার।
শুনহ বানরগণ বলি সারোদ্ধার ॥
জটায়ু সম্পাতি এই দুই সহোদর।
বলে মহাবলী মোরা গরুড়কোঙর ॥
দুই ভাই প্রতিজ্ঞা যে করিলাম এই।
সূর্য্য যে ছুঁইতে পারে বীর বটে সেই ॥
প্রভাত হইল যবে অরুণ-উদয়।
সূর্য্যেরে ধরিতে যাই করিয়া নিশ্চয় ॥
জ্ঞাতিবন্ধু সকলে দেখিয়া সবিস্ময়।
এক লক্ষ যোজন উপরে সূর্য্যোদয় ॥
সে লক্ষ যোজন উড়ি উঠিয়া আকাশে।
দিবাকরে ধরিতে গেলাম তাঁর পাশে ॥
চৌদিকে চাপিয়া উঠে সূর্য্য মহাশয়।
দিক ও বিদিক নাই সব অগ্নিময় ॥
প্রভাত হইতে দুই প্রহর উঠিয়া।
দুই ভাই মরি সূর্য্যতেজেতে পুড়িয়া ॥
তাহাতে জটায়ু ভাই হইল কাতর।
মৃতপ্রায় হেন দেখি ভাই সহোদর ॥
রাখি জটায়ুর পাখা নিজ পাখা দিয়া।
আমার উভয় পাখা গেল ত পুড়িয়া ॥
এ পর্ব্বতে পড়িলাম দৈবের নির্ব্বন্ধ।
এই সে কারণে আমি হইয়াছি বন্ধ ॥

সাত দিন নাহি খাই সলিল-ওদন।
হেনকালে সর্ব্বজ্ঞ আইল একজন ॥
স্নান করে সর্ব্বজ্ঞ সে সরোবরজলে।
সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার চরিছে তার কূলে ॥
পর্ব্বতপ্রমাণ দেখি জন্তু সে সকল।
ধরিয়া খাইব মোর গায়ে নাহি বল ॥
দূরে গিয়া রহিলাম বটবৃক্ষতলে।
সিংহমহিষাদি জন্তু গেল হেনকালে ॥
স্নান করি সে সর্ব্বজ্ঞ সরোবরজলে।
আমার সম্মুখে সে আইল হেনকালে ॥
প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ সেই নিশাকর নাম।
পথে দেখা পাইয়া যে করিনু প্রণাম ॥
ব্যথায় কাতর আমি শব্দ নাহি মুখে।
আমারে কাতর দেখি দ্বিজ ধ্যানে দেখে ॥
সর্ব্বজ্ঞ বলেন পক্ষিরাজ প্রাণ রক্ষ।
পুনর্ব্বার পাবে তুমি আপনার পক্ষ ॥
দশরথ রাজ্য করিবেন বহুদিন।
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাম হবেন প্রবীণ ॥
পিতৃসত্য পালিতে যাবেন তিনি বন ॥
শূন্য ঘরে তাঁর সীতা হরিবে রাবণ ॥
কপিগণ করিবেক সীতার উদ্দেশ।
তাঁদের দর্শনে তব খণ্ডিবেক ক্লেশ ॥
থাক এই পর্ব্বতে তাদের পাবে দেখা।
রামনাম বলিতে উঠিবে দুই পাখা ॥
বিংশতির সমধিক পঞ্চাশ বৎসর।
তবে সে দেখিবে তুমি সকল বানর ॥
এতকাল রাম লাগি আছে হে জীবন।
এতদিনে তব সনে হৈল দরশন ॥
অঙ্গদ বলেন তোমা দেখে পাই ভয়।
সত্য কহ, পক্ষিরাজ, বৃত্তান্ত নিশ্চয় ॥
রাবণের কোন্ দেশ কোথা তার ঘর।
তার দেশে যেতে কত যোজন সাগর ॥
পক্ষিরাজ বলে আমি হই গৃধ্রজাতি।
পূর্ব্বেতে দক্ষিণদিকে ছিল মোর গতি ॥
কহিব শুনিবে যত জানি বিবরণ।
সম্প্রতি জুড়াও কর্ণ কহি রামায়ণ ॥
রামের প্রসঙ্গে পুনঃ হবে পক্ষোদয়।
পক্ষোদয়ে ভক্ষ্যলাভ প্রাণরক্ষা হয় ॥



রামায়ণশ্রবণে সম্পাতির পক্ষলাভ

হনুমান বলে শুন গরুড়নন্দন।
মন দিয়া শুন বলি রামের কথন॥
পূর্ব্বকথা কহি শুন তাহে দেহ মন।
নারদের সঙ্গে যুক্তি কৈল নারায়ণ॥
করিলেন পিতামহ সৃষ্টি বহু ক্লেশে।
ভাবেন সতত লোক ত্রাণ পাবে কিসে॥
যুক্তি করি নারদেরে পাঠান পৃথিবীতে।
দিলেন বিধিকে হরি নারদ সহিতে॥
দুইজন পৃথিবীতে বেড়ান ভ্রমিয়া।
দৈবাৎ নিবিড় বনে উত্তরিল গিয়া॥
বাল্মীকি ছিলেন পূর্ব্বে ব্যাধ-অবতার।
দস্যুবৃত্তি করিতেন অতি দুরাচার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র যার দেখা পায়।
ফাঁসি দিয়া মারে তারে কে কোথা পালায়॥
এইরূপে দস্যুকর্ম্ম করে বনে বন।
নারদের সনে হৈল পথে দরশন॥
ব্রহ্মা ও নারদ তাঁরা যান দুইজনে।
হেনকালে দেখে দস্যু সে দুই ব্রাহ্মণে॥
দস্যু বলে বিপ্র তোরা আর যাবি কোথা।
পড়িলি আমার হাতে কাটা যাবে মাথা॥
নারদ বলেন মোরা তপস্বী ব্রাহ্মণ।
মোদের মারিবে তুমি কিসের কারণ॥
দস্যু বলে নিত্য আমি এই কর্ম্ম করি।
দস্যুকর্ম্ম করিয়া উদর সদা ভরি॥
মাতাপিতা পত্নীপুত্র আছে যত জন।
ইহাতে সবার হয় উদরপূরণ॥
অবিরত দস্যুকর্ম্ম করি আমি খাই।
তেকারণে ফাঁসিহাতে বনেতে বেড়াই॥
কত গণ্ডা জিতেন্দ্রিয় যতি ব্রহ্মচারী।
যাব দেখা পাই তারে সেইক্ষণে মারি॥
নারদ বলেন শুন দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ।
তোমার পাপের ভাগ লয় কোন্ জন॥
পাপভাগী যদি হয় পত্নী পিতা মাতা।
তবে ত মোদেরে বধ করহ সর্ব্বথা॥
জিজ্ঞাসা করহ গিয়া আপনার ঘরে।
তোমার পাপের ভার কাহার উপরে॥
দস্যু বলে শুন বলি তপস্বী ব্রাহ্মণ।
আমি ঘরে গেলে কি পালাবে দুইজন॥
নারদ বলেন রাখ গাছেতে বান্ধিয়া।
পাপভাগী হয় কেবা আইস জানিয়া॥
তবে দস্যু দুইজনে করিল বন্ধন।
গাছেতে বান্ধিয়া ঘরে করিল গমন॥
বাপেরে কহিল তুমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও॥
পিতা বলে যাহা দেও ঘরে বসে খাব।
তুমি পাপ কর তার ভাগ কেন লব॥
যে কোন প্রকারে তুমি করিবে পালন।
পাপভাগ লইতে না পারি কদাচন॥
বাপের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন।
তবে গিয়া করিল সে মায়ে দরশন॥
দস্যু বলে শুন মাতা করি নিবেদন।
মনুষ্য মারিয়া করি উদরভরণ॥
আমি আনি দেই তুমি ঘরে বসি খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও॥
জননী বলিল শুন দুর্ব্বুদ্ধি নন্দন।
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ॥
পুত্র হৈলে করে মাতাপিতার পালন।
গয়াপিণ্ডদান করে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ॥
সুপুত্র হইলে হয় কুলের দীপক।
মাতৃসেবা না করিলে বিষম নরক॥
যাহা যাহা আনি দিবে ঘরে বসে খাব।
তোমার পাপের ভাগ আমি কেন লব॥
যত যত পুত্র জন্মে ভারতমণ্ডলে।
পুত্রপাপ মায়ে লয় কোন্ শাস্ত্রে বলে॥
দশ মাস দশ দিন ধরিনু উদরে।
পুত্র হৈয়া ডুবাইবে নরকভিতরে॥
মায়ের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে বিবরণ॥
দস্যুকর্ম্ম করি আমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি দিতে চাও॥
স্বামীরে বলিছে রামা বিনয় বচন।
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ॥
গৃহস্থের কর্ম্মকার্য্য সকলি করিব।
যথা হৈতে আন তুমি ঘরে বসি খাব॥
নারীর শুনিল যদি এতেক বচন।
পুত্রের নিকটে গিয়া কহিল তখন॥
শুনিয়া বলিল পুত্র পিতার চরণে।
পাতকের ভাগ লব কিসের কারণে॥

আমি উপযুক্ত যবে হইব সংসারে।
শিরে মোট বহি আমি পালিব তোমারে॥
এখন আমার কর ভরণপোষণ।
আমি পুত্র তোমাদের করিব পালন॥
এইমতে জিজ্ঞাসা করিল বারে বার।
পাপভাগ লৈতে কেহ না করে স্বীকার॥
দস্যু বলে তবে আমি কোন্ কর্ম্ম করি।
অধর্ম্ম করিয়া কেন লোকজন মারি॥
মনে মনে দস্যু বড় হইল নিরাশ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধেয়ে গেল তপস্বীর পাশ॥
আস্তে-ব্যস্তে খসাইল মুনির বন্ধন।
প্রমাণ করিয়া বলে বিনয় বচন॥
জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম ঘরে সমাচার।
আমার পাপের ভাগী কেহ নাহি আর॥
কি করিব কোথা যাব উপায় কি হবে।
মুনি বলে তবে কেন মোদেরে বধিবে॥
তোমার পাপের ভাগী কেহ না হইল।
যত পাপ করিলে সে তোমার থাকিল॥
চৌরাশী নরককুণ্ড আছে যমপুরে।
রৌরবনরক আদি সব তব তরে॥
গলায় কাপড় দিয়া যোড় হাত বুকে।
কাতরে কহিল দস্যু মুনির সম্মুখে॥
কৃপা কর, কৃপাময়, ধরি হে চরণ।
কি হবে আমার গতি কহ বিবরণ॥
আর আমি দস্যুকর্ম্ম কভু না করিব।
দাস হয়ে তোমাদের সঙ্গেতে ফিরিব॥
তাহারে কহেন দয়াশীল মহামুনি।
সরোবরে স্নান করি আইস এখনি॥
তোমার নিমিত্তে এক করিব উপায়।
যাহাতে হইবে মুক্তি পাপ দূরে যায়॥
আস্তে-ব্যস্তে গেল দস্যু সরোবরতীরে।
পাপী দেখি উড়িল সলিল সরোবরে॥
স্নান করিবারে জল যদি না পাইল।
আর বার দস্যু সে মুনির কাছে গেল॥
যোড়হাত করিয়া বলিল হে গোসাঁই।
করিতে গেলাম স্নান জল নাহি পাই॥
আমাকে আসিতে দেখি যত ছিল জল।
শুকাইল সরোবর যথা শুষ্ক স্থল॥
শুনিয়া নারদমুনি করিয়া আশ্বাস।
কমণ্ডলুজল ছিল আপনার পাশ॥
দয়া করি সেই জল দিলেন তাহায়।
সেই জল দস্যু দিল আপন মাথায়॥
ব্রহ্মাপুত্র নারদের দয়া উপজিল।
অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র তার কর্ণে দিল॥
ব্রহ্মাপুত্র আপনি করিল আদেশন।
দিবানিশি রামনাম করহ স্মরণ॥
পরম পাতকী সে বিধাতা তারে বাম।
রামনাম বলিতে বদনে আসে আম॥
ভাবিলেন মহামুনি কি হবে উপায়।
রামনাম বদনে নাহি যে বাহিরায়॥
সেই বনে মরা এক তালগাছ ছিল।
হেরিয়া মুনির মনে দয়া উপজিল॥
বুদ্ধিজীবী মহামুনি জিজ্ঞাসেন তায়।
বল দেখি কোন্ বৃক্ষ ঐ দেখা যায়॥
শুনিয়া কহিল দস্যু যোড় কবি কর।
মরা তালগাছ এক দেখি মুনিবর॥
শুনিয়া কহেন তাবে নারদ প্রবীণ।
মরা মবা মন্ত্র জপ কর রাত্রিদিন॥
প্রণাম করিয়া দস্যু মুনির চরণে।
মরা মন্ত্র জপিতে লাগিল নিশিদিনে॥
মরা মন্ত্র বিনা তার মুখে নাহি আর।
দূরে গেল দস্যুবৃত্তি সদা সদাচার॥
নারদ বলেন মন্ত্র করহ স্মরণ।
এক বৎসরের পরে আসিব তুজন॥
ইহা বলি বিদায় হইল দুইজনে।
মরা মন্ত্র জপ করে দস্যু একমনে॥
অরণ্যে নিবাস করে মরা মন্ত্র জপি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিল তার বল্মীকের টিপি॥
আসিয়া দেখেন মুনি বৎসরেক পরে।
এইখানে ছিল দস্যু গেল কোথাকারে॥
ধ্যান করি দেখেন নারদ তপোধন।
টিপির মধ্যেতে আছে সে দস্যু ব্রাহ্মণ॥
দেবরাজে আদেশ করেন তপোধন।
বাসব করিল পরে বৃষ্টিবরিষণ॥
মাটী হইতে বাহির হৈল সেইক্ষণে।
একচিত্তে মরা মন্ত্র জপে মনে মনে॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন তুষ্ট তপোধন।
মুনিরে প্রণাম করে সে দস্যু ব্রাহ্মণ॥
দিব্যকান্তি হইয়া মুনিরে করে স্তুতি।
তোমার প্রসাদে যে পাই অব্যাহতি॥

কহিলেন তাকে বাক্য মুনি গুণধাম।
উলটিয়া আর বার বল রামনাম॥
কাতর হইয়া কহে যোড়হাত বুকে।
রামনাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে॥
যত পাপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে।
রামনামস্মরণে সকল গেল দূরে॥
রামনামস্মরণ করিল নিরন্তর।
তপস্যা করিল দশহাজার বৎসর॥
মন দিয়া শুন এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি॥
নারদের উপদেশ পাইলা সে জন।
প্রকাশ কবিল সপ্তকাণ্ড রামায়ণ॥
শ্রীরামের আগে ষাটি সহস্র বৎসব।
অনাগত পুরাণ রচিল কবিবর॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
লোকত্রাণহেতু রচিলেন বামায়ণ॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ হনূমান কয়।
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল উদয়॥
আদ্যকাণ্ডে রামজন্ম হৈল শুভক্ষণে।
পরম উল্লাস হৈল অযোধ্যাভুবনে॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ ও ভরতশত্রুঘন।
চারিপুত্র পাইয়া ভূপতি হৃষ্টমন॥
বিশ্বামিত্র আইলেন অযোধ্যানগরে।
মিথিলায় বিবাহ দিলেন শ্রীরামেরে॥
চারিনন্দনের দিয়া বিবাহ কৌতুকে।
রাজত্ব করেন রাজা অযোধ্যায় সুখে॥
রামেরে করিতে রাজা নৃপের বাসনা।
কুটিলা কৈকেয়ী তাহে করে কুমন্ত্রণা॥
পিতৃসত্য পালিতে গেলেন রাম বন।
সঙ্গে চলিলেন তাঁর জানকীলক্ষ্মণ॥
আদ্যকাণ্ডে রামজন্ম বিবাহ সীতার।
অযোধ্যায় বনবাস ত্যজি রাজ্যভার॥
আরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরে দুরাশয়।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালিবধ কটকসঞ্চয়॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে সেতুবন্ধ চমৎকার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার॥
কথা সাতকাণ্ডের উত্তরাকাণ্ডে পড়ে।
গাইল উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ নিঙড়ে॥
কথা সাতকাণ্ডের কহিল হনূমান।
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল প্রমাণ॥

সম্পাতির নিকট সীতার সন্ধানলাভ ও সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্যোগ

সম্পাতি বলেন শুন যত বীরগণ।
সীতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবণ॥
যখন দক্ষিণদিকে মাথা তুলি থাকি।
অশোকের বনে দেখি সীতা চন্দ্রমুখী॥
নানাবর্ণ রাক্ষসী সীতারে করে রক্ষা।
শত যোজনের পথ সাগর পরিখা॥
এক লাফে পার হও সকল বানর
সীতাদেবী দেখিয়া সকলে যাহ ঘর॥
মহাবল ধর সবে কি কর ভাবনা।
হইয়া সাগর পার পূরাও কামনা॥
তার বাক্যে বানর দক্ষিণমুখে চায়।
দশযোজন বিনা সে দেখিতে না পায়॥
একদৃষ্টে কপিগণ চাহে ঊর্দ্ধশ্বাসে।
দেখিতে না পায় কিছু পক্ষিরাজ হাসে॥
জাম্বুবান উঠি বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
আমার বচন শুন বিহঙ্গ সম্পাতি॥
শতেক যোজন পথ সাগর পাথার
বানর হইয়া হব কি প্রকারে পার।
অনেক কালের পক্ষী অনেক বয়েস
সাগর তরিতে তুমি কহ উপদেশ॥
সম্পাতি বলেন সবে শুন সাবধানে।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব এক পড়িল যে মনে॥
সুপার্শ্ব আমার পুত্র হিমালয়ে থাকে।
নিত্য নিত্য সে আইসে দেখিতে আমাকে
হিমালয় পর্ব্বতে আমাব পবিবার
তথা হৈতে পুত্র মম যোগায় আহার॥
নিত্য আনে আহার সে প্রভাতসময়।
একদিন আনিতে বিলম্ব অতিশয়॥
ক্ষুধায় বিকল আমি দহে কলেবর।
ভৎর্সিলাম সুপার্শ্বে কোপে বহুতর॥
ধার্ম্মিক আমার পুত্র ধর্ম্মে বড় রত।
করিলেক আমারে বৃত্তান্ত অবগত॥
আহার লইয়া, পিতা প্রভাতে আসিতে।
দেখিলাম এক নারী রাবণের রথে॥
কালবর্ণ রাবণ সে গৌরবর্ণা নারী।
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি॥
'শ্রীরামলক্ষ্মণ' বলি কাঁদিছে বিস্তর।
দুই পাখে আগুলিলাম দুইটি প্রহর॥

রাখিতাম রথসহ তাহাকে উদরে।
কেবল পাইল রক্ষা স্ত্রীবধের ডরে॥
সুপার্শ্বের কথা শুনিলাম মন দিয়া।
জানিলাম তখনি সে শ্রীরামের জায়া॥
এখনি আসিবে পুত্র মহাবল তার।
পৃষ্ঠে করি সবাকারে সে করিবে পার॥
তিনভাগ সাগর সে ঢাকে দুই পাখে।
একভাগ মাত্র তার লঙ্ঘিবারে থাকে॥
একভাগ লঙ্ঘিতে না হবে কোন শ্রম।
স্থির হও, কপিগণ, নাহি ব্যতিক্রম॥
এইরূপে হইতেছে কথোপকথন।
মহাকায় সুপার্শ্ব আইল ততক্ষণ॥
দুই ঠোঁট মেলিয়া সে গিলিবারে যায়।
সম্পাতির আড়ে গিয়া কটক লুকায়॥
সম্পাতি বলেন, বাছা, না কর সংহার।
পৃষ্ঠে করি সবারে সাগর কর পার॥
করিয়াছে ইহারা আমার উপকার।
করহ প্রত্যুপকার তবে পাই পার॥
সুপার্শ্ব বলেন মান্য পিতার বচন।
আমার পৃষ্ঠেতে চড় সব কপিগণ॥
অঙ্গদ বলেন, বীর, শুন উপদেশ।
সাগর তরিয়া করি সীতার উদ্দেশ॥
দেবতার পুত্র মোরা দেব-অবতার।
কি কারণে পক্ষী হে তোমারে দিব ভার॥
সম্পাতি বলিল আমি রামকার্য্য করি।
রামায়ণপ্রসাদে নূতন পক্ষ ধরি॥
হইল উভয় পক্ষ দেখিতে সুন্দর।
'রামজয়' বলি ডাকে সকল বানর॥
দেখিয়া বানরগণে লাগে চমৎকার।
রামজয়স্মরণে সাগর হব পার॥
কপি সম্ভাষিয়া পক্ষী উড়িল আকাশে।
দুই পক্ষ পসারি যায় আপন দেশে॥
পুত্রসহ পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটকসহ দক্ষিণসাগর॥
কৃত্তিবাস রচে কবি অমৃতের ভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল এই কিষ্কিন্ধ্যার কাণ্ড॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত



সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার কথা

পিতাপুত্রে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটকসহ দক্ষিণসাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ॥
তমোময় দেখা যায় গগনমণ্ডল।
হিল্লোলে কল্লোল করে সমুদ্রের জল॥
সিন্ধুজলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে॥
এক এক জলজন্তু পর্ব্বতপ্রমাণ।
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান॥
সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস।
সবাকারে করিতেছে অঙ্গদ আশ্বাস॥
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি।
বিষাদ ঘুচিলে, ভাই, সর্ব্বক্ষেত্রে তরি॥
সুখে নিদ্রা যাও আজি সমুদ্রের কূলে।
সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে॥
সাগরের কূলে চাপি রহিল বানর।
রহিবারে লতাপত্রে সাজাইল ঘর॥
সাগরের কূলে তারা সুখে বঞ্চে রাতি।
প্রভাতে একত্র হৈল সর্ব্ব সেনাপতি॥
যোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদের আগে।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা শুনে বীরভাগে॥
দৈবযোগে লঙ্ঘিলাম রাজার শাসন।
কোন্ বীর ঘুচাইবে এ ঘোর বন্ধন॥
ব্রহ্মার হাতের সুধা ছলে কোন্ জনে।
ইন্দ্রের হাতের বজ্র কোন্ জনে আনে॥
প্রখর সূর্য্যের রশ্মি কোন্ জন হরে।
চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে॥
যম হৈতে যমদণ্ড কাড়ে কোন্ জন।
কে করে মৃণালসূত্রে করীর বন্ধন॥
এই কর্ম্ম করিবারে যাহার শকতি।
দেখাইয়া বিক্রম সে রাখুক খেয়াতি॥
আনিলে সীতার বার্ত্তা সবে হই সুখী।
তাহার প্রসাদে গিয়া পত্নীপুত্র দেখি॥
এত যদি বলিলেন কুমার অঙ্গদ।
নীরব হইয়া সবে গণিল আপদ॥
ছিল যত সৈন্য সঙ্গে সামন্ত প্রচুর।
বার বার জিজ্ঞাসেন অঙ্গদ ঠাকুর॥
রাজপুত্র অঙ্গদ জিজ্ঞাসে বারেবার।
উত্তর না দেও কেন এ কি ব্যবহার॥
অঙ্গদের বোলে সবে সাগর নেহালে।
মহা ঢেউ উঠে পড়ে আকাশপাতালে॥
অঙ্গদ বলেন কেন করিছ বিষাদ।
কোন্ বীর লবে এস রাজার প্রসাদ॥
কোন বীর সুগ্রীবে করিবে সত্যে পার।
কোন্ বীর করিবে রামের উপকার॥
কোন্ বীর করিবে জ্ঞাতির অব্যাহতি।
সীতা অন্বেষিয়া আজি রাখহ খেয়াতি॥
অঙ্গদের বচন লঙ্ঘিতে কেহ নারে।
আপন বিক্রম সবে কহে ধীরে ধীরে॥
গয় নামে সেনাপতি যমের নন্দন।
সেহ বলে ডিঙ্গাইব এ দশ যোজন॥

গবাক্ষ বানর বলে তার সহোদর।
পারি লঙ্ঘিবারে কুড়ি যোজন সাগর॥
সরভ নামেতে বলে মুখ্যসেনাপতি।
চল্লিশ যোজন লঙ্ঘি আমার শকতি॥
তার সহোদর বলে সে গন্ধমাদন।
অমি লঙ্ঘিবারে পারি পঞ্চাশ যোজন॥
মহেন্দ্র বানর বলে সুষেণকোঙর।
লঙ্ঘিবারে পারি ষাটি যোজন সাগর॥
দেবেন্দ্র তাহার ভাই বলে এই সার।
সত্তর যোজন লঙ্ঘি আমি পারাবার॥
পুত্র বিশ্বকর্ম্মার বলিছে নলবীর।
অশীতি যোজন লঙ্ঘি সাগর গভীর॥
অগ্নিপুত্র নীল বলে বীর অবতার।
নবতি যোজন লঙ্ঘি সাগর পাথার॥
তারক বানর বলে রাজার ভাণ্ডারী।
দ্বিনবতি যোজন সে লঙ্ঘিবারে পারি॥
ব্রহ্মাপুত্র ভল্লুক করিয়া অনুমান।
হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জাম্বুবান॥
যৌবনকালের বল টুটয়ে বার্দ্ধক্যে।
যৌবনকালের কথা শুনহ কৌতুকে॥
বলিরে ছলিতে হরি হইল বামন।
তিন পায়ে যুড়িলেন এ তিনভুবন॥
পৃথিবীতে যত বীর আছিল প্রবীণ।
তারা সবে তাঁর পদ করে প্রদক্ষিণ॥
জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে উড়িয়া অপার।
বিষ্ণুপদপ্রদক্ষিণ করি তিনবার॥
পূর্ব্বে যেই শক্তি ছিল টুটিল এখন।
তথাপি লঙ্ঘিব পঞ্চনবতি যোজন॥
লঙ্ঘিলে যোজন শত সিদ্ধ হয় কাজ।
লাগিয়া যোজন পাঁচ ভাবি আমি লাজ॥
এত যদি বলিলেন মন্ত্রী জাম্বুবান।
অভিমানে জ্বলে মহাবীর হনূমান॥
কহেন অঙ্গদ বীর অঙ্গ কোপে জ্বলে।
সাগর তরিতে পারি আপনার বলে॥
এক লাফে পড়ি গিয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা।
আসিবারে নাহি পারি তাহে করি শঙ্কা॥
ভোগে রাখিলেন পিতা না দিলেন শ্রম।
তেকারণে নাহি জানি আপন বিক্রম॥
সাগর তরিতে পারি আসিতে সংশয়।
কি জানি রামের কর্ম্মে পাছে বিঘ্ন হয়॥
সাগর তরিতে কেবা আছে সেনাপতি।
দেখাইয়া বিক্রম রাখহ নিজ খ্যাতি॥
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে।
বীর তুমি হেন কথা কহ কি আভাসে॥
বালির বিক্রম, বাপু, ত্রিভুবনে জানে।
তাহার হইতে তব বিক্রম বাখানে॥
একবার কোন্ কথা তুমি শতবার।
আসিতে যাইতে পার সাগরের পার॥
রাজা হয়ে এত শ্রম কেন হে করিবে।
তুমি গেলে কটকের জীবন না রবে॥
তুমি কটকের মূল মোরা সব ডাল।
সে মূল থাকিলে ফল পাব সর্ব্বকাল॥
ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিলে পল্লব নাহি রয়।
যদি মূল থাকে পত্র পুনরায় হয়॥
কার উপকার না করিল তব বাপ।
কোন্ বীর লঙ্ঘিবেক তোমার প্রতাপ॥
সকল বানর তব ঘবেব সেবক।
সকলে হইবে তব কার্য্যের সাধক॥
বসি আজ্ঞা কব তুমি বানরের বাজ।
সেবক হইতে তব সিদ্ধ হবে কাজ॥
অঙ্গদ বলেন ধীরে কি করি ইহার।
সাগর লঙ্ঘিতে কেহ না করে স্বীকার॥
সাগর তরিতে পারি আসিতে সংশয়।
বিলম্ব হইলে করি সুগ্রীবের ভয়॥
জীবন সংশয় মম নিশ্চয় মরণ।
সাগর লঙ্ঘিব আমি দেখ বীরগণ॥
সকল বানর কহে করি যোড়হাত।
তুমি কেন লঙ্ঘিবে হে বানরের নাথ॥
রাজপুত্র রাজা তুমি বাসবের নাতি।
নিজে মহামতি তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
ভুলিয়াছি বালিকে হে তোমা দরশনে।
একতিল নাহি বাঁচি তোমার বিহনে॥
জাম্বুবান বলে ছাড় জঞ্জাল বচন।
যে সাগর লঙ্ঘিবে তা করহ শ্রবণ॥
অভিমানে মৌনভাবে বীর হনুমান।
কটকের মধ্যে আছে নকুলপ্রমাণ॥
কটকেতে হনূমানে কেহ নাহি দেখে।
জাম্বুবান কহিতেছে দেখিয়া তাহাকে॥
কার মুখ চাহ তুমি বীর হনূমান।
আমার বচন, বাছা, কর অবধান॥

হনূমান জাম্বুবান উভয়ে সম্ভাষ।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গীত গায় কৃত্তিবাস ॥



হনূমানের জন্মবৃত্তান্ত

জাম্বুবান বলে, বাছা, তুমি মহাবল।
রামকার্য্য কর, বাপু, কেন কর ছল ॥
অঙ্গদ বলেন ভাল মন্ত্রী জাম্বুবান।
কোন্ গুণ নাহি ধরে বীর হনূমান ॥
জাম্বুবানবাক্যে আর অঙ্গদের বোলে।
কেহ হাতে ধরে তার কেহ করে কোলে ॥
জাম্বুবান বলে, বীর, কর অবধান।
শুন হনূমানের যে জন্মের বিধান ॥
কুঞ্জরতনয়া নামে ছিল বিদ্যাধরী।
শাপে বিশ্বামিত্রের সে হইল বানরী ॥
সেই বানরীর এক হইল কুমারী।
বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী ॥
মলয়পর্ব্বতে বায়ু দেব-অধিষ্ঠান।
কৃপা করি অঞ্জনারে দিল বরদান ॥
মহাবীর হবে এক উদরে তোমার।
অষ্টাদশ মাসে হনূ হৈল অবতার ॥
অমাবস্যা তিথিতে জন্মেন হনূমান।
সে দিনের কথা কহি কর অবধান ॥
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তনপান।
প্রত্যূষে উদিত রক্তবর্ণ ভানুমান ॥
রাঙ্গাফল জ্ঞান করি ধরিতে তাঁহাকে।
সেখান হইতে লাফ দিলেন কৌতুকে ॥
পর্ব্বত হইতে লক্ষ যোজন ভাস্কর।
এক লাফে উঠিলেন সে অতি দুষ্কর ॥
দিবাকরে ধরিবারে যান হনূমান।
দৈবায়ত্ত তথা রাহু হয় অধিষ্ঠান ॥
সূর্য্যকে করিতে গ্রাস রাহু উপস্থিত।
দেখিয়া হনূমানে আপনি সশঙ্কিত ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাহু পলায় তরাসে।
নিবেদন করে গিয়া বাসবের পাশে ॥
শুন, সুরপতি, কহি এক সমাচার।
সূর্য্যকে গিলিতে যে আইল রাহু আর ॥
শুনিয়া রাহুর কথা বাসব বিরস।
সূর্য্যকে গিলিতে অন্য কাহার সাহস ॥
ঐরাবতে চড়িয়া আইল পুরন্দর।
হনূমানে দেখে গিয়া সূর্য্যের গোচর ॥
ভাবিতে লাগিল ইন্দ্র পাইয়া তরাস।
সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে মোরে করে গ্রাস ॥
সিন্দূরে শোভিত ঐরাবতের বদন।
দেখিয়া কৌতুকী অতি পবননন্দন ॥
সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে ধরে ঐরাবতে।
ত্রাসযুক্ত দেবরাজ বজ্র নিল হাতে ॥
ক্রোধিত হইলে লোক আপনা পাসরে।
বিনা অপরাধে ইন্দ্র বজ্র মারে শিবে ॥
অচেতন হনূমান হইলেন তাতে।
পড়িলেন তখনি সে মলয়পর্ব্বতে ॥
হনূ ভগ্ন হয়ে পড়ে মলয়শিখরে।
হনূমান নাম তেঁই বাপমায়ে করে ॥
যৌবনকালেতে আমি ছিলাম প্রবল।
তিনবার প্রদক্ষিণ করি ভূমণ্ডল ॥
বৃদ্ধকালে বলহীন নিকট মরণ।
আপনারে নাহি পারি করিতে পালন ॥
যাহার বিক্রমে লোক করেন ভরসা।
তাহার জীবন ধন্য বিক্রম প্রশংসা ॥
জানিয়া সীতার বার্ত্তা আইস হনূমান।
চিন্তিত বানরে সব কর পরিত্রাণ ॥
নানাবিধ বানর বসতি নানা দেশে।
তোমার বিক্রম যেন দেশে গিয়া ঘোষে
পৌরুষ প্রকাশ কর সাগব লঙ্ঘিয়া।
শ্রীরামের তুষ্ট কব সীতা উদ্ধারিয়া ॥



হনূমানের সাগরলঙ্ঘনে উৎসাহ

হনূমান কহিলেন কবহ বিচার।
আমার জন্মের কথা কহি আব বাব ॥
প্রভাস নামেতে তীর্থ খ্যাত মহীতলে।
মুনিগণ স্নান করে সেই নদীজলে ॥
ধবল নামেতে হস্তী দীঘল দশন।
দন্তাঘাতে চিরিয়া মারিত মুনিগণ ॥
ভরদ্বাজ মহাঋষি ঋষির প্রধান।
দন্তসারি যায় হস্তী নিতে তাঁর প্রাণ ॥
ব্যাকুল হইয়া মুনি পলায় দৌড়িয়া।
রুষিয়া গেলেন পিতা বিপদ দেখিয়া ॥

দয়ালু আমার পিতা অতিভয়ঙ্কর।
একলাফে পড়িলেন হস্তীর উপর॥
দুইচক্ষু উপাড়েন নখের আঁচড়ে।
দুইহাতে টানি দুই দশন উপাড়ে॥
দন্ত উপাড়িয়া তার পেটে দেয় দন্ত।
দন্তাঘাতে মাতঙ্গের করিলেন অন্ত॥
পরেতে গেলেন পিতা মুনিব সমাজ।
মুনি বলে বর মাগ শুন কপিরাজ॥
কেশরী বলেন যদি বর নিতে হয়।
তবে যেন পাই এক উত্তম তনয়॥
মুনিরাজ বলে তুমি চাহিলা যে বর।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী হবে তোমার কোঙর॥
বর পাইয়া মুনিরাজে করি নমস্কার।
মলয়পর্ব্বতে গেল যথা পরিবার॥
পবনের বরে মাতা করে জন্মদান।
সেই সে কারণে আমি পবননন্দন॥
বানরকটকে করি অভয়প্রদান।'
অঙ্গদবীরের আজি বাড়াইব মান॥
সাগর যোজন শত দেখি খালিজুলি।
শতবার পার হই আমি মহাবলী॥
উড়িয়া পড়িব গিয়া স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
শত্রু মারি উদ্ধারিব রামের সুন্দরী॥
তোমা সবাকারে না ডাকিব যুদ্ধ-আশে।
একাকী আনিব সীতা শ্রীরামের পাশে॥
পরমহরিষে থাক কোন চিন্তা নাই।
সকলেতে কিবা কাজ একা আমি যাই॥
সবে বলে যত বল কিছু নহে আন।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর।
হনুমানগলে দিল সকল বানর॥
বড় বড় বানরের দেখিয়া কাকুতি।
সাগর তরিতে হনুমান করে মতি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
গাইল সুন্দরাকাণ্ড গীত রামায়ণ॥



হনুমানের সাগরলঙ্ঘনের উদ্যোগ

তদন্তর বায়ুপুত্র প্রসন্নহৃদয়।
উঠি দাঁড়াইলা বলি 'রাম জয় জয়'
যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন।
বন্দনীয় সর্ব্বজনে করিলা বন্দন॥
অন্য আর কপিগণে আলিঙ্গন দিয়া।
কহিছেন সকলেরে উল্লসিত হৈয়া॥
আমি যবে লম্ফ দিব সাগর লঙ্ঘিতে।
না পারিবে মোর ভার ধরণী সহিতে॥
অতএব চল সবে মহেন্দ্রভূধরে।
লম্ফ দিব থাকি ওই গিরির উপরে॥
এত শুনি অগ্রে করি পবনকোঙরে।
উঠিলেন কপিগণ সেই ধরাধরে।
মহেন্দ্র উপরে শোভে মরুতনন্দন।
যেন অন্য গিরি আসি কৈল আরোহণ॥
হেনকালে যাবতীয় অমরকিন্নর।
দেখিবারে আইল সবে অম্বর উপর॥
বিদ্যাধর অপ্সর গন্ধর্ব্ব নাগগণ।
যক্ষ ভূত সিদ্ধ সাধ্য মুনি তপোধন॥
সবে মিলি যাবতীয় শাখামৃগকুল।
গাঁথিলেন এক মালা তুলি নানাফুল॥
সেই মালা যুবরাজ লয়ে নিজ করে।
সমর্পিলা পবনতনয়-কণ্ঠোপরে॥
শোভিল শ্রীহনুমান সেই মালা পরি।
যেন মণিমালা গলে ঐরাবত করী॥
তবে সব কপিস্থানে অনুমতি লয়ে।
বসিলেন হনূমান পূর্ব্বমুখ হয়ে॥
ভক্তিযুক্ত মনে কৈলা দণ্ডবৎ নতি।
গণেশাদি পঞ্চদেব দিকপাল প্রতি॥
বিশেষতঃ প্রণমিলা পরমপিতারে।
কেশরী অঞ্জনা শ্রীসুগ্রীব কপিবরে॥
লক্ষ্মণজানকীপদ করিয়া বন্দন।
আরম্ভিলা রামচন্দ্রে করিতে চিন্তন॥
চিন্তামাত্র হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর।
দেখিয়া মারুতি মনে করেন আদর॥
জয় জয় রামচন্দ্র রঘুকুলপতি।
কৃপামৃত পারাবার অগতির গতি॥
তুমি যদি চাহ, প্রভু, হইয়া সদয়।
তবে পিপীলিকা মেরু তুলিতে পারয়॥
পরমাণু দেখিতে পারয়ে অন্ধজন।
পঙ্গু পারে পারাবার করিতে লঙ্ঘন॥
এই ত সাহসে আমি হেন গুরু কাজ।
করিবারে সাহস করেছি রঘুরাজ॥

যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই কামে।
দোষ হবে তব, প্রভু, কল্পতরুনামে॥
অতএব তব পদে করি নিবেদন।
কর মোর প্রতি কৃপাকটাক্ষ অর্পণ॥
এত নিবেদন কৈলা যবে হনুমান।
কটাক্ষেতে অনুমতি দিলা ভগবান॥
তবে প্রভু অন্তরেই কৈলা অন্তর্দ্ধান।
প্রভু নাহি দেখি বীর ত্যজিলেন ধ্যান॥
প্রভু-অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত মন।
কহিছেন কপিগণে পবননন্দন॥
আর নাহি করি আমি কোনই চিন্তন।
হইয়াছি রামকৃপাকটাক্ষভাজন॥
এবে দেখি সমুদ্রেরে গোষ্পদ যেমন।
শতকোটি বার লঙ্ঘিবারে করি মন॥
সবংশে রাবণবধে সাহস যে করি।
লঙ্কা তুলি এইখানে আনিতে যে পারি॥
ভুজে করি হেলাইয়া সাগরের বারি।
ইচ্ছা হলে ব্রহ্মাণ্ডেরে ডুবাইতে পারি॥
মারুতির বাণী শুনি সুখী কপিগণ।
শিখী যেন শুনি ধরাধরের গর্জ্জন॥
তবে পুনঃ মারুতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয়া।
বৃদ্ধ ঋক্ষ জাম্বুবানের চরণ বন্দিয়া॥
দাঁড়ায় দক্ষিণমুখে লঙ্ঘিতে সাগর।
শ্রীরামচন্দ্রের পদে রাখিয়া অন্তর॥



হনুমানের লঙ্কায় যাত্রা

সব গুণপাত্র বায়ুপুত্র সিন্ধু লঙ্ঘিবারে।
তবে করি লীলা বাড়াইলা আপন কায়ারে॥
তবে অসাধ্বস হল দশ যোজন বিস্তার।
আর মহাবল সুদীঘল দ্বিগুণ তাহার॥
করি দরশন তারে মন করে হেন জ্ঞান।
যেন সেই গিরিশিরোপরি আন গিরিমান॥
তাহে দুনয়ন বিরোচনসম প্রকাশয়।
কিবা নাসারব শুনি সব নির্ঘাত মানয়॥
দিব্যরোমগুচ্ছ দীর্ঘপুচ্ছ শিরোপরি দোলে।
যেন মেরুগিরিশৃঙ্গোপরি নাগরাজ দোলে॥
সেই কপিবরকলেবরভরে সে ভূধর।
নাহি সহিবারে বারে বারে কম্পে থর থর॥

তাহে তরুগণ আন্দোলন করে ঘন ঘন।
তাহে পুষ্প ঝরে বুঝি বীরে করয়ে বর্ষণ॥
আর কত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ উপড়ি পড়য়ে।
তাহে পাখী ছাড়ি শাখী আকাশে উড়য়ে॥
তাহে কত শৃঙ্গ পাই ভঙ্গ ভূতলে পড়িলা।
তায় কত দুষ্ট পশু নষ্ট কষ্টেতে হইলা॥
তাহে পায় ভীতি কত হাতী কাতর হইয়া।
করে পলায়ন ছাড়ি বন চীৎকার করিয়া॥
আর কত করী প্রাণে মরি উচ্চ হতে পড়ে।
তাহে হৈল হত পশু কত যে ছিল নিয়ড়ে॥
ইথে হল এক পরতেক মহৎ আশ্চর্য্য।
কিবা করিস্থানে হল প্রাণে শূন্য সিংহবীর্য্য॥
কিবা জগৎপ্রাণ সুসন্তান কলেবর ভরে।
নারি সহিবারে সে শিখরে চড় চড় করে॥
তাহে পাই চাপ যত সাপ বিবরে আছিল।
তারা পাই ত্রাস মহাশ্বাস ছাড়িতে লাগিল॥
তবে মহাবীর হয়ে স্থির উচ্চ কর্ণ সারি।
করি মহাদম্ভ দিলা লম্ফ শ্রীরাম ফুকারি॥
সেই মহারব লোক সব ক্ষণে আচ্ছাদিল।
যেন কল্পকালে কুতূহলে জলদ গর্জ্জিল॥
সেই শব্দ শুনি যত প্রাণী করে টলমল।
হল অচেতন যত জন ভয়েতে বিকল॥
তাহে কপিগণ ঘনে ঘন জয়ধ্বনি করে।
দুই শব্দে মিলি গেলা চলি দিগদিগন্তরে॥
সেই মহাবীর মারুতির গতিবেগ দেখি।
তার উপমান মরুত্বান পবনেরে লেখি॥
সেই বেগ বৃক্ষ লক্ষলক্ষ না পারি সহিতে।
তারা বীরবায় পাছে যায় ব্যোম উপরিতে॥
মনে এই লিখি তারা দেখি প্রবাসী তাহায়।
যেন বন্ধুজন দুঃখিমন অনুব্রজি যায়॥
আর কত হাতী শৃঙ্গ তথি উড়িয়া চলিল।
তারা কতদূরে গিয়া পরে জলেতে পড়িল॥
তবে বিনা লক্ষ্যে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিলা।
করি নিরীক্ষণ সবজন স্তম্ভিত হইলা॥
আহা কপি কিবা পায় শোভা আকাশ উপরে
যেন মেরুগিরি পক্ষ ধরি উড়য়ে অম্বরে॥
তার বাহুদ্বয় প্রকাশয় সঘনে দোলয়।
যেন নাগরাজ গিরিরাজ উপরি শোভয়॥
তাঁর ঊর্দ্ধদেশে কিবা ভাসে পুচ্ছ উচ্চতর।
যেন ভাদ্রমাসে সুপ্রকাশে ইন্দ্রধ্বজবর॥

তার অঙ্গগণ সমীরণ হেন তেজে বয়।
যার শুনি রব লোক সব নির্ঘাত মানয় ॥
সেই বেগবান মরুত্থান লাগয়ে যাহারে।
সেই কোনমতে স্বস্থানেতে স্থিত হতে নারে ॥
সেই সমীরণবেগে ঘন সব আকর্ষিত।
তার পাছেপাছে কাছেকাছে চলিল ত্বরিত ॥
আর বহুতর ধরাধর সাগরে পড়িল।
কত ব্যোমচারী সিন্ধুবারিমাঝারে ডুবিল ॥
আর সিন্ধুজল কল কল করে অতিশয়।
সেই উতরোল জলস্থল অবধি কাঁপয় ॥
তাহে সমকর জলচর যাবৎ আছিল।
তারা পেয়ে ভয় অতিশয় দূরে পলাইল ॥
তবে ক্রমে ক্রমে উঠে ব্যোমে পবননন্দন।
হল প্রথমেতে তার মাথে মুকুট তপন ॥
পরে সে তরণি কণ্ঠমণি সমান শোভিলা।
পরে তুই পদ কোকনদ ভূষণ হইলা ॥
হেন মহাবীর মারুতির শৌর্য্য নিরীক্ষণে।
পাই মহাতুষ্টি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে ॥
তবে এইমতে আকাশেতে চলিলা বানর।
কিবা প্রেমভরে চিন্তা করে রামে বীরবর ॥



সুরসাকর্তৃক হনূমানকে বাধাপ্রদান

এইমত মারুতির বিক্রম দেখিয়া।
সুরসাকে সুর সব কহেন ডাকিয়া ॥
নাগমাতা, তুমি ধর শক্তি বিলক্ষণ।
কর মো-সবার এক সন্দেহভঞ্জন ॥
যাইছেন এই বায়ুতনয় লঙ্কাতে।
রামচন্দ্রপ্রেয়সীর তত্ত্ব সে জানিতে ॥
তুমিহ তাহাতে করি বিঘ্ন আচরণ।
জানহ ইহার বলবুদ্ধি বা কেমন ॥
পারিবে নারিবে কিম্বা এই কপিরাজ।
সেথা হতে ফিরিবারে সাধি এই কাজ ॥
ইহাই জানিতে ধরি ঘোরকলেবর।
যাহ তুমি ক্ষণেক মারুতি বরাবর ॥
এত শুনি সর্পমাতা সুরসা সাপিনী।
প্রস্থান করিলা হয়ে রাক্ষসীরূপিণী ॥
হুড় হুড় শব্দে হনূ যায় বায়ুভর।
লেজের আঘাতে উড়ে পাদপপাথর ॥

একদৃষ্টে কপিগণ সাগর নেহালে।
দেখিতে না পায় কেহ কত দূর গেলে ॥
তিনভাগ গেছে আর আছে একভাগ।
সুরসা সাপিনী তার পথে পাইল লাগ ॥
মারুতির অগ্রে ভীমমূরতি ধরিয়া।
কহিছেন নাগমাতা কপট করিয়া ॥
ওরে কপি, যাও তুমি আর কোন্ স্থানে।
প্রবেশ করহ আসি আমার বয়ানে ॥
হইয়াছি অতিশয় ক্ষুধাতে পীড়িত।
এ সময়ে তোরে পেয়ে হৈনু বড় প্রীত ॥
বুঝিলাম কৃপা করি যত দেবগণ।
করি দিলা মোর আগে তোরে আনয়ন ॥
অতএব বিলম্ব না কর একক্ষণ।
শীঘ্র আসি কর মোর মুখে প্রবেশন ॥
এত শুনি বায়ুপুত্র যুড়ি করদ্বয়।
কহিছেন তাঁর প্রতি করিয়া বিনয় ॥
দশরথপুত্র রাম দণ্ডককাননে।
আসি বাস করেছিলা পিতার বচনে ॥
বিনা দোষে আনিয়াছে হরি তাঁর নারী।
দশানন এই লঙ্কাপুর-অধিকারী ॥
যাইতেছি আমি তাঁর তত্ত্ব জানিবারে।
তাহে বিঘ্ন নাহি কর কোনই প্রকারে ॥
সেই রামচন্দ্র হন সকলের হিত।
তাঁহার অহিত করা তব অনুচিত ॥
যদি বল অবশ্যই খাইব তোমারে।
তব যোগ্য হয় কিছু গৌণ করিবারে ॥
সীতা দেখি বার্ত্তা দিয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
আসি প্রবেশিব আমি তোমার বদনে ॥
কিছু নাহি কর তুমি ইহাতে সংশয়।
করিতেছি আমি সত্য করিয়া নিশ্চয় ॥
সুরসা কহেন তাহা আমি নাহি মানি।
মোর আগে আসি ফিরি নাহি যায় প্রাণী ॥
সুরসার বাণী শুনি সমীরনন্দন।
কোপ করি কহিছেন কঠোর বচন ॥
কোন্ মুখে তুষ্টা মোরে করিবি ভক্ষণ।
প্রকাশ করহ তাহা করি প্রবেশন ॥
শুনিয়া সুরসা বিংশ যোজন বিস্তার।
প্রকাশ করিলা নিজ মুখের আকার ॥
তা দেখি মারুতি ত্রিংশ যোজন হইলা।
চল্লিশ যোজন মুখ সুরসা করিলা ॥

পঞ্চাশ যোজন হৈল পবনসন্তান।
করিলা সুরসা ষষ্টি যোজন ব্যাদান ॥
সপ্ততি যোজন হৈল পরে হনূমান।
সেই মুখ কৈল আশী যোজনপ্রমাণ ॥
হনূমান হৈল তবে নবতি যোজন।
সুরসা করিল শত যোজন আনন ॥
তাহা দেখি হনূমান চিন্তিল বিস্ময়।
এ কি এ ত সামান্য রাক্ষসী নাহি হয় ॥
এত ভাবি ক্ষণকাল মানসমাঝারে।
জানিলেন মারুতি সুরসা বলি তাঁরে ॥
তবে নিজে হয়ে শত যোজনপ্রমাণ।
তাঁর মুখমধ্যে প্রবেশিলা হনূমান ॥
প্রবেশিবা মাত্র সে সুরসাঠাকুরাণী।
ওষ্ঠ চাপি মুদ্রিত করিলা মুখখানি ॥
তাহা দেখি হয়ে বীর অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ।
কর্ণরন্ধ্র দিয়া কৈল বাহিরে প্রয়াণ ॥
বলিছেন কপিবর জানিনু তোমায়।
নাগমাতঃ, প্রণতি করি গো তব পায় ॥
তব বাক্যে প্রবেশিনু তোমার বদন।
অনুমতি দেহ এবে করি গো গমন ॥
রামের কার্য্যেতে যাই সীতার উদ্দেশে।
তুমি যদি বাধা দাও পার হব কিসে ॥
কৃপা যদি না করিবে পড়িব সঙ্কটে।
আসিবার কালে খেও যাইব নিকটে ॥
সীতার উদ্দেশে যাই লঙ্কার ভিতর।
পাছে যাহা কর তাহে নাহি পাই ডর ॥
তবে সে সুরসা ধরি আপন মূরতি।
কহিবারে আরম্ভিলা বায়ুপুত্রপ্রতি ॥
সুখে যাহ, হনূমান, পরমকুশলী।
করুন তোমার শুভ অমরমণ্ডলী ॥
তব বীর্য্য পরাক্রম বুদ্ধি জানিবারে।
পাঠাইয়াছিলা সব অমরে আমারে ॥
তাহা জানিলাম এবে করহ গমন।
রামসীতা উভয়ের করাও মিলন ॥
এত কহি নাগমাতা গেল নিজ স্থান।
পুনঃ পূর্ব্বরূপ হয়ে যান হনূমান ॥



মৈনাকপর্ব্বতের সহিত হনূমানের মিলন

দেখি মারুতির হেন বীর্য্যবুদ্ধিবল।
প্রসংসা করেন তারে অমর সকল ॥
হেনকালে নদীপতি সচিন্তিত মন।
করিছেন হৃদয়েতে এই বিচারণ ॥
সগরনৃপতি হৈতে মোর উপাদান।
এ লাগি সাগর বলি ভুবনে আখ্যান ॥
সেই ত সগরবংশে যাঁহার জনম।
সে রামকার্য্যেতে যান পবননন্দন ॥
এ লাগি ইঁহার হিত কর্ত্তব্য আমার।
অন্যথা হইলে নিন্দা লোকেতে অপার ॥
লঙ্ঘিছেন হনূমান এই পারাবার।
হইতেছে বড় শ্রম ইহাতে ইহার ॥
অতএব মধ্যপথে আলম্বন পাই।
যেরূপেতে সুখে যান করিব তাহাই ॥
এত ভাবি নদীপতি মৈনাকভূধরে।
ডাকিয়া কহেন কিছু বচন সাদরে ॥
হিমালয়তনয় মৈনাক গিরিরাজ।
করহ তুমিহ মোর আঁজি এক কাজ ॥
শুন শুন শুন হিমালয়ের নন্দন।
এত কাল করিলাম তোমার পালন ॥
ইন্দ্রের ভয়েতে মম লইলে শরণ।
লুকাইয়া রাখিয়াছি করিয়া যতন ॥
তব 'পরি জিরাইবে পবননন্দন।
শ্রীরামের সহায়তা কর এইক্ষণ ॥
সগর হইতে হয় উৎপত্তি আমার।
জন্ম লয়েছেন রাম বংশেতে তাঁহার ॥
সেই রামকার্য্যে যান সমীরতনয়।
তাঁর হিত কিছু মোরে করিবারে হয় ॥
এই লাগি কহি আমি তোঁহে যুক্তি করি।
একবার উঠ তুমি সলিল উপরি ॥
উর্দ্ধ অধঃ আর চারিপার্শ্বে বাড়িবার।
আছয়ে তোমার শক্তি অনেক প্রকার ॥
এই লাগি করিতেছি তোঁহে বার বার।
উঠিয়া করহ তুমি মোর উপকার ॥
তোমার উপরি শৃঙ্গে করি আরোহণ।
মারুতি বিশ্রাম করি করুন গমন ॥
এত শুনি 'ভাল ভাল' বলি গিরিবর
উঠিলেন সাগরের জলের উপর ॥

কিবা সাজে সিন্ধুমাঝে সুবর্ণশিখরী।
প্রাতের তপন যেন সমুদ্র উপরি ॥
পথমাঝে দেখি তারে মারুতি চিন্তিত।
এ কি আসি কোন্ বিঘ্ন হৈল উপস্থিত ॥
তবে সেই গিরি ধরি মনুষ্যমূরতি।
নিজ শৃঙ্গে থাকি কন মারুতির প্রতি ॥
বায়ুপুত্র, শুন কিছু আমার বচন।
সমুদ্র-আদেশে আমি কৈনু আগমন ॥
শ্রীরামের পূর্ব্ববংশ নৃপতি সগর।
তিঁহ খাদ করেছেন এই ত সাগর ॥
এই হেতু, রামদূত, তোঁহে সম্মানিতে।
পাঠালেন মোরে সিন্ধু প্রীতিযুক্তচিতে ॥
তুমিহ আমার শৃঙ্গে করিয়া বিশ্রাম।
খাও দিব্য ফলমূল জল অনুপাম ॥
পরেতে হইয়া তুমি সুখযুক্তমন।
করিবে রাবণপুরমধ্যেতে গমন ॥
পরিহার কর তুমি যত শঙ্কা সর্ব।
হই আমি তোমাদের সম্বন্ধে বান্ধব ॥
এ লাগিয়ে আসিয়াছি পূজিতে তোমায়।
তুমিই সফল কর মোর বাসনায় ॥
এত শুনি হনুমান থাকিয়া আকাশে।
জিজ্ঞাসা করেন তারে সুমধুরভাষে ॥
কহ কহ কি কারণে তুমি গিরিবর।
বাসা করিয়াছ সিন্ধুজলের ভিতর ॥
কিরূপে বা হও তুমি আমার বান্ধব।
বিবরণ করি কহ কথা এই সব ॥
শুনি বাণী মহীধর মুদিত হইয়া।
কহেন পবনপুত্রে প্রণয় করিয়া ॥
পূর্ব্বে যাবতীয় গিরি ছিলা পক্ষবান্।
উড়িয়া করিত তারা সর্ব্বত্র পয়াণ ॥
তবে তাহাদের দুষ্টবুদ্ধি উপজিল।
পড়িয়া নগরগ্রাম ভাঙ্গিতে লাগিল ॥
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হৈয়া সহস্রলোচন।
বজ্রে করি পক্ষচ্ছেদ কৈল আরম্ভণ ॥
সকলের পক্ষচ্ছেদ করি অবশেষে।
বজ্র ধরি আইলেন ইন্দ্র মোর পাশে ॥
তাহা দেখি ভয়ে আমি করি পলায়ন।
পাছে পাছে চলিলেন সহস্রলোচন ॥
তবে মোরে দেখিয়া কাতর অতিশয়।
করুণাতে আর্দ্র হৈল বায়ুমহাশয় ॥
তিঁহ অতিশয় বেগ প্রকাশ করিয়া।
ফেলাইলা মোরে এই সমুদ্রে আনিয়া ॥
তাঁহার কৃপাতে আর সমুদ্র-আশ্রয়ে।
না কাটিলা ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভয়ে ॥
সে অবধি আছি আমি সাগরভিতর।
হিমালয়পুত্র নাম মৈনাক ভূধর ॥
তুমি হও মোর বন্ধু পবনতনয়।
তোমার সম্মান মোরে করিবারে হয় ॥
অতএব মোর আর সিন্ধুর পীরিতে।
করহ বিশ্রাম তুমি মোর উপরেতে ॥
গিরিবাক্য শুনি কন পবনকুমার।
তোমার দর্শনে দিন সফল আমার ॥
তোমার মধুরবাক্যে মন জুড়াইল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লেশ শ্রম নিবৃত্ত হইল ॥
করিলে আতিথ্য তুমি দেখাইয়া প্রীত।
তোমাতে বিশ্রাম করা মোর সমুচিত ॥
কিন্তু বড় ত্বরা আছে লঙ্কায় যাইতে।
এ লাগি না পারিলাম এক্ষণে থাকিতে ॥
আর শুন আসিবার কালে সিন্ধুতটে।
এসেছি প্রতিজ্ঞা করি বান্ধবনিকটে ॥
নিরালম্বে পার হব শতেক যোজন।
অতএব যোগ্য নহে বিশ্রামকরণ ॥
অঙ্গুলিমাত্রেতে করি পরশ তোমারে।
দোষ ক্ষমা করি দাও অনুজ্ঞা আমারে ॥
এত শুনি 'সাধু সাধু' বলি গিরিবর।
অনুমতি দিল তারে প্রশংসি বিস্তর ॥
তবে কয় অঙ্গুলিতে স্পর্শিয়া ভূধরে।
তখনি পয়াণ কৈলা মারুতি অম্বরে ॥
মারুতির আতিথ্যেতে সন্তুষ্ট অন্তর।
মৈনাকভূধরপ্রতি কন পুরন্দর ॥
মৈনাক তোমার আজি দেখি এই কর্ম্ম।
পাইলাম মোরা সবে অতিশয় শর্ম্ম ॥
রামদূত মারুতির আতিথ্য করিয়া।
করিলে হে তুষ্ট তুমি জগতের হিয়া ॥
অতএব আমি তোমা দিলাম অভয়।
সুখে থাক তুমি হয়ে নির্ভয়হৃদয় ॥



হনূমানকর্তৃক সিংহিকাবধ ও সাগরলঙ্ঘন

এত শুনি আনন্দিত হয় গিরিবর।
দক্ষিণেতে চলিলেন পবনকোঙর॥
কতদূরে যবে তিঁহ করিলা গমন।
সিংহিকা রাক্ষসী তারে করিলা দর্শন॥
দেখি চিন্তা করে সেই দুষ্টনিশাচরী।
বুঝি আজি ভুঞ্জিতে পাইব পেট ভরি॥
যাইতেছে আকাশেতে বড় এক প্রাণী।
ইহার ছায়াকে ধরি আকর্ষিয়া আনি॥
এত ভাবি মারুতির ছায়াস্পর্শ পাই।
আকর্ষিতে আরম্ভিল মুখখান বাই॥
তার আকর্ষণে ন্যূন দেখি নিজ বেগ।
মনে চিন্তা করিছেন মারুতি সোদ্বেগ॥
এ কি মোর গতিবেগ ন্যূন হয় কেন।
দৃঢ়রজ্জু দিয়া কেহ বান্ধিলেক যেন॥
এত ভাবি সব দিকে দেখিতে দেখিতে।
দেখিলেন রাক্ষসীরে নিজ অধোভিতে॥
পাতালসমান মুখ বিস্তারণ করি।
রহিয়াছে অম্বরেতে দুষ্টনিশাচরী॥
তাহা দেখি ভাবনা করেন পুনর্ব্বার।
এ কি অধোভাগে দেখি বিকট-আকার।
বুঝি এইজন মোরে করে আকর্ষণ।
আপনার মুখে করাইতে প্রবেশন॥
সম্পাতির বাণী মনে হইল স্মরণ।
এই বটে সিংহিকা রাক্ষসী দুষ্টজন॥
আমি আজি প্রতিকার ইহার করিব।
পথের কণ্টক এই নিঃশেষে ঘুচাব॥
এত ভাবি ক্ষুদ্রমূর্ত্তি হয়ে কপিবর।
প্রবেশিলা সিংহিকার বদনভিতর॥
সেহ বড় সুখী হয়ে মুদিল বদন।
যেন কেহ বিষ খায় মরণকারণ॥
তবে তার হৃদয়ে প্রবেশি হনূমান।
নখে করি বিদারি করিলা খান খান॥
সেই ছিদ্র দিয়া নিজে হইলা বাহির।
তাহে রাক্ষসীর প্রাণ ছাড়িল শরীর॥
তবে ঘুরি ঘুরি সেই দুষ্টা-নিশাচরী।
পড়িল পরেতে সেই পয়োধি উপরি॥
তাহে সুখী হলো বহু কোটি জলচর।
ভোজন করিয়া তার মাংস বহুতর॥
বুঝিলাম বহু মাংস পূর্ব্বে খেয়েছিল।
আজি সেই সকলের পরিশোধ কৈল
সিংহিকার মৃত্যু দেখি যত দেবগণ।
করিছেন হনূমানে বহু প্রশংসন॥
সর্ব্বদা বিজয়ী হয় পবনকুমার।
করুন শ্রীভগবান কল্যাণ তোমার॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি সিংহিকানিধনে।
ইহার সম্ভব নহে এ তিনভুবনে॥
একে নিরালম্বে শতযোজন লঙ্ঘন।
তাহে পুনঃ সুদুর্দ্দান্ত সিংহিকানিধন॥
দুষ্টা এই রাক্ষসীর ভয়ে দেবভাগ।
করেছিলা এই ব্যোমমার্গ পরিত্যাগ॥
আজি তুমি করিলে এ পথ অকণ্টক।
সুখে বিহরুক তবে সব বৃন্দারক॥
তোমা হৈতে রামকার্য্য নিষ্পন্ন হইবে।
তোমা হৈতে ত্রিভুবন আনন্দ পাইবে॥
এ কি বল এ কি বীর্য্য এ কি পরাক্রম।
ত্রিভুবনে কোথাও না দেখি যার সম॥
ধরা ধরাধর সব যাবৎ থাকিবে।
তাবৎ জগতে তব এ যশ ঘুষিবে॥
যাহ যাহ করিতেছি মোরা আশীর্ব্বাদ।
কৃতকার্য্য হয়ে ফিরি এস অবিষাদ॥
এত কহি ফুলবৃষ্টি করে দেবগণ।
শুনি আনন্দিত বীর করিলা গমন॥
কিছুদূর হৈতে লঙ্কা করি নিরীক্ষণ।
মনে মনে ভাবিছেন পবননন্দন॥
হেন মহাদেহে যদি প্রবেশি এ লঙ্কা।
তবে সকলেতে মোরে করিবেক শঙ্কা॥
অতএব ক্ষুদ্রমূর্ত্তি হয়ে প্রবেশিব।
উচিত সময়ে নিজ কার্য্য সমাধিব॥
এত ভাবি আপন সহজ মূর্ত্তি ধরি।
সিন্ধু লঙ্ঘি পড়িলেন সুবেল উপরি॥
সেই ত সুবেল গিরি ভরেতে তাহার।
কাঁপিতে লাগিল লঙ্কাদ্বীপ সহকার॥
আর এক হৈল বড় সে সময়ে রঙ্গ।
সীতা আর রাবণের নাচে বাম অঙ্গ॥
যদ্যপি লঙ্ঘিল সেই শতেক যোজন।
তথাপি নাহিক কিছু শ্রম একক্ষণ॥
সাগরলঙ্ঘনকথা অমৃতের ভাণ্ড।
শুনিলে পাতকরাশি হয় খণ্ড খণ্ড॥

হনূমানের লঙ্কায় প্রবেশ ও চামুণ্ডার লঙ্কাত্যাগ

এইরূপে গেল বীর লঙ্কার ভিতর।
কত স্থানে কত দেখে বর্ণিতে বিস্তর॥
কাঞ্চন রজত মণি স্ফটিকে নির্ম্মাণ।
পুরীশোভা দেখিয়া বিস্মিত হনূমান॥
গড়ে প্রবেশিয়া দেখে পবননন্দন।
বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত সে অদ্ভুতরচন॥
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সম্মুখে প্রচণ্ডা।
বামহাতে খর্পর দক্ষিণহাতে খাণ্ডা॥
দুই চক্ষু ঘোরে যেন দুই দিবাকর।
ব্রহ্ম-অগ্নিহেন তেজ অতি ভয়ঙ্কর॥
লোলজিহ্বা পৃষ্ঠে জটা বিকটদশন।
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণ দেখিতে ভীষণ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান গলে মুণ্ডমালা।
মাণিককুণ্ডল কর্ণে যেন চন্দ্রকলা॥
দেখিয়া চিন্তিত অতি বীর হনূমান।
যোড়হাতে বলেন দেবীর বিদ্যমান॥
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথা।
শিবের প্রেয়সী তুমি কেন মাগো হেথা॥
তোমারে দেখিয়া আমি বড় পাই ডর।
কি কারণে আছ, মাতা, লঙ্কার ভিতর॥
চামুণ্ডা বলেন আমি শঙ্করের সতী।
তাঁহার আজ্ঞায় মম লঙ্কায় বসতি॥
সৃজেন যখন ব্রহ্মা স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
সেই কাল হৈতে আমি লঙ্কা রক্ষা করি॥
করিলাম জিজ্ঞাসা শিবের শ্রীচরণে।
থাকিব কতেক কাল রাবণভবনে॥
শঙ্কর বলেন থাক এই সংখ্যা তার।
যতদিন নাহি হয় রাম-অবতার॥
জন্মিবেন রাম দশরথের ভবনে।
তাঁর পত্নী সীতাসতী হরিবে রাবণে॥
সীতা-অন্বেষণে রাম পাঠাবেন চর।
তার নাম হনূমান আকারে বানর॥
যখন দেখিবা লঙ্কাগত হনূমান।
তখন ছাড়িয়া লঙ্কা আসিবে স্বথান॥
সেই হৈতে রাখি আমি স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
হনূমানে না দেখিয়া যাইতে না পারি॥
কাহার সেবক তুমি কোথা তব ঘর।
কিমতে তরিলে তুমি অলঙ্ঘ্য সাগর॥
হনূমান বলে আমি রামের কিঙ্কর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবনকোঙর॥
সীতা-অন্বেষণে আইলাম লঙ্কাপুরী।
শ্রীরামের দূত হই ডেঁই সিন্ধু তরি॥
শুনিয়া হনূর কথা চামুণ্ডার হাস।
লঙ্কায় দেখিয়া তাকে গেলেন কৈলাস॥



হনূমানের সীতা-অন্বেষণ

তদন্তরে হনূমান যায় বনে বন।
গুয়ানারিকেল দেখে অতি সুশোভন॥
কোকিলের কুহুরব ভ্রমরঝঙ্কার।
নানাপক্ষিকলরব লাগে চমৎকার॥
দীঘিসরোবর দেখে সলিল নির্ম্মল।
প্রস্ফুটিত কোকনদ পঙ্কজ উৎপল॥
লঙ্কাপুরী চারিদিকে বেষ্টিত সাগর।
দেবতার গতি নাহি লঙ্কার ভিতর॥
সোণার প্রাচীর মধ্যে বাহিরে লোহার।
গগনমণ্ডলে চূড়া লাগয়ে তাহার॥
এইরূপে হনূমান ভ্রমে চতুর্ভিতে।
মনে মনে কত চিন্তা লাগিল করিতে॥
রাবণের প্রতাপ দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরে।
বানরকটক তাহে কি করিতে পারে॥
এখানে আসিতে পারে শক্তি আছে কার।
চারিব্যক্তি বিনা আর সকলি অসার॥
সুগ্রীব আসিতে পারে বীর-অবতার।
যুবরাজ অঙ্গদ আসিতে পারে আর॥
আসিবার শক্তি ধরে নীল সেনাপতি।
আমিও আসিতে পারি অব্যাহতগতি॥
যেই কার্য্যে আসিয়াছি সীতা দেখি আগে।
শেষেতে করিব কার্য্য যেখানে যে লাগে॥
ভাণ্ডাইব কেমনে দুর্জ্জয় শত্রুগণে।
কেমনে চিনিব আমি রাজা দশাননে॥
বেড়াইব কেমনে কনকলঙ্কাপুরী।
কেমনে চিনিব আমি রামের সুন্দরী॥
রামের প্রেয়সী সীতা কভু নাহি দেখি।
কেমনে চিনিব আমি সীতা চন্দ্রমুখী॥
হাস্যপরিহাস যেথা বচনচাতুরী।
সেখানে না থাকিবেন জানকী সুন্দরী॥

সর্ব্বক্ষণে চক্ষে অশ্রু মলিনবসনা।
সেই সে রামের সীতা হয় বিবেচনা॥
সীতারে দেখিতে যদি হয় হানাহানি।
হয় হৌক ক্ষতি তাহে কিছুই না মানি॥
অস্ত গেল ভানুমান বেলা অবসান।
মধ্যগড়ে প্রবেশ করিল হনুমান॥
নিশাকর সুপ্রকাশ গগনমণ্ডলে।
ভালমতে হনুমান লঙ্কাকে নেহালে॥
চালের উপরে শোভে সুবর্ণের বারা।
চারিভিতে শোভা করে মুকুতার ঝারা॥
প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজাপতাকা বিরাজে।
রাজার মন্দির সে সুন্দরসাজে সাজে॥
হনুমান স্বেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে।
নেউলপ্রমাণ হয়ে ফিরে ঘরে ঘরে॥
মাণিক কাঞ্চন আর প্রবাল পাথর।
অন্ধকারে আলা করে লঙ্কাপুরীঘর॥
অতি সুশোভন বিভীষণের আবাস।
দেখে মহোদরের সে অপূর্ব্ব নিবাস॥
উল্কাজিহ্ব বিদ্যুজ্জিহ্ব আর বিদ্যুন্মালী।
শুকসারণের ঘর দেখে মহাবলী॥
কুমার সবার ঘর দেখে সারারাতি।
একে একে দেখে যত লঙ্কার বসতি॥
কোন স্থানে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ।
রাজ-অন্তঃপুরে বীর করিলা প্রবেশ॥
রাজার দ্বারেতে দ্বারী দেখে সারি সারি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সব নানা-অস্ত্রধারী॥
দেখিল পুষ্পকরথ বিচিত্রনির্ম্মাণ।
তদুপরি লাফ দিয়া উঠে হনুমান॥
সেই রথে সারথি যে দেবতা পবন।
পিতাপুত্রে উভয়েতে হইল মিলন॥
পুত্রে সম্ভাষিয়া পিতা গেল নিজ স্থান।
রাবণের ঘরে প্রবেশিল হনুমান॥
রাবণ শুইয়া আছে রত্নময় খাটে।
ঘর আলো করিতেছে দশটি মুকুটে॥
রাজদেহে আভরণ দেখিল প্রচুর।
দাণ্ড করি মেঘ যেন পড়িছে চিকুর॥
নিদ্রা যায় রাবণ বিলাস-অবসাদে।
চন্দনকুঙ্কুমে রাজা শোভে মৃগমদে॥
চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চন্দ্র বেড়ি যেন তারাগণ॥

শোভে একঠাঁই সব রমণীর গলা।
একসূত্রে গাঁথা যেন পারিজাতমালা॥
খোল করতাল কারো বীণা বাঁশী কোলে।
অচেতন নিদ্রায় লোটায় ভূমিতলে॥
মানুষী গন্ধর্ব্বী দেবী দানবী রাক্ষসী।
রাবণের ঘরে আছে পরমা রূপসী॥
নীলবর্ণ বাবণ সে পীতবস্ত্রধাবী।
নবজলধরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি॥
বাবণের কোলে দেখে পরমাসুন্দরী।
ময়দানবের কন্যা নামে মন্দোদরী॥
সোহাগে আগুনি সেই রত্নে বিভূষিতা।
তারে দেখি ভাবে বীব এই বুঝি সীতা॥
রাম হেন পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে।
রাবণে ভজিবে সীতা নাহি লয় মনে॥
একে একে সকল করিলা নিরীক্ষণ।
সীতার লক্ষণযুক্ত নাহি একজন॥
অন্তঃপুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ।
আন ঘরে হনুমান করিলা প্রবেশ॥
যেই ঘরে রাবণরাজা করে মধুপান।
সেই ঘরে প্রবেশ করিল হনুমান॥
কুণ্ডে কুণ্ডে পূর্ণ দেখে নানাফুলরসে।
ফলমধুর রস দেখে কলসে কলসে॥
ভক্ষ্যঘরে প্রবেশিয়া দেখে নানা ভক্ষ্য।
নরমাংস পশুমাংস দেখে লক্ষ লক্ষ॥
পুষ্পঘরে সান্ধাইয়া নানাপুষ্প দেখে।
পুষ্পমাল্য রাশি রাশি দেখয়ে সম্মুখে॥
আবাসে আবাসে বেড়ায় না পায় দর্শন।
প্রাচীরে বসিয়া চিন্তে পবননন্দন॥
সর্ব্বস্থান দেখিলাম করিয়া বিচার।
সীতা না দেখিয়া দেখিনু যে পরদার॥
স্ত্রীপুরুষের দেখিনু রা[illegible]।
পাপে মজিনু আমি দেখিয়া পরদার॥
কেশ আগে মুণ্ডাইয়া মরিব সাগরে।
নিশাকালে পরস্ত্রী দেখিনু ঘরে ঘরে॥
জীয়ন্ত যদ্যপি থাকিত সে সীতাসতী।
অবশ্যই দেখিতাম হেন লয় মতি॥
সীতাদেবী রাবণের বোল নাই শুনে।
কোপ করি সীতাকে মারিল কি রাবণে॥
কভু না রাক্ষস দেখে আসি এই পুরী।
রাক্ষস দেখি ত্রাসে মৈল সীতা সুন্দরী॥

সীতাদেবীরে যবে আনিল লঙ্কাপুরে।
রথেতে আসিতে কিবা পড়িল সাগরে ॥
ধড়ফড়ি পড়িল কি সাগরভিতরে।
সাগরে পড়িলে খাবে মৎস্যকুম্ভীরে ॥
এত শ্রম কৈনু কিছু না হইল কাজ।
ব্যর্থ গেলে না জীয়াইবে বানররাজ ॥
সিন্ধুপারে বানরেবা তৃষিতনয়ন।
আমি ব্যর্থ হৈলে সবে ত্যজিবে পবাণ ॥
বুদ্ধিতে অটল সেই মন্ত্রী জাম্বুবান।
কোন্ লাজে দাণ্ডাইব তাঁর সন্নিধান ॥
প্রাচীবে বসিয়া কাঁদে বীর হনূমান।
কোন্ দেশে পাব সীতামাযের দর্শন ॥
সাগর ডিঙ্গায়ে এনু সীতা পাব আশে।
রামপ্রিয়া সীতা নাহি লঙ্কা আওয়াসে ॥
কোন্ স্থানে না চাহিনু করি নিরীক্ষণ।
সীতা খুঁজি অর্দ্ধরাত্রি কৈনু জাগরণ ॥
না দেখিনু রামপ্রিয়া সীতা রূপবতী।
অর্দ্ধরাত্রি গেল আর আছে অর্দ্ধরাত্রি ॥
বলবীর্য্যবুদ্ধি মোর প্রভুতে ভকতি।
সব নষ্ট হৈল লয়্যা পাখীর যুকতি ॥
তার বোলে ভর করি লঙ্ঘিনু সাগর।
সীতা না দেখিনু আমি লঙ্কার ভিতর ॥
উৎকণ্ঠায় কপি খোঁজে পৃথিবীমণ্ডল।
উপবাসে কটক সব হৈল দুর্ব্বল ॥
চিন্তা উপবাস মোর এই হৈল সার।
রামকার্য্য না হৈল সাগর হৈনু পার ॥
সীতা না দেখি যদি যাই রামের পাশ।
সীতার বার্ত্তা না পেলে রামের বিনাশ ॥
রামের মরণে ভাই মরিবে লক্ষ্মণ।
ভরতশত্রুঘ্নেরও হইবে মরণ ॥
মাতা কৌশল্যা মরিবেন অগ্নি প্রবেশে ॥
পাত্রমিত্র মরিবে রঘুনাথের দেশে ॥
বামের মরণে মরিবে রাজা সুগ্রীবে।
তারা উমা মরিবেক সুগ্রীব অভাবে ॥
অঙ্গদ ত্যজিবে প্রাণ সবার বিহনে।
পাত্রমিত্র মরিবেক সব পরিজনে ॥
ওপারে বানরকটক করে প্রতীক্ষা।
গিরি হৈতে পড়িবেক কারো নাহি রক্ষা ॥
লঙ্কাপুরী হৈতে মুই না যাব ভবন।
এই লঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন ॥

চিতাকুণ্ড সাজাইব সাগরের পার।
শৃগালশকুনির হইব যে আহার ॥
যেরূপে পারিব মুই ত্যজিব পরাণী।
পশিব জলজন্তুভরা সাগরপানি ॥
কিংবা হাতে দণ্ড লৈয়া হইব সন্ন্যাসী।
মরিব সন্ন্যাসী হৈয়া হৈয়া উপবাসী ॥
পিতৃসত্য পালিতে রাম বল্কলধারী।
জ্যেষ্ঠ সেবিতে লক্ষ্মণ হৈল দেশান্তরী ॥
তা সবা লাগি আমি পাইনু এত ক্লেশ।
তবু হেথা না পাইনু সীতাব উদ্দেশ ॥
সর্ব্বকটকে অঙ্গদ কবে উপবাস।
কি সাধ্য রাবণ করে সীতায় বিনাশ ॥
বিষ্ণু-অবতার বাম বাক্ষসেতে ভাণ্ডি।
পতিব্রতা সীতা তাঁব যেন দেবী চণ্ডী ॥
রাক্ষস মারিয়া রাক্ষসী করিব রাঁড়ী।
সকল দেবগণের ঘুচাব গোহারী ॥
কোন্ কার্য্যে প্রবেশিনু রাক্ষসবসতি।
অর্দ্ধরাত্রি হইল না দেখি সীতাসতী ॥
সীতা না দেখিয়া হনূ হইল হতাশ।
মধ্যরাতে কাঁদে হনূ গান কৃত্তিবাস ॥



হনূমানের অশোকবনে প্রবেশ

কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে বীর দেখে নানা মত।
সুন্দর অশোকবন পুষ্পে বিভূষিত ॥
প্রাচীরে বসিয়া তথা নেহালে বানর।
অশোকবনভিতরে চম্পা নাগেশ্বর ॥
অশোকের বন দেখি আনন্দিত মন।
এখানে পাইব সীতামাতার দর্শন ॥
মুছিয়া চক্ষের জল হইয়া সুস্থির।
অশোকের বনে যাত্রা কৈল মহাবীর।
ধনুকের গুণে যেন শীঘ্র বাণ ছুটে।
লম্ফে লম্ফে যায় হনূ বনের নিকটে ॥
অশোকবনে প্রবেশিল বীর হনূমান।
ফলফুলের গাছ দেখে পর্ব্বতপ্রমাণ ॥
ফলফুলের গাছ সব নামি পড়ে ডালে।
ব্যাপিয়াছে সব বন ভ্রমরকোকিলে ॥
নানাবর্ণ পাখী সব দেখিতে সুন্দর।
ভাঙ্গিয়া পাখীর নীড় বেড়ায় বানর ॥

কোকিলের কুহুরব ভ্রমরঝঙ্কার।
শুনি আনন্দিত মন পবনকুমার॥
হনুমান উঠি তবে শিংশপার ডালে।
লালবর্ণ কুসুমের স্তবক নেহালে॥
রাঙ্গা সে অশোকবন হিঙ্গুলের দ্যুতি।
সুন্দর সে বন যেন কাঞ্চনমূরতি॥
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে নানাবর্ণ লতা।
মনে চিন্তে হনুমান হেথা পাব সীতা॥
চেড়ী সব দেখে তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বতপ্রমাণ হাতে লোহার মুদ্গর॥
কেহ কালী কেহ গৌরী কোন চেড়ী ধলী।
খর্জ্জুরতালের মত শিরে কেশাবলী॥
আউদরচুল কারো মাথা ঘুড়ি নাক।
কাঁকলাস মূর্ত্তি কারো সবমাথা টাক॥
হাতে মুখে সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ছড়াছড়ি।
ভয়ঙ্করমূর্ত্তি সব রাবণের চেড়ী॥
নানা-অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি।
চেড়ী সব ঘেরিয়াছে সুন্দরী জানকী॥
গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিনা দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা॥
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ।
'শ্রীরাম' বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস॥
'শ্রীরাম' বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সীতাদেবী চিনিলেন পবননন্দন॥
সীতারূপ দেখি কান্দে বীর হনুমান।
সুগ্রীব বলিল যত হৈল বিদ্যমান॥
ইহা লাগি মরণ এড়ায় কপি যত।
ইহা লাগি সূর্পণখাব নাককাণ হত॥
ইহা লাগি চতুর্দ্দশসহস্র রক্ষ মরে।
ইহা লাগি জটায়ু প্রহারে লঙ্কেশ্বরে॥
ইহা লাগি কবন্ধের স্বর্গদরশন।
ইহা লাগি শ্রীরামের সুগ্রীবমিলন॥
ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তরে।
ইহা লাগি একেশ্বর লঙ্ঘিনু সাগরে॥
ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতারাতি।
এই সে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী॥
দেখিয়া সীতার দুঃখ কান্দে হনুমান।
অনুমানে যে ছিল সে দেখি বিদ্যমান॥
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে।
ইহা লাগি ম্লান রাম দারুণসন্তাপে॥
রাক্ষসীগণেরে মারি কি আপনি মরি।
জানকীর দুঃখ আর দেখিতে না পারি॥
রামসীতা বাখানে চড়িয়া বীর গাছে।
কৃত্তিবাসে মনসুখে রামগুণ রচে॥



অশোকবনে রাবণের আগমন

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে উঠিল রাবণ।
চন্দ্রোদয় হইয়াছে উপর গগন॥
সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর।
ধবল রজনী দেখি বিচিত্র সুন্দর॥
মধুপান করি হৈল বিহ্বল রাবণ।
বলে চল যাই সবে অশোককানন॥
রাবণের সঙ্গে চলে দশশত নারী।
রূপে আলো করিছে কনকলঙ্কাপুরী॥
চামর ঢুলায় কেহ কারো হাতে ঝারি।
নারায়ণতৈলে জ্বলে দীপ সারি সারি॥
দশশত নারীসহ আইল রাবণ।
অশোককানন হৈল দেবতাভবন॥
হনু বলে রাবণ করিল আগুসার।
দেখিব সীতার সঙ্গে কি করে আচার॥
কুড়িচক্ষে দশানন চারিদিকে চাহে।
সীতার নিকটে আছি কভু ভাল নহে॥
গাছের আড়ালে বসি পাতার ভিতর।
আপনি লুকায়ে দেখে চতুর বানর॥
নারীগণসঙ্গে গেল সীতার সম্মুখে।
থাকিয়া গাছের আড়ে হনুমান দেখে॥
কি বলে রাবণ রাজা কি বলে জানকী।
শুনিবারে আগুসার মারুতী কৌতুকী॥
দুই পদ রাখিলেক ডালের উপর।
গাত্র বাড়াইয়া দেখে সীতার গোচর॥
রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিল অন্তরে।
মলিনবসনে ঢাকে নিজ কলেবরে॥
রাবণ বলিল, সীতা, কারে তব ডর।
দেবতা আসিতে নারে লঙ্কাব ভিতর॥
বলে ধরি আনিয়াছি এই ত্রাস মনে।
রাক্ষসের জাতিধর্ম্ম ছলে বলে আনে॥
ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার সুবদন।
কি পদ্ম কি সুধাকর জ্ঞান করে মন॥

দুইকর্ণে শোভে তব রত্নের কুণ্ডল।
দেখি নবনীতপ্রায় শরীর কোমল॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তোমার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তব চরণ-অঙ্গুলী॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
হইয়া আমার ভার্য্যা থাক নানাসুখে॥
রামের অত্যল্প ধন অত্যল্প জীবন।
রাজ্যশোকে ফিরে রাম করিয়া ভ্রমণ॥
এখনো কি আছে রাম মনে হেন বাস।
বনের মধ্যেতে তারে খাইল রাক্ষস॥
মোর বাণে সুমেরু নাহিক ধরে টান।
মানুষ সে রাম সে কি আমার সমান॥
দেবতা দানব যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব।
যুদ্ধে করিলাম চুর সবাকার গর্ব্ব॥
দিগ্বিজয় কৈনু আমি রণে বাহুবলে।
কত শত যোদ্ধা বীরে দিনু রসাতলে॥
হেন জন ছাড়ি তব তপস্বীতে মন।
জটিল তপস্বী তব শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী সীতা।
মিছামিছি বলে লোকে তোমারে পণ্ডিতা॥
নানারত্নে পূর্ণ আছে আমার আগার।
আজ্ঞা কর, সুন্দরি, সে সকলি তোমার॥
তোমার সেবক আমি তুমি তো ঈশ্বরী।
তোমার আজ্ঞাতে লয়ে যাই অন্তঃপুরী॥
তোমার চরণে ধরি করি হে ব্যগ্রতা।
কোপ ত্যজি মোর কথা শুন দেবী সীতা॥
কারো পায় নাহি পড়ে রাজা দশাননে।
দশমাথা লোটাইনু তোমার চরণে॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিয়া অন্তরে।
কহেন তাহার প্রতি অতি ধীরে ধীরে॥
অধার্ম্মিকা নহি আমি রামের সুন্দরী।
জনকরাজার কন্যা আমি কুলনারী॥
রাবণেরে পাছু করি বৈসে ক্রোধমনে।
গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা শুনে॥
নাহি হেন পণ্ডিত বুঝায় তোরে হিত।
পণ্ডিতে কি করে তোর মৃত্যু উপস্থিত॥
শৃগাল হইয়া তোর সিংহে যায় সাধ।
সবংশে মরিবি রে রামের সনে বাদ॥
তোর প্রাণে না সহিবে শ্রীরামের বাণ।
পলাইয়া কোথাও না পাবি পরিত্রাণ॥
অমৃত খাইয়া যদি হস রে অমর।
তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর॥
সোণার লঙ্কার তরে তোর অহঙ্কার।
শ্রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার॥
সাগরের গর্ব্ব যে করিস দুরাচার।
রামের বাণের তেজে সাগর সে ছার॥
অতঃপর দুষ্ট তোরে আমি বলি হিত।
আমা দিয়া রামসনে করহ পিরীতি॥
যদি বা রামের সঙ্গে না কর পিরীত।
শ্রীরামের হাতে তোর নাহি অব্যাহতি॥
আমার সেবক তুই কহিলি আপনি।
সেবক হইয়া কোথা লঙ্ঘে ঠাকুরাণী॥
যার পায় পড়ি সেই হয় গুরুজন।
পায় পড়ি কেন রে বলিস কুবচন॥
পিতৃসত্য পালিতে রামের বনবাস।
ক্রোধে শাপ দিলে তাঁর সত্য হয় নাশ॥
কি হেতু রাবণ মোরে বলিস কুবাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী॥
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্যজন নাহি জানে সীতা॥
শোন্ রে রাবণ মোর পতি রঘুমণি।
তাঁরে সিংহ শৃগালকুক্কুর তোরে গণি॥
শৃগাল হইয়া চাস সিংহের রমণী।
কোন শাস্ত্রে কোন ধর্ম্মে কোথাও না শুনি॥
দশহাজার দেবকন্যা হরেছিস বলে।
ডুবাবেন তোরে রাম সাগরের জলে॥
ইন্দ্রের নিকটে তোর যত ভারিভুরি।
এবার রামের হাতে যাবি যমপুরী॥
রাবণ ভাবিস এইমত দিন যাবে।
ঘাঁটাইলি কালসাপ ঘরে আসি খাবে॥
এত যদি সীতাদেবী বলিলেন রোষে।
মনে সাতপাঁচ ভাবে রাবণ বিশেষে॥
আসিবার কালে আমি বলেছি বচন।
একবর্ষ জানকীর করিব পালন॥
বছরের তরে তোরে দিয়েছি আশ্বাস।
বছরের মধ্যে তার যায় দশমাস॥
সহিবে যে আর দুই মাস দশস্কন্ধ।
দুই মাস গেলে তোর যে থাকে নির্ব্বন্ধ॥
জানকী বলেন, রাজা, না বল কুৎসিত।
আমা লাগি মরিবি এ দৈবের লিখিত॥

বিষ্ণু-অবতার রাম তুই নিশাচর।
গরুড়ে বায়সে দেখ অনেক অন্তর॥
অনেক অন্তর দেখ কাঁজি-সুধাপানে।
অনেক অন্তর দেখ লোহা ও কাঞ্চনে॥
অনেক অন্তর দেখ ব্রাহ্মণচণ্ডালে।
অনেক অন্তর হয় বারিনিধিখালে॥
শ্রীরাম হইতে তোরে দেখি বহুদূর।
রাম সিংহ তোরে দেখি যেমন কুক্কুর॥
এত যদি বলিলেন কর্কশবচন।
সীতারে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ॥
হাতে করি নিল বীর খাণ্ডা একধারা।
কুড়িচক্ষু রক্তবর্ণ আকাশের তারা॥
এ খাণ্ডায় কাটিয়া করিব দুইখানি।
আর যেন নাহি বল দুরক্ষর বাণী॥
সহস্র কামিনী আছে রাবণের আড়ে।
আড়ে থাকি তাহারা সীতারে চক্ষু ঠারে॥
তবু ভয় নাহি করে রামের সুন্দরী।
রাবণে ভৎ´সে সেইকালে মন্দোদরী॥
দেবতাগন্ধর্ব্ব নহে জাতি যে মানুষী।
কত বড় দেখ, প্রভু, জানকী রূপসী॥
রাবণ সীতারে দেখি উন্মত্ত যেমন।
খাণ্ডা ফেলি যায় বলে ধরিতে তখন॥
উন্মত্তের প্রায় রাজা সম্মুখে নেহালে।
মন্দোদরী হাতে ধরি বলে,হেনকালে॥
নলকুবেরের শাপ পাসরিলে মনে।
নারীরে ধরিলে বলে মরিবে পরাণে॥
নেউটিল দশানন রাণীর প্রবোধে।
চেড়ীগণে মারিবারে যায় বড় ক্রোধে॥
চেড়ীগণে ডাকে সে যাহার যেই নাম।
দ্রুত গিয়া চেড়ীগণ করিল প্রণাম॥
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা আইল প্রভাষা দুর্ম্মুখা।
পাইয়া সীতার বার্ত্তা রাঁড়ী সূর্পণখা॥
অশ্বমুখী বজ্রধারী এল চিত্তক্ষমা।
ধার্ম্মিকা ত্রিজটা এল রাক্ষসী সরমা॥
কহিল রাবণ চেড়ী সকলের কাণে।
বুঝাও সীতায় ভালমতে রাত্রিদিনে॥
রুক্ষ বাক্য না বলিহ বলিহ পিরীতে।
লহ অনুমতি বুঝাইয়া ভালমতে॥



সীতার প্রতি চেড়ীগণের অত্যাচার

ঘরে গেল দশমুখ ঠেকাইয়া চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি॥
চেড়ী সব বলে, সীতা, শুন হিতবাণী।
রাবণের মত স্বামী না পাইবে গুণী॥
অল্পধন ধরে রাম অল্পই জীবন।
চৌদ্দযুগ রাজ্যভোগ করিবে রাবণ॥
সীতা বলে অল্পধন অত্যল্প জীবন।
সেই সে আমার স্বামী কমললোচন॥
শুনিয়া সীতার কথা ক্রুদ্ধা সব চেড়ী।
কার হাতে খাণ্ডা আর কার হাতে বাড়ি॥
তোর লাগি আমরা সকলে দুঃখ পাই।
মিলিয়া সকল চেড়ী আজি তোরে খাই॥
সকলে ধাইয়া যায় সীতারে মারিতে।
শ্রীরামস্মরণ সীতা করয়ে মনেতে॥
দেখে শুনে হনুমান থাকি বৃক্ষ-আড়ে।
চেড়ীগণে মারি বলি মনে তোলেপাড়ে॥
মনে ভাবে নারী মারি করিব পাতক।
চেড়ীর বদলে মারি রাক্ষসকটক॥
সবাকার শুনি আগে বাক্য-অবসান।
পিছে নহে চেড়ীদের বধিব পরাণ॥
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা বলে প্রভাষা রাক্ষসী।
কেটে ফেলি সীতারে কিসের তরে তুষি॥
না শুনিল সীতা আমা সবার বচন।
সীতারে কাটিয়া মাংস করিব ভক্ষণ॥
‘ভাল ভাল’ বলিয়া উঠিল অশ্বমুখী।
প্রভাষার কথাতে হইল বড় সুখী॥
সূর্পণখা রাঁড়ী তবে হানে বাক্যবাণ।
গলে নখ দিয়া তোর বধিব পরাণ॥
লক্ষ্মণ কাটিল যে আমার নাককাণ।
সেই কোপে আজি তোর লইব পরাণ॥
আর চেড়ী আইল সে নাম বজ্রধারী।
চুলে ধরি সীতারে দিল চাকভাউরী॥
মারিতে কাটিতে চাহে কারো নাহি ব্যথা
প্রাণে আর কত সহে কান্দিছেন সীতা॥
বস্ত্র না সম্বরে সীতা কেশ নাহি বান্ধে।
শোকেতে ব্যাকুল ভূমি লোটাইয়া কান্দে।
হনুমান মহাবীর আছে বৃক্ষডালে।
রোদন করেন সীতা সেই বৃক্ষতলে॥

কোথা গেলে প্রভু রাম কৌশল্যা শাশুড়ী।
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী ॥
যদি হয় লঙ্কায় রামের আগমন।
সবংশে নির্ব্বংশ হয় রাক্ষসের গণ ॥
এত দুঃখ পাই যদি শুনিতেন কাণে।
লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে ॥
হেনকালে অন্তরীক্ষে থাক যদি চর।
মোর দুঃখ কহ গিয়া শ্রীরামগোচর ॥
আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম।
এ লঙ্কার সর্ব্বনাশ করুন শ্রীরাম ॥
গৃধিনীশকুনি তুষ্ট হউক আকাশে।
শৃগালকুক্কুর তৃপ্ত রাক্ষসের মাংসে ॥
জানকীর শাপে হবে লঙ্কার বিনাশ।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥



ত্রিজটার দুঃস্বপ্ন

ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রি জাগিতে না পারে।
কুস্বপ্ন দেখিয়া বুড়ী উঠিল সত্বরে ॥
শয্যায় বসিয়া বুড়ী দুঃখ পায় মনে।
সীতারে বেড়িয়া মারে যত চেড়ীগণে ॥
ত্রিজটা বলেন সীতা রামের রমণী।
সীতারে যে মারে সেই মরিবে আপনি ॥
হইল সীতার বুঝি দুঃখ-অবসান।
স্বপ্ন শুনিবারে এস সবে মোর স্থান ॥
সীতা এড়ি সবে গেল ত্রিজটার পাশ।
ত্রিজটা কহিছে স্বপ্ন শুনি লাগে ত্রাস ॥
নিভৃতে ত্রিজটা ডাকি বলে চেড়ীগণ।
স্বপ্ন দেখি আজি মোর উড়িল পরাণ ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিনু আজি নিশির ভিতরে।
লঙ্কায় আসিল যেন মর্কটবানরে ॥
প্রথমে আসিল কপি বিঘতপ্রমাণ।
প্রণাম করিল আসি সীতাবিদ্যমান ॥
সীতা সম্ভাষিয়া কপি ভীমমূর্ত্তি ধরে।
আম্রবন ভাঙ্গি মারে অক্ষ যে কুমারে ॥
সাগর লঙ্ঘিয়া বীর এল শীঘ্র করি।
পোড়াইয়া ভস্মরাশি কৈল লঙ্কাপুরী ॥
রক্তবস্ত্রপরিধানা কালী হেন বুড়ী।
রাবণেরে পাড়ে তার গলে দিয়া দড়ি ॥
দেয় কুম্ভকর্ণের মুখেতে কালি চূর্ণ।
লঙ্কাদাহ হয় আর রাক্ষসেরা খুন ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ দেখি ধনুর্ব্বাণহাতে।
সীতা উদ্ধারিয়া যায় চড়ি পুষ্পরথে ॥
যে স্বপ্ন দেখিনু তাহে নাহিক নিস্তার।
পড়িবেক অবশ্য লঙ্কায় মহামার ॥
ত্রিজটা এতেক বলি ঘুমে অচেতন।
একা সীতা বৃক্ষতলে করেন ক্রন্দন ॥
শুনিয়া গাছের ডালে হনুমান হাসে।
প্রত্যক্ষ করাব স্বপ্ন একই দিবসে ॥
ত্রিজটার স্বপ্ন সত্য কহে কৃত্তিবাস।
রাবণের হবে শীঘ্র সবংশবিনাশ ॥



সীতার নিকট হনুমানের স্বীয় পরিচয়সহ অঙ্গুরীয় প্রদান

হনুমান দেখে সব চেড়ী ঘরে গেল।
সীতা সম্ভাষিতে মোরে এই বেলা হৈল ॥
বৃক্ষডালে হনুমান সীতা ভূমিতলে।
কি বলিয়া সম্ভাষিব মনে যুক্তি তুলে ॥
বলিলে রামের দূত না যাবে প্রত্যয়।
আমার কারণে হবে দুঃখ অতিশয় ॥
তবে ত সকল কার্য্য হইবে বিনাশ।
অসম্ভাষে গেলে হবে শ্রীরাম নিরাশ ॥
সাতপাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি।
আপনা আপনি কহে শ্রীরামকাহিনী ॥
'শ্রীরাম' বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শ্রীরামেব কথা কহে পবননন্দন ॥
যজ্ঞশীল দানশীল দশরথরাজা।
দেবলোকে নরলোকে সবে করে পূজা ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম তাঁর বধূ সীতাসতী।
হরণ করিল তারে রাবণ দুর্ম্মতি ॥
কাননে ভ্রমেণ রাম সীতা-অন্বেষণে।
সুগ্রীবের সহ মৈত্রী করিলেন বনে ॥
সে রামের বৃত্তান্ত তোমারে যায় বলা।
মাথা তুলি দেখ যদি সেবকবৎসলা ॥
মাথা তুলি সীতাদেবী সে গাছ নেহালে।
বিঘতপ্রমাণ কপি দেখেন সে ডালে ॥
সীতাহনুমান দোঁহে হইল দর্শন।
যোড়হাতে প্রণমিল পবননন্দন ॥

জানকী বলেন বিধি বিগুণ আমায়।
রাবণের দূত বুঝি আমারে ভুলায়॥
নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
বানররূপেতে বুঝি করে সম্ভাষণ॥
দশমাস করি আমি শোকে উপবাস।
মম সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস॥
স্বরূপেতে হও যদি শ্রীরামের চর।
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর॥
অগ্নিতে পুড়িবে নাহি অস্ত্রে মা মরিবে।
রণে বনে তব রক্ষা শঙ্করী করিবে॥
তব কণ্ঠে সরস্বতী হৌন অধিষ্ঠান।
যেখানে সেখানে যাও সর্ব্বত্র সম্মান॥
বানর কি নাম ধর থাক কোন্ দেশে।
কি হেতু আইলা হেথা কাহার আদেশে
বহুদিন শ্রীরামের না জানি কুশল।
আমার লাগিয়া প্রভু আছেন দুর্ব্বল॥
হইবা রামের দূত হেন অনুমানি।
তব মুখে শুনিলাম প্রভুর কাহিনী॥
হনুমান বলে রাম গুণের সাগর।
আকৃতিপ্রকৃতি কিবা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
শালগাছ জিনি তাঁর প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর॥
তিলফুল জিনি নাসা সুদৃশ্য কপাল।
ফলমূল খান তবু বিক্রমে বিশাল॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম গজেন্দ্রগমন।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবনমোহন॥
অনাথের নাথ রাম সকলের গতি।
কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শকতি॥
আপনি যে স্বর্ণমৃগ দেখিলা সুন্দর।
রাক্ষস মারীচ সেই রাবণের চর॥
তাহাকে মারিতে রাম করেন প্রয়াণ।
শ্রীরামের বাণেতে সে হারাইল প্রাণ॥
তোমার দুর্ব্বাক্যে ঘর ছাড়িল লক্ষ্মণ।
শূন্যঘর পেয়ে তোমা হরিল রাবণ॥
পর্ব্বতশিখরে ছিনু মোরা পঞ্চজন।
ছিন্নবস্ত্র অকস্মাৎ পড়িল তখন॥
নিলাম সে ছিন্নবস্ত্র শ্রীরামের স্থানে।
বহু কান্দিলেক রামলক্ষ্মণ দুজনে॥
আছাড় খাইয়া রাম লোটান ভূতলে।
সুহৃদ সুগ্রীব তাঁরে আশ্বাসিয়া তোলে॥
করিল সুগ্রীব সত্য তোমা উদ্ধারিতে।
রাজত্ব দিলেন তাঁরে শ্রীরাম ত্বরিতে॥
আইল বানর সর্ব্ব সুগ্রীব-আশ্বাসে।
চতুর্দ্দিকে গেল সবে তোমার উদ্দেশে॥
আসিতে মাসের মধ্যে রাজার নিয়ম।
মাসের অধিক হৈলে হবে ব্যতিক্রম॥
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার।
মনে হৈল কপি সব মরিল এবার॥
সম্পাতি নামেতে পক্ষী গরুড়নন্দন।
তার মুখে শুনিলাম তব বিবরণ॥
পর্ব্বতের উপরে তাহার পাই দেখা।
রামনাম বলিতে তাহার উঠে পাখা॥
তার বাক্যে লঙ্ঘিলাম দুস্তর সাগর।
লঙ্কার সকল স্থান হইল গোচর॥
রাবণের চর বলি না করিহ ভয়।
স্বরূপে রামের দূত জানিহ নিশ্চয়॥
আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয়।
রামের অঙ্গুরী দেখ হইবে নিশ্চয়॥
অঙ্গুরী দেখায় তাঁরে পবননন্দন।
অনিমিষে জানকী করেন নিরীক্ষণ॥
রামের অঙ্গুরী দেখি হইল বিশ্বাস।
হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লাস॥
রামের অঙ্গুরী পেয়ে সীতাদেবী কান্দে।
বুকে বুলাইয়া সীতা শিরে করি বন্দে॥



সীতার খেদ

যোগসিদ্ধ মহাতেজা জনক নামেতে রাজা
আমি সীতা তাঁহার নন্দিনী।
দশরথসুত রাম নবদূর্ব্বাদলশ্যাম
বিবাহ করেন পণে জিনি॥
শুভবিবাহের পর গেলাম শ্বশুরঘর
কতমত করিলাম সুখ।
শ্বশুরের স্নেহ যত শাশুড়ীগণের তত
নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক॥
হরষিত যত প্রজা আনন্দিত মহারাজা
আদেশিল দিতে ছত্রদণ্ড।
কুঁজী দিল কুমন্ত্রণা কৈকেয়ী করিল মানা
বিলম্ব না কৈল এক দণ্ড॥

আমি কন্যা পৃথিবীর স্বামী মম রঘুবীর
মোরে বন্দী কৈল নিশাচর।
সুন্দরাকাণ্ডের গীত কৃত্তিবাস সুললিত
বিরচিল অতি মনোহর॥



সীতা ও হনুমানের কথোপকথন

বিভীষণ ধার্ম্মিক রাবণসহোদর।
মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর॥
অরবিন্দ নামেতে রাক্ষস মহাশয়।
আমা দিতে রাবণেরে করিছে বিনয়॥
বিভীষণকন্যা সে সানন্দা নাম ধরে।
তার মাকে পাঠাইল আমার গোচরে॥
তার ঠাঁই শুনিলাম এই সারোদ্ধার।
বিনা যুদ্ধে, বাছা, মোর নাহিক উদ্ধার॥
সুগ্রীবেরে জানাইও মম বিবরণ।
শ্রীরামেরে জানাইও মোর নিবেদন॥
হনু বলে মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
তোমা লয়ে যাব যথা শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
বল মৃগ হই, মাতা, বল হই পাখী।
কিসে আরোহিয়া যাবে বল মা জানকি॥
জানকী বলেন তুমি বিঘতপ্রমাণ।
মনুষ্যের ভার কিসে সবে হনূমান॥
শুনিয়া সীতার কথা হনূমান হাসে।
হইল যোজন আশী চক্ষুর নিমিষে॥
হইল যোজন দশ আড়ে পরিসর।
সত্তর যোজন হৈল উভে দীর্ঘতর॥
করিল দীঘল লেজ যোজন পঞ্চাশ।
তখনি সে লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ॥
জানকী বলেন, বাছা, তোমার আকার।
দেখিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার॥
কেমনে তোমার পৃষ্ঠে আমি হব স্থির।
সাগরে পড়িলে খাবে হাঙ্গরকুম্ভীর॥
পরপুরুষের স্পর্শে নাহি লয় মন।
কি করিব বলে ধরি আনিল রাবণ॥
রাবণের মত কি করিবে মোরে চুরি।
তাকে মারি উদ্ধারহ তবে বাহাদুরি॥
তোমার দুর্জ্জয় মূর্ত্তি দেখি লাগে ডর।
আপনা সম্বর, বাছা, পবনকোঙর॥
অশীতি যোজন অঙ্গ লাগে অন্তরীক্ষে।
আপনা সম্বর, বাছা, কেহ পাছে দেখে॥
শুনিয়া সীতার কথা বীর হনূমান।
দেখিতে দেখিতে হয় বিঘতপ্রমাণ॥
জানকী বলেন বাছা পবনকোঙর।
তোমার বিক্রমেতে আমার লাগে ডর॥
লক্ষ্মণেরে জানাইও আমার কল্যাণ।
তা সবার বিক্রমের কিসের বাখান॥
নিমিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
এই কি আছিল মোর লিখন কপালে॥
রাম হেন স্বামী যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহারে করে এত অপমান॥
সুগ্রীবেরে জানাইও আমার কাকুতি।
যত কিছু আছে তাঁর সৈন্যসেনাপতি॥
দুমাস জীবন তার এক মাস রয়।
মাস গেলে বাছা মোর জীবনসংশয়॥
দুই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান।
অতঃপর কাটিয়া করিবে খানখান॥
আমি মৈলে সবাকার বৃথা আয়োজন।
যদি ঝট এস তবে রহিবে জীবন॥



সীতার শিরোমণিপ্রদান

শুনিয়া সীতার এই করুণবচন।
নেত্রনীরে ভিজে বীর পবননন্দন॥
হনূমান বলে শুন জগতবন্দিনী।
না কর ক্রন্দন, মাতা, সম্বর আপনি॥
নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ত্বরিতে।
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে॥
মাথা হৈতে খসাইয়া সীতা দেয় মণি।
মণি দিয়া তার ঠাঁই কহেন কাহিনী॥
মাসেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার।
তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এই বার॥
আর কি কহিব কথা চক্ষে নীর বহে।
ইন্দ্রসুত কাক মোর আঁচড়িল দেহে॥
শ্রীরাম ঐষীকবাণ করেন সন্ধান।
খেদাড়িয়া যান তার বধিতে পরাণ॥
কাক গিয়া বাসবের লইল শরণ।
সে ঐষীক বাণ তবে হইল ব্রাহ্মণ॥

দ্বিজবেশে কহে গিয়া বাসবের ঠাঁই।
শ্রীরামের বাণ আমি ঐ কাক চাই॥
সেই বাণ দেখি ইন্দ্র উঠিল তখন।
করযোড়ে তার আগে করিল স্তবন॥
বাণ বলে মোর ঠাঁই নাহিক এড়ান।
ত্রিভুবনে ব্যর্থ নহে শ্রীরামের বাণ॥
বাণের গর্জ্জন শুনি ভীত পুরন্দর।
জয়ন্ত কাকেরে দিল বাণের গোচর॥
শ্রীরামে আনিয়া দিল বিন্ধি এক আঁখি
করুণাসাগর প্রাণে না মারেন পাখী॥
এত অপরাধে তারে না মারেন প্রাণে।
ত্রিভুবনে তুল্য নাহি শ্রীরামের গুণে॥
রাম হেন পতি যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান॥
অনন্তর মস্তকে বান্ধিয়া শিরোমণি।
দেশেতে চলিল বীর করিয়া মেলানি॥
মেলানি করিয়া বীর দেশেতে যাইবে।
মনে বীর হনূমান সাতপাঁচ ভাবে॥
আচম্বিতে আইলাম যাই আচম্বিতে।
হরিষ বিষাদ কিছু না থাকিবে চিতে॥
রামের কিঙ্কর যাব সাগরের পার।
রাবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমৎকার॥
জন্মাই সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাস।
স্বর্ণলঙ্কাপুরী আজি করিব বিনাশ॥
বান্ধিয়াছে মণিতে অশোকবৃক্ষগুঁড়ি।
সেই বনে হনূমান যায় গুড়ি গুড়ি॥
সীতা বলিলেন, বাছা, হইল স্মরণ।
অমৃতের ফল কিছু করহ ভক্ষণ॥
হাত পাতি লয় বীর পরম কৌতুকে।
অমনি ফেলিয়া দিল আপনার মুখে॥
অমৃতসমান সেই অমৃতের ফল।
ফল খেয়ে হনূমান হইল বিকল॥
হনূমান কহে, ওগো, জননি জানকি।
অমৃতসমান ফল আরো আছে নাকি॥
কোথায় তাহার গাছ কহ ত বিধান।
খাইব সকল ফল দেখ বিদ্যমান॥
সীতা বলিলেন তব বৃথা আগমন।
মম বার্ত্তা না পাবেন শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
তুমি একা বানর রাক্ষস বহু জন।
তোমারে দেখিবামাত্র বধিবে জীবন॥

হনূমান বলে, মাতা, ভাব কেন আর।
রাক্ষসকটক আমি করিব সংহার॥
মনে চিন্তা না করিহ শুনহ বচন।
দেখাইয়া দেহ, মাতা, অমৃতের বন॥



হনূমানকর্ত্তৃক আম্রবনভঞ্জন ও বনরক্ষী রাক্ষসগণের সংহার

দেখান অঙ্গুলি দ্বারা সীতা সেই বন।
নিঃশব্দে চলিল বীর পবননন্দন॥
জালদড়া দিয়া বান্ধা আছে চারিপাশ।
তাহা দেখি মারুতির উপজিল হাস॥
খাইতে না পারে পক্ষী রাক্ষসেরা রাখে।
ধীরে ধীরে হনূমান সেই বনে ঢোকে॥
নেউলপ্রমাণ হয়ে বৃক্ষডালে আছে।
তাহারে দেখিয়া পক্ষী নাহি রহে গাছে॥
ফল রাখে হনূমান ডালে ডালে পাড়ি।
দেখিয়া রাক্ষস সব হেসে গড়াগড়ি॥
রাক্ষসেরা বলে এ বানর নাহি মারি।
রাখুক বানর ফল নিদ্রা আগে সারি॥
বৃক্ষতলে নিদ্রা যায় রাক্ষস সকল।
পবননন্দন বীর খায় সব ফল॥
ফলফুল খায় বীর আর ছিঁড়ে পাতা।
উপাড়িয়া ফেলে গাছ কোথা বৃক্ষলতা॥
ডাল ভাঙ্গে হনূমান শব্দ মড়মড়ি।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি॥
উঠিয়া রাক্ষসগণ চারিদিকে চায়।
অমৃতের বন দেখে কিছু নাহি তায়॥
জাঠা ঝকড়া শেল মুষল ও মুদ্গর।
নানা অস্ত্র মারে তারা হনূর উপর॥
নানা অস্ত্র রাক্ষসেরা ফেলে অতি কোপে।
লাফে লাফে হনূমান সব অস্ত্র লোফে॥
কুপিলেন হনূমান পবননন্দন।
সবার উপরে করে গাছবরিষণ॥
গাছ লৈয়া হনূমান যায় তাড়াতাড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে দশবিশ কুড়ি॥
হনূমান যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
কারে মারে চাপড় কাহারে মারে লাথি॥
দশবিশ চেড়ী ধরি মারিছে আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গে কারো চূর্ণ করে হাড়॥

প্রাণ লৈয়া কত চেড়ী পলাইল ত্রাসে।
সীতারে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা ঘন বহে শ্বাসে॥
চেড়ী সব কহে, সীতা, সত্য কহ বাণী।
বানরের সাথে কি বা কহিলে কাহিনী॥
সীতা বলিলেন কোন্ জন মায়া ধরে।
আমি কি জানিব সবে জিজ্ঞাস বানরে॥
ভাঙ্গিল অশোকবন বড় বড় ঘর।
ত্রাসে বার্ত্তা কহে গিয়া রাবণগোচর॥
আসিয়াছে কোথাকার একটা বানর।
অমৃতের বন ভাঙ্গে বড় বড় ঘর॥
যে সীতার প্রতি তুমি সঁপিয়াছ মন।
হেন সীতা বানরে করিল সম্ভাষণ॥
সীতা নাড়ে হাতটি বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে নারিনু নরবানরের কথা॥
ঝটিতে বান্ধিয়া আনি করহ বিচার।
বিলম্ব হইলে কারো নাহিক নিস্তার॥
কুপিল রাবণরাজা চেড়ীদের বোলে।
ঘৃত দিলে অগ্নিতে যেমন আরো জ্বলে॥
'মার মার' শব্দ করে তর্জ্জন গর্জ্জন।
দশানন দশদিক করে নিরীক্ষণ॥
সম্মুখে দেখিল মূঢ় নামেতে কিঙ্কর।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা ধরিতে বানর॥
চলিল কিঙ্কর মূঢ় যমের দোসর।
ত্বরা করি গেল হনূমানের গোচর॥
ধেয়ে যায় রাক্ষস বধিতে হনূমান।
প্রাচীরে বসিল বীর পর্ব্বতপ্রমাণ॥
জাঠা শেল ঝকড়া মুষল ফেলে কোপে।
লাফে লাফে হনূমান সব অস্ত্র লোফে॥
উপড়ে ঘরের থাম পর্ব্বত-আকার।
থামের বাড়িতে বীর করে মহামার॥
আথালি-পাথালি মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
পড়িয়া কিঙ্কর মূঢ় যায় গড়াগড়ি॥
পাঠাইল মারিয়া মূঢ়েরে যমঘর।
বাছিয়া উপড়ে গাছ চাঁপা নাগেশ্বর॥
যেখানে থাকেন সীতা তাহা মাত্র রাখে।
আর সব চূর্ণ করে সম্মুখে যা দেখে॥
দশবিশ জনে ধরি মারিছে আছাড়।
মস্তক ভাঙ্গিয়া কারো চূর্ণ করে হাড়॥
সাগরের কূলে যত বালি খরশান।
তাহার উপরে মুখ ঘর্ষে হনূমান॥
পলাইল বহুজন পাইয়া তরাস।
রাবণেরে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস॥
দেখিলাম যে কিছু কহিতে করি ডর।
পড়িল কিঙ্কর মূঢ় শুন লঙ্কেশ্বর॥
লঙ্কা মজাইল আজি একটা বানর।
সহিতে না পারি আর করিল জর্জ্জর॥



হনূমানকর্ত্তৃক অষ্টরাক্ষসসংহার

মহাযোদ্ধা বীর তার নাম জাম্বুমালী।
প্রহস্ত যোদ্ধার বেটা বলে মহাবলী॥
রাবণ তাহাকে কহে করিয়া সম্মান।
আপন কটকে বান্ধি আন হনূমান॥
আদেশ পাইয়া বীর দিব্যরথে চড়ে।
হস্তীঘোড়াঠাট কত তার সঙ্গে নড়ে॥
বসি আছে হনূমান প্রাচীর উপর।
কটক লইয়া গেল তাহার গোচর॥
প্রথমে হইল দুইজনে গালাগালি।
বাণবরিষণ করে বীর জাম্বুমালী॥
অসংখ্যক বাণ মারে বানরের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ শর।
হনূমানে বিন্ধিয়া সে করিল জর্জ্জর॥
হইলেন মহাক্রোধী পবননন্দন।
শালগাছ উপাড়িয়া আনে ততক্ষণ॥
বাহুবলে গাছ এড়ে বীর হনূমান।
রাক্ষসের বাণে গাছ হয় খান খান॥
শালগাছ ব্যর্থ গেল দেখিয়া চিন্তিত।
পর্ব্বতের চূড়া বীর আনে আচম্বিত॥
বাহুবলে এড়ে বীর পর্ব্বতের চূড়া।
জাম্বুমালী বাণেতে পর্ব্বত করে গুঁড়া॥
জিনিতে নারিল বীর হইল চিন্তিত.
ঘরের মুষল তার পাইল আচম্বিত॥
দুই হাতে তুলি বীর মুষল সত্বর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর॥
বাড়ি খাইয়া জাম্বুমালী গেল যমঘর।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর॥
ভগ্ন পাইক কহে গিয়া রাবণগোচর।
জাম্বুমালী পড়ে বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥

ছত্রিশ কোটির যারা মুখ্যসেনাপতি।
সকলের তরে ত্বরা দিলেন আরতি॥
শুনি তাহা বিড়ালাক্ষ শার্দ্দূলপ্রধান।
বীর ধূম্রলোচন সে রণে আগুয়ান॥
নানা অস্ত্র হাতে করি ধায় রড়ারড়ি।
হনুমানে মারিতে সবার তাড়াতাড়ি॥
নানা অস্ত্র সাতবীর এড়ে খরশান।
সবে বলে আমি ত মারিব হনুমান॥
সাতবীর আসিয়াছে হনুমান দেখে।
নেউলপ্রমাণ হয়ে প্রাচীরেতে থাকে॥
সাতবীর আসিয়া প্রাচীরপানে চায়।
লুকাইল হনুমান দেখিতে না পায়॥
প্রাণ লয়ে পলাইল আমা সবা ডরে।
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
ঘরে যেতে সাতবীর করে হুড়াহুড়ি।
টান দিয়া আনে হনূ বড় ঘরের কড়ি॥
নেউটিয়া ঘরে যাই সবাকার মন।
পাছু খেদাড়িয়া যায় পবননন্দন॥
কড়ি তুলি মারে বীর রথের উপর।
কাড়ির বাড়িতে তারা যায় যমঘর॥
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর।
ভগ্ন পাইক কহে গিয়া রাজার গোচর॥
যুদ্ধ জিনিলেক রাজা একটা বানর।
সাতবীর পড়িল শুনিল লঙ্কেশ্বর॥



হনূমানকর্তৃক অক্ষকুমারবধ

অক্ষ নামে রাজপুত্র করে বীরদাপ।
বানরে মারিতে তারে আজ্ঞা দিল বাপ
অক্ষ আর ইন্দ্রজিৎ দুই সহোদর।
ইন্দ্রজিৎতুল্য অক্ষ যুদ্ধে ধনুর্দ্ধর॥
প্রসাদ দিলেন তারে নানা অলঙ্কার।
বিলাইতে দিল তারে চারিটা ভাণ্ডার॥
পিতৃপ্রদক্ষিণ করি রথেতে চড়িল।
হস্তীঘোড়াঠাট কত সহিতে চলিল॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
কুমার অক্ষের ঠাট পাঁচ অক্ষৌহিণী॥
হনূমান বসিয়াছে প্রাচীর উপর।
রুষিয়া কহিছে অক্ষ শোন রে বানর॥
অক্ষ নাম আমার যে রাবণনন্দন।
নাহিক নিস্তার আজি বধিব জীবন॥
কোটি কোটি বাণ আজি করিব সন্ধান।
কেমনে রাখহ প্রাণ দেখি হনুমান॥
সন্ধান পুরিয়া বাণ ধনুকেতে যোড়ে।
বাণ ব্যর্থ করে পাছে চিন্তিত অন্তরে॥
লাফ দিয়া উঠে বীর গগনমণ্ডল।
যত বাণ এড়ে সব যায় পদতলে॥
কোপে বাণ ফেলে তার মাথার উপর।
বাণ ফুটে হনুমান হইল জর্জ্জর॥
হনূ বলে রাজপুত্র দেখিতে ছাবাল।
বাণগুলা এড়ে যেন অগ্নির উথাল॥
লাফ দিয়া হনূমান তার রথে চড়ে।
রথখান গুঁড়া করে একই চাপড়ে॥
রথের সারথিঘোড়া হৈল চূরমার।
অন্তরীক্ষে পলাইল সে অক্ষকুমার॥
রাক্ষস পলায় উর্দ্ধে হনূমান কোপে।
লাফ দিয়া পায়ে ধরে চিলে যেন লোফে॥
দুই পা ধরিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর।
কুমার পড়িল বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বর॥



ইন্দ্রজিতের হনূমানকে বন্দীকরণ

শুনিয়া রাবণরাজা লাগিল ভাবিতে।
যুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে॥
বড় বড় বীর যায় করিয়া গর্জ্জন।
বাহুড়িয়া না আইসে আমার সদন॥
অদ্যকার যুদ্ধে যাহ বাছা ইন্দ্রজিৎ।
তোমরা থাকিতে আমি যাই অনুচিত॥
পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ ভাষে।
বানরে করিবে বন্দী চক্ষুর নিমিষে॥
কি ছার বানর বেটা আমি মেঘনাদ।
যুদ্ধ জিনি লব অদ্য রাজার প্রসাদ॥
আঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল বাহুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বাঙ্গে পরিল বীর রাজ-আভরণ॥
স্বর্ণ নবগুণ পরে পরে স্বর্ণপাটা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোঁটা॥

একহাতে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ দাপনি।
আর হাতে সারথিরে ডাকিল আপনি ॥
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে অটল।
সাজাইল রথখান করে ঝলমল ॥
কনকে রচিত রথ বিচিত্রনির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্টঘোড়া রথের যোগান ॥
মাতঙ্গ বিংশতি কোটি তার অর্দ্ধ ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী চলে ত্রিভুবন যোড়া ॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
রণবাদ্য বাজে কত স্বর্গে লাগে ধ্বনি ॥
এত সৈন্য লয়ে বীর চলিল সত্বর।
পাছে হৈতে ডাক দিয়া বলে লঙ্কেশ্বর ॥
বালিসুগ্রীবের শুনিয়াছ যে কাহিনী।
তার পাত্র হনূমান সর্ব্বলোকে জানি ॥
সেই বা আসিয়া থাকে বীর-অবতার।
তুচ্ছ জ্ঞান না করিহ যুঝিহ অপার ॥
পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ হাসে।
বানরে বধিব আজি দেখ অনায়াসে ॥
বসি আছে হনূমান প্রাচীর উপর।
সৈন্যসহ ইন্দ্রজিৎ গেলেন সত্বর ॥
দেখি হনূমানেরে সে জ্বলিলেক কোপে।
গালাগালি পাড়ে বীর অতুলপ্রতাপে ॥
পাতালিতা খাইস, বেটা, পরিস কাছুটি!
মরিবারে হেথা আসি করিস ছটফটি ॥
সুগ্রীবের কাল গেল ভ্রমি ডালে ডালে।
মরিবারে কি কারণে লঙ্কায় আইলে ॥
রাক্ষসের গালি শুনি হনূমান হাসে।
গালাগালি পাড়ে বীর মনে যত আসে ॥
ফলমূল খাই মোরা মুনি-ব্যবহার।
ডালে ডালে ফিরি সে যে নহে অনাচার।
আপনার অনাচার না দেখ আপনি।
রাবণের অনাচার ত্রিভুবনে শুনি ॥
দশহাজার স্ত্রী যদ্যপি আছে ঘরে।
তথাপি সে তোর বাপ ব্যভিচার করে ॥
সতীস্ত্রী হরিয়া আনে যতি-তপস্বিনী।
শাপগালি পাড়ে তবু না ছাড়ে ব্রাহ্মণী ॥
করিলেক কত শত ব্রহ্মহত্যাপাপ।
অন্ত নাহি যত পাপ করে তোর বাপ ॥
ত্রিভুবনে তোর যে বাপের বিসম্বাদ।
কতকাল থাকে আর পড়িল প্রমাদ ॥
সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে।
রাবণের ব্রহ্মশাপ ফলে এতকালে ॥
এইরূপে দুইজনে হয় গালাগালি।
তারপর যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী ॥
নানা অস্ত্র ইন্দ্রজিৎ করে বরিষণ।
সব অস্ত্র লুফে ধরে পবননন্দন ॥
হনূমান বলে, বেটা, তোর রণচুরি।
দেখ্ তোরে আজিকে পাঠাব যমপুরী ॥
জিনিতে না পারে কেহ উভয়ে সোসর।
দুইজনে করে যুদ্ধ দুইটি প্রহর ॥
ইন্দ্রজিৎ ভাবে আমি পাশ-অস্ত্র জানি।
পাশ-অস্ত্র ছাড়িয়া বানর বান্ধি আনি ॥
রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি।
এড়িলেক পাশ-অস্ত্র হনূ হয় বন্দী ॥
প্রাচীর হইতে বীর পড়িয়া ভূতলে।
বলে পারি পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে বলে ॥
পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে নাহি লয় মনে।
রাবণের সঙ্গে দেখা করিব কেমনে ॥
এতেক চিন্তিয়া বীর পাশ নাহি ছিণ্ডে।
রাক্ষসে টানিয়া বান্ধে হাতে গলে মুণ্ডে।
কেহ হাতে-পায়ে বান্ধে কেহ বান্ধে গলে
গলা টানি বান্ধে কেহ লোহার শিকলে ॥
রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল বীর ইন্দ্রজিৎ।
বাপের আগেতে লহ বানরে ত্বরিত ॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ গেল আগুয়ান।
বড় বড় বীর গিয়া বেড়ে হনূমান ॥
কোপে তোলপাড় করে হনূ যথোচিত।
সত্তর যোজন বীর হয় আচম্বিত ॥
সাতলক্ষ রাক্ষসেতে টানাটানি পড়ে।
তথাপি তাহার এক রোম নাহি নড়ে ॥
দেখি হনূমানের সে বিক্রম বিশাল।
চমৎকৃত হইল রাক্ষসের পাল ॥
হনূমান বলে তোরা বাজারে দামামা।
রাজসম্ভাষণে যাব কান্ধে কর আমা ॥
বড় বড় সাঙ্গি দিয়া হনূমানে বান্ধে।
দুইলক্ষ রাক্ষসে তাহারে করে কান্ধে ॥
রাক্ষসের কান্ধে বীর মনে মনে হাসে।
কত রঙ্গ করে বীর মনের উল্লাসে ॥
যেই ভিতে হনূমান কিছু দেয় ভর।
রাখ বলি রাক্ষস ছাড়িয়া দেয় রড় ॥

সাতলক্ষ রাক্ষসেতে টানাটানি করে।
অচল হইল হনূ রাবণের দ্বারে॥
নাড়িতে না পারে তারে সবে পায় ত্রাস।
সত্বরে কহিল বার্ত্তা রাবণের পাশ॥
কষ্টেতে হইল বন্দী সে দুষ্ট বানর।
না আসে শরীর তার দ্বারের ভিতর॥
হাসিয়া রাবণ তারে কহে সন্বিধান।
দ্বার ভাঙ্গি ঝট আন দেখি হনূমান॥
রাজার আজ্ঞায় দূত আইল সত্বরে।
দ্বার ভাঙ্গি পথ করে আনিবার তরে॥
সাতদ্বার ভাঙ্গে তারা একদ্বার রয়।
অচল হইল হনূ নাড়া নাহি যায়॥
আপন ইচ্ছায় গেল পবননন্দন।
পাত্রমিত্রসহ যথা বসেছে রাবণ॥
রাজার কুমাবগণ বসি সারি সারি।
বসিয়াছে যেন সবে অমরনগরী॥
চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চন্দ্র যেন বেড়ি তারাগণ॥
রাবণ ব্রহ্মার বরে কারে নাহি গণে।
চন্দ্রসূর্য্য ভয়ে বসে রাবণসদনে॥
তার দশ শিরে শোভা করে দশমণি।
মণির ছটায় লাজ পায় দিনমণি॥
দেখিল বানর গিয়া রাবণসম্পদ।
ত্রাস পাইয়া হনূমান ভাবে রামপদ॥
রাবণের সম্পদ দেখিয়া তার হাস।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গীত গায় কৃত্তিবাস॥



রাবণকর্ত্তৃক হনূমানকে দণ্ডপ্রদান

দশানন বলিছে তোমার নাহি ডর।
সত্য করি কহ রে কাহার তুমি চর॥
স্বরূপেতে কহ যদি খসাব বন্ধন।
মিথ্যা যদি কহ তবে বধিব জীবন॥
হনূমান বলে আমি শ্রীরামের দূত।
ভাঙ্গিলাম তোমার সে কানন অদ্ভুত॥
বন্ধন মানিনু তোমা দেখিবার মনে।
শ্রীরামের কথা কহি শুন সাবধানে॥
সবে শুনিয়াছ দশরথমহীপতি।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম তাঁর বধূ সীতা সতী॥
অগোচরে রাবণ হরিলা তুমি সীতে।
সুগ্রীবের সহ মৈত্রী তোমা অন্বেষিতে॥
যে বালিরাজার স্থানে তব পরাজয়।
হেন বালি মারিলেন রাম মহাশয়॥
তোর ব্রহ্ম-অস্ত্র মোর কি করিতে পারে।
বন্ধন মানিনু কিছু বুঝাবার তরে॥
রামসুগ্রীবের যুক্তি তাহা আমি জানি।
কুম্ভকর্ণে আর তোরে বধিবেন তিনি॥
ইন্দ্রজিতে মারিবেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আর যত রাক্ষস মারিবেন কপিগণ॥
এই সত্য করিলেন সুগ্রীবের আগে।
আমি তোরে মারিলে তাঁহার সত্য ভাঙ্গে
মোর আগে ধরিয়াছ নব ছত্রদণ্ড।
লাঙ্গুলের বাড়িতে করিব খণ্ড খণ্ড॥
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি।
দশমুণ্ড ভাঙ্গিব মারিয়া এক নড়ি॥
এতেক বলিল যদি পবননন্দন।
বানরে কাটিতে আজ্ঞা করে দশানন॥
'কাট কাট' বলি ঘন ডাকিছে রাবণ।
মাথা নোয়াইয়া বলে ভাই বিভীষণ॥
দূতকে কাটিলে রাজা বড় অনাচার।
আজ হতে ঘুচিবে দূতের ব্যবহার॥
আত্মকথা পরকথা দূতমুখে শুনি।
কাটিতে এমন দূত অনুচিত বাণী॥
দূতের শাসন আছে মুড়াইতে মুণ্ড।
ইহা ভিন্ন দূতের নাহিক অন্য দণ্ড॥
এই যুক্তিবলে হনূ পাইল জীবন।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবণ॥
লেজ পোড়াইয়া এরে পাঠাও সে দেশে।
লেজ পোড়া দেখি যেন জ্ঞাতিবন্ধু হাসে॥
এই আজ্ঞা করিলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
লেজ পোড়াইতে সবে আইল সত্বর॥
কুপিত হইল বীর পবননন্দন।
বাড়াইয়া দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন॥
লেজ দেখি রাবণের বড় হৈল ডর।
'ধর ধর' ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
হয়েছিল যে দুঃখ বালির লেজ টেনে।
লেজ দেখি রাবণের তাহা পড়ে মনে॥
তিনলক্ষ রাক্ষস চাপিয়া লেজ ধরে।
সবে মেলি লেজ ফেলে ভূমির উপরে॥

ত্রিশমণ বস্ত্র সবে আনিল নিকটে।
এত বস্ত্র আনে এক বেড়ে নাহি আঁটে॥
লঙ্কার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড়।
ঘৃতৈল দিয়া তাহা করিল জাবড়॥
কাপড় তিতিল লেজ পড়িল ভূতলে।
লেজে অগ্নি দিতে সব দপ্‌দপ্‌ জ্বলে॥
লেজে অগ্নি দিল দেখি হনূমান হাসে।
আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্ব্বনাশে॥
জানকীর বরে অগ্নি নাহি লাগে গায়।
লেজে অগ্নি দিতে বীর চারিদিকে চায়॥
রাবণ বলিছে দুষ্ট কপি মহাবীর।
ইহারে ঝটিতি কর প্রাচীরবাহির॥
কুলি কুলি লৈয়া ফির চাতরে চাতরে।
স্ত্রীপুরুষ দেখে যেন লঙ্কার ভিতরে॥
লেজে অগ্নি দিলেক কাঁকালে দিল দড়ি।
দেখিবারে সকলে আইল তাড়াতাড়ি॥
কেহ বলে স্বামী মৈল সংগ্রামভিতর।
কেহ বলে মারিল আমার সহোদর॥
কেহ বলে পড়িল বান্ধব বন্ধু জ্ঞাতি।
কেহ বলে পুত্র মোর পড়ে যোদ্ধাপতি॥
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব মারিল সবাকারে।
জর্জ্জর হইল সবে ইহার প্রহারে॥
ইটাল পাটাল মারে যে দেখে ডাগর।
শেল শূল মারে আর লোহার মুদ্গর॥
হনূমানে দেখিয়া সকলে কাঁপে ডরে।
ইহারে কে ধরে আজি সভার ভিতরে॥
ভাগ্যেতে ইহার ঠাঁই পাইনু নিস্তার।
দেখিবা মাত্রেতে সব করিবে সংহার॥
শুনিয়া সবার যুক্তি বানরের হাস।
এখন যাইবি কোথা করি সর্ব্বনাশ॥
কুলি কুলি লৈয়া ফিরে নগরে নগরে।
চেড়ী সব বার্ত্তা কহে সীতার গোচরে॥
যে বানর সঙ্গে তুমি কহিলে কাহিনী।
লেজে অগ্নি গলে দড়ি করে টানাটানি॥
বার্ত্তা শুনি সীতাদেবী মৃত্যু হেন গণে।
অগ্নি জ্বালি পূজে সীতা বিবিধ বিধানে॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে তব ঠাঁই হনূ পাবে অব্যাহতি॥
অগ্নি পূজি সীতাদেবী করিছে ক্রন্দন।
জানকীরে ডাক দিয়া বলে দেবগণ॥
ব্রহ্মা বলিলেন ওগো শুন দেবি সীতা।
বানরের জন্যে তুমি না হও চিন্তিতা॥
তোমার বরেতে তার কারে নাহি শঙ্কা।
এখনি যে হনূমান পোড়াইবে লঙ্কা॥
কৌতুক দেখিতে আইলাম দেবগণ।
হরিষে বিষাদ তুমি কর কি কারণ॥
ক্রন্দন সম্বরে সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥



হনূমানকর্ত্তৃক লঙ্কাদাহন

পর্ব্বতপ্রমাণ ছিল যেই হনূমান।
ঘুচাইতে বন্ধন সে নেউলপ্রমাণ॥
রাক্ষসের হাতে রহে সকল বন্ধন।
মাথা গুঁজি বাহিরায় পবননন্দন॥
হনূমানে বেড়ি ছিল যতেক রাক্ষসে।
তাহার বিক্রম দেখি পলায় তরাসে॥
হাতে গাছ হনূমান ধায় রড়ারড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে দশবিশ কুড়ি॥
কারো প্রাণ লয় মারি লাঙ্গুলের বাড়ি।
লেজের অগ্নিতে কারো দগ্ধে গোঁপদাড়ি॥
পলায় রাক্ষস সব উলটি না চাহে।
হাতে গাছ হনূমান রাজদ্বারে রহে॥
মহাবীর হনূমান চাবিদিকে চায়।
লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল উপায়॥
সব ঘর জ্বলে যেন রবির কিরণ।
হেন ঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ॥
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন লেজে অগ্নি জ্বলে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর বড়ঘরের চালে॥
পুত্রের সাহায্য হেতু বায়ু আসি মিলে।
পবনের সাহায্যে দ্বিগুণ অগ্নি জ্বলে॥
উনপঞ্চাশৎ বায়ু হয় অধিষ্ঠান।
ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনূমান॥
একঘরে অগ্নি দিতে আরঘর জ্বলে।
কে করে নির্ব্বাণ তার কেবা কারে বলে॥
অগ্নিতে পুড়ি পড়ে বড়ঘরের চাল।
কত স্ত্রীপুরুষের গায়ের গেল ছাল॥
উলঙ্গ হয়ে কেহ পলায় উভরড়ে।
লেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে॥

ছোটবড় পুড়িয়া মরিল এককালে।
রাক্ষস মরিল কত স্ত্রী লইয়া কোলে॥
কেহ বা পুড়িয়া মরে ভার্য্যাপুত্র ছাড়ি।
কাহারো মাকুন্দ মুখ দগ্ধ গোঁপদাড়ি॥
লঙ্কামধ্যে সরোবর ছিল সারি সারি।
তাহাতে নামিল যত রাক্ষসের নারী॥
সুন্দর নারীর মুখ নীরে শোভা করে।
ফুটিল কমল যেন সেই সরোবরে॥
দূরে থাকি দেখে হনূমান মহাবল।
লেজের অগ্নিতে তার পোড়ায় কুন্তল॥
সর্ব্বাঙ্গ জলের মধ্যে জাগে মাত্র মুখ।
অগ্নিতে পোড়ায় মুখ দেখিতে কৌতুক॥
ত্রাসে ডুব দিল যদি জলের ভিতরে।
জল পিয়া ফাঁফর হইয়া সবে মরে॥
স্ত্রীবধ করিয়া ভাবে পবননন্দন।
বধিলাম তিনলক্ষ নারীর জীবন॥
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর অতি মনোহর।
লেখাজোখা নাই কত পোড়ে রাজঘর॥
পর্ব্বতপ্রমাণ অগ্নি চতুর্দ্দিকে বেড়ে।
হস্তী অশ্ব পোষা পাখী তাহে কত পোড়ে॥
কৌতুকেতে রাবণ ময়ূরপক্ষী পোষে।
লেজ পোড়া গেল সে পেকম ধরে কিসে॥
স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী তিলেকেতে পোড়ে।
রাজঘর পাত্রঘর কিছু নাহি এড়ে॥
অন্য অন্য ঘর বীর পোড়ায় সকল।
বাঁচে কুম্ভকর্ণবিভীষণের কেবল॥
ব্রহ্মাবরে বিভীষণের গৃহ না পোড়ে।
কুম্ভকর্ণগৃহ বাঁচে গাছের আওড়ে॥
গৃহমধ্যে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় কাতর।
ঘরে অগ্নি লাগিলে মরিত নিশাচর॥
যুদ্ধ করি মরিবারে নির্ব্বন্ধ যে আছে।
তেঁই অন্য ঘর পোড়ে তার ঘর বাঁচে॥
সব লঙ্কা পোড়াইয়া করে ছারখার।
লঙ্কার সকল প্রাণী করে হাহাকার॥
হনূমান বলে সীতা হইল বিনাশ।
হিতে বিপরীত করি এ কি সর্ব্বনাশ॥
চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলে মরে সর্ব্বপ্রাণী।
রক্ষা না পাইল বুঝি রামের ঘরণী॥
কি করিনু ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
বলবুদ্ধিবিক্রম আমার অকারণ॥
যে সীতার হেতু আমি পারাবার তরি।
হেন সীতা পোড়াইয়া কেন প্রাণ ধরি॥
কোন্ কর্ম্ম করি পোড়াইয়া লঙ্কাপুরী।
সেবক হইয়া পোড়াই রামের সুন্দরী॥
জননীরে দগ্ধ করে হইয়া তনয়।
এই কথা ব্যক্ত করে ত্রিভুবনময়॥
সাগরে কুম্ভীরে মোরে করুক আহার।
অগ্নিতে পুড়িয়া কিম্বা হই ছারখার॥
সাগরেতে কিম্বা করি আগুনে প্রবেশ।
এখানে মরিব আমি না যাইব দেশ॥
দেবগণ ডাকি বলে হনূমান শুনে।
সীতাদেবী রক্ষা পায় না পোড়ে আগুনে।
তুমি লঙ্কা দগ্ধ কর মনের হরিষে।
ভস্ম করি ফেল লঙ্কা রাখিয়াছ কিসে॥
দেববাক্যে বানর সাহসে করি ভর।
লাফে লাফে পোড়াইল শত শত ঘর॥
পুড়িয়া মরিল যত রাক্ষসরাক্ষসী।
কৃত্তিবাস রচে লঙ্কা হয় ভস্মরাশি॥



সীতার নিকট হনূমানের বিদায়গ্রহণ

দ্বিশত যোজন অগ্নি ব্যাপিল গগন।
সীতা ভাবে পুড়ি মৈল পবননন্দন॥
বিলাপ করেন সীতা মনে নাহি ক্ষমা।
তাঁহাকে বুঝায় তবে রাক্ষসী সরমা॥
বন্দী হইয়াছে সেই শুনেছ কাহিনী।
রাজারে সে বলিলেক দুরক্ষর বাণী॥
লেজে অগ্নি দিল তারে পোড়াবার তরে।
সেই অগ্নি হনূমান দিল ঘরে ঘরে॥
হনূমান নাহি পোড়ে আছে সে কুশলে।
লঙ্কা পোড়াইয়া হনূ এল হেন কালে॥
সীতার নিকটে গিয়া পবননন্দন।
ফেলিল লেজের অগ্নি সাগরে সেক্ষণ॥
নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি আরো জ্বলে জলে।
সীতার নিকট হনূ যোড়হাতে বলে॥
মা জানকি জান কি গো ইহার কারণ।
কেমনে নির্ব্বাণ হবে এই হুতাশন॥
সীতা বলে মুখামৃত দেহ হনূমন্ত।
নির্ব্বাণ হইবে জ্বালা না রবে একান্ত॥

তবে হনূ হয়ে অতি জ্বালায় কাতর।
জ্বলন্ত লাঙ্গুল পুরে মুখের ভিতর॥
নির্ব্বাণ হইল জ্বালা পুড়ে গেল মুখ।
সিন্ধুতীরে গেল হনূ মনে পেয়ে দুখ॥
জলে মুখ দেখি বীর মনাগুণে জ্বলে।
পুনরপি জানকীনিকটে আসি বলে॥
তব কার্য্যে আসি, মাগো, পুড়ে গেল মুখ।
জ্ঞাতিবর্গ হাসিবেক সে যে বড় দুখ॥
সীতা বলে জ্ঞাতিবর্গ কেহ নহে ছাড়া।
মম বাক্যে সকলের হবে মুখপোড়া॥
হনূমান বলে তবে আসি গো জননি।
আমি গেলে আসিবেন রামরঘুমণি॥
শ্রীরামের হাতে ধ্বংস হবে দশানন।
শুন গো, জননি, মম এই যে বচন॥
আসিবেন শুভক্ষণে সুগ্রীবলক্ষ্মণ।
হইবেন লঙ্কাজয়ী রাম নারায়ণ॥
ভয় না করিহ মাতা জনকনন্দিনি।
এত বলি প্রণমিল করি যোড়পাণি॥
আনন্দিতা সীতা হনূমানের আশ্বাসে।
গাইল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।



হনূমানের বানরসৈন্যসহ কিষ্কিন্ধ্যাযাত্রা

সীতার মস্তকমণি রামের সন্দেশ।
মেলানি পাইয়া হনূ চলিলেন দেশে॥
তাহার চরণভরে শিলাবৃক্ষ ভাঙ্গে।
সমুদ্র তরিতে উঠে পর্ব্বতের শৃঙ্গে॥
পর্ব্বতে উঠিয়া বীর সাগর নেহালে।
একলাফে উঠে বীর গগনমণ্ডলে॥
সিংহনাদ ছাড়ে বীর অতিশয় সুখে।
সিংহনাদ তাহার উত্তরকূলে ঠেকে॥
ডাক দিয়া তখন বলিছে জাম্বুবান।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ করি আসে হনূমান॥
যেমত বিক্রমে আসে হেন শব্দ শুনি।
দেখিয়াছে নিশ্চয় সে রামের ঘরণী॥
পবনগমনে বীর আইসে সত্বর।
চক্ষুর নিমেষে আইল অর্দ্ধেক সাগর॥
দূর হইতে পর্ব্বতেরে নমস্কার করে।
পার হৈয়া রহে বীর পর্ব্বতশিখরে॥
হনূমানে দেখিবারে আইল বানর।
বলে ধন্য ধন্য বীর পবনকোঙর॥
আগে মাথা নোয়াইল কুমার অঙ্গদে।
জাম্বুবান আদি বন্দে পরম আহ্লাদে॥
সোসর বানর সঙ্গে করে কোলাকুলি।
ফলফুল যোগায় সকলে কুতূহলী॥
অঙ্গদের সভায় জিজ্ঞাসে জাম্বুবান।
কেমনে দেখিলে রাবণেরে হনূমান॥
কেমন দেখিলে তুমি স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
কেমনে দেখিলা তুমি রামের সুন্দরী॥
সীতা লৈয়া রাবণের কিবা ব্যবহার।
কেমনে দেখিলা তুমি সীতার আকার॥
হনূমান সবিশেষ কহ সমাচার।
রাক্ষসের হাতে কিসে পাইলে নিস্তার॥
তোমার লাগিয়া ছিল চিন্তা অতিশয়।
তবে দেশে যাই যদি ইষ্টসিদ্ধ হয়॥
এত বলি জিজ্ঞাসা করিল জাম্বুবান।
অঙ্গদগোচরে বার্ত্তা কহে হনূমান॥
শতেক যোজন হয় সাগরপাথার।
অনেক সঙ্কটে আমি হইলাম পার॥
দুই প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে।
দেখিলাম অশোকবনেতে জানকীরে॥
আগে বহু কষ্ট ইষ্টসিদ্ধি হয় শেষে।
চলহ রামের ঠাঁই কহিব বিশেষে॥
শুনি শুভ সমাচার হৃষ্ট যুবরাজ।
সীতা উদ্ধারিতে চাহে নাহি সহে ব্যাজ॥
জানাইতে শ্রীরামেরে বিলম্ব বিস্তর।
সীতা উদ্ধারিয়া চল রামের গোচব॥
একেশ্বব হনূমান লঙ্ঘিল সাগর।
তোমরা সাহস কর সকল বানর॥
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে।
যত কিছু বল মোর মনে নাহি বাসে॥
সীতা উদ্ধারিতে রাজা করিলেন পণ।
তোমরা করিলে তাহা ঘটিবে কেমন॥
সীতার চরিত্র রাম করেন বিচার।
তব বাক্যে সীতা লৈলে হবে তিরস্কার॥
দশ যোজন লঙ্ঘিতে নারে কপিগণ।
কোন্ জন তরিবেক শতেক যোজন॥
এত যদি জাম্বুবান অঙ্গদেরে বলে।
কুপিয়া অঙ্গদবীর অগ্নি হেন জ্বলে॥

অকারণে বুড়াটা পাকিল তোর কেশ।
নিজে বুড়া পরেরে শিখাও উপদেশ ॥
আপনার মত দেখ সকল সংসার।
লেজে চাপি ধর হে সাগরে করি পার ॥
হনুমান বলে তুমি না হও অস্থির।
পৃথিবীমণ্ডলে নাই তোমা হেন বীর ॥
সর্ব্বলোকে বলে তব মন্ত্রী জাম্বুবান।
মন্ত্রীর মন্ত্রণা কভু না করিহ আন ॥
শুনিয়া অঙ্গদবীর হাসে মহোল্লাসে।
বানরকটকসহ চলে নিজ দেশে ॥



বানরগণের মধুবনে প্রবেশ

কটক যুড়িয়া যায় পৃথিবী-আকাশ।
দেশে গিয়া উপস্থিত মধুবন-পাশ ॥
দেখিতে মধুর বন অতি মনোহর।
কোন প্রাণী নাহি যায় তাহার ভিতর ॥
সহস্র সহস্র কপি মধুবন রাখে।
বালির সময়াবধি মধুবনে থাকে ॥
মধুগন্ধে কপিগণ অত্যন্ত বিকল।
খাইবারে নাহি পারে হইল চঞ্চল ॥
মধুপানে মন্ত্রণা করিল জাম্বুবান।
অঙ্গদের ঠাঁই আজ্ঞা মাগ হনূমান ॥
আনিয়া সীতার বার্ত্তা দিয়াছ আহ্লাদ।
অঙ্গদের ঠাঁই লহ রাজার প্রসাদ ॥
অঙ্গদেরে কহে হনূ যোড় করি হাত।
রাজার প্রসাদ চাহি বানরের নাথ ॥
অঙ্গদ বলেন, বীর, যে দিলা আহ্লাদ।
যাহা চাহ তাহা লহ কি রাজপ্রসাদ ॥
হনূমান বলে মধু অমৃতসমান।
সকল বানরে খাই যদি দেহ দান ॥
অঙ্গদ বলেন মধু খাও ইচ্ছামত।
না হবেন ইহাতে সুগ্রীব অসম্মত ॥
হরষিত সকলে পাইয়া মধুবন।
আনন্দে করিছে স্বেচ্ছামত মধুপান ॥
নিঙ্গড়িয়া খায় কেহ পিয়ে ত চুমুকে।
সকল ভাণ্ডার শূন্য করিল কটকে ॥
মধু পিয়ে কপিগণ হইল পাগল।
মারামারি হুড়াহুড়ি করিছে কোন্দল ॥

কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গায় গীত।
কেহ হারে কেহ জিনে সবে আনন্দিত ॥
রুষিয়া করিল মানা মধুর রক্ষক।
খেদাড়িয়া যায় তারে অঙ্গদকটক ॥
চুলেতে ধরিয়া কেহ ঘুরায় আকাশে।
মহাক্রোধে যায় কেহ অঙ্গদের পাশে ॥
তোমার আজ্ঞায় মোরা করি মধুপান।
কোথাকার বানর লইতে চাহে প্রাণ ॥
কুপিল অঙ্গদবীর শুনিয়া বচন।
'সাজ সাজ' বলি ডাকে বালির নন্দন ॥
কটক লইয়া যুবরাজ যায় কোপে।
কুপিল সে দধিমুখ আইসে একচাপে ॥
অঙ্গদের প্রতাপ সহিবে কোন্ জন।
দধিমুখে এড়িয়া পলায় কপিগণ ॥
অঙ্গদ কহিছে ওরে শোন্ দধিমুখ।
তোরে আজ মারি যদি তবে যায় দুখ ॥
জানিয়া সীতার বার্ত্তা আইল যে জন।
তারে দান দিতে আমি নহিনু ভাজন ॥
রাজকার্য্য করি নাহি খাই পিতৃধন।
ঘরেতে বসিয়া ভোগ কর মধুবন ॥
পিতৃধন মধুবন করিস ভক্ষণ।
মনেতে বাসনা তোরে কাটিতে এক্ষণ ॥
বাপের মাতুল যে সম্বন্ধে বড় বাপ।
তেকারণে না মারিনু তোমা হেন পাপ ॥
ওষ্ঠাধর কম্পমান ক্রোধেতে ব্যাকুল।
গোহারি করিতে যায় রাজার মাতুল ॥
জর্জ্জর হইল বীর আঁচড়কামড়ে।
শীঘ্র গিয়া সুগ্রীবের পায়েতে সে পড়ে ॥
পায়েতে পড়িয়া কহে নিজ অপমান।
মধুবন নষ্ট করে অঙ্গদহনূমান ॥
তোমরা দুভাই যাহা করিলে পালন।
এতকালে নষ্ট করে সেই মধুবন ॥
শুনি ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা রহিল নীরবে।
জিজ্ঞাসেন লক্ষ্মণ সে ভূপতি সুগ্রীবে ॥
মামা হয়ে দধিমুখ ধরিল চরণ।
অপমানকথা কহি করিছে ক্রন্দন ॥
না দেহ সান্ত্বনাবাক্য না দেহ উত্তর।
কি হেতু মামার প্রতি এত অনাদর ॥
সুগ্রীব বলেন শুনি লক্ষ্মণের কথা।
অভিপ্রায় বুঝিলে উত্তর দিব তথা ॥

দক্ষিণদিকেতে যারা করিল গমন।
লুটিয়া খাইল তারা রম্য মধুবন॥
মারি খেদাইল এরে এই মধু রাখে।
এই সব কথা কহে মামা দধিমুখে॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ কহে অপরূপ শুনি।
কে আইল কে কহিল দক্ষিণকাহিনী॥
শ্রীরাম বলেন যারা গিয়াছে দক্ষিণে।
তারা কি আইল জান বার্ত্তা কি এক্ষণে॥
সুগ্রীব বলেন, মিত্র, না হও অস্থির।
দক্ষিণেতে গিয়াছিল বড় বড় বীর॥
আপনি অঙ্গদ আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
কার্য্যের সাধক স্বয়ং বীর হনুমান॥
তব কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর।
অবশ্য হয়েছে সীতা তাহার গোচর॥
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হনুমান মহাশয়।
দেখিয়াছে জানকীরে কহিনু নিশ্চয়॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, তোমার বচনে।
যে আনন্দ পাইলাম কহিব কেমনে॥
হনুমান-অঙ্গদেরে ডাকিয়া আনাও।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা পরাণ জুড়াও॥
সুগ্রীব বলেন এস মামা দধিমুখ।
অঙ্গদের বাক্যে, মামা, না ভাবিহ দুখ॥
সম্বন্ধে তোমার নাতি সেই যুবরাজ।
নাতি নাট করিলে তোমার নাহি লাজ॥
ঝট চল মামা তুমি আমার বচনে।
অঙ্গদ-হনূরে আন শ্রীরামের স্থানে॥



হনূমানের আগমন ও সীতার বার্ত্তাপ্রদান

রাজ-আজ্ঞা পাইয়া হরিষে দধিমুখ।
একলাফে পড়ে গিয়া অঙ্গদ-সম্মুখ॥
মাথা নোঙাইয়া তারে কহে যোড়হাত।
রাজবার্ত্তা কহি শুন বানরের নাথ॥
তব দোষ কহিলাম সুগ্রীবের স্থানে।
তব অপরাধ রাজা না শুনিল কাণে॥
নিজ ধন খাও তুমি বাপের অর্জ্জিত।
সেবক হইয়া কহিলাম অনুচিত॥
শ্রীরামসুগ্রীব বসি আছে দুইজন।
ঝট গিয়া কর তুমি রামসম্ভাষণ॥
সেবকবৎসল বড় সুশীল অঙ্গদ।
মধুবনরক্ষা তরে দিলেন সম্পদ॥
চলিল অঙ্গদবীর হয়ে হরষিত।
কৌতুকেতে যায় বহু বানরে বেষ্টিত॥
সকল ঠাটের আগে বীর হনূমান।
শ্রীরামের ঠাঁই যায় পর্ব্বতপ্রমাণ॥
দূরে দেখিলেন রাম পবননন্দনে।
বসিয়া ছিলেন উঠিলেন ততক্ষণে॥
সশঙ্কিত শ্রীরাম করেন অনুমান।
কি জানি কেমন বার্ত্তা কহে হনূমান॥
সাতপাঁচ ভাবি রাম জিজ্ঞাসেন তাকে।
সত্য কহ হনূমান দেখেছ সীতাকে॥
যদি সীতা দেখে থাক বীর হনূমান।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হবে রবে তবে প্রাণ॥
শ্রীরামচরণে বীর করি প্রণিপাত।
নিবেদন করে সব যোড় করি হাত॥
লঙ্কামধ্যে দেখিয়াছি অশোককাননে।
কহিব সকল কথা, প্রভু, তব স্থানে॥
একশত যোজন সে সাগরপাথার।
অনেক কষ্টেতে আমি হইলাম পার॥
অন্ধকারে করিলাম লঙ্কায় প্রবেশ।
রাজ-অন্তঃপুরে না পাইলাম উদ্দেশ॥
আবাসে আবাসে আমি সীতা নাহি দেখি।
কান্দিলাম বিস্তর হইয়া মনোদুঃখী॥
অকস্মাৎ দেখিলাম অশোককানন।
অশোকবনের জ্যোতি রবির কিরণ॥
দ্বিপ্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে।
অশোকবনের মধ্যে দেখিনু সীতারে॥
হেনকালে তথা গেল রাজা দশানন।
দেবকন্যা সঙ্গে আর বিদ্যাধরীগণ॥
কি বলিয়া সম্ভাষে সে রাবণ সীতারে।
বৃক্ষ-আড়ে রহিলাম শুনিবার তরে॥
অনেক প্রকারে স্তুতি করিল রাবণ।
জানকী না শুনিলেন তাহার বচন॥
তোমা বিনা জানকীর অন্যে নাহি মন।
কোপেতে কাটিতে চাহে রাজা দশানন॥
জানকী বলেন মৃত্যু করিলাম সার।
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
নিরাশ হইল দুষ্ট সীতার বচনে।
বিষম রাক্ষসী চেড়ী ডাক দিয়া আনে॥

ঘরে গেল দশানন ঠেকাইয়া চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি॥
সীতারে বুঝায় চেড়ী অশেষ প্রকারে।
কোনমতে সীতা দুষ্টবচন না ধরে॥
ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রে দেখিল স্বপন।
সীতার মঙ্গল সেই চিন্তে অনুক্ষণ॥
স্বপ্ন শুনিবারে গেল চেড়ী তার পাশ।
গাছে থাকি সীতাসহ করিনু সম্ভাষ॥
কোথা হতে এলে মোরে সুধায় বৈদেহী।
সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য আমি সব কহি॥
তোমার অঙ্গুরী তাঁরে করাই দর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করেন রোদন॥
মেলানি পাইয়া আমি যবে দেশে আসি।
মনে করিলাম কিছু বিক্রম প্রকাশি॥
ভাঙ্গিলাম মনোহর অমৃতকানন।
কোটি কোটি রাক্ষসের বধিনু জীবন॥
ক্রমে বধিলাম তার বহু সেনাপতি।
প্রাণে মারিলাম অক্ষকুমার প্রভৃতি॥
চক্ষুর নিমেষে সব করিনু সংহার।
ইন্দ্রজিৎ করিল সমরে আগুসার॥
দুপ্রহর তার সঙ্গে করিলাম রণ।
ব্রহ্মপাশে সে আমারে করিল বন্ধন॥
ধরিয়া লইয়া গেল রাবণগোচর।
রাবণের প্রতি গালি দিলাম বিস্তর॥
আমারে কাটিতে আজ্ঞা করিল রাবণ।
নিষেধ করিল তারে ভাই বিভীষণ॥
তার বাক্যে আমি তবে এড়াই মরণ।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবণ॥
লেজে অগ্নি দিল তবে পোড়াবার তরে।
সেই অগ্নি দিলাম লঙ্কার ঘরে ঘরে॥
লঙ্কা পোড়াইয়া করিলাম ছারখার।
কতক হইল ভস্ম কতক অঙ্গার॥
আমার বিপদ ভাবি ভাবিছেন মাতা।
হেনকালে উপনীত হইলাম তথা॥
আমারে দেখিয়া সীতা হর্ষিতা বিশেষ।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ করি আইলাম দেশ॥
দেখিলাম জানকীরে বিরহে মলিনা।
মেঘেঢাকা শশী যথা লাবণ্যবিহীনা॥
সীতা-মার দেহখানি দেখিলাম ক্ষীণ।
অলসের বিদ্যা যথা ক্ষীণ দিন দিন॥
দেখিনু শুনিনু যত কহিনু কাহিনী।
লও রঘুমণি তাঁর মস্তকের মণি॥
রামহস্তে মণি দিল পবননন্দন।
মণি দেখি রঘুমণি করেন ক্রন্দন॥
রামের রোদন দেখি কপিগণ কান্দে।
কৃত্তিবাস রচিলেন পাঁচালীর ছন্দে॥



কটকসহ শ্রীরামের সমুদ্রতীরে গমন

শ্রীরাম বলেন ধন্য ধন্য হনুমান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
তোমার বিক্রমে মোর লাগে চমৎকার।
কি দিব তোমারে আমি আমিই তোমার॥
অন্য কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গন।
ইহা বলি কোল দেন কমললোচন॥
পবনপুত্রের কথা শুনি হরষিত।
শুভযাত্রা করিলেন শ্রীরাম ত্বরিত॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তরফাল্গুনী।
শুভক্ষণ শুভলগ্ন শুভফল গণি॥
দক্ষিণে সবৎসা ধেনু হরিণ ব্রাহ্মণ।
দেখে রাম বামে শব শিবা কুম্ভগণ॥
সূর্য্যবংশী নৃপতির নক্ষত্র রোহিণী।
রাক্ষসগণের মূলা সর্ব্বলোকে জানি॥
মূলা-ঋক্ষ দেখিলে রোহিণী বড় রোষে।
সবংশে মরিবে তেঁই রাবণ রাক্ষসে॥
চলিল বানরঠাট নাহি দিশপাশ।
কটক জুড়িয়া যায় মেদিনী-আকাশ॥
'কিলি কিলি' শব্দ করি কপিগণ চলে।
উত্তরিল গিয়া সবে সাগরের কূলে॥
রহিবারে পাতালতা দিয়া করে ঘর।
অবস্থিতি করিলেক সকল বানর॥
সেই স্থানে রহিলেন শ্রীরামলক্ষ্মণ।
চরমুখে নিত্য বার্ত্তা পায় সে রাবণ॥



রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ

নিকষা নামেতে বুড়ী রাবণের মা।
বিপদ শুনিয়া তাঁর ত্রাসে কাঁপে গা॥
আসিয়া কহিছে বুড়ী বিভীষণপ্রতি।
শুন পুত্র তুমি ত ধার্মিক শুদ্ধমতি॥

রাবণ তপের ফলে এত সুখ ভুঞ্জে।
আনিয়া রামের সীতা সবংশে বা মজে॥
যে মারে রাক্ষসে করে তার সনে বাদ।
দেখিয়া না দেখে দুষ্ট কতেক প্রমাদ॥
আর না থাকিব হেন পুত্রের নিকট।
দেখিয়া না দেখে পুত্র এতেক সঙ্কট॥
অবোধে বুঝাও যেন রাম না বাহুড়ে।
যাবৎ রামের বাণে লঙ্কা নাহি পুড়ে॥
মাতৃবাক্যে বিভীষণ চলিল সত্বর।
পাত্রমিত্রসহ যথা আছে লঙ্কেশ্বর॥
রাবণেরে প্রণাম করিল বিভীষণ।
আশীর্ব্বাদ করি দিল বসিতে আসন॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিভীষণ।
সভাস্থ সকলে শুদ্ধ করিছে শ্রবণ॥
অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ।
রামের প্রতাপে, ভাই, ঘটিবে আপদ॥
যত দিন সীতারে আনিলে লঙ্কাপুর।
তত দিন দেখি, ভাই, কুস্বপ্ন প্রচুর॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি পড়িছে গৃহচালে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি হয় শৃগালের রোলে॥
কালী হেন বুড়ী দেখি দশন বিকট।
সন্ধ্যাকালে উঁকি মারে দ্বারের নিকট॥
বিবিধ উৎপাত, ভাই, দেখি সদাকাল।
রামচন্দ্র অতি বীর বিক্রমে বিশাল॥
রাবণ বলিছে কি রামেরে এত ডর।
কি করিতে পারে রাম সুগ্রীব বানর॥
রাবণ ভ্রাতার বাক্য না শুনিল কাণে।
মন্ত্রণা করিতে দুষ্ট মন্ত্রিগণে আনে॥
রাবণ বলিছে, মন্ত্রী, যুক্তি কর সার।
কি প্রকারে রাঘবেরে করিব সংহার॥
বীরদর্পে কহিছে প্রহস্ত সেনাপতি।
কি করিতে পারে সে বনের পশুজাতি॥
পর্ব্বতের গুহা আর যত নদীকূলে।
বানরের নাম না রাখিব ভূমণ্ডলে॥
বজ্রকণ্ঠ নিশাচর দশন বিকট।
লোহার মুষল হাতে কহে অকপট॥
লোহার মুষল লয়ে প্রবেশিব রণে।
মাথা ভাঙ্গি বানর বধিব জনে জনে॥
ত্রিশিরা বিক্রম করে আমি আছি কিসে।
লঙ্কাতে থাকিতে আমি কোন্ বেটা আসে॥
বন ভাঙ্গে লঙ্কা দাহ করে হনুমান।
লঙ্কায় থাকিতে আমি এত অপমান॥
পাইলে তোমার আজ্ঞা আমি করি রণ।
দেখিব কেমন রাম কেমন লক্ষ্মণ॥
অকম্পন বলে, রাজা, তব আজ্ঞা পাই।
অনেক দিনের সাধ কপি ধরি খাই॥
কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
উভয়ের কত দর্প করিবারে রণ॥
জাঠি জাঠা ঝকড়া মুষল শেল আর।
লইয়া সাজিল যুদ্ধে লাগে চমৎকার॥
হাতে ধরি বিভীষণ কহে জনে জনে।
স্থির হও স্থির হও শুন বীরগণে॥
এ সবার বাক্যে, ভাই, না করিহ ভর।
হিতবাক্য বলি, ভাই, শুন লঙ্কেশ্বর॥
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয়।
সীতারে রাখিলে, ভাই, জীবনসংশয়॥
কোন্ কার্য্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী।
পাঠাইয়া দেহ সীতা রামের সুন্দরী॥



বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত

এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে।
কুপিয়া রাবণ রাজা অগ্নিহেন জ্বলে॥
বিভীষণ যেন জ্যেষ্ঠ আমি ত কনিষ্ঠ।
আমি অধর্ম্মিষ্ঠ বড় সে বড় ধর্ম্মিষ্ঠ॥
মানুষ বেটার ভয়ে কাঁপে বিভীষণ।
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন॥
বিভীষণে দূর কর যুক্তি করি সার।
যুদ্ধ বিনা গতি নাই কিসের বিচার॥
এত যদি ক্রোধ করি বলিল রাবণ।
আর বার বলিতেছে সাধু বিভীষণ॥
নিশাচররাজ তব যেন জ্ঞানবল।
কহিলেন তাহারি যোগ্য বচন সকল॥
প্রকটেও ঈশ্বরে না চিনে অজ্ঞজন।
অন্ধ যেন জানিতে না পারয়ে রতন॥
রহিয়াছে চক্ষু কিন্তু দেখিতে না পায়।
সূর্য্যমণ্ডলে পেচক যেমন দিবায়॥
ইহাতেও নাহি মানি তোমার দূষণ।
যেহেতু নিজেরে প্রভু করয়ে গোপন॥

প্রণাম করি যে তাঁর শকতি-মায়ায়।
নয়ন আগেও যেই ঢাকি রাখে তাঁয় ॥
থাকুক সে সব কথা এখন তোমারে।
কহি আমি না মজাও তুমি আপনারে ॥
আনিয়াছ সীতা কালভুজঙ্গীরে ঘরে।
রাখিলে সসৈন্যে যাবে শমননগরে ॥
এ হেন সুন্দর রাজ্য এ হেন সম্পদ।
নিজ দোষে কেন আনি ঘটাও আপদ ॥
চিরকাল তপ করি পেয়েছ এ রাজ্য।
কিছুদিন ভোগ কর ছাড়িয়া অন্যায্য ॥
যদি বল তুমি কেন কহ কুবচন।
তাব অভিপ্রায় কহি করহ শ্রবণ ॥
জিজ্ঞাসিলে মন্ত্রণা কহিতে হয় হিত।
অন্যথা করিলে হয় পাপ উপস্থিত ॥
অতএব কহিতেছি তোমা হিতকথা।
কদাচিৎ ইহা নাহি করহ অন্যথা ॥
ধার্ম্মিক শ্রীরাম দেখ সর্ব্বলোকে কয়।
অধার্ম্মিকসঙ্গে থাকা জীবনসংশয় ॥
দেখ এক মত্তহস্তী প্রবেশিলে বনে।
সকলের ক্ষতি করে ক্ষমা নাহি মানে ॥
ক্ষেত্রের শস্যাদি খায় ঘরদ্বার ভাঙ্গে।
খাদ্যলোভে পোষা হস্তী মিলে তার সঙ্গে ॥
দুষ্টের সঙ্গেতে হয় শিষ্টে অপরাধ।
হস্তীর বন্ধনহেতু উপযুক্ত ব্যাধ ॥
স্বভাবেতে ব্যাধজাতি জানে নানা সন্ধি।
দশহাত দড়ি দিয়া হস্তী করে বন্দী ॥
যেখানেতে হস্তী সবে চরে নিরন্তর।
ভক্ষ্যদ্রব্য উপহার রাখয়ে বিস্তর ॥
খাইবার লোভে হস্তী গলা বাড়াইল।
গলায় লাগিয়া দড়া সবাই পড়িল ॥
দুষ্টের মিশালে হয় শিষ্টের বন্ধন।
সেইমত তব পাপে মজে পুরীজন ॥
যেইমাত্র এ কথা কহিলা বিভীষণ।
মহাকোপে উন্মত্ত হইল দশানন ॥
দন্ত কড়মড় করি ছাড়িয়া হুঙ্কার।
বিকটনিনাদে কহিতেছে আর বার ॥
এ কি এ কি এ কি রে দুর্ম্মতি বিভীষণ।
ধরিয়াছে বুঝি তোর চিকুরে শমন ॥
চৌদ্দ চতুর্যুগ হৈল আমার জনম।
ইতিমধ্যে শুনি নাই হেন দুর্ব্বচন ॥
করিয়াছি কলহ ইন্দ্রাদি দেবসনে।
কেহ কহিবারে পারে নাই কুবচনে ॥
তাহা শুনাইলি তুই ক্ষুদ্র হয়ে মোরে।
কিন্তু তার ফল এই দেখাই রে তোরে ॥
এত কহি খরতর খড়্গ করি করে।
লম্ফ দিয়া পড়িলেক ভূতল উপরে ॥
তার পদাঘাতে লঙ্কা করে টলমল।
ক্রোধ দেখি অতি ভীত রাক্ষস সকল ॥
তবে সেই দশানন মহাবেগে চলে।
পদাঘাত বিভীষণে কৈলা বক্ষঃস্থলে ॥
বিভীষণ অচেতন হইয়া তাহায়।
পড়িল ধরণীতলে ছিন্নতরুপ্রায় ॥
তাহা দেখি যাবতীয় নিশাচরগণ।
হাহাকার করে সবে অতি দুঃখী মন ॥
তাহা দেখি দেবগণ আর সুরপতি।
পরস্পর কহিতেছে এ সব ভারতী ॥
গেল গেল গেল এবে নিশ্চয় রাবণ।
বিভীষণ-অঙ্গে করি চরণ-অর্পণ ॥
বরঞ্চ সহেন রাম নিজ তিরস্কার।
ভক্ত-অপমান সহ্য না হয় তাঁহার ॥
এখানে প্রহস্ত উঠি ধরি দশাননে।
সান্ত্বনা করি বসায় নিয়ে সিংহাসনে ॥
হস্ত হৈতে কাড়িয়া লইল খড়্গখান।
কোষে আচ্ছাদিয়া তবে রাখে অন্যস্থান।
বিভীষণ-মন্ত্রী চারিজন নিশাচর।
তুলি বসাইল তবে আসন উপর ॥
ক্ষণকাল পর্য্যন্ত তাবৎ সভাজন।
রহিলা নিঃশব্দ হয়ে পুত্তলি যেমন ॥



বিভীষণের লঙ্কাত্যাগ

বিভীষণ ক্ষণকাল করি বিবেচন।
পুনর্ব্বার রাবণে কহেন এ বচন ॥
মহারাজ করিলে যে কর্ম্ম আচরণ।
ইহাতে দুঃখিত কিছু নহে মোর মন ॥
ঐশ্বর্য্যমদেতে মত্ত যারা অতিশয়।
তাহাদের এইরূপ দুঃস্বভাব হয় ॥
ইহাতেও নাহি মোর বড় দুঃখ আর।
চলিলাম আমি তোমা করি পরিহার ॥

একমাত্র খেদ এই রহি গেল মনে।
সমুদয় কুল গেল তোমার দূষণে॥
এত বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ লঙ্কাপতি।
কহিতেছে পুনর্ব্বার বিভীষণপ্রতি॥
জানি জানি বিভীষণ জ্ঞাতির হৃদয়।
জ্ঞাতির বিপদ দেখি আনন্দিত হয়॥
জ্ঞাতিমধ্যে কেহ যদি হয় ধনী সুখী।
তাহা দেখি অন্য জ্ঞাতি হয় মনোদুখী॥
বরঞ্চ আপন মৃত্যু পারে সহিবারে।
জ্ঞাতির ঐশ্বর্য্য কিন্তু দেখিতে না পারে॥
তাহে পুনঃ কাপট্য করিয়া প্রকাশন।
নিরন্তর তার ছিদ্র করে অন্বেষণ॥
পাবামাত্র কোন ছিদ্র বিবিধ প্রকারে।
আয়োজন করে সমূলেতে নাশিবারে॥
স্বভাবতঃ রহে যথা তপস্যা ব্রাহ্মণে।
চাপল্য নারীতে যথা দুগ্ধ গাভীস্তনে॥
সেইরূপ নিরন্তর জানিবে নিশ্চয়।
জ্ঞাতি হৈতে স্বভাবতঃ থাকে মহাভয়॥
হইয়াছি আমি যে ঈশ্বর লোকপতি।
ভাল না লাগিল তোরে ওরে মূঢ়মতি॥
যাহ যাহ লঙ্কা ছাড়ি তুমি এইক্ষণে।
তুমি গেলে আমরা থাকিব সুখী মনে॥
ইহাতে প্রমাণ হয় নীতিশাস্ত্রজ্ঞান।
তার অর্থ কহি তাহা করহ শ্রবণ॥
বরঞ্চ ভুজঙ্গ কিম্বা শত্রুসঙ্গে রবে।
শত্রুসেবী জন সহবাসী নাহি হবে॥
তুমি একে জ্ঞাতি তাহে শত্রুভক্তিমান।
তুমিহ থাকিতে মোর না হবে কল্যাণ॥
অতএব যাহ তুমি ছাড়ি মোর দেশ।
বিলম্ব হইলে পাবে অতিশয় ক্লেশ॥
এত কথা শুনি বিভীষণ মহামতি।
কহিতে লাগিল তারে পুনঃ এ ভারতী॥
প্রিয়বাদী জন, রাজা, সর্ব্বত্র সুলভ।
অপ্রিয় পথ্যের বক্তা শ্রোতাও দুর্লভ॥
নিশ্চয় ধরেছে তব চিকুরে শমন।
তেঁই মোর হিতবাক্য না কৈলে গ্রহণ॥
যার মৃত্যু উপস্থিত সেই লঙ্কাপতি।
না শুনে বন্ধুবাক্য না দেখে অরুন্ধতী॥
এ লাগি করিনু আমি তোমারে বর্জ্জন॥
জ্বলিত গৃহকে যেন ত্যজে বিজ্ঞজন॥
করিলে তুমি মোরে যত সে পরিভব।
জ্যেষ্ঠ বলি সহিলাম আমি তাহা সব॥
অন্য কোন জন যদি করিত এ কাজ।
দেখাতাম তারে ফল নিশাচররাজ॥
শুন শুন মোর কথা ওহে বন্ধুগণ।
চল মোর সঙ্গে যদি যেতে কারো মন॥
যদ্যপি বাসনা হয় জীবন রাখিতে।
চল তবে শ্রীরামের চরণ সেবিতে॥
এত কহি রাবণেরে করিয়া বন্দন।
উঠিয়া আকাশপথে চলে বিভীষণ॥
তাহা দেখি তাঁহার অমাত্য চারিজন।
তারাও করিল তাঁর পশ্চাতে গমন॥
অনিল অনল ভীম সম্পাতি অপর।
এই চারিজন মালিসন্তান সোদর॥
তাহাদের সহিত যাইয়া বিভীষণ।
মাতার নিকটে সব কৈল নিবেদন॥
তাঁর অনুমতি লয়ে প্রণমিল তাঁরে।
তারপর গেল নিজ বাটীর মাঝারে॥
নিজ ভার্য্যা সরমাকে নিকটে ডাকিয়া।
কহিতে লাগিল তারে প্রণয় করিয়া॥
প্রিয়ে আমি রামচন্দ্রে শরণ লইতে।
চলিলাম এই চারি অমাত্য-সহিতে॥
তুমি জানকীর কাছে থাকি নিরন্তর।
করিবে তাঁহার সেবা হয়ে তৎপর॥
তেঁই যদি অনুগ্রহ করেন তোমারে।
তবে রাম অঙ্গীকার করিবে আমারে॥
সুশীলা সরমা জানকীতে ভক্তিমতী।
'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহে দিলা অনুমতি
তবে বিভীষণ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়া।
যাত্রা কৈলা চারি মন্ত্রী সঙ্গেতে করিয়া॥
বিভীষণে পদাঘাত অপূর্ব্ব কথন।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গান গীত রামায়ণ॥



শ্রীরামের সহিত বিভীষণের সাক্ষাৎ ও তাঁহার অভিষেক

তবে চারিজন মন্ত্রী সঙ্গেতে লইয়া।
চলিলা শ্রীরাম কাছে আনন্দিত হিয়া॥
আকাশে রামের পাশে যায় বিভীষণ।
সাগরকুলেতে থাকি দেখে কপিগণ॥

সম্ভ্রমে বানরসৈন্য করে তোলাপাড়া।
পাদপপাথর লয়ে সবে হয় খাড়া॥
মহাবলপরাক্রম দেখিতে ভীষণ।
সবে বলে 'মার মার' এই ত রাবণ॥
অন্তরীক্ষে থাকি বলে আমি বিভীষণ।
রামের চরণে আমি লইনু শরণ॥
বিভীষণের সংবাদ কহে দূতগণ।
বসিলেন মন্ত্রণা করিতে মন্ত্রিগণ॥
সুগ্রীব বলেন শুন এ নহে উচিত।
ছল করি যদি মিশে করে বিপরীত॥
জাম্বুবান পাত্র বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
বৈরীরে নিকটে আনা নহে মম মতি॥
হেনকালে কহে আসি বীর হনুমান।
এই বিভীষণ দিলা মোর প্রাণদান॥
মিত্রতা যদ্যপি হয় রামবিভীষণে।
বিভীষণসহায়েতে বধিব রাবণে॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীবভূপতি।
অন্য মত না ভাবিহ বিভীষণপ্রতি॥
আপনার দোষ, মিত্র, না দেখ আপনি।
তোমাকেই মিত্রতার সাক্ষী আমি জানি॥
কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ।
পরলোক নষ্ট যদি না করে পালন॥
পুরাণের কথা কহি কর অবধান।
শিবি নামে রাজা ছিল ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান॥
পলায় কপোতপক্ষী সাঁচানের ডরে।
ত্রাসেতে পড়িল শিবিনৃপতির ক্রোড়ে॥
যত্ন করি নরপতি ঘুঘু পক্ষী রাখে।
প্রাচীরে সাঁচান পক্ষী নৃপতিরে ডাকে॥
আপনার ভক্ষ্য আমি করিব আহার।
হেন ভক্ষ্য রাখ, রাজা, নহে ব্যবহার॥
রাজা বলে পক্ষী মম লভিল শরণ।
তোমারে অপর মাংস করাব ভোজন॥
সাঁচান বলিল যদি কর পরিত্রাণ।
আপন গায়ের মাংস মোরে দেহ দান॥
রাজভোগে মাংস তব অতীব সুস্বাদ।
এ মাংস খাইলে মোর ঘুচে অবসাদ॥
শুনি সাঁচানের কথা রাজার উল্লাস।
তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া কাটে নিজ গাত্রমাস॥
তিলার্দ্ধ নাহিক স্থান সর্ব্ব-অঙ্গ কাটে।
ভোজন করায় তারে যত ধরে পেটে॥
বহিয়া শিবির গাত্র রক্ত বহে স্রোতে।
আপন গায়ের রক্তে সিংহাসন তিতে॥
সেই ত পুণ্যেতে রাজা গেল স্বর্গবাস।
শরণাগতেরে না রাখিলে সর্ব্বনাশ॥
বিভীষণ থাক্ যদি আইসে রাবণ।
হইলে শরণাগত করিব পালন॥
রামের আজ্ঞায় কপি গেল অন্তরীক্ষে।
বিভীষণে আনিবারে রামের সমক্ষে॥
সুগ্রীব রাজারে আগে করি সম্ভাষণ।
পরম-আনন্দে কোল দিল দুইজন॥
বিভীষণসুগ্রীব চলিল রামস্থানে।
বিভীষণ পড়ে গিয়া শ্রীরামচরণে॥
রাবণের ভাই আমি নাম বিভীষণ।
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ॥
শ্রীরাম বলেন বলি শুন বিভীষণ।
মন্ত্রণা করিয়া বুঝি পাঠায় রাবণ॥
শুনিয়া রামের কথা কহে বিভীষণ।
তোমার চরণে মাত্র লইব শরণ॥
ইহা ভিন্ন যদি অন্য দিকে ধায় মন।
তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ॥
হইব কলির রাজা সহস্র তনয়।
এই তিন দিব্য প্রভু করিনু নিশ্চয়॥
তিন দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ।
এই তিন দিব্য শুনি হাসেন লক্ষ্মণ॥
সম্বোধিয়া শ্রীরামেরে বলেন তখন।
বহু দিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কথন॥
একপুত্র হেতু লোক করে আরাধন।
সহস্র পুত্রের বর মাগে বিভীষণ॥
রাজা হইবার তরে তপ করি মরে।
হেন দিব্য করে রাম তোমার গোচরে॥
শ্রীরাম বলেন অল্পবুদ্ধি রে লক্ষ্মণ।
বড় দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ॥
এই দিব্যে লক্ষ্মণ আমার পরিতোষ।
কলির ব্রাহ্মণ, ভাই, শুন তার দোষ॥
কামক্রোধলোভমোহ-আদি মহাপাপ।
এই সব পাপে বিপ্র পায় বড় তাপ॥
প্রতিগ্রহ করিবেন উদর-কারণ।
প্রতিগ্রহ মহাপাপ নাহিক তারণ॥
এই সব পাপে যেবা করে অনাচার।
সে পুত্রের পাপে সব মজিবে সংসার॥

কলিযুগে রাজা প্রজা না করে পালন।
সে পাপে রাজার হয় অকালে মরণ॥
আর সব দোষ আছে তাহা কব পাছে।
বিভীষণে রাজা করি আগে রাখ কাছে॥
সর্ব্ব সেনাপতি আন সাগরের বারি।
লঙ্কার রাজত্ব দেহ বিভীষণোপরি॥
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ।
সেই স্থলে বিভীষণে করে অভিষেক॥
শ্রীরামের বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
বিভীষণ রাজা হৈল জগতে ঘোষণ॥
ছত্রদণ্ড দিল তাঁরে স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী॥



শ্রীরামকর্ত্তৃক সাগরের উপাসনা ও নিগ্রহ এবং সাগরকর্ত্তৃক সেতুবন্ধনের উপদেশ

সুগ্রীব বলেন সিন্ধু তরিতে উপায়।
জিজ্ঞাসিতে বিভীষণপ্রতি সে জুয়ায়॥
শ্রীরাম বলেন, বিভীষণ, বল সার।
কি প্রকারে সাগর হইব আমি পার॥
বিভীষণ বলে যে সগরমহীপতি।
সাগর খনিল তুমি তাঁহার সন্ততি॥
তব পূর্ব্বপুরুষেরা সাগর প্রকাশে।
সাগর দিবেন দেখা থাক উপবাসে॥
সাগরের কূলে শয্যা করিলেন কুশে।
তদুপরি রহিলেন রাম উপবাসে॥
তিন উপবাস গেল না দেখি সাগরে।
কহিলেন লক্ষ্মণেরে ক্রোধিত অন্তরে॥
আজি আমি সাগরেরে দিব ভাল শিক্ষা।
ধনুর্ব্বাণ আন, ভাই, কিসের অপেক্ষা॥
অধমে করিলে স্তব নাহি ফল দেখে।
মারিব সাগরে আজি কার বাপে রাখে॥
তিন উপবাস করি তার আরাধনে।
সাগর শুষিব আজি অগ্নিজালবাণে॥
আজি সাগরের আমি লইব পরাণ।
অগ্নিজালবাণ রাম পূরেন সন্ধান॥
অগ্নিবাণপ্রভাবেতে শুকায় সাগর।
পুড়িয়া মরিল মৎস্যকুম্ভীরমকর॥
চলিল পাতাল সপ্তসাগরের পাশ।
বাণ দেখি সাগরের লাগিল তরাস॥
ভয় পেয়ে সাগর কাঁপয়ে থর থর।
মাথার ধবলছত্র টলিল সত্বর॥
বাণ গিয়া প্রবেশিল শ্রীরামের তূণে।
সাগর পড়িল আসি রামের চরণে॥
এত ক্রোধ মোরে কেন শুন গদাধর।
তব পূর্ব্ববংশ এই করিল সাগর॥
তুমি মোরে নষ্ট কর এ নহে বিচার।
কোন্ অপরাধ আমি করিনু তোমার॥
শ্রীরাম বলেন শুন নৃপতি সাগর।
তিনদিন উপবাসী আছি তব পার॥
মোর সীতা চুরি কৈল পাপিষ্ঠ রাবণ।
লঙ্কায় যাইব তার উদ্দেশ-কারণ॥
বানরকটক সব হইবেক পার।
উপবাস দিয়া দেখা না পাই তোমার॥
এই হেতু অগ্নিবাণ জলেতে ছাড়িনু।
তুমি না আসাতে আমি বাণ যে মারিনু॥
আড়ে দশ যোজন দৈর্ঘ্যে দশগুণ তার।
জল ছাড়ি দেহ বানর হউক পার॥
এত শুনি যোড়হস্তে বলেন সাগর।
মোর জল মিশিয়াছে পাতালভিতর॥
কেমনে হইবে পথ না দেখি উপায়।
এক যুক্তি আছে রাম কহিব তোমায়॥
তোমার কটকে আছে নলবীরবর।
নলের পরশে জলে ভাসয়ে পাথর॥
গাছপাথর যোড়া লাগে পরশে তাহার।
জাঙ্গাল বান্ধিয়া রাম হয়ে যাও পার॥
তোমার কারণ আমি লইব বন্ধন।
পার হয়ে বধ কর পাপিষ্ঠ রাবণ॥
আপনা না জান তুমি দেব গদাধর।
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের তুমি ত ঈশ্বর॥
বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি।
নিদান সৃজিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
কালে মহাকাল বিশ্ব কালে কর লয়॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি চরাচর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর॥
নিরাকার সাকার বা সকলি সে তুমি।
তোমার মহিমাসীমা কি জানিব আমি॥
না জানি ভকতি স্তুতি শুন রঘুবর।
শ্রীচরণে স্থানদান দেহ গদাধর॥

তুমি হে অনাদ্য আদ্য অসাধ্যসাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড কর খণ্ড বিনাশন॥
আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যানন্দন॥
জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক কত সংখ্যা নাহি তার॥
বিদায় করহ আমি যাই নিজ ধাম।
এত বলি পদতলে হইল প্রণাম॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচন।
গাইল সুন্দরাকাণ্ডে গীত রামায়ণ॥



নলকর্তৃক সাগরে সেতুবন্ধন

সাগর চলিয়া গেল আপনার স্থান।
'নল' বলি ডাক দিল দেব নারায়ণ॥
ধাইয়া আইল নল রামবিদ্যমান।
ভূমি লুটি পদতলে করিল প্রণাম॥
শ্রীরাম বলেন নল কহি যে তোমারে।
তুমি হেন বীর আছ কটকভিতরে॥
সাগর বান্ধিতে তুমি হও বলবান্;
এত দুঃখ পাই আমি তোমা বিদ্যমান॥
নল বলে, প্রভু রাম, নিবেদন করি।
সামান্য বানর আমি জ্ঞাতিলোকে ডরি॥
বড় বড় কপি আছে বীর-অবতার।
কেমনে তাদের আগে করি অঙ্গীকার॥
যখন ছিলাম আমি জনকের ঘরে।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমারে॥
মানসসরসে ব্রহ্মা কোষাকুষি লয়ে।
সেই স্থানে বসি সন্ধ্যা করেন আসিয়ে॥
কোষাকুষি রাখি যান সরোবরতীরে।
তাহা আমি তুলি লয়ে ফেলিতাম নীরে॥
নিত্য কোষাকুষি ব্রহ্মা করেন সৃজন।
আমারে দেখিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন॥
নিত্য মোর কোষাকুষি ফেলাইস জলে।
সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা মোর প্রতি বলে॥
আমি বর দিব তোরে শুন রে বানর।
তুই ছুঁলে জলে সব ভাসিবে পাথর॥
গাছপাথর জুড়িবে তোমার পরশে।
তব স্পর্শে রহিবেক জলে সব ভেসে॥

ব্রহ্মার বরেতে আমি বান্ধিব সাগর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তোমার গোচর॥
একমাসে বান্ধি দিব শতেক যোজন।
গাছপাথর আনি দিক যত কপিগণ॥
সাগর বান্ধিতে নল করে অঙ্গীকার।
হরিষ হইল রাজা সুগ্রীব বানর॥
'রামজয়' বলিয়া ডাকয়ে কপিগণ।
সাগর বান্ধিতে চলে হরষিতমন॥
শ্রীরামে প্রণাম করি নলবীর চলে।
সাগর বান্ধিতে বীর বৈসে গিয়া জলে॥
আছিল নলের বন সাগরের তীরে।
তাহা ভাঙ্গি ফেলে দিল জলের উপরে॥
তাহার উপরে গাছ দিল বিছাইয়া।
উপরে পাথর সব দিল চাপাইয়া॥
প্রস্থে দশ যোজন সে করয়ে বন্ধন।
গাছপাথর যোগাইয়া দেয় কপিগণ॥
দীর্ঘে এক যোজন বান্ধিল একদিনে।
উত্তরে আরম্ভ করি চলিল দক্ষিণে॥
বসিলেন নলবীর জাঙ্গালে উপরে।
পর্ব্বত আনিয়া দেয় সকল বানরে॥
মুদ্গরের বাড়ি পড়ে মহাশব্দ শুনি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় ধ্বনি॥
পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবননন্দন।
নলবীর বসি করে সাগরবন্ধন॥
দশ যোজন সাগর যে হইল বন্ধন।
কৃত্তিবাস গাইলেন গীত রামায়ণ॥



নলের প্রতি হনুমানের ক্রোধ ও শ্রীরামকর্তৃক সান্ত্বনা

সাগর বান্ধয়ে নল হনুমান মহাবল
আনি দেয় শিলাবৃক্ষগণ।
জাঙ্গালের দুই ভিতে সুন্দর পাথর গাঁথে
আনন্দে নাচয়ে কপিগণ॥
জাঙ্গালের মাঝে মাঝে রজতপাথর সাজে
নল করে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
গঠিছে আবাসঘর থাকিবেন রঘুবর
হেনমতে গঠে স্থানে স্থান॥

মাথায় পর্ব্বত লয়ে হনূমান দেয় বয়ে
বামহাতে ধরে বীর নল।
মহাক্রোধে হনূমান পর্ব্বত আনিতে যান
বুঝি বেটা কত ধরে বল॥
ধায় বীর মনোদুঃখে চলিল উত্তরমুখে
যথা গিরি সে গন্ধমাদন।
দেখি পর্ব্বতে চূড়া লাথি মারি করে গুঁড়া
লোমে লোমে করয়ে বন্ধন॥
দুই হাতে দুই গিরি লইয়া মস্তকোপরি
অমনি পবনবেগে ধায়।
যায় বীর মহাতেজে এক গিরি বান্ধি লেজে
শূন্যের উপরি চলি যায়॥
রবির কিরণ নাই অন্ধকার সর্ব্ব ঠাঁই
চমকিয়া চাহে বীর নল।
ক্রোধে আসে হনূমান উড়িল নলের প্রাণ
উঠিয়া পলায় মহাবল॥
শ্রীরামের কাছে গিয়া ভূমি লুঠি প্রণমিয়া
বন্দিয়া কহেন যোড়হাত।
হনূমান আনে গিরি বামহাতে আমি ধরি
কর্ম্মীর স্বভাব রঘুনাথ॥
ক্রোধ করি মোর তরে আইসে পবনভরে
পর্ব্বত লইয়া বহুতর।
কুপিয়াছে হনূমান লইবে আমার প্রাণ
উদ্ধার করহ রঘুবর॥
নলের ক্রন্দন শুনি দুঃখী হৈল রঘুমণি
পথমাঝে দাণ্ডাইল গিয়া।
রামের উপর দিয়া যাইবারে না পারিয়া
চলে বীর ভূমিতে নামিয়া॥
কহিছেন প্রভু রাম শুন বীর হনূমান
নলে ক্রোধ কর কি কারণ।
হনূমান কহে বাণী যোড় করি দুই পাণি
শুন রাম কমললোচন॥
করি আমি প্রাণপণ আনিতে পর্ব্বতগণ
বামহাতে নল তাহা ধরে।
এই হেতু ক্রোধ করি আনিনু অনেক গিরি
চাপা দিতে এ নল বানরে॥
এত শুনি কহে রাম ত্যজ বাপু অভিমান
কর্ম্মীর স্বভাব এই কাজ।
বামহাত আগে চলে ক্রোধ না করিহ নলে
তোমার নাহিক ইথে লাজ॥
শুন বাছা হনূমান মোর কার্য্যে দেহ মন
নলবীরে কর প্রীতি মনে।
নলের ধরিয়া হাত অতঃপর রঘুনাথ
সমর্পিয়া দিল হনূমানে॥
কোলাকুলি দুইজনে করে হরষিতমনে,
জাঙ্গালে উঠিল গিয়া নল।
কৃত্তিবাস কহে রাম জপিব তোমার নাম
এই ভক্তি হউক অচল॥



শ্রীরামের লঙ্কায় যাত্রা ও শিবপ্রতিষ্ঠা

যে পর্ব্বত এনেছিল পবননন্দন।
দশ যোজন তাহাতে যে হৈল বন্ধন॥
কুড়ি যোজন বান্ধিল অলঙ্ঘ্য সাগর।
আসিয়া দেখিয়া যায় যত নিশাচর॥
কাষ্ঠবিড়াল সব আইল তথাকারে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের নীরে॥
অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে।
ফাঁক যত ছিল তাহা মারিল বিড়ালে॥
যাতায়াত করে সদা বীর হনূমান।
বিড়ালেরে চারিদিকে ফেলে দিয়া টান॥
কান্দিয়া কহিল সবে রামের গোচর।
মারিয়া পাড়য়ে, প্রভু, পবনকোঙর॥
হনূমান ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম।
কাষ্ঠবিড়ালেরে কেন কর অপমান॥
যেমন সামর্থ্য যার বান্ধুক সাগর।
শুনিয়া লজ্জিত হৈল পবনকুমার॥
সদয়হৃদয় বড় প্রভু রঘুনাথ।
কাষ্ঠবিড়ালের পৃষ্ঠে বুলাইল হাত॥
চলিল সবাই তবে জাঙ্গাল উপর।
হনূমান বলে শুন সকল বানর॥
কাষ্ঠবিড়ালেরে কেহ কিছু না বলিবে।
সাবধান হয়ে সবে জাঙ্গালে চলিবে॥
পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবননন্দন।
কুড়ি দিনে বান্ধা গেল সত্তর যোজন॥
লঙ্কাপুরে প্রবেশিয়া বীর হনূমান।
প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সব কৈল খান খান॥
বহিয়া আনিয়া তাহা সকল বানর।
নবতি যোজন বান্ধে প্রবল সাগর॥

লাফ দিয়া যায় তায় কপি যোড়া যোড়া
লঙ্কার ভাঙ্গিয়া আনে দেউলের চূড়া ॥
আড়ে ওড়ে থাকিয়া রাক্ষস দেয় উঁকি।
মালসাট মারে কপি দেখায় ভাবকি ॥
আনন্দে করয়ে নল সাগরবন্ধন।
এক মাসে বান্ধা গেল শতেক যোজন ॥
উত্তরের জাঙ্গাল দক্ষিণের কূলে।
ঠেকে দেখি 'রামজয়' কপি সব বুলে ॥
জাঙ্গাল বান্ধিল বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
সকল দেবতা করে পুষ্পবরিষণ ॥
জাঙ্গাল সমাপ্ত করি নলবীর চলে।
প্রণাম করিল গিয়া রামপদতলে ॥
ভূমি লুটি ঘন ঘন করি প্রণিপাত।
যোড়হস্ত করি বলে শুন রঘুনাথ ॥
জাঙ্গাল সমাপ্ত করি বান্ধিনু সকল।
রক্ষক রহিল হনূমান মহাবল ॥
এত শুনি সন্তুষ্ট হইল রঘুনাথ।
নলে আশীর্ব্বাদ করি পৃষ্ঠে দেন হাত ॥
ধন নাই, নল, কিবা করিব প্রসাদ।
এখন লহ রে, বাপু, মোর আশীর্ব্বাদ ॥
সীতার উদ্ধার করি যাব অযোধ্যায়।
অমূল্য রতন নানা দিব হে তোমায় ॥
নল বলে তাহে কার্য্য নাহি নারায়ণ।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত দেহ অমূল্য রতন ॥
কমলা যাঁহার সদা করেন সেবন।
যাঁহা লাগি যোগী হৈল দেব পঞ্চানন ॥
মোর শিরে দেহ সেই চরণ তোমার।
ইহা হৈতে অমূল্য রতন নাহি আর ॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট রাম কমললোচন।
নলের মাথায় দিল দক্ষিণ চরণ ॥
প্রসাদ লইল নল ভূমি লোটাইয়া।
'রামজয়' বলি সবে বেড়ায় নাচিয়া ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র কপিরাজ।
জাঙ্গাল দেখিতে চল সাগরের মাঝ ॥
'রামজয়' বলি উঠে সূর্য্যের নন্দন।
আগে আগে চলিলেন শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
সুগ্রীব চলিল আর রাজা বিভীষণ।
অঙ্গদ চলিল সঙ্গে যত বীরগণ ॥
দেখিল বিচিত্র অতি জাঙ্গালবন্ধন।
ধন্য ধন্য নল বিশ্বকর্ম্মার নন্দন ॥
দেবতা অসুর নাগ দেখি চমৎকার।
হেন বুঝি সাগর পরিলা গলে হার ॥
শ্রীরাম বলেন, নল, শুনহ বিশেষ।
দেউল গঠিয়া দেহ পূজিতে মহেশ ॥
এত শুনি নলবীর হইয়া সত্বর।
দেউল গঠিল সেই জাঙ্গাল উপর ॥
পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবননন্দন।
অতীব বিচিত্র করে দেউল গঠন ॥
শ্বেতবর্ণ শিব গঠি তাহার ভিতর।
নল জানাইল গিয়া রামের গোচর ॥
শ্রীরাম বলেন তবে পবনকুমারে।
শ্বেতপদ্ম সহস্র আনিয়া দেহ মোরে ॥
এত শুনি চলে বীর পবননন্দন।
কৈলাসেতে কুবেরের যথা পদ্মবন ॥
তাহার মধ্যেতে আছে এক সরোবর।
ফুটিয়াছে পুষ্প সব জলের উপর ॥
তুলিয়া সহস্র পদ্ম পবননন্দন।
আনিয়া দিলেন বীর যথা নারায়ণ ॥
শিবপূজা করিতে বসিলা ভগবান।
কৈলাস ছাড়িয়া শিব হৈলা অধিষ্ঠান ॥
দুই হাত ধরিল রামের ত্রিলোচন।
হরষিত হয়ে করে প্রেম-আলিঙ্গন ॥
মহেশ বলেন, প্রভু, পূজা কর কার।
রাম তুমি ইষ্টদেব হও যে আমার ॥
শ্রীরাম বলেন তুমি মোর ইষ্ট হও।
রাবণ বধিতে তুমি পুষ্পজল লও ॥
শিব বলেন আমার সেবক দশানন।
সীতা চুরি কৈল তার হউক মরণ ॥
তোমার বাণেতে হবে সবংশে সংহার।
বড় প্রিয় সেবক সে আছিল আমার ॥
না চিনিল ইষ্টদেব প্রভু রঘুমণি।
আপন মরণ তাই আনিল আপনি ॥
আয়ুঃশেষ হৈল ধরি জানকীর চুলে।
শাপ দিল সীতা তারে মনের আকুলে ॥
এই হেতু হবে তার সবংশে সংহার।
শীঘ্র চলি যাও, রাম, সাগরের পার ॥
এত বলি দুইজনে করিয়া প্রণাম।
কৈলাসে গেলেন শিব বলি রামনাম ॥



শ্রীরামের ভস্মলোচনবধ ও সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ

শ্রীরাম চলিলা তবে সহিত লক্ষ্মণ।
পশ্চাতে সুগ্রীবরাজা আর বিভীষণ॥
দক্ষিণ চাপিয়া চলে মন্ত্রী জাম্বুবান।
আগে আগে ধাইয়া চলিল হনূমান॥
চলিল অঙ্গদবীর লয়ে সেনাগণ।
একচাপে চলে ঠাট মেঘের গর্জ্জন॥
'রামজয়' বলিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাক্ষসগণ গণিল প্রমাদ॥
রাবণেরে কহে গিয়া যত নিশাচর।
আইলা শ্রীরাম পার হইয়া সাগর॥
শুনিয়া রাবণরাজা চারিদিকে চায়।
ভস্মলোচনেরে দেখি আজ্ঞা দিল তায়॥
শ্রীরাম আইসে লঙ্কা বানর লইয়া।
বানরগুলা ভস্ম করি দেহ উড়াইয়া॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলিল সত্বর।
চক্ষে ঠুলি দিয়া উঠে রথের উপর॥
চর্ম্মে ঢাকা রথখানা আইসে ধাইয়া।
জাঙ্গাল উপরে রথ লাগিল আসিয়া॥
বিভীষণ বলে, গোসাঞি, করি নিবেদন।
যুঝিবার তরে এল এ ভস্মলোচন॥
ঘুচায়ে চর্ম্মের ঠুলি যার পানে চাবে।
চক্ষেতে দেখিবামাত্র ভস্ম হয়ে যাবে॥
শ্রীরাম বলেন, মিতা, বলহ উপায়।
কেমনে বানরগণ ইথে রক্ষা পায়॥
এত শুনি বলিছে রাক্ষস বিভীষণ।
ধনুকের গুণে রাম যোড়হ দর্পণ॥
দর্পণে দেখিতে পাবে আপনার মুখ।
আপনি হইবে ভস্ম দেখহ কৌতুক॥
এত শুনি রঘুনাথ আনন্দিত মন।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে কোটি কোটি সৃজিল দর্পণ॥
রথ আগুলিয়া তার রহিল দর্পণে।
ঘুচায়ে চক্ষের ঠুলি চাহে চারিপানে॥
আপনার মুখ দেখি দর্পণভিতর।
ভস্ম হয়ে উড়ে গেল সেই নিশাচর॥
দেখিয়া রাক্ষসগণে মনে লাগে ভয়।
হইল প্রথম রণে শ্রীরামের জয়॥
পার হয়ে লঙ্কায় উঠিল নারায়ণ।
'রামজয়' বলি ডাকে যত কপিগণ॥
দূরে ছিলা সীতাদেবী দূরে ছিলা রাম।
দুইজনে আসিয়া হইলা একস্থান॥
পোহাতে আছে রাত্রি সবে প্রহর দেড়।
রামের কটকে লঙ্কাপুরী কৈল বেড়॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বরচন।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গান গীত রামায়ণ॥

সুন্দরাকাণ্ড সমাপ্ত



রাবণের আদেশে শুকসারণের রামসৈন্য-পরিদর্শন, বিভীষণাদিকর্ত্তৃক তাহাদের নিগ্রহ ও রামচন্দ্রের ক্ষমাপ্রদর্শন

বান্ধা গেল সাগব কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার॥
ফাঁপর হইয়া রাজা ভাবি মনে মনে।
দুই চর শুক আর সারণেরে ভণে॥
শুন শুকসারণ তোমরা বুদ্ধিমান্।
চর্চ্চ গিয়া রামের কটক কি প্রমাণ॥
পাথরেতে বান্ধা গেল সাগর গভীর।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন্ বীর॥
ভালমতে জান বিভীষণের যে মতি।
একে একে জান সব যোদ্ধা সেনাপতি॥
বল-বুদ্ধি জান সব রামের মন্ত্রণা।
প্রথমে জানিহ সব প্রধান যে জনা॥
রামের সহিত থাকে কোন্ মহাবীর।
লঙ্কায় আসিয়া কেবা রণে হবে স্থির॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজপ্রদক্ষিণ করি যায় মনোরথে॥
কপিরূপে সান্ধাইল বানরভিতর।
লেখাজোখা নাহি যত দেখিল বানর॥
কত পার হৈল কত হৈতে আছে পার।
লিখিবার শক্তি কার দেখিতে অপার॥
কটক চর্চ্চিয়া ভ্রমে চর দুইজন।
দূরে থাকি দেখে তাহা মিত্র বিভীষণ॥
রাক্ষসের মায়া সে রাক্ষস ভাল জানে।
বিভীষণ দুইচরে চিনে সেইক্ষণে॥
ঘরের সেবক বলি না করিল আস্থা।
বানরের হাতে কৈল পঞ্চম অবস্থা॥
আপনারে প্রত্যয়িত জানাবার তরে।
রথ হৈতে নামিয়া সে দুইচরে ধরে॥
বিভীষণে ঠেলি চর যায় পলাইয়া।
দূরে থাকি সুগ্রীব তা দেখিল চাহিয়া॥
শালগাছ উপাড়িয়া আনে আচম্বিতে।
মহাকোপে ধায় বীর রাক্ষসের ভিতে॥
এড়িলেক শালগাছ মেঘের সমান।
রাক্ষসের বাণে গাছ হৈল খান খান॥
আর গাছ আনে তার দশক্রোশ গোড়া
গাছের বাড়িতে রথ করিলেক গুঁড়া॥
পড়িল সারথিঘোড়া নাহিক দোসর।
গদাহাতে দুইজন যুঝে ঘোরতর॥
বানর উপর করে বাণবরিষণ।
গদার বাড়িতে কেহ ত্যজিল জীবন॥
গদার বাড়িতে সব করে চুরমার।
সুগ্রীব বলেন গর্ব্ব করিস গদার॥
মার্ দেখি গদা বুকে পেতে দিনু তোরে।
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেই যমঘরে॥
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিনু বুক।
মার্ দেখি গদা সব দেখুক কৌতুক॥
পাতিয়া দিলেন বুক সুগ্রীবভূপতি।
গদা মারে শুক আর সারণ দুর্ম্মতি॥
বজ্রসম বুক তার বজ্রেতে নির্ম্মাণ।
তাহাতে লাগিয়া গদা হৈল খান খান॥

গদা মারি দুইজন হইল ফাঁফর।
দুইচরে বান্ধি নিল রামের গোচর॥
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর।
ডানদিকে মিত্র তার সুগ্রীব বানর॥
বামদিকে উপবিষ্ট অনুজ লক্ষ্মণ।
যোড়হাতে বসিয়াছে যত মন্ত্রিগণ॥
হেনকালে দুইচরে নিয়ে আগুসরে।
প্রণাম করিল সবে রাজব্যবহারে॥
ভয়েতে ছাড়িল তারা জীবনের আশ।
কহিতে লাগিল কিছু গদগদভাষ॥
কটক চর্চ্চিতে মোরে পাঠায় রাবণে।
কে জানে এমন দায় ঘটিবে এখানে॥
লুকাইয়া পশিয়া হইলাম বিদিত।
বুঝিয়া করহ, প্রভু, যে হয় উচিত॥
শুনিয়া চরের কথা শ্রীরামের হাস।
উভয়েরে দয়াময় করেন আশ্বাস॥
বিভীষণ ধরিলেক কাটিবার মনে।
বারণ করেন রাম তারে সেইক্ষণে॥
ক্ষান্ত হও চরহত্যা নহে রাজধর্ম্ম।
সেবক মারিলে সিদ্ধ হবে কোন্ কর্ম্ম॥
কৃত্তিবাস কবির কবিত্ব বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥



শুকসারণের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের রাবণকে নিন্দাবাদ

গোপনে আইলে, চর, ভ্রম সর্ব্বস্থানে।
দুইচারি কথা এই বলিহ রাবণে॥
হরিয়া আনিল সীতা মম অগোচরে।
সেই হেতু সেতুবন্ধ হইল সাগরে॥
ত্রিভুবন সে জিনিয়া সুন্দরী সব আনিয়া
নানা অলঙ্কার দিয়া সাজে।
তা সবার প্রাণনাথ ডরে নাহি বহে বাট
অনাথা হইয়া তারা ভজে॥
সীতার সে শাপানলে আমার সে কোপানলে
রাবণের নাহিকো নিস্তার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ এ কনকলঙ্কাখান
পুড়িয়া হইবে ছারখার॥
রাজা হয়ে চর মারে অপযশ এ সংসারে
কহ গিয়া তোর লঙ্কেশ্বরে।
দেখুক সে দশস্কন্ধ সাগরেতে সেতুবন্ধ
লঙ্কাপুরী ঘেরিল বানরে॥
কপিগণ যে প্রচণ্ড মেঘ করে খণ্ড খণ্ড
মার্ত্তণ্ড ধরিতে পারে বলে।
সাগর না সহে টান রণে নাহি পরিত্রাণ
হনূমান বধিবে সকলে॥
এলে সৈন্য চর্চ্চিবারে যাবে কেন অগোচরে
বলো তারে কথা দুইচারি।
কাটি তার দশমুণ্ড বিভীষণে ছত্রদণ্ড
দিব রাজ্য স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥
বন্দি রামের চরণ কৃত্তিবাস বিচক্ষণ
বিরচিল সরস্বতীবরে।
সর্ব্বপাপবিনাশন সারগ্রন্থ রামায়ণ
মুক্তি পায় শ্রবণ যে করে॥
শূন্যঘরে সীতা হরে আনিল আমার।
ভয়ে পলাইয়া গেল সাগরের পার॥
সেই ত সাগর আমি হইলাম পার।
জিজ্ঞাসি রাবণরাজা কি বলিবে আর॥
শুনিয়াছ খরদূষণের যে প্রকার।
প্রভাতে হইবে সেই প্রকার তোমার॥
যে কোন প্রকারে আজি পোহাউক রাতি।
একজনা না রাখিব বংশে দিতে বাতি॥



শুকসারণের রাবণের নিকট সংবাদদান

দিয়া রাজপ্রসাদ পাঠান রাম চর।
রাবণেরে ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর॥
দাণ্ডাইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস॥
তোমার আজ্ঞায় গেনু কটকভিতরে।
যাবামাত্র বিভীষণ চিনিল মোদেরে॥
বিভীষণ ধরি নিল কাটিবার মনে।
প্রাণদান করিলেন রাম নিজগুণে॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ বিভীষণ কপিরাজে।
দেখিলাম চারিজনে আনন্দে বিরাজে॥
রামের যেমন ধনু শর তুল্য তারি।
আছুক অন্যের কাজ একা রামে নারি॥

ভুবন সহায় যদি অষ্টলোকপাল।
তবু না জিনিবে রামে বিক্রমে বিশাল॥
শতেক যোজন সেতু হইল সাগরে।
বান্ধিল যোজন শত বৃক্ষ ও পাথরে॥
উত্তরকূলের সেতু ঠেকিল দক্ষিণে।
পার হৈল রামসৈন্য যুঝিবার মনে॥
পালে পালে কপিগণ পর্ব্বত-আকার।
দেখিয়া ডরাই যেন মহা অন্ধকার॥
কেহ বা পিঙ্গলবর্ণ কেহ বা শ্যামল।
রক্তবর্ণ কেহ কেহ বরণ উজ্জ্বল॥
উভে পরিমাণ দেখি পর্ব্বতসমান।
রণে প্রবেশিতে চাহ কিন্তু কাঁপে প্রাণ॥
একচাপে কপিসেনা যায় পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে।
ওর নাহি পাই যত চাহি একদৃষ্টে॥
গণিয়া বলিতে পারি বরিষার ধারা।
দৃষ্টে সংখ্যা হয় যদি আকাশের তারা॥
নির্ণয় করিতে পারি সাগরের পানি।
তথাপি বানরসৈন্য নিশ্চয় না জানি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
লঙ্কাকাণ্ডে গায় তার প্রথম শিকলি॥



শুকসারণকর্ত্তৃক রামসৈন্যপ্রদর্শন

হইল শুকের বাক্য যদি অবসান।
সারণ বলিছে দশাননবিদ্যমান॥
আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রত্যয়।
প্রাচীরে উঠিয়া দেখ হয় কি না হয়॥
অতি উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর স্বর্ণময়।
চরসহ উঠিল রাবণ ত্বরাশয়॥
চতুর্দ্দিকে জলস্থল ব্যাপিত বানর।
দেখিয়া রাবণরাজা সভয় অন্তর॥
সহস্র বৎসর যুদ্ধ করি নিরন্তর।
তথাপি না ফুরাইবে কটক বিস্তর॥
বানর চিনিতে চাহে রাজা দশানন।
তুলিয়া দক্ষিণহস্ত দেখায় সারণ॥
বানর সহস্রকোটি যাহার সংহতি।
ঐ দেখ নীলবর্ণ নীল সেনাপতি॥
নীল সেনাপতি সে হেলায় যদি নড়ে।
দ্বাদশ প্রহর পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে॥

বানর সত্তরিকোটি যার পাছু লাগে।
সুগ্রীবভূপতি দেখ শ্রীরামের আগে॥
বিশকোটি কপিসহ ঐ যে গবাক্ষ।
ত্রিশকোটি বানরেতে দেখহ ধূম্রাক্ষ॥
সম্পাতি বানর দেখ গৌরবর্ণ ধরে।
রণে গেলে বিপক্ষ পলায় যার ডরে॥
হিঙ্গুলী পর্ব্বতের হিঙ্গুল যেন অঙ্গ।
পঞ্চাশৎকোটি কপি সঙ্গে শরভঙ্গ॥
মলয়পর্ব্বতে কপি বর্ণে যেন গেরি।
সহিত সত্তরি কোটি দেখহ কেশরী॥
শরভ বানর ঐ সহস্রকোটিসহ।
রণেতে পশিলে তারে নাহি পারে কেহ॥
সম্পাতি বানর ঐ হেলায় যদি নড়ে।
শরীর যোজন দশ তার আড়ে যোড়ে॥
একাদশ কোটিতে বানর মহামতি।
সহস্র কোটিতে ঐ কুমুদ সেনাপতি॥
শত শত উত্তরের বীর মহাবলী।
যাদের চলনে উড়ে গগনেতে ধূলি॥
দেখ ধূম্র-ধূম্রাক্ষ রাজার দুই শ্যালা।
বানরকটকমধ্যে যেন মেঘমালা॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণনন্দন।
আশীকোটি বীর দুই ভায়ের ভিড়ন॥
ভল্লুক কটক দেখ মন্ত্রী জাম্বুবান।
আশীকোটি বানরেতে দেখ হনূমান॥
দেখ গয় গবাক্ষ যে সাক্ষাৎ শমন।
পঞ্চাশৎকোটি দুই ভায়ের ভিড়ন॥
বৈদ্যরাজ সুষেণ ঐ রাজার শ্বশুর।
তিনকোটিবৃন্দ বীর যাহার প্রচুর॥
দেখহ সুগ্রীবরাজা বানরাধিপতি।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে যাহার সংহতি॥
বালির বিক্রম তুমি জান ভালমত।
তার ভাই সুগ্রীব লঙ্কাতে উপগত॥
নলবীর দেখ বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
যে বান্ধিল পারাবার শতেক যোজন॥
গাছপাথরেতে যেই বান্ধিলেক সেতু।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে এইমাত্র হেতু॥
যুবরাজ অঙ্গদ সে বালির কুমার।
কুড়িলক্ষ কপি তার নিজ পরিবার॥



রাবণের প্রতি শ্রীরামের শরসন্ধান ও রাবণের পলায়ন

হেথা বিভীষণ বলে শ্রীরামগোচর।
হের রাজা দশানন প্রাচীর উপর॥
ঝট বাণ মারি তুমি কাটহ সত্বর।
ঘুচুক মনের দুঃখ জুড়াক অন্তর॥
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাম করেন সন্ধান।
তাহা দেখি সত্বরে পলায় দশানন॥
শুক ও সারণ বলে ছাড় প্রাণ-আশ।
কটকের চাপ দেখি লাগয়ে তরাস॥
জীবনের বাসনা যদ্যপি থাকে মনে।
সীতা দেহ রামেরে রাবণ এইক্ষণে॥
সীতা দিয়া রামেরে না কর যদি প্রীত।
শ্রীরামের হাতে রাজা মরিবে নিশ্চিত॥
গরুড় পাইলে সর্প গিলে ততক্ষণে।
অব্যাহতি নাহি তব শ্রীরামের বাণে॥
শুক ও সারণ যদি কহে এইরূপ।
কোপে তাদের ভৎ´সে দশাননভূপ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভাবিয়া নারায়ণে।
লঙ্কাকাণ্ড গীত গাইলেন রামায়ণে॥



রাবণকর্ত্তৃক শুকসারণের প্রতি ভর্ৎসনা

কোপে কহে লঙ্কেশ্বর মৃত্যুর নাহিক ডর
শত্রুর প্রশংসা বারে বারে।
কি ছার মিছার নর ভয়ে কাঁপে চরাচর
সদা খাটে আমাব দুয়ারে॥
স্বর্গমর্ত্ত্যত্রিভুবনে দেবতাগন্ধর্ব্বগণে
যক্ষ কি কিন্নর বিদ্যাধর।
কম্পিত আমার ডবে কি ভয় বানরনরে
কি বলিলি হীনবুদ্ধি চর॥
কপি দেখ লক্ষ লক্ষ রাক্ষসজাতির ভক্ষ্য
তারে ভয় কর কি কারণে।
শ্রীরামলক্ষ্মণ দোঁহে বলে মম তুল্য নহে
ইঙ্গিতে বধিব একবাণে॥
কুপিলে কুমারভাগে কে আসি যুঝে আগে
ভয় কর মানুষবানরে।
কৃত্তিবাস রচে গীত দশানন ক্রোধান্বিত
বারে বারে ভৎ´সে দুইচরে॥

পরসৈন্য চর্চ্চিতে পাঠাইনু তোদেরে।
পরের বড়াই করিস আমার গোচরে॥
যাহার প্রসাদে বাড়ে হেন রাজা নিন্দে।
মারিতে আইসে বৈরী তার গুণ বন্দে॥
পূর্ব্বে উপকার যে করিলি স্থানে স্থানে।
আজি কোপ এড়াইলি সেই সে কারণে॥
দূর বেটা চর আর না কর বাখান।
আপনার দোষে পাছে হারাইস প্রাণ॥
এত যদি দশানন বলিলেক রোষে।
প্রাণ লৈয়া পলায় সারণশুক ত্রাসে॥



শার্দ্দূলনামক চরের রামসৈন্যদর্শনে গমন ও বিভীষণাদিকর্ত্তৃক লাঞ্ছনা

যোড়হাত করি বলে বীর মহোদর।
যে না জানে কিছুই পাঠাও হেন চর॥
কহিতে না জানে কথা সভাবিদ্যমানে।
হেন চর আপনি পাঠাও কি কারণে॥
রাবণ ডাকিয়া আনে শার্দ্দূল রাক্ষসে।
পঞ্চজনসঙ্গে সে আইল তার পাশে॥
পঞ্চজনমধ্যে তার শার্দ্দূল প্রধান।
দশানন দিল তার হাতে গুয়াপান॥
কোন্‌খানে রামসৈন্য পোহায় রজনী।
কোন্ বাটে কপিগণ করিল উঠানি॥
চরেব প্রসাদে রাজা সর্ব্ববার্ত্তা জানে।
চরের প্রসাদে রাজা পরচক্র জিনে॥
লক্ষ্মণসুগ্রীবরামে জান ভালমতে।
পরচক্র জানিয়া আইসহ ত্বরিতে॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
গতমাত্র ঠেকিলেক বিভীষণহাতে॥
বিভীষণ বলে কোথা গেলি রে বানর।
হেথা আসিয়াছে দেখ রাবণের চর॥
সেই বাক্যে বানর চরের চুলে ধরে।
চারিদিকে বেড়িয়া তাহারে কিল মারে॥
ঘরের সেবক বলি না করিল খুন।
বানরের হাতে দিল কষ্ট বহুগুণ॥
আপন প্রত্যয় রামে জানাবার তরে।
পঞ্চচর লৈয়া গেল রামের গোচরে॥
দাণ্ডাইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস॥

চর্চ্চিতে তোমার সৈন্য পাঠায় রাবণে।
বিভীষণ ধরে প্রভু কাটিবার মনে॥
শ্রীরাম বলেন আমি চর নাহি মারি।
রাবণে বলিহ মোর কথা দুইচারি॥
সর্ব্বদা পাঠাও চর কোন্ প্রয়োজনে।
তোমায় আমায় দেখা হইবেক রণে॥
আপনি দেখিবে এই কটক দুর্ব্বার।
কিমতে রাবণ তুমি পাইবা নিস্তার॥
মারিব রাবণ তোরে করি খণ্ড খণ্ড।
বিভীষণ উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥
আমার বিক্রম ঘুষিবেক ত্রিভুবনে।
রাবণে মারিয়া রাজা করি বিভীষণে॥



রাবণের নিকট শার্দ্দূলের সংবাদদান ও শ্রীরামের প্রশংসা

প্রসাদ পাইয়া চর বিদায় হইল।
লঙ্কার মধ্যেতে গিয়া রাবণে ভেটিল॥
দাঁড়াইতে নারে চর পড়ে আশপাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস॥
তোমার আজ্ঞায় গেনু সৈন্য চর্চ্চিবারে।
যাবামাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে॥
রক্তে রাঙ্গা হয়ে গেনু রামের গোচরে।
রঘুনাথ প্রাণদান দিলেন আমারে॥
কহিল সারণশুক সৈন্য যতোধিক।
দেখিলাম কটক নয়নে ততোধিক॥
কি কব রামের রূপ অতি সে সুঠাম।
জ্ঞান হয় দেখিলে মানুষ নহে রাম॥
প্রকাণ্ড পুরুষ রাম সুদৃশ্য শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর॥
সুদীর্ঘ নাসিকা তাঁর শ্রীখণ্ড কপাল।
ফলমূল খান তবু বিক্রমে বিশাল॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু অতি মনোহর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর॥
আকারপ্রকার তাঁর হেরি হয় জ্ঞান।
ত্রিভুবনে বীর নাই রামের সমান॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম গুণের সদন।
বিপক্ষ নাশিতে রাম প্রলয়জ্বলন॥
না মারেন রাম তারে যার নম্রবাণী।
যে বড়াই করে তার উপরে উঠানি॥

আছুক অন্যের কাজ দেবে তারে নারে
রাক্ষস হাজার দশ একা রাম মারে॥
পাত্রমিত্র বুঝায় না লয় তব চিতে।
বিধির নির্ব্বন্ধ বুঝি হৈল বিপরীতে॥
সীতা লাগি রাবণ মরিল হায় হায়।
পাঁচালি প্রবন্ধে গীত কৃত্তিবাস গায়॥



রাবণকর্ত্তৃক সীতাকে শ্রীরামের মায়ামুণ্ডপ্রদর্শন

শার্দ্দূল বলিছে, রাজা, কর অবধান।
রামের বিক্রমকথা শুন বিদ্যমান॥
খর আর দূষণ ত্রিশিরা তিনজন।
চতুর্দ্দশ সহস্র সে রাক্ষসমিলন॥
একে একে সংহারিলা একা রঘুনাথ।
কেমনে দাঁড়াবে রণে তাঁহার সাক্ষাৎ॥
দেখিনু শুনিনু যে কহিতে ভয় করি।
বুঝিয়া করহ কার্য্য লঙ্কা-অধিকারী॥
শুক আর সারণ কহিল তব হিত।
অপমান করিলে তাদের যথোচিত॥
আপনি সুবুদ্ধি রাজা বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় উচিত॥
শার্দ্দূলের কথাতে রাবণরাজা হাসে।
রাজার প্রসাদ দেয় যত মনে আসে॥
বলয় কঙ্কণ দিল মাণিক রতন।
পঞ্চশঙ্খ বাদ্য দিল রাজার বাজন॥
বিচিত্রনির্ম্মাণ দিল হার ও কেয়ূর।
নানারত্নমণি দিল চরণে নূপুর॥
চরের বচন যেই হইল অবসান।
অন্তরে হইল চিন্তা উড়িল পরাণ॥
দশানন পাত্রমিত্রে দিলেন মেলানি।
বিদ্যুজ্জিহ্ব নিশাচরে ডাকিল তখনি॥
তোরে বলি বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়ার সাগর।
তুমি ত অলঙ্ঘ্য-পাত্র লঙ্কার ভিতর॥
মৈথিলীকে আনিলাম বড় সুখ-আশে।
অদ্যাপি না হয় সুখ হইবে কি শেষে॥
এতদিনে সীতা না হইল অনুগতা।
নিকটে আগত স্বামী শুনি হরষিতা॥
পাত্রকার্য্য কহি মোর কুলাও আরতি।
রামের ধনুক-মুণ্ড করহ সম্প্রতি॥

ধনুমুণ্ড দেখি সীতা পাইবেক ত্রাস।
স্বামিদেবরের তরে হইবে নিরাশ॥
এত যদি বিত্যুজ্জিহ্ব রাজ-আজ্ঞা পায়।
রামের ধনুকমুণ্ড গঠিবারে যায়॥
বসিল সে বিত্যুজ্জিহ্ব করিয়া ধেয়ান।
গুরুর চরণ বন্দি যোড়ে ব্রহ্মজ্ঞান॥
বসিল বিত্যুজ্জিহ্ব ধ্যান নাহি টুটে।
ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে ধনুকমুণ্ড উঠে॥
বিচিত্রনির্ম্মাণ সেই ধনুকের গুণ।
কুণ্ডল নির্ম্মিত রত্নে শোভা নহে ন্যূন॥
মুকুতা জিনিয়া তার দশনের জ্যোতি।
বিম্বফল অবিকল ওষ্ঠাধরত্যুতি॥
চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া বান্ধিলেক চূড়া।
অতি শুভ্র কাপড়ে রামের জটা বেড়া॥
শ্রীরামের মুণ্ড সেহ করিলে নির্ম্মাণ।
রাবণের আগে নিয়া করিল যোগান॥
শ্রীরামের মুখ দেখি দশানন হাসে।
রাজার প্রসাদ দেয় যত মনে আসে॥
বিত্যুজ্জিহ্ব নিশাচরে থুইলেক দ্বারে।
প্রবেশিল আপনি অশোকবনান্তরে॥
মিথ্যা সত্য করি পাড়ে কথার পাতন।
যে প্রকারে সীতার প্রতীত হয় মন॥
মোর বাক্য নাহি শুন বাড়াও জঞ্জাল।
তোর অপেক্ষায় রহিয়াছি এতকাল॥
হেন মনে করি তোরে কাটি এই দণ্ডে।
তোর রূপ দেখিয়া তখনি কোপ খণ্ডে॥
মনে মনে ভাব যে রামের কত গুণ।
আজিকার রণকথা মন দিয়া শুন॥
বহিল পাথরগাছ যত কপিগণ।
হইলেক তাহারা নিদ্রায় অচেতন॥
নিদ্রায় বানরগণ গড়াগড়ি যায়।
মুণ্ডে মুণ্ডে ঠেকাঠেকি মূর্চ্ছিতের প্রায়॥
এই সব বার্ত্তা আমি শুনি চরমুখে।
রাত্রিযোগে গেলাম যে কেহ নাহি দেখে॥
বানর উপরে আগে করি হানাহানি।
বাণেতে কাটিয়া আমি করি তুইখানি॥
বানরের মধ্যে রাম হৈল আগুয়ান।
খড়্গাঘাতে মুণ্ড কাটি করি তুইখান॥
পড়িল তোমার রাম লক্ষ্মণ কাতর।
দেশে গেল লইয়া সে সকল বানর॥
বানরের মধ্যে এক সুগ্রীব প্রধান।
প্রহারে জর্জ্জর অতি আছে মাত্র প্রাণ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছিল কপি একযোড়া।
কাটিলাম তুই পা তারা দোঁহে খোঁড়া॥
বানরের মধ্যে যার করিস বাখান।
হাত-পা কাটিলাম পড়িল হনুমান॥
এইমত করিলাম বানরের দণ্ড।
এই দেখ, জানকি, রামের কাটামুণ্ড॥
কোথা গেলি বিত্যুজ্জিহ্ব নাম নিশাচর।
জানকীর সম্মুখে রামের মুণ্ড ধর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বাখান।
লঙ্কাকাণ্ডে মায়ামুণ্ড করিলেন গান॥



মায়ামুণ্ডদর্শনে সীতার বিলাপ

দেখিয়া রামের মুখ জানকী তুঃখিতা।
বিলাপ করেন বহু ধরণী পতিতা॥
কুক্ষণে পোহাল প্রভু আজিকার রাতি।
অভাগিনী হারালাম তোমা হেন পতি॥
আপদে পড়িলে প্রভু সহোদর ছাড়ে।
লক্ষ্মণ বানরসৈন্য লয়ে দেশে নড়ে॥
বিদেশে আসিয়া প্রভু হারালে জীবন।
লক্ষ্মণ দেশেতে গেল এড়িয়া মরণ॥
সহোদর ছাড়িয়া দেবর দেশে গেলি।
রাক্ষসের হাতেতে প্রভুরে দিয়া ডালি॥
শুনিয়া কৌশল্যাদেবী তোমার মরণ।
ত্যজিবেন, প্রভু, তব শোকেতে জীবন॥
জনকের ঘরে ছিনু অভাগিনী সীতা।
জনমতুঃখিনী আমি নাহি মাতাপিতা॥
চরণ সেবিতে তব আইলাম বনে।
আমারে ত্যজিয়ে কোথা গেলে হে এক্ষণে॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
একবার দেখা দেহ কমললোচন॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী নিলেক আনে।
কেন বিধি বিড়ম্বিল রাম হেন জনে॥
সর্ব্বলোকে বলে মোরে অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা কৈলা কেমন দেবতা॥
অকারণে আছ রে রাবণ মোর আশে।
গলায় কাটারি দিয়া যাব প্রভুপাশে॥

যে খাণ্ডায় প্রভুরে করিলি দুইখান।
সেই খড়্গে কাট মোরে যাউক পরাণ॥
এমনি বাণের শিক্ষা মুনিগণে কৈলে রক্ষা
তাড়কা মারিলে একবাণে।
সুবাহু রাক্ষস মারি মুনিযজ্ঞ রক্ষা করি
গেলা প্রভু জনকভবনে॥
শিবের ধনুকভঙ্গে লোকে চমৎকার লাগে
করেছিলে এ পাণিগ্রহণ।
পরশুরামে করি জয় গেলা প্রভু অযোধ্যায়
জয় জয় সকল ভুবন॥
আমি স্ত্রী অভাগ্যবতী হারালাম হেন পতি
কান্দে সীতা মায়ামুণ্ড লৈয়া।
দৈবঘটনাকারণে এলে প্রভু তপোবনে
কোথা গেলা আমারে ত্যজিয়া॥
পরে নিল রাজ্যখণ্ড বিধি মোরে কৈল দণ্ড
ভাগ্যে মোর দৈবের লিখন।
দারুণ কৈকেয়ী তাতে 'বাদ সাধে বিধিমতে
হারাইনু আমি রামধন॥
ত্যজিয়া রাজ্যের আশ করিলে হে বনবাস
পঞ্চবটী এলাম তিনজন।
সূর্পণখানাককাণ কেটে কৈলা অপমান
রাক্ষস বিপক্ষ তেকারণ॥
করিলা বিষম রণ মারিলা খরদূষণ
চৌদ্দহাজার নিশাচর জিনি।
মারীচ রাক্ষসে মারি পাঠাইলা যমপুরী
হেন প্রভু লোটায় ধরণী॥
বালি বানরেরে মারি সুগ্রীবেরে মিত্র করি
সাগর শুষিলে একবাণে।
করিলা বিষম রণ বধি কত শত জন
কার বাণে হারাইলা প্রাণে॥
স্মরিতে সে সব কথা অন্তরে লাগিছে ব্যথা
সহনে না যায় এই দুখ।
ধনজনরাজ্যপদ কিছু নহে চিরপদ
আর না দেখিব চাঁদমুখ॥
অনলে প্রবেশ করি কলেবর পরিহরি
আমার জীবনে নাহি কাম।
কৃত্তিবাসের এই বাণী শুন সীতাঠাকুরাণি
পাইবে আপন প্রভু রাম॥



সরমাকর্তৃক সীতার সান্ত্বনা

কাতর হইয়া সীতা করেন রোদন।
বিমুখ হইয়া হাসে রাজা দশানন॥
করিলে পরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ।
'রামজয়' বলিয়া পড়িল সিংহনাদ॥
বানরের সিংহনাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী।
মুণ্ড লৈয়া পলায় লঙ্কার অধিকারী॥
দশানন গিয়া শীঘ্র বৈসে সিংহাসনে।
তাহারে বেড়িয়া বৈসে পাত্রমিত্রগণে॥
কান্দেন অশোকবনে শ্রীরামপ্রেয়সী।
হেনকালে আইল সে সরমা রাক্ষসী॥
সীতা বলিলেন এস সরমা বহিনী।
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী॥
বিষপানে মরি কিম্বা অনলে প্রবেশি।
এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমারে আশ্বাসি॥
যাহ দেখি রাবণ কি করিছে মন্ত্রণা।
সত্য কি প্রভুর প্রতি দিলেক সে হানা॥
জানাইয়া স্বরূপে আমারে কর রক্ষা।
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা॥
সীতাবাক্যে সরমা হইল এক পাখী।
রাবণনিকটে গেল চতুর্দ্দিকে দেখি॥
রাবণ কহিছে, মন্ত্রিগণ, কহ সার।
কেমনে রামের সৈন্য করিব সংহার॥
মন্ত্রী বলে সীতা দিলে হবে অপমান।
স্বয়ং করিয়া যুদ্ধ লহ রামের প্রাণ॥
হেনকালে রাবণের মাতা অতি বুড়ী।
রাবণের কাছে গেল করি তাড়াতাড়ি॥
আশেপাশে চাহে বুড়ী রাবণের পানে।
রাবণেরে বেড়িয়াছে যত মন্ত্রিগণে॥
সবার হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ।
কহিতে লাগিল বুড়ী হয়ে আগুয়ান॥
দেবতাগন্ধর্ব্ব নহে সীতা ত মানুষী।
কত বড় দেখিয়াছি তাহারে রূপসী॥
রাক্ষস হইয়া কেন মনুষ্যেতে সাধ।
এখনি যে দেখিতেছি পড়িবে প্রমাদ॥
চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস যার বাণে।
ত্রিশিরা দূষণ আর খর পড়ে রণে॥
সে রাম কৃতান্তদণ্ডতুল্য দণ্ডধারী।
কি বুঝিয়া আন তুমি সে রামের নারী॥

আমার বচন শুন পুত্র লঙ্কেশ্বর।
সীতাদেবী দেহ গিয়া রামের গোচর॥
সীতা দিয়া রামের সহিত কর প্রীতি।
নতুবা তোমার নাহি দেখি অব্যাহতি॥
এত যদি বলে বুড়ী মনের সন্তাপে।
শুনিয়া বুড়ীর কথা রাজা মনে কোপে॥
মায়ের গৌরব রাখি তেকারণে সই।
অন্যজন হইলে তাহার প্রাণ লই॥
কুড়িচক্ষু রাঙ্গা করি চাহে লঙ্কেশ্বর।
নড়ি ভর করি বুড়ী উঠি দিল রড়॥
বুড়ী যদি পলাইল পেয়ে অপমান।
রাবণেরে তখন বুঝায় মাল্যবান॥
এতদিন নাতি তব বিক্রম বাখানি।
বুঝিয়া আপন বল করহ আপনি॥
যত যত রাজা হৈল চন্দ্রসূর্য্যকুলে।
কোন্ রাজা ভাসাইল পাষাণ সলিলে॥
সাগর হইল পার হইয়া মানব।
হেন রামে ঘাঁটাইলা এ কি অসম্ভব॥
এতদিন শুনিতেছ রামের বিক্রম।
সুজনের বন্ধু রাম দুর্জ্জনের যম॥
কুড়িচক্ষু রাঙ্গা করি চাহিল রাবণ।
মাল্যবান রহিল হইয়া ভীতমন॥
রাবণ রাক্ষসগণে ডাক দিয়া আনে।
দিকে দিকে রাখিল সে লঙ্কার রক্ষণে॥
মহোদরে দক্ষিণে রাখিল দশানন।
একলক্ষ রাক্ষস সে দ্বারেতে ভিড়ন॥
পশ্চিমে রাখিল ইন্দ্রজিৎ যে প্রধান।
রাক্ষস অর্ব্বুদকোটি পর্ব্বতপ্রমাণ॥
পূর্ব্বদ্বারে রাখিল প্রহস্ত সেনাপতি।
তিনকোটি রাক্ষস যে তাহার সংহতি॥
রহিল উত্তরদ্বারে আপনি রাবণ।
তিনদ্বারে যত তার দ্বিগুণ ভিড়ন॥
তাহার ছত্রিশকোটি মুখ্যসেনাপতি।
রহিল উত্তরদ্বারে রাবণসংহতি॥
অক্ষৌহিণী সত্তরি সহিত সে রাবণ।
সতর্ক সশঙ্ক সদা সব পুরজন॥
সরমা জানিয়া ইহা চলিল সত্বর।
সকল কহিল গিয়া সীতার গোচর॥
রাবণ কহিল মিথ্যা না করে সংগ্রাম।
সর্ব্বদা কুশলে তব আছেন শ্রীরাম॥
তোমা দিতে বলিল নিকষা রাবণেরে।
কতমত বুঝাইল রামে ভজিবারে॥
মাতার বচন দুষ্ট না শুনিল কাণে।
সেইমত তাড়াইল বুড়া মাল্যবানে॥
কারো যুক্তি না শুনিয়া যুদ্ধ করে সার।
বিনাযুদ্ধে, সীতা, তব নাহিক উদ্ধার॥
বহু কষ্ট গেল, সীতা, অল্পমাত্র আছে।
দেখিবা রামের মুখ সুখ হবে পিছে॥
ক্রন্দন সম্বর, সীতা, ত্যজ অভিমান।
দিনদুইচারি বাদে যাবে প্রভুস্থান॥
সরমার বাক্যে সীতা সম্বরি ক্রন্দন।
চিন্তেন শ্রীরামপাদপদ্ম অনুক্ষণ॥
'শ্রীরাম' বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস।
লঙ্কাকাণ্ডে মায়ামুণ্ড গায় কৃত্তিবাস॥



লঙ্কার চারিদ্বারে বানরসৈন্যসংস্থাপন

সুমেরুর চূড়া যেন আকাশেতে লাগে।
সেইমত উচ্চ গিরি শোভা পায় আগে॥
গড়ের বাহিরে গিরি তিরিশ যোজন।
তাহাতে উঠিলে হয় লঙ্কাদরশন॥
পর্ব্বতে চড়েন রাম সহ সেনাগণ।
সঙ্গেতে সুগ্রীবরাজা আর বিভীষণ॥
পর্ব্বত উপরে রাম করেন দেয়ান।
দেখেন সে লঙ্কা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
স্বর্ণরৌপ্য ঘর সব দেখিতে রূপস।
চালের উপর শোভে কনককলস॥
ধ্বজা আর পতাকা উড়িছে চতুর্দ্দিকে।
রাজগৃহ পাত্রগৃহ শোভে একে একে॥
পুরী দেখি রামচন্দ্র করেন বাখান।
পৃথিবীমণ্ডলে নাহি হেন রম্যস্থান॥
এ পুরীর রাজা কেন হয়েছে রাক্ষস।
তবে শোভে যদি রাজা হয় বিভীষণ॥
রঘুবংশে যদি আমি রামনাম ধরি।
বিভীষণে করিব লঙ্কার অধিকারী॥
বিভীষণ মিতাকে লঙ্কায় ভাল সাজে।
বিভীষণে রাজা করি লোকে যেন পূজে॥
আনন্দিত বিভীষণ রামের আশ্বাসে।
গিরি হৈতে উলেন সকলে রাত্রিশেষে॥

পর্ব্বত উপরে রাম বঞ্চি কত রাতি।
নামিলেন সত্বর সহিত সেনাপতি ॥
পোহাইতে আছে অল্প যখন রজনী।
হেনকালে লঙ্কা বেড়িলেন রঘুমণি ॥
পাইবা সুগ্রীব শ্রীরামের অনুমতি।
চারিদ্বারে রাখিল বানরসেনাপতি ॥
'নীল সেনাপতি' বলি ঘন ঘন ডাকে।
একেরে ডাকিতে সবে ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
সুগ্রীব বলেন, নীল, তুমি সেনাপতি।
লঙ্কায় যুঝিতে তব প্রথম আরতি ॥
বাছিয়া বানর লহ রণেতে প্রধান।
ভালমতে রাখ গিয়া পূর্ব্বদ্বারখান ॥
নীলবীর পূর্ব্বদ্বারে যায় হরষিত।
ডাক দিয়া অঙ্গদেরে আনিল ত্বরিত ॥
সুগ্রীব বলেন হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার অধীন সর্ব্ব বানরসমাজ ॥
বাছিয়া কটক তুমি লহ সারাৎসার।
ভালমতে রাখ গিয়া দক্ষিণের দ্বার ॥
চলে অঙ্গদের ঠাট সবে বাছের বাছ।
এক হাতে পর্ব্বত দ্বিতীয় হাতে গাছ ॥
ধূলা উড়াইয়া তারা করে অন্ধকার।
'মার মার' শব্দে ধায় দক্ষিণের দ্বার ॥
দক্ষিণে অঙ্গদ গেল হয়ে হরষিত।
ডাক দিয়া হনূমানে আনিল ত্বরিত ॥
সুগ্রীব বলেন শুন বীর হনূমান।
সবা হৈতে রাখি আমি তোমার সম্মান ॥
শিশুকালে লাফ দিলে ধরিতে ভাস্কর।
সাহস করিয়া বাছা ডিঙ্গালে সাগর ॥
সংগ্রামে পশিলে তুমি বিক্রমে প্রধান।
পশ্চিমের দ্বার রক্ষা কর সাবধান ॥
যেখানে থাকেন রামলক্ষ্মণ দুভাই।
সাবধান হয়ে তুমি থাকিবে তথাই ॥
হনূমানের কটক ধায় মহাবল।
কিলকিল শব্দেতে ব্যাপিল নভঃস্থল ॥
ধূলা উড়াইয়া যায় করি অন্ধকার।
'মার মার' করি গেল পশ্চিমের দ্বার ॥
পূর্ব্বে নীলবীরে দিয়া না হয় প্রত্যয়।
ডাকিয়া কুমুদবীরে আনিল তথায় ॥
সুগ্রীব বলেন হে কুমুদ সেনাপতি।
সহস্র বানর আছে তোমার সংহতি ॥
সে সব বানর লয়ে পূর্ব্বদ্বারে চল।
নীলের কটকে গিয়া হও অনুবল ॥
তোমা সত্বে যদ্যপি নীলের সৈন্য ভাগে।
তার ভালমন্দ যে তোমারে দায় লাগে ॥
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
নীলের কাছেতে করে কুমুদ গমন ॥
দক্ষিণে অঙ্গদে দিয়া প্রতীত না যায়।
ডাক দিয়া মহেন্দ্রেরে তথায় পাঠায় ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র শুন সুষেণনন্দন।
আশীকোটি কপি দুই ভায়ের ভিড়ন ॥
সে সকল লইয়া দক্ষিণদ্বারে চল।
অঙ্গদকটকে গিয়া হও অনুবল ॥
তোমা বিদ্যমানে যদি সেই সৈন্য ভাগে।
ভদ্রাভদ্র তাহার তোমার প্রতি লাগে ॥
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন্ জনা।
অঙ্গদ পশ্চাতে গেল মহেন্দ্রের থানা ॥
পশ্চিমে হনূকে দিয়া না হয় প্রতীত।
ডাক দিয়া সুষেণেরে আনিল ত্বরিত ॥
সুগ্রীব বলেন শুন সুষেণ সুহৃৎ।
তিনকোটিবৃন্দ কপি তোমার সহিত ॥
সে সবে লইয়া যাহ পশ্চিমের দ্বার।
বায়ুতনয়ের কর সাহায্য এবার ॥
আপনি থাকিতে যদি কোন মন্দ ঘটে।
অপযশ তোমারি সে লোকে ধর্ম্ম টুটে ॥
সুগ্রীবের আদেশে সুষেণ মহাবীর।
হনূর পশ্চাতে গিয়া হইলেক স্থির ॥
উত্তরে কাহারে দিয়া না হয় প্রতীত।
আপনি সুগ্রীব রহে বানর সহিত ॥
সাগরের কূলেতে যে বানরের ঘর।
জাঙ্গাল বহিয়া পাছে পলায় বানর ॥
বহু কোটি সেনাপতি পাত্রমিত্র লয়ে।
রহিল সুগ্রীবরাজা উত্তর চাপিয়ে ॥
ঔষধ আনিতে রহে বীর হনূমান।
মন্ত্রণাকর্ম্মেতে থাকে মন্ত্রী জাম্বুবান ॥
প্রহরী হইয়া থাকে দ্বারে বিভীষণ।
চারিদ্বারে সুগ্রীব বেড়ায় ঘনে ঘন ॥
যেই দ্বার সুগ্রীব দেখেন হীনবল।
দুনা করি দেন সৈন্য সমরে অটল ॥
চারিদ্বারে দেয় সবে সুগ্রীব আশ্বাস
চারিদ্বাররক্ষা যে রচিল কৃত্তিবাস ॥

দেবগণের অন্তরীক্ষে আগমন ও হরপার্ব্বতীর কলহ

সাজিছে যতেক বীর বাজিছে বাজনা।
অমরগণের হয় অন্তরীক্ষে থানা॥
আইল গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর চারণ।
আসিলেন বিধাতা মরালে আরোহণ॥
ঐরাবত-আরোহণে আসে পুরন্দর।
মকরবাহনে আসে জলের ঈশ্বর॥
বৃষভবাহনেতে আইলা পশুপতি।
কেশরীবাহনেতে আইলেন পার্ব্বতী॥
বসিলেন দেবগণ সবে সারি সারি।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী॥
দৃষ্টি দিয়া পার্ব্বতী বসেন এক দিকে।
ক্রোধ করি মহাদেবে কহেন সম্মুখে॥
তুমি ত ভাঙ্গড় সদা বেড়াও শ্মশানে।
কোন্ গুণে পূজে তোমা লঙ্কার রাবণে॥
ধনে প্রাণে মজিল লঙ্কার অধিকারী।
কেমনে আছ হে স্থির বুঝিতে না পারি॥
আপনার মাথা কাটি আপনার করে।
দুঃখ নাহি হয় কেন সেবকের তরে॥
আর কোন্ সেবক লইবে তব ছায়া।
রাবণসেবক তব নাহি কিছু দয়া॥
এত যদি বলিলেন ক্রোধে ভগবতী।
পার্ব্বতীর বচনে কুপিলা পশুপতি॥
বামাজাতি তোমার তিলেক নাহি শঙ্কা।
আপনি রাখহ গিয়া স্বর্ণপুরীলঙ্কা॥
তপস্যা করিল দশহাজার বছর।
অমর হইতে নাহি পাইলেক বর॥
এখন মরণপথ চিন্তিল রাবণ।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন্জন॥
স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন দশরথঘর।
আপনি দিলেন পৃষ্ঠ অলঙ্ঘ্য সাগর॥
দ্বারে রাম রাবণের জীবনসংশয়।
বল দেখি রাবণের কিসে রক্ষা হয়॥
মানুষ হইয়া রাম বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
শ্রীরামের হাতে কিসে পাবে পরিত্রাণ॥
মিথ্যা অনুযোগ মোরে না কর পার্ব্বতি।
রাবণে রাখিতে নাহি আমার শকতি॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে নারি ঘুচাইতে।
আপনি যে আছি আমি আপনার মতে॥
শঙ্করশঙ্করী দুইজনেতে কোন্দল।
বিমুখ হইয়া হাসে দেবতা সকল॥
ধূর্জ্জটির কোপ দেখি হাসে দেবগণ।
আজিকালি রাবণের হইবে মরণ॥
রাবণ মরিবে সর্ব্বদেবতার হাস।
হরগৌরীকোন্দল রচিল কৃত্তিবাস॥



অঙ্গদের রায়বার

পঞ্চদিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ।
পরস্পর কেহ কারে নাহি করে দ্বেষ॥
শ্রীরাম বলেন তত্ত্ব জান বিভীষণ।
কি কারণ নাহি রণ করে দশানন॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, কর অবগতি।
উভয় সৈন্যের শব্দে স্তব্ধ লঙ্কাপতি॥
তেঁই বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হানা।
নিশ্চয় জানিতে দূত যাক একজনা॥
বিভীষণসহ রাম যুক্তি করি সার।
হনূমানে ডাকিয়া কহেন সমাচার॥
এস বাছা হনুমান পবননন্দন।
লঙ্কাতে জানিয়া এস কি করে রাবণ॥
সভামধ্যে উঠিয়া বলিছে জাম্বুবান।
একবার গিয়াছিল বীর হনূমান॥
যেই যাইবেক হনূ লঙ্কার ভিতর।
হনূমানে দেখিয়া কুপিবে লঙ্কেশ্বর॥
মনেতে করিবে এই আসে বারেবার।
ইহা বিনা রামসৈন্যে বীর নাহি আর॥
দক্ষিণদ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
তাহারে আনিতে দূত যাক একজনা॥
হনূমান হইতে অঙ্গদবীর বড়।
তাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়বড়॥
রামের আজ্ঞায় চলে সুষেণ সত্বর।
মাথা নোয়াইয়া কহে অঙ্গদগোচর॥
বলি শুন তোমাকে অঙ্গদ যুবরাজ।
রামের আজ্ঞায় চল বানরসমাজ॥
অঙ্গদ বলেন আমি যাব কি একাকী।
কিবা থানাসহ যাব বল তুমি দেখি॥
থানা ভাঙ্গিবারে নাহি কোন প্রয়োজন।
একা গিয়া কর তুমি রামসম্ভাষণ॥

দূতবাক্যে চলিল অঙ্গদ যুবরাজ।
আসিয়া মিলিল বীর রামের সমাজ॥
রামেরে প্রণাম করি কহে করপুটে।
আজ্ঞা কর, মহারাজ, এসেছি নিকটে॥
শ্রীরাম বলেন শুন হে অঙ্গদ বলী।
রাবণরাজারে কিছু দিয়া এস গালি॥
অঙ্গদ বলেন, প্রভু, যুক্তি নাহি হয়।
বালিপুত্র আমি হই কি মোরে প্রত্যয়॥
শ্রীরাম বলেন সত্যহেতু বালি বধি।
তোমাতে প্রত্যয় মম আছে তদবধি॥
অঙ্গদ বলেন, প্রভু, এবা কোন্ কথা।
নখে ছিঁড়ি আনিব তাহার দশমাথা॥
বালির বিক্রম তুমি জান ভালে ভালে।
বিক্রম জানিবা মম সংগ্রামের কালে॥
পশিব রাক্ষসমধ্যে করিব উঠান।
রাবণেরে গালি দিয়া আসিব এখনি॥
সুগ্রীব বলেন, বাছা, প্রাণের দোসর।
বিক্রমে বিশাল তুমি বাপেরসোসর॥
এতকাল পালিলাম তোমা রাজভোগে।
দেখাও বাহুর বল শ্রীরামের আগে॥
লঙ্কামধ্যে গিয়া তুমি বুঝাও রাবণে।
আসিয়া শরণ লউক রামের চরণে॥
নতুবা সবংশে তারে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
খণ্ড খণ্ড করিবেন রাখে কোন্ জন॥
অঙ্গদ করিল যাত্রা হয়ে হৃষ্টমন।
হেনকালে উঠিয়া বলিছে বিভীষণ॥
কহিও আমার বাক্য ভাই লঙ্কেশ্বরে।
নিজ দুরাচার কর্ম্ম যেন মনে করে॥
সভামধ্যে বলিলাম হিত যে বচন।
তেকারণে হইলাম লাথির ভাজন॥
মূঢ় বিভীষণ নাহি বুঝে কোন কাজ।
ভাল মন্ত্রী লয়ে তিনি হৌন মহারাজ॥
বংশে রহিলাম মাত্র করিতে তর্পণ।
কহিও এসব কথা বালির নন্দন॥
বার বার বন্দিয়া সে রামের চরণ।
রাবণে ভৎসিতে যায় বালির নন্দন॥
সুগ্রীবরাজারে বন্দে বাপের সোসর।
আর যত বন্দিলেক প্রধান বানর॥
করিছে মঙ্গলধ্বনি সর্ব্ব কপিগণ।
আনন্দে দেখেন চেয়ে শ্রীরামলক্ষ্মণ॥

যায় অন্তরীক্ষেতে অঙ্গদ ডাকাবুকা।
বায়ুভরে উড়ে যেন জ্বলন্ত উলকা॥
লঙ্কাপুরী গেল বীর ত্বরিতগমন।
পাত্রমিত্র লয়ে যথা বসেছে রাবণ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মহোদর মহোল্লাস দুর্জ্জয়শরীর॥
হস্তিপৃষ্ঠে প্রণাম জানায় অকম্পন।
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিয়া সে ধূম্রলোচন॥
রথ সাজাইল দিয়া মণিমুক্তাহীরা।
আসিয়া প্রণাম করে কুমার ত্রিশিরা॥
আইল নিশাট শঠ যেন যমদূত।
অজয়বিজয়-আদি যুদ্ধে মজবুত॥
কুম্ভকর্ণসুত কুম্ভনিকুম্ভ দুজন।
আর বজ্রদন্ত মাথা নোয়ায় তখন॥
আইল খরের পুত্র সত্বরে সভায়।
তপন স্বপন আর বীর মহাকায়॥
যার ভয়ে ত্রিভুবন হয় যে কম্পিত।
পিতারে প্রণাম করে বীর ইন্দ্রজিৎ॥
আইল সামন্ত সৈন্য বীর নানাবর্ণ।
সবেমাত্র না আইল বীর কুম্ভকর্ণ॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ আপনার মনে।
লঙ্কাতে অনর্থ এত কিছুই না জানে॥
সভামধ্যে বলিছে রাবণ সবাকারে।
কপিনর আসিয়াছে আমা মারিবারে॥
শিশু রাম শিশু কপি না জানে আমায়
তেঁই সে আমার সনে যুঝিবাবে চায়॥
বাটা ভরি গুয়া দিব আড়নে আড়ন।
যেই জন মারিবেক শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
এতেক বলিল যদি বীর লঙ্কাপতি।
বীরদাপ করি উঠে সব সেনাপতি॥
নর ও বানর আসে তারে ভয় কিসে।
আপনা আপনি নিধি গৃহেতে প্রবেশে॥
বানর খাইতে সাধ ছিল বহুকালে।
হেন ভক্ষ্য মিলিল অনেক পুণ্যফলে॥
আজি যদি কুম্ভকর্ণ উঠেন জাগিয়া।
খাইবেন লক্ষ লক্ষ বানর ধরিয়া॥
ইন্দ্রজিৎ আছে এক মহাধনুর্দ্ধর।
তার বাণে শত শত মরিবে বানর॥
আগে গিয়া বাঁদরের গলে দিব ফাঁস।
খাইব ঘাড়ের রক্ত কামড়ে খাব মাস॥

মনুষ্য দুটার মাংস বড়ই সুস্বাদ।
সবাকার ঘুচাব মাংসের অবসাদ॥
জাঠি ও ঝকড়া শেল মুষল মুদগর।
হাতে করি দর্প করে যত নিশাচর॥
রাজার সম্মুখে কহে যত সেনাপতি।
আমরা থাকিতে তব কিসের দুর্গতি॥
সীতা লয়ে ক্রীড়া কর আনন্দিতমনে।
আমরা বান্ধিয়া দিব শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
ত্রিভুবন সহায় করি যদি রাম আনে।
সীতা নিতে নারিবে আমরা বিদ্যমানে॥
বানরে করো না ভয় তারা বন্যপশু।
মুহূর্ত্তে মেরে দিব ঘরপোড়া না আসু॥
সে বেটা প্রধান তার কটকের সার।
সে থাকিতে, মহারাজ, রক্ষা নাহি আর॥
লঙ্কা দগ্ধ করে গেল রাত্রে এসে পড়ে।
সেই ভয় করি পুনঃ আসে কি বাহুড়ে॥
সেই আসি দেখিল অশোকবনে সীতা।
সেই করালে রামেরে সুগ্রীবের মিতা॥
সেই ভুলালে বিভীষণে নানা কথা কয়ে।
সেই সাগর বেঁধেছে গাছপাথর বয়ে॥
যত দেখ, মহারাজ, সব চক্র তারি।
সে থাকিতে রাখিতে নারিবে রামনারী॥
রাবণ বলে একথা মোর মনে মিলে।
জন্মে না দুঃখ পাই ঘরপোড়া যা দিলে॥
রামলক্ষ্মণ থাকুক কপি যত আর।
সবার আগে তোরা ঘরপোড়াকে মার॥
করিছে এই যুক্তি রাবণরাজা বসে।
হেনকালে অঙ্গদবীব উত্তরিল এসে॥
প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গতি।
পূর্ব্বাচল হৈতে যেন এল দিনপতি॥
আকাশে দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মস্তক ঠেকেছে তার গগনমণ্ডলে॥
রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা॥
বড় বড় বীর ছিল রাজার রক্ষক।
তক্ষক দেখিয়া যেন পলায় মূষক॥
দুয়ারে দুয়ারী ছিল উঠে দিল রড়।
লাথি মেরে দ্বার ভাঙ্গি প্রবেশিল গড়॥
যেখানে রাবণরাজা বসেছে দেয়ানে।
লম্ফ দিয়া বীর গিয়া বৈসে মধ্যখানে॥
বসেছে রাবণরাজা উচ্চ সিংহাসনে।
তাহা দেখি অঙ্গদের বড় দুঃখ মনে॥
কুণ্ডলী করিয়া লেজ বসিল সভাতে।
পুরন্দরবীর যেন দিল ঐরাবতে॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন অঙ্গদের দেহ।
রাক্ষসেরা বলে বাপ এটা এলো কেহ॥
বড় বড় বীর ছিল রাবণের কাছে।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে চুপ করে আছে॥
অঙ্গদে দেখি রাবণ ছলে মায়া পাতে।
শত শত রাবণ হয়ে বসিল সভাতে॥
যে দিকে অঙ্গদ চাহে সে দিকে রাবণ।
দশমুণ্ড কুড়িবাহু বিংশতি লোচন॥
সবাই রাবণ ভেদ নাই এক জনে।
অঙ্গদ কবে কথা কোন্ রাবণ সনে॥
সবেমাত্র ইন্দ্রজিৎ ছিল নিজ সাজে।
পুত্র সে পিতার মূর্ত্তি ধরে কোন্ লাজে॥
নিকুম্ভিলাযজ্ঞ করে রাবণের বেটা।
কপালে দেখিল তার যজ্ঞশেষফোঁটা॥
অঙ্গদ বুঝিল এই বেটা মেঘনাদ।
আকার ইঙ্গিতে তারে পুছিল সংবাদ॥
অঙ্গদ বলে সত্য করে কও রে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসি আছে সব কি তোর পিতা॥
তারি জন্য এত তেজ গুরুলঘু না মানিস।
তোর বাপের এত তেজ ইন্দ্রে বেঁধে আনিস॥
ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য রে তোর মাকে।
এক যুবতী এত পতি ভাব কেমনে রাখে॥
কোন্ বাপ তোর দিগ্বিজয় কৈল তিনলোকে।
কোন্ বাপ তোর কোথা গেল বল দেখি মোকে
কোন্ বাপ সে চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে।
কোন্ বাপ বাঁধা ছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে॥
কোন্ বাপ যম জিনিতে গিয়াছিল দক্ষিণ।
কোন্ বাপ মান্ধাতার বাণে দাঁতে কৈল তৃণ॥
কোন্ বাপ ধনুক ভাঙ্গতে গেছিল মিথিলা।
কোন্ বাপ তোর কৈলাস তুলিতে গিয়াছিলা॥
কোন্ বাপ সে পরের বধূ হরে হয়ে মত্ত।
তোর কোন্ বাপের ভগ্নী হরিল মধুদৈত্য॥
কোন্ বাপ তোর জব্দ হৈল জামদগ্ন্যতেজে।
মোর বাপ তোর কোন্ বাপে বেঁধেছিল লেজে॥
একে একে কৈলাম তোর সব বাপের কথা।
সবারে কাজ নেই তোর যোগ্য বাপটি কোথা॥

সূর্পণখা রাণ্ডী যারে করাইল দীক্ষা।
দণ্ডককাননে যে মাগিয়া খায় ভিক্ষা॥
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে রক্তবস্ত্র পরে।
ডম্বুর বাজায়ে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে॥
সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মুখে মাখে ছাই।
তোর সেই যোগী বাপটিরে আজ চাই॥
সহিতে না পারে রাবণ অঙ্গদের কথা।
লজ্জা পাইয়া রাবণ হেঁট কৈল মাথা॥
দুঃখিত হৈয়া রাবণ করে মায়াভঙ্গ।
দুইজনে লেগে গেল বাক্যের তরঙ্গ॥
রাবণ বলে শোন্ বানরা তোরে বলি।
কোথা হতে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি॥
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার ঘরে।
বনের বানর কেন রাক্ষসের ঘরে॥
কি নাম কাহার বেটা কোন্ দেশে বাস।
ভয় কি রে না মারিব বল সত্য ভাষ॥
অঙ্গদ বলে ভাবিস তোর ভয়ে কাঁপি।
ওই মুখে ধর্ম্মকথা মর্ বেটা পাপী॥
তুই কোন্ ঠাকুরের পো তোরে ভয় কি।
আমি কে তা জানিস না রে পরিচয় দি॥
বালি ও সুগ্রীব দুই বীর-অবতার।
যাহাকে জিনিতে গেলি কিষ্কিন্ধ্যার পার॥
পড়ে কি না পড়ে মনে হৈল অনেক দিন।
হস্ত বুলায়ে দেখ গলে লেজের চিন॥
সে বালির সুত আমি সুগ্রীবের চর।
অঙ্গদ নাম ধরি যে রামের কিঙ্কর॥
রাম কে জানিস না আনিলি সীতা হরে।
এখন দেখি লঙ্কাপুরী রাখ কি প্রকারে॥
এই তোর লঙ্কাপুরী রাম বেড়ে এসে।
বের না রাবণা কেন ঘরে রৈলি বসে॥
অরুণবরুণ নয় রামের সঙ্গে বাদ।
বংশে কেহ থাকিবে সে না করিস সাধ॥
রাবণ বলে কি বল্লি রে লঙ্কাপুরে এসে।
বুঝি বা রামের ডরে রৈতে নারি দেশে॥
ভাবিয়াছে কি গুহক চণ্ডালের মিতা।
বনের বানর দিয়া উদ্ধারিবে সীতা॥
রামের যোগ্যতা যত দেখিবারে পাই।
নৈলে কেন তারে দূর করে দেয় ভাই॥
নারী সঙ্গে লইয়া সে বনে কেন আসে।
ভাইকে মেরে রাজ্য লয় না কেন দেশে॥

রাম যা পারে করুক না তোর সনে কি।
সূর্পণখার নাক কাটে বৃথা আমি জী॥
এনেছি সীতা হরে বলগে তার তরে।
করুক রামতপস্বী যত কিছু পারে॥
সুমেরু পর্ব্বত যদি মক্ষিকায় নাড়ে।
সতী যে রমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে॥
গরুড়ের ধন যদি হরে লয় কাকে।
খলের শরীরে পাপ যদ্যপি না থাকে॥
খদ্যোত-উদয়ে যদি হয় চন্দ্রপাত।
সীতারে নারিবে নিতে কভু রঘুনাথ॥
বল গিয়া বানরা রে তোর রঘুনাথে।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিক আপনার হাতে॥
যেখানে পর্ব্বত ছিল সেখানে তা থোবে।
উপাড়িল যত বৃক্ষ পুনর্ব্বার রোবে॥
বিভীষণ এসে মোর পায়ে ধরুক কেঁদে।
ঘরপোড়াকে এনে দিবি হাতে গলে বেঁধে॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর নিশাভাগে।
দুয়ারে প্রহরী মোর কেহ নাহি জাগে॥
লঙ্কাদগ্ধ করে গেছে রাত্রে এসে পড়ে।
তার শাস্তি করে লব তবে দিব ছেড়ে॥
ধনুর্ব্বাণ ফেলে রাম খত দিক নাকে।
সর্ব্বদোষ ক্ষমা করে কৃপা করি তাকে॥
অঙ্গদ বলে, রাবণ, মোরা তাই চাই।
কচকচিতে কাজ কি দেশে ফিরে যাই॥
রামকে বলিব ইহা না করিলে নয়।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারিছয়॥
যা বলিলে তা করিতে মুস্কিল কি আছে।
যেখানে পর্ব্বত ছিল থোব তার কাছে॥
বিভীষণে বেঁধে এনে দিব তোর কাছে।
বুঝে পড়ে শাস্তি করো মনে যত আছে॥
নির্ম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া।
সূর্পণখার নাককাণ কিসে যাবে যোড়া॥
ঘরপোড়াকে আনিতে বল্লি বটে হয়।
তারে যে দূর করেছে খুড়া মহাশয়॥
অঙ্গদের কথায় রাবণরাজা হাসে।
ঘরপোড়াকে দূর করে তার কোন্ দোষে॥
অঙ্গদ বলে হনু যবে আসছিল হেথা।
বলেছিল খুড়া তারে গোটাচার কথা॥
যাও লঙ্কা হনুমান পবনকুমার।
পালন করিয়া কথা আসিহ আমার॥

কুম্ভকর্ণমাথাটা আনিবে নখে ছিঁড়ে।
সাগরের জলে লঙ্কা ফেলিবে উপাড়ে॥
অশোকবনসহ সীতা আন মাথায় করে।
বামহস্তে আন রাবণের জটে ধরে॥
পাঠান খুড়া তারে চারিকার্য্যের তরে।
তার মধ্যে এক কার্য্য কিছুই না করে॥
কোপেতে সুগ্রীবরাজা কাটিবারে যায়।
সকল বানর ধরে রেখেছি তাঁর পায়॥
অনাথের নাথ রাম গুণের সাগর।
সুগ্রীবেরে আজ্ঞা দিলা না মার বানর॥
না মারিল সুগ্রীব শুনিয়া রামের কথা।
দূর করে দিল তারে মুড়াইয়া মাথা॥
কোন্ দেশে পলায়েছে আছে কিবা নাই।
তার তত্ত্ব করি মোরা ফিরি ঠাঁই ঠাঁই॥
অঙ্গদের কথা শুনে রাক্ষসেরা চায়।
সে করেনি চারিকর্ম্ম এ বা করে যায়॥
অঙ্গদ বলে তারে এ সব কিছু নয়।
রঘুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয়॥
যে থাকে বাসনা তোর এই বেলা কর্।
রাজ-আভরণ লয়ে সর্ব্বাঙ্গেতে পর্॥
তুই যদি মরিস তবে ভোগ করিবে কে।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া সে ধন দরিদ্রকে দে॥
হস্তী হয় রথ আদি মহিষ গোধন।
নয়ন মুদিলে সব হবে অকারণ॥
স্বপ্নগত লোকে যেন নিধি পায় হাতে।
আঁখি কচালিয়া উঠে রজনীপ্রভাতে॥
এ সব সম্পদ তোর দেখি সেইমত।
চৈতন্য থাকিতে কর্ আপনার পথ॥
স্ত্রী সকলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর্ কথা।
কেবা যাবে তোর সনে হয়ে অনুমৃতা॥
আপনি কুঠার মারি আপনার পায়।
অহঙ্কার করে ডিঙ্গা ডোবে দরিয়ায়॥
বুদ্ধিমান্ হয়ে জ্ঞান হারালি অভাগা।
শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথা বাঁধি তাগা॥
বিভীষণকথা তুই না শুনিলি কাণে।
সুখে শয্যা কর্ গিয়া শ্রীরামের বাণে॥
সর্ব্বশাস্ত্র পড়ে বেটা হলি হতমূর্খ।
বল্লে কথা শুন নাক এই বড় দুঃখ॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রামরঘুমণি।
দুষ্টেরে করিতে নষ্ট জন্মিলা অবনী॥
মদমত্ত নিশাচর পাপিষ্ঠ রাবণ।
মজিবি সবংশে তোর উঠেছে লক্ষণ॥
রাম বিষ্ণু সীতা লক্ষ্মী না শুনিলি কাণে।
দশরথঘরে জন্ম দুষ্টের দমনে॥
মত্ত হয়ে ধর বেটা জানকীর কেশে।
সেই অপরাধে তুই মজিবি সবংশে॥
বিধাতা বৈমুখ তোরে শোন রে অভাগে।
আনিলি রামের সীতা মরিবার লেগে॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে পড়ে গেলি ফাঁদে।
বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদে॥
সূর্য্যবংশচূড়ামণি দশরথরাজা।
দেবতাগন্ধর্ব্ব আদি করে যাঁর পূজা॥
তাঁর ঘরে রঘুনাথ জন্মিলা আপনি।
এতদিনে নির্ব্বংশ হলি রে বৈশ্রবণি॥
অহঙ্কারে মজে গেলি বিষয়-আস্বাদে।
তক্ষকে দংশিল তোরে কি করে ঔষধে॥
যে রাম তাড়কা বধে পঞ্চবর্ষকালে।
হরের ধনুক যেবা ভাঙ্গে অবহেলে॥
তাঁহার বনিতা সীতা আন বেটা হরে।
কালকূট বিষ খেলি ডান হাতে করে॥
অহল্যা পাষাণী হয়ে ছিল দৈবদোষে।
মুক্ত হয়ে গেল রামচরণপরশে॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তৃণ করাইল দাঁতে।
তার দর্প চূর্ণ হল পরশুরামহাতে॥
পরশুরামের দর্প চূর্ণ রাম-ঠাঁই।
তাঁর সঙ্গে তোর দ্বন্দ্ব আর রক্ষা নাই॥
গেলি রে রাবণা তুই গেলি এতদিনে।
উপায় না দেখি তোর রামনাম বিনে॥
জীবনে বাসনা যদি গলবস্ত্র হয়ে।
কান্ধে দোলা করে সীতা বয়ে দিবি লয়ে॥
তবে যদি রঘুনাথ তোরে করে রোষ।
শ্রীচরণে ধরি মোরা মেগে লব দোষ॥
রাবণ বলে, বানরা, তোর মুখে ছাই।
মোর দুঃখে মর তুই ইহা ভাবি নাই॥
মোর তরে তোরা কেন ধরবি রামের পায়
যুদ্ধ করে মরি আমি তোর কিবা দায়॥
অঙ্গদ বলে বুঝাইলে মনে না লয়।
রঘুনাথহাতে তোর মরণ নিশ্চয়॥
উপদেশ কি বুঝবি শোন্ বেটা গরু।
তুই যে মোর বাপের কীর্ত্তিকল্পতরু॥

বেঁচে থাকতে তোরে সাধ করে কি বলি।
বলবে লোকে এটাকে বেঁধেছিল বালি ॥
ঘুষবে মোর বাপের কীর্ত্তি জগন্ময়।
তাই বলি দিনকত বাঁচলে ভাল হয় ॥
রাবণ বলে, বানরা, ধিক্ জীবনে তোর।
রাজার বেটা হলি মানুষের নফর ॥
পরশুরাম সে শুধতে পিতার ধার।
নিঃক্ষত্রিয়া কৈল ধরা তিন সাতবার ॥
পুত্র হয়ে তুই তার কোন্ কর্ম্ম কৈলি।
বাপকে মারিল যে গোলাম তার হৈলি ॥
অঙ্গদ বলে, রাবণা, পরে দিয়ে খোঁটা।
বারে বারে কস্ কথা মর্ পাজি বেটা ॥
তার আগে বড়াই কর্ যে না তোরে জানে।
দাঁতে কুটা করিলি পরশুরামস্থানে ॥
অঙ্গদকথা শুনি রাবণ উঠে জ্বলে।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢেলে ॥
রাবণ বলে বসে করিস কিরে দূত।
পলাবে বানর বেটা ধর্ তো মোর পুত ॥
অঙ্গদবীর বড় স্থির দর্প করে কয়।
আর কে ধরিবে আপনি আইস নয় ॥
কুপিল অঙ্গদ দশাননের বচনে।
কোপে গালি দেয় সে রাবণ তাহা শুনে ॥
অঙ্গদ বলিল মর্ পাগল রাবণ।
কিসের বড়াই তুই করিস এখন ॥
তার আগে দর্প কর্ যে জন না জানে।
তোর যত বিক্রম বিদিত মম স্থানে ॥
কার্ত্তবীর্য্য যখন সে ক্রীড়া করে জলে।
তার আগে গেলি তুই নর্ম্মদার কূলে ॥
এইমত বীরদর্প করিলি সেস্থলে।
লুকায়ে থুইল তোরে বামকক্ষতলে ॥
চক্ষে নীর বহে তোর মুখে ঘনশ্বাস।
তাঁর ঠাঁই প্রায় তুই হইলি বিনাশ ॥
আসিয়া পুলস্ত্যমুনি করি স্তবস্তুতি।
তোরে করিয়া মুক্ত দিলেন অব্যাহতি ॥
তাঁর ঠাঁই হয়েছিল সংশয় জীবন।
ভাগ্যে প্রাণরক্ষা তোর মুনির কারণ ॥
আরবার গিয়াছিলি পিতার নিকট।
শঠতা করিলি বহু তুই বেটা শঠ ॥
সন্ধ্যাহেতু মম পিতা না করেন রণ।
যত অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরিষণ ॥
সন্ধ্যা সাঙ্গ কার পিতা তোরে বান্ধি লেজে।
ডুবাইল তোরে চারিসাগরের মাঝে ॥
লেজে বান্ধি ডুবাইল জলের ভিতর।
জল খেয়ে রাবণা রে হইলি ফাঁফর ॥
আমার পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ।
জলমধ্যে রাখি তোরে উঠিল আকাশ ॥
স্বীকার করিলি তুই নিজ পরাজয়।
তবে সে পিতার ঠাঁই পাইলি বিদায় ॥
লেজের বন্ধন তোর কিষ্কিন্ধ্যায় ঘোষে।
বন্দিয়া পিতাকে মোর আইলি তরাসে ॥
বহুদিন গিয়াছে না জানে কোন জন।
বুঝিনু বড়াই তোর এই সে কারণ ॥
সেই সব কাল গেল হাস্যপরিহাসে।
এখন সময় এলো ধনপ্রাণনাশে ॥
সিংহপ্রতি শৃগালের নাহি ভারিভুরি।
রামে ঘাঁটাইয়া যে মজালি লঙ্কাপুরী ॥
কুপিল রাবণরাজা অঙ্গদের বোলে।
কুড়িচক্ষু রক্ত করি অগ্নি হেন জ্বলে ॥
দূতেরে কাটিতে নাই-রাজব্যবহার।
তেকারণে সহি আমি তোর অহঙ্কার ॥
জিনিলাম দেব দৈত্য যক্ষ বিদ্যাধর।
অনরণ্য মান্ধাতা প্রভৃতি নরেশ্বর ॥
বালি-অর্জ্জুনের সনে তুল্য গেল রণে।
কি করিতে পারে রাম মনুষ্যপরাণে ॥
অঙ্গদ বলিছে মর্ পাগলা রাবণ।
ভাগ্যে তোরে বর্জ্জিল রাক্ষস বিভীষণ ॥
রামের বাণের সনে নাহি তোর দেখা।
কাটা নাককাণ দেখ ঘরে সূর্পণখা ॥
ঘরে আছে ভগিনী সে তোর নহে ভিন্ন।
বিদ্যমান দেখহ রামের বাণচিহ্ন ॥
রামের বাণের সনে হইলে দর্শন।
একবাণে সবংশেতে মরিবি রাবণ ॥
যত বাণ ধরেন শ্রীরামগুণধাম।
অবোধ রাবণ শুন সে সবার নাম ॥
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বাণ মহাবল।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কালান্ত অনল ॥
উল্কামুখ বরুণ বিদ্যুৎ খরশান।
গ্রহপতি নক্ষত্র গগন রুদ্রবাণ ॥
সূচীমুখ শিলীমুখ ঘোরদরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন ॥

কালদন্ত ঐষীক দেখহ কর্ণিকার।
চন্দ্রমুখ অশ্বমুখ দেখ সপ্তসার॥
বিকট সঙ্কট বাণ সপ্ত ধারাধার।
অর্দ্ধচন্দ্র খুরপা আশুগ ক্ষুরধার॥
পশু পক্ষী অগ্নি আর অগ্নিমুখবাণ।
কুবেরাস্ত্র রাজহংস বাণ বর্দ্ধমান॥
যমক দুর্জ্জয় বাণ ভঙ্গ যে বিভঙ্গ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ বায়ব্য আতঙ্গ॥
বজ্রবাণ গরুড় ময়ূর সুসন্ধান।
কাকমুখ ভেকমুখ কপোতকবাণ॥
বিষ্ণুচক্র ষট্‌চক্র বাণ হুতাশন।
সন্তাপন বিলাপন সংগ্রামে শমন॥
গজাঙ্ক সন্ধান বাণ চারিদিকে আঁটা।
সিংহ শার্দ্দূল তার চারিদিকে কাঁটা॥
এত বাণ রঘুনাথ করেন সন্ধান।
যাঁর একবাণে বালি ত্যজিলেক প্রাণ॥
যে বালির নিকটেতে তোর পরাজয়।
সে বালিকে মারিলেন রাম মহাশয়॥
বাল্যক্রীড়া যাঁহার শিবের ধনুর্ভঙ্গ।
কি সাহসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ॥
ভেদিলেন সপ্ততাল রাম একশরে।
তাঁর তুল্য বীর কি আছয়ে চরাচরে॥
কি হেতু দেখিস রে পাকল করি আঁখি।
মাকড়ের ডিম্ব হেন তোর লঙ্কা দেখি॥
তোর কাছে আছি তোরে নাহি করি শঙ্কা।
উপাড়িয়া লৈতে পারি স্বর্ণপুরীলঙ্কা॥
হের এই মুণ্ড মোর সুমেরুর চূড়া।
হের এই পদ মোর কৈলাসের গোড়া॥
হের এই হস্ত মোর বজ্রের সমান।
একই চাপড়ে তোর লইব পরাণ॥
অপমানে রাবণ করিল হেঁটমাথা।
পাত্রমিত্রসহিত না কহে কোন কথা॥
রাবণ অঙ্গদে বলে গঞ্জিলি বিস্তর।
একবার্ত্তা জিজ্ঞাসি রে অবগতি কর্॥
যে বানর পোড়াইল মোর লঙ্কাপুরী।
অক্ষয়কুমারে যে মারিল বলে ধরি॥
ভাঙ্গিল অশোকবন অতি সুশোভন।
তার মত বীর আছে কহ কত জন॥
অঙ্গদ বলে তারে ভৎর্সিয়া বচনে।
তোর বলবিক্রম বুঝিনু এতদিনে॥
সেবকের সনে যদি পাইলি পরাজয়।
কেমনে রাখিবি লঙ্কা কহ রে নিশ্চয়॥
তার ছোট বীর নাই বানরকটকে।
নির্ব্বল বলিয়া তারে কেহ নাহি ডাকে॥
সে মরিলে দুঃখশোক নাহিক বানরে।
তেঁই পাঠাইয়াছিনু লঙ্কার ভিতরে॥
বীরমধ্যে তাহে নাহি গণে কোন জন।
ঘরের সেবক বেটা পবননন্দন॥
হনুমানে বান্ধিয়া বেড়েছে অহঙ্কার।
পড়িলি আমার হাতে যাবি যমদ্বার॥
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি।
দশমাথা ভাঙ্গিব মারিয়া লেজের বাড়ি॥
তোর সর্ব্বনাশহেতু উৎপত্তি সীতার।
নির্ব্বংশ করিতে তোরে রাম অবতার॥
কোথায় বৈসেন রাম অযোধ্যানগরী।
কোথা আইলেন তিনি এই লঙ্কাপুরী॥
এত দূরে আসি রাম বান্ধিল সাগর।
সে রামের সনে দুষ্ট তোর মনান্তর॥
দেবতা জিনিয়া তোর বাড়িয়াছে আশ।
এক সীতা জন্যে তোর হবে সর্ব্বনাশ॥
বংশে কেহ না রহিবে না করিহ সাধ।
আপনা আপনি তুই পাড়িলি প্রমাদ॥
খাটে পাটে শুয়ে থাক্ দিন দুইচারি।
হাস্যপরিহাস কর্ লয়ে স্বীয় নারী॥
পরিবারগণে দেখ্ দিনে দুইবার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ দেখ্ ঘরদ্বার॥
স্বর্ণপুরী লঙ্কা দেখ্ কনকনির্ম্মাণ।
অঙ্গদ বিক্রম যত কৃত্তিবাস গান॥



রাবণের প্রতি অঙ্গদের তিরস্কার

তুই অতি দুরাচারী হরিলি পরের নারী
পরলোকে নাহি তোর ভয়।
দশরথ মহারাজা দেবলোকে করে পূজা
শ্রীরাম যে তাঁহার তনয়॥
যাঁহার দুর্জ্জয় বাণ ভয়ে বিশ্ব কম্পমান
হেন রাম লঙ্কার ভিতর।
দেবরাজ করে পূজা হেলে মারে বালিরাজা
তাঁর সনে তোর মনান্তর॥

সুগ্রীবের বল যত তাহা বা কহিব কত
সে সকল হইবি বিদিত।
তোরে এক লাথি মারি কাঁপাইব লঙ্কাপুরী
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিৎ॥
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমার বচন ধর
আইলাম দিতে সমাচার।
শ্রীরাম সাগর পার নাহিক নিস্তার আর
নিকটে যে তোর যমদ্বার॥
রাজা হয়ে পরদার হরিলি রে দুরাচার
বোধমাত্র নাহি তোর ঘটে।
কেবল ব্রহ্মার বরে জিনিলি রে পুরন্দরে
রামনামে তোর বল টুটে॥
রাখ রে আপন প্রাণ কর সীতাপ্রতিদান
ভজ গিয়া রামের চরণ।
ঘাটি মান্ তাঁর ঠাঁই ইহা ভিন্ন গতি নাই
তবে তোর রহিবে জীবন॥
তোর জাতি নিশাচর না চিনিস আত্মপর
তোর ভাই রামে কৈল মিত।
শ্রীরামের অঙ্গীকার করিবেন এইবার
বিভীষণে লঙ্কায় পূজিত॥
শুনিয়া অঙ্গদবাণী সবে করে কানাকানি
এ লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
কোপে উঠে লঙ্কেশ্বর বলে রাজা ধর্ ধর্
দেখি অঙ্গদের অহঙ্কার॥
দেখি সব সেনাপতি মনে যুক্তি করে ইতি
আমাদের রক্ষা নাহি আর।
রামপদ করি আশ সরস্বতী-পরকাশ
কৃত্তিবাস নাচাড়ি সুসার॥



রাবণের মুকুটসহ অঙ্গদের শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে গমন

অঙ্গদেরে রাবণ দেখায় যত ডর।
রুষিয়া অঙ্গদবীর করিছে উত্তর॥
আর কপি নহি আমি বালির তনয়।
তোর ক্রোধে, রাবণা, আমার কিবা ভয়॥
রাবণ বড়াই না করিস মোর সঙ্গে।
আমি তোরে মারিলে রামের সত্য ভাঙ্গে॥
রামসুগ্রীবের যুক্তি আমি ভাল জানি।
তোরে আর কুম্ভকর্ণে বধিবেন তিনি॥
ইন্দ্রজিতে অতিকায়ে বধিবে লক্ষ্মণ।
আর যত রাক্ষসে বধিবে কপিগণ॥
কোন্ বেটা বধিবে আসুক ত্বরা করি।
এক চড়ে তাহারে পাঠাব যমপুরী॥
ক্রোধাকুল চারিদিকে চাহে দশানন।
অঙ্গদের হাতেপায়ে ধরে চারিজন॥
চারিনিশাচর করে অঙ্গদে প্রহার।
অঙ্গদের দৃঢ় অঙ্গ কি করিবে তার॥
অঙ্গদ সে চারিজনে ধরিল সাপুটে।
একলাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে॥
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
সে চারিরাক্ষসে মারি ভাঙ্গিল প্রাচীর।
অঙ্গদবীরের ডরে কেহ নহে স্থির॥
প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির কুমার।
কোন্ দ্রব্য লয়ে যাব রামের গোচর॥
হনুমান এসেছিল লঙ্কার ভিতর।
দিলেক সীতার মণি রামের গোচর॥
মণি পেয়ে রঘুমণি আনন্দিত অতি।
তদবধি মহাতুষ্ট হনুমানপ্রতি॥
এই স্থির করিলেক অঙ্গদ অন্তরে।
রতনমুকুট আছে রাবণের শিরে॥
এ মুকুট লয়ে যাব রামসম্ভাষণে।
প্রসন্ন হবেন রাম ইহা দরশনে॥
প্রাচীরে বসিয়া ছিল বালির কোঙর।
একলাফ দিয়া পড়ে রাবণ উপর॥
সিংহাসনে বসিয়া রাবণ তারে ধরে।
জড়াজড়ি করি পড়ে ভূমির উপরে॥
ধরা টলমল করে উভয়ের ভরে।
ইন্দ্রগরুড়ের যুদ্ধ গগন উপরে॥
দুই সিংহ যুঝে যেন করি সিংহনাদ।
দুইজনে মল্লযুদ্ধ হইল প্রমাদ॥
রাবণেরে আছাড়িয়া বালির নন্দন।
মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন॥
অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাঁপে ডরে।
অধোমুখে উঠিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়ে॥
রাবণের কাছে আছে সব সেনাপতি।
এত বীর থাকিতে তাহার এ দুর্গতি॥
রাবণ বলিছে সবে আছ কোন্ কাজে।
বানরে মুকুট লয় সবাকার মাঝে॥

বীরগণ বলে শুন লঙ্কা-অধিকারী।
আপনি হারিলে মোরা কি করিতে পারি॥
তব সনে যুদ্ধ করে বালির নন্দন।
মোরা ভাবি পাছে লয় সবার জীবন॥
চারিবীর ধরেছিল তারে সাবধানে।
আছাড়িয়া অঙ্গদ মারিল সবে প্রাণে॥
পাত্রমিত্রসহিত চিন্তিত দশানন।
পুরী কাঁপাইয়া গেল বালির নন্দন॥
একলাফে পড়ে গিয়া বানরভিতর।
শ্রীরামে ভেটিল যথা সুগ্রীব বানর॥
শত্রুর মুকুট দিল রামবিদ্যমান।
দেখিয়া বানর সব করিছে বাখান॥
মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্যবদন।
তুষ্ট হয়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন॥
চারিদ্বারে শুনি বানরের হুলাহুলি।
অঙ্গদেরে পুষ্প দেয় অঞ্জলি অঞ্জলি॥
শ্রীরাম বলেন বীর কহ ত কুশল।
কি মতে ভেটিলে গিয়া সেই মহাবল॥
রঘুপতি অনুমতি করিল তৎপর।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা যথা পূর্ব্বাপর॥



অঙ্গদকর্তৃক রাবণের ঐশ্বর্য্যবর্ণনা ও অপমানজ্ঞাপন

শ্রীরামে নোয়ায়ে মাথা অঙ্গদ কহিছে কথা
হরষিত সকল বানর।
রঘুমণি হরষিত সুগ্রীব সে আনন্দিত
লক্ষ্মণের হর্ষ বহুতর॥
তোমার আরতি পেয়ে লঙ্কায় গেলাম ধেয়ে
প্রবেশিনু গড়েব ভিতর।
সুবর্ণের আওয়াস যেন চন্দ্রপরকাশ
তথি শোভে প্রবাল পাথর॥
বিশ্বকর্ম্মাকৃত ঘর দেখি অতি মনোহর
চারিভিতে কাঞ্চনদেয়াল।
শ্বেত রক্ত নীল পীত প্রস্তরেতে সুশোভিত
তাহে শোভে রতন মিশাল॥
গেলাম রাজার ঘর দেখি সৈন্য বহুতর
খাণ্ডা জাঠি বিচিত্র নির্ম্মাণ।
সোণার পাটের পড়া নানাবর্ণ দেখি ঘোড়া
হস্তী সব পর্ব্বতপ্রমাণ॥
দেখিলাম সরোবরে হংস হংসী কেলি করে
ঘাট সব বিচিত্রনির্ম্মাণ।
কমলকুমুদোপরে কেলি করে মধুকরে
রূপসী রাক্ষসী করে স্নান॥
দেখিলাম নারীগণ রূপে মোহে ত্রিভুবন
দুই কর্ণে রত্নের কুণ্ডল।
পারিজাতমালা হারে শোভে নানা অলঙ্কারে
যেন চন্দ্র গগনমণ্ডল॥
বীণাবাঁশী বাজে তায় কেহ বা সঙ্গীত গায়
গান করে মোহিত সংসার।
নানা আভরণ পরি যেন স্বর্গবিদ্যাধরী
রূপে যেন দেব-অবতাব॥
দেখিলাম পুষ্পবন ময়ূরময়ূরীগণ
খেলা করে মুগ্ধ প্রীতিরসে।
প্রতি গাছে পিকধ্বনি বড়ই মধুর শুনি
ভ্রমরভ্রমরী রসে ভাসে॥
গেলাম রাজার পাশ চতুর্দ্দিকে মহোল্লাস
রাবণেরে ভৎর্সিনু বিস্তর।
যতেক বলিলে তুমি দ্বিগুণ শুনাই আমি
কোপে জ্বলে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
আজ্ঞা দিল লঙ্কেশ্বর ধরে চারিনিশাচর
লাফ দিনু প্রাচীর উপর।
চারিজনে সংহারিয়া রাবণেবে গালি দিয়া
শূন্যপথে আইনু সত্বর॥
শুনিয়া অঙ্গদবাণী হরষিত রঘুমণি
অঙ্গদেরে দিলেন প্রসাদ।
সরস্বতীপরকাশ বিরচিল কৃত্তিবাস
বানরের জয় জয় নাদ॥
শ্রীরাম বলেন হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার পিতাকে মারি পাইলাম লাজ॥
সে সকল দুঃখ কিছু না করিহ মনে।
তোমাকে বাড়াব আমি অশেষসম্মানে॥
দক্ষিণের দ্বারে যাও আপনার থানা।
তব কোপে দশানন পাছে দেয় হানা॥
বিদায় হইয়া যায় দক্ষিণের দ্বার।
কৃত্তিবাস রচিল অঙ্গদরায়বার॥



ইন্দ্রজিতের প্রথম বার যুদ্ধে গমন এবং নাগপাশে শ্রীরামলক্ষ্মণের বন্ধন

অঙ্গদের ভর্ৎসনে ক্রোধিত দশমুখ।
অসম্মান লজ্জায় হইল অধোমুখ॥
বহু কোটি সেনাপতি তাহার প্রধান।
যুঝিবারে সবাকারে করে সম্বিধান॥
সপ্তস্বর্গ জিনিলাম সপ্ত যে পাতাল।
মম ভয়ে দেবগণ কাঁপে সদা কাল॥
ইন্দ্র যম সূর্য্য মম ভয়ে নাহি আঁটে।
এতদূরে আসিয়া বানর বেটা ঠাটে॥
ইন্দ্রজিৎ বলি তোমা সবার প্রধান।
রামলক্ষ্মণেরে মারি রাখহ সম্মান॥
হস্তীঘোড়াঠাট আদি লহ ত অপার।
আজিকার যুদ্ধে মার তার চারিদ্বার॥
সাবধান হয়ে বাপু কর গিয়া রণ।
আগে মার অঙ্গদেরে শেষে অন্য জন॥
বাপের দুলাল বেটা বীর মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ॥
সাজিল যে মেঘনাদ বাপের আরতি।
লেখাজোখা নাহি যত সাজে সেনাপতি॥
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গহন।
মনোমত রথখান করিল সাজন॥
কনকরচিত রথ বিচিত্রনির্ম্মাণ।
বায়ুবেগ অষ্টঘোড়া রথের যোগান॥
পার্ব্বতীয় ঘোড়ামুখে হীরার বিস্বকী।
ক্ষণে রথখান দেখি ক্ষণে হয় লুকি॥
স্বর্ণরৌপ্যে সাজে রথ করে ঝিকিমিকি।
অষ্টঅক্ষৌহিণী ঠাট যোদ্ধা যে ধানুকী॥
দশকোটি হাতী চলে বিশকোটি ঘোড়া।
পাঁচাশীকোটি চলে শেল আর ঝকড়া॥
নানা মত রথ লয়ে যোগায় সারথি।
নানাঅস্ত্র লয়ে চলে সব যোদ্ধাপতি॥
পিতাপ্রদক্ষিণ করি রথে গিয়া চড়ে।
বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে॥
কটকের পদভরে কম্পিতা মেদিনী।
কটকেতে বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী॥
সহস্র দগড় বাজে সহস্র কাহাল।
কোটি কোটি ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ বিশাল॥
ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে ত্রিশকোটি কাড়া।
কাংস্য করতাল বাজে তিনলক্ষ পড়া॥
ঘন ঘন বাজে তায় কত কোটি দামা।
দণ্ডী ও মহরী বাজে নাহি তার সীমা॥
সহস্র ভোরঙ্গ বাজে ডম্ফ কোটি কোটি।
দশলক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি॥
বহুলক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরশান।
কতকোটি বাজে সিন্ধু আর বিন্দুয়ান॥
বিরানব্বইকোটি বাজে ধূরী মহরী।
ত্রিশকোটি শানাই বাজে আর ঝাঁঝরী॥
খমক ঠমক বাজে পঞ্চাশহাজার।
বিশকোটি বাজে পাখোয়াজ ও রসার॥
নানা শব্দ করি বাজে পায়ের নূপুর।
মালসাট মারে কেহ শব্দ যায় দূর॥
বাজে স্বরমঙ্গল সাতাশলক্ষ কাঁসী।
মৃদুস্বরে বাজিছে আঠাশলক্ষ বাঁশী॥
বাদ্যশব্দে দেবতার মনে লাগে ত্রাস।
সহস্র সহস্র বাজে রুদ্রক পিনাশ॥
ডহর বিশাল ঢাক বাজে জয়ঢোল।
সকল পৃথিবী যুড়ে উঠে গণ্ডগোল॥
রাক্ষসকটকভরে পৃথিবীর কাঁপ।
হাতীঘোড়ারথ নড়ে হৈয়া একচাপ॥
কটকের ধূলায় পৃথিবী অন্ধকার।
প্রথমে চাপিল গিয়া পূর্ব্বকার দ্বার॥
একচাপে করে বীর বাণবরিষণ।
গাছ আর পাথর বরিষে কপিগণ॥
রাক্ষসবানরেতে হইল মিশামিশি।
কৌতুক দেখিছে দেবগণ তথা আসি॥
বাণ যুড়ে রাক্ষস ধনুকে দিয়া চড়া।
বানরের উপরে পড়িছে যোড়া যোড়া॥
বানর পাথর-গাছ করে বরিষণ।
কোটি কোটি রাক্ষস যে ত্যজিল জীবন॥
চাপড় মুকুটি মাত্র বানরের তাড়া।
মুকুটির ঘায়ে কারো মাথা হৈল গুঁড়া॥
বাঘের যেমন রূপ বানরের রঙ্গ।
মরণের ভয় নাহি রণে নাহি ভঙ্গ॥
উভয় কটকে যুঝে রক্তে হৈল রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা॥
ঘোড়া হাতী বীর আদি রক্তরসে ভাসে।
হরিষে বানরসৈন্য মনে মনে হাসে॥
তার তুল্য ঢেউ উঠে রক্ত কলকলি।
যুদ্ধের নাহিক সীমা অধিক কি বলি॥

কোন যুগে এইমত যুদ্ধ নাহি হয়।
জ্ঞান হয় অসময়ে প্রলয়-উদয়॥
পূর্ব্বদ্বারে সমর করিয়া যথোচিত।
চলিল দক্ষিণদ্বারে বীর ইন্দ্রজিৎ॥
অঙ্গদেরে দেখি তথা ইন্দ্রজিৎ হাসে।
গালাগালি দেয় তায় যত মনে আসে॥
মোর বাপে গালি দিয়া পলাইলি ডরে।
আয় তোর কোন্ বাপে আজি রক্ষা করে॥
যার শরে মরে তোর পিতা বালিরাজ।
ধিক্ তোরে অধম করিস তার কাজ॥
লঙ্কার রাক্ষস আজি খাবে তোর মাস।
মোর হাতে আজি তোর অবশ্য বিনাশ॥
দেশেতে জীয়ন্ত যাবি না করিস সাধ।
অন্য জন নহি আমি বীর মেঘনাদ॥
অঙ্গদ বলিছে রে গর্জ্জিস অকারণ।
পদাঘাতে তোর আজি লইব জীবন॥
মারিতে গেলাম তোরে লঙ্কার ভিতর।
সে কোপ পড়িল চারিরাক্ষস উপর॥
কিষ্কিন্ধ্যায় তোর বাপ সীতাদেবী হরে।
তার পাপে মোর বাপ মরে একশরে॥
তার পাপে পড়ে রণে ত্রিশিরা কবন্ধ।
তোর বাপের পাপে সাগরে সেতুবন্ধ॥
তোর বাপ নারীচোরা তোর রণচুরি।
আজি তোরে অবশ্য পাঠাব যমপুরী॥
চোরপুত্র চোর তুই চুরি তোর রণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন॥
এত শুনি ইন্দ্রজিৎ পূরিল সন্ধান।
কোটি কোটি বানরের লইল পরাণ॥
অঙ্গদে এড়িয়া সবে পলায় বানর।
রণমধ্যে অঙ্গদ রহিল একেশ্বর॥
মহাক্রোধে অঙ্গদ কাঁপিছে থরথর।
ইন্দ্রজিৎ উপরে ফেলে পাদপ-পাথর॥
কুপিয়া অঙ্গদবীর রথে মারে লাথি।
লাথিচোটে চূর্ণ হয় রথ ও সারথি॥
অঙ্গদবিক্রমে ইন্দ্রজিৎ কাঁপে ত্রাসে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশে॥
আকাশে থাকিয়া দেখে দু সৈন্যের রণ।
রাক্ষসবানরে যুদ্ধ নাহি নিবারণ॥
প্রচণ্ড রাক্ষস এল হয়ে আগুয়ান।
সম্পাতি বানরে মারে তিনশত বাণ॥
বাণ খেয়ে সম্পাতি যে হইল বিবর্ণ।
উপড়িয়া আনে বৃক্ষ নামে অশ্বকর্ণ॥
অশ্বকর্ণবৃক্ষ ধরে দিল তিন পাক।
বায়ুবেগে ঘুরে যেন কুমারের চাক॥
এড়িলেক গাছ গোটা করিয়া হুঙ্কার।
বৃক্ষাঘাতে প্রচণ্ড হইল চুরমার॥
সম্পাতি বানর বীর প্রচণ্ডে মারিয়া।
অসংখ্য রাক্ষস মরে লেজে জড়াইয়া॥
চারিবীরে লেজে বান্ধি মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
তপন নামে রাক্ষস আসে গজস্কন্ধে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ নীলবীরে বিন্ধে॥
বাণ খাইয়া নীলবীর উঠি দিল রড়।
চড়িয়া হাতীর স্কন্ধে তারে মারে চড়॥
চড়চাপড়েতে গেল দুই আঁখি উড়ে।
সংগ্রামের মাঝেতে তপন গেল পড়ে॥
রথে চড়ি এল বীর বিদ্যুন্মালী নাম।
বানরের সঙ্গে করে দুর্জ্জয় সংগ্রাম॥
হেনকালে হনুমানে দেখিল সম্মুখে।
তিনশত বাণ মারে হনুমানবুকে॥
বাণ খেয়ে হনুমান ভীত নহে চিতে।
লাফ দিয়া উঠিল বিদ্যুন্মালীর রথে॥
রথেতে উঠিয়া তার ধরিলেক চুলে।
টানাটানি করে তার মাথা ছিঁড়ি ফেলে॥
রণেতে প্রবেশ করে সুবর্ণ রাক্ষস।
একবারে মদ খায় সাতাশ কলস॥
সোণার উপর তার সোণার বাহার।
বানরকটকে আসি ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
খাঁড়া ধরে কখনো কখনো ধনুর্ব্বাণ।
বানরকটকে কেটে কৈল খান খান॥
ঘোর অন্ধকার হৈল সেই রণস্থলে।
বানরকটক সব ধরে ধরে গিলে॥
রণস্থলে বানরের দেখিয়া দুর্গতি।
আইল দারুণ কোপে নীল সেনাপতি॥
কুপিয়া যে নীলবীর চারিপানে চায়।
বিদ্যুন্মালীর রথচক্র সে এক পায়॥
উপাড়িয়া চাকা গোটা তুলে নিল হাতে।
দানবে রুষিল যেন দেব জগন্নাথে॥
এড়িলেন চাকা গোটা তুলে বাহুবলে।
অন্তরীক্ষে ফিরে চাকা গগনমণ্ডলে॥



রাবণের রাজদরবার/লক্ষীজনার্দন মন্দির, সুরুল

বায়ুবেগে আসে ঢাকা কি কহিব কথা।
ঢাকার ধারে কাটি পড়ে সুবর্ণের মাথা॥
সুষেণ বানররাজ রাজার শ্বশুর।
দুইপুত্র লয়ে বুড়া যুঝিছে প্রচুর॥
যুঝিতে যুঝিতে বুড়ার বেড়ে গেল রঙ্গ।
লাফ দিয়া উঠে যেন বয়স তরঙ্গ॥
যুঝিতে যুঝিতে বুড়া পড়ে গলে ভোলে।
দশবিশ রাক্ষস চাপিয়া ধরে কোলে॥
বুড়ার চাপড়ে চড়ে কর্ণে তালি লাগে।
নিমিষে রাক্ষস সব লঙ্কামধ্যে ভাগে॥
যুঝেন লক্ষ্মণবীর সুমিত্রানন্দন।
অবসন্ন নহে বীর প্রথম যৌবন॥
রঘুবংশে উদ্ভব লক্ষ্মণ মহামতি।
সূর্য্যের কিরণ বীর শশধরজ্যোতি॥
উদয়াস্ত যুঝে বীর নাহি অবসান।
ধন্য শিক্ষা বীরের সে ধন্য ধনুর্ব্বাণ॥
মারে লক্ষ নিশাচরে চক্ষুর নিমিষে।
রাক্ষস সহস্রকোটি মারে বেলাশেষে॥
লক্ষ্মণের যুদ্ধ দেখি দেবতার ধন্দ।
তিনলক্ষ রাক্ষসের কাটি পাড়ে স্কন্ধ॥
রক্তে নদী বহে বাটে রক্তে উঠে ফেনা।
লক্ষ্মণের বাণে পড়ে রাক্ষসের থানা॥
বাদ্যভাণ্ড ভঙ্গ দিয়া পলাইল ত্রাসে।
ইন্দ্রজিৎ দেখে তাহা থাকিয়া আকাশে॥
পিতা মোরে কটক সঁপিল হাতে হাতে।
রাখিতে নারিনু ঠাট যাইব কিমতে॥
অগ্নিকেতু ভস্মকেতু বিক্রমে বিশাল।
বজ্রদণ্ডবীর পড়ে লঙ্কার কোটাল॥
পড়ে নিশাট শঠ সাক্ষাৎ যমদূত।
অক্ষয় রাক্ষস পড়ে সমরে অদ্ভুত॥
বজ্রমুষ্টি পড়ে শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
পনস রাক্ষস পড়ে লয়ে সৈন্যগুলি॥
হাতীঘোড়া পড়িল অনেক রাজ্যখণ্ড।
মাহুত পড়িল রণে সমরে প্রচণ্ড॥
দেবমুষ্টি পড়িল সকল সেনাপতি।
তিনলক্ষ পড়ে রণে প্রধানপদাতি॥
হাতীপৃষ্ঠে পড়ে সৈন্য দেউলের চূড়া।
পড়িল অর্ব্বুদকোটি পার্ব্বতীয় ঘোড়া॥
রাজ্যমহাপাত্র পড়ে রাজ্যে শূন্য করি।
কোন্ মুখে প্রবেশ করিব লঙ্কাপুরী॥

আদর করিয়া পিতা দিলা গুয়াপান।
এতেক কটক পড়ে মোর বিদ্যমান॥
কটকের ভালমন্দ মোরে সব লাগে।
কোন্ লাজে দাণ্ডাইব গিয়া পিতৃ-আগে॥
দেখাদেখি যুদ্ধ করি জিনিবারে নারি।
অদেখা হইলে যুদ্ধ করিবারে পারি॥
মহাযুদ্ধ করিব মায়াতে করি ভর।
মেঘ-আড়ে থাকি মারি নর ও বানর॥
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে মেঘনাদ।
জীয়ন্তে যাইতে দেশে না করিহ সাধ॥
নির্ব্বল রাক্ষস মারি হরিষ-অন্তর।
পাঠাইব আজিকার যুদ্ধে যমঘর॥
এতেক বলিয়া ধনুকেতে দিল চাড়া।
দেউল দোঁহার যেন ভাঙ্গি পড়ে চূড়া॥
সোণার ধনুকে বীর যোড়ে তীক্ষ্ণশর।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী কাঁপিছে থর থর॥
ধনুকেতে দিয়া গুণ তিনবার লোফে।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ থরহরি কাঁপে॥
'রামলক্ষ্মণ' বলি সে ঘন ডাক ছাড়ে।
সম্বর আমার বাণ ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে॥
এড়িলাম বাণ এই যমের দোসর।
ছুটিল দুর্জ্জয় বাণ সম্বর সম্বর॥
এত বলি করে বীর বাণবরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
নানা বর্ণে বাণ এড়ে জানে নানা ছলা।
রামলক্ষ্মণের কাটি পড়িল মেখলা॥
তিলার্দ্ধ স্থান নাহিক রক্ত পড়ে স্রোতে।
দুভায়ের রক্তধারে বসুমতী তিতে॥
হেথা ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
উত্তরদ্বারে বার্ত্তা পায় সুগ্রীবরাজন্॥
উত্তরদ্বারে তখন নাহি হানাহানি।
রক্ষক রাখিয়া রাজা চলিল আপনি॥
পশ্চিমদ্বারে মহাযুদ্ধ করে ইন্দ্রজিৎ।
চলিল সুগ্রীবরাজা বাঁচাইতে মিত॥
ধাইল সুগ্রীবরাজা অতি শীঘ্রগতি।
ছত্রিশকোটি সেনাপতি চলিল সংহতি॥
পূর্ব্বদ্বারে থানায় আসিয়া শীঘ্রগতি।
সমাচার দিল যথা নীল সেনাপতি॥
নীল ও কুমুদ ধায় কটক যুঝিবারে।
থানা ভাঙ্গি গেল সবে পশ্চিমদুয়ারে॥

দক্ষিণদ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
মহেন্দ্রদেবেন্দ্র তাহে আছে দুইজনা॥
মহেন্দ্রদেবেন্দ্র চলে সহ সেনাগণ।
আশীকোটি সৈন্য আছে তাহার ভিড়ন॥
ধাওয়াধাই বার্ত্তা তারা কহে জনে জন।
সবেমাত্র না জানে রাক্ষস বিভীষণ॥
বিভীষণে না কহিল বিপক্ষের জ্ঞানে।
এই হেতু সংবাদ না পায় বিভীষণে॥
চারিদ্বারের কটক হল একঠাঁই।
মেঘ-আড়ে ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে দুইভাই॥
লাফ দিয়া বানরেরা উঠয়ে আকাশ।
কোথায় থাকিয়া যুঝে না পায় তল্লাস॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ বলে হইনু নিরাশ।
মেঘ-আড়ে ইন্দ্রজিৎ করে উপহাস॥
সহস্রলোচনে না দেখিল পুরন্দর।
দুইচক্ষে কি দেখিবি নর ও বানর॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ তোরা মানুষের জাতি।
আজি বুঝি তোদের পোহাল কালরাতি॥
মেঘ-আড়ে থাকি করে বাণবরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
কোথা থাকি যুঝে বেটা দেখিতে না পাই
জীবনের বাসনা ছাড়িল দুইভাই॥
এত'বাণ মারি বেটা ক্ষমা নাহি মানে।
নাগপাশবাণ যুড়ে ধনুকের গুণে॥
নাগপাশবাণ এড়ে বড়ই দারুণ।
যার নামে যম ইন্দ্র কাঁপয়ে বরুণ॥
ব্রহ্মাস্ত্র নাগপাশের দুর্জ্জয় প্রতাপ।
একবাণে হইল চৌরাশী লক্ষ সাপ॥
সাপ হয়ে আকাশেতে ধরে বাণ ফণা।
সাপমুখে জ্বলে যেন আগুনের কণা॥
মুখেতে দারুণ অগ্নি জ্বলে ধিকি ধিকি।
আছয়ে অন্তের কাজ কাঁপয়ে বাসুকি॥
চলিল সে বাণগোটা দুর্জ্জয়প্রতাপ।
অগ্নির সমান যেন এক এক সাপ॥
বায়ুবেগে যায় বাণ মেঘের গর্জ্জনে।
হাতেপায়ে বান্ধে গিয়ে শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
কোন সাপ গলায় জড়ায় কেহ পায়।
পাক দিয়া ভুজঙ্গ জড়ায় সর্ব্বগায়॥
হাতপা নাড়িতে নারে গলে লাগে ফাঁস।
যমের দোসর হৈল বন্ধ নাগপাশ॥

সর্পবিষের জ্বালায় জর্জ্জর শরীর।
উত্তরশিয়রে ঢলে পড়ে দুইবীর॥
লক্ষ্মণ পড়িল আর রামরঘুমণি।
চন্দ্রসূর্য্য খসি যেন পড়িল অবনী॥
লোটায় কমল অঙ্গ আলুথালু বেশ।
লোটায় ধনুকতূণ আলুয়িত কেশ॥
রণ জিনি ইন্দ্রজিৎ ছাড়ে সিংহনাদ।
পিতৃস্থানে যায় বীর লইতে প্রসাদ॥
বানরের উঠে আজি ক্রন্দনের রোল।
লঙ্কায় প্রবেশে বীর বাজাইয়া ঢোল॥
আগে পাছে পড়ে কত চন্দনের ছড়া।
তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া॥
হাতেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত।
সৌরভেতে পূর্ণিত শীতল বহে বাত॥
পিতৃ-আগে দাণ্ডাইল করি যোড়করে।
তিনবার নোয়ায় মাথা রাজব্যবহারে॥
রাবণ জিজ্ঞাসা করে রণের সংবাদ।
যোড়হাতে কহিছে কুমার মেঘনাদ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব দেবতা চরাচর।
সবার কঠিন যুদ্ধ নর ও বানর॥
প্রথম করিতে যুদ্ধ বানরসংহতি
চূর্ণ কৈল রথছত্র মারিল সারথি॥
আপনা রাখিতে আমি হইনু কাতর।
প্রাণভয়ে পলাইনু আকাশ উপর॥
দাণ্ডাইয়া দেখিলাম রাক্ষসদুর্গতি।
একদণ্ডে পড়িল সকল সেনাপতি॥
পড়িল সকল সেনা পাই অপমান।
শ্রীরামলক্ষ্মণে বিন্ধি করি খান খান॥
খণ্ড খণ্ড করিলাম মাথার টোপর।
রক্তমাত্র না রাখিনু শরীরভিতর॥
বাণে বিন্ধি দুইভায়ে করিনু জর্জ্জর।
পড়িল অনেক ঠাট অসংখ্য বানর॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশ প্রচণ্ড প্রতাপ।
একেবারে জন্মিল চৌরাশী লক্ষ সাপ॥
সাপ হয়ে ধরে বাণ আকাশেতে ফণা
হাতে পায়ে গলায় বান্ধিল দুইজনা॥
ত্রিভুবন মিলে যদি করে আকিঞ্চন।
তবু না খসিবে নাগপাশের বন্ধন॥
হরিষে যুদ্ধের কথা মেঘনাদ কহে।
রাবণ করিয়া কোলে চুম্ব দিল তাহে॥

হস্তী ঘোড়া রত্ন দিল ভাণ্ডার প্রচুর।
অমূল্য রতনহার দিলেক কেয়ূর॥
রাজার প্রসাদ দিল করি লণ্ডভণ্ড।
সবেমাত্র নাহি দিল নব ছত্রদণ্ড॥



শ্রীরামলক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন দেখিয়া সীতার বিলাপ

বিদায় লইয়া চলি গেল ইন্দ্রজিৎ।
'ত্রিজটা' বলি রাবণ ডাকিল ত্বরিত॥
রাবণ বলে, ত্রিজটা গো, যাহ একবার।
চূর্ণ করে আইস সীতার অহঙ্কার॥
পুষ্পকবিমানে লহ সীতারে তুলিয়া।
ক্ষণেক আইস তুমি আকাশ ভ্রমিয়া॥
রামলক্ষ্মণ পড়েছে বদ্ধ নাগপাশে।
স্বচক্ষে দেখুক সীতা থাকিয়া আকাশে॥
রামলক্ষ্মণ মৈলে সীতা হৈবে নৈরাশ।
আমারে ভজিবে সীতা মনে পেয়ে ত্রাস॥
রাবণের আজ্ঞা যদি ত্রিজটা পাইল।
রামলক্ষ্মণের কথা সীতাকে কহিল॥
রামলক্ষ্মণ পড়িল ইন্দ্রজিৎবাণে।
ইচ্ছা যদি দেখিবারে এস মোর সনে॥
চলিলেন সীতাদেবী ত্রিজটাসংহতি।
রথে চড়ি দুইজন যান শীঘ্রগতি॥
নাগপাশে বদ্ধ হেরি শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শিরে হাত দিয়ে সীতা করেন রোদন॥
পোহাইল বুঝি মোর আজি কালরাতি।
অভাগিনী হারালাম তোমা হেন পতি॥
শিশুকালে ছিনু যবে জনকের ঘরে।
অবিধবা বলে লোকে কহিত আমারে॥
সকলের বাক্য মোর হৈল বিপরীত।
ধূলাতে পড়িয়া প্রভু হলে অসম্বিৎ॥
বধিয়া তাড়কাসুর তুষ্ট কৈলে তিনপুর
জনকের পণ পূর্ণ করি।
হরের ধনুকখান ভাঙ্গি কৈলা খান খান
ধন্য কৈলা জনকের পুরী॥
বিবিধ বিলাপ করি শ্রীরামের গুণ স্মরি
কান্দে সীতা নহে নিবারণ।
কৈকেয়ী-সতাইদোষে আসিয়া কাননবাসে
বিপাকেতে হারালে জীবন॥
ভরত করিল স্তুতি না করিলে অনুমতি
বনে আইলে সত্যে করি ভর।
রত্নময় সিংহাসন পরিহরি কি কারণ
কোমলাঙ্গ ধূলাতে ধূসর॥
অযোধ্যার ছত্রধর আজ্ঞাকারী চরাচর
সাগর বান্ধিয়া হৈলা পার।
আমি কি অভাগ্যবতী হারালাম রামপতি
তব মুখ না দেখিব আর॥
আমা অন্বেষণ করি এলে প্রভু লঙ্কাপুরী
দুঃখ মোর না হৈল মোচন।
দুরাচার ইন্দ্রজিৎ কৈল যুদ্ধ বিপরীত
তাহে প্রভু হারালে জীবন॥
ত্রিজটার হাতে ধরি বিস্তর বিনয় করি
বলিতেছে করুণবচন।
তোমার সহায়গুণে যাব আমি স্বামিসনে
রথ রাখ না কর গমন॥
সীতার রোদন শুনি হইল আকাশবাণী
কভু নাহি রামের বিনাশ।
তোমারে উদ্ধার করি যাবেন অযোধ্যাপুরী
রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



সীতাকে ত্রিজটার সান্ত্বনাদান এবং শ্রীরামলক্ষ্মণের নাগপাশ হইতে মুক্তি

কাতর হইয়া কান্দে সীতা সে রূপসী।
সীতারে প্রবোধ দেয় ত্রিজটা রাক্ষসী॥
পুষ্পরথ দেখ সীতা দেব-অবতার।
কখন না সহে এই অশুচির ভার॥
একান্ত শ্রীরাম যদি হারাত জীবন।
অচল হইত রথ না যায় খণ্ডন॥
না কর রোদন, সীতা, না কর রোদন।
প্রাণ না ত্যজেন তব শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
বহুকাল গেল দুঃখ অল্প দিন আছে।
ভাবি আমি ক্ষণে সীতা মরে যাহ পাছে॥
এত বলি ত্রিজটা বিস্তর বুঝাইয়া।
গেল অশোকের বনে সীতারে লইয়া॥
অশোকের বৃক্ষতলে বসিলেন সীতে।
স্বর্ণবেত ঘুরাইছে যতেক চেড়ীতে॥
নাগপাশে বন্দী আছে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শিরে হাত দিয়া কান্দে যত কপিগণ॥

বড় বড় কপি কান্দে বলে হায় হায়।
নীল সেনাপতি কান্দি গড়াগড়ি যায়॥
সকল কটক কান্দে হইয়া অজ্ঞান।
পিতাপুত্রে কান্দিছে কেশরীহনূমান॥
কান্দিছে সুগ্রীবরাজা কটকের আড়ে।
'মিত্র মিত্র' বলি রাজা ঘন ডাক ছাড়ে॥
লঙ্কাতে যদ্যপি প্রভু রঘুনাথ মরে।
কি বলিয়া যাব আমি কিষ্কিন্ধ্যানগরে॥
কিষ্কিন্ধ্যার রাজপাট সব পোড়াইয়া।
পরাণ ত্যজিব আমি সাগরে ডুবিয়া॥
সুগ্রীব বলেন সবে এক ঐক্য করি।
দুইভায়ে লয়ে যাব কিষ্কিন্ধ্যানগরী॥
শ্রীরামলক্ষ্মণে যদি পারি বাঁচাইতে।
আনিব ঔষধ যথা পাব সংসারেতে॥
বাঁচাইয়া শ্রীরামলক্ষ্মণ দুইজনে।
করিব তুমুল যুদ্ধ রাবণের সনে॥
সবংশে মারিব যবে লঙ্কার রাবণ।
তবে সে জানিবা মোর স্বদেশে গমন॥
দূর হতে ক্রন্দন শুনিয়া বিভীষণ।
চারিদিকে চাহিয়া ভাবিছে মনে মন॥
কোন্ বীর লইয়া পড়েছে আথান্তর।
মাথে হাত দিয়া কেন কান্দিছে বানর॥
কান্দিছে সুগ্রীব ও অঙ্গদ যুবরাজ।
সকল বানর কান্দে ছোট নহে কাজ॥
এত ভাবি বিভীষণ চলিল সত্বর।
বিভীষণে দেখি ছোটে যতেক বানর॥
বিভীষণ-ইন্দ্রজিৎ অভেদ রূপেতে।
বিভীষণে দেখি বলে এল ইন্দ্রজিতে॥
সুগ্রীব ডাকিয়া বলে অঙ্গদের আগে।
তুমি আছ সম্মুখে কটক কেন ভাগে॥
অঙ্গদ বলেন শুন বানরের পতি।
বিভীষণে দেখে ভাগে যত সেনাপতি॥
ডাক দিয়া কহিছে অঙ্গদ যুবরাজ।
কারে দেখে পলাও মুণ্ডে পড়ুক বাজ॥
হানা দিয়া ইন্দ্রজিৎ গেল লঙ্কাপুরে।
বিভীষণে দেখি কেন পলাইছ ডরে॥
দেশে পলাইয়া যাবে পুত্রদারা আশে।
এক গাড়ে গাড়িবে সুগ্রীবরাজা দেশে॥
যদি দেশে যাবে মনে করহ বাসনা।
উলটিয়া রাখ গিয়া আপনার থানা॥

অঙ্গদের দেখিয়া দন্তের কড়মড়ি।
আপন থানায় সবে যায় তাড়াতাড়ি॥
বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন।
জীয়ন্তে মরিনু আমি তোমার কারণ॥
পলাইতে ঠাঁই নাই যাব কোন্ দেশ।
সাগরেতে গিয়া আমি করিব প্রবেশ॥
ধিক্ ধিক্ রাজ্যভোগ ধিক্ ধিক্ সুখ।
জনম গোঙাব আমি দেখে কার মুখ॥
এতেক শুনিয়া তবে বিভীষণবাণী।
ধীরে ধীরে কহিছেন রামরঘুমণি॥
সব ছাড়ি বিভীষণ আমা কৈল সার।
শুধিতে নারিনু মিতা বিভীষণধার॥
নাগপাশে বন্দী মৃত্যু হইল আমারে।
মরা লাগি জীয়ন্তে কোথায় কেবা মরে॥
শুন হে সুগ্রীব মিতা কহি তব স্থানে।
সৈন্য লয়ে যাহ তুমি আপন ভবনে॥
আমা স্থানে মিত্র তুমি সত্যে হৈলে পার।
তুমি কি করিবে দৈব বিপক্ষ আমার॥
নূতন ভূপতি তুমি দেখহ বিচারি।
তোমা বিনা লণ্ডভণ্ড হবে রাজপুরী॥
করহ রাজ্যের চর্চ্চা গিয়া নিজ রাজ্যে।
আমার নিকটে আর আছ কোন্ কার্য্যে॥
নাগপাশ-অস্ত্র এল আমা দোঁহা তরে।
ভাগ্যেতে যা ছিল হলো তুমি যাহ ফিরে।
অঙ্গদের বাপে মারি পাইয়াছি লাজ।
প্রাণপণে পালিহ অঙ্গদ যুবরাজ॥
গয় গবাক্ষ শরভ ও গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এই সুষেণনন্দন॥
শরভঙ্গ বানর কুমুদ সেনাপতি।
দেশে তবে যাহ সবে করিয়া পিরীতি॥
দেশে যাহ সকলে আমারে দিয়া কোল।
গালাগালি না দিও না বলো মন্দ বোল॥
অযোধ্যানগরে তুমি যাহ হনূমান।
সমাচার কহিও সবার বিদ্যমান॥
জানাইও ভরতেরে আমার সংবাদ।
যেন কারো সঙ্গে নাহি করে বিসম্বাদ॥
ধর্ম্মেতে পালিবে প্রজা রাখি ধর্ম্মপথ।
এইরূপে রাজ্য যেন করেন ভরত॥
কৌশল্যা মায়েরে জানাইবে নমস্কার।
কৈকেয়ী মাতারে এই দিও সমাচার॥

প্রণাম করিব গিয়া মনে ছিল সাধ।
বিধাতা সাধিল তাহে নিদারুণ বাদ ॥
জানকী রহিল বন্দী অশোকের বনে।
নাগপাশে রামলক্ষ্মণ বন্দী দুইজনে ॥
সুমিত্রা মাতাকে মোর দিও নমস্কার।
যথাযোগ্য সবারে বলিও সমাচার ॥
আমা লাগি লক্ষ্মণ ছাড়িল নিজ পুরী।
সুখভোগ ছাড়ি ভাই হৈল বনচারী ॥
প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ হাতের ছিল নড়ি
হেন ভাই নাগপাশে যায় গড়াগড়ি ॥
নাগপাশে কাতর হইলা রঘুবীর।
ব্রহ্মাদি দেবতা ভাবি হইল অস্থির ॥
ইন্দ্র-আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
ডাক দিয়া আনিলেন দেবতা পবন ॥
ইন্দ্র বলে সমাচার না জান পবন।
নাগপাশে বাঁধা আছে শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
অরুণ বরুণ যম সবে কাঁপে ডরে।
ভয়ে কেহ না আইসে লঙ্কার ভিতরে ॥
আমি ইন্দ্ররাজা ত্রিভুবন-অধিপতি।
রাবণের বেটা মোর করিল দুর্গতি ॥
লঙ্কাতে লইল বেঁধে সংসারে বিদিত।
মোরে জিনিয়া বেটার নাম ইন্দ্রজিৎ ॥
বড় নিদারুণ বেটা বিখ্যাত ভুবনে।
নাগপাশে বান্ধিয়াছে শ্রীরামলক্ষ্মণে ॥
নাগপাশে অচৈতন্য দুই সহোদর।
বলবুদ্ধি হারায়েছে সকল বানর ॥
শ্রীরামের স্থানে যাহ আমার বচনে।
কহ রামে মুক্ত হবে গরুড়স্মরণে ॥
বিষ্ণুর বাহন গরুড় ধরে বিষ্ণুতেজ।
নাগপাশ ঘুচাইতে সেই মহাবেজ ॥
ইন্দ্রের বচন মানি দেবতা পবন।
কহিল রামেরে কর গরুড়ে স্মরণ ॥
পবন শ্রীরামে যদি কৈল কাণাকাণি।
গরুড়ে স্মরণ করে রাম রঘুমণি ॥
গরুড়ে স্মরেন রাম বিষ্ণু-অবতার।
গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টঙ্কার ॥
কুশদ্বীপে চরে গরুড় সাগরকূলে।
গিলেছিল অজগর, উগারিয়া ফেলে ॥
শূন্যভরে গরুড় আইল উভরড়ে।
পাখসাটে পর্ব্বতকন্দর যায় উড়ে ॥
দিগদিগন্তের গাছ আনে পাখে টেনে।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন ঘোর বরিষণে ॥
সাগরের জলজন্তু লুকাইল জলে।
ভয় পেয়ে নাগগণ কম্পিত পাতালে ॥
উপাড়িয়া পড়ে বৃক্ষ পাখার বাতাসে।
দূর থেকে দেখে সর্প পলায় তরাসে ॥
দূর হতে গরুড়ের লাগিল নিশ্বাস।
রামলক্ষ্মণের খসে পড়ে নাগপাশ ॥
পদ্মহস্ত বুলাইল বিনতানন্দন।
সচৈতন্য হয়ে উঠে শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
গরুড়পক্ষীরে কন রামরঘুমণি।
প্রাণদান দিলে সখা ছিলে হে আপনি ॥
গরুড় বলেন শুন সবিশেষ কই।
শ্রীচরণে ভৃত্য আমি সখাযোগ্য নই ॥
তুমি বিষ্ণু-অবতার জগতের পতি।
পতিব্রতা শাপে আছে আপনা বিস্মৃতি ॥
আমি যে গরুড়পক্ষী তোমার বাহন।
পূর্ব্বকথা প্রভু, কেন, হও বিস্মরণ ॥
শ্রীরাম বলেন, পক্ষী, কৈলে উপকার।
বর মাগ, পক্ষিবর, বাঞ্ছা যে তোমার ॥
গরুড় বলেন বাঞ্ছা আছে এই মনে।
দ্বিভুজ মুরলীধর দেখিব নয়নে ॥
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম রূপ গলে বনমালা।
শিখিপুচ্ছবদ্ধ চূড়া অৰ্দ্ধ বামে হেলা ॥
অলকা-আবৃত শশী শ্রীমুখমণ্ডল।
শ্রুতিযুগে মনোহর মকরকুণ্ডল ॥
গলে বনমালা পরিধান পীতাম্বর।
সেই রূপ দেখিতে বাসনা নিরন্তর ॥
শ্রীরাম বলেন হব সেরূপ কেমনে।
ধনুর্দ্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে ॥
না বলিহ কৃষ্ণমূর্ত্তি করিতে ধারণ।
সে রূপ দেখিলে কি কহিবে কপিগণ ॥
গরুড় বলেন কি কহিবে কপিগণে।
করিয়া পাখায় ঘর বসাব গোপনে ॥
এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুতরচন ॥
ভকতবৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাণ্ডাইল ত্রিভঙ্গভঙ্গিম রূপ ধরে ॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।
হনূমান দেখে বসি ভাবিতেছে দূরে ॥

হনু বলে প্রাণপণে করি প্রভু হিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পিরীত॥
দেখিলেন হনূমান মহাযোগে বসি।
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী॥
হনূমান বলে, পক্ষী, এত অহঙ্কার।
ধনুক খুলিয়া বাঁশী দিলে আরবার॥
যদি ভৃত্য হই মন থাকে শ্রীচরণে।
লইব ইহার শোধ তোরি বিদ্যমানে॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ-অবতারে॥
এতেক শুনিয়া তবে বিনতানন্দন।
ঈষৎ হাসিয়া পাখা করে সংবরণ॥
রামেরে প্রণাম করি যায় শূন্যপথে।
দাণ্ডাইলেন রঘুনাথ ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠে অনুজ লক্ষ্মণ।
আনন্দসাগরে মগ্ন যত কপিগণ॥
গরুড়ের পাখাশব্দ যত দূরে যায়।
তত দূর কপিগণ উঠিয়া দাঁড়ায়॥
নাগপাশে মুক্ত হৈল শ্রীরামলক্ষ্মণ।
'রামজয়' শব্দ করে যত কপিগণ॥
একেবারে সব কপি ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কায় রাবণরাজা গণিল প্রমাদ॥
বানরের শব্দ নিশি তৃতীয় প্রহরে।
শয্যা হৈতে উঠে বৈসে রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
প্রাচীরে উঠি রাবণ চাহে চারিভিতে।
দাণ্ডায়েছেন লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
বলে রাবণ কঠিন বন্ধন নাগপাশ।
নাগপাশে মুক্ত হৈল লঙ্কার বিনাশ॥
মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
অনুমানে বুঝিনু মজিল লঙ্কাপুরী॥



ধূম্রাক্ষবধ

দৈবের নির্ব্বন্ধ ঘোর দেখিয়া বিপাক।
'ধূম্রাক্ষ' বলি রাবণ ঘন পাড়ে ডাক॥
আজ্ঞামাত্র আইল ধূম্রাক্ষ মহাবীর।
রাজার চরণে আসি নোঙাইল শির॥
রাবণ বলে তুমি হে প্রধান সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি॥
রাজব্যবহারে তার বাড়য়ে সম্মান।
যুঝিবারে অনুমতি দিল গুয়াপান॥
রাজ-আজ্ঞামাত্র বীর রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট সৈন্য চলে মুড়ে মুড়ে॥
হস্তী ঘোড়া চলে আর অগণন ঠাট।
ধূলা উড়াইয়া চলে নাহি দেখে বাট॥
লঙ্কাতে ধূম্রাক্ষবীর পরম সুজ্ঞানী।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল আপনি॥
আউদর-চুলে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী।
রথধ্বজে উড়ে বৈসে শকুনী-গৃধিনী॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার।
কিছুই না মানে বীর বলে 'মার মার'॥
দুই দলে মিশামেশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা-অস্ত্র পাথরাদি করে বরিষণ॥
রুষিয়া ধূম্রাক্ষ বলে কোথায় তপস্বী।
উখারিয়া মরে কেন এত দূরে আসি॥
ছাড়িয়া সীতার আশা ফিরে যাহ ঘর।
মনুষ্য হইয়া বেটা লঙ্কার ভিতর॥
কপিগণ বলে বেটা চক্ষু থেকে অন্ধ।
মনুষ্য কি সাগর করিতে পারে বন্ধ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ বান্ধিলেন সেতু।
অবতীর্ণ রাক্ষসের বংশনাশহেতু॥
গড়াগড়ি যাবে রাবণের দশমুণ্ড।
বিভীষণ উপরে ধর'ব ছত্রদণ্ড॥
কুপিল ধূম্রাক্ষবীর জ্বলন্ত আগুনি।
মুষল লইয়া এক কপিগণে হানি॥
মুষলঘায়ে ভাঙ্গে কারো মাথার খুলি।
কারো মুণ্ড কাটি ভূমে পাড়ে মহাবলী॥
খাণ্ডাখান কাহারো মস্তকে তুলে হানে।
ভঙ্গ দিল বানর অস্থির হয়ে রণে॥
হনূমান দেখিল বানরগণ ভাগে।
দাণ্ডাইল হনূমান ধূম্রাক্ষের আগে॥
হনূমান বলে, বেটা, কি নাম তোমার।
আমার সহিত যুদ্ধ কর একবার॥
রাক্ষস বলিল যদি তোরে আমি পাই।
অন্যের কি প্রয়োজন তোর রক্ত খাই॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুই বীর যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী॥
হনূমান আনিল পাথর দুইখান।
রথের উপরে ফেলে ডাকে হনি হান॥

রথ ঘোড়া সারথি করিল চুরমার।
রথ এড়ি ধূম্রাক্ষ ধাইল আরবার॥
ধূম্রাক্ষের হাতে ছিল এক মহা গদা।
তার আশেপাশে বাজে জয়ঘণ্টা সদা॥
দেবদৈত্যগন্ধর্ব্বগণের ভয় লাগে।
গদা হাতে করি গেল হনূমান আগে॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে হনূমানবুকে।
হনূমানবুক যেন বজ্র হেন দেখে॥
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হৈল খান খান।
কোপ করি পাসরে আপনা হনূমান॥
হনূমান বলে গদা গেল রসাতল।
এখন আইস আমি বুঝি তোর বল॥
এক বজ্র চাপড় মারিল তার শিরে।
কাতর হইয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
হনূমান মহাবীর সংগ্রামেতে শূর।
লাথি মারি ধূম্রাক্ষের কায় করে চূর॥
পড়িল ধূম্রাক্ষবীর সমরে দুর্জ্জয়।
সকল বানর করে 'রাম জয় জয়'॥
ধূম্রাক্ষের সেনা ছিল দুই অক্ষৌহিণী।
পলায় সকলে লয়ে নিজ নিজ প্রাণী॥
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণগোচর।
ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥



অকম্পনের যুদ্ধ ও মৃত্যু

ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্তা পাইল রাবণ।
'অকম্পন' বলে ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন॥
আজ্ঞামাত্র উপনীত অকম্পনবীর।
রাজার নিকটে আসি নোঙাইল শির॥
রাবণ বলিছে অকম্পন সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি॥
বীরমাঝে বীর তুমি সকলেতে জানে।
ত্রৈলোক্য জিনিতে তুমি পার একদিনে॥
তোমার সম্মুখে যুঝে আছে কোন্ জন।
হাতে গলে বেন্ধে আন শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
মধুরবচনে রাজা অকম্পনে তোষে।
যুঝিতে চলিল বীর রাজার আদেশে॥
সারথি যোগায় রথ বিচিত্রগঠন।
সসৈন্যে সাজিয়া চলে বীর অকম্পন॥

আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে।
উথাড়িয়া পড়ে ঘোড়া যায় মন্দতেজে॥
অকম্পন নাম তার কম্পে না কখন।
যাত্রাকালে হস্তপদ কম্পে ঘন ঘন॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার।
'মার মার' শব্দে গেল পশ্চিমদুয়ার॥
দুই সৈন্যে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা-অস্ত্র পাথরাদি করে বরিষণ॥
দুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ হইল অপার।
রণের ধূলাতে দশদিক অন্ধকার॥
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আত্মপর।
রাক্ষসে রাক্ষস মারে বানরে বানর॥
রক্তে রাঙ্গা হৈল বাট ধূলা নাহি উড়ে।
দেখাদেখি যুদ্ধ করে দুই দলে পড়ে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ও কুমুদ সেনাপতি।
রণ দেখি তিন বীর এল শীঘ্রগতি॥
তিন বীর করে আসি গাছবরিষণ।
সম্মুখসংগ্রামে স্থির নহে তিনজন॥
ভঙ্গ দিয়া তিন বীর পলাইল ত্রাসে।
হাতে ধনু দাণ্ডাইয়া অকম্পন হাসে॥
নীলবীর বড় ধীর সকলে বাখানে।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল অকম্পন-রণে॥
নীলবীর করেছিল একা সেতুবন্ধ।
অকম্পনবাণে তার চক্ষু হৈল অন্ধ॥
শরভঙ্গ পলাইল পেয়ে অপমান।
রণেতে প্রবেশ করে বীর হনূমান॥
হনূমান বলে, বেটা, পলাবি কোথায়।
এক চড়ে যমালয় পাঠাব তোমায়॥
পাইক মারিয়া, বেটা, জিনে যাহ রণ।
অবশ্য আমার হাতে তোমার মরণ॥
এত যদি দুইবীরে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
আশীকোটি বাণ এড়ে বীর অকম্পন।
বাণে অচেতন হৈল পবননন্দন॥
সংজ্ঞা লভি উঠে পুনঃ বীর হনূমান।
ক্রোধে আনে শালগাছ দিয়া একটান॥
বাহুবলে এড়ে গাছ বীর হনূমান।
অকম্পনবাণে গাছ হৈল দুইখান॥
জিনিতে না পারে হনূ ভাবয়ে অন্তরে।
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপরে॥

চুলেতে ধরিয়া তারে মারিল আছাড় ।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড় ॥
অকম্পন পড়ে যদি সংগ্রামে দুর্জ্জয় ।
সকল বানরে বলে 'রাম জয় জয়' ॥
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণগোচর ।
অকম্পন পড়িল শুনহ লঙ্কেশ্বর ॥



বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ ও পতন

অকম্পনমৃত্যু শুনি চরের বদনে ।
কিছু ভয় উপজিল রাবণের মনে ॥
হৃদয়ে করিয়া বিবেচনা বহুতর ।
যুদ্ধ বিনা হিত নাহি দেখিল অপর ॥
তবে আগে দেখি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচরে ।
কহিতে লাগিল তারে অতি সমাদরে ॥
বজ্রদংষ্ট্র তুমি হও সুপণ্ডিত রণে ।
তোমার সমান বীর না দেখি ভুবনে ॥
ধনুক ধরিয়া তুমি দাঁড়ালে সমরে ।
নিজে ইন্দ্র সম্মুখ হইতে নারে ডরে ॥
তোমারে সহায় করি আমি দেবগণে ।
পরাজয় করিয়াছি অনায়াসে রণে ॥
অপর কি কব সর্ব্বনাশক শমনে ।
জিনিয়াছি তোমার সাহায্যে অযতনে ॥
তুমিহ সমরে যাও সেনানী হইয়া ।
সুগ্রীবলক্ষ্মণরামে আইস বধিয়া ॥
এত বাণী শুনি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচর ।
প্রণমিয়া কহিতেছে রাবণগোচর ॥
মহারাজ এই আমি চলিলাম রণে ।
আপনি পরমানন্দে থাকুন ভবনে ॥
বধিব তোমার শত্রু সেই দুইনরে ।
সুগ্রীব মারুতি আর মুখ্যকপিবরে ॥
আপনি মঙ্গলচিন্তা করহ আমার ।
সীতা ফিরে দিতে না হইবে আরবার ॥
তবে বলাধ্যক্ষ করি সেনার সাজন ।
দশানন-আগে আসি কৈল নিবেদন ॥
তাহা শুনি প্রণাম করিয়া দশাননে ।
বজ্রদংষ্ট্রবীর যাত্রা করিলেক রণে ॥
বিবিধ মতেতে করি মঙ্গলাচরণ ।
বান্ধিলেক নিজ অঙ্গে অনেক রক্ষণ ॥
পরিলেক অঙ্গে সানা মাথায় টোপর ।
পৃষ্ঠেতে বান্ধিল তূণ পূরি তীক্ষ্ণশর ॥
আর নানা-অস্ত্রশস্ত্র করিলা বন্ধন ।
রথের উপরে গিয়া কৈল আরোহণ ॥
কিবা তার রথ অতি মনোহর হয় ।
অলঙ্কৃত দিব্য দিব্য ঘোটকে বহয় ॥
তার রথ দুই দিকে যায় মনোরম ।
দ্বিসহস্র সপ্ততিসংখ্যক তুরঙ্গম ॥
ঘোড়ার পশ্চাতে দুইসহস্র সপ্ততি ।
যাইতেছে মদমত্ত হাতী মন্দগতি ॥
মধ্যেতে যাইছে বজ্রদংষ্ট্র দিব্যরথে ।
একলক্ষ ধনুর্দ্ধর যায় অগ্রপথে ॥
আর কত ঢালী শূলী তোমরী খর্পরী ।
যাইতেছে রথে গজে ঘোটকেতে চড়ি ॥
বাজিতেছে সহস্র সহস্র রণভেরী ।
নিনাদ ছাড়য়ে ঘোড়া হাতী বেরি বেরি ॥
সেই সব শব্দে লঙ্কা করে দলমাল ।
রণে যায় বজ্রদংষ্ট্র যেন মহাকাল ॥
যাইতে যাইতে দেখে নানা অমঙ্গল ।
অগ্রেতে পড়য়ে তার উল্কা ঝলমল ॥
মুখ দিয়া অগ্নিশিখা করিয়া বমন ।
শিবা সব করিতেছে অশিব নিস্বন ॥
রথের ঘোড়ার নেত্রে পড়ে অশ্রুজল ।
পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করে তারা মূত্রমল ॥
তাহা দেখিয়াও বজ্রদংষ্ট্র অশঙ্কিত ।
কহিতেছে সৈন্যদিগে অতি অহঙ্কৃত ॥
অমঙ্গল দেখি কেহ না কর চিন্তন ।
অতিমন্দ শুভকর কহে সর্ব্বজন ॥
আর শুন কি করিবে এই অমঙ্গলে ।
সব অমঙ্গল বিনাশিব বাহুবলে ॥
দেখিবি সকলে তোরা বিক্রম আমার ।
বধিব সকল আমি শত্রুকে রাজার ॥
আজি মোর বাণে হত কপির আমিষে ।
নিশাচর পিণ্ড দিবে বান্ধবে হরিষে ॥
আমিহ বধিয়া সুগ্রীবাদি কপিগণে ।
ভক্ষণ করিব নিজে শ্রীরামলক্ষ্মণে ॥
বজ্রদংষ্ট্র নাম মোর বজ্রহেন দাঁড় ।
চর্ব্বণ করিব আমি তাহাদের হাড় ॥
তোরা সবে ভয় ত্যজি চলহ সমরে ।
শত্রুবধ করি শীঘ্র ফিরি যাব ঘরে ॥

এত কহি বজ্রদংষ্ট্র সৈন্য হুহুঙ্কারে।
উপনীত হৈল আসি উত্তরের দ্বারে॥

তবে দেখি তাহারে সেই ত দ্বারে
প্লবঙ্গমগণ।
তারা তরুশিখরী করেতে ধরি
রহে সুখী মন॥
তাহা নিরখি তারা মেঘের ধারা
হেন বর্ষে বাণ।
তাহে বানরগণে বিন্ধি সঘনে
কৈলা খান খান॥
তবে কুপিতমতি বানর ততি
বৃক্ষশিলা মারি।
করে কুলিশদন্ত সেনার অন্ত
গভীর হাঁকারি॥
তাহে ত্রাসিত মন কৌণপগণ
পলায়ন করে।
তাহা দেখি তুরন্ত বজরদন্ত
বরিষয়ে শরে॥
তার বাণের তূণে ধনুকগুণে
কর্ণে বারে বারে।
কর ভ্রমণ করে কেহ তাহারে
লক্ষিতে না পারে॥
তার শরনিকরে যত বানরে
জর্জ্জর করিল।
তাহে রুধিরধারে রণভিতরে
তটিনী হইল॥
তাহে প্রাণ ছাড়িয়া যায় ভাসিয়া
ভল্ল কপিগণ।
তাহে কাকশৃগালী টানিয়া তুলি
করয়ে ভক্ষণ॥
সেই বজরদন্ত শরেতে অন্ত
দেখি আত্মকুলে।
যত বানরবৃন্দ ত্যজিয়া দ্বন্দ্ব
ভাগে সিন্ধুকূলে॥
তাহা করিয়া দৃষ্ট হইয়া রুষ্ট
কপিচূড়ামণি।
নিজে চলিলা রণে করি সঘনে
ঘোর সিংহধ্বনি॥

শুনি সেই ত রব কৌণপ সব
মূর্চ্ছিত হইল।
কত ঘোটক করী ভূমিতে পড়ি
চীৎকার করিল॥
পরে তারে দেখিয়া ত্রাস পাইয়া
বজ্রদংষ্ট্রসেনা।
তারা পলায়ে যায় পাছে না চায়
বারণ শোনে না॥
তবে তাহা নিরখি মনেতে রোখি
বজ্রদংষ্ট্রবীর।
সেই তপনসুতে অতি বেগেতে
বিন্ধে বহু তীর॥
তাহে কুপিতমতি কপির পতি
চাপট প্রহারে।
তার বাম-ডাহিনে ঘোটকগণে
নিলা যমদ্বারে॥
আর দুই পাশেতে সারি ক্রমেতে
যত করী ছিল।
মারি গাছের বাড়ি যমের বাড়ী
তাদিগে প্রেরিল॥
পরে শাল উপাড়ি ঘূর্ণিত করি
তপনকুমার।
সেই বজ্রদশন প্রতি ক্ষেপণ
কৈলা হুহুঙ্কার॥
সেই রজনীচর ছাড়িয়া শর
শতপরিমাণ।
সেই শালতরুরে কাটিয়া পাড়ে
করি খান খান॥
তাহা নিরখি সূর্য্য- তনয় শৌর্য্য
করি প্রকাশন।
এক বৃহৎ শিলা তুলিয়া নিলা
পর্ব্বত যেমন॥
তারে বজরদন্ত রথের অন্ত
করিতে ছাড়িল।
তাহা সেহ দেখিয়া রথ ছাড়িয়া
ভূমিতে নামিল॥
সেই ঘোর পাষাণে তাহার যানে
সুগ্রীব ভাঙ্গিলা।
আর ঘোটকসাথে ধ্বজসহিতে
সারথি নাশিলা॥

পরে এক তরুরে ধরিয়া করে
করিয়া ঘূর্ণিত।
সেই বজরদন্ত সেনার অন্ত
কৈল রামমিত॥
তেঁই গিরির শৃঙ্গ করিয়া ভঙ্গ
ছাড়িয়া হুঙ্কার।
বজ্রদশনবীরে মারিতে পরে
হৈল আগুসার॥
তাহা নিরখি সেহ বিকট দেহ
গদা ঘুরাইয়া।
বীর তপনসুতে মারিলা মাথে
গর্জ্জন করিয়া॥
কিবা সুগ্রীবশিরে ঠেকিয়া ভবে
সেই গদাদণ্ড।
এ কি অশ্রুত কথা কর্কটী যথা
হৈলা শত খণ্ড॥
তবে কপিভূপতি তাহার প্রতি
সেই গিরিচূড়া।
নিজ বাহুব জোবে মারিয়া শিবে
করিলেন গুঁড়া।
তাহে রুধিরধার বদনে তার
বহে অনিবার।
সেহ পড়িল ভূমে দেখিতে যমে
গেল প্রাণ তার॥
তবে বজ্রদশন পাইল মরণ
দেখি তার সেনা।
তায় ত্রাসিত হয়ে যায় পলায়ে
ফিরিয়া চাহে না॥
তবে সমর জিতি বানরপতি
করি সিংহনাদ।
দিল আপন সখা নিকটে দেখা
মনেতে আহ্লাদ॥
শুনি তাহার বাণী শ্রীরঘুমণি
করি প্রশংসন।
দিলা বাহু পসারি হৃদয় ভরি
তারে আলিঙ্গন॥



প্রহস্তের যুদ্ধ ও পতন

এখানেতে ভগ্নদূত যাইয়া লঙ্কায়।
বজ্রদংষ্ট্রমৃত্যুকথা কহিল রাজায়॥
বজ্রদংষ্ট্র পড়ে রণে রাবণ চিন্তিত।
বলিয়া 'প্রহস্ত মামা' ডাকিল ত্বরিত॥
রাবণ বলে, মামা, তুমি রাজ্যের ঠাকুর।
তিনকোটিবৃন্দ ঠাট তোমার প্রচুর॥
তুমি আমি কুম্ভকর্ণ আর ইন্দ্রজিৎ।
এই কয়জন আছি সমরে পণ্ডিত॥
বিশেষ অধিক তুমি জানি চিরদিন।
করিয়া অনেক যুদ্ধ হয়েছ প্রবীণ॥
প্রতাপে প্রচণ্ড তাহে জান বহু সন্ধি।
শ্রীরামলক্ষ্মণে আন হাতে গলে বান্ধি॥
রাবণের কথা শুনি প্রহস্তের হাস।
রাম ও লক্ষ্মণে রণে করিব বিনাশ॥
আমি আছি রণে কেন প্রের অন্যজনে।
এখনি ধরিয়া দিব শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
আগে আমি তোমাকে বলেছি যুক্তি সার
সীতা নাহি দিব যুদ্ধ করিব অপার॥
অবানরা অরামা করিব ধরাতল।
দশানন বলে, মামা, জানি তব বল॥
অষ্ট-অঙ্গে পর মামা রত্ন-অলঙ্কার।
যুদ্ধ জিনে এলে মামা সকলি তোমার॥
রাবণের কথা কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
সসৈন্যে প্রহস্ত যায় যুদ্ধ করিবারে॥
চারিবীর অগ্রে যায় হাতে ধরে ধনু।
যজ্ঞধূম মহানাদ কোপন মহাহনূ॥
দেবগণ স্থির নহে যাহার বিবাদে।
হেন সব বীর ধায় সংগ্রামের সাধে॥
সাজিয়া আইল সৈন্য প্রহস্তের পাশ।
সবারে প্রহস্ত বীর দিতেছে আশ্বাস॥
রামলক্ষ্মণের আজি অবশ্য মরণ।
শকুনিগৃধিনী উড়ে ঢাকিল গগন॥
প্রহস্তের সৈন্যে দশদিক অন্ধকার।
'মার মার' করিয়া চলিল পূর্ব্বদ্বার॥
দুই সৈন্যে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা-অস্ত্র গাছপাথরাদি বরিষণ॥
প্রহস্তের সেনাপতি মুখ্য চারিজন।
হাতে ধনু আইল যে করিবারে রণ॥

যুঝিবার কাজ থাক দেখি চারিবীর।
ভঙ্গ দিল বানর সংগ্রামে নহে স্থির॥
পূর্ব্বদ্বারে দৃঢ়তর হৈল গণ্ডগোল।
তিনদ্বারে থাকি শুনে কটকের রোল॥
তিনদ্বারে চারিবীর আছিল প্রধান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র যে অঙ্গদ হনূমান॥
পূর্ব্বদ্বারে চারিবীর আইল শীঘ্রগতি।
নীলের সপক্ষ হৈল চারি সেনাপতি॥
চারিবীরে আসি করে গাছবরিষণ।
ভঙ্গ দিল রাক্ষস সহিতে নারে রণ॥
প্রহস্তের চারিবীর দেখি দূর হৈতে।
রণেতে প্রবেশ করে ধনুর্ব্বাণহাতে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ও অঙ্গদ হনূমান।
চারিবীরের কাড়ি নিল ধনু চারিখান॥
হাঁটুর চাপান দিয়া চারিধনু ভাঙ্গে
মালসাট দিয়া গেল চারিবীর আগে
কুপিয়া অঙ্গদবীর ছাড়ে সিংহনাদ।
লাথির চোটে মারে রাক্ষস মহানাদ॥
মহাহনূ হনূমানে দোঁহে বাজে রণ।
মহাহনূ চেপে ধরে পবননন্দন॥
করিয়া পাথালিকোলা লয়ে গেল দূর।
কপটে কহিছে হনূ বচন মধুর॥
তোর নাম মহাহনূ আমি হনূমান।
মিতালি করিব নাম মিলিল সমান॥
দুই মিতা ছোট বড় কে হয় কেমন।
বারেক করিয়া যুদ্ধ বুঝিব দুজন॥
শুনিয়া ত মহাহনূ বলয়ে তরাসে।
মিত্রসনে যুদ্ধ করা যুক্তি না আইসে॥
হনূমান বলে কর বাঁচিবার আশ।
তিলেক বিলম্ব নাই করিব বিনাশ॥
রাক্ষসের সঙ্গে মোর কিসের মিতালি।
মারিয়া বজ্রমুষ্টি ভাঙ্গি মাথার খুলি॥
এত বলি হনূমান কসে মারে চড়।
ভূমে পড়ি মহাহনূ করে ধড়ফড়॥
মহাহনূ পড়ে দেখি যজ্ঞধূম রোষে।
কালান্তক যম যেন রণেতে প্রবেশে॥
কুপিল মহেন্দ্রবীর সুষেণনন্দন।
দীর্ঘ এক শালগাছ উপাড়ে তখন॥
এড়িলেক শালগাছ দিয়া হুহুঙ্কার।
রথসহ যজ্ঞধূম হৈল চুরমার॥

যজ্ঞধূম পড়ে রণে রুষিল কোপন।
রুষিল দেবেন্দ্রবীর সুষেণনন্দন॥
যুড়িল কোপনবীর তিনশত শর।
বিন্ধিয়া দেবেন্দ্রবীরে করিল জর্জ্জর॥
কুপিয়া দেবেন্দ্রবীর করিল উঠানি।
পর্ব্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি॥
দুইহাতে উপাড়িল গাছ ও পাথর।
গাছপাথর লৈয়া বীর ধাইল সত্বর॥
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন গাছপাথর হানে।
পড়িল রাক্ষস বীর দুর্জ্জয় কোপনে॥
চারিসেনাপতি পড়ে প্রহস্ত তা দেখে।
সন্ধান পূরিলা চারিবীরের সম্মুখে॥
প্রহস্তের রণে দেবগণ কম্পমান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ভাগে ভাগে হনূমান॥
পূর্ব্বদ্বারখান সেই নীলবীর রাখে।
ভাঙ্গিল কটক সব নীল তাহা দেখে॥
নীল বলে, প্রহস্ত রে, বাড়িয়াছে আশ।
অবশ্য আজিকে তোরে করিব বিনাশ॥
রুষিয়া প্রহস্ত বলে ওরে বেটা নীল।
পাঠাইব যমালয়ে মেরে এক কীল॥
এত যদি দুইবীরে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
তিনশত বাণ বীর যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে নীলবীরবুকে॥
বাণ খেয়ে নীলবীর করিল উঠানি।
পর্ব্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি॥
দশযোজন আনিল পর্ব্বতের চূড়া।
প্রহস্তের মাথায় মারিয়া কৈল গুঁড়া॥
প্রহস্ত পড়িল রণে লাগে চমৎকার।
ভগ্নদূত রাবণে জানায় সমাচার॥



রাবণের প্রথম যুদ্ধে গমন

প্রহস্ত পড়িল বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বর।
রাবণ বলে কাল হৈল নর ও বানর॥
লঙ্কার যত বীর ধরিতে ধনু জানে।
ছোটবড় রাক্ষস চলুক মোর সনে॥
সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি॥

ছত্রিশকোটি তার প্রধানসেনাপতি।
সাজিয়া চলিল সবে রাবণসংহতি॥
ভাইভাইপো-আদি কুমার ভাগে নড়ে।
হাতীঘোড়া-আদি ঠাট নড়ে মুড়ে মুড়ে॥
যুঝিবার তরে নড়ে রাজা সে রাবণ।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে নানা-আভরণ॥
মেঘেতে চপলা যেন গলায় উত্তরী।
লেপিলেক মৃগমদ সুগন্ধি কস্তূরী॥
দশভালে দশমণি করে ঝলমল।
চন্দ্রসূর্য্য জিনি শোভে কর্ণের কুণ্ডল॥
রাবণের রথখান সাজায় সারথি।
নানারত্নমণিমুক্তা সাজাইল তথি॥
কনকে রচিত রথ মাণিকের চাকা।
রত্নের কলসে সাজে নেতের পতাকা॥
বিচিত্রনির্ম্মাণ রথ সাজায় সুন্দর।
রথের উপরে উঠে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
খাণ্ডা টাঙ্গী শেল শূল মুষল মুদ্গর।
নানাজাতি অস্ত্র তুলে রথের উপর॥
গদা ও শাবল লয় কেহ বা কামান।
বিচিত্রনির্ম্মাণ কেহ লয় ধনুর্ব্বাণ॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট যত চলে মুড়ে মুড়ে।
বিংশতিযোজন পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
রাবণের বাদ্যভাণ্ড সাত অক্ষৌহিণী॥
একলক্ষ দগড় দুইলক্ষ করতাল।
দুইসহস্র ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ বিশাল॥
ভেউরি ঝাঁঝরি বাজে তিনলক্ষ কাড়া।
চারিলক্ষ জয়ঢাক ছয়লক্ষ পড়া॥
বাজিল চৌরাশীলক্ষ শঙ্খ আর বীণে।
তিনলক্ষ তাসা বাজে দামামার সনে॥
ঢেমচা খেমচা বাজে দুইলক্ষ ঢোল।
তিনলক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল॥
জয়ঢাক রামশিঙ্গা বাজে জগঝম্প।
শানাইমহরী বাজে ত্রিভুবনে কম্প॥
বাজিল রাক্ষসীঢাক পঞ্চাশহাজার।
দুন্দুভিডম্বুরশিঙ্গা সংখ্যা করা ভার॥
খঞ্জনীখমক বাজে সেতারতবোল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল॥
তুরীভেরীরণশিঙ্গা বারলক্ষ বাঁশী।
দগড়ে রগড় দিতে দশলক্ষ কাঁসী॥
টিকারাটি র আর চৌতালমোচঙ্গ।
বাদ্য শুনে বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ॥
তিনকোটিবৃন্দ ঠাটে সাজিল রাবণ।
শতকোটি রবি জিনি রথের কিরণ॥
রত্নময় কলসে পতাকা সারি সারি।
সংগ্রামেতে সাজিল লঙ্কার অধিকারী॥
রাবণ করিল যদি রথে আরোহণ।
ভয় পেয়ে মন্দ মন্দ বহিছে পবন॥
রবি হৈল মন্দতেজ ঢাকিয়া কিরণ।
সশঙ্কিত স্বর্গের সকল দেবগণ॥
ধনুক ধরিতে জানে যত নিশাচর।
রাবণের সঙ্গে চলে করিতে সমর॥
রাক্ষসের সিংহনাদ ধনুকে টঙ্কার।
পশ্চিমদ্বারেতে যায় করি মার মার॥
মণিময় মুকুট শোভিছে দশমাথে।
ত্রিভুবনবিজয়ী ধনুকবাণ হাতে॥
সৈন্য দেখে দশানন দাণ্ডাইয়া রথে।
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথে॥
শতকোটি রবিশশী জিনিয়া কিরণ।
বল দেখি সংগ্রামে আইল কোন্ জন॥
বিভীষণ বলে রণে আইল দশানন।
জ্যেষ্ঠভাই আমার বিজয়ী ত্রিভুবন॥
ব্রহ্মার নির্ম্মিত রথ বহুরূপ ধরে।
তুষ্ট হয়ে দেবগণ দিলা ধনেশ্বরে॥
কুবেরে জিনিয়া রথ নিলেক রাবণ।
আসিয়াছে সেই রথে করি আরোহণ॥
কোটি সূর্য্য জিনিয়া সৌন্দর্য্য খরতর।
রথের কিরণ কত দেখ রঘুবর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
রামরাবণের যুদ্ধ শুন অতঃপর॥

বিভীষণকর্ত্তৃক রাবণসৈন্যের পরিচয়

কহিতেছে বিভীষণ রথে দেখ নারায়ণ
ছত্রদণ্ড ধরে দেবগণ।
কপালেতে দশমণি দীপ্ত যেন দিনমণি
ঐ রাজা লঙ্কার রাবণ॥
হেসে রঘুনাথ কন চিনিলাম দশানন
যোগ্য বটে লঙ্কা-অধিকারী।

কুবুদ্ধি এমন কেনে দেবকন্যা কেন আনে
পরনারী কেন করে চুরি ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর নাম ধরে লঙ্কেশ্বর
দেবমায়া না বুঝে রাবণ।
আমি রাবণের যম না থাকিবে পরাক্রম
মোর হাতে সবংশে মরণ ॥
কহে সুমিত্রানন্দন এই কি রাজা রাবণ
আর কেবা উহার সংহতি।
হাতে ধনু সুরচিত ঐ পুত্র ইন্দ্রজিৎ
সঙ্গেতে উহার সেনাপতি ॥
কুম্ভনিকুম্ভ দুজন কুম্ভকর্ণের নন্দন
সঙ্গে সৈন্য আইল অপার।
সারদাচরণ সেবি কৃত্তিবাস মহাকবি
রামায়ণ করিল প্রচার ॥



রাবণের প্রথম দিনের যুদ্ধ

বিভীষণ কহিছে লঙ্কার সমাচার।
রাম বলে, বিভীষণ, হও আগুসার ॥
জিজ্ঞাসা করিল যদি প্রভু রঘুনাথ।
কটক চিনায়ে দেয় তুলি ডানিহাত ॥
রাবণের ধনু ওই রতনে খচিত।
রাজার দক্ষিণে ঐ কুমার ইন্দ্রজিৎ ॥
মেঘসম অঙ্গ তাম্রবর্ণ দ্বিলোচন।
নাগপাশে বেঁধেছিল তোমা দুইজন ॥
নগেন্দ্রদেবেন্দ্র-আদি রণে পরাভব।
কোটি ইন্দ্র জিনি দশাননের বৈভব ॥
এমন ঐশ্বর্য্য বুঝি হারায় রাবণ।
তোমাসহ সংগ্রামে বাঁচিবে কোন্ জন ॥
রাবণেরে দেখিয়া সুগ্রীব জ্বলে কোপে।
রুষিয়া সুগ্রীবরাজা যায় বীরদাপে ॥
কুপিয়া সুগ্রীব সে পর্ব্বতে দিল টান।
একটানে উপাড়ে পর্ব্বত একখান ॥
ঘুরায় পর্ব্বত গোটা অতিশয় রোষে।
গর্জ্জিয়া হানিল বীর রাবণ-উদ্দেশে ॥
কোপেতে রাবণ এড়ে দশ গোটা বাণ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খান খান ॥
ব্যর্থ গেল পর্ব্বত সুগ্রীবরাজা দেখে।
কোপেতে রাবণ বাণ যুড়িল ধনুকে ॥
তিনশত বাণ তেঁহ যুড়িল ধনুকে।
গর্জ্জিয়া মারিল বাণ সুগ্রীবের বুকে ॥
বাণ খেয়ে সুগ্রীব সঘনে ঘুরে বুলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্বপুণ্যফলে ॥
সুগ্রীব হারিল যদি পলায় বানর।
কোপেতে ধনুক করে নিল রঘুবর ॥
সন্ধান পূরিয়া যান করিবারে রণ।
হেনকালে যোড়হাতে বলেন লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, তুমি থাক বসে।
আমি দশাননে মারি চক্ষুর নিমিষে ॥
রাম বলে কত সন্ধি জানহ লক্ষ্মণ।
রাবণসম্মুখে যুদ্ধ সংশয় জীবন ॥
বাহুবলে ত্রিভুবন জিনিল রাক্ষস।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ না কর সাহস ॥
তথাপি লক্ষ্মণ যান পূরিয়া সন্ধান।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলে হনূমান ॥
হনূমান বলে তুমি তিষ্ঠহ লক্ষ্মণ।
কৌতুক দেখহ আমি মারিব রাবণ ॥
আমার সংগ্রামে যদি পায় সে নিস্তার।
তবে ত লক্ষ্মণ তব যুঝিবার ভার ॥
লক্ষ্মণের পদধূলি হনূ লয়ে মাথে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রাবণের রথে ॥
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর পরমসন্ধানী।
সারথির কেড়ে লয় হাতের পাঁচনী ॥
দেবতাদি জিন বেটা ব্রহ্মার কারণ।
বানর হইয়া তোর বধিব জীবন ॥
হের মুণ্ড মোর যেন সুমেরুর চূড়া।
হের পদ মোর যেন কৈলাসের গোড়া ॥
হের হস্ত মোর যেন পর্ব্বতের সার।
হাতের অঙ্গুলি হের সর্পের আকার ॥
হের হের নখ মোর বজ্রের সোসর।
একচড়ে পাঠাইব তোরে যমঘর ॥
রাবণ বলে তোরে পেলে অন্যে নাহি কথা।
পড়িলি আমার হাতে যাবি আর কোথা ॥
হনূ বলে তোরে কি মারিব এইক্ষণে।
পূর্ব্বে মারিয়াছি বেটা ভেবে দেখ্ মনে ॥
অক্ষয়কুমারে মেরে পোড়ালাম শোকে।
সে শোক রাবণ তোর বিন্ধিয়াছে বুকে ॥
আপনা পাসরে কোপে বীর হনূমান।
রাবণে চাপড় মারে বজ্রের সমান ॥

চাপড় খাইয়া রাবণ হৈল অচেতন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ ব্রহ্মার কারণ॥
সম্বিৎ পাইয়া পুনঃ উঠিল সত্বর।
ডাক দিয়া হনুমানে করিছে উত্তর॥
রাবণ বলে বানরা তুই বড় বীর।
তোর চাপড়েতে মোর কাঁপিল শরীর॥
হনুমান বলে মোর কিসের বাখান।
মোর চাপড়েতে তোর রহিল পরাণ॥
তোরে মারিলাম বেটা উঠে তোর রথে।
হারি সিদ্ধ হলো তোর সবার সাক্ষাতে॥
আপনা পাসরে কোপে রাজা সে রাবণ।
হনুরে চাপড় মারে করিয়া গর্জ্জন॥
হনুমানবুকে লাগে সে বজ্রচাপড়।
রথ হৈতে পড়ে হনু করে ধড়ফড়॥
ভূমে পড়ি হনুমান ঘুরে ঘুরে বুলে।
হনুমানে ছাড়ি বিন্ধে সেনাপতি নলে॥
সম্বিৎ পাইয়া উঠে বীর হনুমান।
ডাকিয়া রাবণে বলে হও সাবধান॥
রাক্ষস রাবণ তোর এই বীরপনা।
মোর সনে যুদ্ধ করে অন্যে দাও হানা॥
হনুমান যত বলে রাবণ না শুনে।
নীল সেনাপতি বিন্ধে আপনার মনে॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখা চোখা শর।
নীলেরে বিন্ধিয়া বীর করিল জর্জ্জর॥
আপন রক্তেতে তিতে নীল সেনাপতি।
কেমনে জিনিব রণ করেন যুকতি॥
দীর্ঘাকার নীলবীর যেমন দেউল।
মায়া করি নীলবীর হইল নেউল॥
নেউলপ্রমাণ বীর হইল মায়াতে।
একলাফে পড়ে গিয়া রাবণের রথে॥
রাবণের রথে পড়ি নাহি করে ডর।
নীলের বিক্রম দেখি রাবণ ফাঁফর॥
নীলেরে মারিতে ধনুকেতে বাণ যোড়ে।
লম্ফ দিয়া নীল গিয়া রথধ্বজ ধরে॥
মাথা তুলি রাবণ সে উপরে নেহালে।
নীলবীর পড়ে তার ধনুকের হুলে॥
নীলবীরে ধরিবারে রাবণ চিন্তিল।
লাফ দিয়া নীল তার মস্তকে উঠিল॥
নীলেরে ধরিতে হাত বাড়ায় রাবণ।
মাথা হৈতে মুকুটে উঠিল তত্‌ক্ষণ॥
রাবণের মুকুট শোভিছে সারি সারি।
মুকুট উপরে বেড়াইছে ঘুরিফিরি॥
মায়া করি বেড়ায় রাবণে দিয়া ফাঁকি।
ঘন পাকে ঘুরে যেন নাচনীয়া পাখী॥
কুড়িচক্ষে চায় তবু না দেখে রাবণ।
চাহে পুনঃ পুনঃ নাহি পায় দরশন॥
ক্ষণেক দেখিতে পায় চক্ষুর নিমিষে।
ধরি ধরি মনে করে স্থানান্তরে আসে॥
নানা মায়া জানে বীর মায়ার নিদান।
নেউলপ্রমাণে বীর ফিরে স্থানে স্থান॥
কুপিল সে নীলবীর বুদ্ধির সাগর।
লাথি মারে রাবণের মুকুট উপর॥
ভাগ্যবলে রাবণের রহে দশমাথা।
বহুমতে রাবণের করিল অবস্থা॥
নীলের বিক্রম যেন সিংহের প্রতাপ।
রাবণের মস্তকেতে করিল প্রস্রাব॥
রাবণের মুকুটেতে নীলবীর মুতে।
মুখ বয়ে পড়ে মূত্র সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে॥
প্রস্রাবের ধারা বহে রাবণ-অঙ্গেতে।
আভরণ কুঙ্কুম ভাসিয়া গেল স্রোতে॥
দেখিয়া তা দেবগণ দিল টিটকারী।
কুপিল রাবণরাজা লঙ্কা-অধিকারী॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ আছে ত সন্ধানে।
দেখিতে না পায় বাণ মারিবে কেমনে॥
একবার মায়া করি উঠে মুকুটেতে।
আরবার লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রথে॥
মুকুট হইতে রথে যেতে পড়ে ছায়া।
সন্ধান পুরিয়া ভাঙ্গিল নীলের মায়া॥
বাণ খেয়ে নীলবীর পড়ে ভূমিতলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্বপুণ্যফলে॥
নীলবীর হনুমান হইল বিমুখ।
লক্ষ্মণ আইল রণে পাতিয়া ধনুক॥
লক্ষ্মণ বলেন তোর বুঝি বীরপণ।
আমার সঙ্গেতে যুদ্ধ করহ রাবণ॥
লক্ষ্মণের কথায় রাবণরাজা হাসে।
পলা রে তপস্বী বেটা প্রাণ লয়ে দেশে॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাধে দোঁহে মহাবলী॥
দুইশত বাণ এড়ে রাজা দশানন।
বাণেতে কাটিয়া পাড়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥

ব্যর্থ গেল বাণ সব চিন্তিত রাবণ।
লক্ষ্মণ উপরে করে বাণবরিষণ॥
তিনশত বাণ মারে যুড়িয়া ধনুকে।
ফুটে তিনশত বাণ লক্ষ্মণের বুকে॥
বুকে ফুটে বাণের যে বিন্ধি রহে ফলা।
লক্ষ্মণের অঙ্গে যেন রক্তপদ্মমালা॥
বাণে বাণে লক্ষ্মণের নাহি চলে দৃষ্টি।
খসে পড়ে লক্ষ্মণের ধনুকের মুষ্টি॥
সম্বরিয়া লক্ষ্মণ সুস্থির কৈল বুক।
কাটিলেন রাবণের হাতের ধনুক॥
কাটা গেল ধনুক বানরগণ হাসে।
আর ধনু লয় রাবণ চক্ষুর নিমিষে॥
লক্ষ্মণ উপরে করে বাণবরিষণ।
আচ্ছাদিল রাবণের বাণেতে গগন॥
কোপ করি লক্ষ্মণ ধনুকে দিলা চাড়া।
কাটিলা রাবণের রথের অষ্টঘোড়া॥
ঘোড়া কাটা গেল বথ হইল অচল।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিতল॥
পড়িল সারথি অশ্ব দেবগণ হাসে।
আর রথ যোগাইল চক্ষুর নিমিষে॥
লাফ দিয়া দশানন সেই রথে চড়ে।
তিনশত বাণ তবে একেবারে যোড়ে॥
দেখিয়া গন্ধর্ব্ববাণ যুড়িল লক্ষ্মণ।
রাবণের যত বাণ কৈল নিবারণ॥
লক্ষ্মণরাবণ করে বাণবরিষণ।
দুজনার বাণে ঢাকে রবির কিরণ॥
দুইজনে বাণ বর্ষে নাহি লেখাজোখা।
প্রাণপণে মারে বাণ যার যত শিক্ষা॥
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বাণ ব্রহ্মজাল।
চারিদিকে পড়ে যেন অগ্নির উথাল॥
অরুণ বরুণ বাণ বাণ খরশান।
অগ্নিবাণ যমবাণ যমের সমান॥
সূচীমুখ শিলীমুখ বাণ বিরোচন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত ঘোরদরশন॥
কালদন্ত ঐষীক দীর্ঘ কর্ণিকার।
খুরপার্শ্ব শেলান্তক অতি তীক্ষ্ণধার॥
নীল হরিতাল বাণ বিকটদর্শন।
অর্দ্ধচন্দ্র চন্দ্রবাণ সাক্ষাৎ শমন॥
এত বাণ দুইজনে করে অবতার।
দশদিক জলস্থল হৈল অন্ধকার॥

লক্ষ্মণ বরিষে বাণ তারা যেন ছুটে।
রাবণের হাতের ধনুকখান কাটে॥
আর যে পঞ্চাশ বাণে পূরিল সন্ধান।
রাবণের বুকে বাজে বজ্রের সমান॥
খাইয়া পঞ্চাশ বাণ ভাবে মনে মনে।
ব্রহ্মা দিয়াছেন শেল তাহা পড়ে মনে॥
মন্ত্র পড়ি রাবণ সে শেলপাট এড়ে।
যমের দোসর শেল দেখি প্রাণ উড়ে॥
শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে লাগিল চমৎকার॥
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ শেল কাটিবারে।
ঠেকিয়া শেলের মুখে ভস্ম হয়ে পড়ে॥
রোখা নাহি যায় শেল ব্রহ্মার যে বরে।
বায়ুবেগে যায় শেল লক্ষ্মণ উপরে॥
পড়িল লক্ষ্মণবীর শেলের আঘাতে।
পুনরায় শেল যায় রাবণের হাতে॥
লক্ষ্মণ পড়িল রণে হয়ে অচেতন।
কুড়িহস্তে লক্ষ্মণেরে ধরিল রাবণ॥
রথে তুলে লঙ্কার ভিতরে লৈতে চায়।
শতমেরু ভার হৈল লক্ষ্মণের কায়॥
কুড়িহাতে টানিছে লঙ্কার অধিপতি।
নাড়িতে লক্ষ্মণবীরে নহিল শকতি॥
হাত দিয়া কটিতে ভাবিছে দশানন।
জটিল তপস্বী বেটা ভারি কি এমন॥
তুলিলাম হিমালয় পর্ব্বত মন্দর।
তা হতে মানুষ বেটা গুরুতর ভার॥
তুলিলাম কৈলাস পর্ব্বত বামহাতে।
কুড়িহস্তে লক্ষ্মণেরে না পারি নাড়িতে॥
লক্ষ্মণে নাড়িতে নারে হৈল অপমান।
দূর হৈতে দেখে তাহা বীর হনুমান॥
রাবণের গালেতে মারিল এক চড়।
চড় খেয়ে দশানন উঠি দিল রড়॥
চড় খেয়ে দশানন লাগিল ঘুরিতে।
ঘুরিতে ঘুরিতে রাবণ চড়ে গিয়া রথে॥
পলাইল রাবণ দেখিয়া হনুমানে।
করিয়া পাথালিকোলা তুলিল লক্ষ্মণে॥
বৈরিস্পর্শে হয়েছিলা পর্ব্বতের ভার।
সেবকের হাতে হৈলা তুলার আকার॥
লক্ষ্মণে রাখিল লয়ে শ্রীরামের পাশে।
ধেয়ানে জীয়ান রাম চক্ষুর নিমিষে॥

রামরাবণের প্রথম যুদ্ধ

রাবণ বসিয়া আছে আপনার রথে।
সংগ্রামেতে যান রাম ধনুর্ব্বাণহাতে॥
রাবণে মারিতে যান পূরিয়া সন্ধান।
হেনকালে যোড়হাতে বলে হনূমান॥
রথেতে যুঝে রাবণ শ্রম নাহি জানে।
ভূমিতে থাকিয়া তুমি যুঝিবে কেমনে॥
মোর পৃষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহণ।
আমার পৃষ্ঠেতে চড়ে মারহ রাবণ॥
হনূমানপৃষ্ঠেতে চড়েন রঘুবর।
ঐরাবতে বার যেন দিলা পুরন্দর॥
রাবণে বলেন রাম উপজিয়া ক্রোধ।
যত দুঃখ দিলি আজি লব তার শোধ॥
দশমুখ সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে।
দশমুণ্ড কাটিয়া বধিব আজি তোরে॥
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর যত দেবে দেখে।
পড়েছিস মোর হাতে কার সাধ্য রাখে॥
রামের বচনে রাবণ না করে উত্তর।
হনূমানে দেখিয়া কুপিল লঙ্কেশ্বর॥
অক্ষকুমারে মারে পোড়ায় লঙ্কাপুরী।
বদ্ধ আছে ঘরপোড়া এই বেলা মারি॥
বন্দী হইয়াছে বেটা পৃষ্ঠে লয়ে রাম।
আজি দিব প্রতিফল করিয়া সংগ্রাম॥
নিজ বুদ্ধে বাঁধা গেছে আপনা আপনি।
নড়িতে চড়িতে নারে এই বেলা হানি॥
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে চোখা চোখা শর।
বাণে বিন্ধি হনূমানে করিল জর্জ্জর॥
যুঝিতে না পারে হনূ পৃষ্ঠেতে শ্রীরাম।
বাণ ফুটে হনূর ছুটিল কালঘাম॥
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে হনূর বুকেতে।
ক্রোধে হনূমান বীর লাগিল ফুলিতে॥
দশযোজন দেহ সে কৈল পরিসর।
দীর্ঘে ত্রিশ যোজন হৈল কলেবর॥
লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ।
হনূমানের লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ॥
হনূমানের লেজ দেখে রাবণের ভয়।
বালিরাজ মত পাছে লেজে বেন্ধে লয়॥
রঘুনাথ বাণ এড়ে জ্বলন্ত আগুনি।
কাটিল সকল বাণ পরমসন্ধানী॥
শ্রীরাম ঐষীকবাণ যুড়েন ধনুকে।
সন্ধান পুরিয়া মারে রাবণের বুকে॥
বাণ খেয়ে দশানন হৈল অচেতন।
ক্ষণেকে সম্বিৎ পায় রাজা সে রাবণ॥
ডাক দিয়া রাম বলে শুন রে রাবণ।
মোর বাণ খেয়ে তুই হলি অচেতন॥
আজি না মারিয়া তোর ছিন্ন করি বেশ।
লোকতা লইয়া যাহ যেমন সন্দেশ॥
রঘুবংশে জন্ম মোর রামনাম ধরি।
একদিন রণে আমি বৈরী নাহি মারি॥
আজি তোরে মারিলে বিবাদ ঘুচে যাবে।
জ্ঞাতিবন্ধু-আদি তোর অনেক বাঁচিবে॥
একলক্ষ পুত্র তোর সওয়ালক্ষ নাতি।
একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি॥
শেষে তোরে বধিব করিয়া লণ্ডভণ্ড।
বিভীষণ উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥
সভাখণ্ড সহিতে রামের কথা শুনে।
অর্দ্ধচন্দ্রবাণ রাম পূরেন সন্ধানে॥
বাণে দশদিক আলো অগ্নি হেন ছুটে।
দশমাথার মুকুট একবাণে কাটে॥
কাটা গেল মুকুট খসিল দশ পাগ।
ভঙ্গ দিল দশানন নাহি পায় লাগ॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা সে রাবণ।
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরিত গমন॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সত্বরে সারথি।
লঙ্কার ভিতরে রথ নিল শীঘ্রগতি॥
কাটা গেল মুকুট পলায় দশানন।
ধর ধর ডাক ছাড়ে যত কপিগণ॥
কৃত্তিবাসী কবিত্ব শুনিতে বড় রঙ্গ।
লঙ্কাকাণ্ডে গান গীত রাবণের ভঙ্গ॥



কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ

ভঙ্গ দিয়া গেল রাবণ পেয়ে অপমান।
পাত্রমিত্র লয়ে বৈসে করিয়া দেয়ান॥
ত্রিশকোটি সেনাপতি চৌদিকে বেষ্টন।
সভামধ্যে সিংহাসনে বসিল রাবণ॥
রাবণ বলে বুঝিলাম দেবতার ফন্দি।
এতদিনে ফলিল সে যা বলিল নন্দী॥

কুবেরে জিনিয়া আসি কৈলাসশিখরে।
নন্দী দাঁড়াইয়া ছিল শিবের দুয়ারে॥
শিবদুর্গাদরশনে বাসনা আমার।
বিস্তর কহিনু নন্দী না ছাড়িল দ্বার॥
বিকৃত বানরমুখ নন্দী যে দুয়ারী।
মুখপানে চাহি তারে দিনু টিটকারী॥
কোপ করি নন্দী মোরে দিল অভিশাপ।
সেই শাপে পাই এত মনেতে সন্তাপ॥
নন্দী কহিলেক আমি শিবের কিঙ্কর।
মোরে উপহাস কর দুষ্ট নিশাচর॥
কপিমুখ দেখি তুই কৈলি উপহাস।
এই মুখে হবে তোর সবংশে বিনাশ॥
ফলিল নন্দীর শাপ এতদিন পরে।
পরাজয় করিলেক বনের বানরে॥
করেছি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর॥
এই বর দিলা ব্রহ্মা হইয়া সদয়।
যক্ষরক্ষদেবতাগন্ধর্ব্বে নাহি ভয়॥
সবারে জিনিব রণে মাগিলাম বর।
সবেমাত্র বাকী ছিল নর ও বানর॥
ভেবেছিনু ভক্ষ্যমধ্যে এরা দুইজন।
কে জানে বানরনর দুর্জ্জয় এমন॥
পুনঃ ব্রহ্মা বর দিলা অনুকূল হয়ে।
কাটামুণ্ড যোড়া যাবে স্কন্ধেতে আসিয়ে॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বেতে তোর নাহি ডর।
সবংশে মারিবে তোরে নর ও বানর॥
ব্রহ্মার বচন মোরে কভু নহে আন।
এতদিনে পাইলাম বড় অপমান॥
সর্ব্বাঙ্গ পুড়িছে মোর মনুষ্যের বাণে।
রাজা হয়ে হারিলাম জিনে কোন্ জনে॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ জাগিবেক কবে।
বিচার করিয়া দেখ সভাখণ্ড সবে॥
যায় অর্দ্ধ লঙ্কাপুরী কুম্ভকর্ণভোগে।
ছয়মাস নিদ্রা যায় একদিন জাগে॥
পাঁচমাস গত নিদ্রা একমাস আছে।
আজি লঙ্কা মজিলে কি করিবে সে পাছে॥
কুম্ভকর্ণে জাগাইতে করহ যতন।
প্রাণসত্ত্বে মোর যেন হয় সচেতন॥
এত যদি আজ্ঞা দিল রাজা লঙ্কেশ্বর।
তিনলক্ষ রক্ষঃ চলে কুম্ভকর্ণবর॥
ভক্ষ্যদ্রব্য মদ্যমাংস অনেক প্রকার।
সুগন্ধ চন্দন পুষ্প আনে ভারে ভার॥
পালে পালে মহিষহরিণ আনে কত।
ছাগল গাড়র নাহি হয় পরিমিত॥
সোণার নির্ম্মিত গৃহ অতি মনোহর।
বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত বিচিত্র বহুতর॥
সারি সারি সোণার কলস সব কাজে।
নেতের পতাকা উড়ে জয়ঘণ্টা বাজে॥
ত্রিশযোজন ঘরখান দীর্ঘনিরূপণ।
আড়ে দশ যোজন দেখিতে সুগঠন॥
চারিক্রোশ যুড়ে দ্বার আড়েতে নির্ণয়।
দীর্ঘেতে যোজন-অষ্ট দৃষ্টি নাহি হয়॥
চারিদিকে এইরূপ দ্বার শোভে চারি।
মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ শোভিছে সারি সারি॥
রত্নখাটে কুম্ভকর্ণ ঘুমে অচেতন।
নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয়পবন॥
দুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষস আসে।
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিশ্বাসে॥
টানিয়া প্রশ্বাস যবে লয় নিশাচর।
রাক্ষস কতেক ঢোকে নাকের ভিতর॥
যে সব রাক্ষস জানে সন্ধি উপদেশ।
অনেক শক্তিতে ঘরে করিল প্রবেশ॥
অঙ্গভঙ্গে আলস্যে যখন তুলে হাই।
মুখের গহ্বর যেন বড় গড়খাই॥
কিরূপে কুম্ভকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ।
কতশত নিশাচর করে কত রঙ্গ॥
বাজাইল লক্ষঢাক চারিদিকে বেড়ে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে॥
ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বুকে।
সুগন্ধ শীতলে আরো নিদ্রা যায় সুখে॥
বাজায় কর্ণের কাছে তিনলক্ষ শাঁখ।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক॥
শাঁখনাকগর্জ্জনে গভীর মহাশব্দ।
শঙ্কায় লঙ্কার লোক হয়ে রহে স্তব্ধ॥
পালে পালে আনিল ছাগলগাড়র।
প্রবেশ করায় তার নাকের ভিতর॥
তিল-অর্দ্ধ নাসারন্ধ্রে রহিতে না পারে।
নিশ্বাসে পড়িল উড়ে দিগ্ দিগন্তরে॥
যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে।
ব্রহ্মাবরে নিদ্রা যায় কিছু নাহি জানে॥

রাবণগোচরে বার্ত্তা কহিল সত্বরে।
রাজাজ্ঞাতে রাক্ষসেরা চারিভিতে মারে॥
রাজভ্রাতা বলি কেহ নাহি করে ডর।
বুকের উপরে মারে বৃক্ষ ও প্রস্তর॥
মুষলমুদ্গর কেহ অঙ্গে মারে তেজে।
সাঁড়াসিতে মাংস টানে শেলশূল গোঁজে॥
কেহ কামড়ায় কেহ চুলে ধরি টানে।
ব্রহ্মাবরে নিদ্রা যায় কিছুই না জানে॥
মার খেয়ে কুম্ভকর্ণ হইল বিবর্ণ।
সকল রাক্ষস বলে মৈল কুম্ভকর্ণ॥
মহোদর বলে এক যুক্তি মনে গণি।
মদিরামাংসের দেহ খুলিয়া ঢাকনি॥
জাগাইতে না পারিবে এ সব প্রবন্ধে।
আপনি জাগিবে বীর মদ্যমাংসগন্ধে॥
অনন্ত বাসুকি যেন মেলিলেক হাই।
চন্দ্রসূর্য্য দুইচক্ষু দেখিয়া ডরাই॥
ঘূর্ণিতলোচন বীর উঠে বৈসে খাটে।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে তবে কুম্ভকর্ণ উঠে॥
শয্যায় বসিয়া বীর নিশাচরে বলে।
কি লাগিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিলি অকালে॥
অকালে জাগালি মোরে ছোট নহে কাজ।
কোন্ বেটা লঙ্ঘিল রাবণমহারাজ॥
ধেয়ে গিয়ে রাবণেরে বলে নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ জাগিলেন শুন লঙ্কেশ্বর॥
ভাইকে দেখিতে হৈল রাবণের সাধ।
কুম্ভকর্ণে জানাইল রাবণসংবাদ॥
শয্যা হৈতে উঠি বীর চক্ষে দিল পানি।
ভক্ষণের দ্রব্য দিল থরে থরে আনি॥
মদ্যপান করিলেক সাতাশ কলসী।
পর্ব্বতপ্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥
হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে।
বারোতের শত পশু খায় একেবারে॥
কুম্ভকর্ণ বলে বুঝিলাম অনুমানে।
অকালে জাগায় মোরে যাহার কারণে॥
কোন্ লাজে ইন্দ্র বেটা দিতে এলো হানা।
বারে বারে হেরে যায় না ভাবে ভাবনা॥
আছুক ইন্দ্রের কাজ যম যদি আসে।
যম হয়ে তাহারে গিলিব একগ্রাসে॥
বিরূপাক্ষ রাক্ষস সে ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
যোড়হাতে কহে কুম্ভকর্ণবিদ্যমান॥

দেবে কোপ না কর নির্দ্দোষী পুরন্দর।
প্রমাদ পাড়িল এত নর ও বানর॥
সূর্পণখা গিয়াছিল পঞ্চবটীবনে।
অগ্রে তার নাককাণ কাটিল লক্ষ্মণে॥
শ্রীরামের সীতা রাজা আনে সেই রোষে
সাগর ডিঙ্গায়ে হনূ লঙ্কাপুরে আসে॥
লঙ্কা দগ্ধ করিল বানর হনূমান।
থাকিতে লঙ্কায় তুমি এত অপমান॥
প্রমাদ করিছে নরবানর আসিয়ে।
রাজাপ্রজা রহিয়াছে তব মুখ চেয়ে॥
কুম্ভকর্ণ বলে আগে জিনে আসি রণ।
তবে ত ভেটিব গিয়া ভাই দশানন॥
এত বলি কুম্ভকর্ণ চলে রণমুখে।
মহোদর ভাই গিয়া কহিছে সম্মুখে॥
রাজার নাহিক আজ্ঞা রণে দিতে হানা।
কেমনে যাইবে যুদ্ধে না করে মন্ত্রণা॥
যাত্রাকালে কুম্ভকর্ণ আরো খেতে চায়।
রাজভোগ দ্রব্য আনি রাক্ষসে যোগায়॥
বহুদিন অনাহারে খায় বাড়াবাড়ি।
মদ খেয়ে উঘাড়িল সাতশত হাঁড়ি॥
নহে সে সামান্য হাঁড়ি কি কব বাখান।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান॥
মহারক্ত কত খাইল সংখ্যা নাহি হয়।
পালে পালে শূকর মনুষ্য কুড়ি ছয়॥
যাত্রা করি চলিলেন কুম্ভকর্ণবীর।
মেঘ হৈতে সূর্য্য যেন হইল বাহির॥
পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর।
প্রাচীর জিনিয়া কুম্ভকর্ণের শরীর॥
চলে যায় পথে যেন সুমেরুসমান।
দেখিয়া ত বানরের উড়িল পরাণ॥
দরশনে ভঙ্গ দিল যত কপিগণ।
আশ্বাসিয়া রাখিল রাক্ষস বিভীষণ॥
বিভীষণের আশ্বাসে রহিল কপিগণে।
রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে॥
এতদিন কোথা ছিল এই মহাবীর।
ত্রিভুবন জিনিয়া ত দুর্জ্জয় শরীর॥
না বুঝি কটক আমি করিয়াছি পার।
ইহার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার॥
বিভীষণ বলে শুন রাম রঘুবর।
কুম্ভকর্ণ নামেতে মধ্যম সহোদর॥

ব্রহ্মার বরেতে রাজা দশানন যুঝে।
কুম্ভকর্ণবীর যুঝে আপনার তেজে॥
গদাহাতে কুম্ভকর্ণ যদি করে রণ।
একদণ্ডে জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন॥
কুম্ভকর্ণ ভূমিষ্ঠ হইল যেই কালে।
সূতিকাঘরের নারীগণে ধরি গিলে॥
স্বর্গবিদ্যাধরী-আদি বিস্তর রূপসী।
ধরে ধরে খাইল অনেক মুনিঋষি॥
কোপ করি পুরন্দর বজ্র-অস্ত্র হানে।
বজ্র-অস্ত্র গিলেছিল অমরের রণে॥
ঐরাবতের দন্ত উপাড়ি একটানে।
সেই দন্ত প্রহারিল সহস্রলোচনে॥
মূর্চ্ছা যেয়ে পড়ে ইন্দ্র ধরণী উপর।
অমর বলিয়া তাই বাঁচে পুরন্দর॥
কুম্ভকর্ণকথা শুন রাজীবলোচন।
গোকর্ণপুরেতে তপ করি তিনজন॥
ব্রহ্মা বর দিলা তবে ভাই তিনজনে।
প্রথমে দিলেন বর জ্যেষ্ঠ দশাননে॥
ব্রহ্মা বলে ত্রিভুবন জিনিবে রাবণ।
নরবানরের হাতে সবংশে নিধন॥
তুষ্ট হয়ে আমারে বিধাতা দিলা বর।
সেই বরে আমি দেখ হয়েছি অমর॥
বর দিতে গেল ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণস্থান।
ইন্দ্র-আদি দেবতার উড়িল পরাণ॥
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখি লাগে ডর।
সৃষ্টিনাশ করিবে ব্রহ্মার পাইলে বর॥
যতেক দেবতাগণ হয়ে একমতি।
যুক্তি করি পাঠাইলা দেবী সরস্বতী॥
দেবী গিয়া বসিলেন কণ্ঠের উপর।
ব্রহ্মা বলে, কুম্ভকর্ণ, চাহ কোন্ বর॥
কুম্ভকর্ণ বলে, ব্রহ্মা, নাহি চাহি আন।
চিরকাল নিদ্রা যাই করহ বিধান॥
ব্রহ্মা বলে দিলাম বর চাহিলে যেমন।
দিবানিশি নিদ্রা যাহ হয়ে অচেতন॥
বর শুনি শোকাকুল হইল রাবণ।
কান্দিয়া ধরিল গিয়া ব্রহ্মার চরণ॥
রাবণ বলে তুমি সৃষ্টি সৃজিলে আপনি
আপনি বিনাশ কেন কর পদ্মযোনি॥
তোমার বচন কভু না হইবে আন।
নিদ্রাজাগরণ, প্রভু, করহ বিধান॥
ব্রহ্মা বলে দিনু বর শুনহ রাবণ।
ছয়মাস নিদ্রা একদিন জাগরণ॥
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত আহার।
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হলে সে দিন সংহার॥
এত বলি চতুর্ম্মুখ করিল গমন।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় হইল অচেতন॥
স্কন্ধে করি নিবাসে আইনু দুইভাই।
কুম্ভকর্ণকথা এই শুনহ গোঁসাই॥
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ আজি হয়েছে উহার।
অবশ্য তোমার হাতে হইবে সংহার॥
শুনি হরষিত হৈল শ্রীরামলক্ষ্মণ।
কুম্ভকর্ণ গেল তবে ভেটিতে রাবণ॥
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া রাবণ কুতূহলী।
সিংহাসন হৈতে উঠে করে কোলাকুলি॥
কুম্ভকর্ণ রাবণের বন্দিল চরণ।
বসিতে দিলেক রাজা রত্নসিংহাসন॥



রাবণের সহিত কুম্ভকর্ণের কথোপকথন

কুম্ভকর্ণ বলে তব কারে এত ডর।'
আজ্ঞা কর কাহারে পাঠাব যমঘর॥
আমি থাকিতে তোমার কারে নাহি ডর
কতবার জিনিয়াছি যমপুরন্দর॥
সাগর শুষিব আজি খাইব আগুনি।
শূলে খান খান করে কাটিব মেদিনী॥
চন্দ্রসূর্য্যে চিবাইয়া ফেলাইব দাঁতে।
পৃথিবী উপাড়ি ফেলাইব খরস্রোতে॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী করিব খণ্ড খণ্ড।
ত্রিভুবন উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥
এতেক বলিয়া বীর জিজ্ঞাসে তখন।
নরবানরের সঙ্গে যুদ্ধ কি কারণ॥
রাবণ বলে নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন।
কিরূপেতে জানিবে এতেক বিবরণ॥
তিন সহোদর মোরা ভগ্নী মাত্র একা।
জননীর আদরের কন্যা সূর্পণখা॥
বিধবা হইয়া ভগ্নী কান্দিল বিস্তর।
মনে মনে বাসনা থাকিতে স্বতন্তর॥
শিবের সাধনাহেতু রহে স্থানান্তরে।
স্থান দিয়া রাখিলাম সাগরের পারে॥

সঙ্গে দিলাম দুইভাই খর ও দূষণ।
চৌদ্দহাজার রাক্ষস তাহার ভিড়ন ॥
এইরূপে সূর্পণখা কিছুদিন থাকে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই, কি কব তোমাকে ॥
দশরথরাজা ছিল অযোধ্যায় ধাম।
চারিপুত্র হয় তার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম ॥
ভরতেরে দিল রাজ্য না দিল তাহারে।
দুর্ভাগার পুত্র বলি দিল দূর করে ॥
বনেতে আইল রাম হইয়া সন্ন্যাসী।
সঙ্গেতে লক্ষ্মণভাই ভার্য্যা সে রূপসী ॥
কুঁড়ে বেঁধে ছিল বেটা পঞ্চবটীবনে।
সূর্পণখা গিয়াছিল পুষ্প-অন্বেষণে ॥
কাটে নাককাণ সূর্পণখার লক্ষ্মণ।
পরিতাপে যুদ্ধ করে খর ও দূষণ ॥
রামচন্দ্র যুদ্ধ করি মারে সর্ব্বজনে।
ভগ্নী এসে কান্দিলেক ধরিয়া চরণে ॥
সূর্পণখাপরিতাপ সহিতে না পারি।
আমি গিয়া হরিয়া এনেছি তার নারী ॥
বুঝিতে না পারি বেটা ফেরে কত রঙ্গে।
মিতালি করিল গিয়া বানরের সঙ্গে ॥
সুগ্রীব বালির ভাই কিষ্কিন্ধ্যায় থাকে।
সঞ্চয় কৈল কটক সেবা করি তাকে ॥
আজ্ঞাকারী করিয়াছে যত কপিগণে।
বুড়া এক ভল্লুক মিলেছে তার সনে ॥
সেই বেটা কুমন্ত্রণা দেয় নিরন্তর।
বৃক্ষপাথরেতে বান্ধে অলঙ্ঘ্য সাগর ॥
সেই বাঁধ বয়ে কপি এসেছে অপার।
ঘেরেছে কনকলঙ্কা চারিটা দুয়ার ॥
বসেছে পশ্চিমদ্বারে সে রামলক্ষ্মণ।
বড় বড় নিশাচরে করিল নিধন ॥
বড়ই দুষ্কর নরবানরের রণ।
বিপদে পড়িয়া তোমা করেছি চেতন ॥
কুম্ভকর্ণ বলে শুন ভাই দশানন।
শুনালে আশ্চর্য্য কথা এ আর কেমন ॥
রামলক্ষ্মণ যদি সামান্য হৈত নর।
জলের উপরে কেন ভাসিবে পাথর ॥
বনের বানর বদ্ধ যে রামের গুণে।
সামান্য মনুষ্য তাঁরে না ভাবিহ মনে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে হেন লয় মম মন।
মায়াতে মনুষ্যরূপ দেবনারায়ণ ॥
রাবণ বলে রাম যদি দেবনারায়ণ।
সন্ন্যাসীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম হইবে তপস্বী।
রাবণ বলে কেন নাহি হয় তীর্থবাসী ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম হবে রাজার বেটা।
রাবণ বলে কেন সে মাথায় ধরে জটা ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম ব্যাধ হৈতে পারে।
রাবণ বলে কেন তবে যজ্ঞসূত্র ধরে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম হবে ব্রহ্মচারী।
রাবণ বলে তবে কেন সঙ্গে তার নারী ॥
রাবণ বলিছে রাম কিসের ব্রহ্মচারী।
ভক্তিতে ডাকিলে যায় চণ্ডালের বাড়ী ॥
দিন পাঁচছয় ছিল পঞ্চবটীমূলে।
সেখানে পাকাল জটা আঠা মেখে চুলে।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দর।
শঙ্কাতে আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর ॥
মনুষ্য হইয়া বেটার এত অহঙ্কার।
বানরের সহায়ে সাগর হৈল পার ॥
বলিতে না পারি এ কি দৈবের ঘটনা।
যত সব কপি লয়ে রামের মন্ত্রণা ॥
আছিল সাগর সেই অগাধ গভীর।
আপনার তেজেতে আপনি নহে স্থির ॥
রত্নাকর ভীত হৈল মনুষ্যের আগে।
যোড়হস্ত করিয়া বন্ধন নিল মেগে ॥
এতদিনে অপযশ হৈল রত্নাকরে।
বৃক্ষপাথরেতে বান্ধে নর ও বানরে ॥
বীর নাই লঙ্কাতে ভাণ্ডারে নাহি ধন।
এতেক প্রমাদ তব নিদ্রার কারণ ॥
ছিল ভাই বিভীষণ ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
আমা-সনে দ্বন্দ্ব করি গেল রামস্থান ॥
বুদ্ধিহীন বিভীষণ কার লাগি মরে।
মনুষ্যের হিত চিন্তে জ্ঞাতি-হিংসা করে ॥
অরুণবরুণযমে শঙ্কা নাহি করি।
সীতা ফিরে দিলে যে হাসিবে সুরপুরী ॥
অন্যে হাসে হাসুক হাসিবে পুরন্দর।
সেই বেটা বলিবেক হীন লঙ্কেশ্বর ॥
বুঝিয়া করহ, ভাই, যে হয় বিধান।
তুমি বিনা লঙ্কার নাহিক পরিত্রাণ ॥
ত্রিভুবন জিনিলাম তব বাহুবলে।
বানরের সঙ্গে রণে কি আছে কপালে ॥

লঙ্কাপুরী রাখহ আমার কর হিত।
ভাবহ উপায় মনে যে হয় বিহিত॥
কুম্ভকর্ণ বলে কিবা করেছ মন্ত্রণা।
তোমার সভাতে নাহি মন্ত্রী একজনা॥
সমুদ্রের পারে কেন নাহি দিলে থানা।
তবে আর সাগর বান্ধিত কোন্ জনা॥
ঘরেতে বসিয়া বড় দেখহ আপনা।
কোন্ ছার মন্ত্রী লয়ে তোমার মন্ত্রণা॥
আপনারে বড় দেখ বসে লঙ্কাপুরে।
বেড়িল এ হেন লঙ্কা বনের বানরে॥
বালি হৈতে সুগ্রীব নহে ত পরাক্রমে।
প্রবন্ধ করিয়া তবু জিনিল সংগ্রামে॥
পাইল অর্দ্ধেক রাজ্য মহারাণী তারা।
তোমা হৈতে বুদ্ধিমন্ত সুগ্রীব বানরা॥
এত যদি কুম্ভকর্ণ রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণরাজা অগ্নিহেন জ্বলে॥
কুড়িচক্ষু রক্তবর্ণ কহে লঙ্কেশ্বর।
সদা থাক নিদ্রাগত ঘবের ভিতর॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা না হয় খণ্ডন॥
কনিষ্ঠ নহিস যেন জ্যেষ্ঠসহোদর।
রাজনীতি শিক্ষা দিস সভার ভিতর॥
কহিলে যে ভালমন্দ অনেক কাহিনী।
পশ্চাতে বুঝিব সব বৈরী আগে জিনি॥
কুম্ভকর্ণ বলে, ভাই, না বল বিস্তর।
বিপদ-সময়ে নীতি কহে সহোদর॥
আমি হেন ভাই তব কারে কর শঙ্কা।
বৈরী মারি রাখিব কনকপুরী লঙ্কা॥
শ্রীরামের মাথা কাটি তোমা দিব ডালি।
স্থির হৈয়া বৈস তুমি কেন দাও গালি॥
আগে লঙ্কা অরামা ও অবানরা করি।
সুগ্রীবেরে মারিয়া পাঠাব যমপুরী॥
বধিব কুমুদ-আদি যত কপিগণ।
মারিব তোমার বৈরী ভাই বিভীষণ॥
হনুমানে মারিব লঙ্কাপুরীর বৈরী।
মারিব তাহার পরে বানর কেশরী॥



কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা

চলিল সে কুম্ভকর্ণ যুঝিবার সাধে।
ভাই মহোদর গিয়া সম্মুখে বিরোধে॥
মহোদর বলে, ভাই, করি নিবেদন।
বহুদিন নিদ্রাগত ছিলে অচেতন॥
দেখিতে করয়ে সাধ পুরবাসী নারী।
একবার দেখা দিতে চল অন্তঃপুরী॥
কুম্ভকর্ণ বলে কি কহিস মহোদর।
সম্মুখে বিপক্ষ বসে যমের দোসর॥
চারিদ্বার মেরে আগে জিনে আসি রণ।
তবে অন্তঃপুরে হবে আমার গমন॥
মহোদরকুম্ভকর্ণ কথা দুইজনে।
সিংহাসন ছাড়ি তবে উঠিল রাবণে॥
সংগ্রামের সাজে রাজা সাজায় আপনি।
পরায় মতির পাগ থরে থরে মণি॥
কুম্ভকর্ণ সাজিছে রাক্ষস পুলকিত।
চারিদিকে নিশাচর সাজয়ে ত্বরিত॥
কুমারের চাক যেন মাণিক অঙ্গুরী।
কুম্ভকর্ণের আঙ্গুলে পরায় যত্ন করি॥
কতমত যতনে পরায় তোড়তাড়।
মাথায় মুকুট যেন মৈনাক পাহাড়॥
স্থানে স্থানে মরকতশোভা কত তার।
গলায় তুলিয়া দিল মণিময় হার॥
রত্নেতে নির্ম্মিত দিল শ্রবণে কুণ্ডল।
রবিশশী জিনি জ্যোতি করে ঝলমল॥
মুকুটের চূড়া গিয়া আকাশেতে যোড়ে।
রাজারে প্রণাম করি যুঝিবারে নড়ে॥
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলে একেশ্বর।
গগনে মস্তক যেন নবজলধর॥
আকাশের চন্দ্র খসে বায়ু মন্দগতি।
মেঘে রক্ত বরিষয় কাঁপে বসুমতী॥
আকাশে অমর কাঁপে সাগর উথলে।
গড়ের বাহির হয়ে যুঝিবারে চলে॥
কুম্ভকর্ণ হৈল যদি গড়ের বাহির।
বানর দেখিয়া করে গর্জ্জন গভীর॥
বড় বড় বানরের বড় বড় লম্ফ।
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া সবার হৈল কম্প॥
ভয়ে শুকাইল মুখ কাঁপিল অন্তর।
গাছ ও পাথর ফেলি পলায় বানর॥

চুল নাহি বান্ধে কেহ না পরে কাপড় ।
বড় বড় বানর উঠিয়া দিল রড় ॥
বানরের ভঙ্গরবে কর্ণে লাগে তালি ।
শতকোটি বানরে পলায় শতবলী ॥
হিঙ্গুলিয়া বানর হিঙ্গুল জিনি অঙ্গ ।
আশীকোটি বানরে প নায় শবভঙ্গ ॥
মলয়গিরির কপি বর্ণ যেন গেরি ।
ছত্রিশকোটি বানরে পলায় কেশরী ॥
পলাল গবাক্ষগয় ভাই দুইজন ।
বানর পঞ্চাশকোটি দোঁহার ভিড়ন ॥
পলাল ভল্লুক ঠাটে মন্ত্রী জাম্বুবান ।
আশীকোটি বানরে পলায় হনুমান ॥
পলায় সুষেণ বেজ রাজার শ্বশুর ।
তিনকোটিবৃন্দ ঠাট যাহাব প্রচুর ॥



কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ

পলায় বানরঠাট কেহ নাহি তিষ্ঠে ।
কোপ করি অঙ্গদ চাহিছে একদৃষ্টে ॥
অঙ্গদ বলে, কপিগণ, ভঙ্গ কি কারণ ।
এক চড়ে রাক্ষসার বধিব জীবন ॥
জীবনমরণ নাহি আপনার বশে ।
যুদ্ধ করি মরিলে ভুবন ভরে যশে ॥
যত যুদ্ধ করিলে সে সব নাহি গণি ।
আজি রণ জিনিলে পৌরুষ বলে মানি ॥
দেবতার পুত্র তোরা দেব-অবতার ।
রাক্ষসের রণে কেন হাসাবি সংসাব ॥
এত শুনি থরে থরে ফিবে কপিগণ ।
কটক ফিরায়ে আনে বালির নন্দন ॥
লাফ দিয়া কপি সবে উঠিল আকাশে ।
আকাশে উঠিয়া গাছপাথর বরিষে ॥
কুপিয়া সে কুম্ভকর্ণ হাতে ধরি শূল ।
বানরকটক বিন্ধি করিল নির্ম্মূল ॥
বড় বড় বীরগণ শূলে বিন্ধি পাড়ে ।
তৃণগণ যেমন অনলে পড়ি পুড়ে ॥
পর্ব্বত তুলিয়া মারে বানরকটকে ।
কুম্ভকর্ণ-অঙ্গে যেন তৃণহেন ঠেকে ॥
কুপিল সে কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর ।
দুইহাতে ধরে ধরে গিলিছে বানর ॥
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায় সব ডরে ।
কুম্ভকর্ণরণ কেহ সহিতে না পারে ॥
কুপিল সে নীলবীর কটকে প্রধান ।
শালগাছ আনিলেক দিয়া একটান ॥
শালগাছ আনে যেন পর্ব্বতের চূড়া ।
কুম্ভকর্ণগায়ে ঠেকে হয়ে গেল গুঁড়া ॥
রণ করে কুম্ভকর্ণ কে সহিতে পারে ।
একেশ্বর নীল রহে সংগ্রামভিতরে ॥
সাহস করিয়া যুঝে নীল সেনাপতি ।
আর চারিবীর তার মিলিল সংহতি ॥
শরভঙ্গ কুমুদ নল সে গন্ধমাদন ।
নীলের সংহতি মিলে হৈল পঞ্চজন ॥
পাঁচবীর গাছ আর পর্ব্বত উপাড়ি ।
কুম্ভকর্ণবুকে মারে দোহাতিয়া বাড়ি ॥
বানরের গাছপাথর কিছুই না গণে ।
হাতে শূল কুম্ভকর্ণ চাহে পঞ্চজনে ॥
'রহ রহ' শব্দ বীর বানরেরে বলে ।
দুইহাতে সাপটিয়া ধরি কোলে ফেলে ॥
কোলের চাপনে বানব হৈল অচেতন ।
মুখে রক্ত উঠে শ্বাস বহে ঘন ঘন ॥
চাপড়ের ঘায়ে মূর্চ্ছে নীল সেনাপতি ।
লাথির ঘায়ে পড়ে গবাক্ষ যোদ্ধাপতি ॥
শরভঙ্গগন্ধমাদন পড়ে দুইজন ।
পঞ্চজনা ভূমে পড়ে হয়ে অচেতন ॥
প্রথম সমবে যদি পঞ্চজনা পড়ে ।
অনেক বানর আসি কুম্ভকর্ণে বেড়ে ॥
'মার মার' শব্দে কপি ধায় উভরড়ে ।
কেহ স্কন্ধে চড়ে কেহ অঙ্গ চাপি পড়ে ॥
কেহ পৃষ্ঠে উঠে কেহ কীল মাবে ঘাড়ে ।
কাব সাধ্য কুম্ভকর্ণে রণমধ্যে পাড়ে ॥
বানর ধরিয়া বীর চিবাইছে দাঁতে ।
মুখ সম্বরিতে নারে রক্ত পড়ে স্রোতে ॥
সহস্র সহস্র কপি সাপটিয়া ধরে ।
পাতালসমান মুখ তাহে লয়ে পোরে ॥
নাক ও কাণের পথ ঘরের দুয়ার ।
তাহা দিয়া কপি সব বেরয় অপার ॥
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ ধরে অঙ্গদেরে ।
মূর্চ্ছিত করিল তারে গদায় প্রহারে ॥
হাতে গদা কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর ।
গদার বাড়িতে মারে অনেক বানর ॥

শতবলী ভূমে পড়ে যায় গড়াগড়ি।
হনূমানের বুকে মারিল গদাবাড়ি॥
গদা খেয়ে হনূমান উঠিল আকাশে।
আকাশে থাকিয়া গাছপাথর বরিষে॥
ঘনে ঘনে বর্ষে যেন মহাশব্দ শুনি।
কুম্ভকর্ণের গদা ভাঙ্গি কৈল খানি খানি॥
গদা গেল কুম্ভকর্ণ লাগিল ভাবিতে।
লাফ দিয়া হনূমানে ধরিল ত্বরিতে॥
বুকে তার মারে এক বজ্রের চাপড়।
চাপড়ের ঘায়ে হনূ করে ধড়ফড়॥
ভূমিতে পড়িল যদি পবননন্দন।
রণ ছাড়ি পলায় যতেক কপিগণ॥
বড় বড় বীর ধায় ভঙ্গ দিয়া রণে।
কুম্ভকর্ণে দেখি কেহ স্থির নহে মনে॥



কুম্ভকর্ণের নাসাকর্ণচ্ছেদন

বড় বড় বানর ধরিয়া সব গিলে।
আপনি সুগ্রীব গেল সংগ্রামের স্থলে॥
শালবৃক্ষ উপাড়িল পবনের বেগে।
গাছহাতে দণ্ডাইল কুম্ভকর্ণ-আগে॥
বড় বড় বানর মার বাছের বাছ।
মোর ঘা সহ রে বেটা মারি শালগাছ॥
কুম্ভকর্ণ বলে আমি বিধাতার নাতি।
এড় দেখি শালবৃক্ষ বুঝি রে শকতি॥
এড়িলেক শালবৃক্ষ পর্ব্বতপ্রমাণ।
কুম্ভকর্ণগায়ে ঠেকে হৈল খান খান॥
ছি ছি বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারী।
এই মুখে খাও বেটা কিষ্কিন্ধ্যানগরী॥
ভাল ছিল বালিরাজা বীরমধ্যে গণি।
কোন্ মুখে রাখিবি তাহার রাজধানী॥
দুইলক্ষ রাক্ষসে যে জাঠাগাছ বয়।
হেন জাঠা কুম্ভকর্ণ হাতে তুলে লয়॥
আশীকোটিমণ লৌহে জাঠার গঠন।
দশটি হাজার হাত দৈর্ঘ্যে নিরূপণ॥
কুম্ভকর্ণ এড়ে জাঠা দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে লাগে চমৎকার॥
দেখিয়া সুগ্রীববীর না ভাবে মনেতে।
সিংহনাদ করি জাঠা ধরে বামহাতে॥
ভাঙ্গিলেক জাঠা যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
ত্রিভুবনে যত লোক পাসরে আপনা॥
কুম্ভকর্ণ কোপেতে পর্ব্বতে দিল টান।
একটানে আনিল পর্ব্বত একখান॥
এড়িল পর্ব্বত গোটা বিপরীত কোপে।
পড়িল সুগ্রীবরাজা পর্ব্বতের চাপে॥
ঘিরেছিল মেঘ যেন উড়াইল ঝড়ে।
সুগ্রীবে লইয়া বীর প্রবেশিল গড়ে॥
লঙ্কার ভিতর শীঘ্র যায় মহাবলী।
সুগ্রীবকে লয়ে দশাননে দিতে ডালি॥
প্রথম বৃহন্দে যায় করে ঠেলাঠেলি।
দ্বিতীয় বৃহন্দে যায় পড়ে হুলাহুলি॥
তৃতীয় বৃহন্দে যায় পরমহরিষে।
সুগ্রীবরাজারে দেখে নারীগণ হাসে॥
কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবেরে লয়ে যায় বেন্ধে।
সকল বানরগণ মাথে হাত কান্দে॥
হনূমানমহাবীর কটকের সার।
মনে মনে ভাবিছে রাজার প্রতিকার॥
কুম্ভকর্ণে সংহারিব আজিকার রণে।
রাজা উদ্ধারিব তবে প্রীতি পাই মনে॥
এতেক বলিয়া বীর যুঝিবারে যান।
'বাহুড় বাহুড়' বলি ডাকে জাম্বুবান॥
যত দিন জীবে রাজা ক্ষোভ রবে মনে।
ভাল যাবে মন্দ রবে কি কাজ এ রণে॥
সেবক হইতে রাজা পাবে অব্যাহতি।
চিরকাল সুগ্রীবের ঘুষিবে অখ্যাতি॥
রাজবুদ্ধি ধরে রাজা বলে বিপরীত।
কুম্ভকর্ণহস্ত হতে আসিবে নিশ্চিত॥
জাম্বুবানবাক্যে বীর নাহি দিল হানা।
উলটিয়া রহে গিয়া আপনার থানা॥
কুম্ভকর্ণকোলে রাজা পাইল সম্বিৎ।
চারিদিকে দেখিছে লঙ্কার নৃত্যগীত॥
চারিদিকে নিশাচর না দেখে বানর।
বিচিত্রনির্ম্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর॥
মহাবল সুগ্রীব বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।
মনে মনে চিন্তেন আপন অব্যাহতি॥
কর্ণ টানে দুহাতে কামড়ে ছিঁড়ে নাক।
ভয়ে কুম্ভকর্ণ ডাকে পরিত্রাহি ডাক॥
দুইপার্শ্ব চিরে ফেলে দুপায়ের ভরে।
কুম্ভকর্ণের পঞ্চ-অঙ্গে রক্ত পড়ে ধারে॥

মর্ম্মব্যথা পেয়ে বীর ছাড়ে সুগ্রীবেরে।
আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী উপরে॥
দশনে নাসিকা নিল কর্ণ দুই করে।
লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল প্রাচীরে॥
পুনঃ লাফ দিলেক বিক্রমে করি ভর।
প্রবেশ করিল গিয়া কটকভিতর॥
কটকেতে পশিয়া সুগ্রীব মহাবলী।
কুম্ভকর্ণনাককাণ রামে দিল ডালি॥
সেই নাককাণের কি কহিব বাখান।
পাঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান॥



কুম্ভকর্ণের পতন

নাককাণ নাহি কুম্ভকর্ণ পায় লাজ।
মনে মনে ভাবে আর জীবনে কি কাজ॥
এত বলবিক্রম সকল হৈল মিছা।
সুগ্রীব বানরা বেটা করে গেল বোঁচা॥
নেউটিয়া রণে বীর আইল নিমিষে।
বোঁচা নাক দেখিয়া বানরগণ হাসে॥
তাহা দেখি কুম্ভকর্ণ মহাকোপে জ্বলে।
বড় বড় কপিগণে ধরে ধরে গিলে॥
নাসিকাকর্ণের পথ বিষম বিস্তার।
তাহা দিয়া কপিগণ বেরয় অপার॥
একে কুম্ভকর্ণবীর অতি ভয়ঙ্কর।
কর্ণনাসা গেছে আরো হয়েছে দুষ্কর॥
কোপদৃষ্টে কুম্ভকর্ণ যে দিকেতে চায়।
বড় বড় বীর সব ছুটিয়া পলায়॥
'বোঁচা এলো' বলে ছুটে সকল বানর।
দাণ্ডাইল সবে গিয়া লক্ষ্মণগোচর॥
হাতেধনু লক্ষ্মণ হইল আগুসার।
তাহা দেখি কুম্ভকর্ণ হাসে একবার॥
কুম্ভকর্ণ বলে, বেটা, কেবা চাহে তোকে।
তোর ভাই রামা বেটা আন তারে ডেকে॥
হাসিয়া বলেন রাম কমললোচন।
এতদিনে যম বুঝি করেছে স্মরণ॥
এই আমি আইলাম তোর বিদ্যমান।
যত শক্তি আছে বেটা তত শক্তি হান॥
তোরে মেরে কাটি রাবণের দশমুণ্ড।
বিভীষণ উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥

শ্রীরামের কথা শুনি কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনে কি করেছ, বেটা, ফিরে যাবে দেশে॥
এত বলি কুম্ভকর্ণ হয়ে ক্রোধমতি।
রামেরে গিলিতে যায় অতি শীঘ্রগতি॥
কুম্ভকর্ণভরে লঙ্কা করে টলমল।
স্বর্গমর্ত্ত্য কাঁপিল কাঁপিল রসাতল॥
আকাশে দেউটি যেন দুইচক্ষু জ্বলে।
মালসাট দিয়া বীর রঘুনাথে বলে॥
খর দূষণ নহি আমি ত্রিশিরা কবন্ধ।
মারীচ রাক্ষস নহি মায়ার প্রবন্ধ॥
বালিরাজা নহি আমি কোমলশরীর।
বজ্রসম অঙ্গ আমি কুম্ভকর্ণবীর॥
সেইসব বীর বধ কৈলে যেই বাণে।
সেইসব বাণ এবে তুলে রাখ তূণে॥
তোমার বাণের মধ্যে তীক্ষ্ণ যে সকল।
সেইসব বাণ মারো বুঝা যাক বল॥
রাম বলে, কুম্ভকর্ণ, ত্যজ অহঙ্কার।
মোর বাণ সহে এত শক্তি আছে কার॥
তীক্ষ্ণবাণ প্রহারিলে হইবে প্রলয়।
ক্ষুদ্র একবাণে তোরে দিব যমালয়॥
শ্রীরামের কথা শুনি কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনেতে বাসনা বুঝি যাবে যমবাসে॥
হের দেখ দেহ মোর পর্ব্বতপ্রমাণ।
দেবতাগন্ধর্ব্ব কেহ নাহি ধরে টান॥
কত অস্ত্র জান, বেটা, কত জান শিক্ষা।
ইন্দ্রযম জানে আমা আর জানে যক্ষা॥
যে বাণে মারিলা বালি দুর্জ্জয় বানর।
সেই বাণ মারে রাম কুম্ভকর্ণোপর॥
রামের ঐষীকবাণ তারা যেন ছুটে।
কণ্টকসমান যেন কুম্ভকর্ণে ফুটে॥
ছি ছি বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারী।
তব বল বুঝি মোর ভাই আনে নারী॥
লোহার মুষল বীর ঘনঘন নাড়ে।
শ্রীরামের যত বাণ তায় ঠেকে পড়ে॥
মুষল ফিরায়ে বীর মারিবারে আসে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র রঘুনাথ যুড়িলেন ত্রাসে॥
বিনা অস্ত্রে যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
কারে চড় কীল মারে কারে মারে লাথি॥
ভূমে পড়ে নলবীর হইয়া কাতর।
মুষলের ঘায়ে মারে অনেক বানর॥

মুষল করিয়া হাতে চারিদিকে ধায়।
পলায় বানরগণ পিছে নাহি চায়॥
ডাক দিয়া কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এক উপদেশ শুন যত কপিগণ॥
পাগল হয়েছে বেটা রক্তের দুর্গন্ধে।
জন কত বানর উঠহ ওর স্কন্ধে॥
ভর না সহিবে বেটা পড়িবে চাপনে।
ভূমেতে পড়িয়া মার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে॥
লক্ষ্মণের বাক্যেতে সাহসে করি ভর।
স্কন্ধে উঠে বড় বড় অনেক বানর॥
কুম্ভকর্ণস্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় দুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে॥
শরভ গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন।
মহেন্দ্রদেবেন্দ্র-আদি উঠে সপ্তজন॥
সপ্তজন চড়িলেক কুম্ভকর্ণস্কন্ধে।
কেশে ধরি টানে কেহ ঘাড়ে নখ বিন্ধে॥
সাতবীর লাফ দিয়া ঘাড়ে গিয়া চড়ে।
দুইহাতে কুম্ভকর্ণ বানরে আছাড়ে॥
আছাড়ে গবাক্ষবীর হারায় সম্বিৎ।
ভূমেতে পড়িল মুখে উঠিল শোণিত॥
শরভ গবাক্ষ গয় ও গন্ধমাদন।
আছাড়ের ঘায়ে সব হৈল অচেতন॥
দেখিয়া অঙ্গদ হনুমানে লাগে ডর।
উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠে দিল রড়॥
কুম্ভকর্ণে পাড়িতে নাড়িল কোন জনে।
আরবার রাম অস্ত্র যুড়িলেন গুণে॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়িলেন পূরিয়া সন্ধান।
কুম্ভকর্ণের কাটিলেন ডানিহাতখান॥
হাতখান পড়ে যেন পর্ব্বতশিখর।
হাতের চাপনে পড়ে অনেক বানর॥
বামহাতে শালগাছ উপাড়িয়া আনে।
হাতে গাছ করে ধায় শ্রীরামের পানে॥
ঐষীকবাণেতে রাম পূরিয়া সন্ধান।
একবাণে কাটিলেন বামহস্তখান॥
দুইহাত কাটা গেল তবু নাহি টুটে।
শ্রীরামেরে গিলিবারে দ্রুতগতি ছুটে॥
ইন্দ্র-অস্ত্র রঘুনাথ করিলা সন্ধান।
একবাণে কাটিলেন পদ দুইখান॥
হস্ত গেল পদ গেল তবু নাহি ডরে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামে গিলিবারে॥

দন্তে ধরি তুলি নিল লোহার মুষল।
মুষলের ঘায়ে মারে বানরমণ্ডল॥
মুষল কাটিতে রাম যুড়িলেন বাণ।
নয়বাণে মুষল করিলা খান খান॥
কাটা গেল মুষল শমতা নাই তাতে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামেরে গিলিতে॥
যেমন আইসে রাহু চন্দ্রে গ্রাসিবারে।
তেমতি ছুটিয়া চলে রামে গিলিবারে॥
কুম্ভকর্ণমুখ বেয়ে পড়িছে শোণিত।
বাণে মুখ ঢাকিল দেখায় বিপরীত॥
এতেক দুর্গতি হৈল তবু নাহি মরে।
আরবার ব্রহ্ম অস্ত্র মারিলেন তারে॥
যমদণ্ডহেন বাণ যেমন বিজলি।
ছুটিল রামের বাণ চৌদিক উজলি॥
ব্রহ্ম-অস্ত্রবাণে আর নাহিক অন্যথা।
সেই বাণে কাটিলা কুম্ভকর্ণের মাথা॥
কাটামুণ্ড হনুমান সাপটিয়া তোলে।
টেনে ফেলে দিল লয়ে সমুদ্রের জলে॥
সাগরের জলজন্তু করে তোলপাড়।
মধ্যসাগরেতে যেন পড়িল পাহাড়॥
দশলক্ষ রাক্ষসেতে কুম্ভকর্ণ পড়ে।
কানন ভাঙ্গিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে॥
দেবগণ সুখী হৈল রামের বিক্রমে।
স্বর্গ হৈতে পুরন্দর পূজেন শ্রীরামে॥
কপিগণ বলে রাম করিলা নিস্তার।
আর যত বীর আছে মোসবার ভার॥
না দেখি এমন বীর এ তিনভুবনে।
যুঝিবার কাজ থাক ভঙ্গ দরশনে॥
অকালে জাগিয়া কুম্ভকর্ণের বিনাশ।
শ্রীরামচরণ স্মরি গায় কৃত্তিবাস॥



কুম্ভকর্ণের মৃত্যুসংবাদশ্রবণে রাবণের খেদোক্তি

কুম্ভকর্ণে পাঠাইয়া রামসনে রণে।
নানা চিন্তা দশানন করে মনে মনে॥
ভালমন্দ চিন্তা করে রাজা দশানন।
হেনকালে ভগ্নদূত কৈল আগমন॥

তারে দেখি জিজ্ঞাসে রাবণ সশঙ্কিত।
কহ রে কহ রে রণমঙ্গল ত্বরিত॥
ভীতমন হয়ে দূত কহিতে না পারে।
আরবার রাজা তারে কহে কহিবারে॥
তবে কান্দি ভগ্নদূত কহে সভাস্থল।
মহারাজ কি কহিব রণের কুশল॥
তোমার অনুজ গিয়া সমরভিতর।
বধিলেন বহুতর ভল্লুক বানর॥
রামের বাণেতে পরে ত্যজিয়া পরাণ।
কুম্ভকর্ণ স্বর্গপুরে করিলা প্রস্থান॥
কুম্ভকর্ণমৃত্যুবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রাজা দশানন॥
মুহূর্ত্তেক পরে রাজা চেতন পাইয়া।
বিলাপ করয়ে শোকে কাতর হইয়া॥
ভাই নহি আমি রে চণ্ডাল সহোদর।
কাঁচা ঘুমে জাগায়ে পাঠাই যমঘর॥
আজি হৈল শূন্যাকার নিদ্রার চউরি।
বীরশূন্য হৈল রে কনকলঙ্কাপুরী॥
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল বিফল।
কুম্ভকর্ণভাই তুমি ছিলে মহাবল॥
চন্দ্রসূর্য্যবায়ুযম দেব পুরন্দর।
মহাসুখে নিদ্রা যাবে ঘুচে গেল ডর॥
কোথা গেলে ভাই মোর আইস সত্বর।
দুইভাই মিলে গিয়া করিব সমর॥
ডানিহস্ত গেল মোর এতদিন পরে।
লঙ্কাপুরে ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে॥
বিভীষণভাই মোরে দিয়া গেল শাপ।
ধার্ম্মিকের শাপে পাই এত মনস্তাপ॥
হায় হায় কি হইল
ক্রূর বিধি কি করিল
প্রাণাধিক ভাই নিল হরি।
কি করিব কোথা যাব
কোথা গেলে তারে পাব
তা বিনে কিরূপে প্রাণ ধরি॥
ওরে প্রাণাধিক ভ্রাতা
মোরে ছাড়ি গেলে কোথা
দেখিতে না পাই আর তোরে।
ধিক্ ধিক্ প্রাণ মোর
শুনিয়া মরণ তোর
এখনো না ছাড়ে এ শরীরে॥
কহি গেলে তুমি মোরে
মারি আসি রাঘবেরে
আপনি বসিয়া থাক সুখে।
তাহা না করিতে পারি
নিজে গেলে যমপুরী
ফেলিলে আমারে ঘোর দুখে॥
জিনিলে অসুরসুর
গন্ধর্ব্বভুজঙ্গপুর
যক্ষ গুপ্ত সিদ্ধ বিদ্যাধর।
জয় করি এ সংসারে
ক্ষুদ্র মনুষ্যের করে
প্রাণ হারাইলে ভ্রাতৃবর॥
যে তোমার শরীরেতে
নাহি পারি প্রবেশিতে
বজ্র ভূমিতলে পড়েছিল।
সে তুমি রামের শরে
বিদ্ধ হৈলে কি প্রকারে
আমার কপালে এ কি ছিল॥
আর আমি কি প্রকারে
জিনিব সে পুরন্দরে
শমনবরুণদৈত্যগণে।
উপস্থিত শত্রুজনে
কিরূপে বধিব রণে
লঙ্কারক্ষা করিব কেমনে॥
ওরে ওরে ভ্রাতৃবর
তোমা বিনে মোরে ডর
না করিবে আর কোন জন।
অপর কি কব আর
যাবৎ বানর ছার
তারা কৈল সশঙ্কিত মন॥
না মরিতে না মরিতে
আগে ঐ আকাশেতে
কোলাহল করে দেবগণ।
বুঝি বা ইহার পরে
উপহাস করে মোরে
করতালি দিয়া সব জন॥
মারীচ কহিলা হিত
অতিশয় সমুচিত
কহিলেক ভ্রাতা বিভীষণ।

তুমিহ কহিলে পথ্য
সব কথা অতি তথ্য
কিছু না করিনু শ্রবণ ॥
ধার্ম্মিক বিশুদ্ধমন
সেই ভ্রাতা বিভীষণ
করিলাম তার অপমান।
সেই পাপে বুঝি মোরে
নরবানরের করে
পাইতে হইল অপমান ॥
তুমি ভ্রাতা যদি গেলে
কি ফল ঐশ্বর্য্য বলে
কি কার্য্য সীতায় আর প্রাণে।
কি ফল সমরজয়ে
কি ফল বান্ধবচয়ে
প্রাণ দিব রাঘবের বাণে ॥



নরান্তক, দেবান্তক, মহোদর, ত্রিশিরা, অতিকায় ও মহাপাশের যুদ্ধে গমন ও পতন

এইরূপে ক্রন্দন করয়ে দশানন।
অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল বদন ॥
পিতায় কাতর দেখি পুত্রে জম্মে দুখ।
ত্রিশিরা বিক্রম করে রাবণসম্মুখ ॥
ত্রিভুবন জিনে পিতা তোমার বাখান।
দেবতাগন্ধর্ব্ব-আদি নাহি ধরে টান ॥
জ্যেষ্ঠভাই কুবের ধনের অধিকাবী।
তারে জিনে পুষ্পরথ নিলে লঙ্কাপুরী ॥
ময়দানব মহারাজ সর্ব্বলোকমাঝে।
কন্যাদান দিয়া সে তোমারে দেখ পূজে ॥
বাসুকির বিষদাহে ত্রিভুবন পুড়ে।
তব শব্দ পাইলে পলায় উভরড়ে ॥
ইন্দ্রযমবরুণের করিলে বিতথা।
মনুষ্যবেটারে জিনা কত বড় কথা ॥
নানা-অস্ত্র সংগ্রামে করিব অবতার।
আজিকার যত যুদ্ধ সে আমার ভার ॥
গরুড়ের মুখে যেন দগ্ধ হয় সাপ।
শ্রীরামলক্ষ্মণে মারি ঘুচাব সন্তাপ ॥
ত্রিশিরা বিক্রম করে রাজা হরষিত।
আর তিনভাই তার রোষে আচম্বিত ॥

দেবান্তক নরান্তক অতিকায়বীর।
সংগ্রামে যাইতে চাহে নাহি হয় স্থির ॥
চারিজন মহাবল সবজন জানে।
চারিজনে ঐক্য হলে ত্রিভুবন জিনে ॥
রাজার প্রসাদ যত পায় চারিজন।
সুগন্ধি কুসুমমাল্য কস্তূরী চন্দন ॥
বীরধটী পরে কেহ নামে গঙ্গাজল।
রত্নেতে নির্ম্মিত পরে কর্ণেতে কুণ্ডল ॥
পরিল সোণার শানা রত্নের টোপর।
মাণিকের হার সাজে গলার উপর ॥
নানারত্ন-অলঙ্কার পরিল শরীরে।
কনক কঙ্কণবালা পরে দুই করে ॥
চারিবেটা পরে সে চারিরাজার ধন।
রাবণের চারিবেটা দেখিতে মোহন ॥
মহাপাশবীর আর ভাইমহোদব।
ছয়জন যাত্রা করে সংগ্রামভিতর ॥
ছয়বীর যাত্রা করে সংগ্রামে প্রবীণ।
বিদায় লইল করি পিতৃপ্রদক্ষিণ ॥
নীলবর্ণ হস্তী এল নীল মেঘজ্যোতি।
ঐরাবতবংশে যার হৈল উৎপত্তি ॥
বড়ই প্রবল সেই মদমত্ত হাতী।
তাহাতে চড়িল মহোদর যোদ্ধাপতি ॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যেন পবনের গতি।
সেই অশ্বে চড়ে দেবান্তক মহামতি ॥
আর অশ্ব ভূমে পাদ পড়ে কি না পড়ে।
হাতে শেল নরান্তক সেই অশ্বে চড়ে ॥
সাজালেক রথ যেন রবির প্রকাশ।
হাতে শেল তাহে চড়ে বীর মহাপাশ ॥
আর রথ সাজায় মাণিক্য মণি হীরা।
হাতে খাণ্ডা চড়ে তাহে কুমার ত্রিশিরা ॥
সুবর্ণের রথ শত ঘোড়ার সাজনি।
সেই রথে অতিকায় চড়িল আপনি ॥
পুত্র সব যাত্রা করে শুনি এ বচন।
সবার জননী আসি করিছে বোদন ॥
কুম্ভকর্ণহেন বীর পড়ে গেল রণে।
না যাইও ব্যথা দিয়া জননীর প্রাণে ॥
ধনুর্ব্বাণ ছাড় বাছা প্রাণ বড় ধন।
কল্যাণে থাকিবে রাখ মায়ের বচন ॥
বিভা কৈলে কত দেবদানবনন্দিনী।
কোথা যাহ তা সবারে করি অনাথিনী ॥

সম্প্রতি করিলে বিভা নহে সহবাস।
অগ্নি দিয়া পোড়াব লঙ্কার গৃহবাস॥
চারিভাই চতুর্দ্দোল লহ স্কন্ধে করি।
শ্রীরামেরে দেহ লয়ে জানকী সুন্দরী॥
হেন কর্ম্ম করিলে যদ্যপি রাজা রোষে।
পলাইয়া থাক গিয়া পর্ব্বত কৈলাসে॥
কুবের তোমার পিতৃজ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবর।
সেবি তাঁকে পুত্রসম থাক তাঁর ঘর॥
মাতাদের বচনেতে পুত্র সব কোপে।
পুত্রের দেখিয়া ক্রোধ ভয়ে তারা কাঁপে॥
পুত্রগণ বলিছে দিতাম প্রতিফল।
জননী বলিয়া এত সহি যে সকল॥
জগতের কর্ত্তা মোরা বীরবংশে জন্ম।
মানুষের ডরে রব করে সেবাকর্ম্ম॥
আনিল পুষ্পকরথ পিতা যারে জিনে।
কি লাজে শরণ লব তাহার চরণে॥
বাহুবলে পিতা মোর ত্রিভুবন শাসে।
লুকায়ে থাকিব কেন ডরায়ে মানুষে॥
বিপক্ষসম্মুখে যদি সংগ্রামেতে মরি।
দিব্যরথে চড়িয়া যাইব স্বর্গপুরী॥
আপনি মন্দিরে যাহ না কর বিষাদ।
শ্রীরামলক্ষ্মণে মেরে ঘুচাব বিবাদ॥
গরুড়ের মুখে যেন ভস্ম হয় সাপ।
গ্রাসিব বানরসেনা দেখাব প্রতাপ॥
মায়েরে প্রবোধ করি ছয়জন সাজে।
রুষিয়া প্রবেশ করে সংগ্রামের মাঝে॥
ছয় সেনাপতি ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী॥
ধূলায় দিবসে বাট হৈল অন্ধকার।
ছয়বীর উত্তরিল করি মার মার॥
দুইসৈন্যে মিশামিশি বাজে মহারণ।
গাছ উপাড়িয়া আনে যত কপিগণ॥
বানরে পাথরগাছ করে বরিষণ।
বাণে কাটি রাক্ষসেতে করে নিবারণ॥
রাক্ষসেরা বাণ এড়ে অনলের শিখা।
বানরকটক পড়ে নাহি লেখাজোখা॥
ব্যাঘ্রের ঝাঁপানি যেন বানরের রঙ্গ।
মরণের ভয় নাই রণে নাহি ভঙ্গ॥
চাপড় ও মুষ্ট্যাঘাত বানরের তাড়া।
কত শত রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া॥
অনেক রাক্ষস পড়ে অত্যল্প বানর।
কুপিল যে নরান্তক রাবণকোঙর॥
চতুর্দ্দিক চাপিয়া উঠিল তার ঘোড়া।
চতুর্দ্দিকে অস্ত্রবৃষ্টি করে যোড়া যোড়া॥
বানরেরে মারে বীর মহা শেলপাট।
বানরের রক্তে কাদা হয়ে গেল বাট॥
নরান্তকের বাণ সহিতে নাহি পারে।
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায়ে গেল ডরে॥
ডাকিয়া সুগ্রীব কহে অঙ্গদেরে আগে।
দেখ দেখি, অঙ্গদ, কটক কেন ভাগে॥
আপনি করিয়া যুদ্ধ রাখ কপিগণ।
নরান্তকে মেরে তোষ শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
সুগ্রীবের বচনে অঙ্গদ পড়ে লাজে।
কটক সাজায়ে গেল সংগ্রামের মাঝে॥
রণেতে প্রবেশ করে অতি ক্রোধমুখে।
দূর হৈতে নরান্তকে বালিসুত ডাকে॥
দুইহাত শূন্য মোর দেখ নিশাচর।
যত শক্তি আছে হান বুকের উপর॥
দেবতা জিনিস বেটা শেলের কারণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন॥
শ্রীরামের ভৃত্য আমি সংসারে পূজিত।
তুই অস্ত্র এড়িলে না হব আমি ভীত॥
পাইক মারিয়া বেটা ফির কি কারণ।
দুইজনে যুঝি দেখি জিনে কোন্ জন॥
দুইহাত পসারিয়া পেতে দিল বুক।
অঙ্গদবিক্রম দেখি সুগ্রীবে কৌতুক॥
কোপে নরান্তক বীর অধরোষ্ঠ কাঁপে।
এড়িলেক শেলপাট অতিশয় কোপে॥
এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে লাগিল চমৎকার॥
অঙ্গদের বুক যেন বজ্রের সমান।
বুকেতে ঠেকিয়া শেল হৈল দুইখান॥
অঙ্গদ বলে তোর অস্ত্র গেল রসাতল।
মোর ঘা সম্বর বেটা তবে জানি বল॥
আপনা পাসরে কোপে বালির নন্দন।
নরান্তকে মারিতে ভাবয়ে মনে মন॥
বজ্রমুষ্টি মারি ঘোড়া করিলেক চুর।
পড়িল দুর্জ্জয় ঘোড়া উর্দ্ধে চারিখুর॥
দুইচক্ষু ঠিকরিল জিহ্বা বাহিরায়।
নরান্তক কুপিয়া অঙ্গদপানে চায়॥

বজ্রমুষ্টি মারিলেক অঙ্গদের বুকে।
মুখেতে উঠিছে রক্ত ঝলকে ঝলকে॥
শরীর ব্যথিত তবু নহে ত কাতর।
প্রবেশ করিল গিয়া রণের ভিতর॥
মহাবল অঙ্গদ অত্যন্ত ক্রোধভরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তবে নরান্তকে মারে॥
নরান্তক পড়িল দেখিল দেবান্তকে।
সসৈন্যেতে অঙ্গদে বেড়িল চারিদিকে॥
হস্তীর উপরে চড়ি আইল মহোদর।
চালাইয়া দিল করী অঙ্গদ উপর॥
অনুবল ত্রিশিরা আইল ততক্ষণ।
অঙ্গদেরে বেড়ে আসি বীর দুইজন॥
মহোদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
মুখে রক্ত উঠে তবু না হয় কাতর।
অন্ধকার করি ফেলে গাছ ও পাথর॥
মধ্যেতে অঙ্গদ চারিদিকে নিশাচর।
দেখি হনূমানবীর ধাইল সত্বর॥
মহাবাণ মিশামিশি হৈল ছয়জন।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ নহে নিবারণ॥
দেবান্তকহাতে ছিল লোহার পাগড়ি।
হনূমানবুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি॥
কুপিল সে হনূমান সংগ্রামের শূর।
পদাঘাতে দেবান্তকে করিলেক চূর॥
হস্তীর উপরে তবে আইল মহোদর।
নীল সেনাপতি বিন্ধি করিল জর্জ্জর॥
বাণ খেয়ে নীলবীর করিল উঠানি।
একটানে উপাড়ে পর্ব্বত একখানি॥
পড়িল পর্ব্বত গোটা শব্দ গেল দূর।
হস্তিসহ মহোদরে করিলেক চূর॥
তিনভাই পড়ে রণে দেখে অতিকায়।
হাতে খাণ্ডা ত্রিশিরা সংগ্রামমাঝে যায়॥
হনূমান মহাবীরে দেখিল সম্মুখে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে হনূমানবুকে॥
প্রহারেতে হনূমান আপনা পাসরে।
একলাফে পড়ে তার রথের উপরে॥
ত্রিশিরার হাতে খাণ্ডা অতি খরশান।
সে খাণ্ডায় ত্রিশিরায় করে খান খান॥
পড়ে ভাই ভাইপো দেখিছে মহাপাশ।
হাতে গদা কপিগণে করিছে বিনাশ॥
নীলবর্ণ গদাখান দেখে চারিভিতে।
অধিক হইল রাঙ্গা কপির শোণিতে॥
জয়ঘণ্টা বাজে সে গদার চারিপাশে।
দেবতাগন্ধর্ব্ব-আদি সব কাঁপে ত্রাসে॥
মহাপাশ গদা কেহ সহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল সকল বানরে॥
হেমকূট কপি এল বরুণনন্দন।
পর্ব্বত উপাড়ে এক ঘোরদরশন॥
এড়িল পর্ব্বতখান অতি ক্রোধমনে।
মহাপাশ বীর পড়ে পর্ব্বতচাপনে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥



অতিকায়ের যুদ্ধে প্রবেশ

পড়ে বীর পঞ্চজন দেখিবারে পায়।
হাতে ধনু সংগ্রামে প্রবেশে অতিকায়॥
চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন।
শ্রীচরণে স্থান দেহ কৌশল্যানন্দন॥
রাবণসন্তান বলি দয়া না করিবে।
দয়াময়রামনামে কলঙ্ক রহিবে॥
খুড়া দুইজন পড়ে সহোদর আর।
রুষে অতিকায়বীর রাবণকুমার॥
হীরামণিমাণিক্যেতে রথের সাজন।
একশত অশ্ববর রথের যোগান॥
মাথায় মুকুট শোভে কর্ণেতে কুণ্ডল।
দেবতাগন্ধর্ব্ব জিনি বাড়িয়াছে বল॥
মহাক্রোধে অতিকায় হয়ে আগুসার।
দিলেন আপন দিব্য চাপেতে টঙ্কার॥
কিবা ঘোরতর সেই টঙ্কারনিস্বন।
তাহা শুনি মূর্চ্ছিত হইল কপিগণ॥
বড় বড় বীর হত ভল্লুক বানর।
তাহাদের বক্ষঃস্থল কাঁপে থর থর॥
তবে সেই রথে থাকি গভীর গর্জ্জনে।
কহিতেছে সম্বোধিয়া প্লবঙ্গমগণে॥
ওরে ওরে মহামূর্খ মর্কট সকল।
পলাহ পলাহ তোরা ছাড়ি রণস্থল॥
ত্রিভুবনে অতি খ্যাত অতিকায় নাম।
আসিয়াছি আমি আজি করিতে সংগ্রাম

আজি না রাখিব এই ভুবনভিতর।
আপন পিতার রিপু কপি কিম্বা নর॥
তোরা কেন মোর আগে মরিস থাকিয়া।
হিত কহি প্রাণ লয়ে যাহ পলাইয়া॥
এত বলি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন।
তাহে অতি ত্রাসিত হইল কপিগণ॥
আর তার অতিশয় ভয়ঙ্কর কায়।
দেখিয়া বানর সব ভয়েতে পলায়॥
কেহ কেহ শ্রীরামের নিকটে যাইয়া।
কহিতেছে অতিকায়বীরে দেখাইয়া॥
দেখ দেখ রঘুবর রণের ভিতর।
আসিয়াছে অতি বড় এক নিশাচর॥
উহারে দেখিবামাত্র যত কপিগণ।
ত্রাসিত হইয়া সবে কৈল পলায়ন॥
কপিদের কথা শুনি শ্রীরঘুনন্দন।
অতিকায় দেখি হৈল সবিস্ময় মন॥
যদ্যপি প্রথম রণে দেখেছিলা তারে।
তথাপি বিস্ময় হৈল অন্তরমাঝারে॥
অলৌকিক পদার্থের এই ধর্ম্ম হয়।
দেখিলেও নব নব রূপে প্রকাশয়॥
তবে রঘুপতি নিজ মিতা বিভীষণে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুরবচনে॥
দেখ মিতা বিভীষণ রণে এল কোন্ জন
পর্ব্বতপ্রমাণ রথে চাপি।
নিজেও ভূধরে জিতি শ্যামবর্ণ শিলাকৃতি
অতি ভয়ঙ্কর ভপ্রতাপী॥
মুকুট শোভয়ে শিরে যেন নীল ধরাধরে
সুবর্ণের শৃঙ্গ শোভা পায়।
পিঙ্গল নয়নদ্বয় ভুজেতে অঙ্গদচয়
গলে নানা আভরণ তায়॥
নিরখিয়া এই জনে পলাইছে স্থানে স্থানে
বানর সকল ভীত মনে।
কে বটে কাহার পৌত্র কি নাম কাহার পুত্র
কহ মিতা মম বিদ্যমানে॥



অতিকায়ের পতন

শ্রীরামবদনে শুনি এতেক বচন।
বিভীষণ তাঁহারে করেন নিবেদন॥
বিশ্রবার পৌত্র প্রভু রাবণনন্দন।
অতিকায় নামধারী হয় এইজন॥
জনম ইহার ধন্য মালিনী-উদরে।
আপন পিতার তুল্য এ হয় সমরে॥
জ্ঞাতিজনসেবনেতে এহ অনুরক্ত।
একবার শ্রুতিমাত্রে শাস্ত্রাভ্যাসে শক্ত॥
সাম দান ভেদ দণ্ড এ চারি উপায়ে।
অত্যন্ত নিপুণ আর মন্ত্রণানিচয়ে॥
ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রে ধীর।
অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথে মহাস্থির॥
ধনুকধারণে আর বাণবিমোচনে।
ইহার সমান নাই রাবণ বিহনে॥
খড়্গচর্ম্মে যুদ্ধে আর গদাপ্রহরণে।
ইহার সমান নাই এ লঙ্কাভুবনে॥
ইহারই বাহুর বল করিয়া আশ্রয়।
নিরবধি লঙ্কাপুরী আছয়ে নির্ভয়॥
ইহার প্রভাব প্রশংসয়ে সর্ব্বজন।
দেবতা দানব যক্ষ বিদ্যাধরগণ॥
এহ রণে যাবতীয় কপিভল্লগণে।
সংহার করিবে শরজালে এইক্ষণে॥
অতএব ইহার করিতে সংহারণ।
করিতে হইবে অতি শীঘ্র আয়োজন॥
এইরূপে বিভীষণ কন রঘুবরে।
অতিকায় প্রবেশিল সমরভিতরে॥
সম্মুখেতে বিভীষণে করি নিরীক্ষণ।
প্রণাম করিয়া তাঁরে কহিছে বচন॥
অতিকায় বলে, খুড়া, শুনহ উত্তর।
রাত্রিদিন সেব তুমি দেব গদাধর॥
তোমার সমান শ্রেষ্ঠ হবে কোন্ জন।
তোমা প্রতি বড় প্রীত দেব নারায়ণ॥
অতিকায় বলে, খুড়া, নিবেদি তোমারে
দেব গদাধর দয়া করুন আমারে॥
এত কহি অতিকায় খুড়া বিভীষণে।
চালাইয়া দিল রথ রামবিদ্যমানে॥
অতিকায় বলে শুন জগতগোসাঞি।
মম প্রতি কেন তব দয়া হয় নাই॥
অতিকায় বলে শুন দেব নারায়ণ।
স্থান দিও শ্রীচরণে এই নিবেদন॥
স্তব শুনি স্তব্ধ হয়ে কন গদাধর।
পরমধার্ম্মিক তুমি লঙ্কার ভিতর॥

তুমি আর তোমার পিতৃব্য বিভীষণ।
দুইজনে রাজ্য দিব মারিয়া রাবণ॥
অতিকায় বলে রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
যুদ্ধ করি কলেবর করিব পাতন॥
এখন ও পদে করি এই নিবেদন।
আমার সহিত যুদ্ধ দিবে কোন্ জন॥
বানরের সঙ্গে আমি না করিব রণ।
পশুজাতি যুদ্ধের কি জানে কপিগণ॥
বানরের সম্বল বৃক্ষ আর পাথর।
কটাক্ষে মারিতে পারি সকল বানর॥
সুগ্রীবরাজারে দেখি বকের সমান।
লক্ষ্মণ বালক রণে কি জানে সন্ধান॥
যোড়হাতে বলে বীর শুনহ শ্রীরাম।
তোমার সহিত আমি করিব সংগ্রাম॥
ধনুক পাতিয়া যান ঠাকুর লক্ষ্মণ।
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে রাবণনন্দন॥
কত যুদ্ধ করিয়াছ বয়ঃক্রম কত।
আমার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের আমারে করে ভয়।
আমার সহিত যুদ্ধ উচিত না হয়॥
কোপেতে লক্ষ্মণ দিল ধনুকে টঙ্কার।
দেখি অতিকায়বীরে লাগে চমৎকার॥
অতিকায় বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বয়সে ছাবাল তুমি কিবা জান রণ॥
লক্ষ্মণ বলেন তুই জাতি নিশাচর।
ভালমন্দ না জানিস করিস উত্তর॥
কে কোথা দেখেছে হেন শুনেছে শ্রবণে।
বয়স অধিক যার সেই রণে জিনে॥
আমারে ছাবাল বল প্রবীণ আপনি।
প্রাণে প্রাণে যাও যদি তবে বীর জানি॥
আজিকার যুদ্ধে যদি তোরে নাহি মারি।
তবে ত লক্ষ্মণ নামে বৃথা আমি ধরি॥
এত যদি দুজনে বচনে হৈল কক্ষা।
দুইজনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা॥
অতিকায় বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমাতে আমাতে যুদ্ধ করি দুইজন॥
সংগ্রামের দোষগুণ কাহার কেমন।
রামচন্দ্র সাক্ষী আর খুড়া বিভীষণ॥
মধ্যস্থ হইয়া দোঁহে করুন বিচার।
জয়পরাজয় রণে কি হয় কাহার॥
অতিকায়বচনে লক্ষ্মণ দিল সায়।
মহাযুদ্ধ বাধিল লক্ষ্মণ-অতিকায়॥
অগ্নিবাণ অতিকায় করে অবতার।
লক্ষ্মণ বরুণবাণে করিল সংহার॥
দুইশত বাণ তবে অতিকায় এড়ে।
অবিলম্বে লক্ষ্মণ বাণেতে কাটি পাড়ে॥
হস্তিবাণ এড়ে অতিকায় মহাবল।
সিংহবাণে লক্ষ্মণ করিল রসাতল॥
মারিলা পর্ব্বতবাণ অতিকায় রোষে।
লক্ষ্মণ পবনবাণে উড়ান বাতাসে॥
অমর্ত্ত্য সমর্থ বাণ বিকটদশন।
ইন্দ্রজাল বিষ্ণুজাল ঘোরদরশন॥
এই সব বাণ দোঁহে করে অবতার।
দশদিক জলস্থল বাণে অন্ধকার॥
দুইজনে বাণ মারে অতি পরিপাটী।
অন্তরীক্ষে দুইবাণ করে কাটাকাটি॥
লক্ষ্মণ মারেন বাণ দিয়া বাহু নাড়া।
অতিকায় রথের কাটেন শত ঘোড়া॥
আর বাণ মারেন লক্ষ্মণ মহাবীর।
কাটিলেন তার পঞ্চসারথির শির॥
যুদ্ধ করে অতিকায় হইয়া বিরথী।
চক্ষুর নিমিষে রথ যোগায় সারথি॥
রথ পেয়ে অতিকায় লাফ দিয়া চড়ে।
তিনকোটি বাণ লক্ষ্মণের প্রতি এড়ে॥
সে বাণ লক্ষ্মণ সব কাটে অবহেলে।
স্বর্গেতে দেবতা সবে 'সাধু সাধু' বলে॥
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ নামেতে অক্ষয়।
শানাতে ঠেকিয়া বাণ পেল পরাজয়॥
শানাতে ঠেকিয়া বাণ না করে প্রবেশ।
লক্ষ্মণের কাণে বায়ু কহে উপদেশ॥
অক্ষয়কবচ অঙ্গে আছে ত উহার।
অঙ্গে প্রহারিতে বাণ শক্তি আছে কার॥
সহজেতে না মরিবে রাবণকুমার।
ব্রহ্ম-অস্ত্র মারি ওরে করহ সংহার॥
উপদেশ করিয়া পবনদেব নড়ে।
মন্ত্র পড়ি লক্ষ্মণ সে ব্রহ্ম-অস্ত্র যোড়ে॥
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান।
দেখিয়া অতিকায়ের উড়িল পরাণ॥
মারে জাঠি ঝকড়া সে অস্ত্র কাটিবারে।
অতিকায় তবু তাহা ফিরাইতে নারে॥

অজয় অক্ষয় বাণ কেবা ধরে টান।
মাথা কাটি অতিকায়ে কৈল দুইখান॥
অতিকায় পড়িল রাক্ষস ভাগে ডরে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে॥
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
'রামজয়' শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ॥
সমুকুট মুণ্ড পড়ে সহিত কুণ্ডলে।
অতিকায় মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে॥
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড 'রাম রাম' বলে।
প্রেমানন্দে বিভীষণ ভাসে অশ্রুজলে॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি নিশাচরকুলে।
তিনকুল মুক্ত হবে তব পুণ্যফলে॥
হেন ভক্ত না দেখি না শুনি কোন কালে
কাটামুণ্ড এইরূপে 'রাম রাম' বলে॥
বানরেতে 'রামজয়' শব্দ করে মুখে।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রাবণের বুকে॥
অতিকায় পড়ে যদি সংগ্রামভিতরে।
দূত যায় সমাচার দিতে লঙ্কেশ্বরে॥



পুত্রগণের বিনাশে রাবণের খেদ

ভগ্নদূত গিয়া তবে দশাননপাশে।
নিবেদন করিতেছে গদগদভাষে॥
মহারাজ চারিজন তনয় তোমার।
রণে গিয়াছিল দুইজন ভ্রাতা আর॥
তার মধ্যে পঞ্চজনে বানরে বধিল।
অতিকায় লক্ষ্মণের বাণেতে মরিল॥
দূতমুখে হেন বাণী করিয়া শ্রবণ।
কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে রহে দশানন॥
মুহূর্ত্তেক পরে পুনঃ পাইয়া চেতন।
পুত্রশোকে দশানন করয়ে ক্রন্দন॥
পুনর্ব্বার দূত কৈল সব নিবেদন।
তাহা শুনি মূর্চ্ছিত হইল দশানন॥
কিছুকাল পরে পুনঃ সম্বিৎ পাইয়া।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে হুঙ্কার করিয়া॥
হইয়াছে অতিশয় শোকেতে মগন।
না পারয়ে করিবারে ধৈরযধারণ॥
বিংশতিনয়নে ঘন অশ্রুধারা বয়।
মুক্তকণ্ঠ হয়ে রাজা ক্রন্দন করয়॥

ইন্দ্রজিতের আশ্বাসদান

নানামতে ক্রন্দন করয়ে দশানন।
কোনমতে স্থির নাহি হয় একক্ষণ॥
রাজার ক্রন্দন শুনি কান্দে সর্ব্বজনা।
কেহ না করিতে পারে কাহারে সান্ত্বনা॥
তবে ইন্দ্রজিৎ নিজ ক্রন্দন সম্বরি।
কহিতেছে দশাননে অহঙ্কার করি॥
আমি বিদ্যমানে কেন পাঠাও অন্যজনে।
আজ্ঞা কর মেরে আসি শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
অনুগ্রহ করি মোরে দেহ পদধূলি।
রামসৈন্য মারিবারে এই আমি চলি॥
অঙ্গদ সুগ্রীব আর বীর হনুমান।
বড় বড় বানরের লইব পরাণ॥
নল নীল সুষেণে মারিব অবহেলে।
জাম্বুবানে ডুবাইব সাগরের জলে॥
সুগ্রীবের শ্বশুর সুষেণ বেটা বুড়া।
পদাঘাতে করিব তাহার মুণ্ড গুঁড়া॥
কেশরী বানরটা ঘরপোড়ার বাপ।
যমালয়ে পাঠাইব করে বীরদাপ॥
মারিব শরভ-আদি যত কপিগণে।
বধিব লঙ্কার শত্রু খুড়াবিভীষণে॥
যত বেটা লঙ্কা আসি করেছে প্রবেশ।
বাহুড়িয়া একজন না যাইবে দেশ॥



ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ

মেঘনাদকথা শুনি রাবণ হর্ষিত।
কোলে করি মেঘনাদে কহিছে ত্বরিত॥
লঙ্কা-অধিপতি তুমি পুত্র মেঘনাদ।
নর ও বানর মারি ঘুচাও প্রমাদ॥
ভুঞ্জিতে লঙ্কার ভোগ আমি দশানন।
বিপক্ষ নাশিতে পুত্র রয়েছ এখন॥
বাপের দুলাল সেই পুত্রমেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ॥
আঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে বাহুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে রাজ-আভরণ॥
বীর পরিধান পরে নেতের যে ফালি।
তিনশত ফের দিয়া বান্ধিল কাঁকালি॥

সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে চন্দনের সার।
গলার উপরে তুলি দিল রত্নহার॥
স্বর্ণ নবগুণ পরে পরে স্বর্ণপাটা।
ভুবন জিনিয়া ছটা কপালের ফোঁটা॥
রাজ-আভরণ পরি দেবের বাঞ্ছিত।
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিৎ॥
ঘন ঘন সারথিরে করিছে মেলানি।
শীঘ্র কর রথসজ্জা ডাকিছে আপনি॥
সারথি আনিল রথ সংগ্রামকারণ।
মনোহর বেশে রথ করিল সাজন॥
করিলেক রণসজ্জা রথের সারথি।
মাণিক্যপ্রবাল কত বসাইল তথি॥
কনকরচিত রথ মুক্তার সঞ্চারে।
চারিদিকে স্বর্ণবৃক্ষ ফলফুল ধরে॥
চন্দ্রসূর্য্যতেজ জিনি রথের কিরণ।
প্রবালমুকুতা কত রথের সাজন॥
পার্ব্বতীয় ঘোড়া গলে রত্নের বিম্বকি।
তেইশ অক্ষৌহিণী ঠাট যুদ্ধের ধানুকী॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
সঙ্গে তার নানা বাদ্য তিন অক্ষৌহিণী॥
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল তবোল টিকারা।
তূরী ভেরী জগঝম্প বীণা সপ্তস্বরা॥
কাঁশী বাঁশী রাক্ষসী ঢাকের পরিপাটি।
দামামা দগড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কাঠি॥
ঢেমচা খেমচা বাজে বাজে করতাল।
ঠমক খমক তাসা শুনিতে রসাল॥
বাজে শিঙ্গা ডমরু তম্বুরা জয়ঢাক।
ঝাঁজরি মোচঙ্গ বাজে মধুর পিনাক॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে মন্দিরা মৃদঙ্গ।
রণশিঙ্গা খঞ্জনী আর গভীর ভোরঙ্গ॥
কোটি কোটি জয়ঢাক ঘোররবে বাজে।
কোটি কোটি জগঝম্প মহাশব্দে গাজে॥
বেহালা মন্দিরা আর বীণা আদি কত।
কহিতে না পারা যায় তার সংখ্যা যত॥
অসংখ্য সেতার বাজে কোটি কোটি ডম্ফ।
বাদ্যভাণ্ড ঘোর শব্দে ত্রিভুবন কম্প॥
তিনকোটি রাক্ষসেতে বাজায় মাদল।
গর্জ্জিয়া পবন যেন ঘুড়িল বাদল॥
কটকে সাজায়ে বীর যুঝিবারে নড়ে।
মন্দোদরী জননী তখন মনে পড়ে॥
মায়ে না কহিয়া যদি যুদ্ধে যাত্রা করি।
অন্নজল ত্যজিবেন মাতা মন্দোদরী॥
ভক্তিভাবে জননীকে প্রণাম করিয়ে।
তবে যাব রণস্থলে মাতৃ-আজ্ঞা লয়ে॥
এত ভাবি ইন্দ্রজিৎ সভক্তি অন্তরে।
মাতার নিকটে বীর চলিল সত্বরে॥
সৈন্য সেনাপতি যত দ্বারেতে রাখিয়া।
জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশিল গিয়া॥
সুবর্ণের খাটপাট স্বর্ণময়ী পুরী।
যে পুরীর তুল্য শোভা ভুবনে না হেরি॥
দশহাজার সতিনী বেষ্টিত মন্দোদরী।
তাহার সুখের সীমা কহিতে না পারি॥
নারায়ণতৈলে জ্বলে তিনলক্ষ বাতি।
মন্দোদরী পূজা করে মহেশপার্ব্বতী॥
ঝিউড়ী বহুড়ী আর কতশত নারী।
দশহাজার সতিনী সহ মন্দোদরী॥
ন হাজার নারী মেঘনাদের গৃহিণী।
দুইলক্ষ আর যত পুত্রের রমণী॥
আর যত রমণী লঙ্কার একত্তর।
শিবদুর্গা পূজে মাগে রণজয়বর॥
হেনকালে ইন্দ্রজিৎ হলো উপনীত।
পূর্ব্বাচল হৈতে যেন আদিত্য উদিত॥
কিরণে অরুণ জিনি রূপে চন্দ্রকলা।
তাহারে দেখিতে যত স্ত্রীলোকের মেলা॥
প্রণমিল মেঘনাদ মায়ের চরণে।
মন্দোদরী পুলকিত চেয়ে পুত্রপানে॥
আস্তেব্যস্তে উঠি রাণী ধরে দুই হাতে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল মেঘনাদমাথে॥
মন্দোদরী বলে আমি পূজি গঙ্গাধরে।
সেই পুণ্যফলে পুত্র পেয়েছি তোমারে॥
তোমা পুত্র গর্ভে ধরে হই পাটরাণী।
চেড়ী হয়ে খাটে দশহাজার সতিনী॥
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বুঝি অভিপ্রায়।
ফিরে না আইসে রণে যেই বীর যায়॥
নিত্য নিত্য মহাপাপ করে তোর বাপ।
সেই অপরাধে এত সহি মনস্তাপ॥
সীতাকে রামেরে দেহ করহ পিরীতি।
মজিল কনকলঙ্কা নাহি অব্যাহতি॥
বানরে পোড়ায়ে লঙ্কা কৈল ছারখার।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বিষ্ণু-অবতার॥

বিভীষণ খুড়া তব গুণের সাগর।
তারে লাথি মারে রাজা সভার ভিতর॥
আনিল রামের সীতা করিয়া হরণ।
অন্যকে রণেতে কেন পাঠায় এখন॥
তোমারে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে।
নরবানরের যুদ্ধে না দিব যাইতে॥
সীতা ফিরে দিন রাজা শুনুন মন্ত্রণা।
আজি হৈতে যুদ্ধ নাই করহ ঘোষণা॥
মন্দোদরীকথা শুনি মেঘনাদ হাসে।
মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ-বিশেষে॥
জগতের কর্ত্তা মাতা হয় মোর বাপ।
অষ্টলোকপালে জিনি দুর্জ্জয় প্রতাপ॥
এতেক বৈভব ভোগ কর কার তেজে।
হেন জনে নিন্দা কর স্ত্রীগণসমাজে॥
বামাজাতি হও তুমি তেমতি বচন।
স্বামিনিন্দা মহাপাপ কর কি কারণ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন ইন্দ্রাণী।
শচী জিনে শতগুণে তুমি ঠাকুরাণী॥
স্বর্গমর্ত্যপাতালেতে যত দেবগণ।
বল দেখি পাপ না করেছে কোন্ জন॥
ইন্দ্র সুরপতি আর শশাঙ্ক পবন।
কদাচার নাহি করে আছে কোন্ জন॥
রাম সে মনুষ্যজাতি নহে ত গর্ব্বিত।
আনিল তাহার নারী কোন্ অনুচিত॥
খরদূষণে মারি হয়েছে রাম বৈরী।
করিলেন ভাল পিতা আনি তা'র নারী॥
এত কথা মায়ে যদি দিল পাতিয়ান।
দুইলক্ষ রাণ্ডী তবে দিলেক যোগান॥
কহিছে সকল রাণ্ডী করি যোড়হাত।
নিবেদন করি শুন রাক্ষসের নাথ॥
যুদ্ধ করি আমাদের মৈল স্বামিগণ।
শোকেতে আকুল মোরা তাদের কারণ॥
গগনে যখন হয় দ্বিপ্রহর বেলা।
পড়ে যায় রাণ্ডীদের হবিষ্যের মেলা॥
লঙ্কাপুরে ঘরে ঘরে জ্বলয়ে তিয়ড়ি।
কহিতে বিদরে বুক নিত্য ফেলি হাঁড়ি॥
ন হাজার নারী তব পরমাসুন্দরী।
করুক তোমার সেবা যত বহুয়ারী॥
সকলেরে তুষ্ট রেখে যাহ রণস্থলে।
নর ও বানর জিন পরমকুশলে॥

শুভযোগে যাত্রা কৈলে নাহি পরাজয়।
সংসারেতে কেহ যেন রাণ্ডী নাহি হয়॥
বুঝিয়া দেখহ মনে রাক্ষসের পতি।
এক ষাঁড়ে মজাইল লঙ্কার বসতি॥
সূর্পণখা রাণ্ডী দেখ হয় তব পিসী।
মজাল কনকলঙ্কা সেই সর্ব্বনাশী॥
পড়িল রামের যুদ্ধে বড় বড় বীর।
বন্ধুবান্ধবের শোকে দহিছে শরীর॥
হরপার্ব্বতীর প্রিয়ভক্ত দশানন।
কেন এসে রক্ষা নাহি করে দুইজন॥
উপকার কি করিল শঙ্করপার্ব্বতী।
সূর্পণখা মজাইল লঙ্কার বসতি॥
বিলাপ করিয়া কান্দে লক্ষ লক্ষ নারী।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে বারি॥
রাণ্ডীর রোদনে ইন্দ্রজিতের বিষাদ।
সবারে প্রবোধবাক্যে কহে মেঘনাদ॥
না কান্দ না কান্দ সবে পরিহর শোক।
তোমাদের পতি সব গেছে স্বর্গলোক॥
শ্রীরামলক্ষ্মণে রণে মারিয়া এখনি।
নিবাইব সকলের মনের আগুনি॥
এত বলি সকলেরে দিল পাতিয়ান।
মন্দোদরী কহে তব পুত্রবিদ্যমান॥
রূপে গুণে বীর তুমি পরমসুন্দর।
দেবদানবের কন্যা বিবাহ বিস্তর॥
ন হাজার নারী তব পরমাসুন্দরী।
আজি সেবা করুক যতেক বহুয়ারী॥
রাখহ মায়ের বাক্য হইয়া সুমতি।
অন্তঃপুরে থাক বাছা আজিকার রাতি॥
মন্দোদরী কথা কহে সকরুণ ভাষে।
বদনে ঝাঁপিয়া বস্ত্র ইন্দ্রজিৎ হাসে॥
যুঝিবারে পিতা মোরে দিলেন আরতি।
কেমনে থাকিব গৃহে না হয় যুকতি॥
সসৈন্যেতে আসিয়াছি যুঝিবার মনে।
কোন্ লাজে গৃহমাঝে থাকিব এক্ষণে॥
করিব কঠিন যজ্ঞ নামে নিকুম্ভিলা।
ইষ্টদেব-অর্চ্চনে হইল এত বেলা॥
যজ্ঞেতে আহুতি গিয়া দিব যে এখনি।
ছোঁবার থাকুক কাজ না হেরি রমণী॥
যাত্রাকালে ছুঁলে নারী পড়িবে প্রমাদ।
এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ॥

ভক্তিভাবে জননীর চরণ বন্দিয়া।
যজ্ঞ তরে ইন্দ্রজিৎ চলিল সাজিয়া॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুরবচন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥



ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলাযজ্ঞ ও দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন

বৈসে গিয়া ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করিবারে।
যোগায় যজ্ঞের দ্রব্য লক্ষ নিশাচরে॥
রক্তবস্ত্র ভারে ভারে আনিছে তখন।
রক্তবর্ণ পুষ্পমালা সুরক্ত চন্দন॥
শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলস।
কাল ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস॥
যজ্ঞশালে শরপত্র বিছায় সকল।
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞকুণ্ডে জ্বালিল অনল॥
তীক্ষ্ণ-অস্ত্রে ছাগল ছেদিল কোটি কোটি
যজ্ঞেতে আহুতি দেয় অতি পরিপাটী॥
আতপতণ্ডুল যব পাটি পাটি আনে।
হবিতে মিলিত করি দিতেছে আগুনে॥
রক্তবস্ত্র মাল্য দেয় যোবড়ায়ে ঘৃতে।
দশহাজার ব্রাহ্মণ বসে চারিভিতে॥
অগ্নির দুর্জ্জয় শব্দ মেঘের গর্জ্জন।
বিংশতি যোজন শিখা উঠিল গগন॥
তপ্তকাঞ্চনের মত বিপরীত শিখা।
মূর্ত্তিমান হয়ে অগ্নি এসে দিল দেখা॥
সাক্ষাতে আসিয়া অগ্নি হৈল অধিষ্ঠান।
যব ধান্য দুগ্ধ দধি মধু কৈল পান॥
চাহিল যে বর পেল ইন্দ্রজিৎ সুখে।
মনের আনন্দে কহে সৈন্যগণে ডেকে॥
রথের সাজন বীর কৈল দুইহাতে।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া সংগ্রামের রথে॥
চণ্ডমুণ্ড ছত্রদণ্ড ধরিয়াছে শিরে।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত 'মার মার' করে॥
পূর্ব্বদ্বার আগুলিয়া ছিল নীলসেনা।
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর অগণনা॥
উঠে পড়ে পলায় পাইয়া সবে ডর।
মেঘনাদ হাসে বসি রথের উপর॥

বানরের ভঙ্গ দেখি নীলবীর রোষে।
লাফ দিয়া গেল মেঘনাদের সম্মুখে॥
নীলবীর বলে ওরে বেটা মেঘনাদ।
জীয়ন্তে ফিরিয়া যাবে না করিহ সাধ॥
সুগ্রীব পাইল রাজ্য শ্রীরামের গুণে।
রাবণে বধিয়া রাজ্য দিব বিভীষণে॥
অজেয় সুগ্রীব রাজা অতুলন বল।
গাছপাথরেতে বান্ধে সাগরের জল॥
দুকূল সমুদ্র বেঁধে কৈল এককূল।
রাক্ষসকটক মেরে করিল নির্ম্মূল॥
জীবনের বাঞ্ছা যদি চাহ ইন্দ্রজিৎ।
সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে পলাও ত্বরিত॥
যে বেটা থাকিবে এই লঙ্কার ভিতর।
পাঠাইবে যমালয় সুগ্রীব বানর॥
ইন্দ্রজিৎ বলে বেটা ভ্রমিতিস বনে।
কেন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাণে॥
না জান ধরিতে অস্ত্র কথার আঁটুনি।
একবাণে যমালয়ে পাঠাব এখনি॥
সুগ্রীব বানরা তার কিসের বাখান।
লক্ষ্মণ মানুষ বেটা কত জানে বাণ॥
গোটাকত রাক্ষস মারিয়া তোর রাম।
মনেতে করেছে বুঝি জিনেছি সংগ্রাম॥
সেই দিন মরে যেত বেটা নাগপাশে।
ভাগ্যবলে বেঁচে গেল গরুড়নিশ্বাসে॥
পক্ষী বেটা আসিয়া দিলেক প্রাণদান।
ধিক্ রে বানরা তার করিস বাখান॥
এত যদি কহিলেক রাবণের বেটা।
নীল বানরের বুকে লাগে যেন জাঠা॥
কহিতেছে নীলবীর কোপেতে বিবর্ণ।
তুই না মরিয়া মরে খুড়া কুম্ভকর্ণ॥
আগু পাছু না জানিস জাতি নিশাচর।
তুই সত্বে মরে কেন তোর সহোদর॥
যতেক রাক্ষসগণ আইল নিকটে।
না জানি ধরিতে অস্ত্র হাতে নাহি আঁটে॥
নাহিক আহারনিদ্রা জাগি সারারাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণ উপরে ধরাব দণ্ডছাতা॥



ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ ও সসৈন্য শ্রীরামলক্ষ্মণের মূর্চ্ছা

কুপিল যে ইন্দ্রজিৎ নীলের বচনে।
কোপে গালি পাড়ে বীর যত আসে মনে॥
আজি যদি রহে বেটা তোমার জীবন।
তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি।
মেঘের আড়েতে থাকি যুঝে সে ধানুকী॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণবরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ॥
খাণ্ডা ডাঙ্গস টাঙ্গী ও ছুরী একধারা।
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥
নানা অস্ত্র কপিগণে করে সে প্রহার।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে রুধিরের ধার॥
হাত-পা কাটে বানর পড়ে কোটি কোটি।
গড়াগড়ি যায় ভূমে কামড়ায় মাটি॥
পলাইয়া যায় কেহ মনে ভাবি অন্ত।
ছুতা করি পড়ে কেহ সিটকিয়া দন্ত॥
কেহ পড়ে সেতুবন্ধে গায়ে মাখে বালি।
দূরে গিয়া কেহ বা রাজারে পাড়ে গালি॥
ভাল ছিল বালিরাজা গুণের সাগর।
আপনার পুত্রসম পালিল বানর॥
বালিরাজার রাজ্যেতে গেল যতকাল।
ততদিন নাহি ছিল এমত জঞ্জাল॥
আড়াই দিনেব মধ্যে পেয়ে ছত্রদণ্ড।
লঙ্কাতে বানর আনি কৈল লণ্ডভণ্ড॥
রামসুগ্রীবের সে কিসেব উপরোধ।
ইন্দ্রজিৎসঙ্গে নাহি কবিব বিরোধ॥
কপির ক্রন্দন শুনি ইন্দ্রজিৎ হাসে।
প্রহারে অসংখ্য বাণ থাকিয়া আকাশে॥
বরিষে অসংখ্য বাণ আগুনের কণা।
পড়িল যে নীলবীর সহ নিজ সেনা॥
রক্তে নদী বহিছে দেখিতে ভয়ঙ্কর।
বানর সহস্রকোটি পড়ে পূর্ব্বদ্বার॥
পূর্ব্বদ্বার জিনিয়া কুমার মেঘনাদ।
দক্ষিণদ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ॥
দক্ষিণদুয়ারে কোন্ কপিবীর জাগে।
পরিচয় দিয়া যুদ্ধ দেহ মোর আগে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র জাগে অঙ্গদ প্রভৃতি।
মরিতে আইলি বেটা নিশাভাগ রাতি॥
নাহিক আহারনিদ্রা নাহি সুখ-আশ।
যাবৎ রাবণবংশ না হয় বিনাশ॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপর ধরাব দণ্ডছাতা॥
ছারখার করিব লুটিয়া লঙ্কাপুরী।
বিভীষণকোলে দিব রাণী মন্দোদরী॥
কোপে ইন্দ্রজিৎ শরভের বাক্য শুনে।
গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আসে মনে॥
আজিকার যুদ্ধে যদি রহে ত জীবন।
তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে।
বরিষে অসংখ্য বাণ বিক্রম করিয়ে॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণবরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র প্রহারে ব্রহ্মার পেয়ে বর।
বাণফুটে মূর্চ্ছাগত অসংখ্য বানর॥
বড় বড় বানর হইল অচেতন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পড়ে বালির নন্দন॥
আশীকোটি কপি পড়ে দক্ষিণদ্বারেতে।
বানরের রক্তে নদী বহে খরস্রোতে॥
জিনিয়া দক্ষিণদ্বার চলে মেঘনাদ।
উত্তরদ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ॥
উত্তরদ্বারেতে কোন্ কোন্ বেটা জাগে।
পরিচয় দেহ ত দারুণ নিশাভাগে॥
ধূম্রাক্ষ বানর ছিল রাত্রিজাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদসনে॥
অসংখ্য বানর তোর আছে পথ চেয়ে।
আপনি সুগ্রীবরাজা রয়েছে জাগিয়ে॥
অন্নজল না খাই না যাই নিদ্রা রাতে।
যাবৎ রাক্ষসবংশ না পারি মারিতে॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণ উপরে ধরাব দণ্ডছাতা॥
কোপে জ্বলে ইন্দ্রজিৎ বানরবচনে।
গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আসে মনে॥
আজিকার যুদ্ধে আগে বাঁচুক জীবন।
তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে।
বানরকটক বিন্ধে সন্ধান পূরিয়ে॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণবরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ॥

মারে কাটে ইন্দ্রজিৎ কেহ নাহি দেখে।
উত্তরদ্বারেতে কপি পড়ে লাখে লাখে ॥
বানরকটক পড়ে বীরচূড়ামণি।
আছুক অন্যের কাজ সুগ্রীব আপনি ॥
রক্তে নদী বহে ঠাট পড়িল বিস্তর।
অসংখ্য বানরে পড়ে সুগ্রীব বানর ॥
মেঘের আড়েতে চলে বীর মেঘনাদ।
পশ্চিমদুয়ারে গিয়া করে সিংহনাদ ॥
পশ্চিমদুয়ারে কোন্ কোন্ বীর জাগে।
ত্বরিতে আসিয়া যুদ্ধ দেহ নিশাভাগে ॥
হনুমানবীর ছিল রাত্রিজাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদসনে ॥
সেনাপতিগণ জাগে নাহি পরিমাণ।
বড় বড় বীর জাগে পর্ব্বতপ্রমাণ ॥
জাগিছে সুষেণ বেজ রাজার শ্বশুর।
জাগিতেছে কোটি কোটি বানর প্রচুর ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ জাগে সংসারপূজিত।
আমি হনুমান জাগি শুন ইন্দ্রজিৎ ॥
নাহিক আহারনিদ্রা জাগি দিবারাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি ॥
তোরে বধ করিয়া বধিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ডছাতা ॥
বিভীষণে সমর্পিব স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
কেলি করিবারে দিব রাণী মন্দোদরী ॥
এত শুনি মেঘনাদ মহাকোপ মনে।
হনুমানে গালি পাড়ে যত আসে মনে ॥
শ্রীরামেরে ডাক দিয়া বলে মেঘনাদ।
দেশেতে জীয়ন্তে যাবে না করিহ সাধ ॥
ইন্দ্রজিৎ নাম মোর ত্রিভুবনে জানে।
কোন বেটা নিস্তার না পাবে মোর বাণে ॥
এত বলি লুকাইল মেঘের আড়ালে।
আকাশ হইতে বাণ ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে ॥
আকাশে থাকিয়া বাণ করে বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
শেল শূল মুষল মুদ্গর একধারা।
চারিদিকে পড়ে যেন আকাশের তারা ॥
জাঠা জাঠি ঝকড়া কর্ণিক একধার।
বরিষণ করে আর বলে 'মার মার' ॥
রামেরে যতেক বিন্ধে তাহা নাহি মানে।
'সহ সহ' বলি তবে ডাকেন লক্ষ্মণে ॥
বজ্রের সমান বাণ অসংখ্য বরিষে।
পড়িল লক্ষ্মণবীর শ্রীরামের পাশে ॥
ক্ষুরপার্শ্ব অর্দ্ধচন্দ্র দু বাণের নাম।
সেই দুইবাণ ফুটে পড়িল শ্রীরাম ॥
চারিদ্বারে পড়ে ঠাট শ্রীরামলক্ষ্মণে।
রাজার প্রসাদ লৈতে চলে পিতৃস্থানে ॥
আগুসারি পথে পড়ে চন্দনের ছড়া।
তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া ॥
হাতেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত।
আজ্ঞা পেয়ে পবন সুগন্ধি বহে বাত ॥
দাণ্ডায় বাপের আগে বীর-অবতার।
নোঙায় চরণে বাপের মাথা তিনবার ॥
কহিল সকল যত করিল সংগ্রাম।
পড়িল সকল সৈন্য সহিত শ্রীরাম ॥
পড়িল লক্ষ্মণ আর বীর হনুমান।
বানরকটক পড়ে নাহি পরিমাণ ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ পড়ে নীল সেনাপতি।
পড়িল সে জাম্বুবান ভল্লুক প্রভৃতি ॥
গন্ধমাদন শরভ সুষেণাদি বীর।
সমুদ্রের কূলে সব লোটায় শরীর ॥
চারিদ্বারে পড়িয়াছে বানরের থানা।
আজি রণে জীয়ন্ত নাহিক একজনা ॥
সুগ্রীব বানরে আর নাহি তব ডর।
ঘরপোড়া বানর গিয়াছে যমঘর ॥
হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদ।
চুম্ব দিয়া রাবণ করিল আশীর্ব্বাদ ॥
রাজপ্রসাদ তাহারে দিলেক বিস্তর।
বিচিত্রনির্ম্মাণ দিল রত্নের টোপর ॥
বলয়কঙ্কণ দিল মাণিক রতন।
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে না যায় গণন ॥
দিলেক প্রসাদ রাজ্য করি লণ্ডভণ্ড।
সবেমাত্র নাহি দিল নব ছত্রদণ্ড ॥
রাজপ্রসাদ পাইয়া যায় অন্তঃপুরী।
নারীগণ লয়ে গৃহে খেলে পাশা সারি ॥



সৈন্যগণসহ শ্রীরামলক্ষ্মণের চেতনাসঞ্চারার্থ বিভীষণ ও হনূমানের জাম্বুবানের সহিত পরামর্শ

চারিদ্বারে পড়ে সৈন্য শ্রীরামলক্ষ্মণ।
রক্ষা পায় বিভীষণ পবননন্দন॥
দুইজনে অমর ব্রহ্মার পেয়ে বর।
না মরিল দুইজন বানরভিতর॥
চিন্তিয়া গণিয়া দোঁহে যুক্তি কৈল সার।
রামলক্ষ্মণ জীয়াইতে কৈল প্রতিকার॥
হাতে করি দেউটি ফিরিছে দুইবীর।
দেখিয়া বেড়ায় সব গতি অতি ধীর॥
পড়েছে সুগ্রীবরাজা লয়ে রাজ্যখণ্ড।
সেনাপতিদের সব লোটাইছে মুণ্ড॥
পূর্ব্বদ্বারে শতকোটি বানরসংহতি।
হাতে গাছ পড়িয়াছে নীল সেনাপতি॥
পড়েছে অঙ্গদবীর দক্ষিণদুয়ারে।
বাণেতে অবশ অঙ্গ মূর্চ্ছিত শরীরে॥
পড়িয়া পশ্চিমদ্বারে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
দেখিয়া মাথায় হাত কান্দে দুইজন॥
শব্দ নাহি স্তব্ধ অঙ্গ দুজনে মূর্চ্ছিত।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহিক সম্বিৎ॥
বাণ ফুটে পড়িয়াছে মন্ত্রী জাম্বুবান।
না পারে মেলিতে চক্ষু বুকে পড়ে টান॥
বিভীষণ বলে তুমি বলে মহাবলী।
উঠিয়া মন্ত্রণা কর আর কারে বলি॥
জাম্বুবান বলে মোর অঙ্গে লক্ষবাণ।
না পারি মেলিতে চক্ষু বুকে পড়ে টান॥
অনুমানে জানিলাম কথার আভাসে।
বিভীষণ আসিয়াছে আমার সম্ভাষে॥
জাম্বুবান বলে তুমি ধার্ম্মিক সুজন।
তত্ত্ব করে দেখো কোথা পবননন্দন॥
দুজনে মন্ত্রণা করি ভাবহ উপায়।
ইন্দ্রজিৎবাণে সবে রক্ষা কিসে পায়॥
বিভীষণ বলে তুমি জ্ঞানে বৃহস্পতি।
ইন্দ্রজিৎবাণে তোমার ছন্ন হৈল মতি॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ পড়েন জগৎপূজিত।
এ সময় কেন নাহি চিন্তা কর হিত॥
পড়েছে সুগ্রীবরাজা বানরের পতি।
কি হবে উপায় কিছু কর তার গতি॥
এবে সে জানিনু আমি তোমার চরিত্র।
পবননন্দন বিনা নাহি তব মিত্র॥
জাম্বুবান বলে আমার বুদ্ধি নাহি ঘটে।
হনূমানে ডেকে দেহ আমার নিকটে॥
অন্য অন্য অন্বেষণে নাহি প্রয়োজন।
দেখ আগে কোথা আছে পবননন্দন॥
চেতনা থাকয়ে যদি তাহার শরীরে।
প্রাণদান দিবেক সকল মহাবীরে॥
বিভীষণ বলে দেখ মেলিয়া নয়ন।
তোমা সম্ভাষিতে আসিয়াছে হনূমান॥
জাম্বুবানে হনূমান বন্দিল চরণ।
মৃদুভাষে জাম্বুবান বলিছে তখন॥
পড়েছেন কপিগণ শ্রীরামলক্ষ্মণ।
ঔষধ আনিলে তুমি জীয়ে সর্ব্বজন॥
অন্তরীক্ষে যাইবে পবনে করি ভর।
অতি উচ্চ হিমালয়পর্ব্বতশিখর॥
ঋষ্যমূকপর্ব্বত সে হিমালয়পার।
ধবল পর্ব্বত শ্বেত ধবল আকার॥
তাহার দক্ষিণপূর্ব্বে পর্ব্বত কৈলাস।
ঋষ্যমূকপর্ব্বতে আছে ঔষধ নির্য্যাস॥
চারিবৃক্ষ আছয়ে ঔষধ চারিজাতি।
অন্ধকারে আলো করে ঔষধের জ্যোতি॥
বিশল্যকরণী এক সর্ব্বলোকে জানি।
দ্বিতীয় ঔষধ নাম মৃতসঞ্জীবনী॥
তৃতীয় ঔষধ আছে অস্থিসঞ্চারিণী।
চতুর্থ ঔষধ নাম সুবর্ণকরণী॥
আনিতে ঔষধ যদি পার রাতারাতি।
চারিযুগে থাকিবেক তোমার সুখ্যাতি॥
নাহিক এ সব কথা বাল্মীকিবচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুতরামায়ণে॥
এক রামায়ণ শতসহস্র প্রকার।
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইলেন গীত রামায়ণে॥



ঔষধ আনিতে হনূমানের ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে যাত্রা

জাম্বুবান হনূমানে দিলেন বিদায়।
ঔষধ আনিতে বীর হনূমান যায়॥

উভলেজ করিয়া সারিলা তুই কাণ।
একলাফে আকাশে উঠিল হনুমান॥
মহাশব্দে চলিল পবনে করি ভর।
লেজের সাপটে উড়ে পর্ব্বতপাথর॥
দশযোজন হৈল বীর আড়ে পরিসর।
দীর্ঘেতে যোজন ত্রিশ চমকে অমর॥
লাঙ্গুল বাড়ায়ে কৈল যোজন পঞ্চাশ।
সারিয়া তুলিল লেজ ঠেকিল আকাশ॥
নিমেষেতে সাগব হইয়া গেল পার।
শরা গোটা জ্ঞান কবে সকল সংসার॥
নদনদী এড়াইল পর্ব্বতকান্তার।
কত বন-উপবন হয়ে গেল পার॥
নানা তীর্থক্ষেত্র কত মুনিব বসতি।
বারো বছবের পথ যায় একরাতি॥
হিমালয়পর্ব্বত ছাড়িয়ে শীঘ্রগতি।
কৈলাসপর্ব্বত দেখে ধবল আকৃতি॥
ঋষ্যমূকপর্ব্বতে উঠিল হনূমান
ঔষধের গন্ধ পেয়ে বহে সেই স্থান॥
ঔষধের গন্ধেতে সুগন্ধি বাত বহে।
সন্ধান পাইয়া বীর সেইখানে বহে॥
শিখরে শিখরে ফিরে পবননন্দন।
চারিজাতি ঔষধ না পায় দবশন॥
দেবমূর্ত্তি ঔষধ কি দিব তার লেখা।
কারে হয় অদর্শন কাবে দেয় দেখা॥
ঔষধ না পায় বীর রজনী বিস্তর।
মনে মনে চিন্তা তবে করে বীববর॥
মনে মনে হনূ তবে করে অনুমান।
বাণ খেয়ে বুদ্ধি গেছে বুড়া জাম্বুবান॥
তল্লাসিনু পর্ব্বত করিয়া পাতি পাতি।
চারিজাতি ঔষধ না পাই একজাতি॥
অকারণে আইলাম ভল্লুকের বোলে।
এত দুঃখ বিধাতা কি লিখিল কপালে॥
বুদ্ধিমন্ত হনুমান বিচারে পণ্ডিত।
সাতপাঁচ ভাবি মনে স্থির করে চিত॥
ব্রহ্মার নন্দন বীর জানে বহু জ্ঞান।
সর্ব্বলোকে বলে মহামন্ত্রী জাম্বুবান॥
তার বাক্য মিথ্যা নাহি হবে কোন কালে।
পর্ব্বত চাতুরী করি ঔষধ লুকালে॥
সাধে কি তোমার পাখা কাটে পুরন্দর।
আমারে ভাবিলা তুমি বনের বানর॥
পরিহাস কর তুমি বিপত্তির কালে।
উপাড়িয়া ফেলে দিব সাগরের জলে॥
সুগ্রীবের চর আমি শ্রীরামের দাস।
আমার সঙ্গেতে তুমি কর পরিহাস॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী।
যাঁর কণ্ঠে বিরাজেন দেবী সরস্বতী॥



হনূমানকর্ত্তৃক পর্ব্বতের স্তব

হনূমান যোড়করে পর্ব্বতের স্তব করে
বলে শুন শুন গিরিবর।
পাব বলে মহৌষধি লঙ্ঘিয়া পর্ব্বতনদী
দুঃখ পেয়ে এসেছি বিস্তর॥
মেরুগণ যত আছে তুল্য নহে তব কাছে
তুমি মেরু সুমেরুসমান।
শ্রীরামলক্ষ্মণ রণে পড়েছেন দুইজনে
কৃপায় ঔষধ কর দান॥
সুগ্রীব অঙ্গদ নল আর যত মহাবল
পড়ে আছে মৃতদেহপ্রায়।
তুমি হয়ে দয়াবান্ মহৌষধি কর দান
বাঁচে সবে তোমার কৃপায়॥
শুন হিত উপদেশ রজনী হইল শেষ
যেতে হবে সাগরের পার।
শুন মেরু গুণনিধি দেখাইয়া মহৌষধি
করহ বামের উপকার॥
এরূপ অঞ্জনাসুত স্তব করে শত শত
পর্ব্বত না মানে উপরোধ।
রামপদ অভিলাষে বিরচিল কৃত্তিবাসে
হনূমানে উপজিল ক্রোধ॥



হনূমানকর্ত্তৃক ঔষধ আনয়ন এবং শ্রীরামসহ বানরগণের চৈতন্যলাভ

এত পরিশ্রমে হনূ ঔষধ না পায়।
কোপে কড়মড় দন্ত কটমট চায়॥
হনূমান বলে আমি শ্রীরামেব দাস।
না দিল ঔষধ বেটা করে উপহাস॥
ক্ষুদ্র তুই প্রস্তর পর্ব্বত কেটা বলে।
তোর মত কত শত ডুবায়েছি জলে॥

এত বলি ধরি টানে পবননন্দন।
চড় চড় শব্দে ছিঁড়ে লতার বন্ধন ॥
বড় বড় বৃক্ষ সব উপাড়িয়া পড়ে।
পালে পালে বনজন্তু ধায় উভরড়ে ॥
কতশত মুনিঋষির হৈল তপোভঙ্গ।
সিংহের উপরে চেপে পড়িছে মাতঙ্গ ॥
শার্দ্দূল উপরে পবে কুক্কুরশৃগাল।
নেউল মূষিক সাপ একত্র মিশাল ॥
ভূত প্রেত পিশাচ পলায় লয়ে প্রাণ।
আতঙ্কেতে যক্ষ বলে রক্ষ ভগবান।
প্রলয় পড়িল পালাবার নাহি পথ।
মূর্ত্তিমান হয়ে দেখা দিলেন পর্ব্বত ॥
ঋষিরূপে আসি হনুমানের সাক্ষাতে।
জিজ্ঞাসিল গিরি তাবে মধুরভাষাতে ॥
কে তুমি কোথায় থাক বীরচূড়ামণি।
পর্ব্বত ধরিয়া কেন কর টানাটানি ॥
হনুমান বলে আমি পবনের সুত।
সুগ্রীবের অনুচর শ্রীরামের দূত ॥
হরেছে রামের সীতা দুষ্ট দশানন।
রঘুনাথ করেছেন সাগরবন্ধন ॥
লঙ্কাতে হতেছে যুদ্ধ শ্রীরামরাবণে।
পড়েছেন রঘুনাথ ইন্দ্রজিৎবাণে ॥
মূর্চ্ছাগত রঘুনাথ ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি যত কপিগণ ॥
অচৈতন্য হয়ে আছে সবে লঙ্কাপুরে।
জাম্বুবান পাঠাইল ঔষধের তরে ॥
মহৌষধি আছে এই পর্ব্বত উপরে।
না দিল ঔষধ মেরু কোন্ অহঙ্কারে ॥
প্রাণপণে করিব রামের উপকার।
পর্ব্বত লইয়া যাব সাগরের পার ॥
ঋষি বলে সাম্য হও পবননন্দন।
আমি দেখাইয়া দিব ঔষধের বন ॥
এত বলি সঙ্গে করি লয়ে সেইখানে।
দেখাইয়া দিল গিয়া ঔষধ যেখানে ॥
চারিজাতি ঔষধ লইয়া হনুমান।
উভলেজ করিয়া সারিলা দুই কাণ ॥
লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল আকাশে
লঙ্কাপুরে উপনীত চক্ষুর নিমিষে ॥
বিশল্যকরণী আর সুবর্ণকরণী।
অস্থিসঞ্চারিণী আর মৃতসঞ্জীবনী ॥
এই চারি ঔষধ লইয়া হনুমান।
চারিদ্বারে ভ্রমণ করয়ে স্থানে স্থান ॥
চারি ঔষধের ঘ্রাণ যত দূবে যায়।
বানরকটক সব উঠিয়া দাণ্ডায় ॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন।
সেইরূপে উঠিলেন শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
সুগ্রীব উঠিল বানরের অধিপতি।
দ্বিবিদ কুমুদ উঠে সৈন্যের সংহতি ॥
নল নীল উঠিল অঙ্গদ যুবরাজ।
গয় ও গবাক্ষ উঠে কটকসমাজ ॥
যার নাকে লাগে অস্থিসঞ্চারিণী গুঁড়া।
কটকের হাত-পা আসিয়া লাগে যোড়া ॥
অস্থিসঞ্চারিণী গন্ধ প্রবেশয়ে নাকে।
চারিদ্বারের বানব উঠে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
সুবর্ণকরণী গন্ধ সুকোমল অতি।
সুন্দর শরীর হৈল পূর্ব্বের আকৃতি ॥
সকল বানর উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া।
হনুমানে কহে সবে হাত করি যোড়া ॥
তোমার সমান বীর ত্রিভুবনে নাই।
তোমার প্রসাদে সবে মৈলে প্রাণ পাই ॥
রাম বলে হনুমান যে গুণ তোমার।
শতযুগে শোধিতে নারিব তব ধার ॥
কি দিব প্রসাদ বল আছে কিবা ধন।
হনূমানে কোল দিলা শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
রাম বলে হনূমান তুমি ভক্তবীর।
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক শরীর ॥
সর্ব্বজনে করে হনুমানের বাখান।
হনূমান হৈতে সবে পাইল পরাণ ॥
মিথ্যা হৈল যত যুদ্ধ কৈল ইন্দ্রজিৎ।
কৃত্তিবাস গাইলেক লঙ্কাকাণ্ড গীত ॥



রাবণকর্ত্তৃক লঙ্কার দ্বাররোধ

'রামজয়' শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কাতে রাবণরাজা গণিল প্রমাদ ॥
রাবণ বলে দৈবগতি কে পারে রোধিতে।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে নরবানরেতে ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ মৈল যত সেনাপতি।
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে রাতি ॥

মোর সেনা মরিলে না বাঁচে একজন।
বারে বারে মরে বাঁচে শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
হেন বীর নাহি মোর লঙ্কার ভিতর।
মারে রামলক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বানর॥
মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
বীরশূন্য হইল কনকলঙ্কাপুরী॥
হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
থাকিব কপাট দিয়া প্রাণ বড় ধন॥
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট।
লঙ্কাপুরে চারিদ্বারে দেহ ত কপাট॥
রাজার আদেশ পেয়ে যত নিশাচরে।
লঙ্কাপুরে কপাট দিলেক চারিদ্বারে॥
সোণার কপাট খিল ভয়ঙ্কর অতি।
নাহি তাহে চন্দ্রসূর্য্যপবনেব গতি॥
পাঁচদিন দ্বারের কপাট নাহি খুলে।
হাসিয়া সুগ্রীববাজা সবাকারে বলে॥
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল রাবণ।
মনে কি ভেবেছে বেটা জিনিয়াছে রণ॥
এতেক ভাবিয়া মনে বানরের পতি।
পশ্চিমদুয়ারে গেল মন্দ মন্দ গতি॥
বসেছেন রঘুনাথ সমুদ্রের তটে।
চৌদিকে বানরগণ লক্ষ্মণ নিকটে॥
হনুমান জাম্বুবান আর বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন তিনজন॥
উপনীত হৈল আসি সুগ্রীবরাজন্।
সম্ভ্রমে বন্দিল আসি রামের চরণ॥
লক্ষ্মণের পাদপদ্ম বন্দিলেন শিরে।
জিজ্ঞাসেন শ্রীরাম সুগ্রীব মহাবীরে॥
কি মন্ত্রণা করিছে লঙ্কার অধিকাবী।
চারিদ্বারে কপাট রেখেছে বন্ধ করি॥
পাঁচদিন হৈল কেন নাহি দেয় রণ।
কহ না সুগ্রীব মিতা ইহার কারণ॥
সুগ্রীব বলেন, প্রভু, না জানি সম্বাদ।
করেছে কপাট বন্ধ গণিয়া প্রমাদ॥



বানরগণকর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার লঙ্কাদাহন

শ্রীরাম বলেন শুন মন্ত্রী জাম্বুবান।
চিন্তিয়া মন্ত্রণা কর যে হয় বিধান॥

জাম্বুবান বলে প্রভু পাঠায়ে বানরে।
লঙ্কায় আগুন দেহ প্রতি ঘরে ঘরে॥
এতেক শুনিয়া তবে সুগ্রীবরাজন্।
বড় বড় বানরে পাঠায় ততক্ষণ॥
সুগ্রীবের আজ্ঞা পেয়ে অসংখ্য বানর।
লাফে লাফে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভিতর॥
কিচকিচ দন্ত করি খিলখিল হাসি।
ভাণ্ডার হইতে আনে ঘৃতের কলসী॥
কারে মারে লাথি কীল কারে মারে চড়।
নারায়ণতৈলের কলসী লয়ে রড়॥
বাহির আবাসে গেল দিতে সমাচার।
তিনলাফে প্রাচীর হইয়া আসে পার॥
নারায়ণতৈলঘৃত কলসী কলসী।
আনে বস্ত্র পর্ব্বতপ্রমাণ রাশি রাশি॥
এইরূপে দুর্জ্জয় বানর কোটি কোটি।
সন্ধ্যাকালে লক্ষ লক্ষ জ্বালিল দেউটি॥
একে চায় তাহে আজ্ঞা পাইল বানর।
লাফে লাফে প্রবেশিল লঙ্কার ভিতর॥
জনে জনে কপি লয় দু-দুটি মশাল।
অগ্নি দিয়া পোড়ায় লঙ্কার চালে চাল॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর।
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর॥
উলঙ্গ হইয়া কেহ পলাইল ডরে।
লাফ দিয়া পড়ে কেহ জলের ভিতবে॥
অনেক পুড়িল ঘর আগুনেতে জ্বলে।
কেহবা পলায়ে যায় 'বাপ বাপ' বলে॥
লঙ্কার ভিতরে যত ছিল বিদ্যাধরী।
জলেতে প্রবেশ করে বলে 'মরি মরি'॥
অঙ্গ ডুবাইয়ে মুখ ভাসাইয়া জলে।
সরোবরে শোভে যেন শত শতদলে॥
আগে পাছে অগ্নি দেয় করে তাড়াতাড়ি।
বালকযুবক পুড়ে কত বুড়াবুড়ী॥
সৈন্যসামন্তের ঘর পোড়ে সারি সারি।
পাত্রমিত্রগণের পুড়িল কত পুরী॥
মণিরত্নে নির্ম্মিত সুন্দর সব ঘর।
লেখাজোখা নাই তার পুড়িল বিস্তর॥
খাটপাট পালঙ্ক পুড়িল রত্নধন।
মণিরত্নে নির্ম্মিত অসংখ্য আভরণ॥
বহুদূর থাকিতে অগ্নির শব্দ শুনি।
বানরকটক ঘরে দিতেছে আগুনি॥

পর্ব্বতপ্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি।
পিঞ্জর সহিত পোড়ে পোষণিয়া পাখী ॥
শারী শুক কাকাতুয়া সারস সারসী।
নানাজাতি বিহঙ্গ পুড়িল রাশি রাশি ॥
হাতীঘোড়া গেল পোড়া কত লাখে লাখ।
পলাতে না পারে ডাকে বিপরীত ডাক ॥
কত শত ময়ুর পুড়িল ঝাঁকে ঝাঁক।
কুক্কুট-আকৃতি হৈল পোড়া গেল পাখ ॥
নানাজাতি পোষা জন্তু পালে পালে পোড়ে।
প্রাণভয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে ॥
বানরেতে পর্ব্বত বরিষে ঝাঁকে ঝাঁকে।
শ্রবণ বধির হলো আগুনের ডাকে ॥
অঙ্গদ বলেন শুন পবনকুমার।
চারিজন রাখহ লঙ্কার চারিদ্বার ॥
বসে থাক চারিদ্বারে দেউটি জ্বালিয়া।
রাক্ষস আইলে দেহ মুখ পোড়াইয়া ॥
ভিতরেতে আগুন বাহিরে যেতে চায়।
পলাইতে নারে মুখ বানরে পোড়ায় ॥
রাক্ষস-অবস্থা দেখে বানরের হাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥



কুম্ভ ও নিকুম্ভের যুদ্ধযাত্রা

রাবণ বলে প্রাণে না সহে অপমান।
থাকিলে কপাট দিয়া নাহিক এড়ান ॥
বানরে পোড়ায় ঘর যুদ্ধ হৈল সার।
যুদ্ধ বিনা নিস্তার নাহিক দেখি আর ॥
কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
ডাক দিয়া আনাইল রাজা দশানন ॥
দুইভাই আসি রাজারে নোঙায় মাথা।
রাবণ বলে দেখ বাপু লঙ্কার অবস্থা ॥
বিক্রমেতে অতুল তোমরা দুটি ভাই।
ত্রিভুবন পরাভব তোমা দোঁহা ঠাঁই ॥
আমি জয়ী তোমার পিতার বাহুবলে।
কুম্ভকর্ণশোকে আমি ভাসি অশ্রুজলে ॥
কুম্ভকর্ণবিনা লঙ্কাপুরী শূন্যাকার।
নরবানরের হাতে নাহিক নিস্তার ॥
ইন্দ্রযুদ্ধে উদ্ধারিল তোমাদের পিতে।
তোমরা রাখহ নরবানরের হাতে ॥
সেই পুত্র জন্ময়ে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃশত্রু মারিয়া যে শোধে পিতৃধার ॥
রাজাজ্ঞা পাইয়া দোঁহে রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট সৈন্য নড়ে মুড়ে মুড়ে ॥
সৈন্যের পায়ের ভরে কম্পিতা মেদিনী।
দুভায়ের সঙ্গে ঠাট আট অক্ষৌহিণী ॥
সংগ্রাম করিতে যাত্রা করে দুইবীর।
দেখাদেখি হৈল গিয়া গড়ের বাহির ॥
দুর্জ্জয় শরীর দোঁহে পর্ব্বত-আকার।
পশ্চিমদুয়ারে গেল করি 'মার মার' ॥
রাক্ষস বানর ঠাট হৈল মিশামিশি।
পাথরাদি লয়ে কপি যুদ্ধ করে আসি ॥



কুম্ভ ও নিকুম্ভের সহিত বানরগণের যুদ্ধ

তবে দুই দল কোপেতে পাগল
পরস্পরে হারাহারি।
অনলনিকরে বিরল তিমিরে
করিতেছে মারামারি ॥
শত নিশাচর ধরি ধনুঃশর
লইয়া কুঠার ফিরি।
বানর উপরে সম্প্রহার করে
চক্র গদা অসি ধরি ॥
তাহে কারো মুণ্ড কারো ভুজদণ্ড
কারো বুক ফাটে বলে।
কারো উরুমূল কাহারো লাঙ্গুল
কারো হস্তপদ গলে ॥
কোন জনে শর বিন্ধিয়া জর্জ্জর
করিতেছে কোন জন।
কারো গদাঘাতে ভাঙ্গে বুক হাতে
খড়্গে করে বিদারণ ॥
তাহে কপি সব করি ঘোর রব
গিরিতরুশিলাগণ।
ফেলি ফেলি মারি রাক্ষস উপরে
করে উল্কানিক্ষেপণ ॥
তাহে চূর্ণ করে কত রাত্রিচরে
কারো ভাঙ্গে শির বুক।
কারো উল্কানলে দহে মুণ্ড গলে
কারো মুখে সকৌতুক ॥

কেহ মুষ্টিপাতে ভাঙ্গে কারো মাথে
বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে।
দশননখরে বিদারণ করে
বুক পাশ পেট মাথে॥
কাহারো ঘোড়ারে আছাড়িয়া মারে
কোন কপি কারো গজে।
কেহ মারি লাথে ভাঙ্গে কারো রথে
সসারথি হয় ধ্বজে॥
কত নিশাচর ত্যজি অসিশর
হাতাহাতি রণ করে।
কেহ মারে চড় কেহ বা চাপড়
মুটকী কেহ প্রহারে॥
পাঁচসাতজন রাক্ষসমিলন
ধরি এক কপিবরে।
অস্ত্রাদিপ্রহারে ছিন্নভিন্ন করে
কারো বা পরাণ হরে॥
সেই অনুসারে এক নিশাচরে
অনেক বানর ধরি।
মারে চড়কীল বহুতর শিল
বিদারয়ে নখে করি॥
এরূপ তুমুল সমরে ব্যাকুল
কান্দে কপি জাম্বুবান।
মোলরে মোলরে গেলরে গেলরে
আর না রহিল প্রাণ॥
বড় বীর সব করি ঘোর রব
কহিতেছে বার বার।
ধর ধর ধর মার মার মার
না রাখিব রিপু আর॥
এই ত প্রকারে তুমুল সমরে
মাতিয়া কোপের ভরে।
কৃত্তিবাস ভণে রাম দশাননে
সেনা হানাহানি করে॥

তার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর।
মারিলেন গাঢ় গদা অঙ্গদ উপর॥
কিছুকাল কাঁপি তাহে কপীন্দ্রকুমার।
সুস্থ হৈয়া শীঘ্র পুনঃ কৈল আগুসার॥
করে ধরি একখান শিখরিশিখর।
মারিলেক বজ্রকণ্ঠমস্তক উপর॥
তাহার প্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ করি।
বজ্রকণ্ঠবীর পড়ে বসুধা উপরি॥

তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সকম্পন
রণে প্রবেশিল করি রথে আরোহণ॥
সেহ বেগে বৃষ্টি করি বাণ বহুতর
অঙ্গদের অঙ্গগণে করিল জর্জ্জর॥
শত্রুসুতসুত সহি সে সকল শরে।
লাফিয়া উঠিল তার রথের উপরে॥
কর হইতে কোদণ্ড তার কাড়ি লৈয়া।
চরণচাপনে তারে ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
পদাঘাতে রথখান করি প্রমথন।
নাশিলা নখরে করি তুরঙ্গমগণ॥
স্যন্দন ছাড়িয়া তবে সেই সকম্পন।
আকাশে উঠিল খড়্গ করিয়া ধারণ॥
তাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন।
লম্ফ দিয়া তার পাছে করিল ধাবন॥
কিঞ্চিৎ দূরেতে তারে করে করি ধরি।
কাড়িয়া লইল তার খড়্গ আর ফরী॥
তবে সিংহনাদ করি অতি কুতূহলে।
সেই খড়্গ ধরি কোপ দিলা তার গলে॥
তাহে ছিন্ন হয়ে সেহ যেন উপবীত।
আকাশ হইতে হৈল ভূতলে পতিত॥
তবে সিংহনাদ করি বালির কুমার।
ভূতলে নামিল শব্দ করি 'মার মার'॥
তবে শোণিতাক্ষবীর লৌহগদা ধরি।
উপস্থিত হইল অঙ্গদ বরাবরি॥
প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষ নামে আর দুইজন।
রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন॥
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুইবীর তা দেখিয়া।
অঙ্গদের দুইপাশে দাঁড়াল আসিয়া॥
তবে সেই নিশাচর তিনজন সঙ্গে।
তিন কপিবীর যুদ্ধ আরম্ভিল রঙ্গে॥
নানা বৃক্ষ উপাড়িয়া কপি তিনজন।
করিতেছে তিন নিশাচরে নিক্ষেপণ॥
তাহা দেখি খড়্গ ধরি রাক্ষস প্রজঙ্ঘ।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সেই বৃক্ষসঙ্ঘ॥
তবে সেই তিনজন শাখামৃগবর।
নিক্ষেপ করেন রথতুরঙ্গকুঞ্জর॥
নিরীক্ষণ করিয়া যূপাক্ষ রণে দক্ষ।
কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ॥
তবে পুনঃ শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ বালিসুত।
বর্ষণ করয়ে বৃক্ষ বহুত বহুত॥

শোণিতাক্ষ সে সকল সত্বর হইয়া।
খণ্ডিত করিল গুরু গদা ঘুরাইয়া॥
পরেতে প্রজঙ্ঘ খরশান খড়্গ ধরি।
বালিপুত্রে বধিবারে আসে বেগ করি॥
নিকটে নিরখি তারে তারার তনয়।
সন্ধান করিলা শালশাখী অতিশয়॥
সেই ত তরুতে তারে তাড়ন করিলা।
আর তার বাহুমূলে মুটকি মারিলা॥
প্রজঙ্ঘের বাহু তাহে ব্যথিত হইল।
হস্ত হৈতে খড়্গখান খসিয়া পড়িল॥
স্থির হয়ে প্রজঙ্ঘ পবেতে কিছুকালে।
মারিলা মহৎ মুষ্টি অঙ্গদকপালে॥
তাহে তুই দণ্ডকাল হয়ে অচেতন।
চেতন পাইল পুনঃ বালির নন্দন॥
সুগভীর সিংহনাদ করি কোপভরে।
প্রজঙ্ঘ উপরে মুষ্টি মারিল নির্ভরে॥
তাহাতে বিদীর্ণ হৈল মহামুণ্ড তার।
পড়িল সে যেন বজ্রাহত শৈলসার॥
ক্ষীণশর হইয়া যূপাক্ষ খড়্গ ধবি।
মারিবারে যায় তথা রথ পরিহবি॥
তবে সে যূপাক্ষবীরে মুটকি মাবিয়া।
ধরিল শ্রীমৈন্দ তারে বাহুতে বেড়িয়া॥
হেনই সময়ে শোণিতাক্ষ মহাসার।
দ্বিবিদের বক্ষে কৈল গদার প্রহার॥
তাহে হত হয়ে সেই অশ্বীর নন্দন।
কিছুকাল রহিলা কাতর অচেতন॥
পুনঃ শোণিতাক্ষ যবে ঘুরায় গদারে।
সেই কালে ধরি কাড়ি লইল তাহারে॥
তবে ত যূপাক্ষ শোণিতাক্ষ তুইজন।
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ সঙ্গে কবে বাহুরণ॥
কেহ কোন জনে কভু করে আকর্ষণ।
কেহ কোন জনে করে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
কেহ কোন জনে কভু ঠেলি লয়ে যায়।
কেহ কোন জনে কভু বলেতে ঘুবায়॥
কেহ কোন জনে কভু তুলে উপরিতে।
কেহ কোন জনে কভু ফেলে ধরণীতে॥
মধ্যে মধ্যে মুষ্ট্যাঘাত করাঘাত করে।
কভু বিদারণ করে দশননখরে॥
এইরূপে কিছুকাল হৈল তুল্য রণ।
পরে অতি কুপিল কপীন্দ্র তুইজন॥

তার মধ্যে শোণিতাক্ষে দ্বিবিদ বানর।
নখে বিদারণ করি করিলা জর্জ্জর॥
আর তার তুই ভুজ ধরি ঘুরাইয়া।
মারিলেক তাহাকে ভূতলে আছাড়িয়া॥
শ্রীমৈন্দ যূপাক্ষ সনে করি বাহুরণ।
পরে তারে ভুজে ধরি করিল চাপন॥
তাহাতে যূপাক্ষ করি শব্দ ঘোরতর।
চলি গেল দেখিবারে প্রেতপুরীশ্বর॥
তবে বিরূপাক্ষ নামে এক নিশাচর।
কপিসৈন্য উপরি বর্ষণ করে শর॥
সহিতে না পারি তার শরের প্রহার।
সমর ত্যজিয়া কপি পলায় অপার॥
তাহা দেখি মৈন্দ এক মহীধর ধরি।
নিক্ষেপিল বিরূপাক্ষমস্তক উপরি॥
তাতে হত হৈয়া বিরূপাক্ষ নিশাচর।
ভূতলে পড়িল যেন ছিন্ন ধরাধর॥
তবে মৈন্দ মহাঘোর সিংহনাদ কবি।
বধিতে লাগিলা মুষ্টি মারি সব অরি॥
তাহা দেখি বিদ্যুন্মালী নামে যাতুধান।
রথে থাকি কবে বৃষ্টি বহুতব বাণ॥
দশদিক আচ্ছাদন করি সেই শরে।
বিন্ধিতে লাগিল যত ভল্লুকবানবে॥
তার শরাঘাতে কেহ স্থির হৈতে নারে।
বাসনা করয়ে রণ ছাড়ি পলাবাবে॥
তাহা নিরখিয়া নল লয়ে তরুশিলা।
বিদ্যুন্মালী বধিবারে বর্ষিতে লাগিলা॥
সেই শত শত শর করিয়া বর্ষণ।
সেই সব শাখী শিলা করিলা কর্ত্তন॥
পুনশ্চ নলের প্রাণ বিনাশ করিতে।
কোদণ্ড কর্ষিয়া কাণ্ড লাগিল এড়িতে॥
সে সকল শরে বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
শালশিলা ফেলাইয়া করিল বারণ॥
এইরূপে নল বৃষ্টি করে বৃক্ষগণ।
বিদ্যুন্মালী করে তাহা বাণেতে ছেদন॥
বিদ্যুন্মালী যাবতীয় শরবৃষ্টি করে।
নল তাহা নিবারয়ে পাদপপ্রস্তরে॥
এইরূপে কিছুকাল সেই তুইজন।
করিলেক সমভাবে ঘোরতর রণ॥
তবে সেই নিশাচর নিঃশর হইয়া।
কহিতেছে নলপ্রতি চাতুরী করিয়া॥

বিশ্বকর্ম্মাপুত্র তোমা সঙ্গে আমি রণে।
বড়ই আনন্দ আজি পাইলাম মনে॥
দেখিয়া তোমার বলবিক্রম অপার।
ইচ্ছা হয় বাহুযুদ্ধ করিতে আমার॥
বিশ্বকর্ম্মার নন্দন বলয়ে তাহারে।
আমারো বাসনা এই অন্তরমাঝারে॥
তাহা শুনি রথ হৈতে রাক্ষস নামিল।
বাহুযুদ্ধ দুইবীরে তবে আরম্ভিল॥
হাতে হাতে ভুজে ভুজে কপালে কপালে।
বুকে বুকে প্রহার করয়ে দুই শালে॥
উন্মত্ত মাতঙ্গ যেন দশনে দশনে।
যুদ্ধ করে হেন শব্দ হয় ঘনে ঘনে॥
বজ্রের সমান অঙ্গ উভয়েরি হয়।
কাহারো প্রহারে কোন জন ব্যগ্র নয়॥
কভু বাহুপ্রহার করয়ে কোন জন।
বজ্রেতে করয়ে যেন বিকট নিস্বন॥
কভু নলে ঠেলি লয়ে যায় বিদ্যুন্মালী।
কভু বিদ্যুন্মালীরে সে নল বলশালী॥
কভু আকর্ষয়ে কভু করে উত্তোলন।
কভু চাপি ধরে কভু করয়ে পাতন॥
মুষ্টিদন্তনখে কভু করয়ে প্রহার।
দুইসিংহে করে যেন যুদ্ধ অনিবার॥
এইরূপে দুইদণ্ডকাল দুইজন।
করিলেক ন্যূনাধিক্যশূন্য বাহুরণ॥
তবে ত নলের বল না পারি সহিতে।
বিদ্যুন্মালী তার হস্ত ছাড়িল শ্রান্তিতে॥
পুনর্ব্বার রথে শীঘ্র করি আরোহণ।
অগ্নি ঘোর শক্তি এক করিল ধারণ॥
তাহা দেখি নল এক গিরিশৃঙ্গ ধরি।
বিদ্যুন্মালী উপরে ছাড়িল ক্রোধ করি॥
সেই শৃঙ্গ পাড়ে রথ সারথি সহিত।
বিদ্যুন্মালী প্রাণ ত্যজি হইল চূর্ণিত॥



কুম্ভ ও নিকুম্ভের যুদ্ধ ও পতন

তবে ভীত হয়ে যত নিশাচরগণ।
কুম্ভকর্ণপুত্র কাছে করে পলায়ন॥
তাহা দেখি যাবতীয় বানরনিকর।
ঘনে ঘনে সিংহনাদ করে ঘোরতর॥
তাহা দেখি কুম্ভবীর অধিক কুপিল।
স্বসৈন্যে সান্ত্বনা করি সমরে সাজিল॥
কুম্ভবীর দেখিয়া পলায় কপিগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বালির নন্দন॥
সাহসে করিয়া ভর গেল তিনজন।
কুম্ভের সহিত গিয়া আরম্ভিল রণ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তবে দুই বীরবর।
পাথরাদি লয়ে গেল সংগ্রামভিতর॥
সব কাটি পাড়ে কুম্ভ চোখ চোখ শরে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল মহেন্দ্রবানরে॥
মহেন্দ্র কাতর দেখি দেবেন্দ্র চিন্তিত।
ত্রিশযোজন পর্ব্বত আনিল ত্বরিত॥
ত্রিশযোজন পর্ব্বত এড়িল দিয়ে টান।
কুম্ভবীরের বাণেতে হইল খান খান॥
বাণেতে পর্ব্বত কেটে খান খান করে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে দেবেন্দ্রবানরে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দোঁহে হৈল অচেতন।
কোপেতে পর্ব্বত এড়ে বালির নন্দন॥
অঙ্গদের পর্ব্বত বাণেতে ফেলে কেটে।
শতবাণ অঙ্গদের মারিল ললাটে॥
বাণেতে অঙ্গদবীর ডাকে পরিত্রাহি।
সকল বানর গেল রঘুনাথ ঠাঞি॥
তিনবীর অচেতন শুনি এই কথা।
মনেতে শ্রীরামচন্দ্র পাইলেন ব্যথা॥
ঋষভ কুমুদ আর সুষেণ সেনাপতি।
তিনবীরে রঘুনাথ করিলা আরতি॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে চলে তিনজন।
আকাশ ছাইয়া করে বৃক্ষবরিষণ॥
কুপিয়া সে কুম্ভবীর পূরয়ে সন্ধান।
গাছ ও পাথর কাটি করে খান খান॥
জর্জ্জর হৈল তারা কুম্ভবীরের বাণে।
ভয় পেয়ে তিনজনে ভঙ্গ দিল রণে॥
তিনবীর পলাইয়া সুগ্রীবেরে কয়।
রুষিল সুগ্রীবরাজা সংগ্রামে দুর্জ্জয়॥
কুপিয়া সুগ্রীববীর একলাফে যায়।
পাকল করিয়া আঁখি কুম্ভবীরে চায়॥
কুম্ভ বলে 'বানরা' বেড়াস ডালে ডালে।
এত তোর বিক্রম না ছিল কোন কালে
সুগ্রীব বলিছে দ্বন্দ্ব নাহি কারো সনে।
না জান বিক্রম তুমি এই সে কারণে॥

তোর সনে রণে করি বিক্রমপরীক্ষা।
পড়িলি আমার হাতে নাহি তোর রক্ষা॥
যমরাজ বসে আছে জেগে তোর তরে।
দেখাব বিক্রম আজি যাবি যমঘরে॥
তোর পিতা কুম্ভকর্ণ সে জানে বিক্রম।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দেখাইব যম॥
কুপিয়া যে কুম্ভবীর তীক্ষ্ণ বাণ যোড়ে।
তিনশত বাণ রাজা সুগ্রীবেরে এড়ে॥
বাণ খেয়ে সুগ্রীব যে চিন্তিত অন্তর।
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপর॥
ধনুক ধরিয়া টানে কেড়ে নিতে নারে।
রথ হৈতে কুম্ভবীর ফেলে সুগ্রীবেরে॥
আছাড় খাইয়া রাজা হৈল অচেতন।
চেতন পাইয়া পুনঃ বলে ততক্ষণ॥
তোর বাপের জাঠা নিলাম একহাতে।
তোর হাতের ধনু যে নারিনু ছাড়াতে॥
বাপের সমান তুই বীরচূড়ামণি।
ইন্দ্রজিতার সম তোর ধনুকে বাখানি॥
কুম্ভবীর বলে ধনু দূরে পরিহরি।
রিক্তহস্তে এস না তুজনে যুদ্ধ করি॥
অস্ত্র ফেলে তুইজনে করে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি ঘুচিলে লাগিল জড়াজড়ি॥
কুম্ভবীর চাপড় মারিল বাহুবলে।
পড়িল সুগ্রীবরাজা সমুদ্রের জলে॥
রামের কিঙ্কর দেখি সাগর গভীর।
মধ্যে চড়া পড়িল হইল অল্প নীর॥
মাটীতে দাণ্ডায়ে ফিরে এল একলাফে।
কুম্ভবীরবিক্রমে সুগ্রীবরাজা কাঁপে॥
পুনঃ কোপে কুম্ভবীর মুষ্ট্যাঘাত মারে।
পড়িল সুগ্রীবরাজা তুর্জ্জয় প্রহারে॥
চৈতন্য হারায় মুখে রক্ত উঠে ফেনা।
সুমেরুপর্ব্বতে যেন পড়িল ঝঞ্জনা॥
সম্বিৎ পাইয়া উঠে বানরের নাথ।
কুম্ভবীর উপরে করিল পদাঘাত॥
মহাকোপে কুম্ভবীর ধরে সুগ্রীবেরে।
তুইজনে মল্লযুদ্ধ কেহ নাহি হারে॥
তুইসিংহে যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
তুইবীরে মহাযুদ্ধ নাহি অবসাদ॥
লাফেতে সুগ্রীব তার রথোপরে চড়ে।
তুই মাতঙ্গের দন্ত তুহাতে উপাড়ে॥
লইয়া হস্তীর দন্ত কুম্ভবীরে হানি।
দন্তাঘাতে জর্জ্জর কৈল তাহার প্রাণী॥
ঊর্দ্ধেতে কুম্ভেরে তুলি মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
দেখিয়া নিকুম্ভবীর ভায়ের মরণ।
সুগ্রীবে রুষিয়া যায় করিয়া তর্জ্জন॥
নিকুম্ভের মুষল সে পর্ব্বতসোসর।
মুষল মারিতে যায় সুগ্রীব উপর॥
দন্ত করে মুষলেতে ঘন দেয় পাক।
ঘুরায় মুষল যেন কুম্ভকারচাক॥
বিক্রম করিয়া ছুটে সংগ্রামের স্থলে।
প্রবল আগুন যেন ঘৃত পেয়ে জ্বলে॥
নিকুম্ভের বিক্রম দেখিয়া লাগে ডর।
ভয়ে পলাইয়া গেল সুগ্রীব বানর॥
ভয়েতে সুগ্রীবরাজা নহে আগুয়ান।
সুগ্রীবের ভঙ্গ দেখে রোষে হনূমান॥
সেবক থাকিতে তোর রাজা সনে রণ।
তোতে মোতে যুঝি দেখি মরে কোন্ জন॥
নিকুম্ভ কহিছে বেটা ঘরপোড়া শোন্।
তোরে পেলে আর নাহি চাহি অন্যজন॥
এত যদি তুইজনে হৈল গালাগালি।
তুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
লোহার মুষল ছিল নিকুম্ভের হাতে।
রুষিয়া মারিল বীর হনূমানমাথে॥
হনূমানের মাথা সে বজ্রের সমান।
মাথায় মুষল গোটা হৈল খান খান॥
হনূমান বলে তোর মুষল গেল তল।
মোর ঘা সহ রে বেটা তবে জানি বল॥
আপনা পাসরে কোপে বীর হনূমান।
নিকুম্ভে মারিল চড় বজ্রের সমান॥
চাপড় খাইয়া বীর কাঁপে থরহরি।
ভঙ্গ নাহি দেয় রণে বিক্রমে কেশরী॥
হনূমানপানে বীর চাহে একদৃষ্টি।
কোপে হনূমানবুকে মারে বজ্রমুষ্টি॥
মুষ্ট্যাঘাতে হনূমান হৈল অচেতন।
হনূ কোলে লয়ে যায় ভেটিতে রাবণ॥
প্রথম বৃহন্দে যায় কোপে করি ভর।
দ্বিতীয় বৃহন্দে পরে চলে নিশাচর॥
চলি যায় নিকুম্ভ যে পরমহরিষে।
হনূমানে দেখিতে রমণী সব আসে॥

নিকুম্ভেরে নারীগণ ধন্য ধন্য বলে।
ভাল কৈলে ঘরপোড়া ধরিয়া আনিলে॥
সুগ্রীবেরে বন্দী করেছিল তব বাপে।
ঘরপোড়া হৈল বন্দী তোমার প্রতাপে॥
ঘরপোড়া বেটা ঘর পোড়াইতে মন।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া আসে দুর্জ্জয় এমন॥
নিকুম্ভের কোলে হনূ পাইল চেতন।
কি বুদ্ধি করিবে হনূ ভাবিছে তখন॥
সর্ব্ব-অঙ্গ বিদারিল আঁচড়কামড়ে।
দুইকাণ ছিঁড়ে নিল হাতের মোচড়ে॥
পরিত্রাহি ডাকে বীর 'ছাড় ছাড়' বলে।
ভয় পেয়ে ছুঁড়ে ফেলে গগনমণ্ডলে॥
অন্তরীক্ষে লাফ দিল হাতে দুইকাণ।
নিকুম্ভের স্কন্ধে চড়ে বীর হনূমান॥
হাতে চুল জড়ায়ে মস্তক ছিঁড়ে ফেলি।
মুণ্ড লয়ে যায় হনূমান মহাবলী॥
সিংহনাদ করি চলে পবনের বেগে।
একলাফে উপনীত শ্রীরামের আগে॥
নিকুম্ভের মুণ্ড দেখে শ্রীরামের হাস।
নিকুম্ভের বিনাশ গাইল কৃত্তিবাস॥



মকরাক্ষের যুদ্ধ ও পতন

ভগ্ন পাইক কহে গিয়া রাবণগোচর।
পড়িল নিকুম্ভকুম্ভ শুন লঙ্কেশ্বর॥
কুম্ভনিকুম্ভের মৃত্যু শুনিয়া তখন।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥
দেবদানবগন্ধর্ব্ব করিত রণে শঙ্কা।
কুম্ভ ও নিকুম্ভ পড়ে শূন্য হৈল লঙ্কা॥
কুড়িচক্ষে পড়ে ধারা রাজা লঙ্কেশ্বর।
মকরাক্ষমহাবীরে আনিল সত্বর॥
প্রণমিল মকরাক্ষ রাবণের পায়।
অঙ্গে তার কুড়িহস্ত রাবণ বুলায়॥
রাবণ বলে, মকরাক্ষ, তুমি যোদ্ধাপতি।
নরবানর মারি রাখ লঙ্কার বসতি॥
সেই পুত্র সুজন কুলের অলঙ্কার।
পিতৃশত্রু বধি যে শোধয়ে পিতৃধার॥
রাত্রিদিবা কান্দে শোকে তোমার জননী।
সে রাগে রামের সীতা আমি হরে আনি॥

তাহার কারণ হৈল এত বিসম্বাদ।
রামলক্ষ্মণেরে মেরে ঘুচাও বিবাদ॥
মকরাক্ষ বলে চিন্তা না কর রাজন্।
এখনি মারিব শত্রু শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
রাবণ বলে বড় বীর তুমি মকরাক্ষ।
বড় প্রীতি পাইলাম শুনি তব বাক্য॥
এত বলি মকরাক্ষে পাঠায় যুঝিতে।
রণসজ্জা করে দেয় আপনার হাতে॥
মস্তকে মুকুট দিল অঙ্গে দিল সানা।
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল বাজায় বাজনা॥
মকরাক্ষ বলে শুন প্রতিজ্ঞা রাজন্।
এড়াবে নরবানর রণে কোন্ জন॥
রামলক্ষ্মণ সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ।
চারিজনার রক্তে পিতার করিব তর্পণ॥
এত শুনি হরষিত যতেক রাক্ষস।
সবে বলে মকরাক্ষের বড়ই সাহস॥
মন্ত্রণাতে মন্ত্রী যে বলেতে বলবান্।
লঙ্কাপুরে বীর নাই তোমার সমান॥
মনে মনে মকরাক্ষ ভাবিছে তখন।
নরবানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় হইল বিনাশ।
শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়ি প্রাণ-আশ॥
কিন্তু এক সুমন্ত্রণা আছয়ে ইহার।
শুনিয়াছি রঘুনাথ বিষ্ণু-অবতার॥
বড়ই ধার্ম্মিক রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অস্ত্রাঘাত না করেন গরুর উপর॥
এতেক ভাবিয়া মকরাক্ষ নিশাচর।
যুক্তি করি গোবৎস আনয়ে বিস্তর॥
নব নব বৎস সে রথে লয়ে তোলে।
রথের চৌদিকে ধেনু বান্ধে পালে পালে।
মনোরম হয় হস্তী দূর করি সব।
রথের যোগান দিল চারিটা বৃষভ॥
গোচর্ম্মেতে ঢাকে রথ করিয়া মন্ত্রণা।
সর্ব্ব-অঙ্গে ঢাকা দিল গোচর্ম্মের সানা॥
গোচর্ম্মের সানা দেয় সারথির অঙ্গে।
ঢাক ঢোল দামামা দগড় বাজে রঙ্গে॥
সানাই সেতারা বাঁশী বাজে জগঝম্প।
ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি সুরপুরে কম্প॥
মকরাক্ষ মহাবীর করিল সাজনি।
সঙ্গেতে কটক চলে তিন অক্ষৌহিণী॥

কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ চড়ে রথে।
ত্রিভুবনবিজয়ী ধনুকবাণ হাতে ॥
এইরূপে যতেক প্রধানসেনাপতি।
সাজিয়ে চলিল মকরাক্ষের সংহতি ॥
হাতেধনু মকরাক্ষ রথে গিয়া চড়ে।
রাক্ষসের কোলাহলে মহাশব্দ পড়ে ॥
ঘন ঘন সিংহনাদ ধনুকটঙ্কার।
পশ্চিমদ্বারেতে গেল করে 'মার মার' ॥
মকরাক্ষ এল রণে পড়ে গেল সাড়া।
অসংখ্য বানর উঠে দিয়া গাত্রঝাড়া ॥
'রামজয়' শব্দ করি ধাইল বানর।
বানর দেখিয়া রোষে যত নিশাচর ॥
কেহ বলে 'কাট্ কাট্' কেহ বলে 'মার্'।
রুষিয়া আইল রণে খরের কুমার ॥
মকরাক্ষসম্মুখে দাণ্ডায় হনূমান।
গোচর্ম্মেতে ঢাকা রথ দেখে বিদ্যমান ॥
গোবৎস পাশে পাশে রোধ কৈল পথ।
ভাবে মনে কি হবে বৃষভে টানে রথ ॥
রাক্ষসে মারিতে গেলে গোবৎস মরে।
গোহত্যার ভয়ে কপি যুঝিতে না পারে ॥
মকরাক্ষ মারে বাণ বানর উপর।
অসংখ্য বানর পড়ে সংগ্রামভিতর ॥
বানরকটক ভয়ে পলায় অপার।
পশ্চাতে রাক্ষস ধায় করি 'মার মার' ॥
নল নীল সুষেণ অঙ্গদ মহাবল।
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া যায় ছেড়ে রণস্থল ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি বীর হনূমান।
হাত হৈতে ফেলে বৃক্ষপর্ব্বতপাষাণ ॥
ভয়েতে পলায়ে যায় পশ্চাতে না চায়।
রণ ছেড়ে সুগ্রীব পলায় উভরায় ॥
ভঙ্গ দিল কপিগণ মকরাক্ষ দেখে।
চালাইয়া দিল রথ রামের সম্মুখে ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর শ্রীরামেরে ডাকে।
আসিয়া করহ যুদ্ধ আমার সম্মুখে ॥
দণ্ডকবনে, বেটা, মারিলি মোর বাপ।
ভুঞ্জিবি তাহার ফল দেখাব প্রতাপ ॥
পিতৃশত্রু পাইলাম বহু দিন পরে।
আমার পিতার কাছে পাঠাব তোমারে ॥
পাড়িব তোমার মুণ্ড কাটি চোখশরে।
খাইবে তোমার মাংস শৃগালকুক্কুরে ॥

এত বলি ধনুকে যুড়িল তীক্ষ্ণশর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর ॥
মনে মনে শ্রীরাম ভাবেন এই ভয়।
মকরাক্ষে মারিতে গোহত্যা পাছে হয় ॥
যত যত বীরসনে করিলা সংগ্রাম।
প্রতি যুদ্ধে তিনপদ আগু হৈলা রাম ॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ভীত হৈলা মনে।
হইল ত্রিপদভঙ্গ মকরাক্ষরণে ॥
তিনপদ পশ্চাৎ হইলা রঘুবর।
মকরাক্ষবাণে রাম অতীব কাতর ॥
কেমনে জিনিব রণ ভাবিলেন মনে।
যুড়িল পবনবাণ ধনুকের গুণে ॥
পবনবাণের তেজে ত্রিভুবন নড়ে।
পর্ব্বতকন্দরবৃক্ষ উড়াইল ঝড়ে ॥
ব্রহ্মরূপীবাণেতে পবন আবির্ভূত।
উড়াল ধেনুবৎস বৃষভাদি যত ॥
গোচর্ম্ম যতেক ছিল উড়াইল ঝড়ে।
যতেক বানর আসি মকরাক্ষে বেড়ে ॥
'রামজয়' শব্দ করে যতেক বানর।
অন্ধকার করে ফেলে বৃক্ষ ও পাথর ॥
মকরাক্ষমহাবীর পূরিল সন্ধান।
গাছপাথর কাটি করিল খান খান ॥
গাছপাথর কাটিতে এড়ে পঞ্চশর।
দশবাণে নীলবীরে করিল জর্জ্জর ॥
সুগ্রীবসুষেণ-আদি বড় বড় বীর।
দশ-দশ বাণে বিন্ধে সবার শরীর ॥
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে অঙ্গদের অঙ্গ।
পলায় অঙ্গদবীর রণে দিয়া ভঙ্গ ॥
গোবৎস বৃষ সব উড়িল ঝড়েতে।
চারি-অশ্ববর আনি যুড়িলেক রথে ॥
দেবাংশী রথের তেজ চলে বায়ুবেগে।
বিক্রম করিয়া আসে শ্রীরামের আগে ॥
গালি পড়ে রঘুনাথে যত আসে মনে।
দশদিক অন্ধকার করিলেক বাণে ॥
রাম বলে, মকরাক্ষ, না কর বিলাপ।
আমি ঘুচাইব তোর মনের সন্তাপ ॥
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন।
চিরদিন পিতাপুত্রে হবে দরশন ॥
এত বলি ক্ষুরপার্শ্ববাণে দিলা টান।
মকরাক্ষ মারে বাণ পূরিয়া সন্ধান ॥

আকাশে উঠিল গিয়া দুজনার বাণ।
শ্রীরামের বাণ কাটি কৈল খান খান॥
মকরাক্ষ বাণ এড়ে তারা যেন ছুটে।
শত শত বাণ মারে রামের ললাটে॥
ললাটে লাগিয়া বাণ বিন্ধে রহে ফলা।
রামের শরীরে যেন রক্তপদ্মমালা॥
অন্ধকার হৈল বাণে নাহি চলে দৃষ্টি।
খসিয়া পড়ে রামের ধনুকের মুষ্টি॥
আপনা সারিয়া রাম দৃঢ় কৈলা বুক।
কাটিলা মকরাক্ষের হাতের ধনুক॥
আর ধনু লয়ে করে বাণবরিষণ।
বাণে বাণে মকরাক্ষ ঢাকিল গগন॥
খরের কুমার বীর নানা শিক্ষা জানে।
দশদিক অন্ধকার করিলেক বাণে॥
বাণে অন্ধকার বাণ ফেলে নিরন্তর।
বাণ ফুটে রঘুনাথ হইলা কাতর॥
রামেরে কাতর দেখি তুষ্ট নিশাচর।
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া রামে করিল জর্জ্জর॥
কত বাণ মারে রামে নাহি অবকাশ।
রামেরে জিনিনু ভাবি মনেতে উল্লাস॥
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া রামে করিল অস্থির।
রাম বলেন এ বেটা বাপ হৈতে বীর॥
খরেরে মারিয়াছিনু দণ্ডেকের রণে।
দুপ্রহর হৈল বেটা যুঝে মোর সনে॥
সন্ধান পূরিয়া রাম চাহে চারিভিতে।
বাণে অন্ধকার কারে না পান দেখিতে॥
রণেতে পণ্ডিত রাম বিষ্ণু-অবতার।
চিকুরবাণেতে লুপ্ত করে অন্ধকার॥
এড়েন ঐষীকবাণ তারা যেন ছুটে।
হাতের ধনুক তার পাড়িলেন কেটে॥
মকরাক্ষমহাবীর জাঠা লয় হাতে।
সে জাঠা কাটেন রাম দেখিতে দেখিতে॥
জাঠা যদি কাটা গেল শেলমাত্র তাড়
এড়িলেক শেলখান দিয়া অঙ্গনাড়া॥
সূর্য্যের কিরণ যেন আসে শেলবাণ।
ঐষীকবাণেতে রাম কৈলা খান খান
সর্ব্ব অস্ত্র কাটা গেল মকরাক্ষ রোষে
বজ্রমুষ্টি মারিতে পবনবেগে আসে॥
দেখিয়া ত রঘুনাথ পূরিলা সন্ধান।
অর্দ্ধচন্দ্রবাণে কাটে হস্ত দুইখান॥
হস্ত কাটা গেল বেটা দন্ত কড়মড়ে।
ধাইয়া রামেরে যায় খাইতে কামড়ে॥
বদন বিস্তারি যায় অতি পরিতাপে।
অগ্নি-অস্ত্র রঘুনাথ বসাইলা চাপে॥
অগ্নিবাণ যুড়িয়া ধনুকে দিলা টান।
ঐ বাণে মকরাক্ষের বাহিরায় প্রাণ॥
তিনপ্রহর যুদ্ধ কৈল শ্রীরামের সনে।
সন্ধ্যাকালে মকরাক্ষ পড়ে অগ্নিবাণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুররচন।
লঙ্কাকাণ্ডে মকরাক্ষের হৈল পতন॥



তরণীসেনের যুদ্ধ ও পতন

ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণগোচর।
মকরাক্ষ পড়ে রণে শুন লঙ্কেশ্বর॥
শোকের উপরে শোক হৈল বিপরীত।
সিংহাসন হৈতে পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
পাত্রমিত্র আসিয়া বুঝায় বহুতর।
ধরাসনে বসি রাজা কান্দিল বিস্তর॥
মরিয়া না মরে রাম বিপরীত বৈরী।
বীরশূন্য হইল কনকলঙ্কাপুরী॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় বীর অকম্পন।
নরবানরের যুদ্ধে হইল নিধন॥
কে আছে এমন বীর পাঠাইব কারে।
শ্রীরামলক্ষ্মণে মারে সুগ্রীববানরে॥
মন্ত্রণা করয়ে রাজা লয়ে মন্ত্রিগণ।
তরণীসেনেরে তখন হৈল স্মরণ॥
রাজার আদেশে বীর আইল তরণী।
প্রণমিল দশাননে লোটায়ে ধরণী॥
আলিঙ্গন করে রাজা বাড়ায়ে সম্মান।
যুঝিতে আরতি কৈল দিয়া পুষ্পপান॥
রাবণ বলে লঙ্কাপুরী রাখহ তরণী।
এতেক প্রমাদ হবে আগে নাহি জানি॥
তব পিতা বিভীষণ ধর্ম্মেতে তৎপর।
হিত-উপদেশ ভাই বুঝালে বিস্তর॥
অহঙ্কারে মত্ত আমি ছন্ন হৈল মতি।
বিনা অপরাধে আমি মারিলাম লাথি॥
আমারে ছাড়িয়া গেল ভাই বিভীষণ।
অনুরাগে লইয়াছে রামের শরণ॥

সন্ধি-উপদেশকথা সেই দেয় কয়ে।
শ্রীরাম আছেন বসে কালরূপী হয়ে॥
শত্রুর সপক্ষ হইয়াছে তব পিতা।
মজায় কনকলঙ্কা হয়ে মন্ত্রদাতা॥
তুমি তার পুত্র বট নহ তার মত।
চিরদিন জানি তুমি মম অনুগত॥
রাজ্যধন লহ বাপু স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
রাখহ রাক্ষসকুল বৈরিগণে মারি॥
কহিছে তরণীসেন করি যোড়হাত।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী তুমি রাক্ষসের নাথ॥
মহাগুরু মাতাপিতা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
কহিতে পিতার কথা উচিত না হয়॥
দশানন বলে তুমি কুলে সুসন্তান।
নরবানবের হাতে কর পরিত্রাণ॥
সংগ্রামে জিনিবে তুমি হেন লয় মনে।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
যুদ্ধে যোদ্ধাপতি তুমি বুদ্ধে বিচক্ষণ।
হাতে গলে বান্ধি আন শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
এত শুনি কহে বিভীষণের কুমার।
যথাশক্তি সংগ্রামে করিব মহামার॥
কুলক্ষয় করিবারে মূলাধার পিতে।
উপরোধ না করিব উপস্থিত মতে॥
নানাজ্ঞা ত পুবাণ শাস্ত্রেতে এই কয়।
শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বিবেচনা যুদ্ধকালে নয়॥
বড় প্রীতি পায় রাজা তরণীর বোলে।
শিরে চুম্ব দিয়া তারে করিলেক কোলে॥
রত্নময় হার আর বলয় কঙ্কণ।
আপনার হাতে তারে পরায় রাবণ॥
রণসাজে সাজাইয়া দিল দশানন।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন॥
সাজন করিল রথ মনের হরিষে।
সারি সারি কত রত্ন শোভে চারিপাশে॥
অনেক বিচিত্র চিত্র রথের উপরি।
শ্বেতনীল নেতের পতাকা সারি সারি॥
বিচিত্র ধনুক তোলে তূণপূর্ণ বাণ।
জাঠা জাঠি শেল শূল খাণ্ডা খরশান॥
সৈন্যেরে সাজিতে আজ্ঞা দিলেক তরণী।
তখন পড়িল মনে সরমাজননী॥
শীঘ্রগতি গেল বীর মায়ের নিকটে।
দাণ্ডাইল প্রণাম করিয়া করপুটে॥
তরণী বলেন, মাতা, নিবেদি চরণে।
হয়েছে রাজার আজ্ঞা যাব আমি রণে॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দেখিব নয়নে।
পবিত্র হইবে দেহ রামদরশনে॥
নিরখিব জনকের চরণকমল।
দেহ অনুমতি, মাতা, যাব রণস্থল॥
সংগ্রামে যাইবে পুত্র শুনে এ বচন।
সরমা চমকি উঠি করয়ে রোদন॥
কি কথা কহিলে, বাপ, প্রাণ কাঁপে শুনে
যাইতে না দিব নরবানরের রণে॥
লঙ্কা ছেড়ে তোমা লয়ে যাব স্থানান্তর।
থাকুক রাজত্ব লয়ে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
ধাৰ্ম্মিক তোমার পিতা জানে সর্ব্বজন।
পাপসঙ্গ ছেড়ে লয় রামের শরণ॥
তুমি গিয়া রামের চরণে কর স্তুতি।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে গোলোকের পতি॥
দুরাত্মা রাক্ষসকুল করিতে সংহার।
দশরথের গৃহে বিষ্ণু রাম-অবতার॥
একলক্ষ পুত্র ও সওয়ালক্ষ নাতি।
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি॥
বিষম বুঝিয়া তোর পিতা বিভীষণ।
পলাইয়া নিল গিয়া রামের শরণ॥
তুমি ত সুবুদ্ধি বট অতি বিচক্ষণ।
এ সব শুনিয়া যুদ্ধে যাহ কি কারণ॥
মায়ের বচন শুনি কহিছে তরণী।
বিষ্ণু-অবতার রাম আমি ভাল জানি॥
তথাপি করিব যুদ্ধ ভেবেছি নির্য্যাস।
মরিলে রামের হাতে গোলোকে নিবাস॥
শুনিয়াছি সর্ব্বশাস্ত্রে বেদের লিখন।
তুমি মাতা বিষাদ ভাবিছ কি কারণ॥
কে কারে মারিতে পারে কেবা কার রিপু
এক বিষ্ণু বিশ্বময় ভিন্ন ভিন্ন বপু॥
কালেতে করি হয় উৎপত্তিপ্রলয়।
মিথ্যা কেন ভাব, মাতা, মরণের ভয়॥
শুনেছি পিতার মুখে মহাযোগতন্ত্র।
অনিত্য শরীর এই মিছে মায়ামন্ত্র॥
দাসের সন্তান বলি না মারেন রাম।
করিব আসিয়া পুনঃ ওপদে প্রণাম॥
কালের বিভক্ত কাল পূর্ণ হৈলে পরে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে রাখিতে পারে॥

মহাজ্ঞানবতী সতী সরমা সুন্দরী।
বসিলেন সম্বরিয়া নয়নের বারি॥
চলে বীর প্রণমিয়া সরমাজননী।
'সাজ সাজ' বলি সবে ডাকিছে তরণী॥
'সাজ সাজ' বলে সৈন্যে পড়ে গেল সাড়া।
অসংখ্য সানাই বাজে দুইলক্ষ কাড়া॥
করতাল বাঁশী কাঁসী ডম্ফ কোটি কোটি।
তিনলক্ষ দগড়ে সঘনে পড়ে কাঠি॥
সেতারা চৌতারা বাজে মধুর মৃদঙ্গ।
বাজে বীণা সপ্তস্বরা ভেউরি ভোরঙ্গ॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে জয়ঢোল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল॥
ঢেমচা খেমচা বাজে পাখোজ পিনাক।
সহস্র সহস্র বাজে নিশাচরী ঢাক॥
নাকাড়া টিকারা বাজে কোটি কোটি ডম্ফ।
রণশিঙ্গাশব্দ শুনি ত্রিভুবন কম্প॥
সাজিল তরণীসেন করিতে সংগ্রাম।
আনন্দে সকল অঙ্গে লিখে রামনাম॥
অসংখ্য কটক ঠাট সাজিল বিস্তর।
কেহ রথে কেহ গজে কেহ অশ্বোপর॥
কেহ ধরে শূল শেল কেহ ধনুর্ব্বাণ।
কার হাতে জাঠাজাঠি খড়্গ খরশান॥
আকাশের তারা পারি করিতে গণনা।
না পারি করিতে সংখ্যা তরণীর সেনা॥
লক্ষ লক্ষ অশ্বগজ লক্ষ লক্ষ রথ।
ঢাকিল গগন আদি আচ্ছাদিল পথ॥
লক্ষ লক্ষ রামনাম গঙ্গামৃত্তিকাতে।
লিখিলেক রথে আর ধ্বজপতাকাতে॥
হাতে ধনু রথে উঠে বীর-অবতার।
পশ্চিমদ্বারেতে চলে করি 'মার মার'॥
গড়ের বাহির হয়ে দিলেক ঘোষণা।
রামজয় রামজয় বাজাও বাজনা॥
কেহ বলে 'মার্ মার্' কেহ বলে 'ধর্'।
বানর ধাইল লয়ে বৃক্ষ ও প্রস্তর॥
ধনুক পাতিয়া যুঝে তরণীর সেনা।
বানরকটকে যেন পড়িছে ঝঞ্ঝনা॥
রাক্ষসবানরযুদ্ধ হৈল মহামার।
সহিতে না পারে কপি পলায় অপার॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
দেখ দেখি সংগ্রামে আইল কোন্ জন॥

বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন।
রাবণের অন্নেতে পালিত একজন॥
সম্বন্ধেতে ভ্রাতৃপুত্র পরিচয়ে খ্যাতি।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক পুত্র বড় যোদ্ধাপতি॥
প্রকারেতে দিলেন প্রকৃত পরিচয়।
তরণী ভাবিছে কোথা রাম দয়াময়॥
কটকে কটকে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক বানর॥
চারিদিকে নেহারিয়া দেখিছে তরণী।
কতক্ষণে দেখা পাব রামরঘুমণি॥
কতক্ষণে পিতার পাইব দরশন।
জনম সফল হবে যুড়াবে জীবন॥
মনে ভাবে কত দূরে দেব নারায়ণ।
চালাইয়া দিল রথ ত্বরিত গমন॥
রঘুনাথপানে যদি চালাইল রথ।
ধেয়ে গিয়া নীলবীর আগুলিল পথ॥
নীলবীর বলে, বেটা, আর যাবি কোথা।
একচড়ে রাক্ষসা ছিঁড়িব তোর মাথা॥
যোড়হাতে বলে বিভীষণের নন্দন।
পথ ছাড় দেখি গিয়া শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
নীল বলে প্রাণ লব পর্ব্বতচাপনে।
কেমনে দেখিবি, বেটা, শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
অঙ্গে লেখা রামনাম রথচারিপাশে।
তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে॥
দুষ্ট নিশাচরজাতি কত মায়া জানে।
হইয়া ধার্ম্মিক বক আসিয়াছে রণে॥
মকরাক্ষ এসেছিল বুদ্ধি বড় সরু।
যুদ্ধ জিন্তে এসেছিল রথে বেঁধে গরু॥
বৃষভেতে টানে রথ গোচর্ম্মেতে ঢাকা।
বায়ুবাণে ধেনু উড়ে বেটা হৈল ভেকা॥
ধেনুবৎস গোচর্ম্ম বাণে গেল উড়ে।
চেয়ে দেখ সে বেটার মুণ্ড আছে পড়ে॥
তুই বেটা মহাদুষ্ট তা হতে মায়াবী।
ভণ্ড তপস্যাতে তুই কাহারে ভুলাবি॥
এত বলি নীলবীর কোপে করি ভর।
উপাড়িয়া আনে এক দীর্ঘ তরুবর॥
বাহুবলে হানে বৃক্ষ তরণীর মাথে।
হাসিয়া তরণীসেন ধরে বামহাতে॥
বৃক্ষ যদি ব্যর্থ গেল নীলবীর রোষে।
আনিল পর্ব্বত এক চক্ষুর নিমিষে॥

হানিল পর্ব্বত গোটা দিয়া হুহুঙ্কার।
তরণীর গদা ঠেকে হৈল চুরমার॥
পর্ব্বত হইল গুঁড়া গদার প্রহারে।
তরণী হানিল বাণ নীলের উপরে॥
মুখে রক্ত উঠে বীর হইল অজ্ঞান।
নীলবীরে ভঙ্গ দেখি রোষে হনুমান॥
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে।
সারথির হাতের পাচনি নিল কেড়ে॥
রুষিয়া তরণীসেন মারে এক চড়।
রথ হৈতে পড়ে হনূ করে ধড়ফড়॥
সম্বিৎ পাইয়া হনূ কবে মহামার।
লাফ দিয়া রথে গিয়া পড়ে আরবার॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ বথের উপবে।
কোপেতে তরণীসেন হনূমানে ধরে॥
আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী উপর।
পাছু হৈল হনূমান পাইয়া ত ডর॥
হনূমানে বিমুখ দেখিয়া লাগে ভয়।
আতঙ্কে বানর কেহ আগু নাহি হয়
মহাকোপে পশ্চাৎ করিয়া হনূমানে।
বালির তনয় বীব প্রবেশিল রণে॥
হানিল পর্ব্বত এক তরণী উপর।
দেখিয়া তবণীসেন হইল ফাঁফর॥
ভয়েতে তবণী এড়ে চোখ চোখ বাণ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খান খান॥
কাটা গেল পর্ব্বত অঙ্গদে লাগে ভয়।
মুষ্ট্যাঘাতে মাবিল রথের চারিহয়॥
সারথি তৎপর বড় ত্বরান্বিত হয়ে।
পুনঃ অশ্ব যুড়ি বথ দিল চালাইয়ে॥
রুষিল তরণীসেন অঙ্গদ উপর।
অঙ্গদের বুকে মারে লৌহের মুদ্গর॥
মুদ্গর আঘাতে পড়ে বালির নন্দন।
মহেন্দ্রদেবেন্দ্র এল করিয়া গর্জ্জন॥
আর যত বানর মিলিল একবারে।
বরিষে পর্ব্বতবৃক্ষ তরণী উপরে॥
গিরি যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি ধরে।
তেমতি তরণীবীর সংগ্রামভিতরে॥
নানাশিক্ষা জানে বীর পরমসন্ধানী।
ক্ষণেকে পর্ব্বতবৃক্ষ কাটিল তরণী॥
আগুনের শিখা যেন তরণীর বাণ।
লক্ষ লক্ষ বানরের লইল পরাণ॥
চড় লাথি মুষ্ট্যাঘাত বানরের তাড়া।
লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া॥
বানর রাক্ষসে মারে রাক্ষসে বানর।
হস্তী অশ্ব রথ রথী পড়িল বিস্তর॥
স্থানে স্থানে পর্ব্বতপ্রমাণ গাদি গাদি।
সংগ্রামের স্থলেতে বহিল রক্তে নদী॥
বানরের ঘোরনাদ গজের গর্জ্জন।
রথের ঘর্ঘরশব্দ শুনিতে ভীষণ॥
জাঠা জাঠি গদা শেল শব্দ ঠনঠন।
কেহ বা পলায়ে যায় লইয়া জীবন॥
কারো গেল হস্তপদ কারো চক্ষুকর্ণ।
মুষল-আঘাতে কেহ হয়েছে বিবর্ণ॥
তুলনা নাহিক দিতে যুদ্ধ হৈল বড়।
চারিদ্বারেব কপি পশ্চিমদ্বাবে জড়॥
সহিতে না পারে কেহ তরণীর বাণ।
রুষিয়া সুষেণ বুড়া হৈল আগুয়ান॥
সুষেণের প্রতাপে রাক্ষসগণ কাঁপে।
তবণীর রথে গিয়া পড়ে একলাফে॥
তরণীর হাতের ধনুক নিল কেড়ে।
বিদারিল সর্ব্ব-অঙ্গ আঁচড়ে কামড়ে
তরণীর অঙ্গে তবে রক্তধারা বয়।
পদাঘাতে মারিল রথের চারিহয়॥
সারথির মুণ্ড ছিঁড়ে কবে বীরদাপ।
আপন কটকে পড়ে দিয়া একলাফ॥
তরণীর অবস্থা দেখি কপিগণ হাসে।
আনিল সারথি হয় চক্ষুব নিমিষে॥
করিছে তরণীসেন বাণ-অবতার।
সম্মুখসংগ্রামে রহে হেন সাধ্য কাব॥
বড় বড় বানর পালায়ে গেল দূবে।
চোখা চোখা বাণ বিন্ধে সুগ্রীববানবে।
বাণাঘাতে সুগ্রীবভূপতি কোপে জ্বলে
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত বীর হানে বাহুবলে॥
তরণী মারিল গদা ক্রোধে কম্পমান।
প্রহারে পর্ব্বত গেল হয়ে শত খান॥
হানিল দুর্জ্জয় জাঠা সুগ্রীবের বুকে।
পড়িল সুগ্রীবরাজা রক্ত উঠে মুখে॥
সংগ্রামে পড়িল যদি সুগ্রীবরাজন্।
উভলেজ করিয়া পলায় কপিগণ॥
পলায় বানরগণ ফিরিয়া না চায়।
'ধর ধর' বলিয়া রাক্ষস পিছে-ধায়॥

প্রাণভয়ে পলাইল বড় বড় বীর।
তরণীসেনের বাণে কেহ নহে স্থির॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় দ্বিবিদ কুমুদ।
রহিলেন হনুমান সুষেণ অঙ্গদ॥
সুগ্রীবেরে চেতন করায় তিনজন।
চালাইল রথ বিভীষণের নন্দন॥
হাতে ধনু দাণ্ডাইয়া শ্রীরামলক্ষ্মণ।
দক্ষিণেতে জাম্বুবান বামে বিভীষণ॥
সম্মুখেতে উপনীত তরণীর রথ।
রথ হৈতে নামিল থাকিতে কত পথ॥
সঙ্কেতে প্রণাম করে পিতার চরণে।
করপুটে প্রণমিল শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
বিভীষণ বলে, রাম, দেখহ সত্বর।
তোমা দোঁহে প্রণাম করয়ে নিশাচর॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ॥
বিপক্ষের পক্ষ হয়ে আসিয়াছে রণে।
আমা দোঁহে প্রণাম করিবে কি কারণে॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, না জান কারণ।
লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত একজন॥
তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানে।
আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসনে॥
রাম বলে ভক্ত যদি জানহ নিশ্চয়।
আশীর্ব্বাদ করি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়॥
লক্ষ্মণ বলেন কি কহিলে মহাশয়।
রাক্ষসের অভিলাষ রাবণের জয়॥
শ্রীরাম বলেন তুমি না জান লক্ষ্মণ।
ভক্তের বিষয়বাঞ্ছা নহে কদাচন॥
কহিতে কহিতে কথা রাম রঘুমণি।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া আইল তরণী॥
গভীর গর্জ্জনে বলে ছাড়ি সিংহনাদ।
দেশে ফিরে যাবে, বেটা, করিয়াছ সাধ॥
মহাকোপে লক্ষ্মণের অধরোষ্ঠ কাঁপে।
শমনসমান বাণ বসাইল চাপে॥
প্রহারিল তরণীরে পঞ্চশত বাণ।
কাটিয়া তরণীসেন করে খান খান॥
বাণ যদি ব্যর্থ গেল রুষিল লক্ষ্মণ।
তরণী উপরে করে বাণবরিষণ॥
যত বাণ লক্ষ্মণ মারিল তরণীকে।
'শ্রীরাম' স্মরণে বীর কাটে একে একে॥
অমর্ত্ত্য সমর্থ বাণ বাণ কর্ণরেখা।
দুইজনে বাণ মারে যার যত শেখা॥
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ অগ্নি-অবতার।
তরণী বরুণবাণে করিল সংহার॥
পাশুপতবাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বৈষ্ণববাণেতে বীর করে নিবারণ॥
হানিল পর্ব্বতবাণ অতি ভয়ঙ্কর।
পবনবাণেতে নিবারিল নিশাচর॥
সর্পবাণ মারিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
লক্ষ লক্ষ অজগরে ছাইল গগন॥
বিকট দশন তুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর।
গরুড়বাণেতে নিবারিল নিশাচর॥
কুহুবাণে লক্ষ্মণ করিল মায়াময়।
দশদিক অন্ধকার দৃষ্টি নাহি হয়॥
অন্ধকারে দেখিতে না পায় নিশাচর।
আপনা আপনি কাটাকাটি পরস্পর॥
তরণীর সৈন্যেতে হইল মহামার।
চিকুরবাণেতে বিনাশিল অন্ধকার॥
কোপেতে গন্ধর্ব্ববাণ মারিল লক্ষ্মণ।
তিনকোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল ততক্ষণ॥
গন্ধর্ব্বরাক্ষসে যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর।
তরণীর সৈন্য সব হইল সংহার॥
পড়িল সকল ঠাট নাহি একজন।
রাখিতে নারিল বিভীষণের নন্দন॥
কোপেতে তরণীসেন জাঠা নিল হাতে।
গর্জ্জিয়া মারিল জাঠা লক্ষ্মণের মাথে॥
পড়িল লক্ষ্মণবীর হইয়া অজ্ঞান।
লক্ষ্মণেরে লইয়া পলায় হনুমান॥
ডাকিছে তরণীসেন জিনিয়া সংগ্রাম।
কোথায় তপস্বী ভণ্ড জটাধারী রাম॥
রাম বলে অধিক বিলম্ব নাহি আর।
এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার॥
লক্ষ্মণ পড়িল যদি এল রঘুনাথে।
ত্রিভুবনবিজয়ী ধনুকবাণ হাতে॥
দাণ্ডাইল রঘুনাথ তরণীসম্মুখে।
রামের সর্ব্বাঙ্গ বীর নেহালিয়া দেখে॥
বিশ্বরূপ রামের দেখিল নিশাচর।
ব্রহ্মাণ্ড একৈক লোমকূপের ভিতর॥
পর্ব্বতকন্দর দেখে কত নদনদী।
জনলোক তপোলোক ব্রহ্মলোক আদি॥

মায়াতে মনুষ্যলীলা গোলোকের পতি।
চরণে তরঙ্গময়ী গঙ্গা ভাগীরথী॥
যক্ষ রক্ষ দেবতা কিন্নর লাখে লাখে।
বিস্ময় হৈল মনে বিশ্বরূপ দেখে॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণাম করিল।
ধনুর্ব্বাণ ফেলি স্তব করিতে লাগিল॥
কহিছে তরণী সেন যোড় করি হাত।
দেবের দেবতা তুমি জগতের নাথ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবারাত।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
তুমি রজস্তমোগুণে হও বিশ্বময়॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ রূপধারী।
হিরণ্যকশিপুরিপু গোলকবিহারী॥
মহিমা গভীর বীর মিহিরবংশজ।
অন্তিমে আশ্রয় দেহ ও পদপঙ্কজ॥
বিকারবিহীন দীনদয়াময় নাম।
রঘুকুলোদ্ভব নবদূর্ব্বাদলশ্যাম॥
কি জানি ভকতি স্তুতি আমি অতি মূঢ়।
চিন্তিয়া না পায় চরাচর চন্দ্রচূড়॥
রক্ষ হে পুণ্ডরীকাক্ষ রাক্ষসের রিপু।
স্তবেতে অশক্ত আমি নিশাচরবপু॥
বহু যুগ যুগান্তরে মানিয়া অসাধ্য।
জন্মেছি রাক্ষসকুলে হয়ে তব বধ্য॥
কি ছার নিছার গর্ব্ব স্বর্গ নাহি চাই।
মুণ্ড কাট তীক্ষ্ণখড়্গে মোক্ষমার্গে যাই॥
পদ্মহস্তে ছেদ যদি কর এই দেহ।
পুলকে গোলোকে যাব নাহিক সন্দেহ॥
তরণী করিল স্তব শুনে রঘুবর।
অশ্রুজলে ভাসিল কোমল কলেবর॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
লঙ্কাতে এমন ভক্ত জানিনু এখন॥
কেমনে মারিব অস্ত্র ইহার উপর।
এত বলি ত্যজিলা হাতের ধনুঃশর॥
রাম বলে, বিভীষণ, বলি হে তোমারে।
কেমনে ধরিব প্রাণ এ ভক্তেরে মেরে॥
অকারণে করিলাম সাগরবন্ধন।
ত্যজিয়া লঙ্কার যুদ্ধ পুনঃ যাই বন॥
যত যুদ্ধ করিলাম শ্রম হৈল সার।
বুঝিলাম না হইল সীতার উদ্ধার॥
কার্য্য নাই সীতায় না যাইব রাজ্যেতে।
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে॥
কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে॥
ভক্ত মোর পিতামাতা ভক্ত মোর প্রাণ।
কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিব বাণ॥
এতেক ভাবিয়া যুদ্ধে হইয়া বিরত।
বসিলেন রঘুনাথ মনেতে চিন্তিত॥
সদয়হৃদয় দেখে রাজীবলোচনে।
তরণী বিচার করে আপনার মনে॥
আমার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে রঘুবর।
বুঝি অস্ত্র না মারেন আমার উপর॥
কেমনে রাক্ষসদেহ হইবে উদ্ধার।
যুদ্ধ বিনা পরিত্রাণ নাহি দেখি আর॥
এতেক ভাবিয়া তুলে নিল ধনুর্ব্বাণ।
কহিল কর্কশ বাক্য পূরিয়া সন্ধান॥
তরণী কহিছে, রাম, শোন্ বলি তোরে।
কহিলাম প্রিয়বাক্য বুঝিবার তরে॥
কেমনে বুঝিলি আমি না করিব রণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥
তোর যে বীরত্ব তাহা জানে চরাচরে।
ভরত লইল রাজ্য দূর করে তোরে॥
তোরে মেরে লক্ষ্মণেরে মারিব সংগ্রামে।
সীতায় বসাব লয়ে রাবণের বামে॥
এত যদি কহিল তরণীমহাবীর।
কোপে লক্ষ্মণের হলো কম্পিত শরীর॥
লক্ষ্মণ বলেন দুষ্ট নিশাচরজাতি।
প্রাণের ভয়েতে বেটা করিল মিনতি॥
কোথাকার ভক্ত বেটা পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
এত বলি শত বাণ যুড়িল লক্ষ্মণ॥
দেখিয়া তরণীসেন ভাবিল মনেতে।
মরিতে বাসনা মম শ্রীরামের হাতে॥
এতেক ভাবিয়া হলো বিষণ্নবদন।
তরণীর অভিলাষ বুঝে বিভীষণ॥
যোড়হাতে বিভীষণ কহে রঘুনাথে।
এ বেটা দুর্জ্জয় বীর লঙ্কার মধ্যেতে॥
একবার লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হৈল রণে।
আরবার যুদ্ধে কেন পাঠাও লক্ষ্মণে॥

আপনি মারহ রণে দুষ্ট নিশাচর।
এত শুনি ধনুক ধরিলা রঘুবর॥
চোখ চোখ বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে তরণী করিল খান খান॥
যত বাণ মারিলেন রাম রঘুমণি।
বাণেতে রামের বাণ কাটিল তরণী॥
তরণী বাছিয়া মারে খরতর শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর॥
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দুইজনে সমান।
কোপে রাম যুড়িলেন অর্দ্ধচন্দ্রবাণ॥
বাণ দেখি তরণীর হৈল মনে ভয়।
সেই বাণে কাটিলা রথের চারিহয়॥
অশ্ব কাটা গেল রথ হইল অচল।
লাফ দিয়া পড়িল তরণী মহীতল॥
পর্ব্বত পাষাণ বৃক্ষ যা দেখে সম্মুখে।
তর্জ্জন করিয়া হানে শ্রীরামের বুকে॥
অন্ধকার করে ফেলে বৃক্ষ ও প্রস্তর।
প্রহারেতে কাতব হইলা রঘুবব॥
শুকাইল মুখচন্দ্র নাহি চলে বাহু।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গ্রাসিলেক রাহু॥
অস্থির হইল রণে রাম রঘুমণি।
রামেরে কাতর দেখে ভাবিছে তরণী॥
শ্রীরামের পরিশ্রম হয়েছে অধিক।
দারাসুত মিছা মায়া সকলি অলীক॥
যুগে যুগে কামনা করিয়া বহুতর।
পেয়েছি পরমরিপু পরম-ঈশ্বর॥
রাজ্য ধন পরিজন কিছুই না চাই।
মরিয়া রামের হাতে গোলকেতে যাই॥
এত যদি তরণী ভাবিল মনে মনে।
বিভীষণ কহিলেন শ্রীরামের কাণে॥
শুন প্রভু রঘুনাথ করি নিবেদন।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে হইবেক ইহার মরণ॥
অন্য অস্ত্রে না মরিবে এই নিশাচর।
সদয় হইয়া ব্রহ্মা দিয়াছেন বর॥
এতেক শুনিয়া রাম কমলোচন।
ধনুকেতে ব্রহ্ম-অস্ত্র যুড়িলা তখন॥
রবির কিরণ জিনি খরতর বাণ।
সেই বাণে রঘুনাথ পূরিলা সন্ধান॥
বাণের গর্জ্জন যেন সাগর গরজে।
বিমানেতে আসে বাণ জয়ঘণ্টা বাজে॥
স্বর্গেতে দেবতা করে সুমঙ্গল ধ্বনি।
যোড়হাতে শ্রীরামেরে কহিছে তরণী॥
তোমার চরণ হেরে পরিহরি প্রাণ।
পরলোকে দিও প্রভু শ্রীচরণে স্থান॥
এতেক ভাবিতে বাণ অঙ্গে এসে পড়ে।
তরণীর মুণ্ড কেটে ভূমিতলে পাড়ে॥
দুইখণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরণীর কাটামুণ্ড 'রাম রাম' বলে॥
রামজয় শুভধ্বনি করে কপিগণ।
হাহাকারশব্দে ভূমে পড়ে বিভীষণ॥
অঙ্গের দুকূল ভাসে নয়নেব জলে।
ধেয়ে গিয়া বিভীষণে রাম কৈলা কোলে॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কেন হে অধৈর্য্য হয়ে করিছ রোদন॥
ইতিমধ্যে কি দুঃখ উঠিল তব মনে।
কান্দিয়া আকুল হৈলে কিসের কারণে॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, করি নিবেদন।
মরিল তরণীসেন আমার নন্দন॥
এত শুনি রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলা।
তোমার সন্তান কেন আগে না বলিলা॥
তোমার নন্দন হেন কহিতে আগেতে।
যুদ্ধ নাহি করিতাম তরণীসঙ্গেতে॥
শোকাকুল হইয়া কান্দেন দুইজন।
শ্রীরামলক্ষ্মণ কান্দে কান্দে কপিগণ॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ কান্দে কান্দে হনূমান।
কান্দেন সুষেণ আদি মন্ত্রী জাম্বুবান॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
না জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিতে মন্ত্রণা দিলে কাণে।
আপনি করিলে বধ আপন সন্তানে॥
আগে কেন বিবেচনা না করিলে মনে।
এক্ষণে কান্দহ মিত্র কিসের কারণে॥
শোক পরিহর, মিত্র, স্থির কর মন।
অনিত্য দেহের তরে কান্দ কি কারণ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, নিবেদি চরণে॥
পুত্রশোকে কান্দি হেন না ভাবিহ মনে॥
ধন্য ধন্য পুণ্যবন্ত আমার সন্তান।
মরিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্ব্বাণ॥
আজি সে বৈকুণ্ঠে গেল অথবা গোলকে।
ত্যজিল রাক্ষসদেহ মুক্ত কৈলে তাকে॥

কুম্ভকর্ণ অতিকায় আদি যত বীর।
পুলকে গোলোকে গেল ত্যজিয়া শরীর॥
শত্রুভাব করি সবে পাইল উদ্ধার।
শ্রীচরণ সেবা করি কি লাভ আমার॥
যদি পারিতাম দেহ করিতে পাতন।
বৈকুণ্ঠনগরে মম হইত গমন॥
মরণ না হবে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
অনেক যন্ত্রণা পাব অবনীভিতর॥
বিষাদ ভাবিয়া কান্দি ইহার কারণ।
শ্রীরাম বলেন দুঃখ ত্যজ বিভীষণ॥
যেই তুমি সেই আমি ইথে নাহি আন।
সাধুর জীবন-মৃত্যু একই সমান॥
যতদিন রবে তুমি অবনীভিতরে।
আমার সমান দয়া তোমার উপরে॥
এত শুনি বিভীষণ ক্রন্দন সম্বরে।
ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণগোচরে॥
দূত কহে, লঙ্কেশ্বর, নিবেদি চরণে।
পড়িল তরণীসেন আজিকার রণে॥
তরণীসেনের মৃত্যু শুনে লঙ্কেশ্বর।
সিংহাসন হৈতে পড়ে ধরণী উপর॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন।
রাজারে প্রবোধ দেয় পাত্রমিত্রগণ॥
মৃত্তিকাতে বসে ভাবে লঙ্কা-অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরগণ-নারী॥
পুত্রশোকে অনিবার কান্দিল সরমা।
বুঝিয়া অনিত্য দেহ মনে দিল ক্ষমা॥
অশ্রুজলে সরমার কলেবর ভাসে।
জানকী প্রবোধ দেয় অশেষ-বিশেষে॥
এইরূপে নারীগণ কান্দে লঙ্কাপুরে।
রাবণ মন্ত্রণা করে পাঠাইব কারে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুরবচন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন তরণীনিধন॥



বীরবাহু, ধূম্রাক্ষ ও ভস্মাক্ষের যুদ্ধে গমন ও পতন

যে বীর পাঠাই নরবানরের রণে।
সবে মরে ফিরে নাহি আসে একজনে॥
দিনেদিনে টুটে বল মনে পাই শঙ্কা।
নরবানর মেরে কে রাখে পুরী লঙ্কা॥
স্বর্গেতে গন্ধর্ব্ব এক চিত্রসেন নাম।
চিত্রাঙ্গদা কন্যা তার রূপেতে সুঠাম॥
রাবণ হরিয়া তারে আনে লঙ্কাপুরী।
পবমাসুন্দরী কন্যা যেন বিদ্যাধরী॥
বিষ্ণুর বরেতে এক সন্তান প্রসবে।
তাহার গুণের কথা কহি শুন সবে॥
রাক্ষস-ঔরসে জন্ম বীরবাহু নাম।
দেবগুরুভক্ত বড় সদা জপে রাম॥
জন্মিয়া ব্রহ্মাব সেবা করে নিরন্তর।
কতদিনে ব্রহ্মা তবে তারে দিল বর॥
ব্রহ্মা বলে, বীববাহু, যাহ নিজ স্থান।
এই হস্তী লহ ঐরাবতের সমান॥
এই হস্তী সহায়ে জিনিবে ত্রিভুবন।
হস্তী মারা গেলে হবে তোমাব পতন॥
বিষ্ণুভক্ত হবে তুমি বিষ্ণুপরায়ণ।
বিষ্ণুসেবা যতনে করিবে সর্ব্বক্ষণ॥
তোমায় সন্তুষ্ট আমি যাহ তুমি ঘরে।
মম বরে অন্তে যাবে বৈকুণ্ঠনগরে॥
ধর্ম্মশীল হবে সর্ব্বশাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বর পেয়ে পিতার নিকটে উপনীত॥
রাবণ জিজ্ঞাসে তুমি হও কোন্ জন।
কোথায় বসতি কহ কাহার নন্দন॥
বীরবাহু বলে, পিতা, হৈলে পাসরন।
চিত্রাঙ্গদাগর্ভে জন্ম তোমার নন্দন॥
তপে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
পাইয়াছি হস্তী ঐরাবতের সোসর॥
হস্তী-আরোহণে আমি যদি করি মনে।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি দিনেকের রণে॥
এত শুনি দশানন পুত্রে লইল কোলে।
শিরে চুম্ব দিয়া বলে সকরুণ বোলে॥
রাবণ বলে, বীরবাহু, থাকহ এখানে।
লঙ্কারাজ্য ভোগ কর মেঘনাদসনে॥
বীরবাহু বলে, পিতা, করি নিবেদন।
মাতামহরাজ্যে আমি থাকিব এখন॥
তব প্রয়োজনকালে আসিব হেথায়।
এত বলি বীরবাহু হইল বিদায়॥
মাতামহরাজ্যে ছিল গন্ধর্ব্বলোকেতে।
যুদ্ধের বারতা শুনি আইল লঙ্কাতে॥
মনে জানে নররূপী দেবনারায়ণ।
সফল হইবে দেহ করি দরশন॥

উদ্দেশে ব্রহ্মার পদে নমস্কার করি।
হস্তিপৃষ্ঠে বীরবাহু গেল লঙ্কাপুরী॥
নিরবধি বিষ্ণু বিনা অন্যে নাহি মন।
পরমধার্ম্মিক বীর রাবণনন্দন॥
লঙ্কায় আসিয়া দেখে ছিন্নভিন্ন সব।
নাহিক সে নৃত্যগীত বাদ্যভাণ্ডরব॥
মহাশব্দে কলরব করিছে বানর।
কেহ বলে 'মার মার' কেহ বলে 'ধর'॥
মৃতদেহ রাশি রাশি রাক্ষসবানরে।
সমুদ্র গিয়াছে বাঁধা গাছ ও পাথরে॥
দগ্ধ বড় বড় ঘর লঙ্কার ভিতর।
দেখিয়া ত বীরবাহু সভয় অন্তর॥
কুম্ভকর্ণ আদি যত রাক্ষস প্রচণ্ড।
একঠাঁই স্কন্ধ পড়ে আর ঠাঁই মুণ্ড॥
শকুনিগৃধিনী আর কুক্কুরশৃগাল।
মহানন্দে কলরব করে পালে পাল॥
লক্ষ লক্ষ রমণীর রোদনের শব্দ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম দেখে ভয়ে হলো স্তব্ধ॥
অন্তরীক্ষে ফিরে বীর হস্তীর উপরে।
তিনদ্বারে ফিরে গেল পশ্চিমের দ্বারে॥
দেখিল আছেন বসি শ্রীরামলক্ষ্মণ।
যোড়হাতে বসিয়াছে খুড়াবিভীষণ॥
ভল্লুক বানর কত বড় বড় বীর।
নিরখিয়া বীরবাহু কম্পিতশরীর॥
শ্রীরামলক্ষ্মণে দেখি রাবণনন্দন।
উদ্দেশেতে বন্দিলেক দোঁহার চরণ॥
বিভীষণখুড়াকে প্রণাম কৈল মনে।
প্রণমিল ভক্তবৃন্দ যত কপিগণে॥
বিষ্ণু-অবতার রাম দেখিল নয়নে।
জানিল রাক্ষসবংশ ধ্বংস এত দিনে॥
এতেক ভাবিয়া গেল পুরীর ভিতর।
সিংহাসন ত্যজি ভূমে বসে লঙ্কেশ্বর॥
কান্দিছে তরণীশোকে হইয়া কাতর।
কুড়িচক্ষে বারিধারা বহে নিরন্তর॥
দাণ্ডায়েছে পাত্রমিত্র চতুর্দ্দিকে ঘেরে।
দশানন বলে যুদ্ধে পাঠাইব কারে॥
বীর নাহি লঙ্কাতে ভাণ্ডারে-নাহি ধন।
কুম্ভকর্ণ মরিল-না মৈল বিভীষণ॥
মারিল আপন পুত্রে, আপন সাক্ষাতে।
মজালে কনকলঙ্কা নরবানরেতে॥
জিনিবে বানরে নরে কে আছে এমন।
লঙ্কাতে আইল রাম হইয়া শমন॥
কারে পাঠাইব রণে ভাবে দশানন।
হেনকালে বীরবাহু বন্দিল চরণ॥
বীরবাহু দেখিয়া উঠিল দশানন।
আলিঙ্গন করি দিল রত্নসিংহাসন॥
রাবণ বলে, বীরবাহু, কর অবগতি।
দেখিলা আপন চক্ষে লঙ্কার দুর্গতি॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
নরবানরের হাতে সংশয় জীবন॥
বীরবাহু বলে, পিতা, কহ ত সংবাদ।
নরবানরের সনে কিসের বিবাদ॥
রাবণ বলে শুন পুত্র কহি যে তোমারে।
দশরথরাজা ছিল অযোধ্যানগরে॥
তার বেটা রাম লোকমুখে শুন্তে পাই।
রাজ্য কেড়ে লয়ে দূর করে দিল ভাই॥
দুইভাই বনবাসী সঙ্গে লয়ে নারী।
পঞ্চবটীবনে ছিল হয়ে জটাধারী॥
সূর্পণখা গিয়েছিল পুষ্প-অন্বেষণে।
নাককাণ কাটে তার অনুজ লক্ষ্মণে॥
আমি হরে আনিলাম তাহার সুন্দরী।
বানর লইয়া রাম এল লঙ্কাপুরী॥
কুম্ভকর্ণ আদি বীর পড়িয়াছে রণে।
কে আর যুঝিবে নরবানরের সনে॥
বীরবাহু বলে শঙ্কা না কর রাজন্।
ইঙ্গিতে মারিয়া দিব শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
এত বলি বীরবাহু ভাবে মনে মন।
বিষ্ণুহস্তে মলে যাব বৈকুণ্ঠভুবন॥
বীরবাহু বলে, পিতা, তুমি জান ভালে।
ইন্দ্র আদি দেব কাঁপে আমারে দেখিলে॥
বিদায় করহ যাব রণের ভিতর।
এত বলি বীরবাহু চলিল সত্বর॥
নানা রত্নদান রাজা দিল পুত্রতরে।
হার ও নূপুর দিল নানা অলঙ্কারে॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বীর সংগ্রামে সুধীর।
বাপের আজ্ঞায় সাজি চলে মহাবীর॥
হেনকালে তার মাতা দূতমুখে শুনে।
দ্রুতগতি ধেয়ে আসে পুত্রদরশনে॥
কার বোলে যাহ পুত্র করিবারে রণ।
বড় বড় বীর সব হইল নিধন॥

বীরশূন্য হইল কনকলঙ্কাপুরী।
তুমি যুদ্ধে গেলে আমি প্রাণ পরিহরি॥
কুম্ভকর্ণহেন বীর রণে গিয়া মরে।
অতিকায়ে মারিয়াছে নর ও বানরে॥
মায়ের বচন শুনি বীরবাহু হাসে।
মধুরবচন কহি জননীরে তোষে॥
চরণের ধূলি লয় মাথার উপর।
হাসিতে হাসিতে করে মায়েরে উত্তর॥
অবোধ অবলাজাতি নাহি বুঝ কার্য্য।
আমি যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে বাজ্য
মাতা তুমি আশীর্ব্বাদ কর একচিতে।
তোমার প্রসাদে রণ জিনিব ইঙ্গিতে॥
সংগ্রামে রামের হাতে হইলে নিধন।
রথে চড়ি যাব আমি বৈকুণ্ঠভুবন॥
মায়েরে প্রবোধ করি হস্তিস্কন্ধে চড়ে।
বিদায় হইয়া বীর যুঝিবারে নড়ে॥
বীরবাহু রণে চলে হয়ে সেনাপতি।
হস্তী অশ্ব বহু ঠাট চলিল সংহতি॥
চলিল ধূম্রাক্ষবীর রথেতে চড়িয়ে।
'মার মার' শব্দে ধায় নানা অস্ত্র লয়ে॥
সবার পশ্চাতে রণে ভস্মাক্ষ দুর্জ্জয়।
চর্ম্মে ঢাকি রথখান সবামধ্যে রয়॥
যার মুখ দেখে সেই হয় ভস্মময়।
সংসারে কাহারো মুখ নাহি নিরীক্ষয়॥
হেন মহাবীর নড়ে রণ করিবারে।
সম্মুখসংগ্রামে কেবা জিনিবে তাহারে॥
তাহার সহিত এল কত শত বীর।
হস্তিপরে বীরবাহু সুন্দরশরীর॥
মনে মনে বীরবাহু চিন্তে অনুক্ষণ।
কেমনে পাইব আমি রামদরশন॥
প্রথমেতে উত্তরিল বানরগোচর।
'মার মার' শব্দ করি ধাইল বানর॥
ভস্মলোচনেরে তবে ডাকিল তখন।
যুঝিতে দিলেক আজ্ঞা রাবণনন্দন॥
বীরবাহু আজ্ঞা যদি দিলেক তাহাকে।
ভস্মলোচন যায় সে রামের সম্মুখে॥
চর্ম্মে ঢাকিয়াছে রথ চক্ষে চর্ম্মঠুলি।
রামের আগে যায় ভস্মাক্ষ মহাবলী॥
যেখানেতে শ্রীরাম সুগ্রীব বিভীষণ।
সেইখানে যেয়ে ঠুলি খুলিবারে মন॥

জোড়করে শ্রীরামে কহয়ে বিভীষণ।
প্রমাদ ঘটিল দেব রক্ষ নারায়ণ॥
দেখহ ভস্মাক্ষবীর উপনীত আসি।
যাহারে দেখিবে সেই হবে ভস্মরাশি॥
চর্ম্মে আচ্ছাদিত রথ দেখ বিদ্যমান।
ইহার ভিতরে আছে শমনসমান॥
ভস্মাক্ষ ইহার নাম বড়ই দুষ্কর।
করিল কঠোর তপ সহস্র বৎসর॥
তপোবলে ব্রহ্মা যবে দিতে এল বর।
রাক্ষস বলিল মোরে করহ অমর॥
ব্রহ্মা বলে অন্য বর চাহ নিশাচর।
সৃষ্টিনাশ হবে তুমি হইলে অমর॥
নিশাচর বলে তবে কবি নিবেদন।
সেই ভস্ম হবে যার হেরিব বদন॥
ব্রহ্মা বলে দিনু যাহা এল তব মুখে।
ঘরে গিয়া বসে থাক ঠুলি দিয়া চোখে॥
বর পেয়ে রাক্ষস হইল আনন্দিত।
সত্যমিথ্যা কেমনেতে যাইব প্রতীত॥
সংহতি রাক্ষস তার ছিল যতজন।
মুখ নিরখিতে ভস্ম হইল তখন॥
বর পেয়ে নিশাচর হরিষ-অন্তর।
স্ত্রীপুত্র না রহে ঐ পাপিষ্ঠগোচর॥
হেনই পাপিষ্ঠ রণে হৈল আগুয়ান।
উহার সংগ্রামে, প্রভু, হও সাবধান॥
বিভীষণবচনে বিস্ময় মানি মনে।
পুনরপি শ্রীরাম কহেন বিভীষণে॥
রণে ভঙ্গ নাহি দিব যুঝিব অবশ্য।
আমি ভস্ম হই কিম্বা সেই হবে ভস্ম॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, না করিহ ভয়।
করহ উপায়চিন্তা মরিবে নিশ্চয়॥
আছয়ে মন্ত্রণা এক শুন নারায়ণ।
উহার সম্মুখে দেহ ধরিয়া দর্পণ॥
যখন আসিবে বেটা মুখ দেখিবারে।
দর্পণে আপন মুখ পাবে দেখিবারে॥
দর্পণে আপন মুখ দেখি নিশাচর।
আপনি হইবে ভস্ম না করিহ ডর॥
হেন উপদেশ যদি কহে বিভীষণ।
'মিত্র মিত্র' বলি রাম দিল আলিঙ্গন॥
শ্রীরাম বলেন, সৈন্য, হও একপাশ।
যাবৎ রাক্ষস দুষ্ট না হয় বিনাশ॥

শ্রীরাম দর্পণ-অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
ছুটিয়া রামের বাণ রহিল সম্মুখে॥
আছিল রামের সঙ্গে যত কপিগণ।
বাণেতে সবার মুখ হইল দর্পণ॥
হেনকালে সেই দুষ্ট সংগ্রামে পশিল।
রাম-অগ্রে দুচোখের ঠুলি খসাইল॥
দর্পণাস্ত্রে রঘুনাথ কৈলা আচ্ছাদন।
যত বানরের মুখে হইল দর্পণ॥
দেখিল ভস্মাক্ষবীর যাহার বদন।
মুখ নাহি দেখা গেল দেখিল দর্পণ॥
মুখ নাহি দেখিয়া কুপিল নিশাচর।
শ্রীরামেরে ডাকি তবে বলিছে উত্তর॥
রাক্ষস বলিছে তুমি প্রাণেতে কাতর।
ভয় যদি কর যাহ পলাইয়া ঘর॥
রাম বলে, রাক্ষস, কি ইচ্ছিলি মরণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥
রামের বচন শুনি কোপে নিশাচর।
রথ চালাইয়া দিল রামের গোচর॥
রামে দেখিবারে বীর মেলিল লোচন।
রাক্ষসসম্মুখে রাম ধরিলা দর্পণ॥
দর্পণভিতরে সে দেখিল নিজ আস্য।
নিজ মুখ দেখিয়া আপনি হৈল ভস্ম॥
ভস্ম হয়ে পড়ে বেটা রথের উপরে।
ভস্মাক্ষের পতনে রাক্ষস ধায় ডরে॥
ভস্মাক্ষ পড়িল যদি রাক্ষসের ভঙ্গ।
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানরের রঙ্গ॥
ভস্মাক্ষের মৃত্যু দেখি রাক্ষস পলায়।
দূর হতে বীরবাহু দেখিবারে পায়॥
ক্রোধিত হইয়া বীর চাহে ঘন ঘন।
হাতে ধনু লয়ে চাহে রাবণনন্দন॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানর হর্ষিত।
হস্তিপৃষ্ঠে বীরবাহু চলিল ত্বরিত॥
শ্বেতবর্ণ হস্তী যেন পর্ব্বতপ্রমাণ।
দুর্জ্জয় দশন ঐরাবতের সমান॥
হস্তিপৃষ্ঠে নানা অস্ত্র মুষলমুদগর।
ঐরাবত 'পরে যেন এল পুরন্দর॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি রাবণনন্দন।
আশ্বাসবচনে সবে কহিছে তখন॥
না পলাহ, রাক্ষস, সংগ্রামে এস ফিরে।
এখনি মারিব রণে নর ও বানরে॥

বীরবাহু বোলে যত নিশাচরগণ।
পুনরপি রণে এল করিয়া তর্জ্জন॥
দেখিয়া বানরগণে বীরবাহু চলে।
হস্তী চালাইয়া বীর দিল রণস্থলে॥
বীরবাহু বলে কপি দণ্ড দুই থাক।
বানরকটকে রণে দেখাব বিপাক॥
চালাইয়া দিল হস্তী সংগ্রামভিতর।
দেখিয়া রুষিল রণে যতেক বানর॥
কোপেতে অঙ্গদবীর বালির নন্দন।
ঘোর সিংহনাদ করি করিছে তর্জ্জন॥
রুষিল রাজার বেটা কার সাধ্য থাকে।
কপিগণ সংগ্রামে চলিল একে একে॥
নল নীল কুমুদ সম্পাতি আদি করি।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী॥
শরভ গবাক্ষ গয় দ্বিবিদ বানর।
দীর্ঘাকার পর্ব্বতপ্রমাণ কলেবর॥
সুগ্রীবের সৈন্য নড়ে দেখিতে অপার।
বিংশতি বানরে অঙ্গদের আগুসার॥
আগুদলে অঙ্গদের হৈল আগমন।
রাক্ষসের সনে যায় করিবারে রণ॥
পর্ব্বত যোজন দশ নিল সে উপাড়ি।
রাক্ষস উপরে ফেলে অতি তাড়াতাড়ি॥
সন্ধান পূরিয়া বীরবাহু যোড়ে বাণ।
পর্ব্বত কাটিয়া বীর করে খান খান॥
পাঁচবাণ হানিলেক অঙ্গদের বুকে।
পড়িল অঙ্গদবীর রক্ত উঠে মুখে॥
রাজপুত্র রণে পড়ে দেখে হনুমান।
শালগাছ উপাড়িল দিয়া একটান॥
হস্তীর মাথাতে মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
হস্তীর মাথায় ঠেকে বৃক্ষ হৈল গুঁড়ি॥
বৃক্ষ গোটা ব্যর্থ গেল কোপে হনূমান।
আর বৃক্ষ উপাড়িল দিয়া একটান॥
উপাড়িয়া আনে বৃক্ষ পঞ্চাশযোজন।
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে রবির কিরণ॥
এড়িলেক বৃক্ষ গোটা ধরি বাহুবলে।
করিয়া বিষম শব্দ বৃক্ষ গোটা চলে॥
হস্তীর মাথায় বৃক্ষ গুঁড়া হয়ে যায়।
রুষিয়া দারুণ হস্তী ক্রোধভরে ধায়॥
ক্রোধভরে বীরবাহু এড়ে দশবাণ।
বাণ ফুটে ভূমিতে পড়িল হনূমান॥

শরাঘাতে হনূমান অচেতন হৈল।
নল নীল কুমুদ রণেতে প্রবেশিল ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী।
সাতবীর যুঝিবারে এল আগুসরি ॥
সাতবীর দেখে তবে এড়ে সাতশর।
বিন্ধিয়া বানরগণে করিল জর্জ্জর ॥
দশদশ বাণে প্রতি বানরেরে বিন্ধে।
বিন্ধিল বানরগণে বসি গজস্কন্ধে ॥
গবাক্ষ শরভ গয় ও গন্ধমাদন।
বাণে অচেতন হয়ে পড়ে চারিজন ॥
বানরকটক বিন্ধে করে খান খান।
পলায় বানরগণ লইয়া পরাণ ॥
ধাইয়া বানর কহে শ্রীরামের ঠাঁই।
বীরবাহুবাণে, প্রভু, কারো রক্ষা নাই ॥
কালান্তক যম যেন এসে করে রণ।
পড়িয়াছে হনূমান আদি কপিগণ ॥
কুম্ভকর্ণহাতে সবে পেয়েছে নিস্তার।
আজিকার রণে বুঝি সবার সংহার ॥
এতেক রণের কথা শুনি দাশরথি।
চলিলেন আগুসারি লক্ষ্মণসংহতি ॥
পিছে তার চলিল সুগ্রীববিভীষণ।
গাছ ও পাথর হাতে ধায় কপিগণ ॥
হস্তীর স্কন্ধেতে থাকি করিছে সংগ্রাম।
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কোন্ বীর এল করি হস্তী আরোহণ ॥
ঐরাবতসম গজ অতি ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্র তুলিয়াছে গজের উপর ॥
প্রচণ্ড ধনুক বাণ খরতর জাঠা।
পুরন্দরসম গজস্কন্ধে এল কেটা ॥
বিভীষণ বলে, রাম, কর অবধান।
বীরবাহু নাম ধরে রাবণসন্তান ॥
চিত্রাঙ্গদা নামে এক গন্ধর্ব্বকুমারী।
যুদ্ধ জিনে রাবণ আনিল তারে হরি ॥
তাহার গর্ভেতে জন্ম সুন্দরসুঠাম।
দেবদ্বিজগুরুভক্ত বীরবাহু নাম ॥
চিত্রাঙ্গদা জননী রাবণ ওর বাপ।
নাম ধরে বীরবাহু দুর্জ্জয় প্রতাপ ॥
করিল তপস্যা বীর কঠোর বিস্তর।
তপের কারণ ব্রহ্মা দিতে এল বর ॥
ব্রহ্মা বলে হবে তোর সংগ্রামে বিজয়।
দিলা এক হস্তী ঐরাবতের তনয় ॥
গজরাজ দিয়া ব্রহ্মা বলিলা বচন।
এ গজের জীবনেতে তোমার জীবন ॥
বীরবাহু বলে, প্রভু, মরি খেদ নাই।
যুদ্ধ করে মরে যেন নারায়ণ পাই ॥
ব্রহ্মা বলে নররূপী হবে নারায়ণ।
ইচ্ছাসুখে তাঁর হাতে লভিবে মরণ ॥
সেই বীরবাহু এই দুর্জ্জয় শরীর।
বীরবাহুতেজে রণে কেহ নহে স্থির ॥
বীরবাহু জিনিলে রাবণরাজা জিনি।
সমুদ্র তরিলে যেন গোষ্পদের পানি ॥
বীরবাহু ইন্দ্রজিৎ বীর নাহি আর।
ইহারা মরিলে হবে রাবণসংহার ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, ভরসা তোমার।
তব উপদেশে হৈল সকলে সংহার ॥
রামবিভীষণে এই কথোপকথন।
ডাক দিয়া কহিতেছে রাবণনন্দন ॥
বীরবাহু বলে শুন শ্রীরামলক্ষ্মণ।
আমা সনে তোমরা যুঝিবে কোন্ জন ॥
রাম বলে তোমাতে আমাতে আজি রণ
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন ॥
বানরকটক সব হও একভিত।
দুজনে করিব যুদ্ধ যেমন প্রমিত ॥
এত শুনি বীরবাহু করিছে সমর।
মাথায় টোপর বীর হাতে ধনুঃশর ॥
গজস্কন্ধে থাকি বীর নেহালে শ্রীরাম।
কপটে মনুষ্যদেহ দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
চাঁচরচিকুর শোভে চৌরস কপাল।
প্রসন্নশরীর বীর পরমদয়াল ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন অতি মনোহর।
ভুবনমোহন রূপ শ্যামলসুন্দর ॥
রামের হাতের ধনু বিচিত্রগঠন।
সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ ॥
নারায়ণরূপ দেখে রাবণকুমার।
নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণু-অবতার ॥
হাতের ধনুকখান ভূমিতে ফেলায়ে।
গজ হৈতে নামি কহে বিনয় করিয়ে ॥
ধরণী লোটায়ে কহে যুড়ি দুইকর।
অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর ॥

প্রণমামি রামচন্দ্র সংসারের সার।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু-অবতার॥
আদি-অনাদি তুমি পুরুষপ্রধান।
নাশিতে অজেয় অরি শমনসমান॥
পুরুষপ্রকৃতি তুমি তুমি চরাচর।
তোমার একাংশ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর॥
অনাথের নাথ তুমি সংসারতারণ।
সুরাসুর তুমি সৃষ্টিসংহারকারণ॥
বহু স্তুতি করি বলে রাবণনন্দন।
অনুক্ষণ জপে ধ্যানে দেব ত্রিলোচন॥
সাম ঋক্ যজু ও অথর্ব্ব তোমা হৈতে।
অসীম মহিমাগুণ নারি সীমা দিতে॥
হেন পাদপদ্ম দেখিলাম অনায়াসে।
পরিপূর্ণ হইল আমার অভিলাষে॥
তব পাদপদ্মে যেবা নাহি মাগে বর।
বৃথায় জীবন তার অবনীভিতর॥
আপনি করেছ আজ্ঞা না হয় খণ্ডন।
ও পদ স্মরণে হয় পাপবিমোচন॥
এ ভবসংসারে দেখি অকূল পাথার।
রামনাম তরণী করিয়ে হব পার॥
তুমি নারায়ণ ধর্ম্ম ব্রহ্মসনাতন।
রাক্ষসবিনাশকারী ভুবনমোহন॥
উৎপত্তি প্রলয় তুমি ধ্যানের ধন।
তোমারে চিনিতে, প্রভু, পারে কোন্ জন॥
অধম রাক্ষস আমি বড়ই পাপিষ্ঠ।
এ দুঃখে তারিতে, প্রভু, তুমি মহা ইষ্ট॥
চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার।
বৈষ্ণবাস্ত্রেতে আমায় কর হে সংহার॥
এতেক বলিল যদি রাবণনন্দন।
রণ ত্যজি রঘুনাথ বসিলা তখন॥
রাম বলে দেখিলাম তব ব্যবহার।
তোমা-বধ করা নহে উচিত আমার॥
যাউক জানকী মোর রাজ্য যাক বয়ে।
পুনঃ বনে যাই আমি তোরে লঙ্কা দিয়ে॥
বীরবাহু বলে, হে গোসাঁই, পরিহর।
তুমি যারে দয়া কর লঙ্কা কোন্ ছার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, প্রভু, তোমার শরীরে।
ক্ষুদ্র লঙ্কাপুরী দিয়ে ভাণ্ডিবে আমারে॥
লঙ্কা দিয়া রঘুনাথ ভাণ্ডিতে আমারে।
না পারিবে কদাচন এই দুরাচারে॥

এতেক বলিয়া সেই রাবণনন্দন।
মনে মনে ভাবে নিজ মরণ তখন॥
তুমি না মারিলে মোর না হবে উদ্ধার।
দয়া করে করহ ইহার প্রতিকার॥
রণ করে পড়ি যদি, প্রভু, তব বাণে।
বিষ্ণুদূত লয়ে যাবে বৈকুণ্ঠভুবনে॥
যাহা লাগি মুনিঋষি নানা তীর্থে ফিরে
যাহা লাগি সাধুজন নানা যজ্ঞ করে॥
অনায়াসে পাব আমি হেন গুণনিধি।
বিনা জাতিব্যবহারে নহে কার্য্যসিদ্ধি॥
এতেক ভাবিয়া মনে রাবণকুমার।
একলাফ দিয়া উঠে গজে আপনার॥
প্রচণ্ড ধনুক ছিল গজের উপরে।
দৃঢ়মুষ্টি অস্ত্র লয়ে বিন্ধে রঘুবরে॥
হেদে রে তপস্বী বেটা ভণ্ড বনচারী
মরণ এড়াতে চাহ করে ভারিভুরি॥
কালসর্পসম অস্ত্র দেখহ সর্ব্বথা।
লব শোধ দুঃখ যত পায় মম পিতা॥
মম ইষ্টদেবে আমি করেছি স্তবন।
তুমি মনে করেছ আপনি নারায়ণ॥
বীরবাহু কৈল যদি দুরক্ষর বাণী।
ক্রোধেতে হইল রাম জ্বলন্ত আগুনি॥
সত্ত্বগুণে তমোগুণ বড়ই বিষম।
ক্রোধেতে হইল রাম কালান্তক যম॥
'মার মার' বলি রাম যুড়িলেন বাণ।
হাসিয়া ধনুক ধরে রাবণসন্তান॥
দুইজনে লাগিল বাণের হানাহানি।
উঠিল আকাশে বাণ শব্দ ঠনঠনি॥
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল আগুনি।
স্বর্গেতে দেবতা কাঁপে অসম্ভব গণি॥
দূরে থাকি দেখে কপি উভয়ের রণ।
বাণের বিষম শব্দ উঠিল গগন॥
দুইজনে কাটাকাটি হৈল বাণে বাণে।
দুজনার উপরেতে দুইজনে হানে॥
অগ্নিবাণ বীরবাহু যুড়িল ধনুকে।
বজ্রসম আসে বাণ রামের সম্মুখে॥
অগ্নিবাণে করে বীর অগ্নি-অবতার।
বরুণবাণেতে রাম করেন সংহার॥
মহাকোপে বীরবাহু এড়ে দশবাণ।
শ্রীরামের বুকে ফুটে বজ্রের সমান॥

শরাঘাতে শোণিতে ভাসিল রঘুনাথে।
যেন সূর্য্যপাত হয়ে পড়িল ভূমিতে॥
পড়িলেক রামচন্দ্র সর্ব্বজন দেখে।
মুখেতে উঠিল রক্ত ঝলকে ঝলকে॥
ব্যথা সম্বরিয়া রাম যুড়িলেন বাণ।
বীরবাহুরে কাটিতে চাহি ধনুখান॥
তীক্ষ্ণবাণ মারে রাম ধনুক কাটিতে।
ধনুকে ঠেকিয়া বান পড়ে একভিতে॥
বীরবাহু বলে অবধান রঘুনাথ।
আমার ধনুকে মিথ্যা করিছ আঘাত॥
ধনুক কাটিতে না পারিবে রঘুনাথ।
বীরবাহু কহিল করিয়া যোড়হাত॥
অক্ষয় ধনুক আমি করিয়াছি হাতে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে পারে কাটিতে॥
ধনু কাটা নাহি গেল শ্রীরাম লজ্জিত।
অর্দ্ধচন্দ্রবাণ রাম যুড়েন ত্বরিত॥
এড়িলেক বাণ রাম তারা যেন ছুটে।
বাণে সে বীরবাহুর ধনুর্ব্বাণ টুটে॥
ধনুর্ব্বাণ গেল বীরবাহু উল্লসিত।
এত দিনে বুঝি বা পূরিল মনোরথ॥
মনে জানিলাম আজি নাহি অব্যাহতি।
শ্রীরামের বাণে পড়ে পাইব নিষ্কৃতি॥
একমনে বীরবাহু করিছে স্তবন।
ধনুর্ব্বাণ কাটা গেল অবশ্য মরণ॥
ধনু কাটা গেল বীর আর ধনু লয়।
শরজালবাণ এড়ে রাবণতনয়॥
বাণে আচ্ছাদিল রঘুনাথকলেবর।
বাণ খেয়ে রঘুনাথ হইল ফাঁফর॥
মনে মনে রঘুনাথ করি অনুমান।
ঐষীকবাণেতে তবে পূরেন সন্ধান॥
শ্রীরাম ঐষীকবাণ বসাইলা চাপে।
কাটিলেন রাক্ষসের বাণ বীরদাপে॥
শ্রীরাম কাটেন বাণ মনের কৌতুকে।
দাণ্ডায়ে বানরগণ দূর হৈতে দেখে॥
রাম বলে, বীরবাহু, তুমি বড় বীর।
তব বাণে মম সৈন্য না হয় সুস্থির॥
বীরবাহু বলে, রাম, ক্ষণেক থাকহ।
যত দুঃখ দিলে তার প্রতিফল লহ॥
রাক্ষসের বাক্য শুনি কুপিয়া লক্ষ্মণ।
রাক্ষস উপরে করে বাণবরিষণ॥
লক্ষ্মণের বাণে বীরবাহু সক্রোধিত।
এড়িল দুর্জ্জয় বাণ অগ্নিপ্রজ্বলিত॥
চলিল লক্ষ্মণবাণ তারাহেন ছুটে।
সেই বাণে রাক্ষসের অগ্নিবাণ কাটে॥
পঞ্চবাণ লক্ষ্মণ সে যুড়িলা ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে বীরবাহুবুকে॥
বাণাঘাতে বীরবাহু হইল কম্পিত।
লক্ষ্মণ উপরে মারে বাণ আচম্বিত॥
অষ্টবাণ বীরবাহু যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে লক্ষ্মণের বুকে॥
বীরবাহুবাণ ফুটে লক্ষ্মণের বুকে।
ঘুরিয়া পড়িল বীর রক্ত উঠে মুখে॥
কতক্ষণে লক্ষ্মণ হইল সচেতন।
পুনরপি দুইজনে হইল মহারণ॥
বীরবাহু লক্ষ্মণে মারিতে করি মতি।
বায়ুবেগে হস্তী চালাইল শীঘ্রগতি॥
আইসে দুর্জ্জয় হস্তী ত্বরিতগমন।
লক্ষ্মণে মারিল জাঠা রাবণনন্দন॥
অতিবেগে এড়ে জাঠা চলে শীঘ্রগতি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় হৈলা দাশরথি॥
জাঠার উদ্দেশে রাম এড়িলেন বাণ।
তিনবাণে জাঠারে করিলা খান খান॥
জাঠারে কাটিয়া রাম রাখিলা লক্ষ্মণ।
ডাক দিয়া বলে তবে রাবণনন্দন॥
সাক্ষী হও জাম্বুবান খুড়াবিভীষণ।
সাক্ষী হও কপিবৃন্দ পবননন্দন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধে আছে পণ।
যার সঙ্গে যুদ্ধ করে মারে সেই জন॥
আমি জাঠা মারিলাম লক্ষ্মণ উপরে।
তুমি কেন সে জাঠা কাটিলে অবিচারে॥
একের সঙ্গেতে যুদ্ধে অন্যে দেয় হানা।
ধর্ম্মশাস্ত্রে তারে নাহি বলে বীরপনা॥
শ্রীরাম বলেন শুন রাবণনন্দন।
লক্ষ্মণে আমাতে ভিন্ন বলে কোন্ জন॥
বীরবাহু বলে, রাম, আমি তাহা জানি।
ব্রহ্মাণ্ডে তোমাতে ভিন্ন আছে কোন্ প্রাণী
বীরবাহুবাক্য শুনি লজ্জিত শ্রীরাম।
পুনরপি দুইজনে বাধিল সংগ্রাম॥
গগন ছাইয়া দোঁহে বাণবরিষণ।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিছে আগুন॥

দশখান বাণ রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে।
বজ্রসম বাজে বাণ বীরবাহুবুকে ॥
বুকে বাণ বাজে রক্ত উঠে অনিবার।
অচৈতন্য হয়ে পড়ে রাবণকুমার ॥
রক্তধারে বীরবাহু ভাসে কলেবর।
গড়াগড়ি দেয় বীর গজের উপর ॥
বীরবাহু লয়ে গজ উঠিলা গগন।
যোড়হাতে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
ব্রহ্মাস্ত্র মেরে উহার বধহ জীবন ॥
রাম বলে এ বেটা রাক্ষস মহাবীর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বড় সুবুদ্ধি সুধীর ॥
করিয়ে অন্যায় যুদ্ধ না মারি উহারে।
মারিব ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে বীরবাহুবীরে ॥
কতক্ষণে রাক্ষস হইল সচেতন।
হরিষ হইয়া বীর কহিছে তখন ॥
আরবার এস দেখি রণের ভিতর।
জানিলাম বীর বট তুমি রঘুবর ॥
এত বলি ধনুক ধরিল বাম করে।
দেখিয়া রুষিল তবে সুগ্রীববানরে ॥
সুগ্রীব বলেন শুন জগৎগোসাঁই।
শুনিয়াছি হস্তিসঙ্গে ইহার প্রমাই ॥
হস্তী মৈলে বীরবাহু মরিবে নিশ্চয়।
হস্তীরে মারিয়া কর রাক্ষসের ক্ষয় ॥
এত বলি সুগ্রীব পবনগতি ধায়।
দূরে থাকি পাথর সে দেখিবারে পায় ॥
দশযোজন পাথর তুলিয়া লয় হাতে।
দানবে রুষিলা যেন দেব জগন্নাথে ॥
বীরদর্প করি বীর হানিল পাথর।
দন্ত দিয়া পাথর ধরিল গজবর ॥
খান খান করিলেক দন্তের তাড়নে।
শালগাছ সুগ্রীব উপাড়ে একটানে ॥
দুর্জ্জয় সে শালবৃক্ষ বিংশতি যোজন।
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে সূর্য্যের কিরণ ॥
অব্যর্থ পাথর গেল সুগ্রীব লজ্জিত।
হানিলেক শালগাছ হইয়া কুপিত ॥
গজের মাথায় মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
হস্তীর মাথায় গাছ হয়ে গেল গুঁড়ি ॥
শুণ্ডে জড়াইয়া হস্তী সুগ্রীবেরে ধরে।
আছাড় মারিয়া তার অস্থি চূর্ণ করে ॥
ভূমেতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড়।
দেখিয়া বানরগণ উঠে দিল রড় ॥
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে।
'সুগ্রীব মরিল' বলি কপিগণ হাঁকে ॥
অনেক যতনে রাজা পাইল চেতন।
রামেরে ডাকিয়া বলে রাবণনন্দন ॥
একজন উপরেতে দুইজন রোষে।
ধর্ম্ম নাহি সহে তাহা মরে নিজ দোষে ॥
তুমি আমি যুদ্ধ করিতেছি দুইজনা।
বানরা আসিয়া কেন মাঝে দিল হানা ॥
বনজন্তু যুদ্ধে কিন্তু আস্থা দেখি বাড়া।
সেই পাপে হস্তীতে আছাড়ে করে গুঁড়া ॥
বীরবাহুবাক্যেতে লজ্জিত রঘুবর।
ঈষৎ হাসিয়া রাম করেন উত্তর ॥
বনেতে লক্ষ্মণ ছিল হয়ে ব্রহ্মচারী।
সূর্পণখা রাঁড়ী গেল বর বাঞ্ছা করি ॥
সেই দোষে নাককাণ কাটিল লক্ষ্মণ।
বিধবার কর্ম্ম ভাল করিল পালন ॥
তোর পিতা রাবণের একলক্ষ বেটা।
চৌদ্দহাজার নারীর বিভা কৈল কটা ॥
পরমপাতকী বেটা লঙ্কা-অধিকারী।
জন্মাবধি চুরি করি আনে পরনারী ॥
জ্যেষ্ঠভাই কুবের ধনের অধিপতি।
তার বধূ হরিয়া আনিল পাপমতি ॥
ব্রহ্ম-অংশে জন্ম দেখ যত নিশাচর।
খাইয়া মানুষ পশু পূরয়ে উদর ॥
এতদিনে লঙ্কাপুর পাপে হৈল পূর্ণ।
পাঠাইব যমালয়ে হবে দর্পচূর্ণ ॥
এতেক বলিয়া রাম পূরয়ে সন্ধান।
মারিলা রাক্ষসগণে শত শত বাণ ॥
সারিয়া রামের বাণ বীরবাহুবীর।
শত শত বাণে বিন্ধে রামের শরীর ॥
বাণে বাণে কাটাকাটি করে দুইজন।
অগ্নিময় বাণ মারে রাবণনন্দন ॥
বাণের মুখেতে অগ্নি পর্ব্বতপ্রমাণ।
বীরবাহুবাণে রাম হইলা অজ্ঞান ॥
সম্মুখযুদ্ধেতে রাম হইলা মূর্চ্ছিত।
দেখিয়া বানরগণ হইল চিন্তিত ॥
শীঘ্রগতি আসিয়া রাক্ষস বিভীষণ।
শ্রীরামের ধনুর্ব্বাণ লয়ে করে রণ ॥

পঞ্চবাণ বিভীষণ যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পুরিয়া মারে বীরবাহুবুকে॥
বাণের উপরে বাণ এড়ে বিভীষণ।
ফাঁফর হইল ডরে রাবণনন্দন॥
বাণে ভীত বীরবাহু চাহে চারিভিতে।
রাম মূর্চ্ছা কেবা বাণ মারে আচম্বিতে॥
হেনকালে দেখে বীর খুড়াবিভীষণ।
বীরবাহু বলে, খুড়া, সার্থক জীবন॥
বংশচূড়ামণি তুমি আছ একজন।
দেবদ্বিজগুরুভক্ত বুদ্ধে বিচক্ষণ॥
কুলে একজন হলে বিষ্ণুতে ভকতি।
সকল পুরুষ তার পায় দিব্যগতি॥
পরমপুরুষ রাম ব্রহ্মসনাতন।
সকল ত্যজিলা তুমি রামের কারণ॥
তোমার চরণে, খুড়া, করি দণ্ডবৎ।
আশীর্ব্বাদ কর যেন পূরে মনোরথ॥
বিভীষণ বলে, বাছা, তুমি ভাগ্যবান।
তোমার চরিত্র, বাছা, না হয় বাখান॥
এইরূপে দুইজনে কথোপকথন।
হেনকালে রঘুনাথ পাইলা চেতন॥
পুনরপি সংগ্রাম বাজিল দুইজনে।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে॥
দুইজনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা।
প্রাণপণে এড়ে বাণ নাহি লেখাজোখা॥
অমর্ত্ত্য সমর্থ বাণ বাণ মহাবল।
বিষ্ণুজাল অগ্নিজাল বাণ কালানল॥
বরুণমুখ উল্কামুখ অতি খরশান।
গ্রহাদি নক্ষত্র রুদ্র জ্যোতির্ম্ময় বাণ॥
শিলীমুখ সূচীমুখ ঘোবদরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন॥
রিপুহন্তা বিশ্বহন্তা বিপক্ষসংহার।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার॥
কালদণ্ড যমদণ্ড বাণ কর্ণিকার।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল বাণ শতধার॥
গরুড় অসুরমুখ হংসমুখ বাণ।
ধূম্রমুখ কূর্ম্মমুখ শমনসমান॥
নীল হরিতাল বাণ বিকটদশন।
বিলাপ প্রলাপ বাণ মহাপদ্মাসন॥
ভয়ঙ্কর দুষ্কর কামিনীমনোহর।
পাশুপত হয়গ্রীব দেখিতে সুন্দর॥
কুবের পবন অস্ত্র অতি খরশান।
নবঘন উল্কাবাণ কে করে বাখান॥
শোষক পোষক বাণ অঙ্গ যে বিভঙ্গ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ বিহ্বল মাতঙ্গ॥
বিকট সঙ্কট বাণ সার্থক পথিক।
মাল্যবান হীরাবন্ত শারঙ্গ ঐষীক॥
গজাঙ্কুশ শিলাচূর্ণ গভীর গরজে।
যাইতে বাণের মুখে জয়ঘণ্টা বাজে॥
এত বাণ দুইজনে করে অবতার।
সব লঙ্কাপুরী হৈল বাণে অন্ধকার॥
জিনিতে না পারে কেহ সমান দুজন।
দুইজনে মহাযুদ্ধ না যায় লিখন॥
ব্রহ্মার নিকটে পেয়েছিল পূর্ব্বে বাণ।
সেই বাণে বীরবাহু পূরিল সন্ধান॥
মন্ত্রেতে হইল বাণ অতি ভয়ঙ্কর।
মহাতেজে আসে বাণ রামের উপর॥
বিপরীত ব্রহ্ম-অস্ত্র দেখিয়া সম্মুখে।
তীক্ষ্ণ-অস্ত্র রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে॥
শ্রীরামের বাণ ব্যর্থ রাক্ষসের শরে।
দেখিয়া যে রঘুনাথ ভাবিলা অন্তরে॥
রাক্ষসের বাণের মুখেতে অগ্নি জ্বলে।
দেখিয়া ত পুরন্দর পবনেরে বলে॥
শরভঙ্গমুনিস্থানে পাইলা যে শর।
সেই বাণ মারুন রাক্ষসে রঘুবর॥
এত যদি পুরন্দর কহে পবনেরে।
পবন গোপনে গিয়া কন রঘুবরে॥
যে বাণ পাইলে, রাম, শরভঙ্গস্থানে।
বীরবাহুর ব্রহ্ম-অস্ত্র কাট সেই বাণে॥
এত বলি পবন পলায় উভরড়ে।
সেই বাণ তখন রামের মনে পড়ে॥
তূণ হৈতে সেই অস্ত্র লয়ে শীঘ্রগতি।
মন্ত্র পড়ি ধনুকে যুড়িলা রঘুপতি॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ যুড়িল ধনুকে।
ব্রহ্ম-অগ্নি প্রজ্বলিত হৈল অস্ত্রমুখে॥
কোপে কম্পমান ছাড়ে বাণ দাশরথি।
বাণের প্রতাপে যেন কাঁপে বসুমতী॥
শ্রীরাম এড়িলা বাণ বায়ুবেগে চলে।
রাক্ষসের ব্রহ্ম-অস্ত্র কাটে অবহেলে॥
পুনঃ শ্রীরামের বাণ গর্জ্জিয়া উঠিল।
কাটিয়া গজেন্দ্রমুণ্ড ভূতলে পাড়িল॥

গজবর পড়িল দেখিতে ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত পড়িল যেন ধরণী উপর॥
একঠাঁই স্কন্ধ পড়ে মুণ্ড আর ভিতে।
লাফ দিয়া বীরবাহু দাণ্ডায় ভূমিতে॥
কোপমনে শ্রীরাম মারেন পঞ্চবাণ।
বীরবাহুর ধনু করেন খান খান॥
ব্রহ্ম-অস্ত্রে ধনুক কাটেন রঘুনাথ।
কহিতেছে বীরবাহু যোড় করি হাত॥
জানিলাম রাম তুমি বিষ্ণু-অবতার।
অগতির গতি তুমি সংসারের সার॥
শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন।
বৈষ্ণব-অস্ত্রেতে মোরে করহ নিধন॥
বীরবাহু কহিলেক করুণবচন।
মনে বিষাদিত হৈলা কমললোচন॥
বীরবাহু না মরিলে না মরে রাবণ।
এতেক ভাবিয়া রাম বিষণ্ণবদন॥
দুর্জ্জয় বৈষ্ণব-অস্ত্র ধনুকেতে যুড়ি।
আকর্ণ পূরিয়া গুণ বাণ দেন ছাড়ি॥
মহাবেগে যায় অস্ত্র শব্দ বিপর্য্যয়।
দেবদানবগন্ধর্ব্বলোকেতে লাগে ভয়॥
চলিল বৈষ্ণব-অস্ত্র বিষ্ণু-অবতার।
রামের বাণেতে দীপ্ত হইল সংসার॥
অব্যর্থ বৈষ্ণববাণ কি কহিব কথা।
মুকুট সহিত কাটে বীরবাহুমাথা॥
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড 'রাম রাম' বলে।
বিভীষণ দিল মুণ্ড রামপদতলে॥
বিষ্ণু-অস্ত্রে পড়ি বীরবাহু মুক্ত হয়।
রামের চরণে লাগে হয়ে জ্যোতির্ম্ময়॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হনুমান বিভীষণ।
চারিজন দেখয়ে না দেখে অন্য জন॥
রণ জিনি শ্রীরামলক্ষ্মণে কোলাকুলি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি 'রামজয়' বলি॥
বানরকটক বলে করিলা নিস্তার।
আর যত বীর আসে মোসবার ভার॥
হাসিয়া চাহেন রাম বিভীষণপানে।
এইমত বীর আর আছে কতজনে॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, বীর নাহি আর।
রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ রাবণকুমার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী।
লঙ্কাকাণ্ডে পড়ে বীরবাহু যোদ্ধাপতি॥

ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধযাত্রা

ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণগোচর।
বীরবাহু পড়ে বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥
শোকের উপরে শোক হইল তখন।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা কান্দিল বিস্তর।
লঙ্কাতে হইল কাল নর ও বানর॥
কুম্ভকর্ণ আদি করি বড় বড় বীর।
নরবানরের বাণে ত্যজিল শরীর॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
নরবানরের হাতে সংশয় জীবন॥
একে একে পাঠালাম যত যত বীরে।
সংগ্রামেতে গেল আর না আইল ফিরে॥
মকরাক্ষ অতিকায় বীর অকম্পন।
মহোদয় মহাপাশ যত যত জন॥
ত্রিভুবন জিনিয়াছি সে সব সহায়ে।
কোথা গেল বীরগণ আমারে ত্যজিয়ে॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ আদি আর।
আশঙ্কাতে না আসিত লঙ্কাতে আমার॥
এখন বানরনরে দর্প করে চূর্ণ।
কোথা মহোদর কোথা ভাইকুম্ভকর্ণ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মূর্চ্ছিত।
হেনকালে আইল কুমার ইন্দ্রজিৎ॥
বাপের অবস্থা দেখে হইল অস্থির।
বয়ান বহিয়ে পড়ে নয়নের নীর॥
মেঘনাদ বলে, পিতা, ভাবি তাই মনে।
নিস্তার না দেখি নরবানরের রণে॥
লুকাইয়া থাকিলে আগুন দেয় ঘরে।
মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ করে॥
রাবণ বলে যুঝিতে তোমার উচিত।
একবার যাহ পুনঃ পুত্র ইন্দ্রজিৎ॥
বড় বড় বীর যায় বড় ভাবি মনে।
ফিরিয়া না আসে কেহ রামদরশনে॥
যত বার তুমি যাহ যুঝিবার তরে।
সংগ্রাম করিয়া জয় এস বারে বারে॥
রামলক্ষ্মণেরে বেন্ধেছিলে নাগপাশে।
মরিয়া জীয়ন্ত হৈল গরুড়নিশ্বাসে॥
দশদিক চাপি কৈলে বাণবরিষণ।
বানরকটক মরে শ্রীরামলক্ষ্মণ॥

ভাগ্যে ভৃত্য ছিল তার কপি হনুমান।
ঔষধ আনিয়া সবার দিল প্রাণদান ॥
তোমার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার।
এবারে মারিলে তারে কে বাঁচাবে আর ॥
আরবার গিয়া আজি রণে দেহ হানা।
বাহুড়িয়া যেন নাহি ফিরে একজনা ॥
বাপের বচনে মেঘনাদ সুচিন্তিত।
যোড়হাত করিয়া বলিছে ইন্দ্রজিৎ ॥
বারে বারে মারিলাম শ্রীরামলক্ষ্মণ।
কোথা শুনিয়াছ মরা পেয়েছে জীবন ॥
মরিয়া না মরে রাম এ কি চমৎকার।
কেমনে এমন রিপু করিব সংহার ॥
মেঘনাদকথা শুনি কহিছে রাবণ।
আগেতে মারহ, পুত্র, পবননন্দন ॥
সেই বেটা দেয় সবাকারে প্রাণদান।
আর কে বাঁচাবে বল মৈলে হনুমান ॥
আগে যদি তুমি তারে করিতে নিধন।
তবে আর ঔষধ আনিত কোন্ জন ॥
পিতৃ-আজ্ঞা মেঘনাদ লঙ্ঘিতে না পারে।
কটক লইয়া তবে নড়ে যুঝিবারে ॥
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিৎ।
অসংখ্য রাক্ষস ঠাট চলিল ত্বরিত ॥
যাত্রা করি মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
মন্দোদরী মায়েরে তখন মনে পড়ে ॥
মাতা সম্ভাষিতে গেলে হইবে বিবোধ।
যুঝিবারে যাব আমি পিতৃ-অনুরোধ ॥
সংগ্রাম জিনিয়া আমি যদি আসি ঘরে।
কহিব সকল কথা মায়ের গোচরে ॥
উদ্দেশে মায়ের পদে করি নমস্কার।
ফিরে যদি আসি দেখা করিব আবার ॥
যজ্ঞস্থানে চলিল কুমার ইন্দ্রজিৎ।
যজ্ঞের সামগ্রী সব আনিল ত্বরিত ॥
রক্তপাট ভারে ভার সুরক্ত চন্দন।
রক্তকুসুমমাল্য আর আরক্ত বসন ॥
শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলস।
কালো ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস ॥
শরপত্র বিধিমতে করিল বিছানি।
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞস্থলে জ্বালিল আগুনি ॥
খরশান খড়্গে ছাগ কাটি শীঘ্রগতি।
অগ্নি সমর্পণ করি দিতেছে আহুতি ॥
আতপতণ্ডুল যব রাশি রাশি আনে।
ঘৃতের আহুতিসহ দিতেছে আগুনে ॥
রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য ডুবাইয়া ঘৃতে।
দশহাজার বিপ্র বেদ পড়ে চারিভিতে ॥
অগ্নির বিষম শব্দ মেঘের গর্জ্জন।
সে অগ্নির তেজ গিয়া ঠেকিল গগন ॥
দক্ষিণদিকেতে গেল আগুনের শিখা।
মূর্ত্তিমান হয়ে অগ্নি আসি দিল দেখা ॥
সাক্ষাৎ হইয়া অগ্নি রহে বিদ্যমান।
রুষ্ট হয়ে অগ্নি নাহি লয় তার দান ॥
অগ্নি বলে নিত্য পূজা কর কি কারণে।
কত বর আমি তোরে দিব রাত্রিদিনে ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে মোরে দেহ এই বর।
রামসৈন্য মারিয়া পাঠাই যমঘর ॥
অগ্নি বলে হেন বর চাহ অকারণ।
কেমনে মারিবি রামে তিনি নারায়ণ ॥
স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন রাম-অবতার।
রাবণেরে সবংশে করিতে সংহার ॥
মনুষ্য নহেন রাম স্বয়ং নারায়ণ।
অনুক্ষণ চাহি আমি তাঁহার চরণ ॥
রামেরে মারিতে বর কেবা পারে দিতে।
আর যজ্ঞে আমারে না পাইবে দেখিতে ॥
যখন মারিস তাঁরে বাঁচেন তখন।
এত দেখি তথাপি প্রতীত নহে মন ॥
শুনিয়া অগ্নির কথা বেটা পায় ত্রাস।
রথে চড়ি ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশ ॥
অগ্নিদেব চলিলেন আপনার দেশ।
ইন্দ্রজিৎ রণে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
রথ সঞ্চারিয়া যায় উপর গগন।
পশ্চিমদ্বারেতে যথা শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
একেবারে যুড়িল সাতাশিলক্ষ শর।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল যতেক বানর ॥
ঝঞ্ঝনার শব্দবৎ বাণশব্দ শুনি।
ইন্দ্রজিৎ বলি সবে করে কাণাকাণি ॥
বানরকটক বলে শুন রঘুনাথ।
এড়ান না যাবে আজি ইন্দ্রজিৎহাত ॥
রাক্ষসের বাণেতে কাতর কপিগণ।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড় কর রাক্ষস সংহার।
পৃথিবীতে যেন নাহি থাকে এ সঞ্চার ॥

শ্রীরাম বলেন ভাই নির্ব্বোধ লক্ষ্মণ।
কোন্ অপরাধে বধি সবার জীবন॥
কোন্ দোষ করিল লঙ্কার যত নারী।
অপরাধ একের অন্যেরে কেন মারি॥
শুন ভাই আমার অস্ত্রের এই পণ।
মারিবে রাক্ষসগণে বিনা বিভীষণ॥
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে।
শোভিছে মুকুট ইন্দ্রজিতের মস্তকে॥
লক্ষ্মণ বলেন মেঘে যুঝে ইন্দ্রজিৎ।
মেঘসনে বেটারে বিন্ধহ অলক্ষিত॥
শ্রীরাম বলেন যুদ্ধ দেখে দেবগণ।
কি জানি সংহারি পাছে দেবের জীবন॥
উভয়ের যুক্তি বেটা শুনিল আকাশে।
লঙ্কামধ্যে যজ্ঞস্থানে প্রবেশিল ত্রাসে॥



ইন্দ্রজিতের মায়াসীতাবধ

বসিয়া লঙ্কার মধ্যে যুক্তি করি সার।
বিদ্যুজ্জিহ্ব নিশাচরে কহে বারবার॥
শুন বলি বিদ্যুজ্জিহ্ব নানা মায়াধারী।
মন্ত্রেতে গড়িয়া দেহ রামের সুন্দরী॥
জনকনন্দিনী সীতা যেবা রূপ ধরে।
সেইরূপ দেহ সীতা নির্ম্মাইয়া মোরে॥
মায়াসীতা কাটি আজি রামের গোচর।
পত্নীশোকে মরিবেক রাম ধনুর্দ্ধর॥
অনায়াসে হইবেক রামের মরণ।
মরিবেক সে রামের মরণে লক্ষ্মণ॥
পলাইবে সুগ্রীব সে গণিয়া প্রমাদ।
বিনাযুদ্ধে রামসঙ্গে ঘুচিবে বিবাদ॥
অনুজ্ঞা পাইবামাত্র প্রফুল্লহৃদয়।
মায়াসীতা নির্ম্মাইতে করিল নিশ্চয়॥
সীতার যেমন রূপ যেমন আকার।
বিদ্যুজ্জিহ্ব সেইমত রচিল তাহার॥
মায়াসীতা গড়িলেক মায়ার আকার।
মন্ত্র পড়ি করে তার জীবনসঞ্চার॥
বিদ্যুজ্জিহ্ব সে সীতারে পড়ায় তখন।
শ্রীরাম তোমার স্বামী দেবর লক্ষ্মণ॥
দশরথ শ্বশুর জনক তোর বাপ।
রাবণ আনিল তোমা পেয়ে বড় তাপ॥
ইন্দ্রজিৎ রথে তোমা তুলিবে যখন।
'রাম রাম' শব্দে তুমি করিহ রোদন॥
মায়াসীতা দিল ইন্দ্রজিতের গোচর।
শিরোপা সে বিদ্যুজ্জিহ্ব পাইল বিস্তর॥
তাড়বালা পাইল কত মাণিক্যরতন।
পঞ্চশব্দ বাদ্য পাইল অনেক বাজন॥
মায়াসীতা তুলিয়া রথের একভিতে।
পশ্চিমদ্বারেতে উপনীত ইন্দ্রজিতে॥
অশ্ববাড়ি মারে মায়াসীতার শরীরে।
অঙ্গে ফুটি সীতার যে রক্ত পড়ে ধারে॥
'মরি মরি' বলি সীতা কান্দে উভরোলে।
হাতে খাণ্ডা ইন্দ্রজিৎ সীতা ধরে চুলে॥
দেখি হনুমানবীর ধায় উভরড়ে।
দুইচক্ষে মারুতির বারিধারা পড়ে॥
ইন্দ্রজিৎরথে সীতা হনুমান দেখে।
বৃক্ষহাতে রহে তার বাক্য নাহি মুখে॥
একহস্তে ধরিয়াছে গাছ ও পাথর।
আর হাতে আঁখিজল সম্বরে বানর॥
ডাক দিয়া কহে হনূ মেঘনাদ তরে।
পাপেতে ডুবিলি বেটা নরকভিতরে॥
স্ত্রীবধ দুষ্কর বড় পরমপাতক।
অনেক দিবস বেটা ভুঞ্জিবি নরক॥
অঙ্গে মাংস নাহি সীতা অস্থিচর্ম্মসার।
এ নারী কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার॥
ইন্দ্রজিৎ বলে তুই পশু দুরাচার।
কেমনে জানিবি বেটা ধর্ম্মের বিচার॥
স্ত্রী কাটিলে শোকে পুড়ে মরে যদি বৈরী।
শাস্ত্রমত হেন স্ত্রীকে কাটিবারে পারি॥
আগে সীতা কাটি পাছে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
সুগ্রীবে কাটিব আর যত কপিগণ॥
ইন্দ্রজিতে বেরিতে ধাইল কপিগণে।
আগু হৈতে নাহি পারে ইন্দ্রজিৎবাণে॥
ইন্দ্রজিতে মারি সীতা কাড়ি লৈতে চাহে।
যমসম ইন্দ্রজিৎ সামান্য ত নহে॥
আগু হৈতে নাহি পারে পবননন্দন।
মায়া করি মায়াসীতা যুড়িল ক্রন্দন॥
হা হা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষ্মণ।
এ সময়ে একবার দেহ দরশন॥
রাজার নন্দিনী আমি রামের বনিতে।
বিপাকে হারানু প্রাণ রাক্ষসের হাতে॥

কোথায় জনকঋষি জনক আমার।
বিপাকে মরিনু আসি সমুদ্রের পার ॥
কৌশল্যা শাশুড়ী শোকে ভাসে অশ্রুজলে।
না করিনু তাঁর সেবা আসিবার কালে ॥
সেই অপরাধে বুঝি হলো এ দুর্গতি।
রাক্ষসেতে বধে প্রাণ রাখ রঘুপতি ॥
রক্ষা কর হনুমান পবননন্দন।
এত বলি মায়াসীতা করেন ক্রন্দন ॥
ক্রোধ করি ইন্দ্রজিৎ খড়্গ লয়ে হাতে।
তুলিয়া মারিল মায়াসীতার অঙ্গেতে ॥
ব্রাহ্মণের গলেতে যেমন থাকে পৈতা।
সেইমত করিয়া কাটিল মায়াসীতা ॥
দুইখান হয়ে সীতা পড়ে ভূমি 'পরে।
পলায় বানরগণ হাহুতাশ করে ॥
হনূমান বলে, কপি, রণে হও স্থির।
ভূমিতে লোটায় যেন ইন্দ্রজিতের শির ॥
সীতারে কাটিয়া হর্ষে ইন্দ্রজিৎ নাচে।
ইন্দ্রজিৎ মরিলে সকল দুঃখ ঘোচে ॥
হনূমানবাক্যে ফিরে সকল বানর।
লাফে লাফে প্রবেশিল রণের ভিতর ॥
অসংখ্য বানরে মারে কোটি কোটি গাছ।
বড় বড় রাক্ষস পড়ে বাছের বাছ ॥
বানরের যুদ্ধে ত্রাস পেয়ে ইন্দ্রজিৎ।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া উতরে ত্বরিত ॥
হনূমান কহিতেছে সকল বানরে।
সীতাদেবী কাটা গেল যুঝি কার তরে ॥
শ্রীরামের স্থানে মোরা কহি গিয়া সবে।
শ্রীরামের যেই আজ্ঞা সেইমত হবে ॥
শ্রীরামের স্থানে চলে যত কপিগণ।
জাম্বুবানে কহিছেন রাজীবলোচন ॥
যুদ্ধ করে হনূমান মহাশব্দ শুনি।
রবে ভালমন্দ কিবা কিছুই না জানি ॥
তুমি যাহ আপনার সৈন্যগণ লয়ে।
হনূর সৈন্যেতে থাক অনুবল হয়ে ॥
তব বিদ্যমানে যদি হনূসৈন্য ভাগে।
তার ভালমন্দ দায় তোমারে সে লাগে ॥
আজ্ঞামাত্র জাম্বুবান চলে ততক্ষণ।
পথে হনূমানসঙ্গে হৈল দরশন ॥
হনূমান বলে কেন যুঝিতে গমন।
সীতাদেবী কাটা গেল কি করিবে রণ ॥
আগে গিয়া কহি রঘুনাথের গোচর।
সীতার বিহনে রাম কি দেন উত্তর ॥
সৈন্যসহ দুইজনা গেল রামস্থান।
কান্দিতে কান্দিতে কহে বীর হনূমান ॥
হনূমান বলে, প্রভু, কর অবধান।
ইন্দ্রজিৎ কাটে সীতা সবাবিদ্যমান ॥
শুনি তাহা রঘুনাথ হইল মূর্চ্ছিত।
জলের কলস কপি যোগায় ত্বরিত ॥
নির্ম্মল জল কমলগন্ধে সুবাসিত।
শ্রীরামের মস্তকে ঢালিল যথোচিত ॥
স্পন্দহীন বিষণ্ণ শ্রীরাম অচেতন।
বিলাপ করেন আর কহেন লক্ষ্মণ ॥
ত্রিলোকের নাথ তুমি ধর্ম্মনিকেতন।
ধর্ম্ম লাগি রাজ্যত্যাগী বাকলবসন ॥
ফলমূলাহারী শিরে জটাজুটধারী।
স্ত্রী লাগিয়া দুঃখ পাও যেমন সংসারী ॥
রাজভোগে থাকিত সে দিব্যসিংহাসনে।
দুষ্ট দশানন সীতা দেখিত কেমনে ॥
আপনার দোষেতে হইলা দেশান্তরী।
জন্মমত হারাইলা সীতা হেন নারী ॥
পিতা মাতা বন্ধু আদি সকলি অলীক।
বৃক্ষমূলে যেন মিলে ক্ষণেক পথিক ॥
স্ত্রীপুত্র সকলি মিথ্যা কেহ কারো নয়।
পথিকে পথিকে যেন পথে পরিচয় ॥
সংসার অসার, ভাই, কপটের মেলা।
সূতা সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুতুলা ॥
নানা উৎপাত পড়ে নানা যে প্রমাদ।
জ্ঞানিলোক তাহে কিছু না করে বিষাদ ॥
স্ত্রীর শোকে, প্রভু, কেন হয়েছ কাতর।
মহাজন সম্বরে সে বিপদসাগর ॥
তোমার কিসের ভার্য্যা কেবা বাপভাই।
তোমার সমান নাই জগতে গোসাঁই ॥
সকলের প্রাণ তুমি সব তব ছায়া।
তোমা ছাড়া কেহ নহে সব তব মায়া ॥
জীয়ে কি না জীয়ে সীতা করহ বিচার।
স্ত্রী লাগিয়া অচেতন এ কি ব্যবহার ॥
মহামুনি বশিষ্ঠ যে কুলপুরোহিত।
স্বর্গবাসে গেলা তিনি শরীর সহিত ॥
স্বর্গে গিয়া কাঁদি সেহ দারাপুত্রশোকে।
স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আইলা মর্ত্ত্যলোকে ॥

তপস্যা করিয়া ইন্দ্র হৈল দেবরাজ।
শোকেতে কাতর হও নহে কিছু কাজ ॥
শ্রীরাম বলেন কিবা বুঝাহ লক্ষ্মণ।
ভার্য্যাশোক, ভাই, নহে কভু বিস্মরণ ॥
স্ত্রীপুরুষে দোঁহে জন্মে এ ছার সংসারে।
স্ত্রী হইতে পুত্র হয় বাড়ে পরিবারে ॥
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব ঘরের যত লোক।
সবা হৈতে, ভাই রে, ভার্য্যার বড় শোক ॥
দেশে দেশে পাই, ভাই, কামিনী অশেষ।
গুণবতী স্ত্রী মরিলে মরণ বিশেষ ॥
স্ত্রী বিনা পুরুষ সুখী কোথাও না শুনি।
স্ত্রীলোকে এড়ায় যেই সে পরমজ্ঞানী ॥
রাজ্যহীন পিতৃহীন সে সব পাশরি।
হারাইনু নারী, ভাই, পাশরিতে নারি ॥
সীতা না দেখিলে আমি না পারি রহিতে।
সীতার মরণে ক্ষমা দিব কিসে চিতে ॥
হইলেন কান্দিয়া শ্রীরাম অচেতন।
রামেব ক্রন্দন শুনি এল বিভীষণ ॥
সকলেতে শোকাকুল দেখি উড়ে প্রাণ।
বিভীষণ কহে বার্ত্তা কহ হনূমান ॥
কেন রামের শ্রীঅঙ্গ ধূলায় ধূসর।
কাতর হইয়া কেন কান্দিছে বানর ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
সীতারে কেটেছে আজি রাবণনন্দন ॥
যত পরিশ্রম সব হলো অকারণ।
বৃথা কেন করিলাম সাগরবন্ধন ॥
বিমাতা হইয়া বৈরী পাঠাইলা বনে।
হারাইনু প্রাণের জানকী এতদিনে ॥
কাননে চলিয়ে যেতো জানকী আমার।
ফিরে চেয়ে দেখিতাম তিলে শতবার ॥
ননীর পুত্তলী সীতা আতসে মিলায়।
চলে যেতে কুশাঙ্কুর ফোটে পায় পায় ॥
চম্পকবরণী সীতা রাজার দুহিতে।
স্বামী হয়ে সঁপিলাম রাক্ষসের হাতে ॥
মায়ামৃগ ধরিবারে কেন গেনু বনে।
কারে বিলাইয়া দিনু সীতাহেন ধনে ॥
দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ যবে কাটিল জানকী।
জানি না কান্দিল কত সীতা শশিমুখী ॥
সীতার বিহনে প্রাণ ত্যজিব এখন।
অযোধ্যাতে ফিরে যাহ প্রাণের লক্ষ্মণ ॥

বিভীষণ বলে, রাম, না কর ক্রন্দন।
সীতারে কাটিতে দেখিয়াছে কোন্ জন ॥
রাম বলে দেখিয়াছে পবননন্দন।
বিভীষণ বলে হনূ পশুতে গণন ॥
বনজন্তু বানর সে বুদ্ধি নাই ঘটে।
মহালক্ষ্মী মা-জানকী কার সাধ্য কাটে ॥
আর এক কথা কহি শুন রঘুমণি।
পরমাসুন্দরী সীতা ভুবনমোহিনী ॥
মজাইল লঙ্কাপুরী জানকীর তরে।
তবু সে তোমার সীতা না দিল তোমারে ॥
সীতারে রেখেছে লয়ে অশোকের বনে।
সাধ্য কি যে ইন্দ্রজিৎ সীতাদেবী আনে ॥
দশহাজার কিঙ্করী সীতা আছে ঘেরে।
অন্য পুরুষেতে সেথা যাইতে কি পারে ॥
সীতাদেবী রাবণের লেগেছে নয়নে।
ইন্দ্রজিৎ হেন সীতা পাইবে কেমনে ॥
মায়াসীতা কাটি বেটা কৈল দুইখান।
সে মায়াতে ভুলেছে বানর হনুমান ॥
প্রত্যয় না কর যদি আমার কথায়।
হনূমান গিয়া দেখে আসুক সীতায় ॥
এতেক শুনিয়া সবে হৈল হরষিত।
অশোকের বনে হনূ হলো উপনীত ॥
দেখিল বসিয়া আছে রামের মহিষী।
রঘুনাথে সমাচার হনূ দিল আসি ॥
কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে।
ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিলেক এনে ॥
বিভীষণে কোল দিলা রাম রঘুবর।
'রামজয়' ধ্বনি করে সকল বানর ॥



বিভীষণকর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতের মরণোপায়কথন

শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কিরূপেতে ইন্দ্রজিৎ হইবে পতন ॥
বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন।
সামান্যেতে ইন্দ্রজিৎ না হবে পতন ॥
নিকুম্ভিলাযজ্ঞ করে দুষ্ট নিশাচর।
করিয়াছে যজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর ॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যদি যায় রণে।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালেতে কার সাধ্য জিনে ॥

ব্রহ্মা দিয়াছেন শাপ শুন নারায়ণ।
ইন্দ্রজিৎযজ্ঞভঙ্গ করিবে যে জন॥
সংগ্রামে ইন্দ্রজিৎ মরিবে তার হাতে।
লক্ষ্মণে পাঠায়ে দেহ আমার সঙ্গেতে॥
আহুতি ঢালিয়া যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ।
এ সময়ে গিয়া তার যজ্ঞ করি ভঙ্গ॥
রাম বলেন, বিভীষণ, ধর্ম্মে তব মতি।
কি কথা কহিলে নাহি করি অবগতি॥
বুঝাইয়া কহ দেখি মিত্র বিভীষণ।
কেমনে হইবে ইন্দ্রজিতের মরণ॥
বিভীষণ বলে, মিত্র, করহ শ্রবণ।
মেঘনাদে ব্রহ্মা বর দিলেন যখন॥
মেঘনাদ আমি আর রাজা দশানন।
তিনজন ছিলাম না ছিল অন্যজন॥
ব্রহ্মা বলিলেন মাগ মেঘনাদ বর।
মেঘনাদ বলে চাহি হইতে অমর॥
বিধি কন মেঘনাদ সে বড় প্রমাদ।
বাঞ্ছামত অন্য বর মাগ মেঘনাদ॥
মেঘনাদ বলে যদি হইলে সদয়।
মনোমত বর তবে দেহ মহাশয়॥
যজ্ঞ করে যেই দিন যাইব যুঝিতে।
হইব সংসারজয়ী তোমার বরেতে॥
শত্রুরে মারিব বাণ মেঘ-আড়ে থেকে।
আমি যারে মারিব সে আমারে না দেখে॥
ব্রহ্মা বলে যে চাহিলে দিনু সেই বর।
যুঝিবে লুকায়ে থেকে মেঘের ভিতর॥
যজ্ঞ করি যেই দিন যাবে যুঝিবারে।
সেদিন নারিবে কেহ জিনিতে তোমারে॥
এই যজ্ঞভঙ্গ তব করিবে যে জন।
মরিবে তাহার হাতে না যায় খণ্ডন॥
মেঘনাদ মারিবারে সন্ধি আমি জানি।
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে দেহ রঘুমণি॥
মায়াসীতা কাটিয়া দুরন্ত নিশাচর।
যজ্ঞে পূর্ণা দিতে গেল লঙ্কার ভিতর॥
বানরকটক লয়ে যজ্ঞভঙ্গ করে।
এখনি মারিব গিয়া রাবণকুমারে॥
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে পাঠাও ত্বরিত।
যজ্ঞভঙ্গ করিয়া মারিব ইন্দ্রজিৎ॥



ইন্দ্রজিতের যজ্ঞভঙ্গ

শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষ্মণ॥
একে ইন্দ্রজিৎ সেই দুষ্ট নিশাচর।
তাহাতে সঙ্কটপুরী লঙ্কার ভিতর॥
বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর।
মনোদুঃখে ফলাহারে শীর্ণকলেবর॥
কষ্ট পেয়ে বলহীন ভাবি তাই মনে।
কিরূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রজিৎসনে॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, ভাব কি কারণ।
শত-ইন্দ্রজিৎবল ধরেন লক্ষ্মণ॥
তাহাতে সহায় আছে যত কপিগণ।
মুহূর্ত্তেকে ইন্দ্রজিৎ হইবে নিধন॥
লক্ষ্মণের শক্তি আমি জানি ভালমতে।
যখন রাবণ শেল মারিল বুকেতে॥
রণস্থলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কুড়িহাতে না পারিল নাড়িতে রাবণ॥
লক্ষ্মণের যত শক্তি তাহা আমি জানি।
যুদ্ধেতে লক্ষ্মণবীরে পাঠাও আপনি॥
মরেছে সকল বীর ওই বেটা আছে।
ইন্দ্রজিৎ মারিয়া রাবণ মারি পিছে॥
একজনে দুইজন মারা হবে ভার।
দুজনে দুজন মার এই যুক্তি সার॥
ইন্দ্রজিৎ মারিলে রাবণ রাজা জিনি।
সাগর তরিলে যেন গোষ্পদের পানি॥
অষ্টকপি সঙ্গে দেহ বলে বিভীষণ।
গয় গবাক্ষ হনূ আর গন্ধমাদন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেহ বানর সম্পাতি।
নল নীল চলিল প্রধানসেনাপতি॥
গড়মধ্যে পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনে।
বিভীষণহাতে সমর্পিলেন লক্ষ্মণে॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, শুন দিয়া মন।
লক্ষ্মণের ভার মম লাগে অনুক্ষণ॥
রামের চরণ তবে বন্দিয়া লক্ষ্মণ।
বিভীষণসহ চলে সঙ্গে কপিগণ॥
গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল।
ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল॥
দ্বার রাখে রাক্ষসে ধনুতে দিয়া চড়া।
হনূ দাণ্ডাইল লয়ে পর্ব্বতের চূড়া॥

ঘরপোড়া দেখিয়া রাক্ষসে ভঙ্গ পড়ে।
ধাইয়া বানর সব রাক্ষসেরে বেড়ে॥
পলায় রাক্ষসগণ হইয়া ফাঁফর।
লক্ষ্মণের সৈন্য ঢোকে গড়ের ভিতর॥
বাণবরিষণ করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
করিছে গাছপাথর বানরে বর্ষণ॥
বানরের তাড়নে রাক্ষসগণ ভাগে।
হনুমান উত্তরিল ইন্দ্রজিৎ-আগে॥
ইন্দ্রজিতে দেখিয়া হনূর কোপ বাড়ে।
একলাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ডপাড়ে॥
সম্মুখে দাণ্ডায় বীর পরমসন্ধানী।
পদাঘাতে নিভায় সে যজ্ঞের আগুনি॥
হনুমানবীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি তার করিল প্রস্রাব॥
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনূমান মুতে।
ফলফুল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে॥
যজ্ঞদ্রব্য ছড়াইয়া ফেলে চারিভিত।
দেখি ক্রোধে সংগ্রামে সাজিল ইন্দ্রজিৎ
মেঘবর্ণ অঙ্গ তাম্রবর্ণ দুলোচন।
হনূর উপরে করে বাণবরিষণ॥
জাঠি ও ঝকড়া শেল ফেলে মহাকোপে
লাফে লাফে হনূমান সব অস্ত্র লোফে॥
হনূমান বলে, বেটা, তোর রণচুরি।
দেখাদেখি তোরে আজি দিব যমপুরী॥
না জানি ধরিতে অস্ত্র বানরের জাতি।
একারণে এতদিন তোর অব্যাহতি॥
মল্লযুদ্ধ কর বেটা ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
একটা চাপড়ে তোর বধিব পরাণ॥
বিভীষণ কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণে।
ঐ দেখ ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে হনূমানে॥
মেঘবর্ণ বসে আছে বটবৃক্ষতলে।
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিৎ নামে নিকুম্ভিলে॥
যজ্ঞসাঙ্গে অগ্নির নিকটে পাবে বর।
আছুক অন্যের কাজ জিনে পুরন্দর॥
রয়েছে আশ্রয় করে বটবৃক্ষতলা।
যজ্ঞসহ উহারে মারহ এই বেলা॥



ইন্দ্রজিৎবধ

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ দুজনে দরশন।
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারেন লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বলেন শোন্ বেটা ইন্দ্রজিৎ।
আজি তোরে দেখাইব শমন নিশ্চিত॥
লক্ষ্মণের বাক্য ইন্দ্রজিৎ নাহি শুনে।
লক্ষ্মণে এড়িয়া তবে বলে বিভীষণে॥
একের ঔরসে জন্ম রাক্ষসের কুলে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সর্ব্বলোকে বলে॥
পিতার সমান তুমি পিতৃসহোদর।
পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর॥
বন্ধুগণ ছাড়ি, খুড়া, আশ্রয় মানুষে।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে॥
এত সব মারিয়াছ ক্ষান্ত নাই মনে।
দিয়াছ সন্ধান বলে আমার মরণে॥
খাইলে রাক্ষসকুল হইয়া নিষ্ঠুর।
তোমারে দেখিলে পাপ বাড়য়ে প্রচুর॥
নির্গুণ সগুণ হয় তবু বলে জ্ঞাতি।
জ্ঞাতিবন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি॥
এত ভ্রাতুষ্পুত্র মারি ক্ষমা নাই তাতে।
কোন্ লাজে আসিয়াছ আমারে মারিতে
বানরকটক, খুড়া, করহ অন্তর।
যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া আমি মেগে লই বর॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ করিছে আঁটুনি।
আজি তোমা কাটি, খুড়া, ঘুচাইব শনি॥
বিভীষণ বলে, বেটা, বল বিপরীত।
ভালমতে জানে সবে আমার যে রীত॥
রাক্ষসকুলেতে জন্ম নাহি কদাচার।
পরদ্রব্য না লই না করি পরদার॥
চৌদ্দহাজার নারী তোর বাপের ঘরে।
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে॥
হরে আনে পরনারী তপে তপস্বিনী।
শাপগালি পাড়ে তবু না ছাড়ে কামিনী॥
কতশত মুনিঋষি মেরে কৈল পাপ।
অন্ত নাহি যত পাপ করে তোর বাপ॥
ত্রিভুবনসনে তোর বাপের বিবাদ।
কতকাল সবে পাপ ঘটিল প্রমাদ॥
সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে।
তোর বাপের ফল যে ফলে এতকালে॥

নিকট মরণ তোর ওরে ইন্দ্রজিৎ।
সবান্ধবে লঙ্কা ছাড়ি যা রে একভিত॥
অগ্নির বরেতে বেটা জিন বারেবার।
অগ্নির নিকট বর পাবি নাক আর॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিতে চাস মরণের বেলা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন গলা॥
এত যদি তুইজনে হৈল গালাগালি।
হাতে ধনু আইলা লক্ষ্মণ মহাবলী॥
লক্ষ্মণ বলেন, বেটা, তুষ্ট নিশাচর।
দেখাদেখি এখনি পাঠাব যমঘর॥
মারিতে এলাম তোরে লঙ্কার ভিতরে।
সর্ব্বতুঃখ ঘুচাইব কাটি আজি তোরে॥
পিতৃ-আগে কস গিয়া সংগ্রামের কথা।
আজিকার রণে যদি থাকে তোর মাথা॥
এত যদি লক্ষ্মণ তর্জ্জন করি বলে।
কুপিয়া যে মেঘনাদ অগ্নিহেন জ্বলে॥
অষ্টবীর বানর উঠিল তার রথে।
তুর্জ্জয় বানর সব লাগিল গর্জ্জিতে॥
সারথিসহিত রথ উলটিয়া ফেলে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ পড়ে ভূমিতলে॥
বিরথী হইল যদি রাবণনন্দন।
হরিষ হইয়া বাণ যোড়েন লক্ষ্মণ॥
তুজনার উপরে তুজনে বিন্ধে বাণ।
কেহ কারে নাহি পারে তুজনে সমান॥
ভয় পেয়ে ইন্দ্রজিৎ ভাবে মনে মন।
আপন কটকে বীর ডাকিল তখন॥
ইন্দ্রজিৎ বলে শুন যত নিশাচর।
রথসজ্জা করি আমি আসিব সত্বর॥
আজি নরবানরে পাঠাব যমালয়।
ক্ষণেক থাকহ সবে না করিহ ভয়॥
এত বলি গোপনেতে করিল গমন।
অন্যেতে কি জানিবে না জানে বিভীষণ॥
মায়াতে সে রথখান করিল নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্টঘোড়া রথের যোগান॥
গায়েতে বিচিত্র সানা মাথায় টোপর।
হস্তে ধনু প্রবেশিল রথের ভিতর॥
লক্ষ্মণ বলেন বেটা মায়ার নিদান।
দেখেছিনু এক মূর্ত্তি এবে দেখি আন॥
মেঘনাদমায়া দেখি চিন্তিত লক্ষ্মণ।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে কন বিভীষণ॥

বিভীষণ বলে তুমি না হও চিন্তিত।
এখনি মরিবে বেটা তুষ্ট ইন্দ্রজিৎ॥
মেঘনাদ লুকাইলে মেঘের আড়েতে।
সহস্রচক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে॥
ইন্দ্রে বেঁধে এনেছিল লঙ্কার ভিতরে।
ব্রহ্মা আসিয়া লইল মাগি পুরন্দরে॥
মায়ারূপে গিয়াছিল লঙ্কার ভিতর।
মায়াতে সাজায়ে রথ আনিল সত্বর॥
রণেতে প্রবেশ আগে করুক ইন্দ্রজিৎ।
মারিব উহারে বন্দী করি চারিভিত॥
উপরেতে উঠে যদি পাইয়া তরাস।
হনুমান গিয়া রক্ষা করিবে আকাশ॥
অগ্নির কুমার নীল নানা মায়া ধরে।
সূক্ষ্মরূপে যাইয়া পাতালরক্ষা করে॥
লঙ্কার যতেক সন্ধি বিভীষণ জানে।
যুড়িয়া লঙ্কার পথ রহে বিভীষণে॥
গগনে পর্ব্বত হাতে রহে হনুমান।
সম্মুখে লক্ষ্মণ বীর পূরিল সন্ধান॥
বিভীষণের যুক্তি না বুঝিল ইন্দ্রজিৎ।
মেঘনাদে বেড়ি কপি মারে চারিভিত॥
সম্মুখেতে বাণবৃষ্টি করেন লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণ গিয়া ছাইল গগন॥
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিৎ পলায় তরাসে।
রথের সহিত যায় উঠিতে আকাশে॥
সারথি দেখিতে পায় বীর হনুমানে।
পবনবেগেতে রথ চালায় দক্ষিণে॥
লাফ দিয়া হনুমান পড়ে তার রথে।
চূর্ণ কৈল রথখান এক পদাঘাতে॥
ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজ ফেলে চারিভিতে।
অন্তরীক্ষে পলাইতে চাহে ইন্দ্রজিতে॥
শূন্যে যায় ইন্দ্রজিৎ দেখে হনুমান।
তুইপায়ে ধরি তার দিল একটান॥
অন্তরীক্ষে তুইজনে লাগে হুড়াহুড়ি।
ভূমিতলে পড়ে দোঁহে করি জড়াজড়ি॥
নীচে ইন্দ্রজিৎ পড়ে হনু তার 'পরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে॥
শীঘ্র এস কপিগণ ডাকে হনুমান।
সবে মিলে রাক্ষসের বধহ পরাণ॥
হনুমানবাক্যে কপি যায় তাড়াতাড়ি।
সকল বানর মিলি আসে রড়ারড়ি॥

কুপিল যে ইন্দ্রজিৎ বলে মহাবলী।
বানরগণেরে দেখি উঠে ঠেলাঠেলি॥
বানর উপরে বাণ করে বরিষণ।
কপিগণ পলায় সহিতে নারে রণ॥
ইন্দ্রজিৎ পলায়ে লঙ্কায় যেতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে॥
বিভীষণ বলে, বাছা, আজি যাবে কোথা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন মাথা॥
শীঘ্র এসহ লক্ষ্মণ ডাকে বিভীষণ।
ত্বরা করি এ দুষ্টের বধহ জীবন॥
বিভীষণবচনে লক্ষ্মণ আগুয়ান।
ইন্দ্রজিৎকাছে গেল পূরিয়া সন্ধান॥
দুজনে দেখিয়া বাণ যোড়ে দুইজনে।
দুজনে পড়িল ঢাকা দুজনার বাণে॥
চারিদিকে পড়ে বাণ নাহি লেখাজোখা।
দুইজনে বাণ ফেলে যার যত শেখা॥
অমর্ত্ত্য সমর্থ বাণ বাণ পদ্মাসন।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কাল হুতাশন॥
উল্কাবাণ বরুণ বিদ্যুৎ খরশান।
গজেন্দ্র নক্ষত্রযোগ জ্যোতির্ম্ময় বাণ॥
সূচীমুখ শিলীমুখ ঘোরদরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন॥
দণ্ড ঐষীকাদি বাণ বাণ কর্ণিকার।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার॥
নীল হরিতাল বাণ বিকট শঙ্কর।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপার্শ্ব বাণ মনোহর॥
এতবাণ দুইবীরে করে অবতার।
দশদিক লঙ্কাপুরী হয় অন্ধকার॥
দুজনে বরিষে বাণ দুজনে প্রবীণ।
বাণের কুহকে নাহি জানি রাত্রিদিন॥
লক্ষ্মণ অশক্ত হৈল প্রহারের ঘায়।
ব্রহ্মা বলে পুরন্দর করহে উপায়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পুরন্দর করিলেন দান।
লক্ষ্মণ সে ব্রহ্ম-অস্ত্রে পূরিল সন্ধান॥
বাণেরে বুঝায়ে কন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ব্রহ্ম ভাবি ব্রহ্মা তোমা করিল সৃজন॥
যদি রঘুনাথ হন বিষ্ণু-অবতার।
তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার॥
ইন্দ্রজিৎমাথা কাটি পাড় ভূমিতলে।
নির্ভয়েতে নিদ্রা যাক দেবতা সকলে॥

এত বলি ব্রহ্ম-অস্ত্রে পূরিলা সন্ধান।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিতের উড়িল পরাণ॥
জাঠা জাঠি কত এড়ে অস্ত্র কাটিবারে।
লোহার ফাবড়া মারে অস্ত্র নাহি ফিরে॥
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ কেবা ধরে টান।
ইন্দ্রজিৎমাথা কাটি করে দুইখান॥
পড়িল যে ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামভিতরে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে॥
পালায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
'রামজয়' বলি কপি ছাড়ে সিংহনাদ॥
পড়িল মস্তকসহ মুকুটকুণ্ডল।
গড়াগড়ি যায় মুণ্ড পড়ি ভূমিতল॥
তবে সেই কাটামুণ্ড উপরেতে চড়ি।
কোন কপি লাথি মারে কেহ মারে বাড়ি॥
কীল লাথি মারিয়া মস্তক করে গুঁড়া।
জীয়ন্তে না পারি মড়ার উপর খাঁড়া॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
ইন্দ্রজিৎবধগীত গান রামায়ণ॥



ইন্দ্রজিতের বধে সকলের আনন্দ

যে ধরিলে ধনুর্ব্বাণ ইন্দ্র সদা কম্পমান
বীরদাপে বসুমতী ফাটে।
ত্রিভুবনে যতবীর যার বাণে নহে স্থির
যক্ষরক্ষ না যায় নিকটে॥
হেন বীর মৈল রণে জয় জয় ত্রিভুবনে
মুনিগণ করে বেদধ্বনি।
পুলকিত চরাচর গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর
জয় জয় শব্দমাত্র শুনি॥
রণে মৈল ইন্দ্রজিৎ সকলেতে আনন্দিত
ধন্য বীর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুরাসুর ঋষি যতি লক্ষ্মণেরে করে স্তুতি
সবে কৈলা পুষ্পবরিষণ॥
ইন্দ্রজিৎ মরে রণে হরষিত দেবগণে
বালবৃদ্ধ আনন্দিত হয়।
কহেন লক্ষ্মণপ্রতি করিলে যে অব্যাহতি
ত্রিভুবনে ঘুচাইলে ভয়॥
হইল অপার সুখ খণ্ডিল মনের দুখ
নিশ্চিন্ত যে হইনু সকল।

যত স্বর্গবিদ্যাধরী পাদ্য-অর্ঘ্য হাতে করি
স্থরপুরে করে স্থমঙ্গল ॥
যতেক অমরাবতী জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
স্থখে ক্রীড়া করে স্থরপতি।
বেদ পড়ে বৃহস্পতি সকলের অব্যাহতি
নাচে দেব হরষিত অতি ॥
ত্রিভুবন পরাজয় যার অস্ত্র নাহি সয়
নানাশিক্ষা যাহার ধনুকে।
রথখান স্থশোভন বিপক্ষে যেন শমন
ভয়ে কেহ না রহে সম্মুখে ॥
করি রথ আরোহণ আইলেন দেবগণ
লক্ষ্মণেরে কহে যোড়হাত।
বিনাশিয়া লঙ্কেশ্বর ঘুচাহ দেবের ডর
উদ্ধার করহ রঘুনাথ ॥
রাবণ যাউক ক্ষয় রামের হউক জয়
দূরে যাক দেবের ত্রাস।
দীনজনে কর দয়া দেহ, রাম, পদছায়া
লঙ্কাকাণ্ডে গায় কৃত্তিবাস ॥



শ্রীরামচন্দ্রের আনন্দ

বাণে বাণে হয়েছেন লক্ষ্মণ পীড়িত।
হনুমান বিভীষণ উভয় সহিত ॥
দুই হাত তুলি দিয়া উভয়ের স্কন্ধে।
বহির্গত হইলেন লঙ্কার বৃহন্দে ॥
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম চিন্তিত।
মায়াযুদ্ধে তারে পাছে মারে ইন্দ্রজিৎ ॥
মায়াবীর ইন্দ্রজিৎ মায়ার নিদান।
পাছে বা সে লক্ষ্মণেরে করে অকল্যাণ ॥
এত ভাবি পথপানে চাহেন সঘনে।
হেনকালে উপনীত লক্ষ্মণ সেস্থানে ॥
বহিছে শোণিতধার লক্ষ্মণের গায়।
দেখিয়া শ্রীরাম মনে খিদ্যমান তায় ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, করি নিবেদন।
আইলেন ইন্দ্রজিতে বধিয়া লক্ষ্মণ ॥
জিনিয়া প্রচণ্ড রিপু লক্ষ্মণ সরক্তবপু
উপনীত রামের গোচর।
বাম করে শরাসন ভয়ঙ্কর সে গঠন
দক্ষিণ করেতে এক শর ॥

রিপুজয় করি রঙ্গে সংগ্রামের বেশে সঙ্গে
আইল সকল মহাবীর।
আনন্দে প্রফুল্লকায় রক্তধারা বহে গায়
রণশ্রমে হইয়া অস্থির ॥
শুনিয়া সংগ্রামজয় শ্রীরাম আনন্দময়
ভাবেন মরিল ইন্দ্রজিৎ।
সাগর তরিনু হেলে কি আর গোখুরজলে
রাবণ বধিব স্থনিশ্চিত ॥
যত সেনাপতিসঙ্গে স্থগ্রীব নাচেন রঙ্গে
সঙ্গেতে সকল অধিকারী।
নল নীল বালিস্থত সকলে আনন্দযুত
কপিগণ নাচে সারি সারি ॥
বৈরিকুল করি নাশ আইলাম তব পাশ
বিভীষণ কহে গুণধাম।
লক্ষ্মণ নোঙয়ে মাথা কহেন সকল কথা
শুনিয়া কৌতুকী অতি রাম ॥
শুনি লক্ষ্মণের বোল শ্রীরাম দিলেন কোল
ললাট চুমিয়া মুখ চাই।
লইয়া মস্তকঘ্রাণ চুম্বিলা ধনুকবাণ
তোমা বই নাই আর ভাই ॥
লক্ষ্মণ করেন স্তুতি তুমি ত্রিদশের পতি
ক্ষিতিতলে বিষ্ণু-অবতার।
যারে তব আশীর্ব্বাদ জিনে কোটি মেঘনাদ
তারে জিনে হেন সাধ্য কার ॥
পশুপতি বৃহস্পতি শচীপতি করে স্তুতি
তাহার নাহিক যমত্রাস।
লক্ষ্মণ করিল স্তুতি আনন্দিত রঘুপতি
লঙ্কাকাণ্ড গায় কৃত্তিবাস ॥



স্থষেণকর্ত্তৃক লক্ষ্মণের ক্ষতচিকিৎসা

শ্রীরাম বলেন হে স্থষেণ বৈদ্যবর।
ফুটিয়াছে লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গেতে শর ॥
বাণফলা রহিয়াছে শরীরভিতর।
কেমনে সহিল এ কোমল কলেবর ॥
মেঘনাদে মারিয়া রাখিল দেবগণ।
সীতা-উদ্ধারের মূল হইল লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণের অঙ্গে অস্ত্র রহিল ফুটিয়া।
মহৌষধ দেহ সব বাণ উপাড়িয়া ॥

এতেক বলেন যদি কমললোচন।
ঔষধ বাহির করে সুষেণ তখন॥
একে একে বাহির করিল যত শর।
ঔষধ লেপিয়া দিল অঙ্গের উপর॥
অঙ্গেতে প্রবেশ কৈল ঔষধের ঘ্রাণ।
সুন্দর শরীর হৈল পূর্ব্বের সমান॥
মিলায়ে বাণের চিহ্ন হইল সুন্দর।
পূর্ব্বমত লক্ষ্মণের হৈল কলেবর॥
আনন্দ-অবধি নাই প্রভু রঘুনাথ।
সুষেণের অঙ্গেতে বুলান পদ্মহাত॥
রাম বলেন, সুষেণ, কি কব তোমারে।
তোমার সমান বৈদ্য নাহিক সংসারে॥
বারে বারে প্রাণদান দিলে সবাকার।
ত্রিভুবনে এই কীর্ত্তি রহিল তোমার॥
বন্দিল সুষেণবৈদ্য রামের চরণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিল রামায়ণ॥



ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদশ্রবণে রাবণের বিলাপ

মেঘনাদ পড়ে রণে প্রভাতসময়।
ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয়॥
গগনে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
বসিয়া মন্ত্রণা করে যত নিশাচর॥
স্থানে স্থানে বসি যুক্তি করিছে রাক্ষস।
কহিতে রাবণ-আগে না করে সাহস॥
পাত্রমিত্র সকলেতে মন্ত্রণা করিয়া।
ভগ্নদূত একজন দিল পাঠাইয়া॥
রাবণসম্মুখে কহে যোড় করি হাত।
রণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ॥
লঙ্কাপুরী বীরশূন্য হৈল এতদিনে।
মেঘনাদ পড়ে আজি লক্ষ্মণের বাণে॥
দূতমুখে শুনি মেঘনাদের মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥
উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে 'কোথা ইন্দ্রজিৎ'।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
ধরিয়া তুলিল যত পাত্রমিত্র আসি।
দশমুণ্ডে ঢালে জল কলসী কলসী॥
অনেক কষ্টেতে রাজা পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন॥

রাক্ষসকুলের চূড়া পুত্র ইন্দ্রজিতে।
প্রাণ হারাইলে নরবানরের হাতে॥
আমার সর্ব্বস্ব তুমি লঙ্কা-অধিকারী।
পিতা দশানন তব মাতা মন্দোদরী॥
পর্ব্বতকন্দর কাঁপে দেখে তব বাণ।
একবাণে ইন্দ্র বেটা না সহিত টান॥
ত্রিভুবনে যোদ্ধা নাহি তোমার সমান।
মনুষ্যের বাণে, পুত্র, হারাইলে প্রাণ॥
কুম্ভকর্ণভাই-শোক রহিয়াছে বুকে।
লঙ্কার রাবণ মরে, পুত্র, তোমা শোকে॥
ভাই নহে চণ্ডাল পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
যজ্ঞভঙ্গ করি তব বধিল জীবন॥
যদি প্রাণ বাঁচে রামতপস্বীর রণে।
আগে আমি কাটিব চণ্ডাল বিভীষণে॥
হাহা পুত্র ইন্দ্রজিৎ গেলি কোথাকারে।
সম্মুখসংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে॥
পুত্রশোকে কান্দি রাজা গড়াগড়ি যায়।
দশমুণ্ডকলেবর ধূলাতে লোটায়॥
ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেক চেতন।
'কি হৈল কি হৈল' বলি কান্দিছে রাবণ॥



ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদশ্রবণে মন্দোদরীর বিলাপ

কুড়িচক্ষে বারিধারা লঙ্কা-অধিকারী।
ইন্দ্রজিৎ মৈল বার্ত্তা পায় মন্দোদরী॥
আছাড় খাইয়া পড়ে মন্দোদরীরাণী।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দশহাজার সতিনী॥
স্পন্দহীন মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে।
শিরে জল ঢালে কেহ দেখে নেড়েচেড়ে॥
নাসিকাতে হস্ত দিয়া দেখিছে সবাই।
কেহ বলে বেঁচে আছে কেহ বলে নাই॥
এলোথেলো কবরীবন্ধন কেশপাশ।
চক্ষে বহে বারিধারা ঘন বহে শ্বাস॥
চৈতন্য পাইয়া বলে কোথা ইন্দ্রজিৎ।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ মায়ের ত্বরিত॥
আমি নানা উপহারে পূজিয়া যে মহেশ্বরে
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে।
কিছুদিন ছিল সুখ এখন ঘটিল দুখ
হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে॥

কি মোর বসতিবাস জীবনে কি ছার আশ
কি করিবে ছত্র নবদণ্ড।
কি আর পুষ্পকরথ বীরভোগ আছে যত
তোমা বিনা সব লণ্ডভণ্ড॥
ভূমিতলে লোটাইয়া পুত্রশোকে বিনাইয়া
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী।
হায় পুত্র মেঘনাদ কেন এত পরমাদ
আজি সে মজিল লঙ্কাপুরী॥
শচীসহ শচীপতি সুখেতে করুন স্থিতি
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জুক দিনপতি।
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর হরষিত সুরবর
লঙ্কার দেখিয়া এ দুর্গতি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে জিনিয়াছ তুমি রণে
তব ডরে কেহ নহে স্থির।
কি কহিব বিভীষণে শক্র আনে যজ্ঞস্থানে
তেঁই সে বধিল রঘুবীর॥
নানা গুণে রূপে ধন্যা যক্ষবিদ্যাধরকন্যা
বিবাহ দিলাম তোমা সহ।
তারা না পাইল সুখ ভুঞ্জিবে কতেক দুখ
কত সবে পতির বিরহ॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা রামের সুন্দরী ধন্যা
হরিয়া আনিল তোর বাপে।
সতী পতিব্রতা রাণী ব্যর্থ নহে তাঁর বাণী
এ লঙ্কা মজিল তাঁর শাপে॥
যজ্ঞ যবে পুত্র করে দেবগণ কাঁপে ডরে
কোন লোকে না যায় সেখানে।
হেন পুত্র মরে যার সকল অসার তার
হায় পুত্র কি মোর জীবনে॥
শ্রীরামের রূপ ধরি সংসারে আইল হরি
করিতে রাক্ষসকুলনাশ।
নর নয় সীতাপতি হেন লয় মোর মতি
রামায়ণ গায় কৃত্তিবাস॥



রাবণের সীতাবধের সঙ্কল্প ও মন্দোদরীকর্ত্তৃক বাধাদান

পুত্রশোকে মন্দোদরী করিছে রোদন।
মন্দোদরীর ক্রন্দনে রুষিলা রাবণ॥
সীতা লাগি মজিল কনকলঙ্কাপুরী।
আজি সীতা কাটিয়া ঘুচাব সব বৈরী॥
মায়াসীতা কেটেছিল পুত্র ইন্দ্রজিৎ।
সাক্ষাতে কাটিয়া সীতা ঘুচাইব ভীত॥
রাবণ লইল হাতে খড়্গ একধারা।
কুড়িচক্ষু হৈল যেন আকাশের তারা॥
দুই প্রহরের রবি অঙ্গের কিরণ।
কালান্তক যম যেন রুষিল রাবণ॥
সীতাকে কাটিতে যায় পবনের বেগে।
রাবণের পাত্রমিত্র পিছে গিয়া লাগে॥
খড়্গ হাতে ধায় রাজা অশোকের বনে।
কার সাধ্য প্রবোধিয়া ফিরায় রাবণে॥
প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বন।
রাবণে দেখিয়া সীতা করেন ক্রন্দন॥
মনেতে বিচার করে রাণী মন্দোদরী।
সর্ব্বনাশ হয়েছে মজেছে লঙ্কাপুরী॥
তাহাতে রাবণ কেন স্ত্রীবধ করিবে।
রমণীবধের পাপে পরকাল যাবে॥
এত ভাবি মন্দোদরী সম্বরে ক্রন্দন।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ লোহিত লোচন॥
পাগলিনীপ্রায় রাণী ছুটে ঊর্দ্ধমুখে।
উপনীত দশানন সীতার সম্মুখে॥
একে ত রাবণ তাহে ক্রোধে কম্পমান।
ঘুরিতেছে রক্তবর্ণ বিংশতি নয়ান॥
আতঙ্কে অস্থিরা সীতা দেখিয়া রাবণে।
কাটিবে রাবণ আজি ভাবিলেন মনে॥
পুত্রশোকে আসিতেছে করিবে ছেদন।
কোথা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষ্মণ॥
অভাগীরে দেখা দাও অশোকের বনে।
রামের মহিষী আমি কাটিবে রাবণে॥
উচ্চৈঃস্বরে সীতাদেবী করেন রোদন।
সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ॥
পিছে থাকি সাপটিয়া ধরে মন্দোদরী।
ছিছি মহারাজ বধ করো না হে নারী॥
রাবণ বলে মায়াসীতা কাটে ইন্দ্রজিতে।
মরে পুত্র ইন্দ্রজিৎ সীতার জন্যেতে॥
সীতা এনে সর্ব্বনাশ হলো লঙ্কাপুরে।
ঘুচাব সকল শোক কাটিয়া সীতারে॥
মন্দোদরী কহিতেছে করি যোড়হাত।
পরমপণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ॥
বিশ্রবা তোমার পিতা সংসারে পূজিত।
তোমার এ নারীবধ না হয় উচিত॥

একে দেখ মজেছে কনকলঙ্কাপুরী।
পাপেতে মজ না আর বধ করে নারী॥
করে ধরি মন্দোদরী ফিরায় রাবণে।
ভয়ে সীতা চাহিলেন রাবণের পানে॥
রাবণ দেখিল সীতা ফিরাইল আঁখি।
রাবণ ভাবয়ে সীতা দিলেক কটাক্ষি॥
ভরসা পাইয়া গেল লঙ্কার ভিতরে।
সিংহাসন ত্যজি বৈসে ভূমির উপরে॥
অভিমানভরে ভাবে লঙ্কা-অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরগণনারী॥



রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন

শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ।
বসিলে সোয়াস্তি নাই করয়ে শয়ন॥
ইন্দ্রজিৎশোক তবু নহে পাসরণ।
আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ॥
স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া ঘরে ঘরে।
অভিমানে পরিপূর্ণ রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
অমূল্য রতনে করে বিচিত্র সাজন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে রাজ-আভরণ॥
মেঘের বরণ অঙ্গ ধবল উত্তরী।
মৃগমদ পরিলেক সুগন্ধি কস্তূরী॥
দশভালে দশমণি করে ঝলমল।
কুড়িকর্ণে চন্দ্রসম কুড়িটা কুণ্ডল॥
নানা অস্ত্রে সাজিলেক মনোহরবেশে।
চৌদ্দহাজার নারী ঘেরে আশেপাশে॥
ইন্দ্রজিৎশোকে রাজা হয়েছে কাতর।
চক্ষের কোণেতে নাহি চাহে লঙ্কেশ্বর॥
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাবণ যায় মহাক্রোধে।
রাণী মন্দোদরী আসি পশ্চাতে বিরোধে॥
আপনার দোষে রাজা কৈলে বংশনাশ।
রামের সীতা রামে দেহ থাক গৃহবাস॥
মন্দোদরীপানে রাজা ফিরিয়া না চায়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়॥
নিকট মরণ তার কি করে ঔষধে।
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে॥
প্রদক্ষিণ করি স্বামী পড়িল মঙ্গল।
মন্দোদরীচক্ষে জল করে ছলছল॥
অন্তরে বুঝিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর।
দশহাজার সতিনী নিল অন্তঃপুরে॥
বৃহন্দের বহির্গত হইল রাজন্।
রথ লয়ে সারথি যোগায় ততক্ষণ॥
কনকে রচিত রথ সুবর্ণের চাকা।
রথের উপরে শোভে নেতের পতাকা॥
বিচিত্রনির্ম্মাণ রথ অষ্টঘোড়া বহে।
রথের উপরি উঠি দশানন কহে॥
ধনুক ধরিতে লঙ্কায় যে যে বীর জানে।
ছোটবড় সাজিয়া আসুক মোর সনে॥
ইন্দ্রজিৎ পড়ে রণে বীরচূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি॥
পদ্মকোটি ঠাট ছিল লঙ্কার ভিতর।
সাজিল রাবণসঙ্গে করিতে সমর॥
পশ্চিমদুয়ারে রহে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেল সে রাবণ॥
দাণ্ডাইল রাবণ ধনুকে দিয়া চড়া।
বায়ুবেগে সারথি চালায়ে দিল ঘোড়া॥
সিংহনাদ ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ।
ভঙ্গ দিয়া পলায় যতেক কপিগণ॥
গন্ধমাদন সেনাপতি হৈল আগুয়ান।
বিমুখ করিল রাবণ মেরে পঞ্চবাণ॥
নীলবীরে দশানন দেখিয়া সম্মুখে।
ত্রিশবাণ বিন্ধিলেক নীলবীরবুকে॥
ত্রিশবাণে পড়িল কুমুদমহাবীর।
নয়বাণে বিন্ধে জাম্বুবানের শরীর॥
গয় ও গবাক্ষে বিন্ধে দশ দশ বাণে।
দুইশত বাণে বিন্ধে বীর হনূমানে॥
আশী গোটা বাণ খেয়ে অঙ্গদ পড়িল।
পঞ্চদশ বাণে বীর সুষেণে বিন্ধিল॥
বানরকটক পড়ে নাহি লেখাজোখা।
পড়িল বানর যত দূর যায় দেখা॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
পশুর সঙ্গেতে যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন॥
রথ লহ রাম আর লক্ষ্মণের কাছে।
সে উভয়ে মারিয়া বানর মারি পিছে॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সারথি সত্বর।
চালাইয়া দিল রথ রামের গোচর॥
রথখান আসে যেন বিদ্যুৎচমকে।
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণঘণ্টা বাজে চারিদিকে॥

পলায় রথের শব্দে কপি লাখে লাখে।
পার্ব্বতীয় পাখী যেন উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
হাতে ধনু গেল রাজা শ্রীরামসম্মুখে।
বৈকুণ্ঠের নাথ রাম দশানন দেখে॥
দক্ষিণে অক্ষয় তূণ বামেতে কোদণ্ড।
বিষ্ণু-অবতার রাম সু্ াহু প্রচণ্ড॥
সুন্দর নাসিকা কিবা চৌরস কপাল।
ফলমূল খান তবু বিক্রমে বিশাল॥
সুন্দর ধনুকবাণ বিচিত্রগঠন।
রামের শরীরে রাজা দেখে ত্রিভুবন॥
শ্রীরামের সর্ব্ব-অঙ্গ নিরখিয়া দেখে।
পর্ব্বতসমুদ্রসর্প দেখে লাখে লাখে॥
মনে মনে চিন্তা করে রাজা দশানন।
একান্ত জানিনু রাম দেব নারায়ণ॥
যদিচ রামের হাতে হয় ত মরণ।
একান্ত বৈকুণ্ঠে যাব না যায় খণ্ডন॥
বিরস হইয়া কেন হইব বিমুখ।
রামের সম্মুখে গেল পাতিয়া ধনুক॥



রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ও লক্ষ্মণকে শক্তিশেলপ্রহার

দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন।
শ্রীরামরাবণে দোঁহে বাজে মহারণ॥
শতবাণ জোবে রাজা ধনুকের গুণে।
কাটিলা বিংশতি বাণে রাজীবলোচনে॥
বাছিয়া রাবণ বরিষয়ে চোখা শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ কবিল জর্জ্জব॥
বাণাঘাতে রঘুনাথ হৈলা অচেতন।
রামে পাছু কবি আগে দাঁড়াল লক্ষ্মণ॥
রাবণ উপরে বীব শীঘ্র এড়ে বাণ।
দিব্যবাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান॥
লক্ষ্মণ যে বাণ মারে বলে মহাবল।
সারথির মুণ্ড কাটি পাড়ে ভূমিতল॥
লক্ষ্মণের বাণেতে যে রথ হৈল মুড়া।
গদাঘাতে বিভীষণ মারে অষ্টঘোড়া॥
কোপে বিভীষণপানে দশানন চায়।
তুলিয়া নিলেক শেল দেখে ভয় পায়॥
বংশনাশ করিলি পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
মারিয়া পাড়িব আজি রাখে কোন্ জন॥

রথ না সম্বরে রাজা গর্জ্জিয়া কোপেতে।
বিভীষণে মারিবারে শেল লয় হাতে॥
শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে লাগে চমৎকার॥
চমকিত শেলপাট দেখি বিভীষণ।
ডেকে বলে প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ এড়ে শেলের উদ্দেশেতে বাণ।
তিনবাণে শেল কাটি কৈল চারিখান॥
শেল কাটা গেল কপি দিল টিটকারী।
কুপিল বাবণরাজা লঙ্কা-অধিকারী॥
কুড়িচক্ষু ঘোবে তার দেখি ভয়ঙ্কর।
আর শেল হাতে নিল যমের দোসর॥
বজ্রসম শেলপাট দেখে লাগে ভয়।
যাবে মারে শেল তাব জীবন সংশয়॥
এনেছিল শেল রামে মারিবাব মনে।
কোপ করি সেই শেল হানে বিভীষণে॥
বিভীষণ ফাঁফব হইল শেল দেখি।
সেই শেল কাটিলেন লক্ষ্মণ ধানুকী॥
কোপেতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে।
ময়দানবেব শেল পড়ে গেল মনে॥
রাবণ কহিছে চক্ষু করিয়া পাকল।
দেখিব মানুষবেটা ধবে কত বল॥
বিভীষণে বাঁচাইলি কবে বীরপনা।
মারি শেল রাখ দেখি বাঁচায়ে আপনা॥
তোর বাণে বিভীষণ পেলে প্রতিকাব।
মাবি শেল তোরে দেখি কে বাখে এবার॥
এখনি মরিবি ভণ্ড লক্ষ্মণতপস্বী।
মৃত্যুকালে মনে কব জানকী রূপসী॥
মা বাপেবে মনে কর বন্ধু যতজন।
মৈলে সঙ্গে আর নাহি হবে দরশন॥
রামসুগ্রীবের ঠাঁই মাগহ মেলানি।
দিয়াছে অনেক যুক্তি করি কাণাকাণি॥
গর্জ্জিয়া রাবণ রাজা শেলপাট ঝাঁকে।
প্রাণ উড়ে দেবগণে শক্তিশেল দেখে॥
যক্ষরক্ষ কাঁপে আর গন্ধর্ব্বকিঙ্কর।
কাঁপে অষ্টলোকপাল দেব পুরন্দর॥
শমনের ভগ্নী শেল শক্তি নাম ধরে।
যারে মারে শক্তিশেল সেইজন মরে॥
একজনে মারিলে না মরে অন্যজন।
যারে শেল মারে তার অবশ্য মরণ॥

সূর্য্যের কিরণ যেন শেলপাট যায়।
ভাবিয়া ত রঘুনাথ না পান উপায়॥
চিন্তা করে রঘুনাথ ভায়ের কুশল।
শেলের করেন স্তুতি চক্ষে পড়ে জল॥
দেবমূর্ত্তি শেল তুমি দেব-অধিষ্ঠান।
এবার লক্ষ্মণে তুমি দেহ প্রাণদান॥
ফিরে যাও শেলপাট রাবণের হাতে।
ভাই দান মাগি আমি তোমার সাক্ষাতে॥
আপনি শমন মূর্ত্তিমান শেলমুখে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়ে শেল পড় মোর বুকে॥
নিজে মৃত্যু অধিষ্ঠান শেলের উপর।
ডাকিয়া শ্রীরামেরে তবে করিছে উত্তর॥
আমারে করিছ কেন এতেক স্তবন।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়ে নাহি মারি অন্যজন॥
থাকি আমি যার কাছে তার আজ্ঞাকারী।
যার কাছে থাকি আমি তার হিত করি॥
শ্রীরামে কাতর দেখি শেল নাহি থাকে।
মহাবেগে পড়ে গেল লক্ষ্মণের বুকে॥
পড়িল লক্ষ্মণবীর রঘুবংশচূড়া।
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া॥
ভূমেতে পতিত বীর না নাড়েন পাশ।
শেল বিন্ধি লক্ষ্মণের ঘন বহে শ্বাস॥
লক্ষ্মণে এড়িয়া সব পলায় বানর।
দেখিয়া ত রঘুনাথ হইলা ফাঁফর॥
লক্ষ্মণে রাখিবে না কি রাখিবে আপনা।
তিনঠাঁই শ্রীরামের পড়িল ভাবনা॥
বাহির করিতে শেল টানয়ে বানরে।
আপনি সুগ্রীব টানে শেল নাহি নড়ে॥
সুগ্রীব টানিছে শেল কপিগণ চাহে।
এত টান দেয় শেল না নড়য়ে তাহে॥
শরভ কুমুদ নল নীল আদি বীর।
শেল ধরি টানে তবু না হয় বাহির॥
বানরের মধ্যে হনূমানেরে বাখানি।
সে হনূ ধরিয়া শেল করে টানাটানি॥
সাহস করিয়া কেহ নাহি মারে টান।
টানে পাছে লক্ষ্মণের বাহিরায় প্রাণ॥
টানিতে বানরগণ না করে সাহস।
যার টানে মরিবেন তার অপযশ॥
দিলেন ধনুকবাণ সুগ্রীবের হাতে।
শেল ধরি টানিলেন প্রভু রঘুনাথে॥

বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধরি শেলে দিলা টান।
উপাড়িয়া শেলপাট কৈল খান খান॥
লক্ষ্মণে বেড়িয়া রহে যত কপিগণ।
কোপেতে রাবণ করে বাণবরিষণ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কপিবীর।
প্রবোধবচনে রাম সবে করে স্থির॥
লক্ষ্মণে জিনিল বলি না ভাবিহ মনে।
মারিয়া পাড়িব বেটা আজিকার রণে॥
যার লাগি বান্ধিলাম অলঙ্ঘ্য সাগরে।
যার লাগি এত দুঃখ পেয়েছি অন্তরে॥
যার লাগি তোসবারে দিনু দুঃখভরা।
মারিয়া পাড়িব সেই পরনারী চোরা॥
পাইলাম যত দুঃখ সীতার হরণে।
মারিয়া ঘুচাব সব আজিকার রণে॥
পর্ব্বত উপরে বসি দেখ সব সুখে।
মারিব রাবণে আজি কার বাপে রাখে॥
রঘুনাথবাক্যে করি সাহসেতে ভর।
লক্ষ্মণেরে রক্ষা করে যতেক বানর॥
শ্রীরামরাবণে যুদ্ধ বাজে আর বার।
ভাইশোকে যুঝে রাম বিক্রমে অপার॥
বাছিয়া বাছিয়া রাম প্রহারেন বাণ।
রাক্ষসকটক কাটি কৈলা খান খান॥
শ্রীরামের বাণে রাজা করে ধড়ফড়।
সহিতে না পারি রাজা উঠে দিল রড়॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরিতগমন॥
লঙ্কাতে পলায়ে গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
পশ্চাতে বানর ধায় বলি 'ধর ধর'॥
রঘুনাথবাক্য কভু খণ্ডন না যায়।
সেইদিন মারিতেন রাবণরাজায়॥
লক্ষ্মণ পড়িয়া আছে শক্তিশেলবাণে।
রণ ছেড়ে আইলেন বাঁচাতে লক্ষ্মণে॥



লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামের বিলাপ

রণ জিনি রঘুনাথ পেয়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর॥
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী।
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য-অধিকারী॥

জনকনন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিনে দুইপ্রহরে রাবণ কৈল চুরি॥
হারানু প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিবে রাজ্যভোগে পুনঃ যাই বন॥
লক্ষ্মণ মা-সুমিত্রার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন॥
এনেছি মা-সুমিত্রার অঞ্চলের নিধি।
আসিয়া সাগরপারে কাল হৈল বিধি॥
মোর দুঃখে লক্ষ্মণ যে দুঃখী নিরন্তর।
কেন রে নিষ্ঠুর হলে না দেহ উত্তর॥
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে॥
আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণরক্ষা।
তোমা লয়ে বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা॥
রাজ্যধনে কার্য্য নাই নাহি চাই সীতে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ তোমার শোকেতে॥
উদয়াস্ত যত দূর পৃথিবীসঞ্চার।
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার॥
উঠ রে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ।
কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস॥
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমি যে লক্ষ্মণ মম প্রাণের সমান॥
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্যে দিনু ডালি।
তোমা বধি রঘুকুলে রাখিলাম কালি॥
কেন বা রাবণসঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন্ জন॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা সহস্রবাহুধর।
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ যে গুণের সাগর॥
এমন লক্ষ্মণে মোর মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে॥
পিতৃ-আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে ছত্রদণ্ড।
কৈকেয়ী সতাই তাহে হইল পাষণ্ড॥
পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।
বিধি বাদী হৈল তাহে এই সর্ব্বনাশ॥
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ।
না কান্দ না কান্দ রাম পাইবে লক্ষ্মণ॥
'ভাই ভাই' বলি রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
শ্রীরামের ক্রন্দন রচিল কৃত্তিবাস॥



হনুমানের গন্ধমাদনপর্ব্বতে ঔষধ আনিতে গমন

শ্রীরাম সুষেণে কন যোড়হাত করি।
লক্ষ্মণে বাঁচাও আগে শোক পরিহরি॥
আমার লক্ষ্মণ বিনা আর নাহি গতি।
জীয়াও লক্ষ্মণে যদি তবে অব্যাহতি॥
সুষেণ বলেন, প্রভু, না হও কাতর।
বাঁচিবেন অবশ্য লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥
হস্তে পদে রক্ত আছে প্রসন্ন বদন।
নাসিকায় শ্বাস বহে প্রফুল্ল লোচন॥
হেন জন নাহি মরে সবাকার জ্ঞানে।
আনিবারে ঔষধ পাঠাও হনূমানে॥
শ্রীরাম বলেন শোকে মম হিয়া শোষে।
আপনি পাঠাও তাবে ঔষধ উদ্দেশে॥
সুষেণ বলেন শুন পবননন্দন।
ঔষধ আনিতে যাহ সে গন্ধমাদন॥
গিরি গন্ধমাদন সে সর্ব্বলোকে জানি।
তাহাতে ঔষধ আছে বিশল্যকরণী॥
ছয় শৃঙ্গ আছে তার অদ্ভুতনির্ম্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গেতে তার শঙ্করের স্থান॥
আর শৃঙ্গে উদয় করয়ে শশধর।
আর শৃঙ্গে তিনকোটি গন্ধর্ব্বের ঘর॥
আর শৃঙ্গে বৃক্ষ আছে শাল ও পিয়াল।
আর শৃঙ্গে সিংহব্যাঘ্র চরে পালে পাল॥
আর শৃঙ্গে আছে তার খরতরা নদী।
নদীর দুকূলে আছে বিস্তর ঔষধি॥
নীলবর্ণ ফলফুল পিঙ্গবর্ণ পাতা।
রক্তবর্ণ ডাঁটা তার স্বর্ণবর্ণ লতা॥
আনহ ঔষধ হেন বিশল্যকরণী।
রাত্রিমধ্যে আনহ যাবৎ আছে প্রাণী॥
রাত্রিতে ঔষধ আন বাঁচাব সহজে।
রজনীপ্রভাতে প্রাণ যাবে সূর্য্যতেজে॥
বিলম্ব না কর, বীর, যাও এইক্ষণ।
তোমার প্রসাদে জীবে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
আছয়ে গন্ধর্ব্ব সব মায়ার নিদান।
সময়েতে হনূমান হয়ো সাবধান॥
ত্রিশকোটি গন্ধর্ব্বে যে হাহা-হূহূ আছে।
বাদ-বিসম্বাদ তার সঙ্গে কর পাছে॥
শ্রীরাম বলেন পথ আঠার বৎসর।
কেমনে আসিবে ফিরে রাত্রির ভিতর॥

এতদূর পথ যাবে আসিবেক রাতি।
লক্ষ্মণের নাহি দেখি আর অব্যাহতি ॥
কেন বা সুষেণ বৈদ্য আমারে প্রবোধে।
লক্ষ্মণ মরিলে আজি কি হবে ঔষধে ॥
হাসিয়া বলেন তবে পবননন্দন।
এ রাত্রে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ ॥
মনে কিছু রঘুনাথ না কর বিস্ময়।
ঔষধ আনিব রাত্রে শুন মহাশয় ॥
শ্রীরামসুগ্রীব কাছে মাগিয়া মেলানি।
ঔষধ আনিতে বীর করিল উঠানি ॥
উভলেজ করিয়া সারিল দুইকাণ।
একলম্ফে আকাশে উঠিল হনুমান ॥
মহাশব্দে চলে হনূ শূন্যে করি ভর।
লাঙ্গুলের টানে উঠে বৃক্ষ ও পাথর ॥
হইল যোজন দশ আড়ে পরিসর।
দীর্ঘেতে যোজন বিশ হয় কলেবর ॥
লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ।
উঠিবামাত্রেতে লেজ ঠেকিল আকাশ ॥
মহাশব্দ করি যায় শুনিতে গভীর।
দেখিয়া মনেতে প্রীতি পায় রঘুবীর ॥



হনূমানকর্তৃক গন্ধকালী অপ্সরার উদ্ধার ও কালনেমিবধ

দুর্জ্জয়শরীর বীর চলে অন্তরীক্ষে।
লঙ্কার ভিতরে থাকি দশানন দেখে ॥
বিস্ময়ে রাবণরাজা ভাবিল মনেতে।
ঘরপোড়া বেটা কোথা যায় এত রাতে ॥
দশানন বুঝিলেক করি অনুমান।
ঔষধ আনিতে যায় বীর হনূমান ॥
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।
কোনমতে নাহি দিব লক্ষ্মণে বাঁচাতে ॥
এতেক ভাবিয়া তবে রাজা দশানন।
কালনেমি নিশাচরে ডাকে ততক্ষণ ॥
রাবণ বলে শুন হে মাতুল কালনেমি।
লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি ॥
চিরদিন করি আমি ভরসা তোমার।
আজি মামা তুমি কিছু কর উপকার ॥
আজি রণে লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তিশেলে।
মরিবে তপস্বী বেটা রাত্রি পোহাইলে ॥
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।
ঘরপোড়া গেল সেই ঔষধ আনিতে ॥
গিয়া গন্ধমাদনেতে করহ উপায়।
যেমতে বানর বেটা ঔষধ না পায় ॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর।
রাক্ষসের মধ্যে তুমি মায়ার সাগর ॥
মায়ার প্রবন্ধে এস হনূমানে মেরে।
লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে ॥
কালনেমি বলে মনে করি বড় ভয়।
দুষ্ট বড় সে বানরা কি জানি কি হয় ॥
মায়ারূপে যাই যদি চিনে হনূমান।
একই আছাড়ে মোর বধিবে পরাণ ॥
বানরপ্রধান বেটা বুদ্ধে বড় শঠ।
কেমনে যাইতে বল তাহার নিকট ॥
দশানন বলে এত ভয় কেন তারে।
যুক্তি করি যাও যাতে চিনিতে না পারে ॥
কালনেমি বলে, বাপু, যত বল মিছে।
কারো যুক্তি না খাটিবে ঘরপোড়ার কাছে ॥
রাজা বলে, কালনেমি, না হও চিন্তিত।
হেন যুক্তি আছে বেটা মরিবে নিশ্চিত ॥
গন্ধমাদনের সর্ব্ব সন্ধি আমি জানি।
গন্ধকালী নামে এক আছে কুম্ভীরিণী ॥
সরোবরে পড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে।
প্রকাণ্ডশরীর তার মুখ বিপরীতে ॥
সুরাসুর শঙ্কা করে দেখে কুম্ভীরিণী।
সেই ডরে কেহ নাহি ছোঁয় তার পানি ॥
কেহ নাহি যায় সরোবরের নিকটে।
লক্ষ লক্ষ প্রাণীবধ হৈল তার পেটে ॥
সহজে বানরজাতি হয় হনূমান।
গন্ধমাদনের এত না জানে সন্ধান ॥
ওর আগে যাহ তুমি তপস্বীর বেশে।
আদর গৌরব করি তুষিবে হরিষে ॥
মায়াতে আশ্রম করি রেখো ফুলফল।
কলসী ভরিয়া রেখ সুবাসিত জল ॥
নানা মতে হনূমানে করিবে আদর।
স্নানহেতু পাঠাইবে সেই সরোবর ॥
অল্পবুদ্ধি হনূমান পশুমধ্যে গণি।
সরোবরে গেলে ধরি খাবে কুম্ভীরিণী ॥
কুম্ভীরিণী ধরি খাবে পবননন্দনে।
হনূ মৈলে ঔষধ না আনে কোন জনে ॥

রাম তবে মরিবেক লক্ষ্মণের শোকে।
পলাবে সুগ্রীব বেটা পড়িয়া বিপাকে ॥
মায়াতে বধিয়া তারে এস মম আগে।
লঙ্কাপুরী লব দোঁহে অর্দ্ধ-অর্দ্ধভাগে ॥
কালনেমি বলে একি বলিস রাবণ।
ঘরপোড়া কাছে গেলে হারাব জীবন ॥
পূর্ব্বে ঘরপোড়া তোরে মারিল চাপড়।
রথ হৈতে পড়িয়ে করিলি ধড়ফড় ॥
আমি হলে সেদিন যেতাম যমঘর।
ভাগ্যে বেঁচে এসেছিলি লঙ্কার ভিতর ॥
হনুমানের কাছে কারো নাহিক নিস্তার।
দেখিলে তখনি মোরে করিবে সংহার ॥
পাঠাও হারাতে প্রাণ হনূমান-আগে।
আমি মৈলে লঙ্কা কেবা লবে অর্দ্ধভাগে ॥
এত যদি কালনেমি রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণরাজা অগ্নিহেন জ্বলে ॥
কালনেমি বলে রাগ সম্বর রাবণ।
তুমি মার সে মারুক অবশ্য মরণ ॥
কালনেমি নিশাচর ঘোরদরশন।
অষ্টবাহু চারিমুণ্ড অষ্ট যে লোচন ॥
চলিল সে কালনেমি রাবণ-আদেশে।
গন্ধমাদনেতে আসে তপস্বীর বেশে ॥
পবনগমনে যায় বীর হনূমান।
কালনেমি উপনীত তার আগুয়ান ॥
মায়াস্থান সৃজিল মধুর ফুলফল।
কলসী ভরিয়া রাখে সুবাসিত জল ॥
জটাভার শিরেতে বাকলপরিধান।
হাতে করি জপমালা করিতেছে ধ্যান ॥
হেনকালে উপনীত পবননন্দন।
তপস্বী দেখিয়া করে চরণবন্দন ॥
গৈরিকবসনপরা দীর্ঘ গোঁপদাড়ি।
হনুমানে দেখিয়া সে দিল জলপিঁড়ি ॥
এসেছ অতিথি আজি বড়ই মঙ্গল।
স্নান করি এস কিছু খাও ফুলফল ॥
হনূমান বলে, মুনি, না জান কারণ।
কোন্ সুখে খাব আমি নাহি লয় মন ॥
দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
সত্য পালি দুইপুত্র দিল বনবাসে ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ।
পালিতে বাপের সত্য এসেছেন বন ॥
সঙ্গেতে আসিলা পত্নী জানকী সুন্দরী।
শূন্যঘরেতে রাবণ সীতা কৈল চুরী ॥
বানর সহায়ে রাম বান্ধিল সাগর।
কটকসমেত গেলা লঙ্কার ভিতর ॥
সীতা লাগি শ্রীরামরাবণে বাজে রণ।
রাবণের শেলে পড়ে আছেন লক্ষ্মণ ॥
ঠাকুর লক্ষ্মণ পড়ে রাবণের শেলে।
প্রাণদান পাবেন ঔষধ লয়ে গেলে ॥
ফুলফল শিরে রাখি ক্ষমহ আপনি।
ঔষধ চিনায়ে দেহ বিশল্যকরণী ॥
তপস্বী বলেন তোর ছাবালিয়া মতি।
ভোকে শোকে কেমনে কুলাবে এ আরতি ॥
মম স্থানে অতিথি থাকিলে উপবাসী।
সব তপ নষ্ট হয় কিসের তপস্বী ॥
যে বাড়ী অতিথি আসি করে উপবাস।
অতিথির উপবাসে তার সর্ব্বনাশ ॥
অতিথি দেখিয়া যেবা না করে আশ্বাস।
সর্ব্বনাশ হয় তার নরকে নিবাস ॥
এই দেখ সরোবর তপের প্রসাদ।
উলিয়া করহ স্নান ঘুচুক বিষাদ ॥
পান যদি কর ওর একাঞ্জলি পানি।
একবর্ষ ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুই না জানি ॥
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিতজন ভুলে।
স্নানহেতু হনুমান চলিলেন জলে ॥
ঝাঁপ দিয়া হনূ জলে পড়িল যখনি।
হনূর সে শব্দ পেয়ে ধায় কুম্ভীরিণী ॥
পলায় কুম্ভীরিণীর শব্দে যত মাছ।
যোজনশরীর তার জিনি তালগাছ ॥
হস্তপদনখ যেন চোখা চোখা ছুরি।
শমনের দণ্ড যেন দন্ত সারি সারি ॥
জলমধ্যে কুম্ভীরিণী হনূ নাহি দেখে।
হাত-পা পসারি আসি ধরে হাতে নখে ॥
'কি কি' বলি হনুমান ধরিলেক তারে।
একলাফে উঠে বীর পাড়ের উপরে ॥
কুম্ভীরিণী তুলিলেন পবননন্দন।
শরীর তাহার উচ্চে একটি যোজন ॥
ফেলিলেন কুম্ভীরিণী পর্ব্বতপ্রমাণ।
নখে চিরি হনূমান করে খান খান ॥
দেবকন্যা কুম্ভীরিণী উঠিল আকাশে।
আকাশে উঠিয়া হনূমানেরে সম্ভাষে ॥

দেবকন্যা ছিনু আমি নামে গন্ধকালী।
দেবতার বাড়ী বাড়ী করি নৃত্যকেলি॥
কুবেরনিবাসে যাই নৃত্যগীতরঙ্গে।
ঠেকিল আমার অঙ্গ দক্ষমুনি-অঙ্গে॥
পথে মুনি তপ করে তার নাম দক্ষ।
কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য॥
না যায় খণ্ডন এই শাপ দিল মুনি।
থাক গন্ধমাদনেতে হয়ে কুম্ভীরিণী॥
লক্ষ লক্ষ প্রাণী মেরে বাড়িবেক পাপ।
হনূমান হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ॥
হইবেন নাবায়ণ রাম-অবতার।
তাঁর সেবকেব হাতে তোমাব নিস্তার॥
চিবজীবী হয়ে থাক সাধ রামকাজ।
তোমার প্রসাদে যাই দেবের সমাজ॥
আর এক কথা বলি শুন হনূমান।
ভণ্ড তপস্বীর হাতে হয়ো সাবধান॥
এত বলি আকাশে চলিল গন্ধকালী।
রূপে আলো কবে যেন চমকে বিজুলি॥
হেথা পথপানে চাহে তপস্বী সঘনে।
হনুব বিলম্ব দেখি হরষিত মনে॥
মনে মনে তপস্বী করিছে অনুমান।
কুম্ভীরিণী ধরিয়া খেয়েছে হনুমান॥
অতঃপব যাই আমি রাবণগোচর।
অর্দ্ধলঙ্কা ভাগ করি লইব সত্বর॥
দড়ি ধরে লব ভাগ উত্তর-দক্ষিণে।
পূর্ব্বদিক লব আমি না যাব পশ্চিমে॥
পশ্চিম সাগরে যদি বাঁধ ভেঙে যায়।
পশ্চিমে রাবণে দিব ভাগ যত হয়॥
অশ্ব হস্তী সৈন্য রথ ভাণ্ডারের ধন।
সকল অর্দ্ধেক বুঝে লইব এখন॥
রাণীগণ আছে যত স্বর্গবিদ্যাধরী।
সেই অর্দ্ধ লব॰যেই ভাগে মন্দোদরী॥
স্নান করি হনূ গেল তাহার গোচর।
হনূমানে দেখিয়া কাঁপিছে নিশাচর॥
হাতে ফুলফলডালি ধীরে ধীরে নাড়ে।
'খাও বাপ' বলি হনূমানপ্রতি এড়ে॥
একদৃষ্টে হনূমান তপস্বী নেহালে।
তপস্বী ভাবিছে হনূ না জানি কি বলে॥
হনূমান বলে তুই ভণ্ড যে তপস্বী।
স্বরূপে তপস্বী হলে অতিথিরে হিংসি॥
রাবণের কার্য্য সাধ তপস্বীর বেশে।
মম হাতে পড়ি আজি যাবি যমপাশে॥
তোর ফলফুল, বেটা, টেনে ফেল দূর।
মোর ঠাঁই আজি, বেটা, মায়া হবে চূর॥
তপস্বী ভাবিল মায়া হইল বিদিত।
ধরিল রাক্ষসমূর্ত্তি অতি বিপরীত॥
অষ্টবাহু চারিমুণ্ড অষ্টটা লোচন।
হনূমান বলে তোরে বধিব এখন॥
প্রথমে গৌরব দ্বিতীয়েতে গালাগালি।
তৃতীয়েতে ঠেলাঠেলি পবে চুলাচুলি॥
দুইজনে মল্লযুদ্ধ দুজনে সোসর।
দুইজনে মহাযুদ্ধ পর্ব্বত উপর॥
ক্ষণে নীচে হনূমান ক্ষণেক উপরে।
টলমল করে গিরি দুজনার ভবে॥
লাফ দিয়া হনূমান কালনেমি ধরে।
বুকে হাঁটু দিয়া হনূ কালনেমি মারে॥
লেজে জড়াইয়া তাকে ঘুরায় আকাশে।
লঙ্কাতে ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে॥
লঙ্কার পথ দূর আঠার বৎসর।
এতদূরে ফেলে টেনে রাবণগোচর॥
বসেছে রাবণরাজা পাত্রমিত্রসনে।
অন্ধকারে কালনেমি পড়ে মধ্যস্থানে॥
'কি পড়িল' বলি সবে চমকিয়া উঠে।
নেড়ে চেড়ে দেখে বলে কালনেমি বটে॥
কালনেমি দেখে উড়ে রাবণের প্রাণ।
সর্ব্বমায়া কৈল চূর্ণ বীর হনূমান॥



হনূমানকর্ত্তৃক সূর্য্যকে কক্ষতলে স্থাপন

লক্ষ্মণে মারিয়া শেল ভাবিছে রাবণ।
ডাক দিয়া আনিল যতেক দেবগণ॥
আপনি আইলা ব্রহ্মা চড়ি রাজহংসে।
আইলেন বিশ্বনাথ চড়ি বৃদ্ধ বৃষে॥
ইন্দ্রযমকুবেরাদি আইল পবন।
চন্দ্রসূর্য্য দুইজনে এল ততক্ষণ॥
রাবণ বলে শুন বলি যত দেবগণ।
ময়দানবের শেলে পড়েছে লক্ষ্মণ॥
আমার বচন শুন বলি হে ভাস্কর।
উদয় হও হে গিয়া গিরির উপর॥

তোমার উদয় হলে মরিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ মরিলে রাম ত্যজিবে জীবন॥
তুমি গিয়া উঠ চন্দ্র থাক একঠাঁই।
তোমার উদয়ে লক্ষ্মণ বাঁচিবেক নাই॥
এ কথা শুনিয়া তবে বলে দিবাকর।
আমার বচন শুন লঙ্কার ঈশ্বর॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগনে।
এখন উদয় বল হইব কেমনে॥
রাবণ বলে রাত্রি বলি কিবা ক্ষতি কার।
মনে বুঝি অকুশল চিন্তহ আমার॥
শুনিয়া একথা লাগে দিবাকরে ত্রাস।
ভয়েতে চলিল সূর্য্য হইতে প্রকাশ॥
সপ্তঘোড়া সে সূর্য্যের রথখানি বহে।
কনকরচিত রথ ত্রিভুবন মোহে॥
নানা রত্ন শোভা করে রথের উপর।
উদয় হইতে যান দেব দিবাকর॥
দিবাকর পূর্ব্বদিক প্রকাশ করিল।
তাহা দেখি হনূমান তরাস পাইল॥
নেউটি উদয়গিরি করিল গমন।
দিবাকর-সন্নিকটে দিল দরশন॥
রথ আগুলিয়া বীর দাণ্ডায় সত্বর।
অচল হইল রথ সারথি ফাঁফর॥
পূর্ব্বদিক আগুলিল হনূমানবীরে।
পশ্চিমে চালায় রথ সারথি সত্বরে॥
ঘোড়ারে প্রবোধ-বাড়ি মারয়ে সঘনে।
পশ্চিমে চলিল রথ পবনগমনে॥
কুপিল সে হনূমান অতি ভয়ঙ্কর।
লাফ দিয়া অশ্বগণে ধরিল সত্বর॥
রথ ধরি হনূমান ঘন দেয় পাক।
বায়ুভরে ঘোরে যেন কুমারের চাক॥
‘ছাড় ছাড়’ বলি সূর্য্য ঘন ডাক ছাড়ে।
সূর্য্য যদি কোপ করে ত্রিভুবন পোড়ে॥
বুঝিয়া রামের কার্য্য সূর্য্য কৃপাময়।
সারথিরে জিজ্ঞাসিল কেবা এই হয়॥
সারথি কহিছে তবে সূর্য্যের গোচর।
রথ ঘুরাইয়া রাখে একটা বানর॥
পর্ব্বতপ্রমাণ অঙ্গ বিকৃত-আকার।
অচল হইল রথ নাহি চলে আর॥
সূর্য্য বলে রাখ রথ গগনমণ্ডলে।
পোড়াইয়া বানরেরে পাড়ি ভূমিতলে॥

এত শুনি দাণ্ডাইল পবননন্দন।
বিনয় করিয়া বলে মধুরবচন॥
কোন্ মহাশয় তুমি কোন্ মায়াধর।
স্বরূপ করিয়া কহ আমার গোচর॥
সূর্য্য কহে আমি সূর্য্য ছাড়ি দেহ পথ।
উদয় হইতে যাব উদয়পর্ব্বত॥
দেবগণ রাবণের দ্বারে সব খাটি।
পুরাণ পড়েন ব্রহ্মা আর মুনি কোটি॥
বড় যুদ্ধ হইয়াছে আজিকার রণে।
পড়েছে লক্ষ্মণবীর শক্তিশেলবাণে॥
রজনীপ্রভাত হলে মরিবে লক্ষ্মণ।
উদিত হইতে মোরে পাঠায় রাবণ॥
রাবণের উপদ্রব সহিতে না পারি।
উদয় হইতে যাই থাকিতে শর্ব্বরী॥
আমার উদয় হৈলে মরিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের শোকে রাম ত্যজিবে জীবন॥
ঔষধ আনিতে গেছে পবনকুমারে।
লক্ষ্মণে মারিব বীর না আসিতে ফিরে॥
হনূমান বলে, দেব, কর অবধান।
পবনের পুত্র আমি নাম হনূমান॥
ঔষধ আনিতে আমি আইনু শিখরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে॥
প্রাণদান লক্ষ্মণ না পান্ যতক্ষণ।
তাবৎ উদয়গিরি না কর গমন॥
সূর্য্য বলে কেবা শুনে তোমার বচন।
না পারি রাবণ-আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন॥
হনূমান বলে তুমি দেবের প্রধান।
সদয় হইয়া রাখ লক্ষ্মণের প্রাণ॥
রাবণের অনুরোধে যাবে তুমি বলে।
রথসহ ডুবাইব সাগরের জলে॥
হাসিয়া বলেন সূর্য্য শুন হনূমান।
যত দেবগণে করি রামের কল্যাণ॥
সাধে কি উদয়গিরি যাই উদয়েতে।
দেবের নিস্তার নাই রাবণের হাতে॥
কি জানি কি করে বেটা ভাবি এই ভয়।
নিশিতে এলেম ভয়ে হইতে উদয়॥
রাবণের আজ্ঞা যদি না করি পালন।
কোপেতে বিষম শাস্তি দিবেক রাবণ॥
শ্রীরামের অনুরোধে ফিরে যদি যাই।
রাবণের কোপে বল রক্ষা কিসে পাই॥

হনূমান বলে আছে উপায় উহার।
নিকটেতে এস বলি কর্ণেতে তোমার॥
তব নাম ভানু হয় হনূ মম নাম।
নামে নামে মিলিয়াছে দুজনে সমান॥
খণ্ডিবে তোমার দোষ রাবণের কাছে।
সাধিব রামের কার্য্য যুক্তি হেন আছে॥
দুইদিক রক্ষা পাবে সুমন্ত্রণা বলি।
হনূভানু দুইজনে করিব মিতালি॥
এত শুনি দিবাকর হরষিতমন।
হনূর নিকটে আসি করে সম্ভাষণ॥
সূর্য্যেরে ধরিয়া হনূ করে কোলাকুলি।
সাপটিয়া সূর্য্যেরে সে পূরে কক্ষতলি॥
মহাতেজময় সূর্য্য রাখিতে কে পারে।
আপনি হইল বন্দী লক্ষ্মণের তরে॥
হনূভানু-ভঙ্গি দেখি দেবগণ হাসে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥



হনূমানকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্ববিজয় ও গন্ধমাদন লইয়া লঙ্কাযাত্রা

পুনর্ব্বার যায় হনূ সে গন্ধমাদন।
ঔষধ খুঁজিয়া ঘুরে পবননন্দন॥
পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বগণ আছয়ে হরিষে।
নিত্য করে নৃত্যগীত নারী ও পুরুষে॥
গন্ধর্ব্বের নারীগণ পরমারূপসী।
কেহ দেয় করতালি কেহ পূরে বাঁশী॥
গানবাদ্যরঙ্গরসে আছে আনন্দিত।
পবননন্দন হেথা হন উপস্থিত॥
হনূমানে দেখে সব চমকিতমন।
করযোড়ে কহে কথা পবননন্দন॥
কে তোমরা গীতবাদ্য কর নিশাকালে।
নিবেদন করি কিছু শুনহ সকলে॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আসে বন।
সঙ্গেতে জানকীদেবী অনুজ লক্ষ্মণ॥
রাবণ রাক্ষসরাজা লঙ্কা-অধিকারী।
দণ্ডককাননে রামের সীতা কৈল চুরি॥
রঘুনাথ করেছেন সাগরবন্ধন।
হতেছে বিষম যুদ্ধ শ্রীরামরাবণ॥
শক্তিশেলে পড়েছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আমি আসি ঔষধ করিতে অন্বেষণ॥
ফিরে যাব লঙ্কাপুরে থাকিতে রজনী।
ঔষধ চিনায়ে দেহ বিশল্যকরণী॥
কুপিল গন্ধর্ব্ব সবে কি বলে বানর।
কাহার নফর বেটা কাহার কিঙ্কর॥
হাহা-হুহু মহারাজ এইমাত্র জানি।
কোথাকার রাম তোর কখন না চিনি॥
আসিয়া বানরবেটা কোন্ কার্য্যে ফিরে।
চুলেতে ধরিয়া সবে বেড়া-কীল মারে॥
হস্ত তুলি হনূ করে দেবগণে সাক্ষী।
মারিব গন্ধর্ব্ব সব কার বাপে রাখি॥
কোপে হনূমান হৈল পর্ব্বত-আকার।
চড়চাপড়েতে বীর করে মহামার॥
লাফে লাফে মারে সব আছাড়ি আছাড়ি।
পড়িল গন্ধর্ব্ব সব যায় গড়াগড়ি॥
হাহা-হুহুরাজ আসে চড়ি দিব্যরথে।
হনূমানে মারিতে বেড়িল চারিভিতে॥
এক রাজ্য দুই রাজা হাহা-হুহু নাম।
হনূমান কাছে এল করিতে সংগ্রাম॥
লাফ দিয়া রথে গিয়া চড়ে হনূমান।
ধনুক ধরিয়া দিল দুজনার টান॥
দুজনার ধনুক করিল খান খান।
কোপে হনূমান হৈল শমনসমান॥
হাঁটুর উপরে রেখে ভাঙ্গে দুই ধনু।
মালসাট দিয়া আগে দাণ্ডাইল হনূ॥
কুপিল যে হনূমান সংগ্রামেতে শূর।
কীল মেরে গন্ধর্ব্বের মাথা কৈল চুর॥
হনূমান একেলা গন্ধর্ব্ব বহু দেখি।
হনূমান-অঙ্গে সবে মারয়ে মুটকি॥
ঔষধ না পায় হনূ ভাবে মনে মন।
শিখরে শিখরে ভ্রমে পবননন্দন॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া করি সাহসেতে ভর।
ডালেমূলে লয়ে যায় পর্ব্বতশিখর॥
চৌষট্টি যোজন সেই গিরিবরখান।
একটানে উপাড়িল বীর হনূমান॥
দুইহাতে ধরিয়া পর্ব্বতে দিল নাড়া।
চৌষট্টি যোজন উঠে পর্ব্বতের গোড়া॥
বহু বৃক্ষ ভাঙ্গিল ছিঁড়িল লতাপাতা।
কোথাকার বৃক্ষশাখা পড়ে গিয়া কোথা॥
নানাজাতি সর্প ভাগে শিরে মণি জ্বলে।
পর্ব্বত লইয়া উঠে গগনমণ্ডলে॥

মাথায় পর্ব্বত তুলে বীর হনূমান।
তুলি দিলে পারে বুঝি আর একখান॥



হনূমানের ভরতকে পরীক্ষা ও গন্ধমাদন পর্ব্বত লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ

পর্ব্বত লইয়া চলে দক্ষিণমুখেতে।
ভরতে প্রশংসে রাম পড়িল মনেতে॥
মারিলাম কালনেমি মায়ার পুত্তলি।
কুম্ভীরিণী মারি মুক্ত কৈনু গন্ধকালী॥
তিনকোটি গন্ধর্ব্বের মারিনু সকল।
রামের ভাই ভরতের বুঝে যাব বল॥
এতেক ভাবিয়া মনে হনূ হরষিত।
নন্দিগ্রাম-অভিমুখে চলিল ত্বরিত॥
পর্ব্বত লইয়া বীর দক্ষিণেতে যায়।
পর্ব্বত কন্দর নদী অনেক এড়ায়॥
না দেখি চন্দ্রের তেজ দিবা না প্রকাশে।
দক্ষিণেতে এড়াইল পর্ব্বত কৈলাসে॥
বামভিতে এড়াইল নগর বিস্তর।
অবিলম্বে উপনীত অযোধ্যানগর॥
অযোধ্যা ছাড়ি ভরত নন্দিগ্রাম বৈসে।
হনূমান চলে নন্দিগ্রামের উদ্দেশে॥
নন্দিগ্রামে বৃক্ষ আদি দেখিল বিস্তর।
ছাড়াইয়া প্রবেশিল নগরভিতর॥
সুমন্ত্র সারথি আর বশিষ্ঠ পুরোহিত।
বসি আছে ভরত যে পাত্রেতে বেষ্টিত॥
সিংহাসন উপরে পাদুকা বেড়া নেতে।
শ্বেতচামরব্যজন হয় চারিভিতে॥
স্বর্ণসিংহাসন যেন শশধরজ্যোতি।
তাহাতে পাদুকা রেখে ধরে দণ্ডছাতি॥
রত্নময় আসনে পাদুকা শোভা পায়।
আপনি ভরত শ্বেতচামর ঢুলায়॥
রামের পাদুকা যত্নে সিংহাসনে থুয়ে।
ধরাসনে রয়েছেন ভরত বসিয়ে॥
পর্ব্বত লইয়া যায় পবনকুমার।
অন্তরীক্ষে থাকি দেখে যত ব্যবহার॥
পর্ব্বতছায়াতে দেশ হৈল অন্ধকার।
সভাসহ ভরতের লাগে চমৎকার॥
না দেখি চন্দ্রের তেজ অন্ধকারময়।
রামের পাদুকা লঙ্ঘে নাহি করে ভয়॥

ভরত বলেন রাত্রে কার আগুসার।
রামের পাদুকা লঙ্ঘে এত অহঙ্কার॥
একদৃষ্টে চাহেন ভরতমহাবীর।
মহাবুদ্ধিমান সেহ বিক্রমে সুস্থির॥
শত্রুঘ্ন করিয়া কোপ ঊর্দ্ধদৃষ্টে চান।
কোথা কে আকাশপথে না হয় সন্ধান॥
শিশুকালে শত্রুঘন করিতেন কেলি।
খেলার বাঁটুল পড়ে আছে কতগুলি॥
লোহার নির্ম্মিত বাঁটুল আশীলক্ষমণ।
ভবতেব হাতে তুলে দিলা শত্রুঘন॥
মনে ভাবে ভরত বাঁটুল লয়ে হাতে।
বিশেষ না জানি কেবা যায় শূন্যপথে॥
শত্রুঘ্ন বলেন, ভাই, পাখী যেন দেখি।
খাইতে যজ্ঞেব ধূম এল কোন পাখী॥
ভরত কহেন, ভাই, এত কেন ভয়।
পক্ষ যক্ষ কিন্নর কি রক্ষ যদি হয়॥
বাঁটুল মারিয়া শাস্তি করিব তাহারি।
রামের পাদুকা যেবা লঙ্ঘে তারে মারি॥
এইরূপে বিস্তর সে করি অনুমান।
‘পক্ষী বটে’ বলি ভরত পূরিল সন্ধান॥
আশীলক্ষমণ বাঁটুল ধনুগুণে যুড়ি।
‘জয় রাম’ বলিয়া বাঁটুল দিল ছাড়ি॥
ভরতের বাঁটুল সে অব্যর্থসন্ধান।
হনূরে বাজিল লক্ষ বজ্রের সমান॥
পদের তালুকাভাগে বাজিল বাঁটুল।
মূৰ্চ্ছিত হইল হনূ বুদ্ধি হৈল ভুল॥
নিস্তেজ হইল বীর শক্তি নাহি আর।
অন্তরীক্ষে ঘুরে বুলে পবনকুমার॥
বাঁটুলে মূর্চ্ছিত হনূ চক্ষে নাহি দেখে।
মুখে রক্ত ওঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
হতজ্ঞান হয়ে পড়ে পবননন্দন।
নাহি ছাড়ে সূর্য্য আর সে গন্ধমাদন॥
ভূমে পড়ি করে হনূ শ্রীরামে স্মরণ।
মস্তকে পর্ব্বত আছে ঘূর্ণিতলোচন॥
রামনাম শুনিয়া ভরতশত্রুঘন।
হনূর নিকটে এল ভাই দুইজন॥
ভরত বলেন, কপি, থাক কোন্ স্থান।
রামে যে স্মরিলে তাঁর কি জান সন্ধান॥
কোথা হৈতে আইলে হে কহ বিবরণ।
জান কোথা রামসীতা কোথায় লক্ষ্মণ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বনে।
দেখা কি হয়েছে তব রামসীতাসনে॥
বাক্য নাহি সরে মুখে ব্যথায় আকুল।
বজ্রসম বাজিয়াছে বিষম বাঁটুল॥
বশিষ্ঠ আইল ছাড়ি সভা সেই স্থানে।
হনূরে সবল কৈল মন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানে॥
যোগেতে সকল কথা বশিষ্ঠগোচর।
মুনি জানে যত কিছু লঙ্কার ভিতর॥
লোকাচারে প্রকাশ না করে মহামুনি।
ভরতের প্রতি কন সচাতুরী বাণী॥
মুনি বলিছে, ভরত, হেন বুদ্ধি কেনে।
কি কার্য্য সাধন কৈলে মারি হনূমানে॥
পরমধার্ম্মিক দেখি বানরপ্রধান।
রামের বৃত্তান্ত জানে পবনসন্তান॥
মুনির মন্ত্রে হনূর দূর হৈল ব্যথা।
ভরতসম্মুখে কহে শ্রীরামের কথা॥
অবধান ঠাকুর ভরতশত্রুঘন।
রাম লক্ষ্মণ সীতার শুন বিবরণ॥
বাসা করে ছিলা রাম পঞ্চবটীবনে।
সূর্পণখা-নাককাণ কাটেন লক্ষ্মণে॥
রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা সে রাক্ষসী।
যুদ্ধ কৈল চৌদ্দহাজার নিশাচর আসি॥
সবাকে মারেন রাম দণ্ডককাননে।
পরে যোগীবেশে সীতা হরিল রাবণে॥
সুগ্রীবের সঙ্গে রাম করিয়া মিত্রতা।
বালি মারি সুগ্রীবেরে দেন দণ্ডছাতা॥
বানর লইয়া রাম বান্ধিলা সাগর।
মিলিল অসংখ্য কপি অতিভয়ঙ্কর॥
বাইশ অঙ্কেতে এক মহা-অক্ষৌহিণী।
ইহার অধিক কপি গণিতে না জানি॥
রাক্ষসবানরে যুদ্ধ হইল অপার।
তিনমাস রাত্রিদিবা যুদ্ধ মহামার॥
কভু হারে কভু জিনে তিনমাস যুঝে।
রাক্ষসের মায়া বল কার সাধ্য বুঝে॥
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ করে রণ।
নাগপাশে বান্ধিলেক শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণে বান্ধি বৈরিগণ হাসে।
গরুড় আসিয়া মুক্ত কৈল নাগপাশে॥
মুক্ত যদি হৈল নাগপাশের বন্ধন।
অতিকায় ইন্দ্রজিতে মারিলা লক্ষ্মণ॥

কুপিয়া রাবণরাজা সান্ধাইল রণে।
ময়দানবের শেল মারিল লক্ষ্মণে॥
লক্ষ্মণে করিয়া কোলে রামের ক্রন্দন।
আমারে পাঠায়ে দেন ঔষধকারণ॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে।
উপাড়িয়া লয়ে যাই পর্ব্বতসমেতে॥
আমি গেলে লক্ষ্মণের বাঁচিবেক প্রাণ।
তোমার প্রহারে আমি হারাইনু জ্ঞান॥
নিস্তেজ হইনু আমি বাঁটুলে তোমার।
পর্ব্বত তুলিতে শক্তি নাহিক আমার॥
তুমি রাজ্য নিলে হে রাবণ নিল নারী।
লক্ষ্মণ ত্যজিবে প্রাণ পোহালে শর্ব্বরী॥
তোমার প্রশংসা রাম করেন সদাই।
সর্ব্বদা চিন্তেন রাম তোমা দুইভাই॥
দিবানিশি সুমঙ্গল ভাবেন দোঁহার।
রামসঙ্গে বৈরিভাব দেখি যে তোমার॥
আমারে মারিয়া তব এই হৈল লাভ।
প্রকাশ পাইল রামে তব বৈরিভাব॥
লঙ্কার বৃত্তান্ত তুমি না জান ভরত।
সকলেতে আমার যে চাহি আছে পথ॥
ফিরিয়া যাইতে শক্তি না হবে আমার।
সহজেতে না হইবে সীতার উদ্ধার॥
লক্ষ্মণের শোকে রাম প্রবেশিবে বন।
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর দুইজন॥
এতেক বলিল যদি পবননন্দন।
ভূমেতে পড়ি কান্দে ভরতশত্রুঘন॥
শোকাকুল কান্দে দোঁহে ভূমিতলে পড়ে।
'শ্রীরামলক্ষ্মণসীতা' বলি ডাক ছাড়ে॥
আমরা থাকিতে কেন এতেক দুর্গতি।
কটাক্ষে মারিতে পারি লঙ্কা-অধিপতি॥
ভরত বলেন শুন বীর হনূমান।
ত্বরিতে পর্ব্বত লয়ে করহ পয়াণ॥
আমিহ তোমার সঙ্গে যাই লঙ্কাপুরে।
থাকুক শত্রুঘ্ন ভাই অযোধ্যানগরে॥
হনূমান বলে তুমি যাইবে কি মতে।
শ্রীরামের আজ্ঞা নাই তোমা লয়ে যেতে॥
ভরত বলেন তবে শুনহ মারুতি।
পর্ব্বত লইয়া তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
হনূমান বলে গিরি নাড়িতে না পারি।
বলহীন হইয়াছি বল না কি করি॥

যোজনেক উচ্চে যদি পার তুলে দিতে।
তবে এ পর্ব্বত আমি পারি লয়ে যেতে ॥
শত্রুঘ্ন কহিলেন হনুমান-আগে।
পর্ব্বত তুলিয়া দিতে কোন্ ভার লাগে ॥
তবে সেহ আনি দিলা ধনু একখান।
গুণ দিয়া ভরত যুড়িলা তাহে বাণ ॥
ভরত বলেন, বাছা, পবনকুমার।
পর্ব্বতসহিত উঠ বাণেতে আমার ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ এড়িল ভরত।
হনূমানসহ শূন্যে উঠিল পর্ব্বত ॥
শতেক যোজন ঊর্দ্ধে তুলে দিল বাণে।
হনূমান ভরতের বিক্রম বাখানে ॥
ভরত বড়ই বীর ভাবে হনূমান।
আমা-সহ বাণেতে তুলিলা গিরিখান ॥
সাগর হইয়া পার চলে বায়ুবেগে।
রাখিল পর্ব্বত লয়ে সবাকার আগে ॥



লক্ষ্মণের পুনর্জীবনলাভ

পর্ব্বত দেখিয়া সবে হইল বিস্ময়।
প্রণাম করিয়া হনূ রঘুনাথে কয় ॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে।
একারণে আনিলাম পর্ব্বতসমেতে ॥
শ্রীরাম বলেন বাপু পবনকুমার।
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার ॥
রাম বলে হনূ দিল পর্ব্বত আনিয়া।
আপনি সুষেণ লও ঔষধ চিনিয়া ॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে সুষেণবৈদ্য যায়।
সকল পর্ব্বতময় খুঁজিয়া বেড়ায় ॥
ছয়শৃঙ্গ পর্ব্বত সে অদ্ভুতনির্ম্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গেতে দেখে শঙ্করের স্থান ॥
দ্বিতীয় শৃঙ্গেতে দেখে দিব্যসরোবর।
তৃতীয় শৃঙ্গেতে পশু চরিছে বিস্তর ॥
চতুর্থ শৃঙ্গেতে দেখে খরতর নদী।
নদীর দুকূলে দেখে বিস্তর ঔষধি ॥
দেবগণ-আদি কেলি করেন আনন্দে।
মৃতদেহে প্রাণ পায় ঔষধের গন্ধে ॥
ঔষধের গন্ধে প্রাণ পায় মরা কত।
এইজন্য নাম গন্ধমাদন পর্ব্বত ॥
আনন্দে সুষেণ হনূমানেরে বাখানি।
চিনিয়া ঔষধ আনে বিশল্যকরণী ॥
ঔষধ লইয়া বুড়া নামে ভূমিতলে।
তখনি ঔষধ বাটে রত্নময় শিলে ॥
স্মরণ করিল মনে পিতা ধন্বন্তরি।
শ্রীরামলক্ষ্মণপদে নমস্কার করি ॥
ঔষধ আনিয়া দিল লক্ষ্মণের নাকে।
আনন্দে বানরগণ 'রামজয়' ডাকে ॥
ঔষধের ঘ্রাণ যায় লক্ষ্মণ-উদরে।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব-অঙ্গে ঔষধ সঞ্চারে ॥
ভগ্ন ছিল পাঁজর সে লাগিলেক যোড়া।
ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের জানা গেল সাড়া ॥
অন্তরে অন্তরে বিন্ধে ঔষধের ঘ্রাণ।
সজ্ঞান হইল বীর সঞ্চারিল প্রাণ ॥
চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ শ্রীরামপানে চান।
লক্ষ্মণে দেখি রামের স্থির হৈল প্রাণ ॥
বিভীষণসুগ্রীবেতে করে কোলাকুলি।
চারিদিকে বানরের পড়ে হুলাহুলি ॥
'ভাই ভাই' বলি রাম হন উতরোল।
পলকেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেন কোল ॥
লক্ষ্মণে লইয়া কোলে তিলেক না এড়ে
চক্ষে জল শ্রীরামের মুক্তাধারা পড়ে ॥
শক্তিশেল রামায়ণ শুনে যেই জন।
অপার দুর্গতি তার খণ্ডে ততক্ষণ ॥



হনূমানকর্ত্তৃক গন্ধমাদন পর্ব্বত যথাস্থানে স্থাপন ও মৃত গন্ধর্ব্বগণের প্রাণদান

লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ কপিগণ দেখে।
পর্ব্বতে বানরগণ উঠে লাখে লাখে ॥
লম্ফে ঝম্ফে পর্ব্বতের বৃক্ষশাখা ভাঙ্গে।
খাইছে বানরগণ ফলফুল রঙ্গে ॥
বহুদিন উপবাসে যুঝিয়া বিকল।
উদর পূরিয়া খায় যত ফুলফল ॥
ফলফুল খাইয়া ছিঁড়িল যত লতা।
আনন্দে ছিঁড়িয়া খায় নব নব পাতা ॥
ফলফুল খাইয়া বৃহৎ হইল পেট।
নড়িতে চড়িতে নারে মাথা করে হেঁট ॥
জাম্বুবান কহিছে শ্রীরামবিদ্যমান।
কার্য্যসিদ্ধ হইল লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ ॥
পর্ব্বত রাখিতে যাক্ বীর হনূমানে।
আজ্ঞা দেন রাম জাম্বুবানের বচনে ॥

রামসুগ্রীবের কাছে মাগিয়া মেলানি।
পর্ব্বত লইয়া বীর করিল উঠানি ॥
পর্ব্বত লইয়া মাথে যায় অন্তরীক্ষে।
লঙ্কার ভিতরে বসি দশানন দেখে ॥
সাতটা রাক্ষস ছিল কটকে প্রধান।
রাবণ করিল আজ্ঞা দিয়া গুয়াপান ॥
মস্তকে পর্ব্বত হনূ পড়িল বিপাকে।
এই বেলা গিয়া ঘেরি মার চারিদিকে ॥
বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র প্রচণ্ডলোচন।
তালভঙ্গ সিংহমুখ ঘোরদরশন ॥
উল্কামুখ প্রভৃতি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
আজ্ঞা পেয়ে সাতবীর চলিল সত্বর ॥
মেরু জিনি এক এক জনের শরীর।
শূন্যপথে হনুমানে বলে সাতবীর ॥
দেবতাগন্ধর্ব্ব নাহি মান কোন জনা।
আজি বেটা বানরা বুঝিব বীরপনা ॥
ফিরিয়া যাইবে বুঝি বাঞ্ছা কর মনে।
যমালয়ে পাঠাইব আজিকার রণে ॥
হনূ বলে তোদের মত লক্ষ যদি আসে।
রামের প্রসাদে মারি চক্ষুর নিমিষে ॥
চারিদিকে ঘেরি সবে যুঝে একেবারে।
মাথায় পর্ব্বত বীর চাহে ক্রোধভরে ॥
হাত নাহি নাড়ে বীর পর্ব্বত না ফেলে।
পাক দিয়া সাতজনে জড়ায় লাঙ্গুলে ॥
লাঙ্গুলে জড়ায়ে বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড় ॥
তালভঙ্গ নিশাচর বড়ই সেয়ান।
দুইহাতে লেজ ধরে হেঁটে দিল টান ॥
মাথা গলাইয়া বেটা পড়ে গেল সরে।
পলাইয়া যায় রড়ে নাহি চাহে ফিরে ॥
লঙ্কার ভিতর গেল পলাইয়া ত্রাসে।
রাবণেরে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাসে ॥
অবধান কর, রাজা, লঙ্কা-অধিপতি।
ঘরপোড়া হাতে কারো নাহি অব্যাহতি ॥
মারিবারে দাঁড়ালাম সাতজন বলে।
মস্তকে পর্ব্বত হনূ জড়ালে লাঙ্গুলে ॥
আমি মাথা গলাইয়া বাঁচিলাম প্রাণে।
লেজে বাঁধি আছাড় মারিল ছয়জনে ॥
আছাড়েতে চূর্ণ হৈল ছজনার হাড়।
আমি বেঁচে আছি কিন্তু ভাঙ্গিয়াছে ঘাড় ॥
লাঙ্গুল ছাড়াব বলে ঘন দিনু টান।
লেজের ঘর্ষণে ছিঁড়ে গেছে নাককাণ।
পড়েছিনু যে সঙ্কটে শঙ্কর তা জানে।
তব পিতৃপুণ্যে বেঁচে আইলাম প্রাণে।
রাক্ষসবচনে রাবণের উড়ে প্রাণ।
শমনসমান বৈরী বীর হনুমান ॥
যক্ষ রক্ষ দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
একে একে হনূমানে বাখানে বিস্তর ॥
অন্তরীক্ষপথে চলে বীর হনূমান।
যথাস্থানে রাখিলেন সে গন্ধমাদন ॥
হনূমান বলে আমি পবননন্দন।
অনেক গন্ধর্ব্বগণে করেছি নিধন ॥
যে ঔষধে লক্ষ্মণ পেলেন প্রাণদান।
সে ঔষধে সবাকার বাঁচাইব প্রাণ ॥
দুইহাতে কচালি ঔষধ করে গুঁড়া।
জলে গুলে গন্ধর্ব্ব উপরে দেয় ছড়া ॥
উঠিয়া গন্ধর্ব্ব সব চারিদিকে চায়।
খেদাড়িয়া হনূমানে মারিবারে যায় ॥
লাফ দিয়া হনূমান উঠিল আকাশে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥



হনূমানের স্বীয় কক্ষতল হইতে সূর্য্যদেবকে মুক্তিদান ও পুরস্কারলাভ

হইয়া সাগর পার অতি কুতূহলী।
সেই রাত্রে কটকে আইল মহাবলী ॥
কার্য্যসিদ্ধ করিয়া আইল হনূমান।
শ্রীরামের নিকটে পাইল বহু মান ॥
বসেছেন বানরে বেষ্টিত রঘুনাথ।
উপস্থিত হনূমান যোড় করি হাত ॥
কক্ষতলে তাহার দেখিয়া দিনকরে।
জিজ্ঞাসা করেন রাম পবনকুমারে ॥
কি অদ্ভুত দেখি বাপু পবননন্দন।
তোমার শরীরে কেন রবির কিরণ ॥
হনূমান বলে, প্রভু, কর অবগতি।
আনিবারে ঔষধি গেলাম রাতারাতি ॥
ঔষধি খুঁজিয়া আমি শিখরে বেড়াই।
পূর্ব্বদিকে দিনপতি দেখিয়া ডরাই ॥
পর্ব্বত হইতে গেনু ভাস্করের ঠাঁই।
যোড়হাত করি স্তব করিনু গোসাঁই ॥

তোমার সন্তান অতি কাতর শ্রীরাম।
ক্ষণেক কশ্যপপুত্র করহ বিশ্রাম॥
যাবৎ লক্ষ্মণবীর না পান জীবন।
তাবৎ উদয় নাহি হইও তপন॥
আমার এ বাক্য নাহি শুনে দিনপতি।
ধরিয়া এনেছি তেঁই না পোহাতে রাতি॥
শ্রীরাম বলেন, বাপু, একি চমৎকার।
না পোহায় রজনী না ঘুচে অন্ধকার॥
সূর্য্যের উদয়হেতু সংসার প্রকাশে।
ছাড়হ ভাস্কর ইনি উঠুন আকাশে॥
রামের বচনে বীর তোলে দুইহাত।
বাহির হইল তবে জগতের নাথ॥
সূর্য্যেরে প্রণাম করে পবননন্দন।
যতেক বানর করে চরণবন্দন॥
আদিকর্ত্তা আপন বংশের দিবাকর।
করেন প্রণাম শত শত রঘুবর॥
উদয়পর্ব্বতে ভানু করেন গমন।
পোহাইল বিভাবরী প্রকাশে ভুবন॥
কপিগণ কহে ধন্য ধন্য হনূমান।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান॥
শ্রীরাম বলেন ধন্য ধন্য হনূমান।
তোমার প্রসাদে ভাই পাইলেক প্রাণ॥
তোমারে প্রসাদ দিব কি আছে এমন।
যদি চাহ লহ করি আত্মসমর্পণ॥
এতেক কহিয়া রাম দেন আলিঙ্গন।
কৃতার্থ বানরবংশ মানে কপিগণ॥
বারমাসী ফল ছিল সুগ্রীবের পাশে।
সুগ্রীব প্রসাদ দিল যত মনে আসে॥
দিলেন দাড়িম্ব পক্ক বিদারিয়া সন্ধি।
নারিকেল ফল দিল সহস্রেক কান্ধি॥
হাঁড়িয়া হাঁড়িয়া তাল দিলেন মধুর।
অদ্ভুত রসাল দিল খাইতে খেজুর॥
বড় বড় আম্র দিল খাইতে রসাল।
বিঘতপ্রমাণ কোষ দিলেন কাঁঠাল॥
নানাবর্ণ ফল দিল শ্বেত কাল রাঙ্গা।
মধুপান করিবারে দিল বড় ডোঙ্গা॥
ফলফুল বিস্তর প্রসাদ দিল রাজা।
লক্ষ বানরেতে বহে ফলফুল বোঝা॥
রাজার প্রসাদ ফল পেয়ে হনুমান।
প্রাচীন বানরগণে কত কৈল দান॥
বাহক বানরে কিছু কিছু দিয়া তোষে
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥



রাবণের মহীরাবণকে স্মরণ ও তাহার রাবণকে আশ্বাসপ্রদান

রাবণ মরিবে কবে ভাবে কপিগণ।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ॥
কহিবারে শক্তি নাই কন ধীরে ধীরে।
এখনো রাবণ আছে জীবিত শরীরে॥
রাবণে মারিয়া দুঃখ ঘুচাও অন্তরে।
না কর বিলম্ব আর উঠহ সত্বরে॥
বিক্রম করেন রাম লক্ষ্মণের বোলে।
টলমল করে লঙ্কা কটকের রোলে॥
কোলাহল শুনি ভাবে রাজা দশানন।
মরিয়া মানুষবেটা পাইল জীবন॥
মরিয়া না মরে একি বিপরীত বৈরী।
জানিলাম মজিল কনকলঙ্কাপুরী॥
মরিল সকল বীর শূন্য হৈল লঙ্কা।
আপনি যুঝিব ত্যজি মরণের শঙ্কা॥
বন্ধুবান্ধবাদি কোথা কেবা আছে আর।
মনে মনে চিন্তা করি দেখি একবার॥
স্বর্গে ছিল বীরবাহু মরিল আসিয়া।
কারে পাঠাইব যুদ্ধে না পাই ভাবিয়া॥
ইন্দ্রজিৎ নাহি রণে যাবে কোন্ জনে।
অশ্রুধারা বহিতেছে বিংশতিলোচনে॥
অভিমানে শীর্ণ অঙ্গ মলিন বদন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে রাজা দশানন॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়ে ভূমিতলে পড়ে।
পার্ব্বতীশঙ্কর বুঝি এত দিনে ছাড়ে॥
বাবণেব মাতা সে নিকষা নাম ধরে।
কান্দিতে কান্দিতে গেল রাবণগোচরে॥
সন্তানের স্নেহবশে দুঃখিতা অন্তরে।
রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকারে॥
তখন কহিনু, বাপু, না শুনিলে কাণে।
মজিল রাক্ষসকুল শ্রীরামের বাণে॥
বিভীষণভাই তোর ধর্ম্মশীল অতি।
এসেছিল বুঝাইতে তারে মার লাথি॥
সীতা দিতে কহিলাম অশেষ প্রকারে।
না শুনিলে বংশনাশ করিবার তরে॥

ভাগ্যেতে আছিল দুঃখ শুনহ রাবণ।
আপনা রাখিতে যুক্তি করহ এখন॥
এক যুক্তি আছে, বাপু, কহি যে তোমারে।
দিগ্বিজয়ে গেলে যবে পাতালভিতরে॥
ব্রহ্মার বরেতে পেলে সুন্দর নন্দন।
মহীতে জন্মিল নাম সে মহীরাবণ॥
পাতালেতে আছে পুত্র সর্ব্বগুণবান।
তাহা হৈতে হইবে যে দুঃখ-অবসান॥
বিষাদে হরিষ হৈল নিকষার বোলে।
মনেতে পড়িল পুত্র আছয়ে পাতালে॥
পাতালে আছয়ে পুত্র সে মহীরাবণ।
মহাতেজ ধবে পুত্র জিনে ত্রিভুবন॥
থাকিতে এ হেন পুত্র মজে লঙ্কাপুরী।
সম্মুখে তাহার যুঝে নাহি কোন বৈরী॥
কালিকা পুজিয়া সে পাইল বরদান।
অব্যাহত মায়া জানে সর্ব্বঠাঁই যান॥
আছয়ে দুর্জ্জয় পুত্র পাতালভিতরে।
মারিতে দুর্জ্জয় বৈরী সেইজন পারে॥
পূর্ব্বকথা আছে তাহা হইল স্মরণ।
বিপত্তে স্মরণ করো আসিব তখন॥
একমনে চিন্তে তারে রাজা লঙ্কেশ্বর।
টনক নড়িল তার কপাল উপর॥
পাতিলেক অঙ্ক মহী খড়ি লয়ে হাতে।
একে একে ত্রিভুবন লাগিল গণিতে॥
সকল পাতালপুরী চিন্তে একে একে।
আকাশপাতাল গণে কিছু নাহি দেখে॥
পৃথিবী গণিয়ে স্থির নাহি হয় চিত্তে।
কোন্ জন স্মরে মোরে পড়িয়ে বিপত্তে॥
সাগরের উপরেতে আছে লঙ্কাপুরী।
তাহাতে আছয়ে পিতা রাজ্য-অধিকারী॥
অসময় পিতার সে জানিল কারণ।
তথির কারণে পিতা করিল স্মরণ॥
এতেক ভাবিয়া স্থির করি মন।
ত্বরায় ভেটিতে যায় পিতাদশানন॥
শনিবারে শব যেন সঙ্গে সঙ্গী চায়।
ইন্দ্রজিতের দোসর হৈতে মহী যায়॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে।
আপনি মরিতে দেখ যম আনে ঘরে॥
যাত্রাসিদ্ধি করি মন্ত্র পড়িল ত্বরিতে।
ঊর্দ্ধপথে সুড়ঙ্গ সে হয় আচম্বিতে॥

অবিলম্বে উপনীত লঙ্কার ভিতর।
সিংহাসনে বসি কান্দে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
মহীরে দেখিয়া রাজা ত্যজে সিংহাসন।
আলিঙ্গন দিয়া কোলে লইল নন্দন॥
কোলেতে করিয়া শিরে করিল চুম্বন।
মহী কৈল রাবণের চরণবন্দন॥
সিংহাসনে দুইজনে বসি একাসনে।
করযোড় করি মহী বলে পিতৃস্থানে॥
কোন্ কার্য্যে, পিতা, মোরে করিলে স্মরণ।
আজ্ঞা কর উদ্ধারিব কোন্ প্রয়োজন॥
কান্দিয়া রাবণ বলে চক্ষে পড়ে জল।
লঙ্কার দুর্গতি যত কহিছে সকল॥
রাবণ বলিছে শুন দুঃখের কাহিনী।
সুর্পণখা তব পিসী আমার ভগিনী॥
হইয়া মানুষ তার কাটে নাককাণ।
কেমনে সহিব প্রাণে এত অপমান॥
মহী বলে কহ পিতা শুনি বিবরণ।
আচম্বিতে নাককাণ কাটে কি কারণ॥
বলিলেক সুর্পণখা ভগিনী কনিষ্ঠা।
পাইয়া বৈধব্যদশা সদাচারে নিষ্ঠা॥
লঙ্কার ঐশ্বর্য্যসুখ পরিত্যাগ করি।
পঞ্চবটীবনে ছিল হয়ে বনচারী॥
চৌদ্দহাজার সেনায় খর ও দূষণ।
দিয়াছিনু আমি তারে করিতে রক্ষণ॥
গিয়াছিল সুর্পণখা পুষ্প-অন্বেষণে।
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানে॥
দশরথ নামে রাজা জন্ম সুর্য্যবংশে।
পুত্র রামলক্ষ্মণেরে দিল বনবাসে॥
সঙ্গেতে বনিতা তার সীতা নামে নারী।
সুর্পণখাসঙ্গে কহে বাক্য দুইচারি॥
পুষ্প লাগি রসভাষ নারী দুইজনে।
কোপ করি নাককাণ কাটিল লক্ষ্মণে॥
এই অপমান কহে সে খরদূষণে।
সৈন্য লয়ে যুদ্ধে গিয়া করিল দুজনে॥
করিয়া তুমুল যুদ্ধ দুজনার সনে।
রাক্ষস হাজার চৌদ্দ পড়ে রামবাণে॥
লঙ্কাতে আসিয়া ভগ্নী কান্দে মনোদুঃখে।
সর্ব্ব-অঙ্গ জ্বলে গেল কাটা নাক দেখে॥
জিজ্ঞাসিনু এ দুর্গতি করিলেক কেটা।
সুর্পণখা বলে, দাদা, নর এক বেটা॥

দুইভাই আসিয়াছে পঞ্চবটীবনে।
পরমাসুন্দরী এক নারী তার সনে॥
সূর্পণখা মুখে শুনে এ সকল কথা।
কোপে হরে আনিয়াছি রামের বনিতা॥
বনের বানর সব সহায় করিয়া।
আসিল লঙ্কায় রাম সাগর বান্ধিয়া॥
সাগর বান্ধিয়া রাম লঙ্কাপুরী বেড়ে।
ইন্দ্রজিৎ বীরবাহু সবে রণে পড়ে॥
সৈন্য ও সামন্ত মেরে দর্প কৈল চূর্ণ।
রণে মৈল সহোদর ভাইকুম্ভকর্ণ॥
দুর্জ্জয় লক্ষ্মণে রামে জিনিতে না পারি।
সঙ্কটে পড়িয়া, বাপু, তোমারে যে স্মরি॥
রাবণ কহিল যদি এতেক কাহিনী।
সে মহীরাবণ কহে যোড় করি পাণি॥
স্বর্ণপুরী লণ্ডভণ্ড হৈল তব দোষে।
পশ্চাৎ ডাকিলে সব করিয়া বিনাশে॥
সাগরের পারে যবে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তখন আমারে কেন না কৈলে স্মরণ॥
মম ডরে দেবদৈত্য সবে করে শঙ্কা।
আমি বিদ্যমানে মজে স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
আমার বাণেতে টান না সহে সংসারে।
নরবানরেতে এত অপমান করে॥
মোর ডরে দেবগণ যায় স্বর্গ ছাড়ি।
বেন্ধে আনি দেবগণে গলে দিয়া দড়ি॥
ত্রিভুবনে হেন কথা কোথাও না শুনি।
যারে খাই সেই খায় অপূর্ব্ব কাহিনী॥
কটাক্ষে মারিব যারে তার সঙ্গে রণ।
হেন মায়া করিব না জানে কোন জন॥
ইন্দ্রশচী থাকে যদি এক সিংহাসনে।
শচীরে আনিতে পারি ইন্দ্র নাহি জানে॥
ভুলান নরবানর কত বড় কাজ।
আর দুঃখ না ভাবিহ শুন মহারাজ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ তব বৈরী দুইজনে।
নরবলি দিব লয়ে পাতালভুবনে॥
রামলক্ষ্মণেরে আর নাহি তব শঙ্কা।
সীতা লয়ে ভোগ কর স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
মহী যদি করিলেক এতেক আশ্বাস।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ॥
রাবণ বলে, পুত্র, তুমি প্রাণের সমান।
তোমা হইতে আমার হবে পরিত্রাণ॥
বুঝিলাম তোমা হইতে বৈরী হবে ক্ষয়।
তোমার গুণেতে মোর সর্ব্বত্রই জয়॥
মহী বলে শুন পিতা লঙ্কা-অধিকারী।
স্থির হয়ে বৈস তুমি বৈরী আমি মারি॥



বিভীষণকর্তৃক রাবণ ও মহীরাবণের মন্ত্রণা-শ্রবণ এবং রামলক্ষ্মণকে রক্ষার ব্যবস্থা

দুইজনে কহে কথা বসি সিংহাসনে।
বিভীষণ নিবেদিল রামের চরণে॥
যোড়হাতে রঘুনাথে বলে বিভীষণ।
নিশ্চিন্ত হইয়ে কেন রয়েছে রাবণ॥
ইন্দ্রজিৎ পড়িয়াছে বীর নাহি আর।
কি মন্ত্রণা করে আমি দেখি একবার॥
প্রণমিয়ে জাম্বুবানে শ্রীরামলক্ষ্মণে।
পক্ষিরূপ হইয়া চলিল বিভীষণে॥
রাবণের অন্তঃপুরে গেল অনিমিখে।
রাবণসহিত মহীরাবণেরে দেখে॥
পিতাপুত্রে দুইজনে বসি একাসনে।
যুক্তি করে দুজনেতে হরষিতমনে॥
মহীরাবণে চিন্তিত দেখি বিভীষণ।
রামের নিকটে এল ত্বরিতগমন॥
বিভীষণ কহে আসি করি যোড়হাত।
আজি বড় সঙ্কট যে দেখি রঘুনাথ॥
রাবণের পুত্র এক সে মহীরাবণ।
মায়ার সাগর বেটা বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
মন্দোদরীগর্ভে সেই জন্মিল তনয়।
তাহার সংগ্রামে সুরাসুরে করে ভয়॥
পাতালপুরেতে থাকে বাপের আদেশে।
মহাবলপরাক্রম সবে ভয় বাসে॥
তাহার সংগ্রামে কভু কারো নাই রক্ষা।
ত্রিভুবনবিজয়ী ধনুকবাণশিক্ষা॥
মায়া পাতি ডাকিনী ছাবালে যেন হরে।
মায়া করি সেইমত মহী চুরি করে॥
কত মায়া ধরে কেহ নাহি জানে সন্ধি।
মহামায়া তার ঘরে সত্যে আছে বন্দী॥
যাহা মনে করে তাহা করিবারে পারে।
ত্রিভুবন কাঁপে মহীরাবণের ডরে॥
হেন দুষ্ট আসিয়াছে লঙ্কার ভিতর।
আজি নিশি জাগ সবে হইয়া সত্বর॥

বুঝিয়া সুযুক্তি কর মন্ত্রী জাম্বুবান।
মহীর মায়াতে কিসে পাবে পরিত্রাণ ॥
জাম্বুবান কহে শুন বীর হনুমান।
বিপত্তে নাহিক বন্ধু তোমার সমান ॥
করহ বিভীষণের বাক্য অবগতি।
কিরূপে নিস্তার পাব আজিকার রাতি ॥
হনুমান বলে শুন যত বীরভাগে।
চোরা বেটা বিনাশিব সারারাত্রি জেগে ॥
মরিল সকল বীর মহীবেটা আছে।
বধি মহীরাবণে রাবণে বধি পিছে ॥
এখনো রাবণবেটা জীতে সাধ করে।
লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া ডুবাব সাগরে ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে সুগ্রীবের গতি।
যেখানে লুকায়ে থাকে নাহি অব্যাহতি ॥
লেজের কুণ্ডলী গড় করিব নির্ম্মাণ।
সকলে জাগিয়ে থাকো হয়ে সাবধান ॥
রহিব সকল কপি গড় আগুলিয়া।
কার সাধ্য যাইবেক আমারে ভাণ্ডিয়া ॥
বিভীষণ বলে শুন পবননন্দন।
প্রতীত তোমার বাক্যে হবে কোন্ জন ॥
যাবৎ এ কালনিশি প্রভাত না হয়।
তাবৎ আমার মনে না হবে প্রত্যয় ॥
শ্রীরাম বলেন শুন পবনকুমার।
আজি রাত্রি উদ্ধারিতে ভরসা তোমার ॥
হাসিয়া হাসিয়া কন মন্ত্রী জাম্বুবান।
হনূমানবীর বড় কহিল প্রমাণ ॥
দেখাদেখি আসি যদি রণে দেয় হানা।
তবে ত তাহার সঙ্গে খাটে বীরপনা ॥
অলক্ষিতে চোর আসি যাবে চুরি করে।
দেখিতে না পাবে হনূ কি করিবে তারে ॥
অলক্ষিতে আসিবে সে চুরিবিদ্যা জানে।
একত্তরে সবাই থাকহ জাগরণে ॥
জাম্বুবান বলে তব অতুল বিক্রম।
আজিকার রাত্রি তুমি কর পরিশ্রম ॥
এই বেলা বৈস সবে যুক্তি দৃঢ় করি।
বেলা অবসান হৈল আইল শর্ব্বরী ॥
জাম্বুবান কথা যদি হৈল অবসান।
হেনকালে কর যুক্তি বলে হনূমান ॥
মায়াবী রাক্ষস সেই কত মায়া জানে।
সাবধানে থাক যেন না পায় সন্ধানে ॥

শ্রীরামেরে কহিলেন পবননন্দন।
বিষ্ণুচক্র আকাশেতে করহ স্থাপন ॥
চক্র-আচ্ছাদন যদি রহিল গগনে।
শূন্যেতে আসিতে পারে কাহার পরাণে ॥
বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল মায়ার নিদান।
পাতালে রহুক গিয়া হয়ে সাবধান ॥
সাবধান হয়ে সবে রহ সারি সারি।
লেজে গড় বান্ধি আমি তাহে রহি দ্বারী ॥
লেজ হয় দীর্ঘাকার শতেক যোজন।
গঠিল বিচিত্র গড় পবননন্দন ॥
প্রাচীর চৌতাল হৈল অতি মনোহর।
সকল কটক ঢোকে তাহার ভিতর ॥
সুগ্রীবের কোলে রাম কমললোচন।
অঙ্গদের কোলে রন ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
লাঙ্গুলের গড়ে বীর যুড়িলেক দেশ।
তাহাতে সসৈন্যে রাম করেন প্রবেশ ॥
অপূর্ব্ব লেজের গড় নির্ম্মাণ যে করি।
বিভীষণ ভ্রমিতেছে হইয়া প্রহরী ॥
সকল কটকমাঝে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
গাছপাথর হাতে কপি করে জাগরণ ॥
লেজেতে বান্ধিল গড় ঠেকিল গগন।
উপরেতে বিষ্ণুচক্র ফেরে ঘনে ঘন ॥
গড়ের দ্বারেতে দ্বারী আপনি সে রহে।
কার সাধ্য প্রবেশ করিতে পারে তাহে ॥
এইরূপে সকলেতে তথায় রহিল।
কৃত্তিবাস রামায়ণ যত্নে বিরচিল ॥



মহীরাবণকর্ত্তৃক শ্রীরামলক্ষ্মণকে হরণ

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার।
বিভীষণ বলে শুন পবনকুমার ॥
আপনি পবন যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তারে নাহি দিবে হেথা ॥
এত বলি বাহির হইল বিভীষণ।
গড়ের চৌদিকে দেখে করিয়া ভ্রমণ ॥
রাবণে প্রণাম করি সে মহীরাবণ।
শ্রীরামের নিকটেতে করিল গমন ॥
ঠাট কটক হস্তী ঘোড়া না লয় দোসর।
মায়া করি একাকী চলিল নিশাচর ॥

আকাশে আসিতে চক্র দেখিল সত্বরে।
দেখিল কটক সব গড়ের ভিতরে॥
মনে মনে ভাবে মহী রাবণনন্দন।
মায়াতে হরিব আজি শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
বিভীষণে দেখে তথা গড়ের বাহিরে।
কিরূপে যাইব আমি উহার গোচরে॥
মনে মনে চিন্তা মহী করিয়া তখন।
মায়াতে হইল অজরাজার নন্দন॥
দশরথ হয়ে আসি দিল দরশন।
দশরথ বলে শুন পবননন্দন॥
আমার সন্তান দুটী শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শ্রীরামলক্ষ্মণ সনে করি দরশন॥
হনূমান বলে, রাজা, করি নিবেদন।
ক্ষণেক বিলম্ব কর আসুক বিভীষণ॥
হেনকালে বিভীষণ দিলা দরশন।
তরাসে পলায়ে গেল সে মহীরাবণ॥
হনু বলে শুনহ ধার্ম্মিক বিভীষণ।
দশরথরাজা এসেছিলেন এখন॥
বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে হেথা॥
এত বলি বিভীষণ তথা হইতে যায়।
অন্তরে থাকিয়া মহী দেখিবারে পায়॥
ভরত হইয়া এল হনূমান কাছে।
শ্রীরামলক্ষ্মণ দুইভাই কোথা আছে॥
চৌদ্দবর্ষ বনবাসী মস্তকেতে জটা।
দশরথরাজার আমরা চারিবেটা॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ কোথা করি দরশন।
এত শুনি কহিলেন পবননন্দন॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর আসুক বিভীষণ।
এত শুনি পাছু হাঁটে সে মহীরাবণ॥
হেনকালে ধাইয়া আইল বিভীষণ।
হনু বলে ভরত আইল এইক্ষণ॥
বিভীষণ হনূমানে চাহি কহে কথা।
দ্বার না ছাড়িও যদি আসে তব পিতা॥
এত বলি বিভীষণ গেল অতি দূরে।
কৌশল্যা হইয়া মহী আইল সত্বরে॥
কৌশল্যা বলেন শুন পবনকুমার।
শ্রীরামলক্ষ্মণে মোর দেখি একবার॥
হনূমান বলে, মাতা, করি নিবেদন।
ক্ষণেক থাকহ হেথা আসুক বিভীষণ॥

এতেক শুনিয়া মহী তিলেক না থাকে।
বিভীষণ ধাইয়া আইল দূরে থেকে॥
বিভীষণে দেখে বুড়ী যায় গুড়ি গুড়ি।
তাহা দেখি হনু করে দন্ত কড়মড়ি॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
কহিল সকল কথা পবননন্দন॥
বিভীষণ বলে শুন আমার বচন।
দ্বার না ছাড়িবে যদি আইসে পবন॥
এত বলি বিভীষণ করিলা গমন।
হইয়া জনকঋষি দিলা দরশন॥
জনক বলেন শুন পবননন্দন।
রামসঙ্গে আমার করাহ দরশন॥
আমার জামাতা হন শ্রীরামলক্ষ্মণ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ গত নাহি দরশন॥
তোমারে না চিনি আমি বলে হনূমান।
ক্ষণকাল থাকহ আসুক বিভীষণ॥
এতেক শুনিয়া ঋষি হনূমানবোল।
হনূমানসঙ্গেতে যুড়িল গণ্ডগোল॥
হেনকালে বিভীষণ দিলেক হাঁকার।
পলায় জনকঋষি দেখা নাহি আর॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
বিভীষণে কহে সব পবননন্দন॥
বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
গড়ের ভিতর যেতে না দিও সর্ব্বথা॥
এতেক বলিয়া বিভীষণের গমন।
বিভীষণ হয়ে মহী দিল দরশন॥
হনূমান বলে তুমি গেলে এইক্ষণে।
এত শীঘ্র ফিরে এলে কিসের কারণে॥
মহী বলে শুন তবে পবননন্দন।
চোর-মায়া কত জানে সে মহীরাবণ॥
সাবধানে থাক হনু আজিকার নিশি।
রামলক্ষ্মণের হাতে রক্ষা বেঁধে আসি॥
এতেক বলিয়া মহী গড়েতে প্রবেশে।
অলক্ষিতে গেল রামলক্ষ্মণের পাশে॥
সুগ্রীব-অঙ্গদকোলে আছেন দুভাই।
মায়ারূপে নিশাচর গেল সেই ঠাঁই॥
মহামায়া স্মরি ধূলা দিল উড়াইয়ে।
রামলক্ষ্মণ নিদ্রা যায় অচেতন হয়ে॥
অচৈতন্য হয়ে পড়ে যতেক বানর।
হাত হৈতে খসে পড়ে গাছ ও পাথর॥

শ্রীরামলক্ষ্মণ দোঁহে ঘুমে অচেতন।
সুড়ঙ্গে লইয়া যায় আপন ভবন॥
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে দোঁহে আছেন শয়নে।
ঘরের ভিতর লয়ে রাখিল গোপনে॥
চারিদিকে নিশাচর নানা-অস্ত্র হাতে।
নিজ পুরে রহে মহী হরিষমনেতে॥
হেথায় গড়ের দ্বারে এল বিভীষণ।
হনুমানস্থানে বার্ত্তা পুছে ঘনে ঘন॥
হনু জানে বিভীষণ গড়ের ভিতরে।
এবে সে যে দেখে তারে গড়ের বাহিরে॥
হনুমান বলে কে রাক্ষস বিভীষণ।
ঔষধ বান্ধিতে তুমি গেলে যে এখন॥
বাহির হৈয়া এলে কোন্ পথ দিয়া।
তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে হিয়া॥
বুঝিতে না পারি কিবা আছে তব মনে।
রাবণের চর হয়ে আছ রামস্থানে॥
রাবণেব চর হয়ে এস যাও নিতি।
কপট করিয়া রামসহ কৈলে মিতি॥
মোর ঠাঁই বেটা তোর নাহিক নিস্তার।
লোহার বাড়িতে লব যমের দুয়ার॥
উপাড়িয়া লঙ্কাপুরী ডুবাব সাগরে।
লঙ্কার বসতি পাঠাইব যমপুরে॥
রাবণের দূত তুমি রামের নিকটে।
কি বলিস তোর বাক্যে মম বুক ফাটে॥
বিভীষণ বলে নাহি এসেছি কপটে।
দিব্য করি হনুমান তোমার নিকটে॥
গোবধে ও ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়।
যদি ছলে এসে থাকি লইব নিশ্চয়॥
যত পাপ হয় ব্রহ্মবধে সুরাপানে।
আমার সে পাপ যদি খল থাকে মনে॥
হনুমান বলে তোর দিব্য কিছু নয়।
ব্রহ্মবধে গোবধে রাক্ষসে কোথা ভয়॥
বিভীষণ বলে তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বিচার না করি কেন বল অনুচিত॥
কেমনে বলহ মোরে রাবণের চর।
যুক্তি দিয়া বধিলাম যত নিশাচর॥
ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞভঙ্গ-সন্ধি কেবা জানে।
যুক্তি দিয়া বধিলাম আপন সন্তানে॥
কতরূপ হয়ে এল সে মহীরাবণ।
ভুলাতে না পেরে শেষে হৈল বিভীষণ॥

হনুমান বলে কথা শুনে লাগে ভয়।
মায়াতে কি মহী গেল গড়ের ভিতর॥
লাজে হনুমান বীর করে হেঁটমাথা।
বিভীষণে বলিলাম অনুচিত কথা॥
পথ ছেড়ে দিয়ে আমি কৈনু বিপরীত।
বিভীষণে ভৎর্সিনু নহে ত উচিত॥
হনুমান বলে কথা শুন বিভীষণ।
আগে গিয়া দেখি চল শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
মারুতির বাক্যেতে রাক্ষস বিভীষণ।
প্রমাদ পড়িল মনে জাগিল তখন॥
বিভীষণ বলে শুন পবননন্দন।
চল তবে দেখি গিয়া শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
দ্রুতগতি যায় দোঁহে ধেয়ে উর্দ্ধমুখে।
শ্রীরামলক্ষ্মণ নাই শূন্যময় দেখে॥
আশ্চর্য্য দেখিল তাহে সুড়ঙ্গনির্ম্মাণ।
শ্রীরামলক্ষ্মণ নাই দেখি ফাটে প্রাণ॥
কটকের মাঝে নাই শ্রীরামলক্ষ্মণ।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে বিভীষণ॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ আদি ঘুমে অচেতন।
‘প্রমাদ পড়িল উঠ’ বলে বিভীষণ॥
কটকভিতরে শুনি হৈল মহারোল।
বানরমণ্ডলে উঠে ক্রন্দনের রোল॥
কান্দিছে সুগ্রীবরাজা নাহিক সম্বিৎ।
কোথা গেলে লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র মিত॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর হনুমান।
রামের উদ্দেশে আমি ত্যজিব পরাণ॥
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়ে তাহে দিব ঝাঁপ।
জীবনেতে না ঘুচিবে মনের সন্তাপ॥
শিরে হাত কান্দে বালিপুত্র যুবরাজ।
বৃথায় শরীর আর জীবনে কি কাজ॥
আকুল হইয়া কান্দে সেনাপতি নীল।
বাঁচিতে বাসনা আর নাহি এক তিল॥
জাম্বুবান বলে সবে না কর ক্রন্দন।
উপায় করহ শুন আমার বচন॥
ক্রন্দন সম্বর শুন বানরের রাজ।
যেমতে নিস্তার পাই চিন্ত সেই কাজ॥
অস্থির না হও কেহ বিপত্তিসময়।
সুস্থির হইলে সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি হয়॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ দেখ জগতের সার।
বিনাশ করিতে পারে সাধ্য আছে কার॥

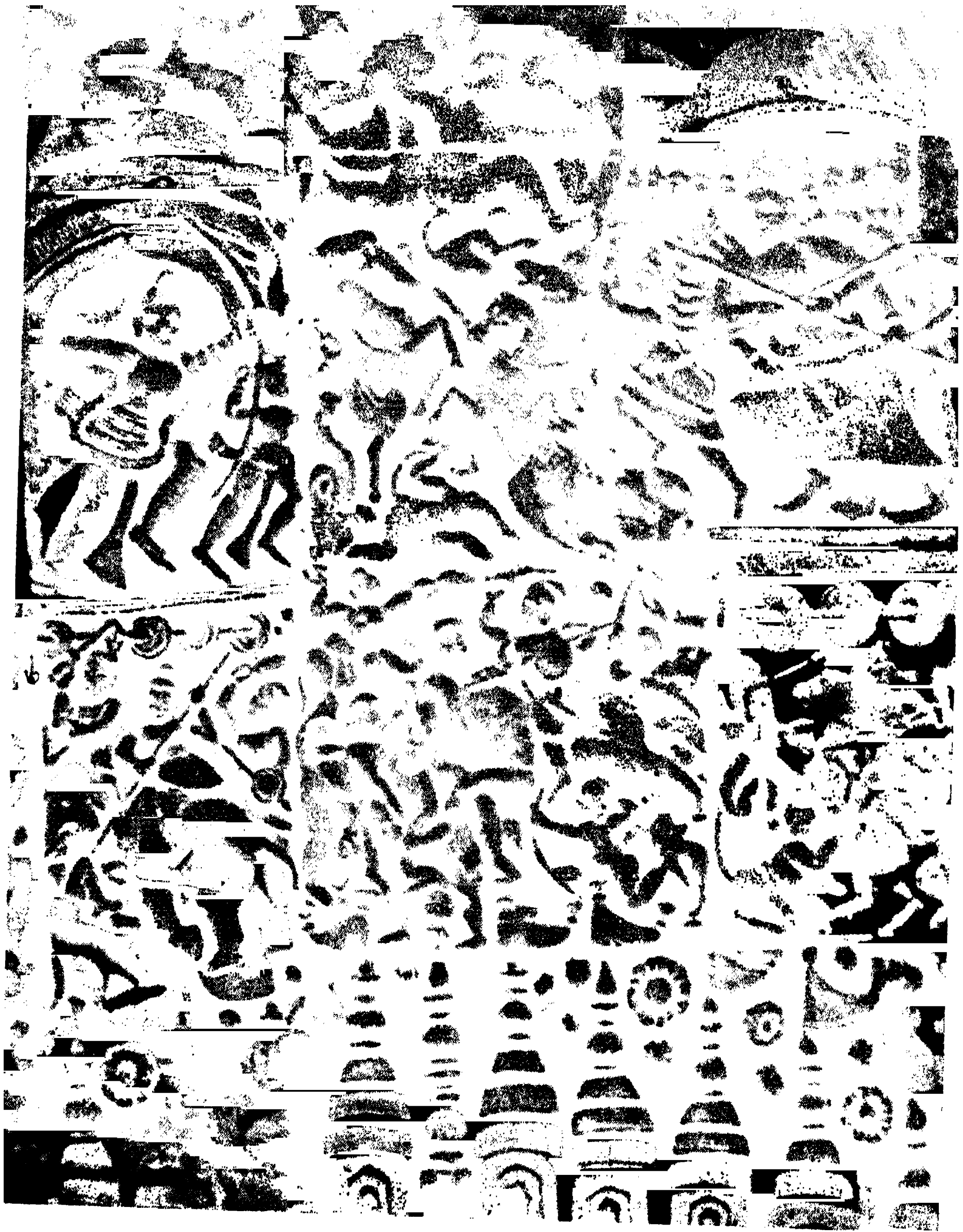
সুমন্ত্রণা শুন ওহে সুগ্রীবরাজন্ ।
মারুতিরে পাঠাও করিতে অন্বেষণ ॥
মারুতির অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে ।
অবশ্য পাইবে দেখা শ্রীরামলক্ষ্মণে ॥
আনিতে না পারে যদি শ্রীরামলক্ষ্মণ ।
তবে সবে অগ্নিকুণ্ডে ত্যজিব জীবন ॥
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মার কুমার ।
কহিল সুগ্রীবরাজা এই যুক্তি সার ॥



হনূমানের পাতালপুরে গমন

সুগ্রীব বলেন শুন পবনকুমার ।
সীতার উদ্দেশ কৈলে সাগরের পার ॥
তুমি শ্রীরামের ভক্ত জানে সর্ব্বজন ।
করে এসো শ্রীরামলক্ষ্মণে অন্বেষণ ॥
তোমারে ভুলায়ে গেল রাবণকুমার ।
ত্রিভুবনে এ কলঙ্ক রহিল তোমার ॥
তব বুদ্ধিভ্রমেতে শ্রীরামে নিল চোরে ।
অন্বেষণ করিতে পাঠাব বল কারে ॥
সুগ্রীবের বাক্যেতে মারুতি মহাবল ।
লাজে অভিমানে আঁখি করে ছল ছল ॥
মারুতি বলেন আমি যাব অন্বেষণে ।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল খুঁজিব ত্রিভুবনে ॥
তথাপি না পাই যদি শ্রীরামলক্ষ্মণ ।
করিব জলধিজলে এ দেহ পাতন ॥
এত কহি কান্দে হনু পবননন্দন ।
কোথা পাব শ্রীরামলক্ষ্মণ-অন্বেষণ ॥
এইখানে থাক সবে একত্র হইয়া ।
যাবৎ না আসি আমি ত্রৈলোক্য চাহিয়া ॥
সুগ্রীবরাজার কাছে লইয়া বিদায় ।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি হনুমান যায় ॥
যে পথে লক্ষ্মণরামে হরেছে রাক্ষসে ।
সেই পথে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥
পাতালেতে গিয়া দেখে সূর্য্যের প্রকাশ ।
বিচিত্রনির্ম্মাণ পুরী যেমন কৈলাস ॥
প্রথমে দেখিল বলিরাজার বসতি ।
পুণ্যতীর্থ গঙ্গা দেখে নামে ভোগবতী ॥
মহাতপোবনে দেখে কত মুনিঋষি ।
নাগিনীযক্ষিণী যত পরমারূপসী ॥

চতুর্ভুজ দ্বিভুজ অশেষরূপী লোক ।
জরামৃত্যু নাহি তথা নাহি রোগশোক ॥
তিনকোটি পুরুষে কপিলমুনি বৈসে ।
পরমাসুন্দরী কত দেখে আশেপাশে ॥
বিচিত্রনির্ম্মাণ দেখে কত তীর্থস্থান ।
সেথা রামলক্ষ্মণের না পায় সন্ধান ॥
সকল পাতালপুরী ভ্রমি একে একে ।
মহীরাবণের পুরী দেখিল সম্মুখে ॥
ছদ্মবেশ ধরিয়া খুঁজিল সব পুরী ।
রাক্ষসের পুরী যেন অমরনগরী ॥
ত্বরিতগমনে গেল পুরীর ভিতর ।
পাষাণরচিত কত দীঘিসরোবর ॥
অসংখ্য পুরুষনারী পরমসুন্দর ।
বিচিত্রনির্ম্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর ॥
বড় বড় বৃক্ষ তথা পর্ব্বতপ্রমাণ ।
অশ্ব হস্তী রথ দেখে বিচিত্রনির্ম্মাণ ॥
মনে মনে চিন্তা করে পবনকুমার ।
এই পুরে আছে রামলক্ষ্মণ আমার ॥
মরকটরূপে রহে বৃক্ষের উপর ।
বিচিত্রনির্ম্মাণ ঘাট দেখে সরোবর ॥
বহু লোক আসি তথা করে স্নানদান ।
বানর দেখিয়া হয় চমৎকার জ্ঞান ॥
বৃক্ষতলে থাকি লোক নেহারিয়া দেখে ।
এমন বানর যে আইল কোথা থেকে ॥
একজন ছিল তথা বৃদ্ধা চিরজীবী ।
বানর দেখিয়া বৃদ্ধা মনে মনে ভাবি ॥
বৃদ্ধা বলে শুন সবে আমার বচন ।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা শুন দিয়া মন ॥
করিল বিস্তর তপ মহীমহারাজা ।
বিস্তরপ্রকারে কৈল মহামায়াপূজা ॥
বিস্তর করিল পূজা বহু উপবাস ।
অমর হইতে তার ছিল বড় আশ ॥
অমর হইতে দেবী নাহি দিল বর ।
দেবী বলে অন্য বর চাহ নিশাচর ॥
মহী বলে অহি কিম্বা দেবতাগন্ধর্ব্ব ।
যক্ষ রক্ষ কিন্নর পিশাচ আদি সর্ব্ব ॥
সংগ্রামেতে কারো হাতে মরণ না হয় ।
সেই বর দিলা দেবী বুঝিয়া আশয় ॥
মহী বলে প্রকারেতে হলেম অমর ।
যত জাতি যোদ্ধা আছে কারে নাহি ডর ।



রামরাবণের যুদ্ধ/লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, সুরুল

নর ও বানর এই দুই বাকী আছে।
ভক্ষ্যজাতি কি করিবে রাক্ষসের কাছে॥
ভগবতী বলে ভয় কারো নাহি আর।
নরবানরের হাতে সবংশে সংহার॥
অমর নহেন রাজা জানি বিবরণ।
নরকপি এলে হবে রাজার মরণ॥
বন্দী করে আনিয়াছে শিশু দুই নর।
কোথা হৈতে উপনীত হইল বানর॥
এই কথা গুপ্তে বুড়ী কহে একজনে।
চারিদিকে দেখে পাছে অন্য কেহ শুনে॥
শুনিয়া হরিষ হৈল পবননন্দন।
কোথায় আছেন প্রভু ভাবে মনে মন॥
হেনকালে নারী সব নগরনিবাসী।
জল লইবারে আসে কক্ষেতে কলসী॥
একনারী প্রাচীনা মহীর পুরদাসী।
তাহারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রূপসী॥
রাজার বাটীতে কেন বাদ্যভাণ্ডরোল।
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে বিভোল॥
মহানন্দে আসিতেছে দ্বিজগণ সব।
রাজার বাটীতে আজি কিসের উৎসব॥
বৃদ্ধা নারী বলে শুন যতেক রূপসী।
রাজার বাটীর কথা কৈতে ভয় বাসি॥
কহিতে নিষেধ আছে কহিবার নয়।
প্রকাশ না কর কথা দণ্ড চারিছয়॥
জিজ্ঞাসা করিলে যদি সঙ্গোপনে বলি।
মহামায়া কাছে আজি হবে নরবলি॥
আনিয়াছে শিশু দুটি পরমসুন্দর।
না দেখি এমন রূপ অবনীভিতর॥
কোন্ অভাগীর পুত্র দেখে ফাটে প্রাণ।
দণ্ড চারিছয় পরে দিবে বলিদান॥
বন্দী করি রাখিয়াছে সঙ্গোপনে ঘরে।
রাজার বাটীর কথা না কহিও কারে॥



[illegible] সঙ্গে হনূমানের সাক্ষাৎ

এত বলি জল লয়ে সবে গেল বাসে।
হনূমান শুনিলেন বৃক্ষোপরে বসে॥
মনে মনে ভাবে বীর পাইলাম সন্ধি।
এইখানে শ্রীরামলক্ষ্মণ আছে বন্দী॥
চক্ষুর নিমিষে গেল রাজ-অন্তঃপুরে।
শ্রীরামলক্ষ্মণ যথা বন্দী আছে ঘরে॥
হৃদয়ে পুলক ভাবে পবনতনয়।
এখানেতে থাকা আর উপযুক্ত নয়॥
দোহারা লোহার গড় ভিতর-বাহিরে।
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র ধরে॥
চারিদিকে নিশাচর আছে অগণন।
ঘরের ভিতরে আছে শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
মক্ষিরূপে প্রবেশিল ঘরের ভিতরে।
শরীরধারণ করি দোঁহে নমস্কারে॥
আচম্বিতে মারুতি নোঙায় গিয়া মাথা।
নিদ্রাভঙ্গে শ্রীরামলক্ষ্মণ কন কথা॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন পবননন্দন।
সুগ্রীব-অঙ্গদ কোথা কোথা বিভীষণ॥
হনূমান বলে প্রভু পাসরিলে চিতে।
হরিয়া এনেছে মহী তোমা পাতালেতে॥
শুনিয়া কাতর-অতি শ্রীরামলক্ষ্মণ।
প্রবোধবচন বলে পবননন্দন॥
হেনকালে রাজপুরে পড়িল ঘোষণা।
মহামায়াপূজা হবে বাজিল বাজনা॥
বিস্তর ছাগল দিবে মহিষ বিস্তর।
বলিদান দিবে রাজা আর দুই নর॥
নানা সুবাসিত পুষ্প গন্ধ মনোহর।
সাজাইয়া লয়ে যায় মহামায়াঘর॥
শ্রীরাম বলেন শুন পবননন্দন।
বিপাকে পড়েছি হেথা হইবে কেমন॥
নাহি সৈন্যসেনাপতি ধনুঃশর আর।
কেমনে রাক্ষসহাতে পাইব নিস্তার॥
যোড়হস্তে কহে হনূ শ্রীরামের আগে।
রাক্ষস মারিতে প্রভু কোন্ ভার লাগে॥
ত্রিভুবনখ্যাত তব শ্রীচরণদাস।
বৃক্ষপাথরেতে রিপু করিব বিনাশ॥
রাবণরাজার বংশ যেখানে যে থাকে।
তোমার প্রসাদে সবে মারি একে একে॥
অনেক ব্রাহ্মণ হিংসে বহু দেবঋষি।
গোহত্যা প্রভৃতি পাপ কৈল রাশি রাশি॥
দুর্জ্জয় রাক্ষসবংশ হইবে সংহার।
রাক্ষস বধিতে প্রভু তব অবতার॥
অলক্ষিত মায়া তব কোন্ জন জানে।
মরণ ইচ্ছিয়া তোমা আনিল এখানে॥

মহীর গৃহেতে আছে জগতের মাতা।
প্রীতিবাক্যে কব গিয়া গুটিকত কথা॥
তাহে যদি মহীর করিতে চান হিত।
সাগরে ডুবাব লয়ে মন্দিরসহিত॥
মনোনীত বুঝে আসি মহেশজায়ার।
রাম বলে কতক্ষণে আসিবে আবার॥
মারুতি বলেন এক তিল ছাড়া নই।
কি বলেন কাত্যায়নী কথা তুই কই॥



হনূমানের প্রতি দেবীর উপদেশ

এত বলি মারুতি যে হইল বিদায়।
মহামায়ামন্দিরেতে অবিলম্বে যায়॥
মক্ষিরূপে কহিলেন যোগাদ্যার কাণে।
মহীবেটা আনিয়াছে শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
নরবলি দিবে শুনি বেলা দ্বিপ্রহরে।
আপনি কি এই আজ্ঞা করেছ মহীরে॥
সবংশে মারিব মহী দেখিবে পশ্চাতে।
ডুবাব তোমারে জলে মন্দিরসহিতে॥
রামের কিঙ্কর আমি সুগ্রীবের দাস।
এত শুনি দেবীর ঈষৎ হৈল হাস॥
মহাদেবী কহিছেন অতি সংগোপনে।
পবিত্র হইল পুর রাম-আগমনে॥
অশেষ পাপের পাপী এ মহীরাবণ।
দেব দ্বিজ ধর্ম্ম হিংসা করে অনুক্ষণ॥
নিশাচর নাশিতে শ্রীরাম-অবতার।
রামেরে আনিল মহী হইতে সংহার॥
মহীবিনাশের যুক্তি শুন হনূমান।
যখন আনিবে রামে দিতে বলিদান॥
রামেরে কহিবে কর দেবীরে প্রণাম।
প্রণাম না জানি যেন কহেন শ্রীরাম॥
রাম কহিবেন শুন হে মহীরাবণ।
দেখাইয়া দেহ দেখি প্রণাম কেমন॥
প্রণাম করিতে মহী দেখাবে রামেরে।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে রবে ভূমির উপরে॥
হেঁটমুণ্ডে পড়ি মহী প্রণাম করিবে।
তুমি লয়ে এই খড়্গ মহীরে কাটিবে॥
দেবী বলিলেন, বাছা, এই যুক্তি সার।
শ্রীরামের কর্ণে গিয়া কহ সমাচার॥
শ্রীরাম শিবের গুরু আমি তাহা জানি।
শিবরাম অভেদ কহেন শূলপাণি॥
অনাথের নাথ রাম জগতের সার।
পলকে উৎপত্তি স্থিতি জগৎসংহার॥
যোগে যোগাধার রাম কালে মহাকাল।
রাম-আগমনে ধন্য হইল পাতাল॥
মূঢ়বুদ্ধি মহী চাহে রামে দিতে বলি।
অবশেষে হবে যাহা তোমারে সে বলি॥
দেবীরে প্রণাম করি হনূমান গেল।
শ্রীরামের নিকটেতে উপনীত হৈল॥
যেখানে আছেন বন্দী শ্রীরামলক্ষ্মণে।
কহিল দেবীর কথা দুজনার কাণে॥
উপায় কহিয়া দেবী দিলেন মন্ত্রণা।
যখন করিবে মহী দেবী-আরাধনা॥
যখন লইয়া যাবে তোমা দোঁহাকারে।
সেইক্ষণে আমি গিয়া প্রবেশিব ঘরে॥
মক্ষিরূপ হইয়া থাকিব অলক্ষিতে।
আসিবে মহীরাজা দেবীরে পূজিতে॥
প্রণাম করিতে কবে সমর্পিয়া পূজা।
প্রণাম না জানি মোরা রাজপুত্র রাজা॥
কিরূপে প্রণাম করে কিছুই না জানি।
প্রণাম করিয়া রাজা দেখাও আপনি॥
প্রণাম করিবে রাজা দেবীবিদ্যমান।
মুণ্ড কাটি তখনি করিব দুইখান॥
তোমাদের বাক্যে যদি না করে প্রণাম।
সবংশে বধিব তারে করিয়া সংগ্রাম॥
বুকে হাঁটু দিয়া মুণ্ড ফেলিব ছিঁড়িয়া।
যাইব মহীর রক্তে দেবীরে পূজিয়া॥
মরুতির বচনে হরিষ দুইভাই।
তোমা হৈতে সঙ্কটেতে পরিত্রাণ পাই॥
এত যুক্তি করিয়া রহিল তিনজন।
দেবীরে পূজিতে রাজা করিলা গমন॥
আদেশিয়া আনাইল শ্রীরামলক্ষ্মণে।
দুজনারে রাখে এনে দেবীর দক্ষিণে॥
হেনকালে হনূমান প্রবেশিল ঘরে।
অলক্ষিতে রহিলেন দেবীর প্রান্তরে॥
পূজা করিবারে রাজা বাসিল আসনে।
প্রতিমার আড়ে থাকি হনূ দেখেশুনে॥
নিকট হইল কাল সে মহীরাবণে।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণে॥

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক মহীরাবণের পূ[illegible]ন্তকথন

করযোড়ে ব্রহ্মারে কহেন সুরপতি।
রামলক্ষ্মণের কিসে হইবে নিষ্কৃতি॥
মহীরাবণ হরিয়া লয়েছে দুইভাই।
কেমনে উদ্ধার হবে ভাবি মনে তাই॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্রের বচন।
হাসিয়া বলেন শুন সর্ব্বদেবগণ॥
শক্রধনু নামে ছিল গন্ধর্ব্বসন্তান।
বিষ্ণুর সম্মুখে নিত্য করে নৃত্যগান॥
নিত্য নিত্য নৃত্য করে বিষ্ণুর সদন।
তাহারে বড়ই তুষ্ট দেব নারায়ণ॥
বিষ্ণু সম্ভাষিতে গেল অষ্টাবক্রঋষি।
বাঁকামূর্ত্তি দেখিয়া গন্ধর্ব্বে হৈল হাসি॥
মুনিরূপ দেখিয়া গন্ধর্ব্বে করে ব্যঙ্গ।
মুনিরে দেখিতে তার হৈল তালভঙ্গ॥
মুনি কহে মোরে দেখি কর উপহাস।
সুন্দর শরীর তব হইবে বিনাশ॥
পাপী হয়ে জন্ম গিয়া রাক্ষসের কুলে।
ধরিয়া বিকট মূর্ত্তি থাকহ পাতালে॥
শুনিয়া মুনির শাপ বলে বিদ্যাধর।
কি দোষে দারুণ শাপ দিলে মুনিবর॥
অজ্ঞান পাতকী আমি তোমা নাহি চিনি।
ত্রিভুবনে পূজিত আপনি মহামুনি॥
কৃপা কর ধরি আমি তোমার চরণ।
কর প্রভু এ পাপীর পাপবিমোচন॥
শক্রধনুবচন শুনিয়া মুনিবর।
প্রসন্ন হইয়া তবে করেন উত্তর॥
আমার বচন কভু না হইবে আন।
পাতালে রহিবে হয়ে রাক্ষসপ্রধান॥
তপঃফলে মহামায়া থাকিবেন ঘরে।
সুখেতে করিবে রাজ্য মহেশের বরে॥
দুরন্ত রাক্ষসবংশ করিতে সংহার।
মনুষ্যরূপেতে বিষ্ণু হবে অবতার॥
সেই রামলক্ষ্মণেরে লয়ে যাবে হরে।
পাতালে রাখিবে লয়ে আপনার পুরে॥
মুণ্ড কাটা যাবে তোর হনুমানহাতে।
শাপে মুক্ত হয়ে পুনঃ আসিবে স্বর্গেতে॥
হনুমানহাতে হবে শাপবিমোচন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥
এতেক বলিয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই সে মহীরাবণ পাতালভুবনে॥
মুনির বচন কভু নহে ত অন্যথা।
দেবগণ চলি গেল দুইভাই যথা॥



হনূমানকর্ত্তৃক মহীরাবণবধ

ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কৌতুকে দেখিতে যান মহীর মরণ॥
যতেক দেবতাগণ রহে শূন্যপথে।
মহামায়া পূজে মহী হরষিতচিতে॥
রাশি রাশি ফুলফল দিয়া রাজা পূজে।
শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল নানাবাদ্য বাজে॥
অর্চ্চনা করিল রাজা খাণ্ডা খরশান।
প্রণাম করিতে মহী কৈল সন্বিধান॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ বলে প্রণাম না জানি।
কেমনে প্রণাম করে দেখাও আপনি॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারি।
রামেরে দেখায় রাজা নমস্কার করি॥
দণ্ডবৎ শত করে দেবীর সম্মুখে।
প্রতিমার আড়ে থাকি হনুমান দেখে॥
দেবীর হাতের খড়্গ লয়ে হনূমান।
লাফ দিয়া মহীরে করিল দুইখান॥
প্রতিমারূপিণী দেবী মহামায়া হাসে।
অনুচরগণ দেখে পলায় তরাসে॥
মুক্ত করিলেন হনূ শ্রীরামলক্ষ্মণে।
হনূর প্রতাপ দেখি হাসেন দুজনে॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগণ।
হনুমানে কোল দিলা শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
অদ্ভুত অশ্রুত কথা রাম-অবতার।
সেবক হইতে হৈল রামের নিস্তার॥
মুনিশাপে মুক্ত হৈল সে মহীরাবণ।
গন্ধর্ব্বরূপেতে গেল অমরভুবন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥



অহিরাবণবধ

মহীরাবণ মৈল দেখি যত নিশাচর।
ধাইয়া কহিল বার্ত্তা পুরীর ভিতর॥

পলায় সকল লোক কেহ নাহি রহে।
কপালে যা লেখা থাকে খণ্ডিবার নহে॥
আচম্বিতে রাজালয়ে পড়িল প্রমাদ।
অন্তঃপুরে মহারাণী পাইল সংবাদ॥
রাজার মরণ শুনি রাণী জ্বলে কোপে।
আলুথালু বেশভূষা অধরোষ্ঠ কাঁপে॥
রাণী বলে এই ছিল যোগাছার মনে।
এতকাল পূজা খেয়ে মারিল রাজনে॥
মহীরে দিলেক বলি দেবীর সাক্ষাতে।
মজিল আমার রাজ্য মহামায়া হতে॥
দেবীর সহায় হয় কপি আর নর।
কি দোষেতে মহীরে ভাবিল দেবী পর॥
আগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে।
নরবানরের প্রাণ লব শেষকালে॥
এতেক বলিয়া মহীরাবণের নারী।
ধনুক লইয়া উঠে 'মার মার' করি॥
সঙ্গেতে সাজিল সেনা অসংখ্যগণন।
হনূর উপরে করে বাণবরিষণ॥
বড় বড় বৃক্ষ যত মারে হনূমান।
বাণেতে কাটিয়া রাণী করে খান খান॥
মনেতে ভাবিয়া কিছু না পায় মারুতি।
কোপ করি রাণীর উদরে মারে লাথি॥
দশমাস গর্ভ ছিল রাণীর উদরে।
প্রসবে সন্তান এক মহা ভয়ঙ্করে॥
অষ্টগোটা বাহু তার চারিগোটা মুণ্ড।
বিকট মূরতি তার দেখিতে প্রচণ্ড॥
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র অদ্ভুতবিক্রম।
দুইচক্ষু রক্তবর্ণ যুগান্তের যম॥
মহাযুদ্ধ আরম্ভিল হনূমানসনে।
সাপটিয়া কীললাথি মারে হনূমানে॥
গর্ভের রুধির পুঁজে ব্যাপিত শরীরে।
আচম্বিতে সংগ্রামেতে সিংহনাদ করে॥
উলঙ্গ উন্মত্ত যেন পাগলসমান।
তাহার বিক্রম দেখে হাসে হনূমান॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ হাসে দেখিয়া রাক্ষস।
হনূমান বলে বেটার বড়ই সাহস॥
এখনি জন্মিয়া পুত্র করে ঘোররণ।
মহীরাবণের বেটা সে অহিরাবণ॥
আথালিপাথালি হানে মারুতির বুকে।
কিছু নাহি বলে হনূ সম্বরিয়া থাকে॥

হনূমান বলে বেটার আস্থা দেখি অতি।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সংহতি॥
মারিবারে হনূমান ধায় উভরড়ে।
ধরিতে না পারে শিশু পিছলিয়া পড়ে॥
হেনকালে হনূমান চিন্তিল উপায়।
পবনস্মরণে রণে ঝড় বয়ে যায়॥
বিষম বাতাসে ধূলা লাগে তার গায়।
পাছড়িয়া ধরে হনূ আর কোথা যায়॥
দুইপদে ধরি তারে লয়ে ফেলে দূর।
পাথরে আছাড় মারি হাড় কৈল চূর॥
সংগ্রামে আইল আর যত যত জন।
লইল সবার প্রাণ পবননন্দন॥
পাতালের মুনিঋষি হৈল আনন্দিত।
ভয় দূরে গেল সবে মহা হরষিত॥
গেলেন দেবতাগণ আপনার স্থান।
হনূমানে সকলেতে করিল কল্যাণ॥
শত্রুরে মারিয়া যাত্রা কৈল তিনজন।
মহীর পূজিত দেবী কহেন তখন॥
সাধিয়া রামের কার্য্য চলিলা সত্বর।
সেবা কে করিবে মম পাতালভিতর॥
এত শুনি হনূমান করি নমস্কার।
দেবীরে পাতাল হৈতে করিল উদ্ধার॥
হইয়া হরিষযুক্ত চলে তিনজন।
আগে রাম পাছে হনূ মধ্যেতে লক্ষ্মণ॥
সুড়ঙ্গের পথে তবে উঠি তিনজন।
আপন কটকে গিয়া দিলা দরশন॥
বন্দে রামলক্ষ্মণে সুগ্রীববিভীষণ।
জাম্বুবানে দিল কোল এই তিনজন॥
হনূর প্রশংসা করে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
হনূমানে কোল দিল সুগ্রীববিভীষণ॥
জাম্বুবান কোল দিয়া কৈল আলিঙ্গন।
ধন্য হনূমান বলে যত কপিগণ॥
দুইপ্রহর আকাশে যবে দিবাকর।
সিংহনাদ ছাড়ে যত ভল্লুকবানর॥
চারিদ্বার চাপি কপি করে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণরাজা গণিল প্রমাদ॥
মহীরাবণ পড়িল শুনিয়া দশানন।
জীবনের আশা ছাড়ি করিছে ক্রন্দন॥
রামায়ণ গাইলেন কবি কৃত্তিবাস।
যেই জন শুনে তার পূরে অভিলাষ॥

রাবণের তৃতীয় দিবস যুদ্ধে গমন

স্ত্রীলোকের ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে।
অভিমানে শোকে মত্ত রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
যুঝিবার তরে সাজে রাজা দশানন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত কৈল রাজ-আভরণ॥
ভয়ে অভিমানে রাজা আঁখি ছল ছল।
কোপমনে যুঝিতে চলিল রণস্থল॥
আপনি করিছে সাজ লঙ্কা-অধিকারী।
মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী॥
দশমুণ্ডে রতনমুকুট সারি সারি।
পরিলেক মৃগমদ সুগন্ধি কস্তূরী॥
নানা অলঙ্কারে করে ভুবন উজ্জ্বল।
দশভালে দশ মণি করে ঝলমল॥
কোপে কাঁপে অধরোষ্ঠ চলে রণমুখে।
দশহাজার রাণী এসে ঘেরে চারিদিকে॥
কেহ ধরে আশেপাশে কেহ ধরে কর।
কারো পানে ফিরিয়া না চান লঙ্কেশ্বর॥
না থাকে রাবণরাজা কারো উপরোধে।
রাণী মন্দোদরী গিয়া পশ্চাতে বিরোধে॥
মন্দোদরী বলে শুন লঙ্কা-অধিপতি।
বুদ্ধিমন্ত হয়ে কেন ছন্ন হৈল মতি॥
পরমপণ্ডিত তুমি বলে মহাবীর।
বিশ্রবামুনির পুত্র পরমসুধীর॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল জিনিলে বাহুবলে।
যম-ইন্দ্র কম্পমান তোমারে দেখিলে॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি লঙ্কা-অধিকারী।
আমি কি বুঝাব তোমা হীনবুদ্ধি নারী॥
তথাপি কিঞ্চিৎ বলি কর পরিহার।
স্থির হয়ে দাণ্ডাইয়ে শুন একবার॥
মুনিগণ কহে সর্ব্বশাস্ত্রেতে বিহিত।
রমণীর সুমন্ত্রণা শুনিতে উচিত॥
বিপত্তে সুবুদ্ধি যদি রমণীতে বলে।
সে বুদ্ধে পুরুষ থাকে পরমকুশলে॥
বহুকাল লঙ্কাপুরে করিলে রাজত্ব।
কোন্ যুগে দেখিয়াছ এমন অনিত্য॥
কোন্ কালে বানরেতে লঙ্ঘেছে সাগর।
কোন্ কালে সলিলেতে ভেসেছে পাথর।
অপরূপ এমন শুনেছ কোন্ দেশে।
পাষাণ মনুষ্য হয় চরণপরশে॥
শ্রীরাম মনুষ্য নয় বিষ্ণু-অবতার।
সীতা ফিরে দেহ যুদ্ধে কার্য্য নাহি আর॥
দশানন বলে সীতা দিতে পারি ফিরে।
হাসিবেক বিভীষণ না সবে শরীরে॥
কহিবেক ইন্দ্র আদি যত দেবগণ।
যুদ্ধে হেরে সীতা ফিরে দিলেক রাবণ॥
ছোট হয়ে খোঁটা দিবে বড় ভয় বাসি।
সুস্থির হইয়ে গৃহে বৈসহ প্রেয়সি॥
বরঞ্চ রামের শরে ত্যজিব জীবন।
না পারিব সীতা ফিরে দিতে কদাচন॥
মন্দোদরী বলে জানি ভাগ্য হৈলে হীন।
বল বুদ্ধি পরাক্রম পাসরে প্রবীণ॥
আসন্ন সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত।
কোপ না করিহ, রাজা, শুনহ কিঞ্চিৎ॥
সংসারের কর্ত্তা রাম পতিতপাবন।
ত্রিভুবনে সকলেরে করেন পালন॥
সত্ত্বগুণে যেই প্রভু পালেন সবারে।
শত্রুভাবে আইলেন মারিতে তোমারে॥
লক্ষ্মীরূপা সীতাদেবী পূজিতা ভুবনে।
লক্ষ্মীরে দিতেছ দুঃখ অশোকের বনে॥
যে জন পালনকর্ত্তা সেই জন মারে।
অভাগ্য তোমার মত নাহিক সংসারে॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে লঙ্কা-অধিকারী।
সামান্য হে বুদ্ধি তব রাণি মন্দোদরি॥
শক্তিরূপা মহালক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণী।
তুমি কি বুঝাবে মোরে আমি তাহা জানি॥
জপ যজ্ঞ পূজা করি রাখিতে না পারে।
বিনা অর্চ্চনাতে পড়ি আছেন দুয়ারে॥
নিরাহারে অনাহারে জপে কতজন।
মৃত্যুকালে নাহি পায় যেই শ্রীচরণ॥
ধ্যানযোগে ভাবিয়া না পায় মুনিঋষি।
সে রাম ভাবেন মোরে নিরাহারে বসি॥
জাগিছে আমার রূপ শ্রীরামের মনে।
ভাবিছেন আমারে বধিবে কতক্ষণে॥
মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে॥
বিষ্ণুদূতে লয়ে যাবে তুলিয়ে বিমানে।
সমান প্রতাপে যাব জীবনে-মরণে॥
ইন্দ্র আদি দেবতা জীবনে আজ্ঞাকারী।
মরিয়া বৈকুণ্ঠে আমি যাব সর্ব্বোপরি॥

না বুঝিয়া ভাগ্যহীন কহিলে আমারে।
আমা সম ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে॥
দেখিব করিয়া যুদ্ধ মরি কিবা মারি।
সম্বরি ক্রন্দন গৃহে যাহ মন্দোদরি॥
মরণ নিকটে তার কি করে ঔষধে।
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে॥
স্বামিপ্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল।
মন্দোদরীচক্ষে জল করে ছল ছল॥
অন্তরে জানিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর।
দশহাজার সতিনীতে নিল অন্তঃপুর॥
অষ্টাদশ বৃহন্দের বাহিরে রাবণ।
সারথি সাজায়ে রথ যোগায় যখন॥
কনকরচিত রথ সুগঠন চাকা।
উপরেতে শোভা করে ধ্বজের পতাকা॥
বিচিত্রনির্ম্মাণ রথ সাজিল প্রচুর।
রথের উপরে রাজা সংগ্রামের শূর॥
দশানন বলে অস্ত্রধারী যতজনে।
ছোটবড় সাজিয়া আসুক মম সনে॥
মহীরাবণ পড়িল বংশচূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি॥
যতেক আছিল সৈন্য লঙ্কার ভিতর।
সাজিয়া রাবণসঙ্গে চলিল সত্বর॥
পশ্চিমদ্বারেতে আছে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে চলিল রাবণ॥



শ্রীরামের সাহায্যার্থ ইন্দ্রের রথপ্রেরণ

ভ্রমিছেন হাতে ধনু রাম রণস্থলে।
লঙ্কা তোলপাড় বানরের কোলাহলে॥
কোলাহল শুনি রাবণ আইল ত্বরিতে।
ভুবনবিজয়ী ধনুর্ব্বাণ করি হাতে॥
চারিচাকা রথখান অষ্টঘোড়া বহে।
কনকরচিত রথ ত্রিভুবন মোহে॥
হেন রথে উঠি যুঝে রাজা দশানন।
শ্রীরাম উপরে করে বাণবরিষণ॥
রথেতে রাবণ যুঝে রাম ভূমিতলে।
দেবগণ কম্পমান গগনমণ্ডলে॥
লইলা ব্রহ্মার আজ্ঞা যতেক অমর।
পাঠাইলা রাম লাগি রথ পুরন্দর॥
স্বর্গ হৈতে আসে রথ পড়িছে বিজুলি।
রথ হৈতে প্রণমিল সারথি মাতলি॥
ইন্দ্র পাঠাইল রথ দিব্যধনুঃশর।
আর এক পাঠাইল সুবর্ণটোপর॥
মারি, প্রভু, রাবণে দেবের কর হিত।
ত্রিভুবনে কীর্ত্তি রাখ রামায়ণ-গীত॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব আর বিভীষণ।
আচম্বিতে রথ দেখি চমকিতমন॥
কোথাকার রথখান কাহার মাতলি।
রাবণপ্রেরিত রথ মায়ার পুত্তলি॥
রামেরে জিনিতে নারে দুষ্ট দশস্কন্ধ।
রথে তুলি কোথা লবে করিয়ে প্রবন্ধ॥
ইন্দ্ররথ সে রাবণ দেখি রণস্থল।
চিন্তিত হইল মনে টুটে আসে বল॥
রথের সারথি রাম কৈল প্রদক্ষিণ।
রথে উঠে রঘুনাথ সংগ্রামে প্রবীণ॥
চিনিল রাবণরাজা ইন্দ্রের বিমান।
মনে মনে দশানন করে অনুমান॥
কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ ভাইকুম্ভকর্ণ।
এখনি দেবতা মেরে করিতাম চূর্ণ॥
এত দিন করি সেবা সেবকের মত।
অসময় দেখে হৈলি শত্রু-অনুগত॥
শত্রুকে পাঠাও রথ আমা বিদ্যমানে।
এত বলি কোপদৃষ্টে চাহে স্বর্গপানে॥
কোপমনে মাতলিরে কহে লঙ্কেশ্বর।
সবলের অনুবল যতেক অমর॥
এইবার যুদ্ধে যদি বাঁচয়ে জীবন।
একে একে কাটিব সকল দেবগণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
রথ দেখি রামসৈন্য ভাবে মনে মন॥



শ্রীরামের সহিত রাবণের যুদ্ধ

কোপ সম্বরিয়া রাজা বসি মনোদুঃখে।
রথ চালাইয়া দিল রামের সম্মুখে॥
কোপেতে রাবণ করে বাণ-অবতার।
তিনলক্ষ বাণ মারে সর্পের আকার॥
সর্পবাণ দেখে রামের লাগিল তরাস।
বুঝি পুনঃ এড়িল বন্ধন নাগপাশ॥

নাগপাশ নিবারণে জানেন সন্ধান।
মন্ত্র পড়ি শ্রীরাম এড়েন খগবাণ ॥
গরুড় হইয়া বাণ আকাশেতে বুলে।
রাবণের সর্পবাণ ধরে ধরে গিলে ॥
সর্পবাণ ব্যর্থ গেল কুপিল রাবণ।
রামের উপরে করে বাণবরিষণ ॥
বাণ বরষিয়া বিন্ধে ইন্দ্রের মাতলি।
জর্জ্জর ইন্দ্রের অশ্ব মুখে ভাঙ্গে নালি ॥
কোপেতে রাবণ বজ্র জাঠা লয় হাতে।
জাঠা দেখি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে ॥
জাঠাগাছ হাতে করি তর্জ্জে লঙ্কেশ্বর।
ডাকিয়া রামের তরে করিছে উত্তর ॥
এই আমি জাঠা মারি পুরিয়া সন্ধান।
রক্ষা কর দেখি, রাম, ধরি ধনুর্ব্বাণ ॥
মন্ত্র পড়ি দশানন জাঠাগাছ এড়ে।
যত দূর যায় জাঠা তত দূর পুড়ে ॥
বৃক্ষের নিকট গেলে বৃক্ষ সব জ্বলে।
আলো করি আসে জাঠা গগনমণ্ডলে ॥
যতবাণ এড়ে রাম জাঠা নিবারিতে।
সর্ব্ব-অস্ত্র পুড়ে যায় জাঠার অগ্নিতে ॥
বাণ পোড়াইয়া জাঠা যায় বায়ুবেগে।
মাতলি তখন কহে শ্রীরামের আগে ॥
ইন্দ্র পাঠাইল শেল সংসারবিজয়।
সেই শেল মার, প্রভু, জাঠা হবে ক্ষয় ॥
এড়িলেক শেলপাট মাতলির বোলে।
রাবণের জাঠা কাটি পাড়ে ভূমিতলে ॥
জাঠাগাছ কাটা গেল রুষিল রাবণ।
রামের উপরে করে বাণবরিষণ ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর।
বাণ ফুটে রঘুনাথ হইলা কাতর ॥
কাতর হইয়া রাম ধনু দিলা টান।
বিন্ধি রাবণের অঙ্গ কৈলা খান খান ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রামভিতরে।
কোপে রাম গালি পাড়ি বলে রাবণেরে।
সকলে বলে তোরে রাবণমহারাজ।
পরস্ত্রী হরিতে তোর মুখে নাহি লাজ ॥
সীতা যদি আনিতি আমার বিদ্যমানে।
সেইদিন পাঠাতাম খরের সদনে ॥
বিদ্যমানে না আনিয়া করিলি যে চুরি।
দেখাদেখি পাঠাইব আজি যমপুরী ॥
দশমুণ্ড সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে।
গড়াগড়ি যাবে মুণ্ড সমুদ্রের ধারে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবেন্দ্র বাসুকি।
পড়িলি আমার হাতে কার সাধ্য রাখি ॥
গালি দিয়া শ্রীরামের বল বেড়ে আসে।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ মারেন হরিষে ॥
গাছপাথর বানরে ফেলে চারিভিতে।
চারিদিকে মারে রাবণ না পারে সহিতে ॥
আয়ুঃশেষ হয়ে রাবণ টুটে আসে বলে।
চারিদিকে রামরূপ রাবণ নেহালে ॥
বজ্র-অস্ত্র মারে রাম রাবণ উপর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর ॥
হাত-পা আছড়ি রাজা করে ধড়ফড়।
রথ লয়ে সারথি উঠিয়া দিল রড় ॥
কতদূর গিয়ে রাজা পাইল চেতন।
সারথিরে গালি পাড়ে ঘূর্ণিতলোচন ॥
বৈরী-সনে রণ আমি করি রণস্থলে।
রথ লয়ে পলাইয়া এলি কার বোলে ॥
বলে ত্রুটি দেখি, বেটা, হইলি কাতর।
অল্পজ্ঞান কৈলি, বেটা, বুকে নাহি ডর ॥
রাম-সনে যুক্তি করি আছ মম সনে।
ভঙ্গ দিয়া এলি, বেটা, ভয় নাই মনে ॥
ভয়েতে সারথি কহে যোড় করি হাত।
আমারে না কর কোপ রাক্ষসের নাথ ॥
রণে মূর্চ্ছা দেখি তব বিষম সংগ্রাম।
রণশ্রমে ঘোড়ার বহিল কালঘাম ॥
সারথি ফিরায়ে রথ রাখে যোদ্ধাপতি।
সারথির ধর্ম্ম এই শুন নরপতি ॥
রণে মূর্চ্ছা দেখি তব হইনু অন্তর।
অবিচারে কেন মোরে বল কটূত্তর ॥
হিতচিন্তা করিতে হইল বিপরীত।
আমারে দিতেছ দোষ নহে ত উচিত ॥
কোপ না করিহ, রাজা, না কহিও বাড়া।
এত বলি চালাইয়া দিল অষ্টঘোড়া ॥
কোপমনে অশ্বপৃষ্ঠে মারিল চাবুক।
বেগে উত্তরিল রথ রামের সম্মুখ ॥
রাম বলে মাতলি হে হও সাবধান।
আর বার রাবণ আইল বিদ্যমান ॥
মনে মনে চিন্তিয়া মরণ কৈল সার
মরেছিল আর বার পাইল নিস্তার ॥

ইন্দ্রের সারথি বড় যুদ্ধে বিচক্ষণ।
রথ চালাইয়া দিল ত্বরিতগমন ॥
রাবণের রথ উপনীত শীঘ্রগতি।
দুইজনে বাণ বর্ষে যতেক শকতি ॥
দুই রথ পতাকা হইল ঠেকাঠেকি।
অগ্নিসম বাণ মারে দুজনে ধানুকী ॥
অসুরে ডাকিয়া বলে জিনুক রাবণ।
রামের হউক জয় কহে দেবগণ ॥
হেনকালে রঘুনাথ পূরিয়া সন্ধান।
রাবণের শরীরে মারিল তীক্ষ্ণবাণ ॥
সেই বাণ সহি রাজা গদা নিল হাতে।
তর্জ্জন করিয়া গদা ছাড়ে শূন্যপথে।
অর্দ্ধচন্দ্রবাণে রাম সেই গদা কাটে।
গদা কাটি সে বাণ রাবণ-অঙ্গে ফুটে ॥
রক্তবর্ণ গদা রাবণ এড়ে পুনর্ব্বার।
পিশাচ-অস্ত্রেতে রাম করিলা সংহার ॥
শিবমন্ত্র পড়ি রাবণ শিবশূল এড়ে।
শঙ্করবাণেতে রাম শূন্যে কাটি পাড়ে ॥
ক্রোধে জ্বলে রাবণের দু-আঁখি দেউটি।
রামের উপরে পুনঃ এড়ে বাণ জাঠি ॥
রক্তবর্ণ জাঠাগাছ পঞ্চাশ যোজন।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
সূর্য্যতেজ ধরে জাঠা অগ্নি উঠে মুখে।
বিপরীত শব্দে আসে রামের সম্মুখে ॥
জাঠাগাছ দেখি হৈল রামের বিস্ময়।
ধনুকে টঙ্কার দেন রাম মহাশয় ॥
আস্তেব্যস্তে রামচন্দ্র নানা অস্ত্র এড়ে।
জাঠার অগ্নিতে বাণ ভস্ম হয়ে উড়ে ॥
লক্ষ লক্ষ বাণ পুড়ি জাঠাগাছ আসে।
ত্রাসেতে পর্ব্বতবাণ শ্রীরাম বরিষে ॥
পবনবেগেতে জাঠা আসে শীঘ্রগতি।
করযোড়ে বলে তবে মাতলি সারথি ॥
পাঠায়েছেন দেখহ ইন্দ্র শেলপাটে।
ঝাট ছাড়ি সেই শেল জাঠা পাড় কেটে ॥
মাতলির বাক্যে রাম শেলপাট এড়ে।
রাবণের জাঠাগাছ শেলে কাটি পাড়ে ॥
জাঠাগাছ কাটা গেল রাবণের ত্রাস।
জাঠা কাটি শেল আসে শ্রীরামের পাশ ॥
জাঠা ব্যর্থ দেখে রাজা যুড়ে নাগপাশ।
সহস্র সহস্র ফণী দেখে লাগে ত্রাস ॥

পূর্ব্বে রাম পড়েছিলা যেই নাগপাশে।
সেই বাণ দেখে রাম কাঁপিলেন ত্রাসে ॥
শ্রীরাম গরুড়-অস্ত্র এড়ে বাহুবলে।
রাবণের নাগগণে ধরে ধরে গিলে ॥
ব্যর্থ গেল নাগপাশ দেখি দশানন।
রামের উপরে বাণ করে বরিষণ ॥
সপ্তধার বাণে রাম নানা অস্ত্র কাটে।
অস্ত্র কেটে রাবণের অঙ্গে রহে ফুটে ॥
ক্রোধে করে দুজনাতে বাণবরিষণ।
লেখাজোখা নাহি বাণ বরিষে দুজন ॥
চক্ষু মুদি ধনুক টানয়ে দুইজনে।
অগ্নিময় দেখে কম্প লাগে ত্রিভুবনে ॥
অষ্টবসু সূর্য্য আদি কাঁপে রসাতলে।
শূন্যেতে দেবতাগণ পলায় সকল ॥
ঘন ঘন উল্কাপাত তাবাগণ খসে।
ত্রিভুবন কম্পমান শ্রীরামের ত্রাসে ॥
শ্রীচরণভরে লঙ্কা করে টলমল।
সিংহনাদে উথলিল সাগবের জল ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মনে হেন গণি।
ধনুকের টঙ্কাব বাণেব ঠন্‌ঠনি ॥
রোধ হৈল চন্দ্রসূর্য্যগমনাগমন।
দিবারাত্রি সপ্তাহ বিচ্ছেদ নাহি রণ ॥
সপ্তদিন নাহি দেখি কে আছে কোথায়।
সুগ্রীব-অঙ্গদ আদি পলাইয়া যায় ॥
নল নীল সুষেণ পলায় হনুমান।
সসৈন্যে পলায় সবে লইয়া পরাণ ॥
শরভঙ্গ দ্বিবিদ পলায় উভরায়।
পনস কেশরী ছুটে ফিরিয়া না চায় ॥
আপন কটকে কপি পলায় অপার।
দৃষ্টি নাহি চলে লঙ্কা বাণে অন্ধকার ॥
আছাড়ি ফেলিল হাতে ছিল শালবৃক্ষ।
ঊর্দ্ধমুখে সসৈন্যেতে পলায় গবাক্ষ ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ ক্রোধে শমনসমান।
ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে যেন যমসম বাণ ॥
নিশাচর পলাইল ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
আশীকোটি ভল্লুকে পলায় জাম্বুবান ॥
রামরাবণের যুদ্ধে নাহি লেখাজোখা।
দোঁহার অঙ্গের মাংস হৈল চাকা চাকা ॥
স্বর্গে ইন্দ্রদেব কাঁপে পাতালেতে বলি।
বাণের আগুনে দীপ্ত হয় রণস্থলী ॥

শ্রীরাম এড়েন বাণ তারা যেন ছুটে।
রাবণের অঙ্গে তাহা কাঁটাহেন ফুটে॥
মারিলেন অগ্নিবাণ ঘোর শব্দ শুনে।
হেন বাণ দশানন কিছুই না জানে॥
শ্রীরাম এড়েন বাণ নামে বেড়াপাক।
রণস্থলে ফিরে যেন কুমারের চাক॥
ঝঞ্চনা পড়িছে যেন উঠে মহাশব্দ।
বাণ খেয়ে দশানন হয়ে রহে স্তব্ধ॥
বজ্রের সমান সেই বাণ ছুটে যায়।
নিস্তেজ হৈল রাবণ সেই বাণঘায়॥
গায়ের ভূষণ গেল মাথার মুকুটে।
রক্তমাংস নাহি গায় অস্থি ভেদি ফুটে॥
অস্থি বিন্ধে রঘুনাথ করিল জর্জ্জর।
তবু যুঝে দশানন সংগ্রামভিতর॥
বিভীষণ বলে, রাম, ধর্ম্ম-অস্ত্র এড়।
রাবণের স্বর্ণপাটা ভূমে কাটি পাড়॥
বক্ষপাটা গেল কাটা রাবণ চিন্তিত।
মনে ভাবে ভগবতী ছাড়িলা নিশ্চিত॥
বিশেষ জানিনু রাম বিষ্ণু-অবতার।
জন্মিলে মরণ আছে চিন্তা কি তাহার॥
সফল জীবন মম রাম যদি মারে।
রামের সম্মুখে আজি ত্যজি কলেবরে॥
জনম সফল হবে যাব স্বর্গবাস।
রামের শ্রীমুখ দেখি রাবণের হাস॥
মনে ভাবে প্রীতিবাক্য না কব রামেরে।
দয়া উপজিলে নাহি মারিবে আমারে॥
রাবণ রামেরে বলে ছাড় অহঙ্কার।
আজিকার রণে তোরে করিব সংহার॥
খরদূষণ নহি আমি লঙ্কার রাবণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥
শ্রীরাম বলেন তোর কঠিন জীবন।
মম বাণ খেয়ে বেঁচে আছিস এখন॥
আর বার বাজে যুদ্ধ শ্রীরামরাবণে।
বাণের আগুন গিয়া উঠিল গগনে॥
ঘোর অন্ধকার নিশি বাণে দীপ্ত করে।
চিকুর চমকে যেন সংগ্রামভিতরে॥
এড়িল শঙ্করবাণ রাম রঘুবর।
বুকেতে বাজিয়া রাজা হইল কাতর॥
বাণ খেয়ে দশানন অন্তরেতে কাঁপে।
পার্ব্বতীর মহাশূল এড়িলেক কোপে॥
শূল ফুটে রঘুনাথ হৈল অচেতন।
চেতনা পাইয়া করে বাণবরিষণ॥
সহস্রাক্ষবাণ রামের চলে ঊর্দ্ধমুখে।
অবিলম্বে পড়ে গিয়া রাবণের বুকে॥
বাণাঘাতে মহাত্রাস পাইল রাবণ।
বিষ্ণুমন্ত্রে গদা রাম মারেন তখন॥
কালচক্রে কাটে গদা রাজা দশানন।
গদা ব্যর্থ গেল ভাবে কমললোচন॥
পাশুপতবাণ মারে রাজা দশানন।
বিষ্ণুচক্রে কাটিলেন শ্রীরাম তখন॥
অতি ক্রোধে এড়িলেন বাণ মহাকাল।
রাবণের বুকে বিন্ধি প্রবেশে পাতাল॥
বাণ খেয়ে দশানন ভাবে মনে মন।
যোড়হাতে স্তব করে শ্রীরামে তখন॥
হাতের ধনুকবাণ ফেলি ভূমিতলে।
কর যুড়ি করে স্তব বস্ত্র দিয়ে গলে॥
বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি।
নিদানে সৃজিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
কালে মহাকাল বিশ্বকালে কর লয়॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি চরাচর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর॥
নিরাকার সাকার সকল রূপ তুমি।
তোমার মহিমাসীমা কি জানিব আমি॥
না জানি ভকতি স্তুতি জাতি নিশাচর।
শ্রীচরণে স্থানদান দেহ গদাধর॥
তুমি হে অনাদ্য আদ্য অসাধ্যসাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড কর খণ্ড বিনাশন॥
আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যানন্দন॥
জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার॥
অপরাধ মার্জ্জনা হে কর দয়াময়।
কুড়িহস্ত যুড়ি রাজা একদৃষ্টে রয়॥
কুড়িচক্ষে বারিধারা বহে অনিবার।
রাম বলে না হইল সীতার উদ্ধার॥
কার্য্য নাই রাজপাটে পুনঃ যাই বনে।
রাবণ পরমভক্ত মারিব কেমনে॥
কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রামনাম না করিবে আর॥

কেমনে মারিব বাণ ভক্তের উপর।
এত বলি ত্যজেন হাতের ধনুঃশর॥
বিমুখ হইয়া রাম বসিলেন রথে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে॥
স্তবে তুষ্ট হৈল যদি কমললোচন।
তবে ত মজিল সৃষ্টি না মৈল রাবণ॥
এত বলি দেবগণ করিয়া যুকতি।
উত্তরিল গিয়া যথা দেবী সরস্বতী॥
দেবগণ বলে, মাতা, করি নিবেদন।
প্রমাদ ঘটিল বড় না মৈল রাবণ॥
শ্রীরামে করিল স্তব তুষ্ট নিশাচর।
স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম ত্যজিল সমর॥
তুমি বৈস রাবণের কণ্ঠের উপর।
রিপুভাবে শ্রীরামে বলাও কটূত্তর॥
এত শুনি বাগ্‌দেবী চলিলা সত্বর।
বসিলেন রাবণের কণ্ঠের উপর॥
ডাক দিয়া বলে সেহ শুন রঘুপতি।
প্রাণের ভয়েতে তোমা নাহি করি স্তুতি॥
অবশ্য যুঝিব আমি আইস সত্বর।
একবাণে ভণ্ড বেটা যাবি যমঘর॥
শ্রীরাম বলেন মৃত্যু ইচ্ছিলি রাবণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥
এত বলি কোপেতে কম্পিত রঘুবর।
পুনর্ব্বার তুলিয়া নিলেন ধনুঃশর॥
পুনর্ব্বার লাগে যুদ্ধ শ্রীরামরাবণে।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে॥
সিংহে সিংহে পর্ব্বতে যেমন বাজে রণ।
সেইরূপ করে যুদ্ধ শ্রীরামরাবণ॥
পঞ্চবাণ যুড়ে রাম ধনুকের গুণে।
সে বাণ কাটে রাবণ অগ্নিমুখবাণে॥
গন্ধর্ব্বাস্ত্র মারে রাম রাবণের গায়।
দশানন মোহ গেল সেই অস্ত্রবায়॥
হেনকালে যুক্তি দিলা মিত্র বিভীষণ।
কাটহ ব্রহ্মকবচ মরুক রাবণ॥
ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র হানে।
কবচ কাটিয়া পড়ে শ্রীরামের বাণে॥
ব্রহ্মকবচ কাটিয়া তীক্ষ্ণ-অস্ত্র হানে।
তবু যুঝে দশানন শ্রীরামের সনে॥
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলিছে রাবণে।
কি করিতে পার, রাম, মনুষ্যপরাণে॥
রাবণের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
অবশ্য, রাবণ, তোরে করিব বিনাশ॥
যত বাণ মারে রাম না মরে রাবণ।
রাবণ মরিবে কিসে ভাবে নারায়ণ॥
সন্ধান পূরিয়া রাম কালচক্র এড়ে।
রাবণের মাথা কাটি ভূমিতলে পাড়ে॥
একমাথা কাটা গেল দেখে দেবগণ।
আর মাথা সেইখানে উঠে ততক্ষণ॥
আর বার রঘুনাথ অর্দ্ধচন্দ্রবাণে।
দুইমাথা পাড়িল কাটি সেইখানে॥
রণস্থলে রাবণের উঠে দুইমাথা।
বিস্ময় মানিল দেখি সকল দেবতা॥
আর বার রঘুনাথ এড়ে ব্রহ্মজাল।
তিনমাথা কাটি বাণ সান্ধায় পাতাল॥
তিনমাথা কাটা গেল দেখে দেবগণে।
পুনঃ তার তিনমাথা উঠে সেইক্ষণে॥
আর বার সন্ধান পূরিলা রঘুবীর।
ঐষীকবাণেতে তার কাটিলেন শির॥
চারিমাথা কাটা গেল অতি চমৎকার।
ব্রহ্মবরে চারিমাথা উঠে আর বার॥
মাথা কাটা গেল নাহি মরে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে পঞ্চমাথা কাটেন সত্বর॥
পাঁচমাথা কাটি রাম মনে আনন্দিত।
সেই পাঁচমাথা তবে উঠে আচম্বিত॥
আর বার রামচন্দ্র এড়ি যমদণ্ড।
মুকুটসহিত কাটে ছয়গোটা মুণ্ড॥
মাথা কাটা গেল তবু রণে নাহি টুটে।
সেইক্ষণে রাবণের ছয়মাথা উঠে॥
ধর্ম্মচক্রবাণ রাম যুড়েন ধনুকে।
সাতমাথা কাটিলেন সর্ব্বজন দেখে॥
মাথা কাটা গেল তবু যুঝিছে রাবণ।
সপ্তমুণ্ড রাবণের উঠে ততক্ষণ॥
সপ্তসারবাণে রাম অষ্টমুণ্ড কাটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার অষ্টমুণ্ড উঠে॥
নয়মাথা কাটিলেন রঘুনাথ কোপে।
সেইক্ষণে নয়মাথা উঠে একচাপে॥
দশমাথা কাটা গেল দশমাথা উঠে।
তথাপি রাবণ যুঝে রামের নিকটে॥
শ্রীরাম বলেন বেটা বড়ই দুর্ব্বার।
মাথা কাটা গেল তবু যুঝে আর বার॥

অর্দ্ধচন্দ্রবাণে রাম পূরিলা সন্ধান।
রাবণের মধ্য কাটি করে দুইখান॥
অর্দ্ধ-অঙ্গ পড়ে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
ব্রহ্মবরে অর্দ্ধ-অঙ্গ অঙ্গে লাগে যোড়া
রাবণ পড়ে না তবু বড়ই দুর্ব্বার।
রামের উপরে করে বাণ-অবতার॥
রাবণের বাণে রাম জর্জ্জর শরীর।
সম্বরিয়া আকর্ণ পূরেন রঘুবীর॥
শতবার কাটিলেন রাবণের মাথা।
কাটিবামাত্রেতে উঠে তিল নাই ব্যথা॥
না মরে কাটিলে মাথা যুঝয়ে রাবণ।
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ॥



রাবণকর্ত্তৃক অম্বিকার স্তব

এত দেখি কোপে কাঁপে বীর দশানন।
চাপে চড়াইয়া বাণ করে বরিষণ॥
আচ্ছন্ন হইল রবি নাহি চলে দৃষ্টি।
বাণ হানে যেন মেঘে বরিষয়ে বৃষ্টি॥
বাণে বাণে ক্ষত অঙ্গ যতেক বানর।
তাহা দেখি হনূমান ক্রোধিত-অন্তর॥
লাফ দিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল।
বজ্রের সমান কীল রাবণে মারিল॥
মার খেয়ে দশানন হারায় চেতন।
ধূলায় লোটায়ে করে রুধিরবমন॥
চেতন পাইয়া কীল হনূমানে মারে।
'রামজয়' বলিয়া আপনি বীর সারে॥
এইরূপে কতক্ষণ হইল সংগ্রাম।
পরেতে সংগ্রাম আসি করেন শ্রীরাম॥
বাণে বাণে ক্ষত দেহ হৈল দুজনার।
দশানন সমর সহিতে নারে আর॥
অচৈতন্য হয়ে রাজা ধূলায় ধূসর।
অম্বিকারে স্তব করে হইয়া কাতর॥
কোথা মা তারিণি তারা হও গো সদয়
দেখা দিয়া রক্ষা কর মোরে অসময়॥
পতিতপাবনি পাপহারিণি কালিকে।
দীনজনজননি মা জগৎপালিকে॥
করুণানয়নে চাহ কাতর কিঙ্করে।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায়ে রামের সমরে॥
আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে।
শঙ্কর ত্যজিল তেঁই ডাকি মা তোমারে॥
তুমি দয়াময়ী, মাতা, শুনেছি পুরাণে।
তুমি শক্তি মুক্তি তৃপ্তি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থানে।
নানাগুণ ব্যক্ত তব এ তিন ভুবন।
রূপগুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপণ॥
যে তব শরণ লয় না থাকে আপদ।
প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অমর সম্পদ॥
আমার নাহিক আর ডাকিবার লোক।
কৃপাবলোকন করি নিবারহ শোক॥
এইরূপে স্তব যদি করিল রাবণ।
আর্দ্র হৈল হৈমবতী মন উচাটন॥
অম্বিকার স্তব করে কাতরে রাবণ।
কৃত্তিবাস গাহিলেন গীত রামায়ণ॥



রাবণকে অম্বিকার অভয়দান

স্তবে তুষ্টা হয়ে মাতা দিলা দরশন।
বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ॥
আশ্বাস করিয়া কন না কর রোদন।
ভয় নাই ভয় নাই রাজা দশানন॥
আসিয়াছি আমি আর কারে কর ডর।
আপনি যুঝিব যদি আসেন শঙ্কর॥
অসিতবরণা কালী কোলে দশানন।
রূপের ছটায় ঘনতিমিরনাশন॥
অলকা ঝলকা উচ্চকাদম্বিনীকেশ।
তাহে শ্যামারূপে নীলসৌদামিনী বেশ॥
করপদনখে শশী অনল প্রকাশে।
বিম্বফলতুলিত অধরে মন্দ হাসে॥
শোক গেল রাবণের দেবীদরশনে।
হইল সাহ্লাদচিত্ত দুঃখবিনাশনে॥
নয়নে গলিতধারা সবিনয়ে কয়।
বলে দয়াময়ী বিনে সদয়া কে হয়॥
সাক্ষাতে করিয়া স্তব রাজা লঙ্কেশ্বর।
সংগ্রামে রামের সনে চলে অতঃপর॥
ছাড়ে ঘন হুহুঙ্কার গভীর গর্জ্জন।
বাণবরিষণ করে করিয়া তর্জ্জন॥
আগুসরি যুদ্ধে এল রামরঘুপতি।
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী॥

বিস্ময় মানিয়া রাম ফেলি ধনুর্ব্বাণ।
প্রণাম করিল তাঁরে করি মাতৃজ্ঞান॥
বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ।
রাবণবিনাশে, মিতা, হৈল ব্যাঘাত॥
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে।
রক্ষিছে রাবণে আজি হরবরাঙ্গনে॥
ঐ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ।
জলদবরণী-কোলে রাজা দশানন॥
দেখিয়া সে বিভীষণ বলে সবিস্ময়।
প্রমাদ ঘটিল কিবা হবে দয়াময়॥
বিষণ্ণ হইয়া রাম বসিলা ভূতলে।
পরম বিমর্ষ হয়ে চিন্তিত সকলে॥
তারা যদি করিলেন এমন ব্যাঘাত।
তবে আর কে করিবে দশাস্যে নিপাত॥
উপায় নাহিক আব করিব কেমন।
দেখিয়া রামেব চিন্তা চিন্তে দেবগণ॥
এ সময়ে হৈমবতী কি করিলা আর্।
দেবারিষ্ট বিনাশে ব্যাঘাত চণ্ডিকার॥
বিধাতারে কহিলেন সহস্রলোচন।
উপায় করহ, বিধি, যা হয় এখন॥
বিধি কন বিধি আছে চণ্ডী-আরাধনে।
হইবে রাবণবধ অকালবোধনে॥
ইন্দ্র কন কর তাই বিলম্ব না সয়।
ইন্দ্রের আদেশে ব্রহ্মা করিবারে যায়॥



রাবণবধের জন্য অকালে দেবীর বোধন

রাবণবধের জন্য বিধাতা তখন।
আর শ্রীরামেরে অনুগ্রহের কারণ॥
এই দুই কর্ম্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন।
অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন॥
দেবগণসহিত পূজিল মহামায়।
এখানে চিন্তিত রাম কি করি উপায়॥
আমা হৈতে নাহি হৈল রাবণসংহার।
জনকনন্দিনী সীতা না হল উদ্ধার॥
মিথ্যা পরিশ্রম কৈনু লইয়া বানর।
মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন সাগর॥
মিথ্যা করিলাম যত রাক্ষসসংহার।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল ক্লেশমাত্র-সার॥

অনুপায় সকলি হইল এইবার।
বিভীষণে কহেন কি হবে, মিতা, আর॥
নয়নেতে বহে জল শুকাইল মুখ।
দেখিয়া বিভীষণের দুঃখে ফাটে বুক॥
বলে, প্রভু, আমার নাহিক সাধ্য আর।
আমা হৈতে হৈলে হৈত উপায় ইহার॥
এত শুনি কান্দেন আপনি রঘুরায়।
ধূলায় লোটায় ছিন্ন নীলোৎপলপ্রায়॥
লক্ষ্মণ কান্দিছে আর বীর হনুমান।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জাম্বুবান॥
রোদন করিছে সবে ছাড়িয়ে সমর।
দেখিয়া রামের দুঃখ কাতর অমর॥
ইন্দ্ররাজ বিধাতারে সবিনয়ে কয়।
শ্রীরামের দুঃখ আর প্রাণে নাহি সয়॥

ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী কন কমণ্ডলুপাণি
উপায় কেবল দেবীপূজা।
তুমি পূজি যে চরণ জিনিলে অসুরগণ
বোধিয়া শরতে দশভুজা॥
পূজা রাম কৈলে তার হবে রাবণসংহার
শুন সার সহস্রলোচন।
শুনি কহে সুবপতি যাহ তুমি শীঘ্রগতি
জানাও শ্রীবামে বিবরণ॥
প্রেমে পুলকিতচিত পদ্মযোনি আনন্দিত
শ্রীবাম-নিকটে উপনীত।
বিনয় করিয়া কয় শুন প্রভু দয়াময়
রাবণবধের যে বিহিত॥
ব্রহ্মার বচন শুনি কন রামগুণমণি
কহ, বিধি, কি উপায় করি।
মিথ্যা শ্রম করিলাম অনুপায়ে ঠেকিলাম
রক্ষিল রাবণে মহেশ্বরী॥
বিধাতা কহেন প্রভু এককর্ম্ম কর বিভু
তবে হবে রাবণসংহার।
অকালে বোধন করি পূজ দেবী মহেশ্বরী
তরিবে হে এ দুঃখপাথার॥
শ্রীরাম কহেন তবে কিরূপে পূজিত হবে
অনুক্রম কহ শুনি তার।
শ্রীরাম আপনি কয় বসন্ত শুদ্ধ সময়
শরৎ অকাল এ পূজার॥

বিধি আছে নিরূপণ নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন
কৃষ্ণা নবমীর দিনে তাঁর।
সেদিন হয়েছে গত প্রতিপদে আছে মত
কল্পারম্ভে সুরথ রাজার॥
সেদিন নাহিক আর পূজা হবে কি প্রকার
শুক্লা ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।
কন্যারাশি মাস বটে কিন্তু পূজা নাই ঘটে
অত্রযোগ সব হৈল যাতে॥
বিধাতা কহেন সার শুন বিধি দিই তার
কর ষষ্ঠীকল্পেতে বোধন।
ব্যাঘাত না হবে তায় বিধি খণ্ডি পুনরায়
কল্প খণ্ডে সুরথরাজন্॥
এই উপদেশ কন শুনি রাম সুখী হন
বিধাতা গেলেন নিজ ধাম।
প্রভাতা হইল নিশা প্রকাশ পাইল দিশা
স্নানদান করিলা শ্রীরাম॥
বনপুষ্প-ফলমূলে গিয়া সাগরের কূলে
কল্প কৈলা বিধির বিধান।
পূজি দুর্গা রঘুপতি করিলেন স্তুতি নতি
বিরচিল চণ্ডীপূজাগান॥



শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব

চণ্ডীপাঠ করি রাম করিলা উৎসব।
গীত-নাট করে জয় দেয় কপি সব॥
প্রেমানন্দে নাচে আর দেবীগুণ গায়।
চণ্ডীর অর্চ্চনে দিবাকর অস্ত যায়॥
সায়াহ্নকালেতে রাম করিলা বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ার বিল্বাধিবাসন॥
আপনি গড়িলা রাম প্রতিমা মৃন্ময়ী।
সংগ্রামে হইতে তুষ্ট রাবণবিজয়ী॥
আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।
বান্ধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস॥
এইরূপে উদ্‌যোগ করিলে দ্রব্য যত।
পদ্ধতি প্রমাণে আছে নিয়ম যেমত॥
অসাধ্য সুসাধ্য তার নাহি অনুমান।
ত্রিভুবন ভ্রমিয়ে আনিল হনুমান॥
গত হৈল ষষ্ঠীনিশা দিবা সুপ্রভাত।
উদয় হইল পূর্ব্বে দিবসের নাথ॥
স্নান করি আসি প্রভু পূজা আরম্ভিলা।
বেদবিধিমতে পূজা সমাপ্ত করিলা॥
শুদ্ধসত্ত্বভাবে পূজা সাত্ত্বিকী আখ্যান।
গীতনাটচণ্ডীপাঠে দিবা অবসান॥
সপ্তমী হইল সাঙ্গ অষ্টমী আইল।
পুনর্ব্বার রঘুনাথ অর্চ্চনা করিল॥
নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ।
নৃত্যগীতে বিভাবরী হইল প্রভাত॥
নবমীতে পূজে রাম দেবীর চরণে।
নৃত্যগীত নানামতে নিশিজাগরণে॥



শ্রীরামচন্দ্রের নবমীপূজা

নবমীতে রঘুপতি পূজিবারে ভগবতী
উদ্‌যোগ করিলা ফলফুল।
বেদবিধিমতে যত আনিলা সামগ্রী কত
কপিগণ যোগাইছে ফুল॥
অশোক কাঞ্চন জবা মল্লিকা মালতী ধবা
পলাশ ও পাটুলী বকুল।
গন্ধরাজ আদি যত বনপুষ্প নানা মত
স্থলপদ্ম কদম্ব পারুল॥
রক্তোৎপল শতদল কুমুদ কহ্লার নল
আমলকীপত্র পারিজাত।
শেফালী করবী আর কনক চম্পক সার
কোকনদ সহস্রেক পাত॥
অতসী অপরাজিতা যাতে দুর্গা হরষিতা
ঝম্পক চম্পক নাগেশ্বর।
কাঠমল্লিকা দোপাটি যাতিযূথী আচিঝাঁটি
দ্রোণপুষ্প মাধবী টগর॥
তুলসী তিসী ধাতকী ভূমিচম্পক কেতকী
পদ্মবক কৃষ্ণকেলী আর।
স্বর্ণযূথী বাঁধুলি শীষ শিউলি আঁধুলি
কুরুচি গোলাপ পুষ্পসার॥
কৃষ্ণচূড়া চমৎকার পুষ্প রাখে ভারে ভার
সচন্দন কদলীর দলে।
নৈবেদ্যের আয়োজন করিল বানরগণ
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বনফলে॥



হনুমানের নীলপদ্ম আনয়ন

পরম-আনন্দে রাম পূজেন শঙ্করী।
সাত্ত্বিক ভাবেতে ভাব-বিধান আচরি॥
তন্ত্রমন্ত্রমতে পূজা করে রঘুনাথ।
একাসনে সভক্তিতে লক্ষ্মণের সাথ॥
অর্চ্চনা করিলা যদি দেব ভগবান।
থাকিতে নারিলা দেবী ঘটে-অধিষ্ঠান॥
কপটে করুণাময়ী রহিলা গোপন।
শ্রদ্ধায় রামের পূজা করিলা গ্রহণ॥
বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করিলা শ্রীহরি।
কিন্তু হৈল সন্দেহ না দেখি মহেশ্বরী॥
বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর।
আমাপ্রতি দয়া বুঝি না হল দুর্গার॥
বঞ্চনা করিলা দেবী বুঝি অভিপ্রায়।
সীতার উদ্ধারে আর নাহিক উপায়॥
নয়নে বহিছে ধারা সশোক অন্তর।
কান্দেন করুণাময় প্রভু পরাৎপর॥
কাতর হইয়া তবে কন বিভীষণ।
এক কর্ম্ম কর, প্রভু, নিস্তারকারণ॥
তুষিতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান।
অষ্টোত্তর-শত নীলোৎপল কর দান॥
দেবের দুর্লভ পুষ্প যথাতথা নাই।
তুষ্টা হবে ভগবতী শুনহ গোসাঁই॥
শুনিয়া তাহার বাক্য রঘুনাথ কন।
কোথা পাব নীলপদ্ম আনিব এখন॥
দেবের দুর্লভ যাহা কোথা পাবে নর।
সকলি আমার ভাগ্যে বিধান দুষ্কর॥
কাতর দেখিয়া রামে হনুমান কয়।
স্থির হও চিন্তা দূর কর মহাশয়॥
দাস আছে কেন, প্রভু, চিন্তা কর মনে
থাকে যদি নীলপদ্ম আনিব এক্ষণে॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল।
একদণ্ডে এনে দিব শত নীলোৎপল॥
বিভীষণ বলে বীরহনুমানকাছে।
অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে॥
দশবছরের পথ হইবে নিশ্চয়।
বীর কহে আনি দিব নাহিক সংশয়॥
রামচন্দ্রে প্রণমিয়া বীর হনুমান।
দেবীদহ উদ্দেশেতে করিল পয়াণ॥
হনুমানে পাঠাইয়া পদ্ম আনিবারে।
শ্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে॥
দুর্গে দুঃখহরা তারা দুর্গতিনাশিনী।
দুর্গমে সরণি বিন্ধ্যগিরিনিবাসিনী॥
দুরারাধ্যা ধ্যানসাধ্যা শক্তি সনাতনী।
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পুরাতনী॥
নীলকণ্ঠপ্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা।
সারাৎসারা মূলশক্তি সচ্চিদা সাকারা॥
মহিষমর্দ্দিনী মহামায়া মহোদরী।
শিবসীমন্তিনী শ্যামা সর্ব্বাণী শঙ্করী॥
বিরূপাক্ষী শতাক্ষী সারদা শাকম্ভরী।
ভ্রামরী ভবানী ভীমা ধূমা ক্ষেমঙ্করী॥
কালী কালহরা কালাকালে কর পার।
কুলকুণ্ডলিনী কর কাতরে নিস্তার॥
লম্বোদরা দিগম্বরা কলুষনাশিনী।
কৃতান্তদলনী কাল উরোবিলাসিনী॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করিলা শ্রীহরি।
তুষ্টা হৈলা হৈমবতী অমর ঈশ্বরী॥
কিন্তু রৈলা অদৃশ্যেতে নীলপদ্ম-আশে।
রামের কমল-আঁখি অশ্রুজলে ভাসে॥
এইরূপে কতক্ষণ রহে ভগবান।
ওথা নীলোৎপল তুলে বীর হনুমান॥
অষ্টোত্তর-শত পদ্ম করি উত্তোলন।
পবনবেগেতে বীর করে আগমন॥
নিকটে রামচন্দ্রের আসি উত্তরিল।
গণনা করিয়া রামে নীলোৎপল দিল॥
আনন্দিত হৈল রাম পেয়ে নীলপদ্ম।
দেবীভাবে বিচিত্র করিল চিত্ত-সদ্ম॥
সঙ্কল্প করিল পদ্ম করিতে প্রদান।
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ॥

দেবীকর্ত্তৃক একটি পদ্মহরণ

পুলকিত চিত বিধান রচিত
মূলমন্ত্র উচ্চারণে।
ক্রমে নীলোৎপল সহস্রেক দল
সঁপে শঙ্করীচরণে॥

করিলেন ছল বুঝিতে সকল
দেবী হরমনোহরা।
হরিলেন আর একপদ্ম তার
মহেশ্বরী পরাৎপরা॥
ক্রমে পদ্ম সব দিলেন রাঘব
রাম জগতগোসাঁই।
শেষেতে বিয়োগ হৈল অত্রযোগ
একপদ্ম মিলে নাই॥
হইয়া বিস্মিত চিত্ত চমকিত
সঙ্কল্পভঙ্গেতে ভয়।
হনূমানে কন ব্রহ্ম সনাতন
এ কি পবনতনয়॥
সংকল্প করিয়া বিধান রচিয়া
শতাষ্ট আছে সংখ্যায়।
একপদ্ম তায় পাওয়া নাহি যায়
ঠেকিলাম ঘোর দায়॥
যাহ পুনর্ব্বার একপদ্ম আর
আন গিয়া বাছাধন।
হনূমান কয় শুন মহাশয়
শতাষ্ট আছে গণন॥
শুন হে গোসাঁই আর পদ্ম নাই
দেবীদহে বনমালী।
হেন লয় চিতে তোমারে ছলিতে
পঙ্কজ হরিলা কালী॥
আমার বিস্ময় অন্যথা না হয়
দেখেছি গণিয়া ক্রমে।
নিশ্চয় তারিণী হরিলা নলিনী
না ভুলিও, প্রভু, ভ্রমে॥
পবননন্দন কহিল যখন
মানিল বিস্ময় রাম।
আঁখি ছল ছল বহে অশ্রুজল
কান্দেন ত্রিলোকধাম॥
বুঝিলাম সার অকালে আমার
আছে কতেক যন্ত্রণা।
কৃত্তিবাস গায় এহেতু আমায়
অভয়ার বিড়ম্বনা॥



শ্রীরামের দেবীস্তুতি

নমস্তে সর্ব্বাণী ঈশানী ইন্দ্রাণী
ঈশ্বরী ঈশ্বরজায়া।
অপর্ণা অভয়া অন্নপূর্ণা জয়া
মহেশ্বরী মহামায়া॥
উগ্রচণ্ডা উমা আশুতোষ ধূমা
অপরাজিতা উর্ব্বশী।
রাজরাজেশ্বরী রমা রণকরী
শঙ্করী শিবে ষোড়শী॥
মাতঙ্গী বগলে কল্যাণী কমলে
ভবানী ভুবনেশ্বরী।
সর্ব্ববিশ্বোদরী শুভে শুভঙ্করী
ক্ষিতি ক্ষেত্রা ক্ষেমঙ্করী॥
সহস্রসুহস্তা ভীমা ছিন্নমস্তা
মাতা মহিষমর্দ্দিনী।
নিস্তারকারিণী নবকবারিণী
নিশুম্ভশুম্ভঘাতিনী॥
দৈত্যনিকৃন্তিনি শিবসীমন্তিনী
শৈলসুতা সুবদনী।
বিরিঞ্চিবন্দিনী দুষ্টনিষ্কন্দিনী
দিগম্বরের ঘরণী॥
দেবী দিগম্বরী দুর্গে দুর্গ অরি
কালিকে করালবেশী।
শিবে শবারূঢ়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়া
ঘোররূপা এলোকেশী॥
সর্ব্বসুশোভিনী ত্রৈলোক্যমোহিনী
নমস্তে লোলবসনা।
দেবী দিগ্বসনা সর্ব্বা শবাসনা
বিশ্বা বিকটদশনা॥
সারদা বরদা শুভদা সুখদা
অন্নদা মোক্ষদা শ্যামা।
মৃগেশবাহিনী মহেশভামিনী
সুরেশবন্দিনী বামা॥
কামাখ্যা রুদ্রাণী হরা হররাণী
হররমা কাত্যায়নী।
শমনত্রাসিনী অরিষ্টনাশিনী
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী

হের মা পার্ব্বতি আমি দীন অতি
আপদে পড়েছি বড়।
সর্ব্বদা চঞ্চল পদ্মপত্রজল
ভয়ে ভীত জড়সড়॥
বিপদে আমার না হয় তোমার
বিড়ম্বনা করা আর।
মম প্রতি দয়া কর গো অভয়া
ভবার্ণবে কর পার॥
কাতরে কহেন রাম দেবীপদতলে।
আর্দ্র চিত্ত রোমাঞ্চিত ভাসে অশ্রুজলে॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে হরি স্তুতিবাক্যে কয়।
হের গো নয়নে কালি মোর অসময়॥
পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদছেদিনী।
মহামায়া রূপে ত্রিজগত-আচ্ছাদিনী॥
তুমি কর্ম্ম তুমি মূল কর্ম্মের কারণ।
তুমি স্মৃতি বৃত্তি দয়া লজ্জানিবারণ॥
সর্ব্বময়ী সর্ব্ব-আত্মা তুমি সর্ব্বশক্তি।
তোমাতে আশ্রিত জীব সংসারানুরক্তি॥
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ মা তুমি।
সজীব অজীব ব্যাপ্তি স্বর্গ সুরভূমি॥
সকলি কর মা তুমি শুভাশুভ যত।
আপদ সম্পদ ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুগত॥
তুমি কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ মোক্ষপ্রদায়িনী।
স্ত্রী পুরুষ নপুংসক জীবসহায়িনী॥
যোগমায়াযোগে মোরে আনিলে ভূতলে।
বিড়ম্বনা করিয়া ভাসালে শোকজলে॥
চিন্তামণি নাম দিয়া চিন্তা সমর্পণ।
তুমি কর্ম্মে প্রযোজক প্রযোজ্য গণন॥
সর্ব্বভূতে সর্ব্বরূপে ভিন্ন কর দেহ।
তুমি শক্তি সর্ব্বাধারা ছাড়া নহে কেহ॥
সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজীপ্রায়।
তোমার এ নাট্যখেলা পুত্তলিকাপ্রায়॥
কারে কর রাজা কারে মন্ত্রী কর তার।
কেহ গজবাহী কেহ গজরক্ষাকার॥
কেহ দীর্ঘজীবী কেহ অল্প দিনে পাত।
কারো শিরে ছত্র কারো শিরে বজ্রাঘাত॥
কেহ যায় শিবিকায় কেহ তারে বয়।
কেহ সুখী মহাভোগী কেহ কষ্টে রয়॥
কারো স্বর্ণপাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
কারো অন্ন নাহি মিলে ভিক্ষায় ভক্ষণ॥
কেহ রোগী রাগী কেহ কেহ বলান্বিত।
কেহ সাধু চোর কেহ ধর্ম্মে ধর্ম্মাতীত॥
এইরূপে সংসারের কর মা স্থাপন।
আমারে করেছ মাত্র দুঃখের ভাজন॥
ত্রিভুবনে দুঃখতাপে স্থাপিছে আমায়।
আর দুঃখ দিও না মা নিবেদি তোমায়॥
সুখভাণ্ড অল্প হলো দুঃখ তাহে ভারি।
তথাপি রাখিছ দুঃখ পূর্ব্ব না বিচারি॥
নিষেধ করি গো তাই যদি ভেঙ্গে যায়।
এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায়॥
বলে অবসন্ন আমি যা জান তা কর।
হইয়াছি অতিশয় জীর্ণকলেবর॥
জন্মাবধি দুঃখ মোর কি কহিব আর।
তবু দুঃখ দাও দয়া না হয় তোমার॥
ক্লেশে অবসন্ন তনু শুন গো তারিণি।
দয়া কর দয়াময়ি পতিতোদ্ধারিণি॥
কত দুঃখ দিলে, মাতা, ভেবে দেখ মনে।
রাজ্য বিনাশিয়া মোরে আনিলে কাননে
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে আনিলে।
রাবণের দ্বারায় শেষে জানকী হরালে॥
কত কষ্টে সহায় করিয়া কপিগণে।
শিলাবৃক্ষে সেতু বান্ধি সমুদ্রতাবণে॥
সীতার উদ্ধারে তারা হইনু তৎপর।
রাক্ষস নাশিনু শেষ আছে লঙ্কেশ্বর॥
কষ্টে রণ করিলাম হরের অঙ্গনা।
তথাপি আপনি কালি করিছ বঞ্চনা॥
করিলাম অর্চ্চনা মা অকালবোধনে।
তবু না হইল কৃপা মোর আরাধনে॥
শেষে শ্যাম নীলপদ্মে পূজিব চরণ।
শত অষ্ট সঙ্কল্পেতে করিনু রচন॥
তার মধ্যে কৃপণতা করিলে মোহিনী।
হরিলে গো হররাণি সঙ্কল্পনলিনী॥
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি অভাজন।
হের মা নয়নকোণে মানসপূরণ॥
নীলপদ্ম দেখাইয়া পূর্ণ কর ফল।
না সয় যাতনা আর জীবন বিকল॥
এইরূপে রামচন্দ্র করেন বিনয়।
তথাপি তারার তাহে সাক্ষাৎ না হয়॥
কান্দিয়া শ্রীরঘুনাথ হইলা অস্থির।
গণ্ড বহি বক্ষেতে পড়িছে অশ্রুনীর॥

লক্ষ্মণ কান্দেন আর বীর হনুমান।
সুগ্রীব সুষেণ বিভীষণ জাম্বুবান ॥
শ্রীরাম কহেন সবে কিবা দিব আর।
বুঝিনু নিশ্চয় সীতা না হৈল উদ্ধার ॥
যাহ, মিতাসুগ্রীব, স্বগণে লয়ে যাও।
মিছে আর কেন কান্দ মিছে মুখ চাও ॥
বিভীষণে রাজ্য দিব অযোধ্যাভুবনে।
রাখিব যতনে তাকে সত্যের পালনে ॥
ঝাঁপ দিব জলে আমি সমুদ্রভিতরে।
এত বলি কান্দে রাম সশোক অন্তরে ॥
আকুল হইয়া রামে সকলে বুঝায়।
কৃত্তিবাস বিরচিল মধুবভাষায় ॥



দেবীর নিকট শ্রীরামের চক্ষু দিবার সঙ্কল্পে দেবীর দয়া ও শ্রীরামের বরপ্রার্থনা

শ্রীরামে কাতর দেখি কহে হনুমান।
কেন এত ব্যাকুলতা হেরি ভগবান ॥
সাধিব সকল কর্ম্ম আমি আপনার।
মারিব রাবণে সীতা করিব উদ্ধার ॥
এইরূপে সকলেতে বুঝায় তখন।
না শুনি কাহারো কথা করেন রোদন ॥
শিরে করাঘাত করি করেন হুতাশ।
বলেন কেবল মোর সকলি নৈরাশ ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে।
নীলকমলাক্ষ মোবে বলে সর্ব্বজনে ॥
যুগল নয়ন মোর ফুল্ল নীলোৎপল।
সঙ্কল্প করিব পূর্ণ বুঝিয়ে সকল ॥
একচক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।
এত বলি কহে রাম অনুজ লক্ষ্মণে ॥
আর কিবা দেখ, ভাই, করি কি এখন।
না হৈল দুর্গার কৃপা বিফলজীবন ॥
কমললোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে।
একচক্ষু দিব আমি সঙ্কল্পপূরণে ॥
এত বলি তূণ হৈতে লইলেন বাণ।
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম করেন স্তবন।
দেবীর হইল দয়া দেখিয়া রোদন ॥

চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে।
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে ॥
কি কর কি কর প্রভু জগতগোসাঁই।
পূর্ণ তোমার সঙ্কল্প চক্ষু নাহি চাই ॥
কাতরে শ্রীরাম কন দেবীরে তখন।
অবিরত জলধারে ভাসিছে নয়ন ॥
ভাল দুঃখ দিলে, মাতা, পেয়ে অসময়।
কিন্তু জননীর হেন উচিত না হয় ॥
পুত্রপ্রতি মাতৃস্নেহ সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
মোর পক্ষে মীন ভুজঙ্গের মাতা প্রায় ॥
ঠেকেছি বিষম দায় জানকী-উদ্ধারে।
অনুমতি কর, মাতা, রাবণসংহারে ॥
যা করিলে সেই ভাল শুধু ফিবে চাও।
শবে অস্ত্রাঘাতে মিথ্যা আক্ষেপ বাড়াও ॥
ভরসা তোমার আর না কর নিরাশ।
আশা আছে আশ্বাসেতে দাও মা আশ্বাস।
কালনিবারিণী কালী কালের মোহিনী।
প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরমশোভিনী ॥
অশনবিহনে তনু শীর্ণ আছে মোর।
কৃত্তিবাস কহে মা দুঃখের নাহি ওর ॥



দেবীর নিকটে শ্রীরামের বরলাভ এবং দশমীপূজার অন্তে বিসর্জন

রামের বচন শুনি বিষাদে হরিষ গণি
স্তুতিবাক্যে কাত্যায়নী কন।
শুন প্রভু দয়াময় অখিল ব্রহ্মাণ্ডচয়
পতি তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥
তুমি আদি ভগবান অখণ্ড কালসমান
বিশ্ব রহে তব লোমকূপে।
তুমি চরাচর গতি অচ্যুত অব্যয় অতি
ব্যাপকতা পরমাণুরূপে ॥
মায়ায় মনুষ্য তুমি চতুর্ব্বাহু এলে ভূমি
নাশিতে রাক্ষস দুরাচার।
ভবভাব্য প্রভু হও কভু কোন্ ভাবে রও
গুহ্যতত্ত্ব কে জানে তোমার ॥
তোমার জানকী যিনি পবমা প্রকৃতি তিনি
রাবণের কি সাধ্য হরিতে।
সীতাহরণের ছলে সেতু বান্ধি সিন্ধুজলে
রাক্ষসেরে বিনাশ করিতে ॥

দেখহ মনে বিচারি রাবণ তোমার দ্বারী
পূর্ব্বে ছিল বৈকুণ্ঠনগরে।
ব্রহ্মশাপে ধরা এল শত্রুভাব সব গেল
তেঁই প্রভু তুমি ধরা 'পরে॥
অকালবোধনে পূজা কৈলে তুমি দশভুজা
বিধিমতে করিলা বিন্যাস।
লোকে জানাবার জন্য আমারে করিতে ধন্য
অবনীতে করিলে প্রকাশ॥
রাবণে ছাড়িনু আমি বিনাশ করহ তুমি
এত বলি হৈলা অন্তর্দ্ধান।
নাচে গায় কপিগণ প্রেমানন্দে নারায়ণ
নবমী করিল সমাধান॥
দশমীতে পূজা করি বিসর্জ্জিয়া মহেশ্বরী
সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি।
আদেশ পাইয়া রাম সিদ্ধ কৈল মনস্কাম
চণ্ডীলীলা মধুর ভারতী॥



হনুমানের চণ্ডীর শ্লোক বিলোপকরণ ও চণ্ডীপাঠে ভ্রম-উৎপাদন

সংগ্রাম করিতে হরি চলিলা ধনুক ধরি
তাহা দেখি যত দেবগণ।
ইন্দ্রেরে কহিয়া সবে পবনেরে কহি তবে
পাঠাইলা রামের সদন॥
বিশেষ কহিলা দণ্ডী অশুদ্ধ করিতে চণ্ডী
পরামর্শ দিল রঘুবরে।
শুনিয়া দৈববচন বিভীষণে রাম কন
পাঠাইতে পবনকুমারে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায় বীর হনুমান ধায়
উত্তরে নিমেষে হাঁটি বাট।
যথা বৃহস্পতি আছে উপনীত তাঁর কাছে
একমনে করে চণ্ডীপাঠ॥
মক্ষিকার রূপ ধরে চাটিলেক দ্বি-অক্ষরে
দেখিতে না পায় বৃহস্পতি।
অভ্যাস আছিল তায় পড়িল অবহেলায়
হনুমান সচিন্তিত অতি॥
ছাড়ি মক্ষিকলেবরে আপন বিক্রম ধরে
দেখি গুরু পাইলেন ভয়।
রক্ষে ভক্ষ দেয় পাঠ চক্ষে নাহি দেখে বাট
হনুমান পুথি কেড়ে লয়॥

প্রথম মাহাত্ম্যশ্লোক পুঁছে ফেলে তিন শ্লোক
চণ্ডী হৈল অশুদ্ধ তখন।
রাবণে নৈরাশ করি রণ ছাড়ি মহেশ্বরী
কৈলাসেতে করিল গমন॥
স্তব করি দশানন কান্দে যত শোকমন
ফিরে না চাহিলা মহেশ্বরী।
হেথা রাম এল রণে ইন্দ্ররথ-আরোহণে
বিজয় কোদণ্ড ধনু ধরি॥



হনুমানকর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণহরণ

রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব আর বিভীষণে।
যুক্তি করে চারিজনে রাবণ না জানে॥
দশানন ভাবে রাম যুঝিতে না পারে।
পলাইয়া যাবে বুঝি ত্যজিয়া সীতারে॥
এতেক ভাবিয়া রাজা সুস্থ কৈল বুক।
এখনো পাইলে সীতা দুঃখোপরে সুখ॥
মরিয়াছে ইন্দ্রজিৎ সে মহীরাবণ।
সীতা পেলে সব দুঃখ হয় নিবারণ॥
এত ভাবি দশানন হরষিত রহে।
শ্রীরামেরে উপদেশ বিভীষণ কহে॥
পূর্ব্বের এ কথা প্রভু হইল স্মরণ।
তপস্যা করিনু যবে ভাই তিনজন॥
বর দিতে পদ্মযোনি আইল যখন।
চাহিল অমরবর রাজা দশানন॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন ওহে নিশাচর।
না মাগ অমরবর চাহ অন্য বর॥
দশানন বলে অন্য বর নাহি চাই।
অতুল ঐশ্বর্য্যধনে কিছু কার্য্য নাই॥
ব্রহ্মা বলে, দশানন, দুঃখ কেন ভাব।
প্রবন্ধেতে দিয়া বর অমর করিব॥
দশমুণ্ড কুড়িহস্ত কাটা যদি যায়।
তথাপি তোমার মৃত্যু নাহি হবে তায়॥
খণ্ড খণ্ড করি যদি কাটে কলেবর।
তাহে তুমি না মরিবে শুন নিশাচর॥
সংগ্রামের রীতি এই শুন দশানন।
আকিঞ্চন করে মাথা করিতে ছেদন॥
হস্তপদ কাটি ফেলে মারি তীক্ষ্ণশর।
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে কলেবর॥

অতএব বলি তোমা শুন দশানন।
করপদমুণ্ডচ্ছেদে না হবে মরণ॥
লাগিবেক কাটামুণ্ড যোড়া তব স্কন্ধে।
সহজে অমর হবে বরের প্রবন্ধে॥
মর্ম্মে যবে ব্রহ্ম-অস্ত্র পশিবে তোমার।
তখন রাবণ তুমি হইবে সংহার॥
অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে।
তোমার যে মৃত্যু-অস্ত্র রবে তব ঘরে॥
সৃজন করেছি আমি সেই ব্রহ্মবাণ।
ধর ধর, দশানন, রাখ তব স্থান॥
বিপক্ষে এ অস্ত্র যদি পায় কোনমতে।
প্রহার করয়ে যদি তোমার মর্ম্মেতে॥
তখনি মরিবে তুমি সন্দ তাহে নাই।
তোমার এ মৃত্যু-অস্ত্র রাখ তব ঠাঁই॥
বর শুনে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন।
স্বস্থানে রাবণ গেল বাল্মীকিতে কন॥
সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী।
কোথায় রেখেছে অস্ত্র কিছুই না জানি॥
এই কথা বিভীষণ কহে শ্রীরামেরে।
আর একরূপ কথা কহে মতান্তরে॥
সেই অস্ত্রে নাভিদেশ ভেদিবে যখন।
তখন সে রাবণের হইবে পতন॥
কোন মতান্তরে বলে শিব দিলা বর।
রাবণে রাখিবে শিব সংগ্রামভিতর॥
হস্ত পদ দেহ মুণ্ড কাটা যাবে যবে।
শঙ্কর কুড়ায়ে লয়ে অঙ্গে যোড়া দিবে॥
পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে॥
বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে।
রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে॥
সে অস্ত্র আনিতে কারো নাহিক শকতি।
রাম বলে না মরিবে লঙ্কা-অধিপতি॥
সে বাণ আনিতে যোগ্য কে আছে এমন।
কোথা আছে সে বাণ না জানে বিভীষণ॥
মন্দোদরী নিকটেতে আছয়ে নির্য্যাস।
সে বাণ আনিলে হয় রাবণবিনাশ॥
মন্দোদরী-অন্তঃপুর ভয়ঙ্কর স্থান।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিকটে না যান॥
রাবণের ভয়ে তথা না বহে পবন।
সে স্থান হইতে বাণ আনে কোন জন॥

এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
হেনকালে উপনীত পবননন্দন॥
হনুমান বলে কেন ভাব রঘুমণি।
আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনিব এখনি॥
রাম বলে বহুশ্রম কৈলে বারম্বার।
না হলো রাবণবধ সকলি অসার॥
হনুমান বলে, প্রভু, কর আশীর্ব্বাদ।
এখনি আনিব বাণ কিসের প্রমাদ॥
এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়া।
জাম্বুবান-সুগ্রীবের পদধূলি নিয়া॥
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ।
মায়া করি ধরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ॥
কক্ষতলে পাঁজিপুঁথি ডানি হস্তে বাড়ি।
কপালেতে দীর্ঘ ফোঁটা যান গুড়ি গুড়ি॥
লোলিত চক্ষের মাংস পাকা সব কেশ।
মলিন হয়েছে মাংস ছেড়ে গণ্ডদেশ॥
কুশমুষ্টি কুশাঙ্গুরী যজ্ঞসূত্রগলে।
রাবণরাজার জয় ঘন ঘন বলে॥
জ্যোতিষগণনে আমি বড়ই পণ্ডিত।
এই বলি রাণীর অগ্রেতে উপস্থিত॥
পার্ব্বতীর আরাধনে ছিল মহারাণী।
চারিদিকে বেড়ি দশহাজার সতিনী॥
বৃদ্ধ বিপ্র দেখি রাণী পুলকিতমন।
'বৈস বৈস' বলি দিল রত্নসিংহাসন॥
রাণী দিল সিংহাসন তাহে না বসিয়ে।
কক্ষে ছিল কুশাসন বসিল বিছায়ে॥
দ্বিজ বলে আমি বড় জ্যোতিষে পণ্ডিত।
চিরকাল চিন্তা করি রাবণের হিত॥
নরবানরেতে আসি পাড়িল প্রমাদ।
রাজার হউক জয় করি আশীর্ব্বাদ॥
প্রত্যহ জ্যোতিষ গণে দেখি পূর্ব্বাপর।
কি করিতে পারিবেক নর ও বানর॥
যে ধন তোমার আছে, মন্দোদরি, ঘরে।
শত রামে রাবণের কি করিতে পারে॥
মন্দোদরী বলে এমন আছয়ে কি ধন।
দ্বিজ বলে দেখিলাম করিয়া গণন॥
জ্যোতিষগণনে জানি যত সমাচার।
রাজার জীবন-মৃত্যু গৃহেতে তোমার॥
প্রবন্ধে রাবণরাজা হয়েছে অমর।
প্রকাশিয়া না কহিবে কাহারো গোচর॥

এতেক কহিয়া উঠে চলে দ্বিজবর।
কহে রাণী মন্দোদরী করি যোড়কর॥
কি ধন গৃহেতে মম আছয়ে এমন।
জ্যোতিষেতে কি দেখিলে করিয়া গণন॥
দ্বিজ বলে, মন্দোদরি, করো না ছলনা।
বড় অসম্ভব বিদ্যা আমার গণনা॥
লঙ্কাপুরে যে দ্রব্য আছয়ে যেখানেতে।
বলে দিতে পারি যদি গণি খড়ি পেতে॥
সে সকল কথায় নাহিক প্রয়োজন।
কহিলাম যেখানে গোপনে সেই ধন॥
ব্রহ্মা আসি কহে যদি তোমার সাক্ষাতে।
প্রকাশিয়ে সে কথা না বল কোনমতে॥
বিপ্রের বচনে রাণী হইল বিস্ময়।
সামান্য গণক এই দ্বিজবর নয়॥
এত ভাবি মন্দোদরী কহে দ্বিজবরে।
লুকায়ে রেখেছি তাহা পরম-আদরে॥
দ্বিজ বলে তুষ্ট হনু তোমার বচনে।
সাবধানে রেখো যেন কেহ নাহি শুনে॥
এত বলি দ্বিজবর চলিলা সত্বরে।
পাদ দুই গিয়া পুনঃ দাণ্ডাইল ফিরে॥
দ্বিজবর কহে শুন রাণি মন্দোদরি।
যত কর তবু তুমি হীনবুদ্ধি নারী॥
রেখেছ গোপনে সত্য মিথ্যা কথা নয়।
তথাপি তোমার বাক্য না হয় প্রত্যয়॥
ঘরভেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরী।
প্রমাদ ঘটাতে পারে কুমন্ত্রণা করি॥
বিভীষণ-অজ্ঞাত লঙ্কাতে নাহি স্থান।
কিরূপে রাবণরাজা পাবে পরিত্রাণ॥
মন্দোদরী বলে, দ্বিজ, না ভাব অন্তরে।
বিভীষণের সাধ্য হৈত থাকিলে বাহিরে॥
পরমহিতৈষী তুমি রাজার পক্ষেতে।
বিশেষ না কব কেন তোমার সাক্ষাতে॥
তব আশীর্ব্বাদে তাহা কে লইতে পারে।
রেখেছি জড়িত এই স্তম্ভের ভিতরে॥
বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়া মারুতি।
ভাঙ্গিল স্ফটিকস্তম্ভ মারি একলাথি॥
ভাঙ্গিতে স্ফটিকস্তম্ভ দৃষ্ট হৈল বাণ।
বাণ লয়ে লাফ দিল বীর হনুমান॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি গিয়া বসিল প্রাচীরে।
আর একলাফে গেল শ্রীরামগোচরে॥

রাবণবধ

বাণ দিয়া রঘুনাথে করিল প্রণাম।
মহানন্দে হনূমানে কোল দেন রাম॥
'রাম জয়' শব্দ করি ডাকিছে বানর।
কেহ বলে 'মার মার' কেহ বলে 'ধর'
শ্রীরাম রাবণে বলে কি ভাবিছ বসে।
মরণ নিকটে তব যুদ্ধ দেহ এসে॥
এত বলি দিল রাম ধনুকে টঙ্কার।
শ্রীরামরাবণে যুদ্ধ বাজে আর বার॥
হইল বিষম যুদ্ধ না যায় গণন।
মহাকোপে বাণবৃষ্টি করিছে রাবণ॥
মাতলি সারথি বাণে হইল অস্থির।
বাণে বাণ নিবারণ কৈল রঘুবীর॥
শূন্যপথে থাকিয়া অমরগণ দেখে।
মৃত্যুবাণ রঘুনাথ যুড়িল ধনুকে॥
হংসাকৃতি বাণের যে মুখের আকার।
বাণ দেখে দেবগণে লাগে চমৎকার॥
কনকরচিত বাণ ভুবন প্রকাশে।
বাণের মুখেতে অগ্নি রহে গুপ্তবেশে॥
পশুপতি বৈসেন বাণের মধ্যখানে।
চালনা করেন ঊনপঞ্চাশ পবনে॥
ধরাধর গোড়াতে বিরাজে নিরন্তর।
অলক্ষিতে যম রহে বাণের উপর॥
বাণের গর্জ্জনে লাগে ত্রিভুবনে ডর।
পর্ব্বত উপাড়ি পড়ে উথলে সাগর॥
কৃষ্ণবর্ণ বাণের সকল অঙ্গজ্যোতি।
তিলেকেতে বিনাশিতে পারে বসুমতী॥
নানা পুষ্পমাল্য দিয়া বাণগোটা সাজি।
মন্ত্র পড়ি রঘুনাথ বাণব্রহ্ম পূজি॥
মৃত্যু-অস্ত্র রঘুনাথ যুড়ে মন্ত্রবলে।
ধূম উঠে বাণমুখে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে॥
মহাশব্দ করিয়া সঘনে গর্জ্জে বাণ।
দেখিয়া যে রাবণের উড়িল পরাণ॥
চিনিল রাবণরাজা দেখি মৃত্যুবাণ।
জানিল যে এই বাণে বাহিরাবে প্রাণ॥
বিশ্বামিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর।
রাবণের বুকে বিন্ধি কৈল দুই চির॥
ছটফট করে রাজা পড়ি ভূমিতলে।
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে গগনমণ্ডলে॥

চন্দ্র সূর্য্য কুবের বরুণ পুরন্দর।
দেবতা তেত্রিশ কোটি হয় একত্তর॥
কাণাকাণি যুক্তি করে যত দেবগণ।
কেহ বলে এইবারে মরিল রাবণ॥
হস্তপদ নাহি নাড়ে মরিল নিশ্চয়।
কেহ বলে রাবণেরে নাহিক প্রত্যয়॥
কতবার মরে বেটা আর বার বাঁচে।
মনে করি কপটভাবেতে পড়ে আছে॥
কি জানি এবার যদি না মরে রাবণ।
তবে রাবণের হাতে না রবে জীবন॥
অরিভাবে কার্য্য নাহি না যাব নিকটে।
রাবণের চিতাধুম যাবৎ না উঠে॥
শিবদূত বিষ্ণুদূত সবে ফিরে যায়।
বেঁচে আছে বলে কেহ নিকটে না যায়॥
মরেছে রাবণ বলে কেহ কেহ হাসে।
বেঁচে আছে বলে কেহ পলায় তরাসে॥
কেহ বলে রাবণ পড়িল কতবার।
দশমাথা কাটা গেল না হলো সংহার॥
রামায়ণে বাল্মীকি লিখিল পূর্ব্বকালে।
মহাশয়ন করিবে রাবণ রণস্থলে॥
রাবণ মরিবে হেন নাহিক পুরাণে।
অতএব না মরিবে ভাবি হেন মনে॥
কোন দেব বলে রাবণের মৃত্যু আছে।
অমর হইতে বর পাইল কার কাছে॥
জানিল বাল্মীকিমুনি পুরাণানুসারে।
রাবণ দুর্জ্জয় হবে বিখ্যাত সংসারে॥
ভয়ে মুনি রাবণের মৃত্যু নাহি লেখে।
কি জানি রাবণ রুষ্ট হয় পাছে দেখে॥
মনে মুনি জানে রাবণ হইবে দুর্জ্জয়।
প্রকাশিয়ে মৃত্যু লেখা উপযুক্ত নয়॥
রাবণের মৃত্যু মুনি লিখিলা সঙ্কেতে।
এবার মরেছে সে যে সন্দ নাই তাতে॥
নির্য্যাস করিতে নারে যত দেবগণে।
হেনকালে রঘুনাথ ভাবিলেন মনে॥
আমার পরমভক্ত রাজা দশানন।
শাপেতে রাক্ষসযোনি হয়েছে এখন॥
শরাঘাতে জরজর পড়ে রণস্থলে।
একবার দরশন দিব এইকালে॥
এখনি মরিবে সে যে নাহিক সন্দেহ।
মৃত্যুকালে দেখা দিয়া মুক্ত করি দেহ॥
লক্ষ্মণের পাঠাইয়া জানিব সন্ধান।
সেইরূপ আছে কি হয়েছে দিব্যজ্ঞান॥



রাবণের নিকট শ্রীরামের রাজনীতিশিক্ষা

এত ভাবি রঘুনাথ কহেন লক্ষ্মণে।
কহি এক উপদেশ শুন সাবধানে॥
রাজার বংশেতে জন্ম লভি দুইভাই।
চিরদিন বনবাসে ভ্রমিয়া বেড়াই॥
কতদিন বঞ্চিলাম মুনিগণসনে।
রাজনীতি না শিখিনু কিছু পিতৃস্থানে॥
অরণ্যেতে বধিলাম তাড়কা রাক্ষসী।
বিবাহ করিয়া দোঁহে অযোধ্যাতে আসি॥
রাজনীতি শিখিবার সাধ ছিল মনে।
সে আশা নিরাশ হৈল বিধিবিড়ম্বনে॥
পিতৃসত্য পালিতে আসিতে হৈল বনে।
বনে বনে চৌদ্দবর্ষ ফিরি দুইজনে॥
ভল্লুক বানর লয়ে বনে বনে ফিরি।
কে শিখাবে রাজনীতি কোথা শিক্ষা করি॥
অযোধ্যানগরে গিয়া পাব রাজ্যভার।
নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজব্যবহার॥
কে শিখাবে রাজধর্ম্ম যাব কার কাছে।
অযোধ্যানগরে লোক নিন্দা করে পাছে॥
রাবণ প্রবীণ রাজা ব্যাখ্যা করে সবে।
করেছে অধর্ম্ম কর্ম্ম রাক্ষসস্বভাবে॥
রাজকীর্ত্তি কর্ম্মে রাবণ পরমপণ্ডিত।
রাজনীতি রাবণেরে জিজ্ঞাস কিঞ্চিৎ॥
এখনি যাইবে রাজা দেহ পরিহরি।
জিজ্ঞাসহ নীতিবাক্য গোটা দুইচারি॥
অমূল্য রতন যদি অস্থানেতে রয়।
গ্রহণ করিতে পারে শাস্ত্রে হেন কয়॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বর।
উপনীত হৈল যথা লঙ্কার ঈশ্বর॥
ব্রহ্ম-অস্ত্রে আকুল লঙ্কার অধিপতি।
লক্ষ্মণে দেখিয়ে করে সকরুণ স্তুতি॥
দশানন বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এ সময়ে একবার দেহ শ্রীচরণ॥
বহু যুদ্ধ করিলাম হইয়া বিবাদী।
শত শত অপরাধে আমি অপরাধী॥

অপরাধ মার্জ্জনা করহ মহাশয়।
উপস্থিত এই মোর আসন্ন সময়॥
লক্ষ্মণ বলেন দোষ নাহিক তোমার।
যোগাযোগ যত দেখ লিপি বিধাতার॥
লঙ্কার ঈশ্বর তুমি পরমপণ্ডিত।
পাঠালেন রাম মোরে সুধাইতে নীত॥
লক্ষ্মণের বাক্যে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোন্ নীতি সংসারেতে রাম-অগোচর॥
রাজনীতি আমি বল কি কব রামেরে।
তবে যদি আজ্ঞা দেন কহিতে আমারে॥
সেবকের মুখে যদি করেন শ্রবণ।
দয়া করে একবার দিন দরশন॥
শক্তিহীন হইয়াছি বাহিরায় প্রাণ।
যাইতে না পারি আমি প্রভুবিদ্যমান॥
দয়া করে যদি রাম আসেন এখানে।
যাহা জানি রাজনীতি নিবেদি চরণে॥
এতেক শুনিয়া তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের অগ্রে আসি সবিশেষ কন॥
রাজনীতি আমারে না কহে দশানন।
বাঞ্ছা আছে তোমারে করিতে দরশন॥
করিয়া অনেক স্তুতি কহিল আমারে।
উঠিতে না পারে সে যে বিষমপ্রহারে॥
স্তুতিবাক্যে কহিলেক আমার সাক্ষাতে।
একবার আসিয়া দেখাও রঘুনাথে॥
রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি।
বুঝি রাবণের মন উঠি শীঘ্রগতি॥
উঠিতে শকতি নাই রাজা দশাননে।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিল মনে মনে॥
আঘাতে আকুল অঙ্গ বাক্য নাহি সরে।
বিনয় করিয়া কথা কয় ধীরে ধীরে॥
রামের সর্ব্বাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ।
সাক্ষাৎ বিরাটমূর্ত্তি ব্রহ্মসনাতন॥
মায়াতে মানবদেহ বিশ্বময় তুমি।
তোমার মহিমা, প্রভু, কি জানিব আমি॥
অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ॥
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার॥
মহীতলে ভ্রমিতে হয়েছে তিনজন্ম।
আসুরিক যুদ্ধে নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
অপরাধ ক্ষমা কর গোলোকের পতি।
অনাদি পুরুষ তুমি আপনা বিস্মৃতি॥
রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর।
সংসারের যত নীতি তোমার গোচর॥
রাম বলে যে কহিলে সকলি প্রমাণ।
তথাপি শুনিতে হয় আছয়ে বিধান॥
প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ।
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজকর্ম্ম তোমাতে বিদিত।
তব মুখে কিঞ্চিৎ শুনিব রাজনীত॥
দশানন বলে মম সংশয় জীবন।
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন॥
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ॥
করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে॥
ফেলিয়া রাখিলে কর্ম্ম পুনঃ হওয়া ভার।
কহি শুন, রঘুনাথ, প্রমাণ তাহাব॥
একদিন আসি আমি স্বর্গপুর হৈতে।
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রথে॥
শূন্য হৈতে দেখিলাম যমের ভুবন।
তিনদ্বারে নানা স্থানে আছে সাধুজন॥
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা।
দিবা কিবা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা॥
অন্ধকারে চৌরাশীটা নবকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষমপ্রহারে।
না দেয় তুলিতে মাথা যমদূত মারে॥
তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে।
ঘুচাব পাপীর দুঃখ শমনের হাতে॥
পাপীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়।
এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায়॥
পুরাব নরককুণ্ড নিত্য করি মনে।
আজি কালি করিয়া রহিল বহুদিনে॥
হেলায় রহিল পড়ে না হয় পূরণ।
তার পর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ॥
কুণ্ড পুরাইতে যবে করিনু মনন।
তখনি পুরালে পূর্ণ হইত সে পণ॥
হেলায় রাখিনু ফেলে না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার॥

আর এক কথা শুন নিবেদন করি।
লবণসমুদ্রমাঝে স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥
একদিন মনেতে হইল এই কথা।
সপ্তটী সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন ধাতা॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি সমুদ্র থাকিতে।
কেন আছি লবণসমুদ্রসলিলেতে॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল আমার করতল।
সিঞ্চিয়া ফেলিব এই সমুদ্রের জল॥
ক্ষীরোদসমুদ্র এনে রাখিব এখানে।
এই কথা চিরদিন আছে মোর মনে॥
যখন মনেতে হয় মনে করি করি।
অন্য কর্ম্মে থাকি সিন্ধু সিঞ্চিতে পাসরি॥
এইরূপে হেলাতে অনেক দিন গেল।
তদন্তরে তব সঙ্গে সংগ্রাম বাজিল॥
সমুদ্রসিঞ্চন করা না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার॥
অতএব এই কথা শুন রঘুমণি।
মনে হলে শুভকর্ম্ম করিবে তখনি॥
হেলায় রাখিলে কোন কার্য্য নাহি হয়।
আর এক কথা কহি শুন মহাশয়॥
নাগ নর ভূচর খেচর আদি সর্ব্ব।
ভূতপ্রেতপিশাচাদি আছয়ে গন্ধর্ব্ব॥
ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আছে দেবগণ যত।
যাইতে অমরপুরে সকলে বাঞ্ছিত॥
সকলের শক্তি নহে যাইতে সেথায়।
কেহ কেহ দৈবশক্তি-অনুসারে যায়॥
এ শক্তিবিহীন যারা আছে পৃথিবীতে।
স্বর্গপুরে যাইতে না পারে কদাচিতে॥
মনে মনে সাধ করে যাইতে অমরে।
দৈবশক্তিহীন তারা যাইতে না পারে॥
দেখি দুঃখ তাহাদের ভাবিনু অন্তরে।
কিরূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে॥
অনায়াসে যেতে সবে পারে দেবলোকে।
নির্ম্মাব স্বর্গের পথ বিশ্বকর্ম্মা ডেকে॥
করিব এমন পথ সবে যেন উঠে।
পৃথিবী অবধি স্বর্গে করে দিব পৈঠে॥
থাকিবে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সংসারে পৌরষ।
ত্রিভুবনে সবে মোর ঘুষিবেক যশ॥
তখনই করিতাম হৈল যবে মনে।
কোন্‌কালে কার্য্যসিদ্ধি হৈত এত দিনে॥

হেলায় রাখিয়া হৈল বহুদিন গত।
তার পর তব সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত॥
অতএব শুভকর্ম্ম শীঘ্র করা ভাল।
হেলায় রাখিয়া যে বাসনা বৃথা হলো॥
শ্রীরাম বলেন শুন লঙ্কা-অধিপতি।
শুভকর্ম্ম শীঘ্র করা এই সে যুকতি॥
সুকৃতকর্ম্মের কথা কহিলে বিস্তর।
পাপকর্ম্ম পক্ষে কিছু কহ আর বার॥
পাপকর্ম্ম হেলা করে রাখে যে জন্যেতে।
বলহ তাহার নীতি আমার সাক্ষাতে॥
শীঘ্র কৈলে পাপকর্ম্ম কি হবে দুর্গতি।
বিস্তার করিয়া কহ সেই রাজনীতি॥
দশানন বলে তাহা কহিতে বিস্তর।
কত আর বিস্তারিয়ে কব রঘুবর॥
পাপকর্ম্ম অনেক করেছি চিরদিন।
কহিতে না পারি তনু প্রহারেতে ক্ষীণ॥
আছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে।
কত কব রঘুনাথ তোমার সাক্ষাতে॥
এককথা কহি রাম দেখ বিদ্যমান।
সূর্পণখার লক্ষ্মণ কাটিল নাককাণ॥
সেই এসে উপদেশ কহিল আমারে।
তার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হরে॥
সূর্পণখা [illegible] চরণেতে ধরে।
মন হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে॥
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে।
আজি নহে কালি সীতা আনিব পশ্চাতে॥
আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে।
হেলায় রাখিলে শেষে আনা নাহি হবে॥
অতএব শীঘ্রগতি হরি আনি সীতে।
সর্ব্বনাশ হৈল মোর সীতার জন্যেতে॥
একলক্ষ পুত্র মোর সওয়ালক্ষ নাতি।
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা-অধিপতি॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবেচিন্তে মনে।
তবে কেন সুবংশে মরিব তব বাণে॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোন কালে॥
যাহা জানি কহিলাম কিছু নীতিকথা।
কহিতে কহিতে জিহ্বায় হৈল জড়তা॥
শ্রীচরণে দৃষ্টি রাখি প্রাণত্যাগ কৈল।
'জয় জয়' শব্দ সব সুরপুরে হৈল॥

বিভীষণের শোক

রাবণ পড়িল দেবগণ হরষিত।
নৃত্য করে অপ্সরা গন্ধর্ব্ব গায় গীত॥
রাবণ পড়িল রাম কপিপানে চান।
পলাইয়া ছিল কপি এল বিদ্যমান॥
রথখান কাড়ি লৈল বীর হনূমান।
অঙ্গদ লইল গদা দিয়ে একটান॥
কর্ণের কুণ্ডল লৈল নীল সেনাপতি।
হাতের বলয় লয় নল মহামতি॥
কেহ কেহ কাড়ি লয় মুকুটের ফুল।
কেহ উপাড়িয়ে দাড়িগোঁপ আর চুল॥
রাবণে দেখিতে সবে করে মারামারি।
পড়িল রাবণরাজা জগতের বৈরী॥
রাম বলে, কপিগণ, হও একপাশ।
রাবণে দেখিব আমি আছে অভিলাষ॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব সঙ্গে বিভীষণ।
রাবণনিকটে তবে গেল ততক্ষণ॥
পর্ব্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায়।
দেখিয়া দয়াল রাম করে হায় হায়॥
তাহা দেখি বিভীষণ রাবণ কৈল কোলে।
কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীষণ বলে।
ত্রিভুবন জিনিলে, ভাই, নিজ বাহুবলে।
সেই অহঙ্কারে, ভাই, রামে না চিনিলে॥
না বুঝিয়া সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে।
লক্ষ্মীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে॥
মরণ করিলে সার নাহি দিলে সীতা।
পায়ে ধরে সাধিলাম না শুনিলে কথা॥
সবংশে আপনি এবে হারাইলে প্রাণ।
না শুনিলে মম বাক্য হয়ে হতজ্ঞান॥
আপনার দোষে মৈলে কলঙ্ক আমার।
কার তরে দিয়া যাহ লঙ্কা-অধিকার॥
বিভীষণ বলে, রাম, যুক্তি বল সার।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল তোমার অধিকার॥
ধার্ম্মিক হইয়া ভাই ধর্ম্ম নষ্ট করে।
মৃত্যু লাগি সীতা আনে লঙ্কার ভিতরে॥
চিরদিন ভাই মোর পূজিল শিবেরে।
মরণ-সময়ে শিব না চাহিল ফিরে॥
হিত বুঝাইতে মোরে ভাই মারে লাথি।
তখনি জানি ভায়ের ঘটিবে দুর্গতি॥
পুরী শূন্য করি ভাই ত্যজিল জীবন।
তোমা বিনা গতি আর নাহি নারায়ণ॥
বিভীষণরোদনে শ্রীরাম দুঃখমন।
রাম বলে না কান্দ ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
ভুবন জিনিয়া সুখ ভুঞ্জিল অপার।
পড়িয়া আমার বাণে গেল স্বর্গদ্বার॥
রামের বচনে তখন সম্বরে ক্রন্দন।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ॥



মন্দোদরীর বিলাপ ও শ্রীরামের নিকট অবৈধব্যবরলাভ

অন্তঃপুরে জানাইল পড়িল রাবণ।
দেখিবারে ধাইল যতেক নারীগণ॥
রক্ত-উৎপল জিনি কোমল চরণ।
রণস্থলে ছুটে যায় হয়ে অচেতন॥
রাবণে বেড়ি কান্দে চৌদ্দহাজার নারী।
শশধরে যেন আছে তারাগণে ঘেরি॥
সোণার কমল-অঙ্গ ধূলাতে মগন।
মন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামীর চরণ॥
আমারে ছাড়িয়া, প্রভু, যাহ কোন্ স্থানে
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার মরণে॥
কেন বা আনিলে সীতা এ কালসাপিনী।
স্বর্ণলঙ্কাপুরে না রহিল এক প্রাণী॥
কি কাজ করিল তব শঙ্করশঙ্করী।
রামলক্ষ্মণ সংহারিল স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥
আপদ পড়িলে দেখ কেহ কারো নয়।
সীতার কারণে হলো এতেক প্রলয়॥
শমন হইল তব সূর্পণখাভগ্নী।
তার বাক্যে আনি সীতা হারালে পরাণী॥
ভুবনের বীর, প্রভু, পড়ে তব বাণে।
প্রাণ হারাইলে নরবানরের রণে॥
কারে দিয়া গেলে এ কনকলঙ্কাপুরী।
কারে দিয়া যাহ, প্রভু, রাণী মন্দোদরী॥
অতুল বৈভব তব গেল অকারণে।
সব ছারখার হৈল তোমার বিহনে॥
পতিপুত্র মরিল কেমনে প্রাণ ধরি।
ধরণী লোটায়ে কান্দে রাণী মন্দোদরী॥
বিভীষণ বলে শুন রাণী মন্দোদরী।
আর না বিলাপ কর চল অন্তঃপুরী॥

এত বলি বিভীষণ রাণী নমস্কারে।
আপনি সকল জ্ঞাত দৈবে যত করে॥
সীতা দিতে কহিলাম করিয়া মিনতি।
সভাবিদ্যমানে মোরে মারিলেন লাথি॥
পদাঘাতে হইলাম জলনিধি পার।
সকল বৃত্তান্ত তুমি জানহ আমার॥
এতেক বচন যদি কহে বিভীষণ।
বাড়িল মন্দোদরীর দ্বিগুণ ক্রন্দন॥
রাবণের মুণ্ডকোলে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
দশহাজার সতিনী প্রবোধিতে নারে॥
না কান্দ না কান্দ, রাণি, মন কর স্থির।
তোমার ক্রন্দনে সবার বুক হয় চির॥
মন্দোদরী বলে রাজা মারিল যে জনে।
সেই জনে একবার দেখিব নয়নে॥
মনুষ্য নহেন রাম দেবনারায়ণ।
অবশ্য দেখিব আমি তাঁহার চরণ॥
বস্ত্র না সম্বরে রাণী আউদরচুলী।
শ্রীরামে দেখিতে যায় হয়ে উতরোলী॥
কটকবেষ্টিত বসে আছেন শ্রীরাম।
হেনকালে মন্দোদরী করিল প্রণাম॥
সীতা বলি রামচন্দ্র ভাবিয়া তাহারে।
'জন্মায়তী হও' বলি আশীর্ব্বাদ করে॥
রামের চরণে রাণী বলে ততক্ষণ।
হেন বর দিলে কেন কমললোচন॥
চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সমুদ্র যদি ছাড়ে।
তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাহি নড়ে॥
শ্রীরামেরে মন্দোদরী পরিচয় দিল।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিরচিল॥



মন্দোদরীর পরিচয়দান ও শ্রীরামকর্ত্তৃক তাহার অবৈধব্যের ব্যবস্থা

সংসারে অসীমা যাঁহার মহিমা
শুনেছ ময়দানব
যার মহাশেলে ত্রিভুবন টলে
লক্ষ্মণের পরাভব॥
তাঁহার নন্দিনী রাবণঘরণী
নাম মম মন্দোদরী।
এলেম চরণ করিতে দর্শন
ত্যজিয়া যে অন্তঃপুরী॥

শুন মহাশয় জানিনু নিশ্চয়
তুমি ত্রিদিবের নাথ।
লঙ্কার ঈশ্বরী নাম মন্দোদরী
কহি যোড় করি হাত॥
দেবের ঈশ্বর দেব পুরন্দর
তারে যে বান্ধিয়া আনি।
যেই ইন্দ্রজিৎ দেবে মানে ভীত
আমি যে তার জননী॥
জন্মায়তী করি বর দিলে হরি
এ বচন নহে আন।
স্বামী এই হত আমার আয়ত
কিরূপে কর বিধান॥
তুমি সত্যবাদী ওহে গুণনিধি
মিথ্যা নহে তব বাণী।
দারুণ প্রহারে মারিয়া পতিরে
কি কথা কহ আপনি॥
সূর্য্যবংশজাত প্রভু রঘুনাথ
কহেন হয়ে লজ্জিত।
সত্য মোর কথা রাবণের চিতা
জ্বালিয়ে রাখ আয়ত॥
শুন মন্দোদরি যাহ নিজ পুরী
মনে না কর বিলাপ॥
মোর হাতে মরে গেল যে অমরে
খণ্ডিত সকল পাপ॥
শুন মোর বাণী গৃহে যাও রাণি
দুঃখ না ভাবিহ চিতে।
রাবণের চিতা রহিবে সর্ব্বথা
চিরকাল রবে আয়তে॥
রহিবেক চিতা মিথ্যা নহে কথা
শুন মন্দোদরী রাণি।
আয়ত স্বভাবে সর্ব্বকাল রবে
মিথ্যা না হইবে বাণী॥
রামের বচনে সুখী হয়ে মনে
গৃহে যায় ততক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডগীত ভাষা সুললিত
কৃত্তিবাস-বিরচন॥



রাবণের সংকার ও মুক্তি

রামের স্থানেতে বর পেয়ে মন্দোদরী।
প্রণতি করিয়া রামে গেল নিজ পুরী॥
রাবণ বধিয়া দুঃখ হইল অপার।
না ধরিব ধনু রাম কৈল অঙ্গীকার॥
রাম বলে, বিভীষণ, না ভাবিহ মনে।
আপনার দোষে মৈল রাজা দশাননে॥
রাবণের অগ্নিকার্য্য কর বিভীষণ।
আর কেহ নাহি তার করিতে তর্পণ॥
ক্রন্দন সম্বর, মিতা, শুন মম বাণী।
রাবণের তর্পণ তুমি করহ এখনি॥
রামের আজ্ঞায় যায় সংকার করিতে।
নানাদ্রব্য বস্ত্র আনে ভাণ্ডার হইতে॥
বিশদ চন্দনকাষ্ঠ আনে ভারে ভার।
অগুরু চন্দন আনে গন্ধ মনোহর॥
পর্ব্বতসমান বীর দুর্জ্জয় শরীর।
রাবণে বহিতে এল সহস্রেক বীর॥
সকল রাক্ষস এসে রাবণেরে ধরে।
পর্ব্বতসমান বীর তুলিবারে নারে॥
দুর্জ্জয়প্রতাপ হনুমান মহাবীর।
কোলে করে লয়ে গেল সাগরের তীর॥
রাবণেরে করাইল স্নান সিন্ধুজলে।
সুগন্ধি চন্দন লেপে কণ্ঠে বাহুমূলে॥
দিব্যবস্ত্র পরাইল সোণার পইতে।
সাগরের কূলে খুলে রাবণের চিতে॥
হাতে অগ্নি করিয়া কান্দেন বিভীষণ।
দশমুখে অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাবণ॥
রাবণের চিতাধূম উঠে ততক্ষণ।
মুক্ত হয়ে গেল রাবণ বৈকুণ্ঠভুবন।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুসার।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন রাবণ-উদ্ধার॥



শ্রীরামকর্তৃক বিভীষণের লঙ্কারাজ্যে অভিষেক

রণে অবসর পেয়ে কমললোচন।
লক্ষ্মণসহিত গিয়া বসিল তখন॥
ইন্দ্রের মাতলি আসি মাগিল মেলানি।
মাতলিরে কহিলেন সুমধুর বাণী॥
দেবরাজে কহিবে আমার পরিহার।
তাঁর শত্রু রাবণেরে করিনু সংহার॥
রামেরে প্রণাম করি মাতলি চলিল।
রামের বচন গিয়া ইন্দ্রেরে কহিল॥
সুগ্রীবে দেখিয়া রাম হরষিতমন।
বাহু পসারিয়া তারে দিলা আলিঙ্গন॥
তুমি হেন মিতা হও জন্মজন্মান্তরে।
ভুবন জিনিতে পারি পাইলে তোমারে॥
তোমার প্রসাদে হইলাম সিন্ধু পার।
তোমার প্রসাদে সীতা করিনু উদ্ধার॥
একধার আমার রয়েছে শুধিবার।
বিভীষণে না দিলাম লঙ্কা-অধিকার॥
এবে বিভীষণে করি লঙ্কা-অধিপতি।
চারিযুগে থাকিবেক আমার সুখ্যাতি॥
আমার বচনে, মিত্র, কর আগুসার।
বিভীষণে দেহ, মিত্র, লঙ্কা-অধিকার॥
হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি কপিবর।
সবে কর বিভীষণে লঙ্কার ঈশ্বর॥
গন্ধর্ব্বে আনিয়া দিক নানা তীর্থজল।
লঙ্কামধ্যে স্ত্রীপুরুষে গাউক মঙ্গল॥
শ্রীরামের আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কোন্‌জনা।
বিভীষণ রাজা হবে পড়িল ঘোষণা॥
নানাবিধ রত্নধন যেখানে আছিল।
রাক্ষসবানরে সব বহিয়া আনিল॥
গায়কেতে গীত গায় নটে করে নাট।
শুভক্ষণে বিভীষণে দেন রাজ্যপাট॥
আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ।
'রামজয়' শব্দ করে যত কপিগণ॥
নানাশব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে সুন্দর।
আনন্দেতে নৃত্য করে সকল বানর॥
একলক্ষ দগড় দ্বিলক্ষ করতাল।
দুইলক্ষ ঘণ্টা বাজে শুনিতে বিশাল।
ভেউরা ঝাঁঝরি বাজে তিনলক্ষ কাড়া।
চারিলক্ষ জয়ঢাক ছয়লক্ষ পড়া॥
বাজিল চৌরাশীলক্ষ শঙ্খ আর বীণা।
তিনলক্ষ তাসা বাজে দামামার সানা॥
ঢেমচা খেমচা বাজে তিনলক্ষ ঢোল।
তিনলক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল॥
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝম্প।
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ ত্রিভুবনকম্প॥

বাজিল রাক্ষসী ঢাক পঞ্চাশহাজার।
দুন্দুভি ডমরু শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার॥
তূরী ভেরী খঞ্জনী খমক আর বাঁশী।
দগড়ে রগড় দিতে লক্ষ লক্ষ কাঁসি॥
টিকারা টঙ্কার আর চৌতারা মোচঙ্গ।
বাদ্য শুনি বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ॥
'রামজয়' শব্দ করে যত কপিগণ।
বিভীষণে অভিষেক কৈল নারায়ণ॥
ছত্রদণ্ড দিল আর স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী॥
বিভীষণ রাজা হৈল রাজ্যখণ্ড সুখী।
রহিল রামের কীর্ত্তি বিভীষণ সাক্ষী॥
পুনর্ব্বার শ্রীরাম কহিলা বিভীষণে।
মন্দোদরী লাগি কিছু না ভাবিহ মনে॥
মন্দোদরী দিব তোমা মম অঙ্গীকার।
রাজস্ত্রী রাজাতে লয় আছে ব্যবহার॥
অতএব না ভাবিহ মিত্র বিভীষণ।
রাণী মন্দোদরী তোমা দিলাম এখন॥
লঙ্কাপুরে ভূপতি হইল বিভীষণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ॥



হনূমানের সীতাসমীপে রাবণবধবার্ত্তাকীর্ত্তন

পাত্রমিত্র লয়ে রাম বসিল দেওয়ানে।
সীতারে আনিতে পাঠাইল হনূমানে॥
সীতারে আনিতে যায় পবননন্দন।
হনূরে প্রণাম করে নিশাচরগণ॥
সবে বলে আচম্বিতে এল হনূমান।
না জানি কাহার এবে লইবে পরাণ॥
এই কথা নিশাচরে ভাবে মনে মন।
হনূমান প্রবেশিল অশোকের বন॥
সীতারে দেখিয়া হনূ নোঙাইল মাথা।
যোড়হাতে কহে বীর শ্রীরামের কথা॥
দুষ্ট নিশাচর দিল তোমারে এ তাপ।
সবান্ধবে পড়িল রাবণ মহাপাপ॥
শ্রীরাম পাঠায়ে দিলা মোরে তব পাশ।
সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস॥
হনূর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী।
আনন্দসাগরে ভাসে সীতাঠাকুরাণী॥
হনূমান বলে, মাতা, কি ভাবিছ মনে।
শুভকথার উত্তর না দেহ কি কারণে॥
সীতা বলে যে বার্ত্তা কহিলে হনূমান।
নাহি ধন তাহার সদৃশ দিতে দান॥
যদ্যপি তোমারে করি রাজ্য-অধিকারী।
তথাপি তোমার ধার শুধিবারে নারি॥
হনূ বলে রাজ্যধনে নাহি প্রয়োজন।
রাজ্যধন সব, মাতা, তোমার চরণ॥
তবু যদি দান দিবে সীতাঠাকুরাণী।
এই দান তব স্থানে মাগি গো জননি॥
তোমার রক্ষক আছে রাবণের চেড়ী।
আমার সাক্ষাতে তোমা উঠাইত বাড়ি॥
করিয়াছে তোমার দুর্গতি অপমান।
এ সবার প্রাণ লব মাগি এই দান॥
দন্ত উপাড়িয়া চুল ছিঁড়ি গোছে গোছে।
আছাড়িয়া প্রাণ লব বড় বড় গাছে॥
সমুদ্রের তীরে আছে বালি খরশান।
তাতে মুখ ঘষাড়িয়া লইব পরাণ॥
শুনিয়া হনূর বাক্য যত চেড়ীগণ।
ভয়ে সবে ধরে তবে সীতার চরণ॥
চেড়ী সব বলে শুন সীতাঠাকুরাণী।
হনূমান প্রাণ লয় রাখ গো আপনি॥
জানকী বলেন তুমি বিচারে পণ্ডিত।
যত দুঃখ পাই আমি কপালে লিখিত॥
মহাবীর হনূ তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
স্ত্রীবধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি॥
যতদিন ছিল চেড়ী রাবণের ঘরে।
তাহার আজ্ঞায় দুঃখ দিয়াছে আমারে॥
এখন সে সবংশেতে মরেছে রাবণ।
চেড়ীগণ করে এবে আমার সেবন॥
কহিবে আমার দুঃখ শ্রীরামের স্থানে।
প্রণাম করিব গিয়া তাঁহার চরণে॥
চলিলেন হনূমান সীতার বচনে।
কহিলা সকল কথা শ্রীরামের স্থানে॥
যে সীতার লাগিয়া করিলা মহামার।
সে সীতার হইয়াছে অস্থিচর্ম্মসার॥
চেড়ীর তাড়নে সীতার কণ্ঠাগত প্রাণ।
তবু রাম বিনা তাঁর মনে নাহি আন॥
এত যদি কহিলেন পবননন্দন।
শ্রীরাম বলেন সীতায় আনে কোন্ জন॥

সীতার শ্রীরামসম্ভাষণে যাত্রা ও মন্দোদরীর অভিশাপ

এত ভাবি রঘুনাথ বিচারিয়া মনে।
সীতারে আনিতে পাঠাইলা বিভীষণে॥
চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে।
মাথা নোয়াইল গিয়া সীতার চরণে॥
বিভীষণ বলে, মাতা, নিবেদি চরণে।
তোমারে যাইতে হবে রামদরশনে॥
আনিলা সুবর্ণদোলা রতনে মণ্ডিত।
সীতার সম্মুখে আনি কৈল উপস্থিত॥
বিভীষণ বলেন শুন জনকনন্দিনি।
সুবর্ণদোলাতে আসি উঠহ আপনি॥
পর রত্ন-আভরণ যেবা লয় চিতে।
রামদরশনে, মাতা, চলহ ত্বরিতে॥
মরিল রাবণ তব দুঃখ হৈল শেষ।
রামসম্ভাষণে চল করিয়া সুবেশ॥
স্নান করি পর, সীতা, বিচিত্রবসনে।
সোণার দোলায় চল রামসম্ভাষণে॥
সীতা বলে কিবা স্নান কিবা মোর বেশ।
অশোকের বনে দুঃখ ভুঞ্জিনু অশেষ॥
বিভীষণ বলে কথা কহিলে প্রমাণ।
কেমনে এ বেশে যাবে আমা-বিদ্যমান॥
বিভীষণপরিবার সরমা সুন্দরী।
স্নানদ্রব্য লয়ে তথা এলো ত্বরা করি॥
সিংহাসনে বসাইলা সীতা চন্দ্রমুখী।
কেহ তৈল দেয় গায় কেহ আমলকী॥
পিঠালি মাখায়ে কেহ অঙ্গমল তুলে।
রত্নের কলসে কেহ শিরে জল ঢালে॥
নেতের বসনে কেহ মুছাইছে বারি।
যতনে পরায় বস্ত্র যতেক সুন্দরী॥
জানকীর রূপে তথা পড়িছে বিজুলী।
কনকরচিত সীতা পরেন পাশুলি॥
রত্নেতে জড়িত বান্ধে বিচিত্র কবরী।
নানাচিত্র লেখা তাহে আছে সারি সারি॥
নয়নে অঞ্জন দিল অতি সুশোভিত।
নানা-অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত॥
অঙ্গরাগ সিন্দূর দিলেক তার ভালে।
মরকেতে রচিত বিচিত্র হার গলে॥
বিচিত্রনির্ম্মাণ দিল শঙ্খ দুই বাই।
যেন পূর্ণ শশধর দেখিবারে পাই॥
লুকাতে চাহেন রূপ না হয় গোপন।
জানকীর রূপে আলো করে ত্রিভুবন॥
রত্নময় চতুর্দ্দোল যোগাইল আনি।
সানন্দে বসিলা তাহে জনকনন্দিনী॥
ঘেরিলেক চতুর্দ্দোল নেতের বসনে।
যাত্রা কৈল সীতাদেবী রামসম্ভাষণে॥
যতনে পাতিল পথে নেতের পাছড়া।
রাক্ষসেতে দেয় পথে চন্দনের ছড়া॥
মল্লিকা মালতী পারিজাত রাশি রাশি।
পথেতে বিস্তার কৈল রাক্ষসেরা আসি॥
রাক্ষস বানরে আসি বেড়ে চারিভিতে।
বিভীষণ অগ্রেতে সুবর্ণ বেত হাতে॥
যতেক বানরসেনা চারিভিতে ঘেরে।
পরস্পর দ্বন্দ্ব সীতা দেখিবার তরে॥
দেখিতে না পায় কেহ চক্ষে বহে নীর।
যতেক লঙ্কার নারী হইল বাহির॥
বালবৃদ্ধযুবতী লঙ্কায় যত ছিল।
সীতারে দেখিতে সবে ধাইয়া চলিল॥
না সম্বরে অম্বর ধাইয়া যায় রড়ে।
বৃদ্ধজন দ্রুত যেতে উছটিয়া পড়ে।
শোকে মগ্ন ছিল যত রাক্ষসের নারী।
বেগে ধায় দ্রুতগতি লজ্জা পরিহরি॥
মন্দোদরী প্রণাম করিল হেনকালে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ আলুলিত চুলে॥
মন্দোদরী বলে শুন জনকনন্দিনি।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী॥
পুরীসহ রাজারে বিনাশি কোপাগুণে।
আনন্দে চলেছ তুমি রামসম্ভাষণে॥
এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ॥
যদি সতী হই থাকে পতিপ্রতি মন।
কখনো আমার শাপ না হবে খণ্ডন॥
এত বলি অন্তঃপুরে গেল মন্দোদরী।
সীতা লয়ে বিভীষণ গেল ত্বরা করি॥
কিছু দূরে থাকিতে না যায় চতুর্দ্দোল।
সীতা দেখিবারে বেড়ে বানর সকল॥
কনকে রচিত সীতার শ্রবণকুণ্ডল।
লেগেছে তাহার ছায়া গগনমণ্ডল॥
নানাবনপুষ্পমালা আমোদিত গন্ধে।
কনকে রচিত দোলা করি আনে স্কন্ধে॥

চলিলেন সীতাদেবী রামসম্ভাষণে।
লঙ্কার রমণী কান্দে সীতার গমনে॥
রাক্ষসের নারী সব দুঃখে অঙ্গ দহে।
রোদন করিয়া সবে জানকীরে কহে॥
সুখেতে চলেছ তুমি রামসম্ভাষণে।
এককালে বিধবা হইনু সর্ব্বজনে॥
অশুভনয়নে রাম তোমারে দেখিবে।
আমাদের বাক্য কভু খণ্ডন না হবে॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে নিজ ঘরে নড়ে।
রামসম্ভাষণে সীতা চতুর্দ্দোলে চড়ে॥
বাহির হৈল দোলা লঙ্কাপুর গড়ে।
নেতের বসনে দোলা লয়েছেন বেড়ে॥
দুই ঠাটে হুড়াহুড়ি হৈল ঠেলাঠেলি।
বহিতে না পারে বাট যত চতুর্দ্দোলী॥
রাজা হয়ে বিভীষণ ভূমে বহে বাট।
কটকের চাপ দেখে হাতে নিল ছাট॥
ছাট হাতে লইল বানর কোটি কোটি।
চারিদিকে পড়ে ছাট লাগে চটচটি॥
ফুটিয়া গায়ের মাংস রক্ত পড়ে ধারে।
তবু দেখিবারে যায় আপনা পাসরে॥
পরিশ্রমে বিভীষণের ঘন বহে শ্বাস।
বহু কষ্টে গেল দোলা শ্রীরামের পাশ।
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর।
দক্ষিণে বসিয়া মিত্র সুগ্রীব বানর॥
বামভিতে বসিয়াছে অনুজ লক্ষ্মণ।
নিকটেতে জাম্বুবান যোড়হস্তে রন॥
পথ বাহি যাইতে কটকে ঠেলাঠেলি।
ছাট মারি বিভীষণ মধ্যে করে গলি॥
কটকের দুঃখে রাম কোপ কৈল মনে।
কোপে রাম কহিলেন রাজা বিভীষণে॥
রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী।
মাতাকে দেখিবে পুত্র ইহাতে কি হানি॥
কেন বা ঘেরেছে দোলা আমি তা না জানি।
কেন বা করিছ তুমি এত হানাহানি॥
ঘুচাও দোলের বস্ত্র ছাড় ছাড় ছাট।
দেখুক সকলে সীতা ঘুচাও ঝঞ্ঝাট॥
সকলে দেখুক পরে উদ্ধারিনু যাকে।
সতী যে হইবে সেই রক্ষিবে নিজেকে॥
বুঝিলেন হনুমান শ্রীরামের মন।
সীতার পরীক্ষা হেতু হয়েছে মনন॥

দেখিয়া রামের ক্রোধ ভীত বিভীষণ।
পরীক্ষা করেন কিম্বা দেন বিসর্জ্জন॥
ঘুচান দোলার বস্ত্র রাজা বিভীষণ।
করিলেন জানকী ভূমিতে পদার্পণ॥
দোলা ছাড়ি জানকী নামেন ভূমিতলে।
বিদ্যুতের ছটা যেন অবনীমণ্ডলে॥
সীমন্তে সিন্দূরচিহ্ন রঙ্গ বড় লাগে।
চন্দনতিলক শোভে কপালের ভাগে॥
দেখিতে সুন্দর অতি সীতার অধর।
পক্কবিম্বফল যিনি অতি শোভাকর॥
পরিধান নানারত্ন রূপে নাহি সীমা।
চরাচরে নাহি দেখি সীতার প্রতিমা॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় গগনে।
মূর্চ্ছিত হইল সবে সীতাদরশনে॥
জানকীরে দেখে যেই সে হয় মূর্চ্ছিত।
অন্যের কি কব কথা দেবতা বিস্মিত॥
কেহ ভাবে আইসেন আপনি শঙ্করী।
শ্রীরামেরে দেখিতে কৈলাস পরিহরি॥
অন্যে বলে ত্যজি বুঝি বিষ্ণুবক্ষঃস্থল।
লক্ষ্মী অবতীর্ণা হৈল দেখিতে ভূতল॥
কেহ বলে আপনি সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী।
কেহ বলে বশিষ্ঠগৃহিণী অরুন্ধতী॥
দেখিয়াছে সীতারে যে সেই সীতা বলে।
অন্য লোকে কত তর্ক করে নানাস্থলে॥
পাদস্পর্শে পবিত্র করেন বসুন্ধরা।
বসুন্ধরাসুতা সীতা কৃশকলেবরা॥
উপস্থিত হইলেন সভাবিদ্যমান।
হেরিয়া হরিষে সবে হয় হতজ্ঞান॥



সীতার অগ্নিপরীক্ষা

রামের চরণে সীতা করে নমস্কার।
করিলেন লক্ষ্মণেরে বাৎসল্য-ব্যবহার॥
করপুটে সীতা রহিলেন সভাস্থানে।
লক্ষ্মণ প্রণাম করে তাঁহার চরণে॥
শ্রীরাম ব্যাকুল অতি হরিষে বিষাদে।
সতী স্ত্রী ছাড়িতে চান লোক-অপবাদে॥
কারে কিছু না বলেন জানকী সভায়।
মনে মনে ভাবিছেন কি হবে উপায়॥

বহিছে চক্ষুর জল শ্রীরাম কাতর।
সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর॥
আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাশ।
ব্যবহার তোমার না জানি দশমাস॥
সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন।
তোমা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন॥
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে।
যথা তথা যাও তুমি থাক অন্য স্থানে॥
এই দেখ সুগ্রীব বানর-অধিপতি।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি॥
লঙ্কার ভূপতি এই দেখ বিভীষণ।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মন॥
ভরতশত্রুঘ্ন মম দেশে দুইভাই।
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া সে সবার ঠাঁই॥
যথা তথা যাও তুমি আপনার সুখে।
কেন দাঁড়াইয়া কান্দ আমার সম্মুখে॥
থাকিতে রাক্ষসঘরে না হৈত উদ্ধার।
ত্রিভুবন অপযশ গাহিত আমার॥
ঘুচিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে।
এখন মেলানি দিনু সভার ভিতরে॥
যতেক বলেন তাঁরে রাম রুক্ষবাণী।
রোদন করেন তত শ্রীরামঘরণী॥
কেহ কিছু নাহি বলে স্তব্ধ সর্ব্বজন।
ধীরে ধীরে কন সীতা মুছিয়া নয়ন॥
জনকরাজার বংশে জন্মিনু আমি।
দশরথ শ্বশুর সে পতি হও তুমি॥
ভালমতে জান, প্রভু, আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি॥
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাবালে॥
সবেমাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ॥
হনূকে আমার কাছে পাঠালে যখন।
আমারে বর্জ্জন কেন না কৈলে তখন॥
করিতাম বিষপান কি বহ্নিপ্রবেশ।
এত না লঙ্কার মাঝে পাইতাম ক্লেশ॥
কটক পাইল দুঃখ সাগরবন্ধনে।
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে সে রণে॥
এতেক করিয়া কর আমারে বর্জ্জন।
তুমি হেন স্বামী বর্জ্জ বৃথায় জীবন।
নিমিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
আমার কি এই ছিল লিখন কপালে॥
গণিকার মত মোরে পরে কর দান।
সভাবিদ্যমানে কর এত অপমান॥
কৃপা করি, লক্ষ্মণ, এ করহ প্রসাদ।
অগ্নিকুণ্ড সাজাও ঘুচুক অপবাদ॥
লক্ষ্মণ রামের স্থানে চাহেন সম্মতি।
শ্রীরাম বলেন কুণ্ড সাজাও সম্প্রতি॥
সীতার জীবনে, ভাই, কিছু নাই কাজ
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা দূরে যাক আজ॥
লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড।
বানরকটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড॥
কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি।
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরামমহিষী॥
সাতবার রামের চরণে প্রদক্ষিণ।
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন॥
কনক-অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে।
যোড়হাতে জানকী বলে ধীরে ধীরে॥
শুন বৈশ্বানর দেব তুমি সর্ব্ব আগে।
পাপপুণ্য লোকেরে জানহ যুগে যুগে॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে অগ্নি তব কাছে পাব অব্যাহতি॥
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে সবিশেষ।
সীতা সতী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশ॥
অগ্নিতে প্রবেশমাত্র রামের মহিষী।
ঢালিয়া দিলেক তাহে ঘৃতের কলসী॥
ঘৃত পাইয়া অগ্নি অধিক উঠে জ্বলে।
কুণ্ডের ভিতরে রাম সীতারে নেহালে॥
কুণ্ডমধ্যে চাহি তবে সীতারে না দেখি।
ঝরিতে লাগিল তার দুটি পদ্ম-আঁখি॥
দেখেন সংসার শূন্য যেমন পাগল।
ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল॥
কি করি, লক্ষ্মণভাই, সীতার কি হৈল।
সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল॥
সীতার বিহনে মোর সকলি অসার।
অযোধ্যায় ছত্রদণ্ড না ধরিব আর॥
অগ্নি হৈতে উঠ সীতা জনককুমারি।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
তোমার মরণে আমি বড় পাই দুখ।
অগ্নি হৈতে উঠ, প্রিয়ে, দেখি চাঁদমুখ॥

ভ্রমিলাম চতুর্দ্দশবর্ষ নানা দেশে।
ঘুচিত সকল দুঃখ থাক যদি পাশে॥
লঙ্কার রাবণরাজা দশমুণ্ডধর।
কুড়িহাতে যুঝে যেন যমের সোসর॥
তাহাকে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার।
অগ্নিতে পুড়িয়া সীতা হৈলা ছারখার॥
রামের ক্রন্দনে কান্দে সর্ব্ব দেবগণ।
কান্দিছে বরুণ দেব শমন পবন॥
যত লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর।
জলের ভিতরে থাকি কান্দেন সাগর॥
নল নীল কান্দে আর সুগ্রীব বানর।
জম্বুবান সুষেণ ও বালির কোঙর॥
হনূমান বলে কেন কাঁদ হে লক্ষ্মণ।
আমি জানি জানকীর নাহিক মরণ॥
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ।
না কান্দ না কান্দ সীতা পাইবে এখন॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
সীতার পরীক্ষাগীত গায় কৃত্তিবাস॥



সীতার জন্য শ্রীরামের বিলাপ এবং অগ্নিকর্ত্তৃক সীতাকে সমর্পণ

কান্দিয়া শ্রীরামচন্দ্র হন অচেতন।
ধাইয়া আইল ব্রহ্মা আদি দেবগণ॥
কুবের বরুণ যম এল পুরন্দর।
যতেক দেবতা সব আইল সত্বর॥
হাত তুলি কন ব্রহ্মা শ্রীরামেরে ডাকি।
কার বাক্যে অগ্নিমধ্যে রাখিলে জানকী॥
না মরেন সীতাদেবী অগ্নিতে পুড়িয়া।
এখনি পাইবা সীতা কাঁদ কি লাগিয়া॥
দেবের ঠাকুর তুমি সংসারের সার।
সামান্যমনুষ্যহেন কর ব্যবহার॥
তোমার গায়ের লোমে লোমে দেবগণ।
সীতাদেবী লক্ষ্মী তুমি নিজে নারায়ণ॥
শ্রীরাম বলেন মম মানুষেতে জন্ম।
মানুষ হইয়া করি মানুষের কর্ম্ম॥
বিরিঞ্চি বলেন, রাম, বলি সারোদ্ধার।
তব অবতারে প্রভু কৌতুক অপার॥
মৎস্য-অবতারে কৈলে বেদের উদ্ধার।
কূর্ম্ম-অবতারে তুমি স্থাপিলা সংসার॥
তৃতীয়তে বরাহের রূপ তুমি ধরি।
বসুন্ধরা ধরিলে হে দশন উপরি॥
হিরণ্যকশিপু রিপু দৈত্য মহাবল।
স্বর্গ আদি ত্রিভুবন জিনিল সকল॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল সে তার ভয়ে কাঁপে।
তারে সংহারিলা তুমি নরসিংহরূপে॥
ধরিলা বামনবেশ পঞ্চমাবতারে।
বলিকে ছলিয়া দ্বারী হৈলা তার দ্বারে॥
ষষ্ঠেতে পরশুরাম হৈলা ভৃগুপতি।
নিঃক্ষত্র ত্রিসপ্ত বার কৈলা বসুমতী॥
সপ্তমেতে রামরূপ হয়ে নারায়ণ।
বধিয়া রাক্ষস রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন॥
যত যত অবতার অংশরূপ ধরি।
রাম-অবতারে তুমি আপনি শ্রীহরি॥
আপনি শ্রীরাম তুমি পূর্ণ-অবতার।
সবংশে রাবণে তুমি কৈলা সংহার॥
ক্ষত্রিয় আছয়ে যত ভুবনমণ্ডল।
সবার অধিক, রাম, তুমি ধর বল॥
না মরিত দশানন অন্য কারো বাণে।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া তুমি সেই সে কারণে॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ।
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের তুমি সে কারণ॥
যেই জন শুনে প্রভু তব অবতার।
ইহপরলোকে তার হইবে উদ্ধার॥
কে বুঝে তোমার মায়া তুমি লোকপতি।
তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী॥
হেন লক্ষ্মী অগ্নিমধ্যে রাখ কি কারণ।
মনুষ্যের কর্ম্ম কর কেন নারায়ণ॥
না শুনে ব্রহ্মার রাম প্রবোধবচন।
'সীতা সীতা' বলি তিনি হন অচেতন॥
ব্রহ্মা বলিলেন, অগ্নি, উঠহ সত্বর।
সমর্পণ কর সীতা রামের গোচর॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিয়া সত্বর।
আপনি প্রবেশ করে কুণ্ডের ভিতর॥
আকাশপাতাল যুঁড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে।
আপনি উঠিলা অগ্নি সীতা লয়ে কোলে।
অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতাঠাকুরাণী।
যেমন তেমন আছে গাত্রবস্ত্রখানি॥
মস্তকের পঞ্চফুল সেহ না আওরে।
যোড়হাতে রহিলেন রামের গোচরে॥

অগ্নি বলিলেন আমি পাপপুণ্যসাক্ষী।
লুকাইয়া করে পাপ তাহা আমি দেখি॥
ভাণ্ডাইতে আমারে না পারে কোন জন।
না দেখি সীতার কোন পাপের কারণ॥
আজি হৈতে, রাম, মোর সফল জীবন।
করিলাম আজি সীতাসতীপরশন॥
বলি, রাম, সীতারে না দিও মনস্তাপ।
রাজ্য দগ্ধ হইবেক সীতা দিলে শাপ॥
যেই স্ত্রী শুনিবেক সীতার চরিত্র।
সর্ব্বপাপ খণ্ডিয়া সে হইবে পবিত্র॥
শ্রীরামের হাতে সীতা করি সমর্পণ।
স্বস্থানে প্রস্থান অগ্নি করেন তখন॥



দশরথের শ্রীরামসম্ভাষণ ও ভরতকে বরদান

বিরিঞ্চি বলেন, রাম, করিলে যে কাজ।
তাহাতে পাইল রক্ষা দেবের সমাজ॥
তোমা লাগি অযোধ্যায় আছে প্রজাগণ।
দেশে গিয়া সবাকার করহ পালন॥
ভরত শত্রুঘ্ন তোমা লাগি প্রাণ ধরে।
চারিভাই মিলি রাজ্য করহ সংসারে॥
নানাযজ্ঞ করহ করহ নানাদান।
বংশে রাজা করিয়া আইস নিজ স্থান॥
দশরথ মরিলেন তোমা অদর্শনে।
মৃতপিতা আসিয়াছে তোমা-সম্ভাষণে॥
পিতা দেখ, রামচন্দ্র, অপূর্ব্বদর্শন।
দুইভাই কর পিতৃচরণবন্দন॥
দেবরথারূঢ় রাজা দেববেশধারী।
করিলেন প্রণাম লক্ষ্মণ রাবণারি॥
পুত্রবধূ শ্বশুরের বন্দেন চরণ।
রাজা দশরথ কিছু কহেন বচন॥
দগ্ধ হইলাম আমি কৈকেয়ীবচনে।
প্রাণ ছাড়িলাম, রাম, তোমা-অদর্শনে॥
পিতা উদ্ধারিল যেন অষ্টাবক্রঋষি।
তোমার প্রসাদে, রাম, স্বর্গে আমি বসি॥
দেবগণ যুক্তি করে সব আমি শুনি।
অবতীর্ণ দশরথগৃহে চক্রপাণি॥
লক্ষ্মণের গুণ ব্যাখ্যা করে দেবগণ।
রামের যেমন সেবা করেছে লক্ষ্মণ॥
সফল হইবে অযোধ্যার পুরজন।
তুমি রাজা হয়ে সবে করিবে পালন॥
জানকীর চরিত্রে লাগে চমৎকার।
শুদ্ধা হয়ে করিলেন কুলের উদ্ধার॥
ভরত কনিষ্ঠভাই প্রাণের সোসর।
আমা-তুল্য তাহাকে পালিবে বহুতর॥
বলিল তোমারে যে কৈকেয়ী কুবচন।
মায়ে পুত্রে দুইজনে করেছি বর্জ্জন॥
এতেক বলেন যদি রাজা দশরথ।
কৃতাঞ্জলি হয়ে রাম কহে তাঁর মত॥
মম দুঃখে ভরত যে হয়েছে দুঃখিত।
তারে তব বর্জ্জা আর না হয় উচিত॥
ভরতেরে বর দেহ দেববিদ্যমান।
তাহাতে হইব তৃপ্ত জুড়াইবে প্রাণ॥
রামের বচনে রাজা করেন বিধান।
ভরতের শ্রাদ্ধ মম অমৃতসমান॥
ভরতেরে বরদান দেবগণ শুনে।
আলিঙ্গনে তুষিলেন আত্মজ লক্ষ্মণে॥
করিয়া রামের সেবা হইলে উদ্ধার।
ঘুষিবে তোমার যশ সকল সংসার॥
বলেন সীতার প্রতি প্রবোধবচন।
আমার বচনে তুমি সম্বর ক্রন্দন॥
দশমাস ছিলে, মাতা, রাক্ষসের ঘরে।
তেঁই সে তোমায় রাম দেশে নিতে নারে॥
হইলা গো অগ্নিশুদ্ধা দেবলোকে জানে।
শ্রীরামের সহ যাহ আপনার স্থানে॥
যে কামিনী শুনিবেক তোমার চরিত্র।
সর্ব্বপাপ ঘুচিবেক হইবে পবিত্র॥
দেবরথে চড়ে রাজা দেববেশ ধরি।
পুত্রবধূ সান্ত্বাইয়া যান স্বর্গপুরী॥



ইন্দ্রকর্ত্তৃক বানরগণের জীবনদান

হইল রাক্ষসক্ষয় হৃষ্ট পুরন্দর।
বলিলেন রামচন্দ্রে মাগ তুমি বর॥
করিলা দেবের রক্ষা মারি দশানন।
বর মাগ, রাম, ব্যর্থ না হবে বচন॥
শ্রীরাম বলেন, ইন্দ্র, যদি দিবা বর।
উঠুক বরেতে জীয়ে মৃত যে বানর॥

ধনজন না দিলাম নহে ভূমিগাঁতি।
এড়িয়া স্ত্রীপুত্র এল আমার সংহতি ॥
হৃতা সীতা পাইলাম হইলাম সুখী।
বানরের ভার্য্যাপুত্র কেন হবে দুখী ॥
এত যদি বলিলেন ইন্দ্রে রঘুনাথ।
বলিছেন পুরন্দর যোড় করি হাত ॥
ভুবনের নাথ তুমি স্বয়ং নারায়ণ।
মারিয়া জীয়াতে পার এ তিনভুবন ॥
তুমি জান আপনা তোমারে জানে কে।
মরিয়াও না মরে তব নাম জপে যে ॥
আপনি চাহিলে বর কে করিবে আন।
রূপে বেশে সবে হোক দেবতাসমান ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত সঞ্চারে।
সুধাবৃষ্টি হয় মৃতবানর উপরে ॥
কাটা হাত ও কাটা পা সব লাগে যোড়া।
চারিদ্বারে সৈন্য উঠে দিয়া গাত্রমোড়া ॥
যে বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের বাণে।
'মার মার' করি উঠে যুদ্ধ করি মনে ॥
'কুম্ভকর্ণে মার' বলি কেহ হাঁক ছাড়ে।
'ইন্দ্রজিৎ মার' বলি কেহ ডাক পাড়ে ॥
দেবান্তক নরান্তক মার রে ত্রিশিরা।
রাবণেরে মার ঝাট পরনারীচোরা ॥
উন্মত্ত পাগল সবে হৈল রণস্থলে।
ইষ্টমিত্র বুঝায় চাপিয়া ধরি কোলে ॥
কারে মার কারে কাট কিসের সংগ্রাম।
হইল রাক্ষসনাশ শত্রুজয়ী রাম ॥
শ্রীরামের বামে দেখ জানকী সুন্দরী।
দেবগণ দেখ হেথা এই স্বর্গপুরী ॥
হরিষের কথা যদি শুনিল বানর।
মাথা নোঙাইল গিয়া রামের গোচর ॥
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান।
মরিয়া প্রসাদে তব পাই প্রাণদান ॥
তোমা হেন প্রভু যেন পাই যুগে যুগে।
সেবা করি থাকি যেন রাখি আগে আগে ॥
মরিল বানর যত পেল প্রাণদান।
জিজ্ঞাসা করেন রাম দেববিদ্যমান ॥
রাম বলে, দেবরাজ, জিজ্ঞাসি তোমারে।
এককথা সন্দ বড় আমার অন্তরে ॥
উভয় দলেতে যুদ্ধ হইল,বিস্তর।
পড়িল উভয় সৈন্য রাক্ষসবানর ॥
সুধাবৃষ্টি কৈলে তুমি সবার উপর।
প্রাণদান পেয়ে উঠে অসংখ্য বানর ॥
উভয় সৈন্যেতে হৈল সুধাবরিষণ।
বানরের মৃতদেহ পাইল জীবন ॥
অতএব জিজ্ঞাসা যে করি তব স্থানে।
প্রাণদান রাক্ষসে না পায় কি কারণে ॥
ইন্দ্র বলে রাক্ষস না পাইল জীবন।
ইহার বৃত্তান্ত শুন কমললোচন ॥
'রাবণেরে মার' বলি কপিগণ মরে।
উদ্ধার হইবে বল কি নামের জোরে ॥
'রামে মার' শব্দ করে মরেছে রাক্ষস।
রামনাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস ॥
শ্রীরাম বলিয়া প্রাণ বাহিরায় যার।
অক্লেশে বৈকুণ্ঠে যায় হইয়া উদ্ধার ॥
মুক্তিপদ পাইয়াছে রামনামগুণে।
উদ্ধার হইয়া গেছে বাঁচিবে কেমনে ॥
ইন্দ্র বলিলেন যাহ সবে নিজ বাস।
এতদিনে সবাকার পূর্ণ অভিলাষ ॥
চৌদ্দবর্ষ বনে দশমাস উপবাস।
শ্রীরামজানকী দোঁহে হউক সম্ভাষ ॥
অবিরাম সংগ্রামেতে না ছিল বিশ্রাম।
বিশ্রাম করহ, রাম, যাই স্বর্গধাম ॥
শ্রীরামেরে করি তবে সীতাসমর্পণ।
দেবগণ চলিলেন আপন ভবন ॥



সীতারামের পুনর্ম্মিলন ও পরস্পর আলাপ

যখন যে কর্ম্ম তাহা বিভীষণ জানে।
এগারশত বৃহন্দে নেতবস্ত্র টানে ॥
কাঞ্চননির্ম্মিত ঘর অপূর্ব্বগঠন।
রত্নসিংহাসনে পাতে নেতের বসন ॥
উপরে চাঁদোয়া দোলে খাটে শোভে তুলি।
ঘর শোভা করি যেন পড়িছে বিজুলি ॥
স্বর্ণময় প্রদীপ জ্বলিছে চারিভিত।
পারিজাতপুষ্প পাতে গন্ধে আমোদিত ॥
বিশ্ব ব্যাপ্ত করে গন্ধে একপারিজাতে।
একলক্ষ পারিজাত সিংহাসনে পাতে ॥
বিভীষণ আপনি যে রহিলা প্রহরী।
আবাসের বাহিরে বানর সারি সারি ॥

বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হৈল অবতার।
প্রবেশেন সীতাসহ রাম সে আগার ॥
বসিলেন শ্রীরামের পাশে ঠাকুরাণী।
শ্রীপতির পাশে লক্ষ্মী যেমন তেমনি ॥
রামসীতা দুইজনে বসি সিংহাসনে।
পূর্ব্বদুঃখ স্মরিয়া বিস্ময় দুইজনে ॥
শ্রীরাম বলেন, প্রিয়ে, তোমার বিচ্ছেদে।
যে দুঃখ পেয়েছি সে কহিতে মরি খেদে ॥
তুমি প্রাণ তুমি ধন তুমি সে জীবন।
তোমার বিরহে দেখি শূন্য ত্রিভুবন ॥
দশ মাস তোমার বদন-অদর্শনে।
ডুবে ছিনু অন্ধকারে হেন হয় মনে ॥
সুধাকরে জ্ঞান করিতাম দিবাকর।
তাপভয়ে না হতাম তাহার গোচর ॥
ভ্রমরঝঙ্কার আর কোকিলের ধ্বনি।
শুনিলে হইত জ্ঞান দংশে যেন ফণী ॥
জানকী পাইব আমি সাগরবন্ধনে।
রাখিয়াছি এ আশায় প্রাণ এতদিনে ॥
পাইলেন যত দুঃখ পূর্ব্বে দেবী সীতা।
রামেরে কহেন তাহা হয়ে হর্ষান্বিতা ॥
মনেতে বেদনা যত উভয়ের ছিল।
পরস্পর আলাপেতে দূরে সব গেল ॥



বিভীষণকর্ত্তৃক বানরগণের সন্তোষবিধান

প্রভাত হইল নিশা উদিত ভাস্কর।
একে একে সবে গেল রামের গোচর ॥
চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল শাখামৃগগণ।
যোড়হাত করি বলে রাজা বিভীষণ ॥
বহুকাল অনাহার বহু পর্য্যটন।
করিয়া হয়েছ শ্রান্ত শ্রীরঘুনন্দন ॥
করুক তোমার সেবা এবে দাসীগণ।
আনুক কস্তূরী আর সুগন্ধিচন্দন ॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু হয়েছে শ্যামল।
সে মল করিয়া দূর করুক নির্ম্মল ॥
সহস্র যুবতীকন্যা আছে মম পাশ।
করিয়া তোমার সেবা পূরাউক আশ ॥
শ্রীরাম বলেন ওহে রাক্ষসাধিপতি।
আমার বচন তুমি কর অবগতি ॥
পরপত্নী নাহি দেখি নয়নের কোণে।
স্পর্শসুখ দূরে থাক না চাই নয়নে ॥
কোটি কোটি দেবকন্যা একঠাঁই করি।
সীতাতুল্য তারা কেহ না হয় সুন্দরী ॥
রাজকুলে জন্মিয়া ভরতভাই সুখী।
কেবল আমার দুঃখে হয়ে আছে দুখী ॥
হেন ভরতেরে অগ্রে করি আলিঙ্গন।
তবে সে পরিব বস্ত্র সুগন্ধিচন্দন ॥
চৌদ্দবর্ষ ভ্রমিলাম পথে বহুতর।
তরিলাম বহু নদনদী ও সাগর ॥
ভ্রমিলাম চতুর্দ্দশবর্ষ বহু ক্লেশে।
হেন যুক্তি কর যেন ঝট যাই দেশে ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, পেলে বড় ক্লেশ।
একদিনমধ্যে তুমি যাবে নিজ দেশ ॥
কুবেরের রথ যে পুষ্পক তার নাম।
একদিনে তোমারে লইবে নিজ ধাম ॥
একদান চাহি আমি বিতর সম্প্রতি।
কিছুদিন লঙ্কাপুরে করহ বসতি ॥
সকল সৈন্যের, প্রভু, করিব সেবন।
লঙ্কামধ্যে ভোগ ভুঞ্জি করহ গমন ॥
শ্রীরাম বলেন প্রীত হইনু তোমাতে।
বিলম্ব না কর তুমি আমারে তুষিতে ॥
আহার না করে যারা মরণ না গণে।
হেন বানরের প্রীতি ভালবাসি মনে ॥
সুখাদ্য ভোজ্যাদি বানরে দেহ দান।
ভুঞ্জাইয়া নানাভোগ করহ সম্মান ॥
বানরপ্রসাদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা।
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাজা বিভীষণ।
করাইল নানাসুখে স্নান কপিগণ ॥
স্বর্ণখাটে বানর বসিল সারি সারি।
স্নানদ্রব্য লইয়া আইল বিদ্যাধরী ॥
দেবদানবের কন্যা গন্ধর্ব্বী রূপসী।
দেখিয়া সবার মুখে নাহি ধরে হাসি ॥
কঙ্কণঝঙ্কার আর গায়ের সুগন্ধ।
পাইয়া বানরগণ সকলে সানন্দ ॥
দিব্যনারায়ণতৈল সুগন্ধিচন্দন।
হাতাহাতি মাখে সবে আনন্দে মগন ॥
স্নান করি পরে সবে বিচিত্রবসন।
গলায় পুষ্পের মালা নানা আভরণ ॥

লঙ্কার সামগ্রী যত ভুবনের সার।
রাজার আজ্ঞায় দ্রব্য আনে ভারে ভার॥
অপূর্ব্ব ভক্ষণদ্রব্য দিব্যনারী তায়।
স্বর্ণথালে পরিবেশে বানরেরা খায়॥
ক্ষীরলাড়ু পাঁপর মোদক রাশি রাশি।
পাকা কাঁটালের কোষ খায় সবে চুষি॥
মধু পিয়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণগাড়ু।
গালভরি কপিগণ খায় ঝাললাড়ু॥
ঝাললাড়ু খাইতে চক্ষেতে পড়ে লোহ।
বাপ-মা মারিলে যেন পাইলেক মোহ।
কেহ গলা আঁচড়ায় কেহ করে থো থো।
বুড়া বুড়া কপি বলে হাত বাড়িয়ে থো॥
সোণার ডাবরে তারা করে আচমন।
রতনবাটায় করে তাম্বুলভক্ষণ॥
রত্নসিংহাসনে তারা করিল শয়ন।
পদসেবা করিতে আইল কন্যাগণ॥
স্বর্ণখাটে কপিগণ শোয় শয্যা মেলে।
আনন্দে মগন সবে অতি কুতূহলে॥
সুখেতে বঞ্চিল নিশা নিশাচরপুরে।
নিশা না প্রভাত হয় ভাবিছে অন্তরে॥
সে আশায় নিরাশ হইল কপিগণ.
পূর্ব্বদিকে দেখে চেয়ে উদিত তপন॥
আইল বানরগণ শ্রীরামগোচর।
প্রণাম করিয়া কহে শুন রঘুবর॥
তুমি হেন ঠাকুর হইও যুগে যুগে।
সদা সেবা করি যেন তব পদযুগে॥
যে সুখে ছিলাম কল্য করি নিবেদন।
বড় প্রীত করাইল রাজা বিভীষণ॥
আজ্ঞা কর লঙ্কায় আরো থাকি দুইমাস।
বানরের কৌতুকেতে শ্রীরামের হাস॥
শ্রীরাম বলেন শুন বলি বিভীষণ।
নানাধন দিয়া তুমি তোষ কপিগণ॥
বানরের প্রসাদে লঙ্কায় হৈলা রাজা।
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা দাতা বিভীষণ।
নানারত্ন দিল আর মুকুতাকাঞ্চন॥
বসনভূষণ কত দিলেক মাণিক।
কুবেরের ধন বুঝি না হবে অধিক॥



শ্রীরামের অযোধ্যাযাত্রা

আনিল পুষ্পকরথ দেব-অধিষ্ঠান।
তদুপরি আবাস কুঠরি স্থানে স্থান॥
দশযোজন যোড়য়ে রথ সর্ব্বক্ষণ।
বাড়িতে চাহিলে হয় সে কোটিযোজন॥
পুষ্পকরথেতে বহু রাজহংস যোড়ে।
চক্ষুর নিমিষে রথ যোজনেক পড়ে॥
চড়েন পুষ্পকে রামসীতা কুতূহলে।
মুখ ঢাকিলেন সীতা নেতের অঞ্চলে॥
সুমিত্রানন্দনবীর চড়িলেন তাতে।
একপাশে রহিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
রথোপরি শ্রীরাম ভূমিতে সৈন্যগণ।
প্রসন্নবদনে রাম কহেন বচন॥
সুগ্রীবের শক্তি আর বানরের হানি।
গুণে বিভীষণের দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি॥
সর্ব্ব সেনাপতির করিব গুণগান।
সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি যে করিল হনুমান॥
আপনার দেশে গিয়া কর অধিকার।
মেলানি মাগিনু আমি করি পরিহার॥
রাক্ষসেবানরে রাম দিলেন মেলানি।
ছল ছল করিয়া পড়িছে চক্ষে পানি॥
যোড়হাতে বলে নিশাচর কপিগণে।
শ্রীরাম হইবে রাজা দেখিব নয়নে॥
কৌশল্যার চরণে করিব প্রণিপাত।
চারিভাই তোমরা দেখিব একসাথ॥
এ চক্ষে না দেখিলাম তোমার সম্মান।
বিদায় করিলে নাহি যাব নিজ স্থান॥
শ্রীরাম বলেন শুন এ বড় আনন্দ।
অযোধ্যায় যাবে যদি চলহ স্বচ্ছন্দ॥
দেশে তোমা সবার যাইতে নাহি চিতে
যে যাবে সে চড় এসে এ পুষ্পকরথে॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাক্ষসবানর।
লাফে লাফে চড়ে গিয়া রথের উপর॥
রথোপরে আওয়াস দিব্য বাড়ী বেড়া।
একেক বানর করে দশ বাড়ী যোড়া॥
তিনকোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ।
রথের এককোণে গিয়া রহিল তখন॥
চড়িল ছত্রিশকোটি রাক্ষসবানর।
এতেক চড়িল গিয়া রথের উপর॥

সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজ দেশে।
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥



লক্ষ্মণকর্তৃক সেতুভঙ্গ

নেতের কানাৎ দিয়া ঘেরিল চৌউরি।
তার মধ্যে রহিলেন শ্রীরামসুন্দরী॥
শ্বেতবর্ণ রাজহংস পবনের গতি।
রথে আনি যুড়িলেন করি পাঁতি পাঁতি॥
লইয়া পুষ্পকরথ রাজহংস উড়ে।
চক্ষুর নিমিষে রথ যোজনেকে পড়ে॥
পবনগমনে রথ যায় যথাতথা।
সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কথা॥
উঠিল পুষ্পকরথ গগনমণ্ডল।
সীতারে দেখান রাম সংগ্রামের স্থল॥
রণস্থলী, সীতা, তুমি দেখ ভালমতে।
রাঙ্গা হৈল বানর ও রাক্ষসশোণিতে॥
এইখানে কুম্ভকর্ণ হইল নিধন।
ইন্দ্রজিৎ এইখানে পড়ে করি রণ॥
হেথা পড়িলাম নাগপাশের বন্ধনে।
নাগপাশে মুক্ত হৈনু গরুড়দর্শনে॥
পড়িল লক্ষ্মণ হেথা রাবণের শেলে।
ঔষধি আনিল হনু সুষেণের বোলে॥
পড়িল রাবণ হেথা জগতের বৈরী।
এই স্থানে কান্দিল সে রাণী মন্দোদরী॥
সাগরের শুন, সীতা, কল্লোল ভীষণ।
মম পূর্ব্বপুরুষে সে করিল খনন॥
তোমার লাগিয়া, সীতা, বান্ধিনু জাঙ্গাল
উপরে পাথর হেঁটে তমালপিয়াল॥
জানকী বলেন, প্রভু, কমললোচন।
সাগর বান্ধিয়া দেশে না কর গমন॥
রাবণ আনিল মোরে ললাটে লিখন।
বিনা দোষে সাগরের হয়েছে বন্ধন॥
জাঙ্গাল বহিয়া যে রাক্ষস হবে পার।
পৃথিবীতে না থুইবে জীবের সঞ্চার॥
রামসীতা আলাপ করেন দুইজনে।
পাতালে থাকিয়া তা সাগরদেব শুনে।
উঠিয়া কহেন করি যোড় নিজ হাত।
আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ॥
আমারে বান্ধিয়া কৈলা সীতারে উদ্ধার।
এখন বন্ধন কেন রহিল আমার॥
তুমি যদি না ঘুচাও আমার বন্ধন।
তিনযুগে ঘুচায় এমন কোন্ জন॥
সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে নেহালে।
লক্ষ্মণ লইয়া ধনু নামিল জাঙ্গালে॥
ধনুছলে তিনখান পাথর খসায়।
করি দশযোজন একেক পথ হয়॥
জাঙ্গাল ভাঙ্গিল জল বহে খরস্রোতে।
লাফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিল গিয়া রথে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের লঙ্কাকাণ্ড সার।
অনায়াসে সকলে সাগর হৈল পার॥



শ্রীরামের শিবপূজা ও ভরদ্বাজাশ্রমে গমন

শ্রীরাম বলেন শুন জানকী এখন।
শিবপূজা করি দেশে করিব গমন॥
শিবপূজা করিতে রামের লাগে মন।
বুঝিয়া পুষ্পকরথ নামিল তখন॥
গড়িয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ।
হনুমান আনিলেন কুসুমচন্দন॥
স্নান করি বসিলেন সীতাঠাকুরাণী।
জাঙ্গাল উপরে রাম পূজে শূলপাণি॥
জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম।
তেকারণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর নাম॥
পুনঃ চড়িলেন রথে রাম কুতূহলে।
রামসীতা দুইজনে স্বর্ণচতুর্দ্দোলে॥
চতুর্দ্দোলে দ্বারীমাত্র রহেন লক্ষ্মণ।
রামসীতা দোঁহে হয় কথোপকথন॥
দৃষ্টি কর, জানকি, সমুদ্রতীরে হেথা।
ঘর সাজাইনু মোরা দিয়া পাতালতা॥
লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাউনি।
একেক যোজন পথ ঘর একখানি॥
এইখানে বিভীষণসহিত মিলন।
এইখানে সাগর দিলেন দরশন॥
কিষ্কিন্ধ্যায় দেখ এই গাছের ময়ালি।
সুগ্রীব হইল মিত্র হেথা মারি বালি॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বত যে অত্যুচ্চ শিখর।
সুগ্রীবাদির ঘর উহার উপর॥

সীতা বলিলেন রাম কমললোচন।
এ পর্ব্বতে দেখিনু বানর পঞ্চজন॥
বস্ত্র ছিঁড়ি ফেলিলাম গাত্র-আভরণ।
‘শ্রীরামলক্ষ্মণ’ বলি করিনু রোদন॥
পাতালতা ধরি আমি রহিবার মনে।
‘ছাড় ছাড়’ বলি দুষ্ট চুলে ধরি টানে॥
শ্রীরাম বলেন নাহি কহ সে বচন।
তোমারে হরিয়া তার হইল মরণ॥
চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের পরমায়ু।
তব চুল ধরিয়া সে হইল অল্পায়ু॥
পম্পাসরোবর, সীতা, কর নিরীক্ষণ।
ছিলেন ইহার কূলে মতঙ্গব্রাহ্মণ॥
স্নানবস্ত্র রাখিলেন মুনি বৃক্ষডালে।
হইল সহস্রবর্ষ তবু নাহি গলে॥
মরিল কবন্ধ হেথা ঘোরদরশন।
যাহার একেক হাত একেক যোজন॥
জটায়ু পক্ষীর স্থান দেখহ জানকি।
তোমা লাগি যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাখী
প্রমোদিয়া ঘর দেখ করিল লক্ষ্মণ।
এই ঘর হৈতে তোমা হরিল রাবণ॥
তোমা হারাইয়া মোর হইল হুতাশ।
এই ঘরে করিলাম দুই উপবাস॥
হের আর বনস্থলী দেখহ সুন্দরি।
সহস্ররাক্ষসে খরদূষণেরে মারি॥
অগস্ত্যমুনির দেখ স্থান পঞ্চবটী।
যথা সুর্পণখার নাসিকাকাণ কাটি॥
ঐ দেখ মুনিপাড়া শরভঙ্গঘর।
যথা ধনুর্ব্বাণ মোরে দিল পুরন্দর॥
আস্তিকমুনির বাড়ী সীতা নহে দূর।
যেখানে পরিলা তুমি সুন্দর সিন্দুর॥
কুন্তীনদীতীর এই কর প্রণিধান।
করিলাম যেখানে পিতার পিণ্ডদান॥
হাতে পিণ্ড নিতে পিতা এলেন গোচরে
শাস্ত্রমত থুইলাম কুশের উপরে॥
চিত্রকূটগিরি, সীতা, ঐ দেখা যায়।
ভরত আইল যথা লইতে আমায়॥
নারদবশিষ্ঠ এল কুলপুরোহিত।
ভরত বিনয় করিলেক যথোচিত॥
শুনিলে ভরতবাক্য পিতৃসত্য নড়ে।
কার্য্যসিদ্ধ হইলে সকল মনে পড়ে॥

শৃঙ্গবেরপুরে দেখ গাছের ময়াল।
যেথা মিত্র আছে মোর গুহক চণ্ডাল॥
নন্দিগ্রাম দেখ, সীতা, গাছের ময়ালি।
যেখানে ভরতভাই আছে মহাবলী॥
নন্দিগ্রাম নাম শুনি বানর কৌতুকী।
রথ হৈতে দেখে তারা দিয়া উঁকিঝুঁকি॥
নন্দিগ্রাম নামে সবে হরিষ বিশেষ।
সবে বলে, প্রভু, আজি যাব বুঝি দেশ॥
শ্রীরাম বলেন হেথা মুনি ভরদ্বাজ।
তাঁর সহ সম্ভাষিতে হইবেক ব্যাজ॥
বন্দিতে মুনির পদ শ্রীরামের মন।
বুঝিয়া আপনি রথ নামিল তখন॥
মুনিতপোবনে রাম করিয়া প্রবেশ।
দেখিলেন সর্ব্বত্র সকল সন্নিবেশ॥
মুনির চরণে রাম করি নমস্কার।
জিজ্ঞাসেন কহ মুনি শুভ সমাচার॥
বহুকাল বনবাসী না জানি কুশল।
কহ আগে ভরতের রাজ্য বলাবল॥
মাতা কি বিমাতা কি পিতার যত রাণী।
কে কেমন আছেন তা কিছু নাহি জানি॥
মুনি বলে, রাম, তুমি না হও উতরোল।
সকলে আছেন ভাল এসে দেহ কোল॥
মাতা কি বিমাতা তব কেহ নাহি মরে।
দেশে গিয়া সবারে দেখিবে ঘরে ঘরে॥
রাজকর্ম্মে ভরতের অপূর্ব্ব কাহিনী।
চারিযুগে ত্রিভুবনে কোথাও না শুনি॥
চতুর্দ্দোল সিংহাসন ছাড়ি খাটপাট।
হস্তীঘোড়া আছে তবু ভূমে বহে বাট॥
গাছের বাকল পরে জটা ধরে শিরে।
অগুরু চন্দন চুয়া না মাখে শরীরে॥
ভরত হইয়া রাজা নহে রাজভোগী।
মুনিব্যবহার করে যেন মহাযোগী॥
রত্নসিংহাসনেতে নেতের বস্ত্র পাতি।
তোমার পাদুকা থুয়ে ধরে দণ্ডছাতি॥
পাদুকার হেঁটে বৈসে কৃষ্ণসারচর্ম্মে।
বশিষ্ঠনারদে লয়ে থাকে রাজকর্ম্মে॥
দেওয়ান সারিয়া যবে ভরত ঘরে যায়।
তব পাদুকার ঠাঁই মাগয়ে বিদায়॥
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
আগ্রহ হইল তাঁর করিতে সম্ভাষ॥

মুনি বলে, শ্রীরাম, আইলা নিকেতন।
তব দরশনে মম সফল জীবন॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে বিষ্ণুপ্রীতিফলে।
সেই বিষ্ণু আসিয়াছ কি তপের বলে॥
রামরূপে শ্রীহরি আইলা মম পাশ।
কি করিব প্রার্থনা হেথাই স্বর্গবাস॥
যত দুঃখ পেলে, রাম, দণ্ডককাননে।
ততোধিক দুঃখ তব সীতার হরণে॥
পাইলা বিস্তর দুঃখ রাক্ষসের রণে।
সর্ব্বদুঃখ পাসরিলা মারিয়া রাবণে॥
তুমি রাম উদ্ধারিলা পৃথিবীর ভার।
কর্ম্মের কারণে হলে তুমি অবতার॥
সে সকল জানিয়াছি রাম আমি ধ্যানে।
একভিক্ষা দেহ, রাম, চাহি তব স্থানে॥
যদি আসিয়াছ, রাম, আমার আগারে।
ভুঞ্জাইব সবাকারে অতিথি-আচারে॥
তোমার প্রসাদেতে দরিদ্র নহে মুনি।
আজ্ঞা কর ভুঞ্জাইব সত্তর অক্ষৌহিণী॥
দিব্য-আওয়াস দিব দিব দিব্যবাসা।
ভালমতে করিব যে সৈন্যেরে সম্ভাষা॥
আলাপে তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী।
রজনীপ্রভাতে দিব তোমারে মেলানি॥
শ্রীরাম বলেন তব অলঙ্ঘ্য বচন।
আজি হেথা থাকি কালি দেশেতে গমন॥
বানরের ভক্ষ্যবস্তু ফল সে কেবল।
তপোবৃক্ষে তোমার ফলয়ে নানাফল॥
এই দেশে যত আছে কাঁঠাল রসাল।
অকালে ধরুক ফলফুল ডালে ডাল॥
শুষ্ক বৃক্ষ মঞ্জরুক ফলফুলপাতে।
লাগুক মধুর চাক ডালে চারিভিতে॥
নন্দিগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অযোধ্যায়।
পথে যেন বানরেরা ফল হাতে পায়॥
যত বর চান রাম তত দেন ঋষি।
আলাপে দোঁহার মন দুইজনে তুষি॥
যজ্ঞশালে ভরদ্বাজ করিলেন ধ্যান।
সর্ব্ব-অগ্রে বিশ্বকর্ম্মা হন আগুয়ান॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল সোণার চৌউরি।
স্বর্ণঘাট বান্ধিলেন দীঘল পুখরী॥
আশীযোজনের পথ করি আয়তন।
দ্বিতীয় অমরাবতী করিলা গঠন॥
সংসার আনিতে মুনি পারেন খেয়ানে।
দেবকন্যাগণে মুনি আনিল সেখানে॥
ঠাঁই ঠাঁই বিচিত্র সোণার নাট্যশালা।
দেবতাগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরাদির মেলা॥
মুনির তপের ফলে ত্রিভুবন মোহে।
জাহ্নবী-যমুনানদী সেইখানে বহে॥
আর বার ভরদ্বাজ যুড়িলেন ধ্যান।
আপনি কমলাদেবী হন অধিষ্ঠান॥
লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞে আসি লাগিল রন্ধনে।
পরিবেশন করে সে দেবকন্যাগণে॥
স্বর্ণথাল সোণার ডাবর ঝারি পিঁড়ি।
আশীযোজনের পথ বসে সারি সারি॥
স্বর্ণথালে পরিবেশে সবে বসি খায়।
কেবা অন্ন দিয়া যায় দেখিতে না পায়॥
অন্নেব কি কব কথা কোমল মধুব।
খাইলে মনেতে হয় কি বস মধুব॥
কি মনোরঞ্জন সে ব্যঞ্জন নানাবিধ।
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য চতুর্ব্বিধ॥
যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুব মতিচুব।
যাহা নিবখিবা মাত্র হয় মতিচুব॥
নিখুঁত নিখুঁতি মণ্ডা আর রসকরা।
দৃষ্টিমাত্র মনোহরা দিব্যমনোহবা॥
সরুচাকুলির রাশি লবণ ঠিকবি।
গুড়পিঠে রুটি লুচি খুবমা কচুবি॥
ক্ষীর ও ক্ষীরসা লাড্ডু মুগেব সাউলি।
অমৃতা চিতুইপুলি নাবিকেলপুলি॥
কলাবড়া তালবড়া আর ছানাবড়া।
ছানাভাজা খাজা গজা জিলেপি পাঁপড়া॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
ভোজন করিল সুখে রামের কটক॥
দেবযোগ্য ভক্ষ্য ভোগ রসাল সুমৃদু।
যত পায় তত খায় খাইতে সুস্বাদু॥
আকণ্ঠ পূরিয়া খায় যত ধরে পেটে।
নড়িতে চড়িতে নারে পেট পাছে ফাটে॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টে রহে সবে নাহি চায় হেঁটে।
কোনরূপে চিত হয়ে শুইলেক খাটে॥
উলটিয়া ডাবরে করিল আচমন।
স্বর্ণখাটে শুয়ে করে তাম্বুলভক্ষণ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা করেন আহার।
ভরদ্বাজমুনির যে ফল তপস্যার॥

নানাসুখে হইল সে নিশা-অবসান।
শ্রীরাম স্মরিয়া সবে করে গাত্রোত্থান॥



শ্রীরামচন্দ্রের স্বদেশে প্রত্যাগমন

হনূমানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞাদান।
ভরতেরে সমাচার দেহ হনূমান॥
নন্দিগ্রামে যাহ তুমি ভরত-উদ্দেশে।
কহিবে সকল কথা অশেষ-বিশেষে॥
শৃঙ্গবেরপুরে তুমি যাবে আগুয়ান।
চণ্ডালমিতারে মম জানাবে কল্যাণ॥
চক্ষুর নিমিষে হনূ উঠিল গগন।
ভরতসম্ভাষে যায় ত্বরিতগমন॥
মনে মনে চিন্তে বীর পবননন্দন।
কি রূপ ধরিয়া গুহে দিব দরশন॥
স্বভাবে চণ্ডালজাতি বড়ই চঞ্চল।
বানর দেখিয়া মোরে করিবেক বল॥
ভেটিব মনুষ্যরূপে তার বিদ্যমান।
এই যুক্তি মনে মনে করে হনূমান॥
চক্ষের নিমিষে গেল শৃঙ্গবেরপুরে।
নিজ রূপ ত্যজিয়া মনুষ্যরূপ ধরে॥
গজমুখী ঘর সে ছাউনী সব নাড়া।
হনূমান ভাবে এই চণ্ডালের পাড়া॥
বসি আছে গুহক আপন দেওয়ানে।
নররূপে হনূমান গেল বিদ্যমানে॥
গুহক চণ্ডাল তার গলে পুষ্পমাল।
হনূমান কহে বার্ত্তা শুন হে চণ্ডাল॥
জানাইলা রামচন্দ্র তোমারে কল্যাণ।
মিত্রে ভেটিবে চল ত্যজহ দেওয়ান॥
হরিষে চণ্ডাল পুছে গদগদভাসে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কতদূরে আসে॥
হনূ কহে কল্য ছিলা ভরদ্বাজপুরে।
পথে দেখা পাবে তাঁর চলহ সত্বরে॥
'শ্রীরাম আইসে দেশে' পড়ে গেল সাড়া।
গুড়গুড় বাদ্য বাজে নাচে সব পাড়া॥
উভ করি ঝুটি বান্ধে টানি পরে ধড়া।
নানা অস্ত্রে সাজে জাঠি শেল ও ঝকড়া॥
চতুর্দ্দিকে হাত তুলি,বাজায় চামুচে।
উক্কর ধাক্কর করি চণ্ডালফৌজ নাচে॥
নাচয়ে চণ্ডাল সব আনন্দিত হয়ে।
দেখিয়া আনন্দে নাচে চণ্ডালের মেয়ে॥
গুহ বলে ধনা মনা দাসী যে সকল।
মিত্রসম্ভাষণে লবে শালুকের ফল॥
ওড়া ভরি মাছ লবে কৈ ও উৎপল।
পদ্মের মৃণাল লবে আর পানিফল॥
চলিল গুহের ফৌজ দগড়ে দিয়া সান।
সাতকোটি চণ্ডাল হইল আগুয়ান॥
একেক চণ্ডাল যায় দেখিতে পর্ব্বত।
যুড়িয়া চলিল সাত প্রহরের পথ॥
নানাদ্রব্য গুহক রামের কাছে এড়ে।
রামের ইঙ্গিত পেয়ে বানরেরা নড়ে॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, আছ ত কুশলে।
গুহ বলে, রাম, তুই এলি ভালে ভালে॥
শুনিয়া গুহের কথা রামের সন্তোষ।
ভক্তিমাত্র লন রাম নাহি লন দোষ॥
শ্রীরাম গুহের মনস্তুষ্টির কারণ।
রথ হইতে উঠিয়া দিলা আলিঙ্গন॥
শ্রীরামের জগতে এহেন ঠাকুরালি।
চণ্ডালে বানরে আর রাক্ষসে মিতালি॥
সাতকোটি চণ্ডাল দেখিল রামরূপ।
অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল ভবকূপ॥
রামসহ সম্ভাষণে লভি দিব্যজ্ঞান।
সর্ব্বলোক স্বর্গে গেল চড়িয়া বিমান॥
'রাম রাম' বলিয়া পরাণ যায় যার।
চরমে সে স্বর্গে যায় জন্ম নাহি আর॥
নিজ রূপে হনূমান উঠিল গগনে।
ভরতের কাছে যায় ত্বরিতগমনে॥
নানাতীর্থ এড়াইল নদী নানাস্থানী।
হইল গোমতী পার পরমসন্ধানী॥
হেঁটে শালগাছ এড়ে ত্রিশতযোজন।
নন্দিগ্রামে উত্তরিল পবননন্দন॥
গগনমণ্ডলে বীর রহে অন্তরীক্ষে।
তথায় থাকিয়া বীর নন্দিগ্রাম দেখে॥
গড়ের প্রাচীর দেখে পর্ব্বতের সার।
হস্তীঘোড়া দেখে বীর পর্ব্বত-আকার॥
সিংহাসনে পাদুকা বেষ্টিত শুভ্র নেতে।
শ্বেতচামরের বায়ু পড়ে চারিভিতে॥
ত্রিযোজন প্রশস্ত প্রাচীর সুনির্ম্মাণ।
গড়ের দ্বার শোভা করে বিচিত্র বিধান॥

পৃথিবীতে রাজা লক্ষ অযুত নিযুত।
অষ্ট-আশী কোটি রাজা দ্বারেতে মজুত॥
বিচিত্রনির্ম্মাণ ঘর বিচিত্র আবাস।
অত্যুচ্চ এৈকেক ঘর ঠেকেছে আকাশ॥
মরকতস্তম্ভে শোভে মাণিক রতন।
হস্তীঘোড়া সংখ্যা নাই কে করে গণন॥
ঠাঁই ঠাঁই বিচিত্র সোণার নাট্যশালা।
দেবদৈত্যগন্ধর্ব্ব-আদির যত মেলা॥
রত্নসিংহাসনোপরি নেতবস্ত্র পাতি।
তদুপরে পাতুকা রাখিয়া ধরে ছাতি॥
ভরত তাহার নীচে কৃষ্ণসারচর্ম্মে।
বশিষ্ঠনারদ লৈয়া থাকে রাজকর্ম্মে॥
ভরত সাক্ষাৎ হন বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
অনুমানে ভরতে চিনিল হনূমান॥
উলিয়া তথায় বীর করিল প্রণাম।
যোড়হাত করি বলে আপনার নাম॥
হনূমান নাম মোর জাতিতে বানর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবনকোঙর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তাঁর আমি দাস।
এই পুণ্যে পাইলাম তোমার সম্ভাষ॥
রঘুবংশে, ভরত, আপনি নারায়ণ।
তোমা দরশনে হয় পাপবিমোচন॥
কেকয়রাজার কন্যা তোমার জননী।
দশরথভূপতির মধ্যমা গৃহিণী॥
রাজার মহিষী তিনি রাজার নন্দিনী।
সৌভাগ্যে তাঁহার সমা নহে অন্য রাণী॥
করিলা রাজাব সেবা প্রধানা মহিষী।
জন্মিলা যাঁহার গর্ভে তুমি পূর্ণশশী॥
বর মাগিলেন তিনি অতি সে অনার্য্য।
শ্রীরামের বনবাস ভরতের রাজ্য॥
দুর্নাম সে গেল তাঁর তোমা পুত্রগুণে।
তব গুণে চমৎকার লাগে ত্রিভুবনে॥
হস্তী ঘোড়া রথ এড়ি ভূমে বাট বহ।
রাজা হয়ে ভ্রাতৃভক্ত হেন নহে কেহ॥
ভরত, ভূপাল হয়ে নহ রাজ্যভোগী।
মুনিব্যবহার কর যেন মহাযোগী॥
যাঁহারে আনিতে গেলে লয়ে রাজ্যখণ্ড।
যাঁহার পাতুকা 'পরি ধর ছত্রদণ্ড॥
বহুকাল দুঃখী আছ যাঁহার আশ্বাসে।
মোরে পাঠালেন তিনি তোমার উদ্দেশে॥

শুভবার্ত্তা কহে যদি পবননন্দন।
উঠিয়া ভরত তারে দেন আলিঙ্গন॥
হনূমানে কোল দিয়া ছাড়িবারে নারে।
মুক্তার গাঁথনি যেন চক্ষে জল ঝরে॥
ভরতের নেত্রজলে হনূমান তিতে।
ভরত প্রসাদ দিতে ভাবিছেন চিতে॥
তিনশত গাভী দিল বাছি ভাল ভাল।
দুইশত গাছ দিল রসাল কাঁঠাল॥
অগ্নিবর্ণ স্বর্ণ দিল আশীলক্ষ তোলা।
মণিমুক্তা দিল কত মধ্যে গাঁথা পলা॥
হনূ বলে এ সকল কিছুই না মানি।
রামের মঙ্গল যাহে তাহা আমি গণি॥
এত যদি হনূমান কহিল বচন।
পুনশ্চ ভরত তারে দিলা আলিঙ্গন॥
বহুদিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
বানর নহ তুমি দেবের মধ্যে গণি॥
ভরত বলেন, বীর, জিজ্ঞাসি তোমায়।
কি কার্য্যে বানরগণ রামের সহায়॥
কোন্ কোন্ সেনাপতি কি তার বাখান।
দেশে এলে সবাকার করিব সম্মান॥
এত যদি পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসে ভরতে।
সর্ব্বকথা হনূমান লাগিল কহিতে॥
রাজ্য ছাড়ি গেলা রাম পঞ্চবটীবন।
সূর্পণখা-নাককাণ কাটিলা লক্ষ্মণ॥
মারিলেন তথা খর ত্রিশিরা দূষণ।
মায়ামৃগচ্ছলে সীতা হরিল রাবণ॥
সুগ্রীবের সহ সখ্য সীতা-অন্বেষণ।
বালিরে মারিয়া রাজ্য সুগ্রীবে অর্পণ॥
সমস্ত বানর জড় সুগ্রীব-আদেশে।
সীতা অন্বেষিতে সবে যাই দেশে দেশে॥
একমাসমধ্যে রাজা করিল নিশ্চয়।
মাসের অধিক হৈলে প্রাণের সংশয়॥
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার।
মরিব বানরসৈন্য যুক্তি করি সার॥
অন্ধকার পাতালেতে করিনু প্রবেশ।
চাহিয়া পাতাল সপ্ত না পাই উদ্দেশ॥
বিন্ধ্যাচলে সম্পাতির সহ হয় দেখা।
রামনাম বলিতে উঠিল তাঁর পাখা॥
জটায়ুর জ্যেষ্ঠ পক্ষিশ্রেষ্ঠ সে সম্পাতি।
তার বাক্যে শেষে ডিঙ্গাই সরিৎপতি॥

সাগরের কূলে গেনু সকল বানর।
একাকী, ভরত, আমি ডিঙ্গাই সাগর॥
একাকী লঙ্কার মধ্যে করিনু প্রবেশ।
অন্তঃপুরে সীতার না পাইনু উদ্দেশ॥
গৃহে গৃহে চাহি কোথা সীতা নাহি দেখি।
প্রাচীরে বসিয়া কান্দি হৈয়া বড় দুখী॥
দুপ্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে।
সীতা দেখি অশোকের কাননভিতরে॥
কোথা হইতে আইলে সুধান বৈদেহী।
রামের বৃত্তান্ত যত তাহা আমি কহি॥
রামের অঙ্গুরী তারে দিনু নিদর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করিল ক্রন্দন॥
দিলেন রামের তরে মস্তকের মণি।
কহিলেন জানাইতে রামেরে কাহিনী॥
সে মণি আনিয়া দিনু রামবিদ্যমানে।
মণি পেয়ে কান্দিলেন ভাই দুইজনে॥
বানরের সহকারে করি সেতুবন্ধ।
মারিলেন শ্রীরাম সবংশে দশস্কন্ধ॥
প্রহস্ত মরিল নীল বানরের তেজে।
নাগপাশে করিলেন মুক্ত পক্ষিরাজে॥
ইন্দ্রজিতে অতিকায়ে মারেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের হাতে হত হইল রাবণ॥
শত্রুক্ষয় করিলেন রাম বাহুবলে।
সবারে লইয়া এবে আসেন কুশলে॥
আইলেন রাক্ষস সুগ্রীববিভীষণে।
পাত্রমিত্র লয়ে চল রামসম্ভাষণে॥
ছিলেন শ্রীরাম কল্য ভরদ্বাজবরে।
পথেতে পাইবে দেখা চলহ সত্বরে॥
শুভবার্ত্তা কহে যদি বীর হনূমান।
শত্রুঘ্নেরে ভরত ডাকেন সন্নিধান॥
সুদিন হইল, ভাই, দুঃখ অবশেষ।
বহু দিবসেতে রাম আইলেন দেশ॥
প্রস্তরপ্রতিমা যত আছে স্থানে স্থান।
সুগন্ধিচন্দনে করাও সে সবারে স্নান॥
দেবতার স্থানে বাদ্য বাজাক বাইতি।
দেহ ধূপনৈবেদ্য ঘৃতের জ্বাল বাতি॥
ফল মূল নৈবেদ্য ভরিয়া দেহ ডালা।
সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠে জ্বালহ পাঁজালা॥
উচ্চনীচ স্থান কর একই সোসর।
পথ পরিষ্কার কর বাছহ কঙ্কর॥
প্রতিপুরে দ্বারে দ্বারে পোত বৃক্ষকলা।
গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুষ্পমালা॥
আলগোছে টাঙ্গা বান্ধ নেতের উয়াড়ে।
পুরনারী দেখে যেন থাকি তার আড়ে॥
রামের চরণ যে করিবে নিরীক্ষণ।
কোটি কোটি জন্মপাপে হইবে মোচন॥
যা বলিল ভরত করিল শত্রুঘ্ন।
নন্দিগ্রাম হৈল যেন অমরভুবন॥
রামের পাদুকা শিরে করিয়া ভরত।
চলিলেন সামন্তসহিত শত শত॥
পাদুকার উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
চামর ঢুলায় তায় আনন্দ অখণ্ড॥
প্রতি পদক্ষেপেতে করেন নমস্কার।
ভরত আনিতে রামে আনন্দ অপার॥
বশিষ্ঠনারদ চলে কুলপুরোহিত।
সংসারের লোক চলে হয়ে আনন্দিত॥
আবৃত হইল দোলা নেতের উয়াড়ে।
সাতশত সতীনে কৌশল্যাদেবী নড়ে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারবর্ণ।
শ্রীরামে দেখিতে লোক চলিল অগণ্য॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া চলিল গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় ত্যজে যায় কুলের যুবতী॥
কাণাখোঁড়া শিশুবুড়া লয়ে অন্যজনে।
অন্ধজন চক্ষু পায় শ্রীরামদর্শনে॥
অনেক ব্রাহ্মণ চলে অনেক ব্রাহ্মণী।
তাহাদের ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী॥
অবধূত সন্ন্যাসী চলিল ঊর্দ্ধমুখে।
নপুংসক চলিল যে অন্তঃপুর রাখে॥
গাছে পক্ষী না রহে না রহে পশু বনে।
স্থাবর জঙ্গম কীট চলিল সঘনে॥
ভূতপ্রেতপিশাচ যে থাকে অন্তরীক্ষে।
রামেরে দেখিতে যায় কেহ নাহি থাকে॥
তেরশত বৃহন্দে বাহির হৈল পথে।
ভরত শ্রীরামচন্দ্রে না পান দেখিতে॥
ভরত বলেন হে চঞ্চল হনুমান।
যত কিছু বলিলা হইল সব আন॥
হনূমান বলেন না হও উতরোল।
গোমতীর পাড়ে শুন কটকের রোল॥
ভরদ্বাজমুনির বরেতে বিদ্যমান।
শুষ্কগাছে ফলফুল লহ এই দান॥

ঐ দেখ রথখান আসিছে আকাশে।
ব্রহ্মার সৃজিত রথ বহে রাজহংসে॥
কি কব রথের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
উহার উপরে সৈন্য বহু অক্ষৌহিণী॥
তিনকোটি রাক্ষস সহিত বিভীষণ।
এককোণে রথের রয়েছে তুষ্টমন॥
রথখান দেখ সবে ঢাকিছে গগন।
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ রথের কিরণ॥
এমত উভয়ে হয় কথোপকথন।
হেনকালে রথ লৈয়া আইল পবন॥
ভরতে দেখিয়া রাম হলেন কাতর।
অস্থিচর্ম্মসার অতি ক্ষীণকলেবর॥
চলিয়া আসিতে পদ উখড়িয়া পড়ে।
হনূমান কোলে করি রথে গিয়া চড়ে॥
রথোপরি চারিভায়ে হৈল দরশন।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে দেন আলিঙ্গন॥
প্রেমেপূর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রুধার।
শ্রীরামেরে ভরত করেন নমস্কার॥
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত।
আশীর্ব্বাদ জানকী করেন শত শত॥
জ্যেষ্ঠজ্ঞানে ভরত লক্ষ্মণে নাহি বন্দে।
পরস্পর কোলাকুলি পরম-আনন্দে॥
তিনের অনুজ বটে বীর শত্রুঘন।
চারিভাই একবারে কৈলা আলিঙ্গন॥
এক বিষ্ণু চারি অংশে মায়াব কারণ।
দেবগণ বলে পাছে হয় বা মিলন॥
একঠাঁই চারিভায়ে হইল মিলন।
আনন্দে অমরে করে পুষ্পবরিষণ॥
শ্রীরাম বশিষ্ঠ গুরু করেন বন্দন।
সবারে বন্দেন রাম কুলেব ব্রাহ্মণ॥
পুত্রশোকে কৌশল্যার অস্থিচর্ম্মসার।
'রাম রাম' বিনা তাঁর মুখে নাহি আর॥
সুমিত্রার নেত্রে বারি ঝরে ঝর ঝর।
সর্ব্বদা কান্দিছে বলি 'রাম রঘুবর'॥
হেনকালে সীতাসহ শ্রীরামলক্ষ্মণ।
রথ হৈতে নামি এল জননী-সদন॥
মাতাবিমাতারে রাম করেন প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করে 'হও চিরজীবী রাম'॥
অন্ধের নয়ন যেন হয় পুনর্ব্বার।
সেইরূপ আনন্দ সতিনী দুজনার॥

পুলকে পূর্ণিত হয়ে কান্দে দুইরাণী।
দুইজনে প্রণমিলা সীতাঠাকুরাণী॥
কান্দেন সুমিত্রারাণী সীতা লয়ে কোলে।
তিনজনে তিতিলেক নয়নের জলে॥
সুমিত্রার আগে রাম যোড়হাতে কন।
এই লহ, মাতা, তব প্রাণের লক্ষ্মণ॥
বনেতে গমন আমি কৈনু যেই কালে।
হাতে হাতে লক্ষ্মণেরে সঁপি দিয়াছিলে॥
প্রাণের দোসর মম লক্ষ্মণ যে ভাই।
লক্ষ্মণের গুণে বনে দুঃখ জানি নাই॥
পিতৃসত্য পালিয়া আইনু দেশে ফিরে।
তোমার লক্ষ্মণে আনি দিলাম তোমারে॥
সুমিত্রা বলেন, রাম, কত কহ আর।
লক্ষ্মণ আমার নহে জানিহ তোমার॥
এক কথা, রাম, আমি জিজ্ঞাসি তোমাকে।
কেন এ শেলের চিহ্ন লক্ষ্মণের বুকে॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, করি নিবেদন।
লঙ্কাপুরীমধ্যে হয়েছিল মহারণ॥
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ নাম ধরে।
মহাধনুর্দ্ধর সেই ভুবনভিতরে॥
তাহারে লক্ষ্মণভাই করে বিনাশন।
মহাক্রোধে সমরে আইল দশানন॥
মহারণে লক্ষ্মণেরে শক্তি প্রহারিল।
সেই শক্তি লক্ষ্মণের বুকেতে বাজিল॥
অচেতন হয়ে ভাই পড়ে রণস্থলে।
হইয়া ব্যাকুল আমি করিলাম কোলে॥
ঔষধ আনিয়া দিয়া হনূ তদন্তর।
লক্ষ্মণের প্রাণদান কৈল বীরবর॥
অতএব এই চিহ্ন শক্তির প্রহার।
সে সব কহিতে দুঃখ বাড়য়ে অপার॥
সুমিত্রা বলেন, রাম, শুনহ বচন।
শেলচিহ্ন 'পরে কেন না দিলে চরণ॥
যে পদস্পর্শনে স্বর্ণ হৈল কাষ্ঠতরী;
কেন লক্ষ্মণের বুকে নাহি দিলে হরি॥
লক্ষ্মণের বর্ণে স্বর্ণ হইত মিলন।
তবে শেলচিহ্ন না থাকিত কদাচন॥
হেঁটমুখে রহে রাম হইয়া লজ্জিত।
ভরত পাদুকা আনি যোগায় ত্বরিত॥
সম্মুখেতে রাখিল পাদুকা দুইপাট।
রথ ত্যজি রঘুনাথ ভূমে বহে বাট॥

ভরত বলেন, গোসাঞি, করি নিবেদন।
মহাব্রত করেছিনু পাদুকাসেবন॥
ব্রত সাঙ্গ হৈল মম তোমা আগমনে।
বারেক পাদুকা দেহ ও রাঙ্গাচরণে॥
প্রজারা নোওায় মাথা পাদুকা দেখিয়ে।
পাদুকা দিলেন পায়ে হরষিত হয়ে॥
রাজ্যখণ্ডে যান রাম পরমহরিষে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥



শ্রীরামের কৈকেয়ীসম্ভাষণ

আইল দেশেতে রাম আনন্দ সবার।
শুনিল কৈকেয়ীবাণী শুভ সমাচার॥
অভিমানে কৈকেয়ীব বারিপূর্ণ আঁখি।
কথা কি কবেন রাম মা বলিয়া ডাকি॥
যদি বাম পূর্ব্বমত করে সম্ভাষণ।
রাখিব এ দেহ নহে ত্যজিব জীবন॥
এতেক ভাবিয়া রাণী হৈল অধোমুখ।
করেতে রাখিল এক বিষেব লড্ডুক॥
যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে।
ত্যজিব এ পাপপ্রাণ বিষপান করে॥
এত বলি অভিমানে বহিলেন রাণী।
অন্তরে জানিল তাহা বামরঘুমণি॥
হইল ব্যথিত প্রাণ বিমাতার তরে।
আগেতে চলিল রাম কৈকেয়ীর পুরে॥
ধূলায় বসিয়া রাণী বিরসবদন।
হেনকালে রাম গিয়া বন্দিলা চরণ॥
কৈকেয়ীরে শ্রীরাম কহেন যোড়করে।
দেখিতে আইনু মাতা চৌদ্দবর্ষ পরে॥
অরণ্যেতে পড়েছিনু অনেক প্রমাদে।
উদ্ধার হয়েছি সবে তব আশীর্ব্বাদে॥
লজ্জা পাইয়া কৈকেয়ী কহে রঘুনাথে।
কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতে॥
বনে গেলে দেবতার কার্য্যসিদ্ধি লাগি।
আমাকে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী॥
তুমি গোলোকের পতি জানে এ সংসার।
অবতার হয়েছ হরিতে ক্ষিতিভার॥
সংসারের সার তুমি কে চিনিতে পারে।
সূর্য্যবংশ পবিত্র তোমার অবতারে॥
অরি মারি দেবতার বাঞ্ছা পূরাইলি।
আমার মাথায় দিয়ে কলঙ্কের ডালি॥
বাছা রাম বলি তোরে আর এক কথা।
এত যে দিতেছ দুঃখ জানিয়া বিমাতা॥
চিরকাল ভরতের বাড়া স্নেহ করি।
কুবোল বলিনু মুখে তোমার চাতুরী॥
সর্ব্বঘটে স্থায়ী তুমি সুখদুঃখদাতা।
এতেক দুর্গতি কৈলে জানিয়া বিমাতা॥
লজ্জিত হইয়া রাম হেঁট কৈল মাথা।
যোড়হাত করি রাম কহিছেন কথা॥
কৈকেয়ীরে তোষে বলি বিনয়বচন।
তব দোষ নাহি, মাতা, দৈবনির্ব্বন্ধন॥
কালেতে সকলি হয় বিধিব নির্ব্বন্ধ।
তোমার প্রসাদে আমি বধি দশস্কন্ধ॥
তোমা হৈতে পাইলাম সুগ্রীব সুমিত।
সঙ্কটেতে কবিল সুগ্রীব বড হিত॥
তোমার প্রসাদে করি সাগরবন্ধন।
রাবণে মারিয়া আমি, তুষি দেবগণ॥
জানিলাম লক্ষ্মণের যতেক ভকতি।
জানিলাম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী॥
তোমা হৈতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলাম মাতা।
ছলবাক্যে কৈকেয়ী দ্বিগুণ পেল ব্যথা॥
সবার আনন্দ হৈল রামদরশনে।
আনন্দে রহিল রাম মাতার ভবনে॥
কেহ নাচে কেহ গায় মনেব হরিষে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥



শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক

বাহির চত্বরে রাম করেন দেওয়ান।
ছত্রিশকোটি সেনানী দাণ্ডায় প্রধান॥
সবাকারে আসন যোগায় শীঘ্রগতি।
বসিল ছত্রিশকোটি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি॥
ভরতে করান রাম সৈন্যপরিচয়।
দেখহ সুগ্রীবরাজা সূর্য্যের তনয়॥
যুবরাজ, অঙ্গদ যে বালির কুমার।
সুগ্রীব দিলেন যারে সর্ব্ব অধিকার॥
দেখহ গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণনন্দন॥

ঋষভ কুমুদ দেখ পনস সম্পাতি।
নল নীল দেখ এই মুখ্যসেনাপতি॥
ঐ দেখ সুষেণ আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
ঔষধে ও মন্ত্রণাতে দোঁহে সাবধান॥
এই দেখ হনুমান পবননন্দন।
যাহার বিক্রমে মারিলাম দশানন॥
ইহার গুণের কথা কি কব বিশেষ।
হনুমান করিয়াছে সীতার উদ্দেশ॥
হনুমান আমার সকল কার্য্যে দড়।
চারিভাই হৈতে মম হনুমান বড়॥
ঐ দেখ লঙ্কার রাজা মিত্রবিভীষণ।
যাহার মন্ত্রণাগুণে মরিল রাবণ॥
কহিলেন রঘুনাথ যার যত গুণ।
সর্ব্বলোক তাঁর পানে চাহে পুনঃপুনঃ॥
রাক্ষসবানর সব ধরে নানা মায়া।
রামের ইঙ্গিতে তারা ধরে নরকায়া॥
ভরত বলেন সাক্ষী হও সর্ব্বজন।
প্রভুর চরণে আমি করি নিবেদন॥
ভরত প্রণাম করি রামের চরণে।
যোড়হাতে বলেন সবার বিদ্যমানে॥
স্থাপ্যধন মম ঠাঁই আছে পিতৃরাজ্য।
তোমার আজ্ঞাতে করিয়াছি রাজকার্য্য॥
আজ্ঞা কর রাজ্য লহ বৈস সিংহাসনে।
সেবা করে থাকি রামসীতার চরণে॥
মহারাজ্য রাখিতে আমার শক্তি নহে।
কেশরীর বিক্রম শৃগালে কোথা বহে॥
সবলের বোঝা যে দুর্ব্বল নিতে নারে।
মহারাজ্য মহাবীর রাখিবারে পারে॥
অদ্য হইতে রাজ্যভার আমাকে না লাগে।
ক্রমাগত রাজ্য রাম ভুঞ্জ যুগে যুগে॥
ভরতের কথা শুনি শ্রীরাম হাসিয়া।
ভরতে করেন কোলে বাহু পসারিয়া॥
বলেন ভরত পুনঃ বিনয়বচন।
ভরতের প্রতি রাম কহেন তখন॥
তব ব্যবহারে, ভাই, হইলাম বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া তব ঘুষিবেক যশ॥
জানাইল গণকে উত্তম তিথি বার।
কাটিতে মাথার জটা হইল সবার॥
চারিভাই বসিলেন কাঞ্চনের খাটে।
শুভক্ষণে নাপিত শিরের জটা কাটে॥
জটাজুটমুণ্ডন করিয়া সুবিধান।
সুবাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্নান॥
অতঃপর করিয়া বল্কল বিসর্জ্জন।
পরিধান করিলেন বিচিত্রবসন॥
জানকীরে স্নান করাইলা যত রাণী।
বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মী আইলা আপনি॥
শ্রীরাম করিয়াছিলা যেমত আচার।
বল্কল পরিয়া সব আছিল সংসার॥
অযোধ্যার মনুষ্য তপস্বিবেশধারী।
পরিল বসন সে বল্কল পরিহরি॥
শ্রীরামের দুঃখে লোক ছিল সব দুঃখী।
তাহার সুখেতে লোক হইলেক সুখী॥
আনন্দে কৌশল্যাদেবী করিলা রন্ধন।
চারিভাই করিলেন অমৃতভোজন॥
যজ্ঞস্থানে সীতাদেবী গেলেন আপনি।
ভোজন করিল সৈন্য বহু অক্ষৌহিণী॥
সুখে গেল বিভাবরী হইল প্রভাত।
আইল সকল লোক রামেব সাক্ষাৎ॥
শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধ্যায়।
বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায়॥
চলিল রামের কাছে হস্তীঘোড়া চড়ি।
দেখিবাবে স্ত্রীপুরুষ এল রড়াবড়ি॥
যে যেমন ভাবে ছিল সেই ভাবে ধায়।
বৃদ্ধ কাণা খোঁড়া শিশু কেহ নাহি রয়॥
কাণা খোঁড়া ধরিয়া ত আনে অন্য জনে।
সর্ব্বদুঃখ ঘুচে তার রামদরশনে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া আইসে গর্ভবতী।
লজ্জাভয় পরিহরি আইসে যুবতী॥
কি করিবে স্বামী আর কিবা ধনে জনে।
সর্ব্বপাপ ঘুচিবেক রামদরশনে॥
চল সবে দেখি গিয়া রামের বদন।
জুড়াবে নয়ন আর তৃপ্ত হবে মন॥
মাতঙ্গ ছত্রিশকোটি আইল দন্তাল।
বানর ছত্রিশকোটি বিক্রমে বিশাল॥
ঘোড়াহস্তী চড়ি সবে অযোধ্যায় যায়।
শুষ্কগাছে ফলফুল ছিঁড়ি সবে খায়॥
সুমন্ত্র যোগায় রথ জয় জয় নাদে।
রথোপরি চারিভাই দিব্যপরিচ্ছদে॥
ধরেন ভরত তবে অশ্ব কড়িয়ালী।
চামর ঢুলায় শ্রীলক্ষ্মণ মহাবলী॥

শত্রুঘ্ন রামের গাত্রে করেন ব্যজন।
বিরাজিত চারি-অংশে রথে নারায়ণ॥
দুইদিকে সর্ব্বলোক রামপানে চাহে।
শ্রীরামের যত গুণ শতমুখে কহে॥
বহু পুণ্যে পাই, প্রভু, তোমা হেন রাজা।
জন্মে জন্মে, রঘুনাথ, করি তব পূজা॥
সর্ব্বলোক মুগ্ধ হয় করিয়া দর্শন।
সর্ব্বক্ষণ দেখি যেন তব চন্দ্রানন॥
হেরিয়া রামের রূপ ভুবনমোহন।
পুরবাসী সকলের মজিল নয়ন॥
ভরতের প্রতি রাম করেন আদেশ।
কটক রহিতে স্থান করহ উদ্দেশ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা ভরত সত্বর।
করিলেন নির্দ্দিষ্ট ছত্রিশকোটি ঘর॥
একবৃন্দ আওয়াস দেখিতে রূপস।
চালে শোভা করিতেছে রত্নের কলস॥
রত্নময় ঘরখানা ধরে নানা জ্যোতি।
এই ঘরে রহুক সুগ্রীবনরপতি॥
আর যে আওয়াস ঐ নির্ম্মল কাঞ্চন।
তিনকোটি রাক্ষসে রহুক বিভীষণ॥
দেখ এই ঘরে মণিমাণিক্যপাথর।
রহুক সৈন্যের সহ অঙ্গদকুমার॥
আর যে আবাস দেখ মুকুতাগঠনি।
এইখানে হনূমান থাকুন আপনি॥
সিন্ধুনদতীরে আর সরযূর তীরে।
এত দূর চাপি বৈসে রাক্ষসবানরে॥
সিন্ধুনদ সরযূতে চল্লিশ যোজন।
এত দূর ব্যাপিয়া রহিল সৈন্যগণ॥
স্বর্ণখাটে শুইল বানর শয্যাতলে।
দেবকন্যাগণ সেবা করে কুতূহলে॥
কহেন ভরত গিয়া সুগ্রীবের ঘর।
ধরিবেন ছত্রদণ্ড কালি রঘুবর॥
পুনর্ব্বসুনক্ষত্র যে পূর্ণ চৈত্রমাস।
শ্রীরাম হবেন রাজা আজি অধিবাস॥
অন্য দ্রব্য আনিব সে কোন কার্য্য গণি।
আনিতে নারিব চারিসাগরের পানি॥
দিলাম চারিটী রত্ননির্ম্মিত কলসী।
চারিসাগরের জল আন নহে বাসি॥
সাতশত নদী আছে পৃথিবীমণ্ডলে।
শ্রীরামের অভিষেক হবে সেই জলে॥
সাতশত স্বর্ণকুম্ভ দিনু তব ঠাঁই।
সকল নদীর জল কালি যেন পাই॥
সুগ্রীব বানরপানে চাহে কটাক্ষেতে।
ধাইয়া বানরসৈন্য কুম্ভ নিল হাতে॥
রাজা বলে সাগরের জলে চিহ্ন আছে।
নালিজুলিজল আনি না ভাণ্ডাও পাছে॥
পাঠাইলা সুগ্রীব বানর চতুর্ভিত।
অধিবাস রামের করেন পুরোহিত॥
বশিষ্ঠনারদমুনি করে বেদধ্বনি।
অখিলভুবনে শব্দ 'রামজয়' শুনি॥
রামসীতা উপবাসে রহেন দুজনে।
পুরীশুদ্ধ সকলে রহিল জাগরণে॥
রামসীতা দুইজনে কহেন কাহিনী।
আর একদিন প্রভু ছিলাম এমনি॥
শুনিয়া সীতার কথা শ্রীরামের হাস।
মধুরবচনে তাঁরে করেন সম্ভাষ॥
পূর্ব্বদিনে রামসীতা রহিলা সংযত।
পর দিন রাম রাজা হুন শাস্ত্রমত॥
প্রভাত হইল পূর্ব্বদিকের প্রকাশ।
বানর কলসী হাতে উঠিল আকাশ॥
অগ্নিহেন উড়ে যায় নীল যে বানর।
চক্ষুর নিমিষে গেল সে পূর্ব্বসাগর॥
অযোধ্যা সাগরপূর্ব্ব চারি শ যোজন।
রামতেজে নীলবীর গেল ততক্ষণ॥
কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের ঘাটে।
চিহ্ন চাহি নীলবীর ভ্রমে তার তটে॥
রক্তচন্দনের ডাল দিলেক ঢাকনি।
সুগ্রীবের কাছে রাখে প্রভাতা রজনী॥
জাম্বুবানমন্ত্রী সে সাহসে করি ভর।
চক্ষুর নিমিষে গেল পশ্চিমসাগর॥
অযোধ্যা পশ্চিমসিন্ধু আট শ যোজন।
শ্রীরামের তেজেতে সে গেল ততক্ষণ॥
রাখিয়া কলসী ভরি সাগরের পাড়ে।
চিহ্ন অন্বেষিয়া বুড়া ভ্রমে উভরড়ে॥
দেবদারুডাল ভাঙ্গি আচ্ছাদিল পানি।
রাখিল সুগ্রীব কাছে প্রভাতা রজনী॥
দক্ষিণসাগরে গেল নলমহাবীর।
যেখানে সে বান্ধিয়াছে সমুদ্র গভীর॥
দক্ষিণসাগর পাঁচশত যে যোজন।
শ্রীরামের তেজে নল গেল ততক্ষণ॥

নলে দেখে সাগরের উড়িল জীবন।
আর বা'র নলবীর এল কি কারণ ॥
সাগরের ত্রাস দেখি নলে হৈল হাস।
হাসিয়া সাগরপ্রতি করিছে আশ্বাস ॥
ছিলাম রামের সঙ্গে তেঁই মম বল।
কার শক্তি বান্ধিবারে পারে তব জল ॥
শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যানগরে।
জল লৈতে আসিয়াছি তোমার সাগরে ॥
মনে তোলাপাড়া করি নল মহাবল।
রত্নকুম্ভে ভরিলেন সাগরের জল ॥
কলসী ভরিয়া রাখে সেতুর উপরে।
চিহ্ন চাহি নলবীর ভ্রমে তীরে তীরে ॥
সম্মুখে দেখিল গাছ ধবলচন্দন।
ডাল ভাঙ্গি জলোপরি দিল আচ্ছাদন ॥
শ্বেতচন্দনের ডালে আচ্ছাদিল পানি।
সুগ্রীবের কাছে রাখে প্রভাতা রজনী ॥
উত্তরসাগর পথ হাজার যোজন।
কোন্ বীর যাইবে ভাবিছে মনে মন ॥
শ্রীরামসুগ্রীবে দোঁহে করে অনুমান।
হাতে কুম্ভ আকাশে উঠিল হনুমান ॥
তুড়তুড় শব্দে যায় বায়ু করি ভর।
উপাড়ে লেজের টানে পাদপপাথর ॥
আকাশে উঠিয়া গাছ জলেস্থলে পড়ে।
বন্ধু অনুব্রজি যেন বান্ধব বাহুড়ে ॥
পবনগমনে যায় পবননন্দন।
মুহূর্ত্তের মধ্যে গেল হাজার যোজন ॥
কলসী ভরিয়া রাখি সাগরের পাড়ে।
চিহ্ন চাহি হনূমান ভ্রমে উভরড়ে ॥
কৃষ্ণচন্দনের ডালে দিলেক ঢাকনি।
সুগ্রীবের কাছে রাখে প্রভাতা রজনী ॥
সবাকার পাছে গেল বীর হনুমান।
আইল লইয়া জল সর্ব্ব আগুয়ান ॥
শরভ গবাক্ষ গয় ও গন্ধমাদন।
কেশরী কুমুদ আর সুষেণনন্দন ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর পনস।
আনিল তীর্থের জল হাজার কলস ॥
সীতাসহ শ্রীরাম বসেন সিংহাসনে।
অভিষেক করিল সুগ্রীববিভীষণে ॥
স্বর্গ আর পাতালেতে দুরাজা সঞ্চারে।
দুই রাজা ছত্র ধরে রামের উপরে ॥
পৃথিবীতে যত রাজা আছে চতুর্ভিত।
শ্রীরামের অভিষেকে দ্বারে উপস্থিত ॥
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
অযোধ্যায় ত্রিভুবন হইল মিশাল ॥
রহিবার স্থান নাহি সৈন্যকলকলি।
নানাশব্দে বাদ্য বাজে আর করতালি ॥
চারিভিতে চামর ঢুলায় রাজগণ।
রামের সম্মুখে স্থির ভাই তিনজন ॥
বিরিঞ্চি বলেন নাহি যাব রামস্থান।
দেবকন্যাগণ গিয়া করুক কল্যাণ ॥
দেবতা তেত্রিশকোটি রহে অন্তরীক্ষে।
দেবকন্যাগণ গেল রামের সম্মুখে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুধাভাণ্ড।
রাম রাজা গাইলেন গীত লঙ্কাকাণ্ড ॥



শ্রীরামের অভিষেকে দেবকন্যাগণের আশীর্ব্বচন

রতি সতী হৈমবতী লীলাবতী ভানুমতী
ইত্যাদি অনেক দেবরামা।
আইলেন অযোধ্যায় দাসদাসী সঙ্গে যায়
বসনেভূষণে নিরুপমা ॥
হাতে লয়ে দূর্ব্বাধান রামের সম্মুখে যান
শ্রীরামের করিতে কল্যাণ।
জয় জয় রঘুবীর পতি হও পৃথিবীর
পৃথিবীতে তব গুণগান ॥
পৃথিবীতে জন্ম নিলা নরলীলা প্রকাশিলা
তুমি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ।
কি করব আশীর্ব্বাদ পূরিল মনের সাধ
করিলাম তব দরশন ॥
আসিয়া কিন্নরীগণে অভিষেক নিমন্ত্রণে
করিল রামের গুণগান।
বিদ্যাধরবিদ্যাধরী আসিয়া অযোধ্যাপুরী
নৃত্যগীতবাদ্যের বিধান ॥
যত রাজা প্রজাগণ সকলি আনন্দমন
শ্রীরামের অভিষেকদিনে।
নানা অর্থ বিতরণে সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণে
অভিষেক কৃত্তিবাস ভণে ॥

সীতা ও শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বানরগণের পুরস্কার

ফেলিয়া দিলেন ব্রহ্মা স্বর্ণপদ্মমালা।
অলক্ষ্যে করিল শোভা শ্রীরামের গলা ॥
স্বর্ণমণিমাণিক্যে নির্ম্মিত দিব্যহার।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিলা আরো অলঙ্কার ॥
নানাবিধ মণিমুক্তা পরশপাথর।
কুবেরের হার শোভে কণ্ঠের উপর ॥
দেবতার ভূষণেতে হয়ে বিভূষিত।
রাম রাজা হইলেন জগতে পূজিত ॥
শ্রীরামের অভিষেক শুনে যেই নরে।
ঐহিক সম্পদ বাড়ে পরলোকে তরে ॥
কোটি কোটি দ্বিজ যায় শ্রীরামের স্থানে।
যাঁহার যে অভিলাষ তাহা পায় দান ॥
গ্রাম ভূমি স্বর্ণ দান করেন শ্রীরাম।
বিমুখ না হয় কেহ সবে পূর্ণকাম ॥
পূর্ণ চৈত্রমাসে পুনর্ব্বসু সুনক্ষত্র।
শুভক্ষণে শ্রীরাম ধরেন দণ্ডছত্র ॥
স্বর্ণপদ্মমালা গলে সূর্য্যহেন জ্বলে।
সে মালা দিলেন রাম সুগ্রীবের গলে ॥
অঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লজ্জিত।
অপূর্ব্বভূষণে তারে করেন ভূষিত ॥
ছত্রিশকোটি সেনা পায় শ্রীরামের দান।
অভিমানে নীরব রহিল হনুমান ॥
শ্রীরামের দানেতে সকলে হল সুখী।
হনুমান কেবল মুদিল দুই আঁখি ॥
অপরাধ কি করিনু প্রভুর চরণে।
সবায় তোষেন মোরে না তোষেন কেনে ॥
বাহির করেন সীতা আপনার হার।
কি কব তাহার মূল্য ভুবনের সার ॥
সে হার দেখিয়া সবে চাহে পরস্পর।
নানা রত্নমণি তাহে পরশপাথর ॥
বড় বড় সেনাপতি করে অনুমান।
না জানি সীতার হার কোন্ জনে পান ॥
হাতে হার করি সীতা রামপানে চান।
অভিপ্রায় মনে এই করে দেন দান ॥
বুঝিয়া শ্রীরাম তার করেন বিধান।
যারে তব ইচ্ছা যায় তারে কর দান ॥
অনুদ্দেশ সময়েতে উদ্দেশ যে করে।
মরেছিনু সবে প্রাণ দিল বারে বারে ॥
এমত বুঝিয়া সীতা হার কর দান।
কোনো জন না করিবে এতে অভিমান ॥
জানকী হনূর পানে চান বারে বারে।
ধেয়ে গিয়া হনুমান গলে হার পরে ॥
মারুতির গলে শোভে জানকীর হার।
হনুমান প্রণমিল চরণে সীতার ॥
সীতা বলে যতকাল থাকিবে পৃথিবী।
রোগপীড়াহীন, বাপু, হও চিরজীবী ॥
যাবৎ থাকিবে চন্দ্রসূর্য্যের প্রচার।
যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার ॥
তাবৎ হও হে তুমি অক্ষয় অমর।
হনুমান তোমারে যে দিনু এই বর ॥
রামনামপ্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে।
যথাতথা থাক তুমি আসিবে সেখানে ॥



হনুমানের নিজ বক্ষোমধ্যে রামনামপ্রদর্শন

হাসিতে হাসিতে হনূ হার লয়ে হাতে
ছিন্নভিন্ন করে হার চিবাইয়া দাঁতে ॥
হনূর দেখিয়া কর্ম্ম হাসেন লক্ষ্মণ।
কুপিত রহস্যভাবে বলেন তখন ॥
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
মারুতির গলে হার দিলে কি কারণ ॥
সহজে বানর গণ্য পশুর মিশালে।
রত্নহার দিলে কেন বানরের গলে ॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
কি হেতু ছিঁড়িল হার পবননন্দন ॥
ইহার বৃত্তান্ত ভাল হনুমান জানে।
জিজ্ঞাসহ হনুমানে সভাবিদ্যমানে ॥
হনুমান বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বহুমূল্য বলি হার করিনু গ্রহণ ॥
দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে।
রামনাম নাহি এই হারের ভিতরে ॥
রামনাম নাই যাতে এমন যে ধন।
পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন পবনকুমার।
রামনামচিহ্ন নাহি দেহেতে তোমার ॥
তবে কেন মিথ্যাদেহ করেছ ধারণ।
কলেবর ত্যাগ কর পবননন্দন ॥

এতেক শুনিয়া তবে পবনকুমার।
কলেবর নখে চিরি করিল বিদার ॥
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ।
অস্থিময় রামনাম লেখা লক্ষ লক্ষ ॥
দেখিয়া সভার লোক হৈল চমকিত।
অধোমুখ হইলেন লক্ষ্মণ লজ্জিত ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন বীর হনুমান।
শ্রীরামের ভক্ত নাই তোমার সমান ॥
তোমারে জানেন রাম রামে জান তুমি।
তোমার মহিমাসীমা কি জানিব আমি ॥
হনুমান বলে আমি বনের বানর।
রামের দাসানুদাস তোমার নফর ॥
শুনিয়া হনূর কথা শ্রীরামের হাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥



হনুমানের ভোজন ও বিভীষণাদির বিদায়

বিভীষণে কন রাম করিয়া আদর।
আজি হৈতে তুমি মম ভাই সহোদর ॥
চারিভাই ছিলাম হইলাম পঞ্চজন।
পঞ্চজন মিলি রাজ্য করিব পালন ॥
দানভিক্ষা দিয়া সবে করি পরিহার।
দানে শূন্য কৈল যত রামের ভাণ্ডার ॥
সীতাঠাকুরাণী গিয়া করিল রন্ধন।
চারিভাই একঠাঁই করিল ভোজন ॥
হনুমানে দেন অন্ন সীতাঠাকুরাণী।
কপিগণে অন্ন দেন যতেক রমণী ॥
অন্ন দিয়া যান সীতা আনিতে ব্যঞ্জন।
শুধু অন্ন খায় সব পবননন্দন ॥
শূন্যপাত্র ব্যঞ্জন কেমনে দিবে পাতে।
ব্যঞ্জন লইয়া ফিরে যান দেবী সীতে ॥
পুনর্ব্বার দেন অন্ন আনিয়ে হনূকে।
ব্যঞ্জন আনিতে অন্ন খেয়ে বসে থাকে ॥
এইরূপে যাতায়াত তিনচারি বার।
দেখিয়া সীতার মনে লাগে চমৎকার ॥
সীতা ভাবে আমি কিছু বুঝিতে না পারি।
বিশ্বের পালনে অন্নপূর্ণা নাম ধরি ॥
সৃষ্টে সৃষ্টি পূর্ণ করি নানা উপহারে।
অন্ন দিতে হারিলাম বনের বানরে ॥
বুঝিতে না পারি আমি এই কোন্ জন।
স্বর্ণথাল ফেলি কৈলা হস্তপ্রক্ষালন ॥
ধ্যানযোগে মা-জানকী দেখিলা সত্বর।
বানররূপেতে অবতার গঙ্গাধর ॥
কপিরূপে বসেছেন কৈলাসের পতি।
উদর পূরাতে পারে কাহার শকতি ॥
ঊর্দ্ধমুখে অর্ঘ্য বিনে না পুরে উদর।
এতেক ভাবিয়া সীতা চলিলা সত্বর ॥
গোপনেতে গিয়া মাতা হনূর পশ্চাতে।
'নমঃ শিবায়' বলি অন্ন দিলা মাথে ॥
হাসিয়া সম্মুখে আসি কহেন বচন।
কত অন্ন হনূমান করিলা ভোজন ॥
মস্তক ফুটিয়া অন্ন উপরে উঠিল।
হনূমান বলে, মাতা, পরিপূর্ণ হৈল ॥
আচমন কৈল গিয়া পবনকুমার।
সীতার চরণে হনু কৈল পরিহার ॥
আমি কি জানিব, মাতা, তোমার মহিমা।
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর দিতে নারে সীমা ॥
তোমার মহিমা, মাতা, কি বলিতে জানি।
বিষ্ণুর প্রকৃতি তুমি লক্ষ্মীঠাকুরাণী ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরষিতমন।
সবারে বিদায় রাম দিলেন তখন ॥
রাক্ষসবানরে রাম দিলেন মেলানি।
গাইয়ে রামের গুণ চলিল তখনি ॥
পাতালতা খেত কপি পারিত কাছুটি।
শ্রীরামের প্রসাদে কোঁচার পরিপাটি ॥
কেমনে রামের সব গুণ পাসরিব।
আর কবে শ্রীরামের চরণ হেরিব ॥
এইরূপ সর্ব্বত্র করিয়া সুবিহিত।
চারিভাই রাজ্য করে জগতে পূজিত ॥
করেন অযুতবর্ষ লোকের পালন।
জ্যেষ্ঠসত্বে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ ॥
রামরাজ্যে কেহ কারে নাহি করে হিংসা।
যত রাজগণ করে রামের প্রশংসা ॥
রামরাজ্যে শোক নাহি জানে কোন জনা।
রামরাজ্য বলি লোকে হইল ঘোষণা ॥
পাত্রমিত্রসহ রাম যুক্তি অনুমানি।
পুষ্পকরথেরে তবে দিলেন মেলানি ॥
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্ব্বজন।
কুবেরে জিনিয়া তোমা নিলেক রাবণ ॥

তাহাকে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার।
কুবেরেরে জানাইও এই পরিহার॥
চলিল সে রথখানি শ্রীরাম-আদেশে।
চক্ষুর নিমিষে গেল পর্ব্বত কৈলাসে॥
কুবের বলেন, রথ, কে দিল বিদায়।
রাবণ লইল তোমা জিনিয়া আমায়॥
শুন বলি, রথ, তোমা নিল লঙ্কেশ্বর।
করিল কুকর্ম্ম কত তোমার উপর॥
রবে রাম একাদশসহস্র বৎসর।
রামের সেবায় কর শুদ্ধ কলেবর॥
শ্রীরাম করিবে যবে বৈকুণ্ঠে গমন।
ফিরিয়া আমার কাছে আসিহ তখন॥
রথখান চলিল সে কুবের-আদেশে।
আইল রামের কাছে চক্ষুর নিমিষে॥
রথ বলে, রঘুনাথ, কর অবধান।
কিছুকাল চরণনিকটে দেহ স্থান॥
রামের আজ্ঞায় রথ রহিল তথায়।
সর্ব্বক্ষণ শ্রীরামের দরশন পায়॥
যে দুঃখ পাইয়াছিল রাম গেলে বনে।
প্রজালোক পাসরিল সদা দরশনে॥
এইরূপে শ্রীরাম হইয়া আনন্দিত।
রাজত্ব করেন তিনি ভ্রাতার সহিত॥
কৃত্তিবাস কবির কবিত্ব সুধাভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড॥

লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত

উত্তরাকাণ্ড



শ্রীরামের সভায় মুনিগণের আগমন

আজিকালিকার যেন বৈকুণ্ঠনগরী।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দিব্য শার্ঙ্গ ধারী ॥
নীলোৎপলসমান শ্যামল কলেবর।
পীতাম্বর সতড়িৎ যেন জলধর ॥
বনমালা গলে দোলে আর হেমহার।
কপালে লম্বিত মণি শোভা কণ্ঠ তার ॥
মকরকুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে।
তাহার উজ্জ্বল শোভা লেগেছে কপোলে ॥
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর।
চন্দনে চর্চ্চিত অতি সুঠাম শরীর ॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষঃ অতি মনোহর।
গগন উপরে যেন শোভে শশধর ॥
চরণে নূপুর বাজে রুণু রুণু শুনি।
নীলপদ্মকোলে যেন হংস করে ধ্বনি ॥
অঙ্গদসহিত রাম মন্ত্রী জাম্বুবান।
ভরতশত্রুঘ্ন আর যত মুনিগণ ॥
নারদাদি গান করে সনক প্রভৃতি।
বিভীষণ হনুমান সুগ্রীব সংহতি ॥
কি কব রামের গুণ কহিতে অপার।
রাক্ষস বনের পশু গুণে বদ্ধ যাঁর ॥
ত্রিভুবনে নাহি দেখি রামের উপমা।
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে দিতে নারে সীমা ॥
হেন রাম দেখি সবে আনন্দিতচিত।
স্বয়ং নারায়ণ রাম সংসারে পূজিত ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সদা করে আরাধন।
অযোধ্যায় অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠের ধন ॥
চারিভিতে স্তুতি করে বহু পারিষদ।
সনক সনাতন ও বাল্মীকি নারদ ॥
ব্রহ্মা-আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কুবের বরুণ উনপঞ্চাশ পবন ॥
গরুড় উপরে যেন বসি নারায়ণ।
বিষ্ণুরূপী রামেরে দেখিল মুনিগণ ॥
মুনিসকলের ছিল যতেক বাসনা।
সেইরূপ রামেরে দেখিল সর্ব্বজনা ॥
বৈকুণ্ঠসম্পদ রাম দশরথঘরে।
জন্মিলেন রাবণবধার্থ এ সংসারে ॥
সেইরূপ সকলে দেখিল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ দেখি ত্রাস পায় সব মুনি ॥
আপনার মূর্ত্তি রাম জানেন আপনি।
বিষ্ণু-অবতার রাম জানে সব মুনি ॥
মুনিগণে সমাগত দেখি নিজ ধাম।
গাত্রোত্থান করিলেন তখনি শ্রীরাম ॥
কৃতাঞ্জলি হৈয়া তিনি দেন অর্ঘ্যজল।
জিজ্ঞাসেন মুনিগণে সবার কুশল ॥
মুনিরা বলেন, রাম, সমস্ত কুশল।
অগ্রে তুমি বল তব আপন কুশল ॥
তুমি আর লক্ষ্মণ জানকীঠাকুরাণী।
কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগ্য মানি ॥
রাক্ষস দুর্জ্জয় বড় বিধাতার বরে।
রাক্ষসমায়ায় রাম কোন্ জন তরে ॥
ইন্দ্রজিৎ সে দুর্জ্জয় ত্রিভুবনে জানি।
লক্ষ্মণ মারেন তাহে অপূর্ব্বকাহিনী ॥

মারিলে ত্রিশিরা খর দূষণ কবন্ধ।
মারীচেরে বিনাশিলে মায়ার প্রবন্ধ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায়বীর।
মারিলে নিকুম্ভকুম্ভ দুর্জ্জয়শরীর॥
কুম্ভকর্ণে বিনাশিলে বড়ই বিষম।
পলায় যাহার নামে আপনি শমন॥
রাবণের সহ রণ কে করিতে পারে।
করিলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে॥
মারিলে এ সব বীর তাহা নাহি গণি।
ইন্দ্রজিতে যে মারিল তাহারে বাখানি॥
ইন্দ্রজিৎ মায়াধারী যুঝে অন্তরীক্ষে।
না দেখেন দেবরাজ সহস্রেক চক্ষে॥
ইন্দ্রে বান্ধি লয়েছিল লঙ্কার ভিতরে।
আনিলেক বিরিঞ্চি মাগি পুরন্দরে॥
সেই ইন্দ্রজিতে ধ্বংস করি এলে ঘর।
শুনিয়া এ সব কথা বিস্মিত-অন্তর॥
মারিলে যে সব বীর যুদ্ধে যমদূত।
সে সবার কথা হয় শুনিতে অদ্ভুত॥
রাম কন কি কব সে রাক্ষসবিক্রম।
প্রতিটি রাক্ষস যেন সাক্ষাৎ শমন॥
রাবণের সেনাপতি কেবা কারে চিনে।
রণে প্রবেশিলে তারা যম-ইন্দ্র জিনে॥
রাবণভ্রাতার ডরে কেহ নহে স্থির।
ত্রিভুবন জিনি কুম্ভকর্ণের শরীর॥
কাটিলে না মরে সে না ধরে কেহ টান।
কুম্ভকর্ণ এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান॥
দশমুণ্ড কাটিয়া পাইয়াছিল বর।
তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর॥
অগস্ত্য নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস।
রাক্ষসের জানেন যে সব ইতিহাস॥
রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন মহামুনি।
শ্রীরাম কহেন, মুনি, কহ তাহা শুনি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুরপাঁচালী।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে প্রথম শিকলি॥



লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য, নিদ্রাজয় ও উপবাস-বৃত্তান্ত

মহামুনি অগস্ত্য সে বৈসেন দক্ষিণে।
রাক্ষসের বিবরণ সব মুনি জানে॥
রাক্ষসের কথা কহে সে অগস্ত্যমুনি।
সভাখণ্ড শুনিছেন সহ রঘুমণি॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, জিজ্ঞাসি তোমারে।
কিরূপে করিলে যুদ্ধ লঙ্কার ভিতরে॥
ধনুর্দ্ধারী তুমি আর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কোন্ কোন্ বীরে বধ কৈলে কোন্ জন॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, নিবেদি চরণে।
করিলাম বহু যুদ্ধ ভাই দুইজনে॥
বধেছি রাক্ষস কত না যায় গণন।
শমনসমান পরাক্রমে সর্ব্বজন॥
রাবণ ও কুম্ভকর্ণে করেছি নিধন।
অতিকায় ইন্দ্রজিতে বধেছে লক্ষ্মণ॥
মুনি বলে শুন রাম নিবেদি তোমারে।
ইন্দ্রজিৎ বড় বীর লঙ্কার ভিতরে॥
ইন্দ্রে বেন্ধে এনেছিল স্বর্গ হতে ধরে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে॥
থাকিয়া মেঘের আড়ে যুঝে অন্তরীক্ষে।
মেঘনাদসমান বাণের নাহি শিক্ষে॥
তাহারে করেন বধ ঠাকুরলক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণসমান বীর নাহি ত্রিভুবন॥
রাম কন কি কহিলে মুনিমহাশয়।
মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণ দুর্জ্জয়॥
দেবতাগন্ধর্ব্ব রণে নাহি ধরে টান।
হেন রাবণ ছেড়ে ইন্দ্রজিতের বাখান॥
মুনি বলে, রঘুনাথ, কহি তব ঠাঁই।
ইন্দ্রজিৎসম বীর ত্রিভুবনে নাই॥
চৌদ্দবর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেই জন।
চৌদ্দবর্ষ স্ত্রীমুখ না করে দরশন॥
চৌদ্দবর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে।
ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই জন পারে॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, কি কহিলে তুমি।
চৌদ্দবর্ষ লক্ষ্মণেরে ফল দিছি আমি॥
সীতাসঙ্গে চৌদ্দবর্ষ করেছে ভ্রমণ।
কেমনে সীতার মুখ না দেখে লক্ষ্মণ॥
কুটীরেতে বঞ্চিতাম সীতার সহিতে।
থাকিত লক্ষ্মণভাই ভিন্ন কুটীরেতে॥
চৌদ্দবর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি যায়।
কেমনে এমন কথা করিব প্রত্যয়॥
মুনি বলে সভামধ্যে আনহ লক্ষ্মণ।
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ নারায়ণ॥

রাম বলে শীঘ্র যাহ সুমন্ত্র সারথি।
সভামধ্যে লক্ষ্মণেরে আন শীঘ্রগতি ॥
চলিলা সুমন্ত্র তবে শ্রীরামের বোলে।
লক্ষ্মণ বসিয়া আছে সুমিত্রার কোলে ॥
সুমন্ত্র সারথি গিয়া নোঙাইল মাথা।
যোড়হাত করি বলে শ্রীরামের কথা ॥
সুমন্ত্রের কথা শুনি কহেন লক্ষ্মণ।
বনদুঃখ সুধাবেন বুঝি নারায়ণ ॥
আগেতে লক্ষ্মণ পিছে সুমন্ত্র সারথি।
প্রণাম করিল গিয়া যেথা রঘুপতি ॥
লক্ষ্মণে বলেন রাম মোর দিব্য লাগে।
যে কথা জিজ্ঞাসি আমি কহ সভা-আগে ॥
চৌদ্দবর্ষ ছিলাম একত্র তিনজন।
কেমনে সীতার মুখ না দেখ লক্ষ্মণ ॥
তুমি ফল আনিতে রাখিয়া মোরে ঘরে।
ফল দিয়া আপনি কি ছিলে অনাহারে ॥
বনমধ্যে তুমি ভিন্ন কুটীরেতে ছিলে।
চৌদ্দবর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি গেলে ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন রাজীবলোচন।
পাপিষ্ঠ রাবণ সীতা হরিল যখন ॥
দুইজন ভ্রমি বনে করিয়া রোদন।
ঋষ্যমূকে মা-সীতার পাই আভরণ ॥
সুগ্রীবের অগ্রে তুমি সুধালে যখন।
সীতার আভরণ কি চিনহ লক্ষ্মণ ॥
আমি না চিনিনু তাঁর হার কি কেয়ূর।
সবেমাত্র চিনিলাম চরণনূপুর ॥
সত্য প্রভু একত্র যে ছিনু তিনজন।
শ্রীচরণ বিনা তাঁর না দেখি বদন ॥
চতুর্দ্দশবর্ষ নিদ্রা না যাই কেমনে।
শুন শুন, রঘুনাথ, কহি তব স্থানে ॥
তুমি আর মা-জানকী কুটীরে থাকিতে।
আমি দ্বার রাখিতাম ধনুঃশর হাতে ॥
আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে।
ক্রোধ করি নিদ্রারে বিন্ধিনু একবাণে ॥
কহি শুন, নিদ্রাদেবি, আমার উত্তর।
এসো না মোর কাছে এ চৌদ্দ বৎসর ॥
রাম যবে রাজা হবে অযোধ্যাপুরেতে।
বসিবেন মা-জানকী রামের বামেতে ॥
ছত্রদণ্ড ধরে আমি দাঁড়াব দক্ষিণে।
সেইকালে এস নিদ্রা আমার নয়নে ॥

তাহার প্রমাণ, প্রভু, কহি তব স্থানে।
তব বামে মা-জানকী বৈসে সিংহাসনে ॥
আমি দাণ্ডাইনু ছত্র করিয়া ধারণ।
হাত হৈতে টলে ছত্র পড়িল তখন ॥
ঐ কালে নিদ্রা আসি করিল ব্যাপিত।
ঈষৎ হাসিয়া আমি হইনু লজ্জিত ॥
অনাহারে চতুর্দ্দশবর্ষ ছিনু বনে।
তাহার প্রমাণ, প্রভু, কহি তব স্থানে ॥
আমি গিয়া কাননেতে আনিতাম ফল।
তুমি প্রভু তিন-অংশ করিতে সকল ॥
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীবলোচন।
আমারে কহিতে 'ফল ধর রে লক্ষ্মণ' ॥
আমি ধরে রাখিতাম কুটীরেতে আনি।
খাইতে কখন নাহি বল রঘুমণি ॥
আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার।
চৌদ্দবছরের ফল আছয়ে তোমার ॥
শ্রীরাম বলেন ফল রেখেছ কেমন।
সভামধ্যে আনি দেহ প্রাণের লক্ষ্মণ ॥
হনূমানে আদেশিল ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বন হৈতে ফল আন পবননন্দন ॥
হনূমান গিয়া তবে দেখিল কাননে।
চৌদ্দবছরের ফল আছে পূর্ণ তূণে ॥
দেখিয়া ফলের তূণ হনূমান বলে।
এই কোন্ কার্য্যহেতু আমারে পাঠালে ॥
ক্ষুদ্র এক বানরেতে লয়ে যেতে পারে।
আমারে পাঠালে প্রভু অবিচার করে ॥
এত যদি হনূর হইল অহঙ্কার।
হইল ফলের তূণ লক্ষগুণ ভার ॥
নাড়িতে নারিল তূণ পবননন্দন।
সভামধ্যে উত্তরিল বিরসবদন ॥
হনূ বলে, প্রভু, আমি না পারি বুঝিতে।
না পারি নাড়িতে তূণ আমার শক্তিতে ॥
লক্ষ্মণের পানে চাহে রাজীবলোচন।
হাসিয়া বলেন তূণ আনহ লক্ষ্মণ ॥
নিমিষে লক্ষ্মণ গিয়া ধরি বামহাতে।
আনিয়া রাখিল তূণ সবার সাক্ষাতে ॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
চৌদ্দবছরের ফল করহ গণন ॥
একে একে লক্ষ্মণ সে গণিলা সকল।
সবেমাত্র না মিলিল সপ্তদিন ফল ॥

শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
সপ্তদিন ফল তুমি ক্‌রেছ ভক্ষণ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন দেবনারায়ণ।
সপ্তদিন ফল কে বা করে আহরণ॥
যেই দিন পিতার বিয়োগসমাচারে।
বিশ্বামিত্র-আশ্রমেতে ছিনু অনাহারে॥
সেই দিন ফল নাহি করি আহরণ।
আর ছয়দিনকথা শুন নারায়ণ॥
যে দিন হরিল সীতা পাপিষ্ঠ রাবণ।
শোকেতে আকুল ফল আনে কোন্ জন॥
ইন্দ্রজিৎ যেইদিন বান্ধে নাগপাশে।
অচৈতন্যে গেল দিবা ফল না আইসে॥
চতুর্থদিনের কথা নিবেদি চরণে।
ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিল যে দিনে॥
সেই দিন শোকানলে দগ্ধ দুইভাই।
মনে করে দেখ, প্রভু, ফল আনি নাই॥
আর দিন দেখ, প্রভু, পড়ে কি না মনে।
পাতালে মহীর ঘরে বন্দী যেই দিনে॥
জিজ্ঞাসহ সাক্ষী তার পবননন্দন।
সেই দিন ফল নাহি করি অন্বেষণ॥
শক্তিশেল যেই দিন মারে দশানন।
অধৈর্য্য হইলা মম শোকে নারায়ণ॥
নিত্য আনিতাম ফল আমি যে গোসাঁই।
নফর পড়িল ফল আনা হলো নাই॥
সপ্তমদিনের কথা কি কহিব আর।
যে দিন রাবণবধে আনন্দ অপার॥
আনন্দ-উৎসবে সবে হইল চঞ্চল।
পুলকেতে পাসরিনু আনিবারে ফল॥
বিচার করিয়া দেখ জগৎগোসাঁই।
চতুর্দ্দশবর্ষ আমি কিছু নাহি খাই॥
তব মনে নিতা ফল খাইত লক্ষ্মণ।
পূর্ব্বকথা কেন, প্রভু, হলে বিস্মরণ॥
বিশ্বামিত্রস্থানে মন্ত্র পাই দুইজনে।
তুমি ভুলিয়াছ, প্রভু, আছে মম মনে॥
উপদেশ দিয়াছেন বিশ্বামিত্রঋষি।
এ কারণ চতুর্দ্দশবর্ষ উপবাসী॥
পালিয়া মুনির আজ্ঞা ভ্রমিতাম বনে।
এই হেতু ইন্দ্রজিৎ পড়ে মম বাণে॥
এত যদি বলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি রামের ক্রন্দন॥

রাক্ষসগণের জন্মবৃত্তান্তবর্ণন

শ্রীরাম বলেন, মুনি, তুমি অন্তর্য্যামী।
সংসারের বিবরণ সব জান তুমি॥
রাবণের জন্মকথা কহ দেখি শুনি।
পরম-আনন্দ তবে পায় মহামুনি॥
ব্রহ্মা-অংশে জন্ম তার সর্ব্বলোকে জানে।
রাক্ষস হইল তবে কিসের কারণে॥
মুনি বলে, রঘুনাথ, কহি তব স্থানে।
রাক্ষসের জন্মকথা শুনহ এক্ষণে॥
যেমতে রাবণ জন্মে শুন রঘুমণি।
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আগে সৃজিলেন প্রাণী॥
প্রাণিগণ বলে, ব্রহ্মা, করি নিবেদন।
কোন্ কার্য্যে আমা সবে করিলে সৃজন॥
ব্রহ্মা বলে যত প্রাণী করিব উৎপত্তি।
তোমরা কবিবে রক্ষা প্রাণের শকতি॥
যে যে প্রাণীরে সৃজন করিব সংসারে।
তোমরা প্রধান হয়ে পালিবে সবারে॥
প্রাণিগণ বলে, ব্রহ্মা, সে বড় দুষ্কর।
না চাহি প্রভুত্ব মোরা সবার উপর॥
ব্রহ্মা শাপ দিলা, বেটা, হও রে রাক্ষস।
হেতি নামে হইল সে রাক্ষস কর্কশ॥
বিদ্যুৎকুমারী নামে ব্রহ্মার কুমারী।
তারে বিভা করিল রাক্ষস দুরাচারী॥
মন্দরপর্ব্বতে দুইজনে ক্রীড়া করে।
জন্মিল সন্তান এক কত দিন পরে॥
পর্ব্বতের উপরেতে ফেলিয়া সন্তানে।
মনের আনন্দে তারা রহে দুইজনে॥
পিতামাতাস্নেহ নাই সন্তান উপর।
কাতর হইয়া শিশু কান্দিল বিস্তর॥
অশ্রুজলে শ্রমজলে কলেবর ভাসে।
ক্ষুধাতে আকুল প্রাণ ঘন বহে শ্বাসে॥
বৃষভবাহনে যান পার্ব্বতীশঙ্কর।
শূন্য হৈতে দেখিতে পাইলা গঙ্গাধর॥
শিব বলেন, পার্ব্বতী, দেখ অতি দূরে।
একাকী কান্দিছে শিশু পর্ব্বত উপরে॥
মহেশের দয়া হৈল সন্তান উপর।
প্রসন্ন হইয়া শিব তারে দিলা বর॥
শিব বলে শুন ওহে অনাথ সন্তান।
মম বরে পিতৃতুল্য হও বলবান॥

সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ হও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।
আজ্ঞামাত্রে হৈল শিশু বাপের সোসর॥
বিদ্যুৎকুমারীপুত্র সুকেশ নাম ধরে।
মহাবলবান্ হৈল ধূর্জ্জটীর বরে॥



মালী, সুমালী ও মাল্যবানের জন্ম

তবে সুকেশেরে বর দিলেন পার্ব্বতী।
তাহা হৈতে যত রাক্ষস-উৎপত্তি॥
পার্ব্বতীর বরে তার বাড়িল সম্মান।
তাহারে গন্ধর্ব্ব এক কন্যা দিল দান॥
স্ত্রীপুরুষে রহিলেক পৃথিবীভিতরে।
তিনপুত্র হৈল তাব কতদিন পরে॥
পুত্র দেখি সুকেশ পবমকুতূহলী।
নাম রাখে মাল্যবান্ মালী ও সুমালী॥
তিনভাই মিলি তপ করিল বিস্তর।
ব্রহ্মা বলে কিবা বর চাহ নিশাচর॥
মন্ত্রণা করিয়া বর মাগে তিনজন।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল জিনিব ত্রিভুবন॥
সংগ্রামেতে কোথাও না হই অপমান।
এই বর দিতে ব্রহ্মা করহ বিধান॥
ব্রহ্মা বলে ত্রিভুবনজয়ী হবে সবে।
সংগ্রামে বিষ্ণুব ঠাঁই পরাভব হবে॥
ব্রহ্মার বরেতে তাবা ত্রিভুবন জিনে।
দেবতাগন্ধর্ব্ব ধরি বেঁধে বেঁধে আনে॥
আছিল গন্ধর্ব্ববাজা শৈব সদাচারী।
তিনকন্যা ভূপতিব পরমাসুন্দরী॥
বিভা কৈল মালী ও সুমালী মাল্যবান্।
দুইনারীগর্ভে জন্মে এগার সন্তান॥
বীরবসু সুচিক সে যজ্ঞ ও কোপন।
তালভঙ্গ সিংহনাদ মাধবনন্দন॥
প্রহস্ত ও অকম্পন ধর্ম্মেতে বিকট।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট॥
সত্রাজিত নামে পুত্র প্রবল প্রখর।
দুজনার পুত্র হৈল বিষম দুষ্কর॥
অবশেষে কন্যা হৈল দুষ্কর কর্কশা।
রাবণের মাতা সেই নামটী নিকষা॥
সুমালী রাক্ষসনারী পরমাযুবতী।
চারিপুত্র হৈল তার ধর্ম্মশীল অতি॥
বীর ও অনল ভীম রাক্ষস সম্পাতি।
রহিয়াছে আসি বিভীষণের সংহতি॥
তিনভাই পরিবার বাড়িল বিস্তর।
সেই সব নিশাচর অবনীভিতর॥
সকল রাক্ষস মিলি করিল যুকতি।
বাড়িল রাক্ষস কোথা করিব বসতি॥



লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসরাজ্যস্থাপন

ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
হাতে গলে বান্ধিয়া যে বিশ্বকর্ম্মা আনে॥
নিশাচর বলে বিশ্বকর্ম্মা লহ পাণ।
রাক্ষসের পুরী তুমি করহ নির্ম্মাণ॥
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা হইল চিন্তিত।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মনে পড়ে আচম্বিত॥
গরুড়পবনে যুদ্ধ হৈল যেই কালে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সমুদ্রের জলে॥
ত্রিকূটগিরির সে প্রধান দুই চূড়া।
সত্তরিযোজন তার পরিমাণ গোড়া॥
সত্তরি যোজন উর্দ্ধে লেগেছে আকাশে।
সোণার প্রাচীরবেড়া ভিতর আবাসে॥
বাহির চৌয়ারি তার মনোহর অতি।
অতি ভয়ঙ্কর নাহি পবনের গতি॥
দেবদৈত্য যেতে নারে লঙ্কার ভিতর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল পুরী মনোহর॥
কত শত পুষ্কবন কত সরোবর।
কত শত বৃন্দ মহাপদ্ম কোটী ঘর॥
সোণার কপাটখিল শোভে চারিদ্বারে।
ভয়ঙ্কর পুরী হেন নাহিক সংসারে॥
চারিদিকে অপার সমুদ্র আছে ঘিরে।
ভুবনের শক্তিতে তা লঙ্ঘিতে না পারে॥
যাইতে দেবতাযক্ষ না করে সাহস।
নেতের পতাকা উড়ে সোণার কলস॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে এমন নাহি স্থান।
একমাসে বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ॥
পুরী দেখে রাক্ষসের হর্ষ হৈল অতি।
লঙ্কাতে রাক্ষসগণ করিল বসতি॥
আগেতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী।
তার পরে ভূপতি কুবের মহাবলী॥

তাহার পশ্চাতে রাজ্য করিল রাবণ।
অবশেষে ভূপতি হইল বিভীষণ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করিলা প্রকাশ॥



গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত

শ্রীরাম বলেন মুনি কহ বিবরণ।
ভাঙ্গিল সুমেরুশৃঙ্গ কিসের কারণ॥
কি লাগিয়া বিসম্বাদ গরুড়পবনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনি তব স্থানে॥
মুনি বলে শুন রাম অপূর্ব্বকথন।
গরুড়পবনে যুদ্ধ হৈল কি কারণ॥
সন্তাপন নামে বিপ্র ছিল পূর্ব্বকালে।
তিনকোটি ধন রাখি স্বর্গবাসে চলে॥
সন্তাপনের দুইপুত্র পরমসুন্দর।
সুপ্রতাপ বিভাস এ দুই সহোদর॥
জ্যেষ্ঠপুত্রস্থানে ধন থুয়ে গেল বাপে।
কনিষ্ঠ করেন দ্বন্দ্ব ধনের সন্তাপে॥
ধনশোকে কনিষ্ঠ যে হইল দুঃখিত।
জ্যেষ্ঠেরে কহেন ভাগ দেহ সমুচিত॥
জ্যেষ্ঠ বলে পিতা ভাগ না করিল ধন।
মম স্থানে ভাগ তুমি চাহ কি কারণ॥
ধন না পাইয়া কহে বশিষ্ঠের ঠাঁই।
পিতৃধন-অংশ নাহি দেয় জ্যেষ্ঠভাই॥
কত অংশ পাই আমি বলহ এখন।
সেই দাওয়া করিয়া লব পিতৃধন॥
বশিষ্ঠ বলেন আছে বেদের বিহিত।
পঞ্চাংশের দুই অংশ তোমার উচিত॥
কনিষ্ঠ কহিল গিয়া জেষ্ঠবিদ্যমান।
পিতৃধন দুই অংশ দেহ ত এখন॥
আমি গিয়াছিনু, ভাই, বশিষ্ঠের স্থানে।
বশিষ্ঠ বলিলা ভাগ নাহি দেয় কেনে॥
জ্যেষ্ঠ বলে কনিষ্ঠ করিলে হেন কেনে।
জাতিনাশ করিলে যে কহি অন্য স্থানে॥
হীনজনজ্ঞান বুঝি কৈলা মুনিবর।
ধনের লাগিয়া এত হইলে কাতর॥
বারে বারে নিষেধিনু না শুনিলে কাণে।
গজ হয়ে, পাপিষ্ঠ, প্রবেশ কর বনে॥
কনিষ্ঠ দিলেন শাপ জ্যেষ্ঠের উপরে।
কচ্ছপ হইয়া তুমি থাক সরোবরে॥
দুয়ের শাপেতে জন্তু হয় দুইজন।
কনিষ্ঠ গজের দেহ করিল ধারণ॥
যোজন দশেক দেহ কনিষ্ঠ ধরিল।
গজের গর্জ্জনে গিয়া বনে প্রবেশিল॥
কচ্ছপ সলিলে গেল গজ গেল বন।
শুণ্ডের ভিতরে গজ রাখে যত ধন॥
যতন করিয়া ধন যেই জন রাখে।
খাইতে না পায় ধন যায় ত বিপাকে॥
ধন পেয়ে যে জন না করে বিতরণ।
যথাকার ধন তথা যায় অকারণ॥
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয়।
যত ব্যয় করে তত পরলোকে হয়॥
বশিষ্ঠের শাপে ধন নাহি পায় রক্ষা।
গজকচ্ছপের শুন ধনের পরীক্ষা॥
ধনের বৃত্তান্ত এই কহি তব স্থানে।
গজকচ্ছপের কথা শুন সাবধানে॥
জলেতে কচ্ছপ আছে যেই সরোবরে।
দৈবযোগে গেল গজ জল খাইবারে॥
প্রখর রৌদ্রেতে গজ তৃষ্ণায় বিকল।
সরোবর দেখি গজ খেতে গেল জল॥
গজ দেখি কচ্ছপের পড়ে গেল মনে।
পূর্ব্বলোভে কচ্ছপে সে শুণ্ডে ধরে টানে॥
গজ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে জলে।
গজ আর কচ্ছপ যে তুল্য হয় বলে॥
কেহ নাহি জিনে কারে উভয়ে সোসর।
দুইজনে টানাটানি একটি বছর॥
বিনতানন্দন গরুড় উড়ে অন্তরীক্ষে।
অন্তরীক্ষে থাকি সে যুদ্ধ এই দেখে॥
একবর্ষ যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
কেহ নাহি কারে জিনে একটি বছর॥
কাতর হইয়া গজ স্মরে নারায়ণ।
পাপদেহ, নারায়ণ, কর বিমোচন॥
গজেরে কাতর দেখি গরুড়ে দয়া হৈল।
বামপায়ের নখ দিয়া দোঁহারে তুলিল॥
গজকূর্ম্ম লয়ে পক্ষী উড়িল তখন।
মনে করে কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ॥
শ্যামবর্ণ বটবৃক্ষ শতযোজন ডাল।
অশীতিযোজন মূল নেমেছে পাতাল॥

চারিগোটা ডাল তার পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তরিযোজন যুড়ি আছে তার গোড়া॥
গজকূর্ম্ম লৈয়া বৈসে গাছের উপর।
সহিতে না পারে বৃক্ষ তিনজনভর॥
ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে।
ডাল ভাঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মরে॥
ডানপায়ের নখে গরুড় ধরে ডালে।
মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষতলে॥
ফেলিল সে ডাল লয়ে চণ্ডালের দেশে।
ডালের চাপানে মরে নারী ও পুরুষে॥
বহু পাপে হৈয়াছিল চণ্ডালজনম।
গরুড়ের হাতে পাপ হইল মোচন॥
গজকূর্ম্ম লয়ে গেল ব্রহ্মার সদন।
বল ব্রহ্মা কোথা লয়ে কবিব ভক্ষণ॥
ব্রহ্মা বলে কোথা সহিবেক এত ভর।
গজকূর্ম্ম লয়ে যাহ সুমেরুশিখর॥
তথা গজকচ্ছপেরে করহ ভক্ষণ।
ব্রহ্মার বচনে পক্ষী চলে ততক্ষণ॥
পর্ব্বত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ।
হেনকালে আইল তথা দেবতা পবন॥
পবন বলেন, পক্ষী, তুমি কেন হেথা।
মোর ঠাঁই পড়িলে ছিণ্ডিব তব মাথা॥
যাবৎ তোমার নাহি করি অপমান।
আপনা জানিয়া, বেটা, যাহ নিজ স্থান॥
গরুড় কহেন তুমি গালি কেন পাড়।
উপযুক্ত শাস্তি দিব অহঙ্কার ছাড়॥
গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে।
ফেলিব পর্ব্বত ঠেলে সমুদ্রের জলে॥
গরুড় বলেন, বায়ু, বড়াই না কর।
সুমেরু পর্ব্বত তুমি নাড়িতে কি পার॥
গরুড়বচনে পবন ক্রোধে বাড়ে।
পর্ব্বতসমেত চাহে উড়াইতে ঝড়ে॥
প্রলয় হইল যেন পর্ব্বত উপরে।
দুইপাখে গিরি ঢাকে বিনতাকুমারে॥
বাড়াইয়া কৈল পাখা সহস্র যোজন।
পাখা দেখি পবন ভাবেন মনে মন॥
গরুড়ের পাখা যেন বজ্রের সোসর।
সাতদিন শিলাবৃষ্টি পাখার উপর॥
মেঘের গর্জ্জন আর পড়িছে ঝঞ্জনা।
পর্ব্বতের তবু নাহি নড়ে এককোণা॥
প্রলয়কালেতে যেন সৃষ্টি হয় নাশ।
দেখি যত দেবগণ গণিলা তরাস॥
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করে যত দেবগণ।
আচম্বিতে এ প্রলয় হয় কি কারণ॥
দেবতার এত বাক্য শুনি প্রজাপতি।
দেবগণে লয়ে তবে যান শীঘ্রগতি॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন দেবতা পবন।
আচম্বিতে প্রলয় করহ কি কারণ॥
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি অতিশয় ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নষ্ট কর যুক্তি না আইসে॥
না শুনে ব্রহ্মার বাক্য কহিছে পবন।
প্রলয় যাহাতে হয় করিব সে রণ॥
পবনের ঠাঁই ব্রহ্মা শুনি সে উত্তর।
বিরস হইয়া তবে চলিল সত্বর॥
পবনে এড়িয়া যায় গরুড়গোচরে।
বিরিঞ্চি বলেন, পক্ষী, বলি হে তোমারে॥
আমি সৃষ্টি করিলাম তুমি কর রক্ষা।
এক দিক হৈতে তুমি তুলি লহ পাখা॥
ব্রহ্মার বচনেতে গরুড়ে হৈল হাস।
তোমার বচনে পাখা করিব প্রকাশ॥
ব্রহ্মা বলে যে যেমন আমি তাহা জানি।
শতযুগে পবন তোমারে নাহি জিনি॥
ব্রহ্মার বচনেতে গরুড়পক্ষী হাসে।
তবে গরুড় পাখা করিল প্রকাশে॥
গরুড় তুলিতে পাখা গিরিবর নড়ে।
ঝড়েতে সে পর্ব্বতের একশৃঙ্গ পড়ে॥
চিত্রকূট পর্ব্বত আছে সাগরভিতরে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে॥
লঙ্কানামে পুরী তাহে কৈল বিশ্বকর্ম্ম।
এইরূপে, শ্রীরাম, লঙ্কার হৈল জন্ম॥



মালীর মৃত্যু এবং সুমালী ও মাল্যবানের পাতালে প্রবেশ

মাল্যবান্ রাক্ষস লঙ্কায় রাজ্য করে।
ত্রিভুবন জিনিল সে পিতামহবরে॥
মনে করে আমি ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর।
সকল দেবতা মেরে ঘুচাইব ডর॥
তবে দেবগণ গেল শিবের গোচর।
কহিল বৃত্তান্ত সদাশিব বরাবর॥

সুকেশের সন্তান দুরন্ত নিশাচর।
বড়ই দৌরাত্ম্য করে স্বর্গের উপর॥
বিশ্বনাথ বলেন শুনহ দেবগণ।
মারিতে আমার সাধ্য নহে কদাচন॥
হইয়াছে দুর্জ্জয় ব্রহ্মার পেয়ে বর।
মরিবে আপন দোষে দুষ্ট নিশাচর॥
দেবদেবীবিপ্রহিংসা করে যেই জন।
আপনার দোষে মরে বেদের লিখন॥
এক উপদেশ বলি শুন দেবগণ।
রাক্ষস মারিতে পারে দেবনারায়ণ॥
রাক্ষসের কথা গিয়া কহ নারায়ণে।
অবশ্য বিহিত হবে শুন দেবগণে॥
মহেশের আজ্ঞা পেয়ে যতেক অমরে।
উপনীত হৈল গিয়া বৈকুণ্ঠনগরে॥
সম্ভ্রমে দেবতাগণ হয়ে প্রণিপাত।
রাক্ষসের কথা কহে করি যোড়হাত॥
সুকেশ রাক্ষস এক ছিল অবনীতে।
তিনপুত্র হৈল তার বুদ্ধি বিপরীতে॥
দেবদ্বিজ হিংসা করি ফিরে অনুক্ষণ।
স্বর্গপুরে থাকিতে না পারে দেবগণ॥
মারে শেল শূল জাঠা লোটে সব নারী।
ছিন্নভিন্ন করিয়াছে অমরনগরী॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা কারে নাহি মানে।
যক্ষরক্ষকিন্নরাদি নাহি আঁটে রণে॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি দেবগদাধর।
রাক্ষস মারিয়া রক্ষা করহ অমর॥
দেবতার ত্রাস দেখি নারায়ণে হাস।
সুখেতে অমরপুরে কর গিয়া বাস॥
তোমা সবে হিংসে যদি দুষ্ট নিশাচর।
সেইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যমঘর॥
আশ্বাস করিল যদি দেবনারায়ণ॥
নির্ভয়ে অমরপুরে গেলা দেবগণ॥
জানিয়া নারদমুনি এ সব সংবাদে।
চলিলেন লঙ্কাপুরে পরম-আহ্লাদে॥
বসিয়াছে তিনভাই রত্নসিংহাসনে।
মুনি দেখি সমাদর কৈল তিনজনে॥
প্রণাম করিয়া দিল রত্নসিংহাসন।
জিজ্ঞাসিল কহ মুনি শুনি বিবরণ॥
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ।
বলহ হেথায় তব কোন্ প্রয়োজন॥

মুনি বলে তোমাদের হিত চিন্তা করি।
অমঙ্গল শুনিয়া আইনু লঙ্কাপুরী॥
একঠাঁই মিলিয়াছে যত দেবগণ।
যুক্তি করি গিয়াছিল বিষ্ণুর সদন॥
কহিয়াছে তোমাদের কথা নারায়ণে।
শ্রীহরি করিবে যুদ্ধ তোমাদের সনে॥
হয়েছে মন্ত্রণা এই বৈকুণ্ঠভুবনে।
শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হৈল মনে॥
আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর।
বিশেষ অধিক স্নেহ তোদের উপর॥
এ কারণে আইলাম দিতে সমাচার।
মঙ্গলের পথ চিন্তা কর আপনার॥
এত বলি মুনিবর হইলা বিদায়।
নিশাচরগণ ভাবে হবে কি উপায়॥
একত্রে বসিয়া যুক্তি করে তিনজন।
হেনকালে ব্রহ্মা এল রাক্ষসসদন॥
তাহার পুরেতে এই শুনি সমাচার।
মনেতে অধিক দুঃখ উপজে ব্রহ্মার॥
যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আশ্রিত॥
রাক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত।
শুনি অমঙ্গলবাক্য বুঝাইতে হিত॥
ক্রোধভরে লঙ্কাপুরে হৈলা উপনীত।
ব্রহ্মা দেখি সম্ভ্রমে উঠিল তিনজন।
প্রণাম করিয়া করে চরণবন্দন॥
ভক্তিভাবে বসাইল রত্নসিংহাসনে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল চরণে॥
যোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল তিনজন।
আজ্ঞা কর কিবা হেতু লঙ্কা-আগমন॥
এত দিনে পবিত্র হইল লঙ্কাপুরী।
যা মনে বাসনা কর সেই কর্ম্ম করি॥
ব্রহ্মা বলে সর্ব্বদা বাসনা করি মনে॥
লঙ্কাতে করহ রাজ্য পরমকল্যাণে॥
থাকিলে আমার বাঞ্ছা হইবে কি কর্ম্ম।
ছাড়িতে নারিবি তোরা স্বজাতীয় ধর্ম্ম॥
দেবদ্বিজহিংসা কর পাপকর্ম্মে মতি।
দুরাচারস্বভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি॥
তিনলোক উপরেতে অমরের পুরী।
দেবতাগণের বাস তাহার উপরি॥
হোমযজ্ঞভাগ দিয়া যে অর্চ্চনা করে।
লইতে যজ্ঞের ভাগ যান তার ঘরে॥

কারো মন্দকারী নহে দেবগণ যত।
ভক্তিভাবে যেই ডাকে তার অনুগত ॥
মুনিগণ ঋষিগণ থাকে তপস্যাতে।
দেখ মন্দকারী কেহ নহে কোনমতে ॥
দেবদ্বিজ দুই তুল্য ধর্ম্মপথে মন।
তার হিংসা যে করে সে দুর্ম্মতি দুর্জ্জন ॥
অতি অল্প আয়ু তোরা ধর্ম্মেতে বিহীন।
দেবহিংসা করিয়া বাঁচিবি কত দিন ॥
হইয়াছে একযুক্তি যত দেবগণ।
দেবতার সহায় হয়েছে নারায়ণ ॥
বিষ্ণুসনে যুঝিবেক কাহার শকতি।
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥
এত বলি কোপমনে ব্রহ্মার গমন।
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে তিনজন ॥
মাল্যবান্ বলে ভাই শঙ্কা ত্যজ মনে।
তিনজনে যুদ্ধ করি মার নারায়ণে ॥
মাল্যবানকথা শুনি কহিছে সুমালী।
শুনিয়াছি নারায়ণ বলে মহাবলী।
হিরণ্যকশিপু আদি করেছে সংহার ॥
হেন বিষ্ণু মারে বল শক্তি আছে কার ॥
মালী বলে সংগ্রামেতে বিনাশিব তারে।
আর যেন দেবগণ যুদ্ধ নাহি করে ॥
বিষ্ণু বড় কুচক্রী কুযুক্তি যত তার।
সে মরিলে দেবগণের টুটে অহঙ্কার ॥
তিনভাই মিলে আগে মারি নারায়ণ।
পশ্চাতে মারিব আছে যত দেবগণ ॥
মুনিঋষি মারিব মারিব সিদ্ধযতি।
ঘুচাইব দেবতার স্বর্গের বসতি।
এত বলি তিনজনে যুক্তি কৈল সার।
ঘোড়াহাতী রথরথী সাজিল অপার ॥
তুলিল কটক ঠাট রথের উপরে।
বৈকুণ্ঠে চলিল তারা বিষ্ণু জিনিবারে ॥
সিংহনাদে ঘোর শব্দ করে ঘনেঘন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া দিল দরশন ॥
গরুড়বাহনেতে আইলা নারায়ণ।
নারায়ণ-সম্মুখেতে বাজে মহারণ ॥
মহাকোপে নানা অস্ত্র মারে নিশাচর।
বাণবৃষ্টি করিতেছে বিষ্ণুর উপর ॥
ছাইল গগনপথ দিগদিগন্তর।
পড়িছে অসংখ্য বাণ পট্টিশ তোমর ॥
জাঠা জাঠি গেল শূল মুষল মুদ্গর।
লেখাজোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর ॥
নারায়ণ বীরদাপে ত্রিভুবন নড়ে।
রাক্ষসের সৈন্য সব মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে ॥
কুপিয়া সুমালী মালী রণে আগুসরে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে গরুড়ের শিরে ॥
ঝঞ্ঝনা চিকুর সম গদাবাড়ি পড়ে।
বিষ্ণু লয়ে গরুড় পলায় উভরড়ে ॥
গরুড়ের ভঙ্গ দেখি মাল্যবান্ হাসে।
শ্রীহরি ফিরান তারে করিয়া আশ্বাসে ॥
বিষ্ণু বলেন, গরুড়, তিল থাক রণে।
পাঠাব রাক্ষসগণে যমের সদনে ॥
তোমার সংগ্রামে ত্রিভুবনে লাগে ভয়।
রাক্ষসের রণে পলাও উচিত না হয় ॥
উলটিয়া গরুড় আইল মহারণে।
চক্রবাণ বিষ্ণু এড়িলেন ততক্ষণে ॥
চক্রবাণে মালীর মস্তক কাটি পড়ে।
মাল্যবান্ সুমালী পলায় উভরড়ে ॥
পুনঃ ফিরে নিশাচর নাহি দেয় ভঙ্গ।
লোহার মুদ্গর হানে ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ॥
মাল্যবান্ বলে তুমি থাকহ শ্রীহরি।
আজি রণে তোমারে পাঠাব যমপুরী ॥
শ্রীহরি বলেন বেটা শোন্ মাল্যবান্।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেবতার স্থান ॥
অভয় লইয়া গেছে যতেক অমর।
তোরে মেরে ঘুচাইব দেবতার ডর ॥
অবনীতে থাকিলে বধিব সবাকারে।
প্রাণ লয়ে যাহ বেটা পাতালভিতরে ॥
মাল্যবান্ বলে, বিষ্ণু, কথা বড় টান।
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে হারাইবি প্রাণ ॥
মালসাট দিয়া তবে গেল মাল্যবান্।
যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান ॥
বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে।
অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে ॥
অগ্নিবাণে রাক্ষসের সর্ব্ব-অঙ্গ পোড়ে।
সহিতে না পারে বীর ধায় উভরড়ে ॥
শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষসে লাগে ডর।
পলায়ে রাক্ষস গেল পাতালভিতর ॥
হরির ভয়েতে সবে প্রবেশে পাতাল।
কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরাল ॥

প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালী ও সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী॥
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ।
তোমার প্রসাদে রাজা এবে বিভীষণ॥
রাবণে বধিলা তুমি শক্তি অতিশয়।
রাবণ হইয়াছিল রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস।
'কহ কহ' বলি রাম করিলা প্রকাশ॥



কুবেরের জন্ম, তপস্যা ও লঙ্কায় রাজত্ব

শ্রীরাম বলেন, মুনি, করি নিবেদন।
ব্রহ্ম-অংশে রাক্ষস জন্মিল কি কারণ॥
তেমনি সন্তান হয় যেমন ঔরস।
ব্রাহ্মণের বীর্য্যে কেন জন্মিল রাক্ষস॥
বিশ্রবার পুত্র যে কুবেরদশানন।
দুইভাই দুইজাতি হৈল কি কারণ॥
কুবের হইল যক্ষ রাক্ষস রাবণ।
একপিতা দুইজাতি হৈল দুইজন॥
বিশ্রবার দুইপুত্র সর্ব্বলোকে জানি।
রাবণ রাক্ষস কেন কহ মহামুনি॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান।
রাবণের জন্মকথা কহি তব স্থান॥
মহামুনি পুলস্ত্য যে ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মার সমান মহাতপে তপোধন॥
সুমেরু পর্ব্বতে থাকে যোগাসন করি।
ক্রীড়া করিবারে এল অনেক সুন্দরী॥
দেবতাগন্ধর্ব্বকন্যা আইল বিস্তর।
সখীসখা মিলি কেলি করে নিরন্তর॥
তৃণবিন্দু মুনিকন্যা রূপেতে অপ্সরা।
ত্রৈলোক্যমোহিনী ধনী নাম স্বয়ম্বরা॥
মুনি থাকে তপস্যাতে মুদি দুই আঁখি।
সেইখানে নিত্য আসে কন্যা শশিমুখী॥
নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ।
প্রতিদিন মুনির তপস্যা করে ভঙ্গ॥
কোপেতে পুলস্ত্যমুনি শাপ দিল তারে।
বিনা পুরুষেতে গর্ভ হইবে উদরে॥
তবু নাহি শুনে কন্যা নাচে গায় সুখে।
কোপেতে পুলস্ত্য পুনঃ শাপিলেন তাকে॥
না শুন আমার কথা কোন্ অহঙ্কারে।
মুনিশাপে কন্যার সে স্তনে দুগ্ধ ঝরে॥
ভয় পেয়ে কন্যা গেল বাপের আলয়।
কন্যার দুর্গতি দেখি পিতা স্তব্ধ হয়॥
তৃণবিন্দু শুনিয়া সকল বিবরণ।
পুলস্ত্যনিকটে গেল মলিনবদন॥
প্রণাম করিল গিয়া পুলস্ত্যের পায়।
জিজ্ঞাসা করিল মুনি বসতি কোথায়॥
তৃণবিন্দু বলে থাকি এই গিরিপুরে।
দিয়াছ দারুণ শাপ আমার কন্যারে॥
অনূঢ়া কন্যার গর্ভ শুনি লাগে ত্রাস।
স্তনযুগে দুগ্ধ ঝরে এ কি সর্ব্বনাশ॥
মুনি বলে তব কন্যা বড়ই চঞ্চলা।
ভাঙ্গিল তপস্যা মোর করি অবহেলা॥
করিল কুকর্ম্ম যে যৌবন-অহঙ্কারে।
দিয়াছি তাহার মত প্রতিফল তারে॥
তৃণবিন্দু বলে দোষ ক্ষম মহাশয়।
তুমি না করিলে দয়া সর্ব্বনাশ হয়॥
মুনি বলিলেন আর কি আছে উপায়।
বলেছি যে কথা তাহা খণ্ডন না যায়॥
তৃণবিন্দু বলে, মুনি, কর অবধান।
পরমতপস্বী তুমি ব্রহ্মার সমান॥
তোমার অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে।
ইহাতে সকলি তুমি পার করিবারে॥
বালিকা আমার কন্যা বিবাহ না হয়।
হেন কন্যা গর্ভবতী শুনি লাগে ভয়॥
শাপেতে হইল গর্ভ কেহ না বুঝিবে।
বলহ কেমনে, মুনি, জাতিরক্ষা হবে॥
মুনি বলে, তৃণবিন্দু, কি আছে যুকতি।
কিরূপে হইবে তব কন্যার নিষ্কৃতি॥
তৃণবিন্দু বলে যদি হইলে সদয়।
সেই কন্যা বিভা তুমি কর মহাশয়॥
মুনির হইল মন বিভা করিবারে।
তৃণবিন্দু কন্যাদান করিল মুনিরে॥
করিল মুনির সেবা কন্যা গুণবতী।
মুনি তারে দিল বর হয়ে হৃষ্টমতি॥
মম শাপে গর্ভ হয়ে পেলে অপমান।
মম বরে প্রসবিবে উত্তম সন্তান॥
সেই গর্ভে জন্মেন বিশ্রবামহামুনি।
ভরদ্বাজকন্যা বিভা করিলেন তিনি॥

ভরদ্বাজমুনিকন্যা নাম তার লতা।
তার গর্ভে জন্মিলা কুবের মহারথা॥
বিশ্রবার ঔরসেতে কুবেরের জন্ম।
কুবের করিল তপ আরাধিয়া ধর্ম্ম॥
কুবের করিল তপ সহস্র বৎসর।
তার তপ দেখিয়া ব্রহ্মার লাগে ডর॥
ব্রহ্মার বরেতে কুবের হইল অমর।
অমর হইল আর হৈল ধনেশ্বর॥
পবন বরুণ যম অগ্নি পুরন্দর।
সবে মিলে কুবেরের দিলা বহু বর॥
পাইল পুষ্পকরথ কি কব বাখান।
আপনার হাতে ব্রহ্মা করিলা নির্ম্মাণ॥
রথসজ্জা করি দিল রথের সারথি।
রাজহংস বহে রথ পবনের গতি॥
দশযোজন রথখান অতি সুচিকণ।
পৃথিবী ভ্রমিতে পারে যদি করে মন॥
বর পেয়ে কুবেরের হর্ষ হৈল মনে।
প্রণাম করিল গিয়া বাপের চরণে॥
অতুল ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মা দিল বরদান।
সবেমাত্র নাহি দিলা থাকিবার স্থান॥
পিতার নিকটে যক্ষ করিল মিনতি।
আজ্ঞা কর কোথা, পিতা, করিব বসতি॥
বিশ্রবা বলেন তুমি ধন-অধিকারী।
তোমার বসতিযোগ্য স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥
রাক্ষসের রাজ্য সেই পুরী মনোহর।
রাক্ষস পলায়ে গেছে পাতালভিতর॥
কুবের বলেন, পিতা, করি নিবেদন।
রাক্ষস পলায়ে গেছে কিসের কারণ॥
বিশ্রবা বলেন দুষ্ট নিশাচরগণ।
দুষ্ট দেখি হইলেন রিপু নারায়ণ॥
বিষ্ণুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
বিষ্ণুচক্রে মরিল অনেক নিশাচর॥
কোপেতে করিল আজ্ঞা দেব শ্রীনিবাস।
পৃথিবীতে থাকিলে করিব সর্ব্বনাশ॥
বিষ্ণুভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর।
লুকায়ে রয়েছে গিয়া পাতালভিতর॥
সে অবধি শূন্য পড়ে আছে লঙ্কাপুরী।
তথা গিয়া থাক, পুত্র, ধন-অধিকারী॥
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে সে কুবের হৃষ্টমতি।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করেন বসতি॥

রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি

আকাশে কুবের চলে পুষ্পকে চড়িয়া।
রাক্ষসেরা দেখে তাহা পাতালে থাকিয়া॥
দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কা লইল কুবেরে॥
বসিয়া মন্ত্রণা করে লয়ে মন্ত্রিগণে।
কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইব কেমনে॥
বিশ্রবা সে অধিকারী হয়েছে লঙ্কার।
পিতৃধন কুবের করেছে অধিকার॥
পুনঃ যদি বিশ্রবার পুত্র এক হয়।
পিতৃধন বলি সে লঙ্কার অংশ লয়॥
যদ্যপি দৌহিত্র হয় বিশ্রবানন্দন।
দুই দিকে অধিকারী হবে হেন জন॥
এতেক মন্ত্রণা করি ভাবিল মনেতে।
বিশ্রবারে দান দিব আপন দুহিতে॥
খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পারে।
কোপে ডাকে মাল্যবান্ আপন কন্যারে॥
নিকষা তাহার নাম নবীনযৌবনী।
অকলঙ্ক শশিমুখী মরালগামিনী॥
মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি রামরম্ভা ঊরু।
হরিণাক্ষী কামধনু জিনি যুগ্ম ভুরু॥
জিনি রম্ভাতিলোত্তমা নিরুপমা নারী।
তিলফুল জিনি নাসা নিকষা সুন্দরী॥
যৌবনতরঙ্গে বক্ষে ভঙ্গিমা সুঠাম।
পিতার চরণে আসি করিল প্রণাম॥
মাল্যবান্ বলে এস প্রাণের কুমারী।
সাবিত্রীসমান হও আশীর্ব্বাদ করি॥
শুন বলি, কন্যা, তুমি রূপেতে রূপসী।
তাহাতে মায়াবী বড় জাতিতে রাক্ষসী॥
উপরোধ করি এই তোমার গোচর।
বিশ্রবার পাশে গিয়া মাগ পুত্রবর॥
পিতার বচনে অতি হইয়া লজ্জিতা।
'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলে হইয়া ত্বরিতা॥
একে ত রূপসী বালা ভুবনমোহিনী।
করিয়া বিচিত্রসাজ চলে সুবদনী॥
মহামুনি বিশ্রবা সে রত তপস্যায়।
নিকষা বিচিত্রবেশে সম্মুখে দাঁড়ায়॥
বিশ্রবা জিজ্ঞাসে তারে কে তুমি রূপসি।
নিকষা কহিল আমি পুত্র-অভিলাষী॥

পত্নী হয়ে আলয়েতে থাকিব তোমার।
মুনি বলে থাক প্রিয়ে গৃহেতে আমার॥
সর্ব্বমতে আদরিণী হবে মম বরে।
এককন্যা তিনপুত্র ধরিবে উদরে॥
জ্যেষ্ঠপুত্র হবে অতি বিকৃত-আকার।
বাহুবলে শাসিবেক এ তিন সংসার॥
হইবে মধ্যম পুত্র সে অতি দুর্জ্জন।
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ॥
করিবেক অনাচার দেবদ্বিজহিংসে।
আপনার দোষে তারা মরিবে সবংশে॥
কন্যা হবে দুরন্ত দুঃশীলা অতি লোভা।
সেই মজাইবে সৃষ্টি হইয়া বিধবা॥
কুলের উচিত পুত্র হইবে কনিষ্ঠ।
দেবদ্বিজগুরুভক্ত ধর্ম্মশীল শ্রেষ্ঠ॥
এতেক কহিল যদি মুনিমহাশয়।
নিকষার দুই চক্ষে বারিধারা বয়॥
যোড়হাতে কহে তবে মুনির গোচর।
আমারে কেমন আজ্ঞা কৈলে মুনিবর॥
ঋষি তুমি তব পুত্র জন্মিবে যে জন।
ধর্ম্মশীল না হইবে এ আর কেমন॥
মুনি বলে বিষাদিত না হও সুন্দরি।
দৈবের ঘটনা আমি খণ্ডাইতে নারি॥
অগ্নির পতনকালে চাহিয়াছ বর।
অগ্নিহেন দুই পুত্র হইবে দুষ্কর॥
এত বলি বিশ্রবা তপস্যাতে যান।
নিকষা প্রসব কৈল চারিটি সন্তান॥
প্রথম সন্তান হয় অপূর্ব্বগঠন।
দশমুণ্ড কুড়িবাহু বিংশতিলোচন॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ ভুবন কাঁপে ডরে।
কুম্ভকর্ণে প্রসব করিল তার পরে॥
বিকৃত-আকার দেহ বিষম-লক্ষণ।
তারে দেখে অন্তরে কাঁপিল দেবগণ॥
সূতিকাগৃহেতে এসেছিল যত নারী।
মুখে পূরে একবারে সাপটিয়া ধরি॥
কন্যারত্ন ভূমিষ্ঠ হইল তার পরে।
মুখের গড়ন দেখি সবে কাঁপে ডরে॥
লিহ লিহ করে জিহ্বা বিপরীত মাথা।
নাকের নিশ্বাস তার কামারের জাতা॥
অঙ্গুলিতে নখ যেন কুলার আকার।
সূর্পণখা নাম তার বিখ্যাত সংসার॥

কন্যা দেখি নিকষার পুলকিত মন।
অবশেষে ভূমিষ্ঠ ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
তিনপুত্র এককন্যা হইল প্রসব।
শুভসমাচার পাইল রাক্ষসেরা সব॥
অনেক রাক্ষস সঙ্গে এল মাল্যবান্।
বহু ধনরত্ন দিয়া করিল কল্যাণ॥
ক্ষণমাত্র দেখিয়া সুস্থির কৈল মন।
বিষ্ণুর ভয়েতে করে পাতালে গমন॥
বিশ্রবার আশ্রমেতে নিকষা রহিল।
মনুষ্য-আচারে তথা কতদিন গেল॥
দশানন বসি আছে নিকষার কোলে।
পিতা সম্ভাষিতে কুবের এল হেনকালে॥
কুবের প্রণাম করে পিতার চরণে।
সঙ্কেতে নিকষা তাবে দেখায় রাবণে॥
আসিয়াছে কুবের দেখহ বিদ্যমান।
বৈমাত্রেয় ভাই তোর যক্ষের প্রধান॥
বিধাতা দিয়াছে করি ধন-অধিকারী।
সেই অহঙ্কারে ভোগ করে লঙ্কাপুরী॥
তোর মাতামহ নির্ম্মাইল এই লঙ্কা।
পেয়ে রাক্ষসের রাজ্য নাহি করে শঙ্কা॥
উহারে জিনিয়া লঙ্কা পার যদি নিতে।
তবে ত তাহার ব্যথা ঘুচিবে মনেতে॥
দশানন বলে, মাতা, না ভাব বিষাদে।
কেড়ে লব লঙ্কাপুরী তোমার প্রসাদে॥
কঠোর তপস্যা যদি করিবারে পারি।
কুবেরে জিনিয়া তবে লব লঙ্কাপুরী॥
শুনিয়া মায়ের খেদ হইয়া কাতর।
তপস্যা করিতে যায় হিমাদ্রিশিখর॥
কুম্ভকর্ণ দশানন আর বিভীষণ।
গোকর্ণবনেতে তপ করে তিনজন॥
কুম্ভকর্ণ করে তপ বড়ই দুষ্কর।
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমাথে থাকে নিরন্তর॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালে চারিপাশে।
সে অগ্নির শিখা গিয়া লাগয়ে আকাশে॥
শীতকালে জলে থাকে দিবসরজনী।
নাহিক আহারনিদ্রা শ্বাসগত প্রাণী॥
কত দিনে ফলমূল করিল আহার।
রাক্ষসের তপ দেখি দেবে চমৎকার॥
কঠোর তপস্যা তারা করে তিনজন।
বৃক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ॥

অনাহারে নিরন্তর বায়ু আহারেতে।
তিনভাই তপস্যা করিল হেনমতে॥
নাহিক শিশির উষ্ণ নাহিক বরিষে।
করয়ে কঠোর তপ রাজ্য-অভিলাষে॥
মাথায় পিঙ্গলজটা বাকলপরিধান।
আচরিল তপস্যার যেমত বিধান॥
কামক্রোধলোভ আদি ছাড়ি ছয় রিপু।
অস্থিচর্ম্মসার হৈল জীর্ণ হৈল বপু॥
তপস্যা করিল পাঁচহাজার বছর।
রাক্ষসের তপস্যাতে ত্রিভুবনে ডর॥
যতেক দেবতাগণ চিন্তিত অন্তরে।
কাহার সম্পদ লবে দুষ্ট নিশাচরে॥
ইন্দ্র বলে আমার ইন্দ্রত্ব পাছে লয়।
চন্দ্রসূর্য্য ভাবে সদা কি জানি কি হয়॥
যম বলে লইবেক মম অধিকার।
পাতালে বাসুকি ভাবে কি হবে আমার॥
না জানি কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর॥
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহে সমাচার।
রাক্ষস তপস্যা করে অতি ভয়ঙ্কর॥
কি জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া।
নিশাচরে সান্ত্বনা করহ তুমি গিয়া॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা গেলেন সত্বর।
ব্রহ্মা বলিলেন বর মাগো নিশাচর॥
রাবণ বলে বর যদি দিবে মহাশয়।
আমারে অমরবর দিতে আজ্ঞা হয়॥
ব্রহ্মা বলিলেন তুমি চাহ অন্য বর।
আমি না পারিব তোমা করিতে অমর॥
দুষ্ট নিশাচরজাতি নহ যে ধর্ম্মিষ্ঠ।
তোমরা অমর হৈলে মজাইবে সৃষ্ট॥
রাবণ বলিল যদি না কর অমর।
তোমার স্থানেতে নাহি চাই অন্য বর॥
যথা ইচ্ছা তথা ব্রহ্মা করহ গমন।
এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ॥
রাক্ষসের তপ দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।
বিষম উৎকট তপ করে তিনজন॥
কুম্ভকর্ণ করে তপ দেখিতে দুষ্কর।
হেঁটমাথা করি রহে দুই পা উপর॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালে চারিপাশে।
উপরেতে খরতর ভাস্কর প্রকাশে॥
বরিষাতে চারিমাস থাকে পদ্মাসনে।
শিলাবরিষণধারা বহে রাত্রিদিনে॥
শীতকালে হিমজলে থাকে নিরন্তর।
এইরূপে করে তপ অযুত বছর॥
অযুত বছর তপ তপনের স্থানে।
উর্দ্ধকরে দুই বাহু ঠেকেছে গগনে॥
অযুত বছর তপ করে বিভীষণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবরিষণ॥
অযুত বছর তপ করিল রাবণ।
অনেক কঠোর তপ করে দশানন॥
একমাথা কাটে এক হাজার বছরে।
ব্রহ্মারে আহুতি দেয় আগুন উপরে॥
নয়মাথা কাটে নয় হাজার বছরে।
শেষ মুণ্ড কাটিবাবে ভাবিল অন্তরে॥
খড়্গ ধরি শেষ মুণ্ড করিতে ছেদন।
ব্রহ্মা আসি উপনীত রাবণ-সদন॥
ব্রহ্মা বলিলেন তপ না করিহ আর।
যত চাহ তত দিব ধন-অধিকার॥
দশানন বলে যদি মোরে দিবে বর।
তব বরে সংসারেতে হইব অমর॥
ব্রহ্মা বলেন ঐ বর বড়ই দুষ্কর।
ছাড়িয়া অমরবর চাহ অন্য বর॥
রাবণ বলিল যদি না কর অমর।
সদয় হইয়া দেহ চাহি যেই বর॥
যক্ষ রক্ষ দেবতা কি গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
চরাচর খেচর পিশাচ বিষধর॥
কারো হাতে না মরিব এই বর দেহ।
সকলে জিনিব আমি না পারিবে কেহ॥
ব্রহ্মা বলেন চাহিলে যে বর নিজ মুখে।
তুষ্ট হয়ে সেই বর দিলাম তোমাকে॥
যত যত জাতি বীর আছয়ে সংসারে।
নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবে সবারে॥
বাকী আছে দুই জাতি নর ও বানর।
দশানন বলে মোর তাহে নাহি ডর॥
বাকী যে বানরনর ধরি ভক্ষ্যমধ্যে।
নর আর বানর কি জিনিবেক যুদ্ধে॥
রাবণ বলিল পুনঃ করি যোড়কর।
কাটামুণ্ড যোড়া যাবে দেহ এই বর॥
ব্রহ্মা বলেন দিই বর শুন হে রাবণ।
মুণ্ডকাটা গেলে তব না হবে মরণ॥

কাটামুণ্ড যোড়া তব লাগিবেক স্কন্ধে।
রাবণ প্রণাম কৈল মনের আনন্দে ॥
তবে ব্রহ্মা উপনীত বিভীষণ-স্থানে।
বর মাগ, বিভীষণ, যাহা লয় মনে ॥
বিভীষণ প্রণমিল যুড়ি দুই কর।
ধর্ম্মেতে হউক মতি মাগি এই বর ॥
ব্রহ্মা বলিলেন তুষ্ট হইলাম মনে।
অক্ষয় অমর হও আমার বচনে ॥
বিনা শ্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে হইবে নিপুণ।
ত্রিভুবনে সকলে ঘুষিবে তব গুণ ॥
তার পর কুম্ভকর্ণে গেলা বর দিতে।
দেখিয়া ত দেবগণ লাগিল কাঁপিতে ॥
দেবগণ বলে ভাগ্যে না জানি কি হয়।
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখে লাগে ভয় ॥
বিধির নিকটে বর পেলে কুম্ভকর্ণ।
ধরিয়া দেবতাগণে করিবেক চূর্ণ ॥
এত ভাবি দেবগণ করিয়া যুকতি।
ডাক দিয়া আনাইল দেবী সরস্বতী ॥
দেবীরে কহিল তবে যত দেবগণে।
এই নিবেদন, মাতা, তোমার চরণে ॥
গিয়াছেন কুম্ভকর্ণে বিধি দিতে বর।
বৈস গিয়া রাক্ষসের কণ্ঠের উপর ॥
বর দিতে প্রজাপতি চাহিবে যখন।
তুমি বলো নিদ্রা আমি য়াব অনুক্ষণ ॥
পাঠালেন যুক্তি করে যতেক অমর।
দেবী বসিলেন তার কণ্ঠের উপর ॥
বিধি বলেন কিবা বর মাগ নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ বলে নিদ্রা যাব নিরন্তর ॥
বিরিঞ্চি বলেন বর চাহিলে যেমন।
দিবানিশি নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন ॥
সরস্বতী চলিলেন আপন ভবন।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ হয়ে অচেতন ॥
বর শুনি দশানন আইল শীঘ্রগতি।
ব্রহ্মার চরণে ধরি করয়ে মিনতি ॥
দশানন বলে সৃষ্টি আপনি সৃজিলে।
ফলসহ বৃক্ষ কেন কাট ডালেমূলে ॥
কুম্ভকর্ণ তোমার সম্বন্ধে হয় নাতি।
এমন দারুণ শাপ না হয় যুকতি ॥
নিদ্রা যাবে তব বাক্যে না হইবে আন।
নিদ্রাজাগরণ, প্রভু, করহ বিধান ॥
কাতর হইয়া ধরে ব্রহ্মার চরণে।
কুম্ভকর্ণবর শুনি হাসে দেবগণে ॥
সদয় হইয়া ব্রহ্মা বলিলা বচন।
ছয়মাস নিদ্রা একদিন জাগরণ ॥
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ।
একেশ্বর সমরে জিনিবে ত্রিভুবন ॥
যুদ্ধে কেহ না আঁটিবে কুম্ভকর্ণবীরে।
কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গিলে যাইবে যমঘরে ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেল নিজ স্থানে।
দুই ভাই কুম্ভকর্ণে স্কন্ধে করে আনে ॥
বিশ্রবার ঘরেতে আইল তিনজন।
রাবণ পাইল বর কাঁপে ত্রিভুবন ॥



রাবণকর্ত্তৃক লঙ্কারাজ্য-অধিকার

সুমালী শুনিয়া তাহা অতি হরষিত।
পাতাল হইতে তারা উঠিল ত্বরিত ॥
সুমালী রাক্ষস উঠে লয়ে পরিজন।
সহোদর মারীচ প্রহস্ত অকম্পন ॥
নিজ পরিবার লয়ে উঠে মাল্যবান্।
বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধূম্র খরশান ॥
ছিল মাল্যবানের তনয় চারিজন।
ধার্ম্মিক সে চারিজনে নিল বিভীষণ ॥
মাল্যবান্ কোল দিয়ে কহে দশাননে।
পুনঃ উঠিলাম সবে তোমার কল্যাণে ॥
যে কালে তোমার বাপে কন্যা দিনু দান।
সেই দিন ভাবি দুঃখে পাব পরিত্রাণ ॥
বিষ্ণুভয়ে হয়েছিনু পাতালনিবাসী।
তোমার ভরসা পেয়ে পৃথিবীতে আসি ॥
রাক্ষসের রাজ্য সে কনকলঙ্কাপুরী।
হয়েছে সে লঙ্কায় কুবের অধিকারী ॥
কুবেরনিকটে দূত প্রের একজন।
লঙ্কাপুরী ছেড়ে যাক নহে দিক রণ ॥
অনাবাসে এরূপ রহিব কতকাল।
লঙ্কাপুরী কেড়ে লয়ে কর ঠাকুরাল ॥
রাবণ বলে, মাতামহ, কি কহ আপনি।
জ্যেষ্ঠভাই মহাগুরু পিতৃতুল্য জানি ॥
জ্যেষ্ঠসঙ্গে বিসম্বাদ কোন্ জন করে।
হেন বাক্য না বলিহ সভার ভিতরে ॥

রাবণ এতেক যদি কহে মাল্যবানে।
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে সভাবিগুমানে ॥
কুবেরের মান্য রাখ জ্ঞাতিগণ দুঃখী।
ত্রিভুবনে কে আছে ভ্রাতার সুখে সুখী ॥
দেখ দেব দানব গন্ধর্ব্ব দৈত্যগণ।
ভ্রাতাকে মারিয়া রাজ্য লয় কতজন ॥
তাহার প্রমাণ দেখ কহি তব স্থান।
মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধান ॥
বৈমাত্রেয় ভাই মারে দেব পুরন্দর।
ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দণ্ডধর ॥
গরুড়ের ভাই নাগ সর্ব্বলোকে জানে।
গরুড় পাইলে খায় হেন সর্পগণে ॥
সর্ব্বজন ভাই মেরে করে ঠাকুরাল।
ভায়ের গৌরব কে রেখেছে কতকাল ॥
গুরু বলি মান কিন্তু জ্ঞাতি মনোদুঃখ।
কুবের প্রভুত্ব করে তোমার কি সুখ ॥
পূর্ব্বে জননীকে তুমি দিয়াছ আশ্বাস।
জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের পাশ ॥
ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ।
ইহা শুনি উদ্যোগী হইল দশানন ॥
তখনি ডাকিয়া দূতে কহিছে রাবণ।
দূত তুমি যাহ শীঘ্র কহ বিবরণ ॥
রাবণের দূত গিয়া নোঙাইল মাথা।
যোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা ॥
রাক্ষসের রাজ্য এই কনকলঙ্কাপুরী।
এ স্থানে কেমনে রবে ধন-অধিকারী ॥
আপন গৌরব রাখ রাবণসম্মান।
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা যাহ অন্য স্থান ॥
দুরন্ত রাক্ষসজাতি বুদ্ধি বিপরীত।
লঙ্কা দিয়া রাবণেরে করহ পিরীত ॥
মাতামহরাজ্য তাই অধিকার করে।
কি সম্পর্কে আছ তুমি লঙ্কার ভিতরে ॥
রাবণগৌরব রাখ শুন ধনেশ্বর।
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা যাহ স্থানান্তর ॥
রাবণের দূত যদি এতেক কহিল।
কুবের পিতার কাছে সব জানাইল ॥
বিশ্রবা বলেন শুন ধন-অধিকারী।
দুরন্ত রাক্ষস আমি কি কহিতে পারি ॥
ব্রহ্মার বরেতে নাহি মানে বাপভাই।
থাক গিয়া স্থানান্তরে দ্বন্দ্বে কাজ নাই ॥
কৈলাস পর্ব্বতে যাহ যথা ভাগীরথী।
সেইখানে গিয়া তুমি করহ বসতি ॥
বিশ্রবার বচনে কুবের পুলকিত।
রাবণের দূত গেল কহিতে ত্বরিত ॥
কুবের পাঠায় দূত করিয়া মিনতি।
মম আশীর্ব্বাদ বল রাবণের প্রতি ॥
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা যাব স্থানান্তর।
কিন্তু নাই অংশাঅংশি ধনের উপর ॥
ত্রিশকোটি যক্ষে বহে কুবেরের ধন।
লঙ্কা ছেড়ে কৈলাসেতে করিল গমন ॥
লঙ্কা পেয়ে রাক্ষসের পরম পিরীতি।
লঙ্কাতে করেন রাজ্য রাক্ষস দুর্ম্মতি ॥
মন্ত্রণা করিয়া তবে যত নিশাচরে।
রাবণে করিল রাজা লঙ্কার ভিতরে ॥



রাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্ম

মৃগয়া করিতে গেল ভাই তিনজন।
ময়দানবের সনে হৈল দরশন ॥
কন্যারত্ন আছে তার সর্ব্বলোকে জানি।
ত্রিভুবন জিনি কন্যা রূপেতে মোহিনী ॥
কন্যা দেখি পিতামাতা বড়ই ভাবিত।
কারে কন্যা বিভা দিব না জানি বিহিত ॥
রাবণ বলে কন্যা লয়ে কেন আছ বনে।
দানব আপন কথা কহে রাজা শুনে ॥
রাবণে দানব বলে শুন মহাশয়।
কোন্ কুলে জন্ম তব দেহ পরিচয় ॥
দশানন বলে আমি বিশ্রবানন্দন।
রাক্ষসের রাজা আমি নাম দশানন ॥
ময় বলে আমি বিশ্রবারে ভাল জানি।
বিবাহ করহ কন্যা আমার আপনি ॥
কন্যাদান করে ময় পাইয়া কৌতুক।
শক্তি নামে শেলপাট দিলেক যৌতুক ॥
পবনের ভগ্নী শেল জগতে বিদিত।
সেই শেলে হইলেন লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত ॥
রাবণের ব্রহ্মশাপ দানব না জানে।
কন্যারে করিয়া দান হর্ষ হৈল মনে ॥
বিমোচনরাজকন্যা নামে বজ্রজ্বালা।
কুম্ভকর্ণ বিভা কৈল রূপে চন্দ্রকলা ॥

সাতযোজন দীর্ঘ-অঙ্গ কুম্ভকর্ণবীর।
তিনযোজন দীর্ঘাকার কন্যার শরীর॥
বরকন্যা উভয়ে হইল সুশোভন।
কি রাজযোটক ব্রহ্মা করিল সৃজন॥
সরমা নামেতে ছিল গন্ধর্ব্বকুমারী।
বিভীষণ বিভা কৈল পরমাসুন্দরী॥
মৃগয়াতে গিয়া বিভা কৈল তপোবনে।
বিবাহ করিয়া ঘরে আইল তিনজনে॥
মন্দোদরীগর্ভে জন্মে পুত্র মেঘনাদ।
তারে দেখি দেবগণে গণয়ে প্রমাদ॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে লঙ্কার ভিতরে।
দেবদানব ত্রিভুবন কাঁপে তার ডরে॥
কৌতুকে রাবণরাজা আছে লঙ্কাপুরে।
দেবদানবের কন্যা লয়ে কেলি করে॥
লঙ্কাপুরে কুম্ভকর্ণ নিদ্রা-অচেতন।
ত্রিংশৎ যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ॥
পরিখা যোজন দশ আড়ে পরিসর।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর।
ত্রিশকোটি রাক্ষসে সে গৃহদ্বার রাখে।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় আপনার সুখে॥
চারি চারি ক্রোশ যুড়ে ঘরের দুয়ার।
রতনপালঙ্কে শুয়ে বীর-অবতার॥
শূন্য হতে দৃষ্ট হয় অৰ্দ্ধ কলেবর।
কুম্ভকর্ণ দেখে কাঁপে যতেক অমর॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিবে যে দিনে।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালেতে সবে তাহা জানে॥
সেই দিন সকলেতে সাবধানে ফিরে।
দেবগণ কম্পমান অমরনগরে॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে।
দেখিয়া ত পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে॥
রাবণ বিধির বরে কারে নাহি মানে।
দেবদানবের কন্যা ধরে ধরে আনে॥
ইন্দ্রের নন্দনবন আনে উপাড়িয়া।
কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া॥
মুনিঋষিদেবতার হিংসা করে ফিরে।
যম নাহি নিদ্রা যায় রাবণের ডরে॥



কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের জয়লাভ

কুবের শুনিল রাবণের যত কর্ম্ম।
দূত পাঠাইয়া দিল জানাইতে ধর্ম্ম॥
দূত গিয়া রাবণেরে নোঙাইল মাথা।
যোড়হাত করি কহে কুবেরের কথা॥
দূত বলে, মহারাজ, তব হিত চাই।
তোমারে বুঝাতে পাঠাইল তব ভাই॥
বিশ্রবার পুত্র তুমি কুলে অবতার।
তোমারে করিতে হয় উত্তম আচার॥
দেবতার হিংসা কর দেবগণে দুঃখী।
ঋষিতপস্বীর হিংসা কোন্ শাস্ত্রে লিখি॥
দেবতাঋষির কোপে বিপরীত ঘটে।
সাধুজনে হিংসা করি পড়ে ত সঙ্কটে॥
দেবতার শাপে দুঃখ পায় নিরন্তর।
আমার ঠাকুর যক্ষরাজ ধনেশ্বর॥
করিলেন উগ্রতপ মলয়শিখরে।
সর্ব্বদা বিরাজে তথা পার্ব্বতীশঙ্করে॥
ছলরূপে ভ্রমেন চিনিতে কেহ নারে।
দুজনে ছিলেন সুখে মলয়শিখরে॥
হাস্যক্রীড়াকৌতুকে ছিলেন দুজনে।
কুবের চাহিয়াছিল বামচক্ষুকোণে॥
কুপিলেন ভবানী কুবেরদরশনে।
কুবেরের বামচক্ষু পুড়ে সেইক্ষণে॥
একচক্ষু পুড়ে গেল শুন লঙ্কেশ্বর।
একচক্ষে তপ করে হাজার বছর॥
তথাপি না ঘুচিল সে দেবীকোপানল।
কুবেরের আঁখি আছে হইয়া পিঙ্গল॥
দেবতার শাপ কভু না যায় খণ্ডন।
দেবতাগণের হিংসা কর কি কারণ॥
তব অমঙ্গল দেব চিন্তিবে সদাই।
তোমা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই॥
এত যদি কহে দূত রাবণগোচরে।
শুনিয়া রাবণরাজা কুপিল অন্তরে॥
আমাকে পাঠায় দূত আপনা না জানে।
তোরে কাটি আজি তার বধিব জীবনে॥
জ্যেষ্ঠভাই-বলে তারে এতদিন সহি।
নিকট মরণ তার শোন্ তোরে কহি॥
কোন্ অহঙ্কারে এত কহিল কুকথা।
হাতে খাণ্ডা করিয়া দূতের কাটে মাথা॥

দূতে কাটি সাজিল কুবেরে কাটিবারে।
দিগ্বিজয় করিতে সাজিল লঙ্কেশ্বরে ॥
ত্রিভুবন জিনিতে সাজিল দশানন।
রাবণের সাজনে কাঁপিল দেবগণ ॥
শত অক্ষৌহিণী সাজে মুখ্যসেনাপতি।
সাজিয়া রাবণসঙ্গে চলে শীঘ্রগতি ॥
শত অক্ষৌহিণী নিল জাঠি ও ঝকড়া।
তিনকোটি সাজিয়া চলিল তাজা ঘোড়া ॥
তিনকোটিবৃন্দ রথ করিল সাজন।
মাণিকের চাকা রথ সোণার গঠন ॥
রাহুত মাহুত হস্তী সাজিল অপার।
আছুক অন্যের কাজ দেবে চমৎকার ॥
সেনাপতিগণ নড়ে বড় বড় বীর।
যার বাণ-আঘাতে পর্ব্বত হয় চির ॥
অকম্পন প্রহস্ত সে শঠ ও নিশঠ।
শোণিতাক্ষ বিরূপাক্ষ রণেতে উৎকট ॥
ধূম্রাক্ষভাস্কর আদি তুপন পনস।
বড় বড় বীর সাজে অনেক রাক্ষস ॥
মারীচ রাক্ষস চলে নানামায়া ধরে।
যত যত বীর ছিল লঙ্কার ভিতরে ॥
মহাপাত্র রাক্ষস সে খর ও দূষণ।
বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র ঘোরদরশন ॥
শুক সারণ শার্দ্দূল চলে জাম্বুমালী।
বজ্রদন্ত বিদ্যুজ্জিহ্ব বলে মহাবলী ॥
মহাপাশ মহোদর দুই সহোদর।
মকরাক্ষ চলিল যে মহাধনুর্দ্ধর ॥
ত্রিভুবন জিনিতে রাবণরাজা সাজে।
ঢাকঢোল আদি করি নানাবাদ্য বাজে ॥
লঙ্কায় রহিল মেঘনাদবিভীষণ।
কুম্ভকর্ণ রহিল নিদ্রায় অচেতন ॥
খাণ্ডা খরশান টাঙ্গি অতি ভয়ঙ্কর।
নানা-অস্ত্রে সাজিয়া চলিলা লঙ্কেশ্বর ॥
নানা-আভরণ পরে দশানন সাজে।
নাহিক এমন রূপ ত্রিভুবনমাঝে ॥
সসৈন্যেতে রাবণ সাগর হৈল পার।
কৈলাসপর্ব্বতে উঠি করে 'মার মার' ॥
দূত গিয়া কহিল কুবের বরাবর।
যুঝিবারে আইল রাবণ নিশাচর ॥
ত্রিশকোটি যক্ষে কুবের পাঠাইল রোষে।
লাগিল বিষম যুদ্ধ যক্ষ ও রাক্ষসে ॥
রাক্ষস বরিষে বাণ যক্ষের উপর।
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর ॥
পলায় সকল যক্ষ রাক্ষসের ডরে।
রাবণের যুদ্ধ কেহ সহিতে না পারে ॥
যক্ষের উপরে করে বাণবরিষণ।
পলায় সকল যক্ষ নাহি সহে রণ ॥
যোগবৃদ্ধ নামে কুবেরের সেনাপতি।
যুঝিতে কুবের তারে দিলা অনুমতি ॥
বিষ্ণুচক্রসমান তাহার চক্রে ধার।
রাক্ষস উপরে করে বাণ-অবতার ॥
চক্রাঘাতে কাতর হইল মহোদর।
রুষিল রাবণরাজা লঙ্কার ঈশ্বর ॥
কোপেতে রাবণ করে বাণবরিষণ।
ভঙ্গ দিল যোগবৃদ্ধ নাহি সহে রণ ॥
পলাইয়া যায় সে আওয়াসের গড়ে।
দ্বারীর নিকটে রহে কপাটের আড়ে ॥
রথ হৈতে রাবণ পড়িল দিয়া লম্ফ।
সর্পেরে ধরিতে যেন গরুড়ের ঝম্প ॥
দ্বারপালরূপে সূর্য্য আছেন দুয়ারে।
রাখিল কপাট দিয়া রাবণের ডরে ॥
কুপিল রাবণরাজা বলে মহাবলী।
বাড়ীর ভিতরে যায় করে ঠেলাঠেলি ॥
পাথরের কপাট তুলিয়া একটানে।
কোপে দ্বারপাল রাবণের শিরে হানে ॥
রক্তে রাঙ্গা হয়ে পড়ে রাজা দশানন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ না হৈল মরণ ॥
সে পাথর তুলে রাবণ দ্বারপালে হানে।
পড়িল সে দ্বারপাল পাথরচাপানে ॥
দ্বারপাল অচেতন কুবের চিন্তিত।
সেনাপতি মণিভদ্রে ডাকিল ত্বরিত ॥
মণিভদ্র শুনহ প্রধানসেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি হও গিয়া কৃতী ॥
বাছিয়া কটক কর সত্বরে সাজন।
হাতে গলে বান্ধি আন লঙ্কার রাবণ ॥
দিলেক দানব যক্ষ বহু সেনাপতি।
চব্বিশকোটি সেনারে তাহার সংহতি ॥
লইয়া বিকট সৈন্য মণিভদ্র নড়ে।
গর্জ্জিয়া কটক চলে মহাশব্দ পড়ে ॥
মণিভদ্র এসে করে বাণবরিষণ।
চারিদিকে ভঙ্গ দিল নিশাচরগণ ॥

রাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান।
যক্ষের কটকে বিন্ধি করে খান খান॥
নানা-অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে।
ভঙ্গ দিল যক্ষগণ না পারে সহিতে॥
উভরড়ে পলাইল আউদরচুলী।
দেখিয়া রুষিল মণিভদ্র মহাবলী॥
মণিভদ্রে দেখিয়া রাক্ষস ভাগে ডরে।
দেখিয়া রুষিল রাবণ লঙ্কার ঈশ্বরে॥
মণিভদ্রদশানন দুইজনে রণ।
গদাহাতে মণিভদ্র ধায় ততক্ষণ॥
দশযোজন পর্ব্বত আনে বায়ুভরে।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত হানে রাবণের শিরে॥
রাবণ মারিল বাণ উঠিয়া আকাশে।
সেই বাণ মণিভদ্র গিলিলেক গ্রাসে॥
মণিভদ্রমুখ দেখি রুষিল রাবণ॥
কুড়িহাতে চাপি তার বধিল জীবন॥
মণিভদ্র পড়িল রাক্ষসগণ হাসে।
কুবেরের ভগ্নদূত কহে ঊর্দ্ধশ্বাসে॥
মণিভদ্র পড়ে রণে কুবের চিন্তিত।
আপনি আইল রণে পাত্রেতে বেষ্টিত॥
ডাক দিয়া বলে শুন ভাই রে রাবণ।
আমার সহিত তব যুদ্ধ কি কারণ॥
মণিভদ্রে পাঠাইলাম যুঝিবার তরে।
কুড়িহাত চাপি তুমি ধরিলে তাহারে॥
অপার্য্য-পক্ষেতে আমি এসেছি যুদ্ধেতে।
বধিতে নারিবে আর চেপে কুড়িহাতে॥
করেছ অনেক তপ অস্থিচর্ম্মসার।
নারিলে অমর হতে কেন অহঙ্কার॥
অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে।
কুকর্ম্ম করিয়া, ভাই, পড়িবে প্রমাদে॥
যথাতথা যুদ্ধ কর অবশ্য মরণ।
মৃত্যুকালে মনে করো আমার বচন॥
অমর হয়েছি কিসে লইবে পরাণ।
হারি যদি রণেতে করিবে অপমান॥
এত যদি কহিল কুবেরযক্ষরাজে।
রাবণের পাত্রমিত্র সবে পড়ে লাজে॥
কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা দুষ্ট নিশাচরে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে কুবেরের শিরে॥
'ছি ছি' বলি কুবের দিলেক টিটকারী।
এই মুখে খাবে, ভাই, স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥

দুই কটকেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
কুবেরের বাণে রাজা হইল জর্জ্জর॥
জর্জ্জর রাবণ রণে কুবেরের বাণে।
কেমনে জিনিব রণ ভাবে মনে মনে॥
সংসারের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
কুবেরের সনে করে মায়ারূপে রণ॥
শার্দ্দূল হইয়া কেহ কামড়ায়ে মারে।
বরাহ হইয়া কেহ দন্ত দিয়া চিরে॥
মেঘ হৈয়া পড়ে কেহ অঙ্গের উপর।
ঝঞ্চনা পড়য়ে যেন গদার প্রহার॥
শেলশূল মারে কেহ করিয়া গর্জ্জন।
কুবেরে প্রহার করে রাজা দশানন॥
রক্তে রাঙ্গা কুবের সে পড়ে ভূমিতলে।
উপাড়িলে বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে॥
কুবেরে ধরিয়া লয় যত অনুচরে।
ধরিয়া রাখিল লয়ে পুরীর ভিতরে॥
কুবেরের ভাণ্ডার সে লুটে দশানন।
বিশেষ পুষ্পকরথ আর অন্য ধন॥
রাবণ প্রবেশ করে তার অন্তঃপুরী।
দেখিয়া পলায় সবে যত ছিল নারী॥
কুবেরের অন্তঃপুরে হৈল হাহাকার।
রাবণ লুটিয়া সব করে ছারখার॥



রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ এবং রাবণকর্ত্তৃক কৈলাস-উত্তোলনের চেষ্টা

কুবেরে জিনিয়া যায় শঙ্করের পুরী।
সম্ভাষিতে মহাদেবসহ ত্বরা করি॥
কার্ত্তিকের জন্মস্থান তথা শরবণ।
ঠেকিয়া তাহাতে রথ রহিল রাবণ॥
বনেতে ঠেকিল রথ নহে আগুসার।
রাবণ পাত্রের সহ যুক্তি করে সার॥
মারীচ রাক্ষস কহে রাবণের কাণে।
কুবেরের এই রথ রাক্ষসে না মানে॥
সারথি চালায় রথ রথ নাহি নড়ে।
দেখিতে দেখিতে শিবদূত আসি পড়ে॥
না চালাও রথ এই কৈলাসশিখর।
গৌরীসহ হেথায় আছেন মহেশ্বর॥
হেথা দানব গন্ধর্ব্ব দেব নাহি আসে।
এ পর্ব্বতে আসিতেছ কাহার সাহসে॥

কুপিল রাবণরাজা দূতের বচনে।
রথ হইতে নামিয়া এল শিবস্থানে॥
নন্দী নামে দ্বারী ছিল রাবণ তা দেখে।
হাতে জাঠা করি নন্দী সেই দ্বার রাখে॥
বানরের মত মুখ দেখিয়া নন্দীর।
উপহাস করিল রাবণমহাবীর॥
নন্দী বলে শঙ্করের আমি দ্বারপাল।
আমার সম্মুখে কেন কর ঠাকুরাল॥
দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস।
এ বানর করিবে তোর সর্ব্বনাশ॥
দুরাচার তোরে মারি কোন্ প্রয়োজন।
নিজ দোষে সবংশে মরিবি দশানন॥
রাবণ নন্দীর শাপ নাহি শুনে কানে।
কুড়িহাতে সাপটিয়া কৈলাস সে টানে॥
কৈলাস ধরিয়া দিল দশানন নাড়া।
সত্তরি যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া॥
টলমল করে গিরি দেব কাঁপে ডরে।
পর্ব্বতনিবাসী গেল ধূর্জ্জটীর আড়ে॥
সবে বলে, মহাদেব, কর পরিত্রাণ।
কোন্ বীর আসিয়া পর্ব্বতে দিল টান॥
রাবণের ক্রিয়া দেখি হাসে কৃত্তিবাস।
বামচরণের নখে চাপেন কৈলাস॥
ব্যথাতে রাবণ ছাড়ে মহা চীৎকার।
শিবের নিকটে কিবা তার অহঙ্কার॥
হইল পুষ্পক মুক্ত ধূর্জ্জটীর বরে।
সে রথে চড়ি রাবণ জয় সব করে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।
গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত রামায়ণে॥



বেদবতীর প্রতি রাবণের অত্যাচার এবং রাবণকে তাহার অভিশাপপ্রদান

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ, মুনি, কহ করিয়া প্রকাশ॥
কৈলাস এড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি, মুনি, পুরাণকথন॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান।
কহি কিছু রাবণের আরো উপাখ্যান॥
বেদবতী নামে কন্যা পরমশোভনা।
তপস্যা করেন বনে হিমাংশুবদনা॥
পবিত্র আকৃতি তাঁর পবিত্র প্রকৃতি।
শুদ্ধসত্তা শুদ্ধমতি সূর্য্যসম দ্যুতি॥
দৈবযোগে রাবণ যে তথা উপনীত।
কন্যাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত॥
অতিথি-আচারে কন্যা দিলেন আসন।
মুগ্ধচিত্তে দশানন জিজ্ঞাসে তখন॥
কে তুমি কাহার কন্যা কাহার কামিনী।
কি জন্যে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী॥
এরূপ সুবর্ণকান্তি কর কেন নাশ।
কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস॥
কন্যা বলে মোর কথা কহিতে বিস্তর।
যেহেতু তপস্যা করি শুন লঙ্কেশ্বর॥
কুশধ্বজ পিতা পিতামহ বৃহস্পতি।
সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী॥
পিতা বেদপাঠে রত ছিলা যেইক্ষণে।
জন্মিলাম সেইক্ষণে তাঁহার বদনে॥
অযোনিসম্ভবা মোর নাম বেদবতী।
পিতার অধিক স্নেহ হৈল আমা-প্রতি॥
দিবেন উত্তম পাত্রে এই তাঁর পণ।
কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ॥
অতএব বিষ্ণুসহ বিবাহ আমার।
দিবেন এই বাঞ্ছা ছিল নিতান্ত পিতার॥
ইতিমধ্যে শুম্ভ নামে দৈত্যহস্তে পিতা।
মরিলেন হইলেন মাতা অনুমৃতা॥
আজন্ম তপস্যা করি এই অভিলাষে।
কতদিনে পাইব সে শ্যাম পীতবাসে॥
শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে।
রথ হৈতে নামিয়া সে কহে মৃদুভাষে॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপগুণ তুমি ধর।
সুন্দরি, কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা কর॥
কুটিল সে কালরূপ কোথা নারায়ণ।
নাগাল পাইলে তার বধিব জীবন॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না আন বদনে।
কৃষ্ণ বিনা কেবা আছে এ তিনভুবনে॥
শুনিয়া কন্যার কথা দুষ্ট যাতুধান।
ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান॥
দৌরাত্ম্য করিয়া শেষে ছাড়িল রাবণ।
কন্যা বলে অপমান কর কি কারণ॥
প্রবেশ করিব আমি জ্বলন্ত আগুনে।
অপবিত্র এ শরীর রাখি কি কারণে॥

পাইয়া ব্রহ্মার বর হলি পাপকারী।
অল্পপ্রাণী নারী হই কি করিতে পারি॥
তপস্যার ফলে যদি তোরে নষ্ট করি।
বিফল হইবে এত তপস্যা আমারি॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিল যে আনি কাষ্ঠরাশি।
প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী॥
অগ্নিকে প্রার্থনা করে বহু স্তব করি।
শ্রেষ্ঠকুলে জন্মি যেন অদ্য হেথা মরি॥
নারায়ণ স্বামী হবে জন্মজন্মান্তরে।
মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে॥
রাবণ লাগিয়া মরি সর্ব্বলোকে দুঃখী।
মোর লাগি রাবণ মরিবে লোক সাক্ষী॥
প্রবেশ করিল কন্যা মহাবৈশ্বানরে।
পুষ্পবৃষ্টি আকাশেতে দেবগণ করে॥
জনকরাজার কন্যা নাম ধরে সীতা।
পতিব্রতা অবতীর্ণা সেই শুভান্বিতা॥
পতিব্রতাশাপ কভু নহে অন্যমত।
সীতা লাগি মরিল রাবণ আদি যত॥
ত্রেতাযুগে, রঘুনাথ, তুমি তার পতি।
তব ধর্ম্মপত্নী সীতা সেই বেদবতী॥
অহঙ্কারে দশানন সবংশেতে মজে।
অধর্ম্মী হইলে সুখ নাহি কোন কাজে॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ॥



মরুত্তরাজার যজ্ঞানুষ্ঠান ও রাবণের নিকট পরাজয়স্বীকার

শ্রীরাম বলেন, মুনি, কহ বিবরণ।
কহ অতঃপর কোথা গেল দশানন॥
অগস্ত্য বলেন কারে রাবণ না মানে।
শাপগালি দেয় যত কিছু নাহি শুনে॥
যত যত রাজা আছে পৃথিবীমণ্ডলে।
সবাকারে দশানন জিনে বাহুবলে॥
যজ্ঞ করে মরুত্তভূপতি মহাধনী।
সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করে বেদধ্বনি॥
যজ্ঞভাগ লইবারে এল দেবগণ।
রথে চড়ি সেইখানে চলিল রাবণ॥
ত্রাস পেল দেবগণ রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন নত হয় দেখে তার্ক্ষ্যপাখী॥

না দেখি উপায় কোন যত দেবগণ।
পক্ষিরূপ ধরি সবে হৈল অদর্শন॥
ইন্দ্র হন ময়ূর কুবের কাঁকলাস।
যম কাকরূপ হন বরুণ সে হাঁস॥
মরুত্তভূপতি যজ্ঞ করে মহাসুখে।
'রণ দেহ' বলিয়া রাবণ তারে ডাকে॥
মরুত্ত বলেন আমি তোমারে না চিনি।
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি॥
দশানন বলে আমি ভুবনে বিদিত।
রাবণ আমার নাম সংসারে পূজিত॥
কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ধন-অধিকারী।
লইলাম তাহার কনকলঙ্কাপুরী॥
আপন বড়াই করে রাবণ সে স্থলে।
শুনিয়া মরুত্তরাজা অগ্নিহেন জ্বলে॥
জ্যেষ্ঠের হরিলে মান কহিছ আপনি।
হেন কথা লোকমুখে কখন না শুনি।
ধার্ম্মিকের অপমান অধার্ম্মিকে করে।
ধার্ম্মিক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর কারে নাহি ডর।
মানুষের হাতে আজি যাবি যমঘর॥
অস্ত্র লয়ে রাজা যায় যুঝিবার মনে।
হাত পসারিয়া রাখে সমস্ত ব্রাহ্মণে॥
মহেশের যজ্ঞে রাজা অনুচিত কোপ।
আপনি হইবে দুষ্ট সবংশেতে লোপ॥
যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে অতি বড় দোষ।
পরাজয় মান রাজা হউক সন্তোষ॥
ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর।
কহিল পাপিষ্ঠ বেটা বড়ই নিষ্ঠুর॥
পরাজয় মানিল মরুত্ত যজ্ঞস্থানে।
যজ্ঞের ব্রাহ্মণ সব ডাক দিয়া আনে॥
দশবিশ ব্রাহ্মণেরে সাপটিয়া ধরে।
দুষ্ট দশানন দূরে ফেলে সবাকারে॥
করিয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চলিল।
দেবগণ পক্ষী হতে বাহির হইল॥
পক্ষী হয়ে দেবগণ পেল পরিত্রাণ।
পক্ষিগণে দেবগণ করেন কল্যাণ॥
ইন্দ্র বলে, ময়ূর, তোমারে দিনু বর।
হউক সহস্রচক্ষু লেজের উপর॥
যখন আকাশে মেঘ করিবে গর্জ্জন।
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নর্ত্তন॥

পূর্ব্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার।
ইন্দ্রবরে পুচ্ছে চক্ষু হইল তাহার॥
কাঁকলাসে বর তবে দিলা ধনেশ্বর।
স্বর্ণবর্ণ হউক তোমার কলেবর॥
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে।
স্বর্ণবর্ণ হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে॥
বরুণ বলেন, হংস, দিলাম এ বর।
চন্দ্রসম হউক তোমার কলেবর॥
আমি এক লোকপাল সলিলের পতি।
জলেতে চরিতে তব হইবে পিরীতি॥
যম বলে, কাক, আমি দিলাম এ বর।
তোমার নাহিক রবে মরণেব ডর॥
রোগপীড়া তোমার না হইবে সংসাবে।
তব মৃত্যু হবে যদি মানুষেতে মারে॥
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার।
যমলোকে তৃপ্তি তাব হইবে অপাব॥
পক্ষীরা আপন স্থানে চলিল যে যার।
বর দিয়া দেবগণ গেলা স্বর্গদ্বার॥
মরুত্তের যজ্ঞকথা অতি চমৎকার।
তাহাতে সোণাব পাত্র পর্ব্বত-আকার॥
স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জি নিত্য করেন বর্জ্জন।
সেই সোণা ভরিয়াছে ত্রিলক্ষ যোজন॥
কুবেরের ধন জিনি মরুত্তেব ধন।
মরুত্তসমান আব নাহি কোন জন॥
মরুত্তরাজার ধন সংসাবেতে ঘোষে।
এমন ভূপাল ছিল চন্দ্রমার বংশে॥
মরুত্ত রাজাব যজ্ঞ সংসাববিদিত।
উত্তরাকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস সুপণ্ডিত॥



রাবণকর্তৃক অনরণ্যবধ ও রাবণকে তাঁহার অভিশাপপ্রদান

অগস্তের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ॥
মরুত্ত জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণকথন॥
মুনি বলে যদি শুনে বীর তথা আছে।
তখনি রাবণ যায় দ্রুত তার কাছে॥
গিয়া কহে সত্বরেতে দেহ মোরে রণ।
পরাজয় মানিলে না মারে দশানন॥
পরাজয় যে না মানে করে অহঙ্কার।
রাবণের ঠাঁই তার নাহিক নিস্তার॥
পুরন্দর নিজ মুখে মাগে পরাজয়।
পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয়॥
এইরূপে রাবণ ভ্রমে পৃথিবীমণ্ডলে।
অযোধ্যা জিনিতে যায় 'জয় জয়' বোলে॥
অনরণ্য নামে ছিল রাজা অযোধ্যায়।
বার্ত্তা পেয়ে দশানন তাঁর কাছে যায়॥
তব পূর্ব্বপুরুষ সে অনরণ্য নাম।
রাবণ তাঁহার কাছে চাহিল সংগ্রাম॥
লঙ্কার রাবণ আমি শুন অনরণ্য।
রণ দেহ আমাবে না চাহি কিছু অন্য॥
শুনি অনবণ্য কোপে কবে অহঙ্কার।
কটকেতে মিলামিশি হৈল মার মার॥
প্রাচীনবয়স রাজা মাংসে চক্ষু ঢাকে।
ভ্রূদ্বয় তুলিয়া বান্ধি রাজা সব দেখে॥
বহুকালজীবী রাজা পৃথিবীভিতব।
বয়স তার বাইশহাজার বছব॥
সাজিল রাজার সৈন্য হস্তী ঘোড়া কত।
অস্ত্রশস্ত্র লইল যাহার ছিল যত॥
দুই কটক রাজার সৈন্য মহাবল।
রাক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল প্রবল॥
অনরণ্যরাজা কবে বাণবরিষণ।
বাবণেব সেনাপতি কবে পলায়ন॥
সেনাপতিভঙ্গ দেখি বাবণ ফাঁফর।
অনরণ্যসহ যুঝে ক্রোধে লঙ্কেশ্বর॥
রাবণ অসংখ্য বাণ কবে বরিষণ।
বুড়ারাজা সমরে হইলা অচেতন॥
আপনা সারিয়া করে বাণবরিষণ।
বাণেতে জর্জ্জর দেহ হইল রাবণ॥
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে ধারে।
যেমন গঙ্গার ধারা পর্ব্বতশিখরে॥
কেহ না জিনিতে পারে নাহি পায় আশ।
উভয়ে বরিষে বাণ নাহি ফেলে শ্বাস॥
দশানন বাণ এড়ে শূন্য হৈল তূণ।
তখন বুড়ার বাণ আছয়ে দ্বিগুণ॥
আর বাণ যাবৎ না যোগায় সারথি।
তাবৎ রাবণ মনে করিল যুকতি॥
রাবণ রাজার বুকে মারিল চাপড়।
ভূমেতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড়॥

মৃত্যুকালে বুড়ারাজা করে ছটফট।
ধাইয়া রাবণ গেল বুড়ার নিকট॥
রাজভোগে বুড়া কভু নাহি জান রণ।
আমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য মরণ॥
জগৎ জিনিয়া ভ্রমি আপনার তেজে।
অবশ্য মরয়ে যেবা মোর সনে যুঝে॥
গর্ব্ব করে বলে রাজা মরণের কালে।
শাপবর দিব যারে ততক্ষণ ফলে॥
অনরণ্য বলে কিবা কর অহঙ্কার।
কভু হারি কভু জিনি রণব্যবহার॥
তুষিলাম বহু যুদ্ধ করি দেবগণে।
তুষিলাম নানারত্নদানেতে ব্রাহ্মণে॥
রাজা হয়ে করিলাম প্রজার পালন।
তিনলক্ষ দ্বিজ নিত্য করাই ভোজন॥
এ সব আমার পুণ্য জানে সবে ভালে।
তোরে যে বধিবে সে জন্মিবে মোর কুলে॥
সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গপুর।
দিগ্বিজয় করি ভ্রমে লঙ্কার ঠাকুর॥
তব পূর্ব্বপুরুষেরে জিনিল যে রণে।
সে রাবণ পড়িল, শ্রীরাম, তব বাণে॥
পূর্ব্বকথা শুনিয়া শ্রীরামের উল্লাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত কৃত্তিবাস॥



কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের হস্তে রাবণের পরাজয়

শ্রীরাম বলেন বৃদ্ধ ছিলেন দুর্ব্বল।
তেকারণে হয়েছিল রাবণ প্রবল॥
বীরশূন্য পৃথিবী ছিলেন সে সময়।
তেঁই রাবণের বৃদ্ধি ছিল অতিশয়॥
সেকালের রাজা ব্রহ্ম-অস্ত্র নাহি জানে।
রাবণের পরাজয় নহে তেকারণে॥
মুনি বলে দশানন নানামায়া ধরে।
রাক্ষসে করিলে মায়া কোন্ জন তরে॥
মায়ারণ দেখারণ অনেক অন্তর।
তেকারণে পরাজিত নহে লঙ্কেশ্বর॥
মানুষ হইয়া যিনি বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
তাঁর ঠাঁই রাবণ যে পায় অপমান॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনরাজা ছিল চন্দ্রবংশে।
সহস্রহাত ধরে সে জন্ম বিষ্ণু-অংশে॥
নানাবুদ্ধি ধরিয়া সে রাজা রাজ্য রাখে।
যার নামে হারাধন আসয়ে সম্মুখে॥
শতশত কামিনী লইয়া কুতূহলে।
অর্জ্জুন করিত ক্রীড়া নর্ম্মদার জলে॥
মহিষ্মতীনগরেতে তাঁর ছিল ঘর।
তথা গিয়া বার্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
লঙ্কার রাবণ আমি চাহি আজি রণ।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কি করিল পলায়ন॥
রাক্ষসকটকচাপ অতি ভয়ঙ্কর।
অর্জ্জুন রাজার তাহে নাহি কোন ডর॥
লোকে বলে কিবা চাহ তুমি এই স্থলে।
করেন ভূপতি ক্রীড়া নর্ম্মদার জলে॥
নর্ম্মদায় যায় বীর অর্জ্জুন উদ্দেশে।
পথে যেতে বিন্ধ্যগিরি দেখিল হরিষে॥
নানাফুলফল দেখি অতি মনোহর।
নানাপক্ষী কেলি করে শোভে সরোবর॥
নৃত্য করে ময়ূর ঝঙ্কারে মধুকর।
নানাহংস কেলি করে দেখিতে সুন্দর॥
দানব গন্ধর্ব্ব দেব যক্ষ বিদ্যাধর।
কামিনী লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর॥
রাবণেরে দেখিয়া দেবতা কাঁপে ডরে।
পলায় ছাড়িয়া কেলি পর্ব্বত উপরে॥
উভরড়ে দেবগণ পলাইল ত্রাসে।
দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে॥
নির্ম্মল নদীর জল পর্ব্বতেতে বয়।
নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয়॥
বিন্ধ্যগিরি এড়ি গেল নর্ম্মদার কূলে।
জলকেলি করে তথা কেশরীশার্দ্দূলে॥
সহ শুকসারণ প্রভৃতি পরিজন।
রথ হৈতে সেইখানে উলিল রাবণ॥
মধ্যাহ্নকালের রৌদ্রে তাপিত পৃথিবী।
রাবণে দেখিয়া মন্দতেজ হৈল রবি॥
দুইকূলে বালি সে স্ফটিকহেন দেখি।
বহু জন্তু কেলি করে নানাবিধ পাখী॥
নর্ম্মদার জল সেই অতি সুশীতল।
ধীরে ধীরে বায়ু বহে অতি সুকোমল॥
সৈন্যসঙ্গে উলিয়া রাবণ যায় জলে।
ধুইল গায়ের রক্ত লগ্ন রণস্থলে॥
সাঁতারে রাবণরাজা নর্ম্মদার জলে।
আনন্দে করিয়া স্নান উঠিলেক কূলে॥

দেবদেব মহাদেব জগতের রাজা।
নানা-উপচারেতে রাবণ করে পূজা॥
স্বর্ণশিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চনমেখলা।
ভক্তিতে রাবণ পূজে দেবার্চ্চনবেলা॥
শত সুবর্ণের পাত্র লাগে পূজাসাজে।
শঙ্খঘণ্টাদুন্দুভি যে চারিদিকে বাজে॥
করাইল শিবলিঙ্গস্নান সেই জলে।
কলস করিয়া গন্ধ তত্তপবি ঢালে॥
মন্ত্রজপ করিল লইয়া জপমালা।
মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চ্চনবেলা॥
কুড়িহাত পসারিয়া নাচে রঙ্গেভঙ্গে।
রাবণ প্রণাম করে সেই শিবলিঙ্গে॥
এদিকে অর্জ্জুনরাজা হয়ে হৃষ্টমতি।
জলক্রীড়া করে সঙ্গে শতেক যুবতী॥
প্রসারে নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল।
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি বাখে তার জল॥
ছিল যে কাঁকালি জল হইল পাথাব।
শতশত কন্যা দিতে লাগিল সাঁতার॥
হাত সম্বরিয়া রাজা এড়ি দিল পানি।
আকুল হইয়া ডাকে যতেক রমণী॥
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধে রাণী সব ভাসে।
দেখিয়া অর্জ্জুনরাজা কৌতুকেতে হাসে॥
হাতের উপরে হাত দেয় কাতে কাতে।
সে জল উজান বহে কূল ভাঙ্গে স্রোতে॥
শিবপূজা করিছে রাবণ সেই কূলে।
স্রোতে তার ফলফুল ভাসাইল জলে॥
রাবণ আপনি গায় আপনি সে নাচে।
বার্ত্তা জানিবারে শুকসারণেবে পুছে॥
না ভাঙ্গি রাবণ মৌন হাতে তুড়ি দিল।
বৃত্তান্ত জানিতে শুকসারণ চলিল॥
নিষ্ঠা বার্ত্তা জানিয়া যে তাহারা জানায়।
তোমারে ভেটিতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন চায়॥
সুন্দর অর্জ্জুনরাজা যেন দেবপতি।
জলক্রীড়া করে সব লইয়া যুবতী॥
নদীতে সহস্রহস্ত পসারে দীঘল।
সহস্রহাতেতে তার বদ্ধ রাখে জল॥
সহস্রহস্তেতে বান্ধি অপূর্ব্বকৌশলে।
উজান বহায় সেতু করি ভাটা জলে॥
জাঙ্গাল সহস্রহাতে বান্ধি রাখে নদী।
তেকারণে ভাসিতেছে ফলফুল আদি॥

যে কার্ত্তবীর্য্যের হেতু হেথা আগমন।
নর্ম্মদার জলে তাঁরে কর দরশন॥
অর্জ্জুনের বার্ত্তা পেয়ে চলে দশানন।
দুইক্রোশ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ॥
অর্জ্জুন সহস্রকরে করে জলখেলা।
সহস্র সহস্র তাঁরে বেষ্টিত মহিলা॥
তাঁহার পাত্রের কাছে কহিছে রাবণ।
অর্জ্জুনেরে কহ গিয়া মম আগমন॥
স্ত্রী লইয়া তোর রাজা সুখে করে স্নান।
বল গিয়া রাজারে রাবণ রণ চান॥
এত যদি রাবণ পাত্রের প্রতি বলে।
কুপিল সে রাজপাত্র রাবণের বোলে॥
স্ত্রী লইয়া মহারাজ সুখে ক্রীড়া করে।
এ সময় কোন্ জন বলে যুঝিবারে॥
রণের সময় না জানিস নিশাচর।
অর্জ্জুনের হাতে আজি যাবি যমঘর॥
স্ত্রী লইয়া রাজা করে হাস্যপরিহাস।
তোর বাক্যে কেন আমি যাব তাঁর পাশ॥
কুড়িখান হাতে তোর এত অহঙ্কার।
সহস্রহস্তেতে কার্ত্তবীর্য্য-অবতার॥
বীর হেন দেখিস কি তুই আপনারে।
করিতে আইলি যুদ্ধ বিধাতার বরে॥
অর্জ্জুন পাইলে তোরে মারিবে আছাড়।
দশমুণ্ড ভাঙ্গিয়া করিবে চূর্ণ হাড়॥
দেবদৈত্য জিনিয়া বেড়াস যেন সর্প।
তেঁই সে কারণে তোর বাড়িয়াছে দর্প॥
অর্জ্জুনরাজার কাছে কর অহঙ্কার।
মানুষ হইয়া তিনি দেব-অবতার॥
জন্মিলি রাক্ষসকুলে নানামায়াধর।
হের দেখ রাজা মম মায়ার সাগর॥
আকাশে থাকিয়া যুঝে কভু নাহি দেখি।
মেঘরূপে জল বর্ষে উড়ে যেন পাখী॥
সরলপ্রতি সোজা তিনি বাঁকাপ্রতি বাঁকা।
পড়িলে তাঁহার ঠাঁই তবে যায় দেখা॥
অর্জ্জুনেরে না পারিবি এলি মরিবারে॥
প্রাণরক্ষা কর গিয়া ঝট যাহ ঘরে॥
আমার সমরে যদি পাস অব্যাহতি।
তবে গিয়া ঘাটাইস অর্জ্জুননৃপতি॥
কুপিল রাবণরাজা মহা ভয়ঙ্কর।
রাক্ষসমানুষে যুদ্ধ বাধিল বিস্তর॥

যুঝে শুক সারণ মারীচ মহাবীর।
রাক্ষসের মায়ারণে নর নহে স্থির ॥
রাক্ষসের সংগ্রামে মানুষসৈন্য নড়ে।
অর্জ্জুনের কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে ॥
মারিয়া তোমার সৈন্য ফেলিল রাবণ।
অগ্নিহেন কোপে জ্বলে শুনিয়া অর্জ্জুন ॥
যুঝিবারে চলিল অর্জ্জুনমহাবীর।
ভয়ে রাজনিতম্বিনী কেহ নহে স্থির ॥
স্ত্রীলোকের কলরব উঠিল গভীর।
সবাকে অভয়দানে রাজা করে স্থির ॥
পাত্রসহ স্ত্রীগণে পাঠায়ে অন্তঃপুরী।
ধাইল অর্জ্জুন স্বর্ণগদা হাতে করি ॥
গভীর গর্জ্জনে আসে পর্ব্বত-আকার।
গদা হাতে রাক্ষসেরে করে 'মার মার' ॥
দুর্জ্জয় শরীর রাজা অতি ভয়ঙ্কর।
তিনশত যোজন জুড়িয়া পরিসর ॥
ছয়শত যোজন শরীর দীর্ঘতর।
সহস্রহস্তেতে ধরে সহস্র ভূধর ॥
দেখিয়া কুপিল সে প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনের শিরে মারে লোহার মুদ্গর ॥
পড়িল মুষল যেন ঝঞ্ঝনা চিকুর।
অর্জ্জুনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চুর ॥
অর্জ্জুন সহস্রহাতে গদা একচাপে।
প্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে ॥
মোহ গেল প্রহস্ত সে অত্যন্ত কাতর।
দেখিযা কাতর তারে রোষে লঙ্কেশ্বর ॥
কুড়িহাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস রাবণ।
সহস্রহস্তেতে লোফে অর্জ্জুনরাজন্ ॥
দুই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি ঠন্ঠনি।
ত্রিভুবনে জলস্থল কম্পিতা মেদিনী ॥
উভয় হস্তীর যুদ্ধ দন্তে হানাহানি।
দুই সূর্য্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি ॥
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীর রণ করে নাহি অবসাদ ॥
উভয়ে বরিষে বাণ দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জরজর ॥
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুইজন।
দেবতা-অসুরে যেন পূর্ব্বে হৈল রণ ॥
রাবণ মুষলাঘাত করিল নিষ্ঠুর।
অর্জ্জুনের বুকেতে সে ঠেকি হৈল চুর ॥

ধরিল দুর্জ্জয় গদা অর্জ্জুননৃপতি।
রাবণের বুকেতে মারিল শীঘ্রগতি ॥
মোহ গেল রাবণ সে গদার আঘাতে।
এড়িয়া ধনুকবাণ লাগিল কাঁপিতে ॥
লাফ দিয়া অর্জ্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বরে।
গরুড় ছুঁইয়া যেন নিল অজগরে ॥
ধরিয়া সহস্রহাতে রাখে কক্ষতলি।
পাতালে যেমন হরি বান্ধিলেন বলি ॥
বান্ধিল সহস্রহস্তে তার কুড়িহাত।
রাবণ ভাবিছে এ কি হইল উৎপাত ॥
'সাধু সাধু' আকাশে ডাকিছে দেবগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে পুষ্পবরিষণ ॥
হস্তী মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
মৃগ মারি ব্যাধ যেন পাসরে বিষাদ ॥
নানা-অস্ত্র রাক্ষস ফেলিল চারিভিতে।
রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে ॥
কত হাতে ধরিয়া রহিছে দশাননে।
কত হাতে খেদাড়ে সে নিশাচরগণে ॥
মারীচ দূষণ খর প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনেরে স্তুতি করে রাক্ষস সকল ॥
রাক্ষসের স্তুতিতে অর্জ্জুনরাজা হাসে।
কক্ষে রাবণেরে চাপি চলিল আবাসে ॥
রাবণে লইয়া রাজা পদব্রজে যায়।
রাবণের দুর্দ্দশা দেখিতে সবে পায় ॥
অর্জ্জুনেরে ডাক দিয়া বলে দেবগণে।
চিরকাল বন্দী করি রাখহ রাবণে ॥
অর্জ্জুনেরে দেবগণ করেন বাখান।
তোমার প্রসাদে আজি পাইলাম ত্রাণ ॥
কুতূহলে দেবগণ করে হুলাহুলি।
রাবণেরে লয়ে পুরে সান্ধাইল বলী ॥
বন্দীশালে নিয়ে ফেলে মড়ার আকার।
রাবণের টুটিল যে সব অহঙ্কার ॥
কুড়িহাতে বেড়িলেক তার দশ গলা।
দৃঢ় বান্ধিলেক দিয়া লোহার শৃখলা ॥
বন্ধনের টানে দুষ্ট হইল কাতর।
বুকেতে তুলিয়া দিল দারুণ পাথর ॥
পাথর তুলিয়া দিল সত্তরি যোজন।
পাশ উলটিতে নারে দুরন্ত রাবণ ॥
রাবণেরে বদ্ধ করি রাখি কারাগারে।
অর্জ্জুন পুনশ্চ গেল নিজ অন্তঃপুরে ॥

অর্জ্জুনের নামে হয় পাপবিমোচন।
অর্জ্জুনের নামে পাই হারাইলে ধন॥
বিষ্ণু-অবতার রাজা বলে মহাবলী।
কৃত্তিবাস অর্জ্জুনের রচে জলকেলি॥



পুলস্ত্যের প্রার্থনায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাবণকে মুক্তিদান ও তাহার সহিত সখ্যস্থাপন

দশাস্যকে বন্দী করি থুইল অর্জ্জুন।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ॥
পুলস্ত্য সে মহামুনি স্বর্গলোকে বৈসে।
শুনিয়া নাতির বার্ত্তা মর্ত্ত্যলোকে আসে॥
দশদিক আলো করে মুনির কিরণ।
অর্জ্জুনের ঘরে আসি দিল দরশন॥
পাত্রমিত্রসহ রাজা আইল সত্বরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সে মুনির পূজা করে॥
সহস্রহস্তেতে পঞ্চশত পুটাঞ্জলি।
ভূমে পড়ি নতি করে রাজা কুতূহলী॥
ছাড়িয়া অমরাবতী কেন আগমন।
কি আছে আমার কাছে প্রভু প্রয়োজন॥
আজি হৈতে বংশ মোর হইল নির্ম্মল।
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল উজ্জ্বল॥
দেবগণ বন্দে গিয়া যাঁহার চরণ।
আমার আলয়ে আজি তাঁর আগমন॥
পুত্রপৌত্র আছে, প্রভু, তোমা বিদ্যমান।
কি কার্য্য করিব, মুনি, কর সম্বিধান॥
মুনি বলে, রাজা, তব সফল জীবন।
তোমার সদৃশ প্রিয় আছে কোন্ জন॥
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিনভুবনে।
আমার গৌরব রাখ ছাড়িয়া রাবণে॥
রাবণ আমার হয় সম্বন্ধেতে নাতি।
নাতিদান দিলে তবে পাই অব্যাহতি॥
বাখিয়াছ বন্দী করি শুনি বন্দীশালে।
হস্তপদ বদ্ধ নাকি লোহার শিকলে॥
আমার গৌরব রাখ করহ সম্মান।
আমারে করিয়া ক্ষমা দেহ নাতিদান॥
এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বচন।
পাত্রেরে বলিল ঝট আনহ রাবণ॥
দুই পাত্র কারাগারে গেল দিয়া রড়।
খসাইল রাবণের গলার নিগড়॥
কুড়িহাত রাবণের বদ্ধ যোড়ে যোড়ে।
রাজার আজ্ঞায় তার সব বন্ধ কাড়ে॥
খসাইল পায়ের দাঁড়াকু দৃঢ়তর।
ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর॥
কুড়িহাত জুড়িয়া বান্ধিয়াছিল চামে।
করিলা বন্ধনমুক্ত সে সকল ক্রমে॥
রাবণে আনিয়া দিল মুনিবিদ্যমানে।
মাথা তুলি রাবণ না চাহে অপমানে॥
স্নান করাইয়া পরাইল দিব্যবাস।
দিব্য-অলঙ্কার দিল মাণিকপ্রকাশ॥
সুগন্ধি চন্দনপুষ্প দিল বিভূষণ।
পুলস্ত্যমুনির করে করে সমর্পণ॥
মুনির বচনে তথা ধর্ম্ম-অগ্নি জ্বালি।
অর্জ্জুন রাবণসনে করেন মিতালি॥
পুলস্ত্য গেলেন স্বর্গে দশানন লঙ্কা।
মুনির প্রসাদে দূরে গেল তার শঙ্কা॥
অগস্ত্য বলেন দেহ মন রঘুবর।
অর্জ্জুনের পিতা তপ করিল বিস্তর॥
আপনি দিলেন বর তাঁরে নারায়ণ।
অর্জ্জুনস্বরূপ আমি তোমার নন্দন॥
তোমার অর্জ্জুন যে সহস্রহাত ধরে।
হেন অর্জ্জুনেরে কেহ জিনিতে না পারে॥
বলাবল নাহি তথা নাহি ডাকাচুরি।
রাজ্যেতে কোটাল নাহি আপনি প্রহরী॥
হারাইলে ধন পায় অর্জ্জুনস্মরণে।
চন্দ্রবংশে রাজা নাই সম তাঁব গুণে॥
চরাচরে মহাবীর বিষ্ণু-অংশধর।
সে অর্জ্জুনরাজারে মাবেন ভৃগুবর॥
অনিত্য শরীর নিত্য বলি মান বৃথা।
অর্জ্জুনের এই দশা অন্যে কিবা কথা॥
অর্জ্জুনের কীর্ত্তিগানে পূরিত সংসার।
কৃত্তিবাস রচিল অর্জ্জুন-অবতার॥



বালিহস্তে রাবণের লাঞ্ছনা

শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ॥
সেথা হৈতে আর কোথা গেল দশানন।
কহ কহ শুনি, প্রভু, অপূর্ব্ব কথন॥
মুনি বলে সদা দুষ্ট যুদ্ধচিন্তা করে।
বালির নিকটে গেল কিষ্কিন্ধ্যানগরে॥

ভুবন জিনিয়া ভ্রমে নাহি অবসাদ।
বালির দুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ॥
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর।
আপনার পরিচয় কহে লঙ্কেশ্বর॥
লঙ্কার রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি।
বাঞ্ছা করি বালির সহিত যুদ্ধ করি॥
বলিল বানরগণ ওহে দুরাচার।
এমন বচন মুখে না আনিস আর॥
হইলে বালির সনে তোর দরশন।
দশমুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন॥
যে বীর করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি।
হেথা দেখ তা সবার হাড় রাশি রাশি॥
সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণসাগরে।
কিছুকাল থাক যদি যাবে যমঘরে॥
মহাপরাক্রমী বালি খ্যাত ত্রিভুবনে।
তৃণজ্ঞান নাহি করে সহস্ররাবণে॥
বালির বিক্রমকথা শুন নিশাচর।
দুর্জ্জয় শরীর বালি বলের সাগর॥
প্রভাতে উঠিয়া বালি অরুণ-উদয়।
চারিসাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়॥
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্ব্বতশিখর।
পুনঃ হাত পসারিয়া লুফে সে সত্বর॥
সপ্তদ্বীপ ভ্রমে বালি এক নিমিষেতে।
কি কব অন্যেরে বায়ু না পারে ছুঁইতে॥
অমর ভাবিয়া কেন কর অহঙ্কার।
পড়িলে বালির হাতে যাবে যমঘর॥
কুপিল রাবণরাজা দুয়ারী উপরে।
উত্তরিল গিয়া শীঘ্র দক্ষিণসাগরে॥
সুমেরুপর্ব্বতহেন সাগরের কূলে।
সূর্য্যের কিরণ যেন রাঙ্গামুখ জ্বলে॥
সত্তরিযোজন দেহ উভেতে দীঘল।
উচ্চলেজ স্পর্শ করে গগনমণ্ডল॥
দূরে থাকি রাবণ নেহালে তথা বালি।
শশারুর দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী॥
নিঃশব্দে বালির কাছে চলিল রাবণ।
সিংহের নিকটে যায় শৃগাল যেমন॥
অকস্মাৎ বালিরাজা মেলিল নয়ন।
দেখিলেক নিকটেতে আইসে দশানন॥
মনে মনে হাসিল বুঝিয়া অভিপ্রায়।
আসিতেছে আশা করি জিনিবে আমায়॥

বালি বলে, দশানন, মরিবি নিশ্চয়।
মরিবার আশে এস প্রাণে নাহি ভয়॥
ব্রহ্মার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার।
আজি রে রাবণ তোরে করিব সংহার॥
কেমনে সারিয়া যাবি ঘরে আপনার।
পড়িলি আমার হাতে রক্ষা নাহি আর॥
মারিতে আইসে যেই তারে আমি মারি।
যে জন সমর চাহে সেই জন অরি॥
আমায় জিনিতে এলি মরিবার আশে।
সাধ না করিস, বেটা, পুনঃ যাবি দেশে॥
নির্জ্জীব করিব আজি রাজা লঙ্কেশ্বরে।
লেজে বান্ধি ডুবাইব চারিটি সাগরে॥
লেজেতে বান্ধিব আজি দুষ্ট দশাননে।
কৌতুক দেখুক আজি এ তিনভুবনে॥
সর্পদরশনে যেন বিনতানন্দন।
রাবণেরে দেখে বালি করেন গর্জ্জন॥
পাছু দিয়া দশানন ধরিল কাঁকালি।
লেজে বান্ধি রাবণে গগনে উঠে বালি॥
দশমুণ্ড কুড়িহাত করে নড়বড়।
ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড়॥
ফাঁফর রাক্ষসগণ চায় চারিভিতে।
মেঘ যেন ধেয়ে যায় সূর্য্য আচ্ছাদিতে॥
অতিশীঘ্র ধায় বালি পবনের বেগে।
রাক্ষস না পায় লাগ অবসাদে ভাগে॥
পূর্ব্বদিকে সাগর যোজন চারিশত।
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শাস্ত্রমত॥
সেইস্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে।
লেজেতে রাবণ নড়ে সর্ব্বলোকে হাসে॥
লেজের বন্ধনহেতু রাবণ মূর্চ্ছিত।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত॥
লেজের সহিত তারে থুয়ে কক্ষতলি।
উত্তরসাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালি॥
তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগন।
লেজে বদ্ধ রাবণেরে দেখে সর্ব্বজন॥
রাবণের দুর্গতিতে সবে হাস্য করে।
পশ্চিমসাগরে বালি গেল তার পরে॥
ডুবায় বান্ধিয়া লেজে বালি লঙ্কেশ্বরে।
এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে॥
অকট-বিকট করে পড়িয়া তরাসে।
রাবণ জলের মধ্যে বালি ত আকাশে॥

চারিসাগরেতে সন্ধ্যা করে মন্ত্র পড়ে।
রাবণে লইয়া বালি কিষ্কিন্ধ্যায় নড়ে॥



বালিকর্তৃক রাবণের বন্ধনমোচন

দেশে গিয়া বালিরাজা এড়ে রাবণেরে।
হাসি বলে কোথা থেকে আইলে এথা রে॥
রাবণ বলিছে আমি বীরকে পরখি।
তোমা-হেন বীর আমি কোথাও না দেখি॥
অর্জ্জুন বরুণ বায়ু তুমি যে বানর।
চারিজন দেখিলাম একই সোসর॥
দেখাইলা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অন্ত।
তোমায় আমায় সিংহ পশুর বৃত্তান্ত॥
আমা-হেন বীর তুমি বান্ধিলে লাঙ্গুড়ে।
চারিসাগরের সন্ধ্যাধ্যান নাহি নড়ে॥
বলে টুটা পাই যদি আছাড়িয়া মারি।
আমা হৈতে অধিক পাইলে মিতা করি॥
আজি হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর।
মোর লঙ্কা তোমার সে ভাগের ভিতর॥
উভয়ে মিতালি করে অগ্নি করি সাক্ষী।
উভয়ে উভয়প্রতি হইলেক সুখী॥
শ্রীরাম, সে উভয়ে পড়িল তব বাণে।
যে জানে তোমার তত্ত্ব সেই সব জানে॥
শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



যমলোকে রাবণের অভিযান

'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ।
আর কিছু কহ ত পুরাণ ইতিহাস॥
সে স্থান ছাড়িয়া কোথা গেল সে রাবণ।
'কহ কহ' শুনি, মুনি, অপূর্ব্বকথন॥
মুনি বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ।
নারদের সনে পথে হৈল দরশন॥
নারদেরে প্রণাম করিল দশানন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহেন তপোধন॥
রাবণ, ব্রহ্মার বর পাইলা বহু তপে।
দেবদৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে॥
রোগে শোকে লোক সব জরায় পীড়িত।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ আনন্দিত॥
অবশ্য মরণপথ কেহ নাহি দেখি।
বন্ধুবান্ধবের শোকে সর্ব্বলোক দুখী॥
পড়েছে যমের মুখে সকল সংসার।
যমেরে এড়িয়া অন্যে মার কি আচার॥
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয়।
যমেরে মারিয়া লোকে করাও নির্ভয়॥
দৈত্য মারি বিষ্ণু লোকে করিলেন সুখী।
লোকের হিতার্থে সর্প খায় গরুড়পাখী॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর জিনিলে ভুবন।
তোমার বাণেতে স্থির নহে দেবগণ॥
যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস।
যমহেতু লোক মরে লোকে উপহাস॥
যমেরে মারিয়া, বীর, কর উপকার।
চিরকাল তব কীর্ত্তি ঘুষিবে সংসার॥
শুনিয়া মুনির কথা বলিছে রাবণ।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল জিনিব ত্রিভুবন॥
আগে মর্ত্ত্য জিনি তৎপরেতে পাতাল।
তবে সে জিনিব গিয়া অষ্টলোকপাল॥
ছোট জিনে বড় জিনি এই পরিপাটি।
বড় জিনে ছোট জিনি পৌরুষেতে ঘাটী॥
মুনি বলে যদি যমে না কর দমন।
সর্ব্বলোকের তবে ত রহিবে মরণ॥
কুড়িপাটিদশনে সে দশমুখে হাসে।
চতুর্দ্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥
ভুবন জিনিব আমি কৌতুকের তরে।
তোমার আজ্ঞায় যাব যম জিনিবারে॥
মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে।
সে গেলে নারদমুনি ভাবে মনে মনে॥
হেন জন নাহি যে যমের নহে বশ।
যমেরে জিনিতে যায় বড়ই সাহস॥
যত প্রাণী আছে যম সবার ঈশ্বর।
ভুবনবৃত্তান্ত যত তাহার গোচর॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর দুর্জ্জয় রাবণ।
শমনের সহ যুদ্ধে জিনে কোন্ জন॥
উভয়ের কে জিনিবে জানিতে না পারি।
নারদ দেখিতে যুদ্ধ চলে যমপুরী॥
অবিবাদে বিসম্বাদ ঘটায় নারদ।
নারদ যাহাতে যায় ঘটায় আপদ॥
হইলে শনির দৃষ্টি পুড়ে সর্ব্বলোকে।
রাবণে ঠেকায়ে গেল যমের সম্মুখে॥

না যাইতে রাবণ মুনির আগুসার।
যেখানে করেন যম ধর্ম্মের বিচার॥
নারদে দেখিয়া যম উঠিয়া সম্ভ্রমে।
জিজ্ঞাসেন প্রণাম করিয়া ভক্তিক্রমে॥
ত্রিদিব ছাড়িয়া কেন হেথা আগমন।
আমার নিকটে তব কোন্ প্রয়োজন॥
নারদ বলেন, যম, ছিলা নিরুদ্বেগে।
তোমা-সহ যুঝিতে রাবণ আসে বেগে॥
দণ্ডহস্তে সমর করিও দণ্ডধর।
দেখিবারে আইলাম দোঁহার সমর॥
নারদের বাক্যে যম চাহে বহুদূর।
রাক্ষসকটকচাপ দেখিল প্রচুর॥
চড়িয়া পুষ্পকরথে আইসে রাবণ।
বহু সৈন্য সান্ধাইল যমের ভুবন॥
আগে থানা সান্ধাইল তার পূর্ব্বদ্বার।
দেখে তথা সর্ব্বলোক ধর্ম্ম-অবতার॥
দেবপিতৃভক্ত সত্যবাদী যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখি বিস্মিত রাবণ॥
গোদান করিয়া যেই তুষেছে ব্রাহ্মণ।
ঘৃতদুগ্ধে দেখে তার অপূর্ব্ব ভোজন॥
দুঃখীকে দেখিয়া যেবা করে অন্নদান।
সুবর্ণের থালেতে সে করে সুধাপান॥
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দেয় পিপাসায় জল।
রাবণ তাহার দেখে সম্পদ্ সকল॥
ব্রাহ্মণেরে ভূমিদান করে যেই জন।
যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের ভাজন॥
অন্যকে তুষিল যেবা বলি প্রিয়বাণী।
তার সুখ দেখিয়া রাবণ অভিমানী॥
যে করে অতিথিসেবা দিয়া বাসাঘর।
সোণার আবাস তার দেখে লঙ্কেশ্বর॥
স্বর্ণদান করিয়া যে তুষেছে ব্রাহ্মণ।
স্বর্ণখাটে শুয়ে আছে দেখিল রাবণ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যে করেছে একমনে।
তাহার সম্পদ দেখি রাবণ বাখানে॥
উত্তমপাত্রে যেবা করেছে কন্যাদান।
সবা হতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান॥
করেছে বিষ্ণুকীর্ত্তন যেবা নিরন্তর।
তাঁহার সম্পদ দেখি হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর॥
চতুর্ভুজ যম তারে করিয়া স্তবন।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তারে দিলেন আসন॥
বৈকুণ্ঠে যায় সেই না যায় স্বর্গবাস।
দিব্যদেহ ধরি তার হয় যে প্রকাশ॥
চতুর্ভুজরূপে তারে সম্ভাষ করিল।
নানাবিধ প্রকারেতে তাহারে তুষিল॥
সে লোক পুণ্যের তেজে এত সুখ করে।
আপনা ভাবিয়া দশানন পুড়ে মরে॥
দেখিয়া লোকের সুখ হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর।
পূর্ব্বদ্বার এড়ি গেল পশ্চিমদুয়ার॥
বহু তপপুণ্য করিয়াছে যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখি হরিষ রাবণ॥
রাবণ উত্তরদ্বারে করিল গমন।
তথা পুণ্যবান্ লোক করে দরশন॥
শুনিয়াছে আগমপুরাণ যেই রাজা।
পালিয়াছে পুত্রহেন যেবা নিজ প্রজা॥
পরহিংসা পরদার না করে যে জন।
মহামহৈশ্বর্য্য তার দেখিল রাবণ॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিমদুয়ার যে উত্তর।
তিনদ্বারে ধার্ম্মিক সে দেখিল বিস্তর॥
যমের দক্ষিণদ্বার ঘোর অন্ধকার।
রাত্রিদিন নাহি তথা সব একাকার॥
যত যত পাপিলোক সেই দ্বারে থাকে।
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে॥
চৌরাশীসহস্র কুণ্ড দক্ষিণদুয়ারে।
নরকে ডুবায়ে সব যমদূতে মারে॥
যমের প্রহারে লোক হয়েছে কাতর।
কলরব শুনি তথা গেল লঙ্কেশ্বর॥
প্রবেশিল দক্ষিণদ্বারেতে দশানন।
বিষম প্রহার তথা দেখিছে তখন॥
যত যত পাপ করিয়াছে যত জন।
যমদূতে প্রহারিছে যাহার যেমন॥
যেই যত পরদার করেছে কৌতুকে।
কুম্ভীপাকে পড়ি সেই ডুবিছে নরকে॥
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল।
তাহাতে ধরিয়া ফেলে যায় গার ছাল॥
অগম্যাগমন করে যে হরে ব্রাহ্মণী।
তার প্রহারের শুন ভীষণ কাহিনী॥
লোহার ডাঙ্গস দূত মারে গোটা গোটা।
রুষিয়া ডাঙ্গস মারে যাহে লৌহকাঁটা॥
সর্ব্বাঙ্গছেদনে তার পচে সব মাংস।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পোকা খুলে খায় অংশ॥

হাতে গলে বান্ধে তার দিয়া চর্ম্মদড়ি।
মাথার উপরে তুলি মারে লৌহবাড়ি॥
মস্তক ফাটিয়া যায় রক্ত পড়ে ধারে।
পরিত্রাহি ডাকে তারা দারুণপ্রহারে॥
গদাঘাতে মাথা চিরে রক্ত পড়ে স্রোতে।
বিষম প্রহার তারে ক:ব যমদূতে॥
নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী সকলেরে।
বিষ্ঠা খেয়ে পাপিলোক ফাঁফরিয়া মরে॥
গৃধিনীশকুনি মাংস টানে চারিভিতে।
উপাড়ে সাঁড়াশি দিয়া চক্ষু যমদূতে॥
হস্ত পদ নাসা কর্ণ নয়ন জিহ্বায়।
লোহার মুদ্গর মারে অসহ্য সে দায়॥
পাপপুণ্যভোগী হয় যে ই ন্দ্রিয়গণ।
বিষমপ্রহারে ভুঞ্জে যমের তাড়ন॥
পরনারী চুরি করিয়াছে যেই জন।
তাহাব বিষম শুন যমের তাড়ন॥
লৌহময়ী এক নারী আনে যমদূতে।
অগ্নিমধ্যে তাহাকে তাতায় ভালমতে॥
সেই লৌহ অগ্নিসম জ্বলন্ত ভীষণ।
পাপী সব তায় ধরি দেয় আলিঙ্গন॥
গার মাংস জ্বলে পরিত্রাহি ডাকে পাপী।
তাহা দেখি রাবণ হইল অ.ত তাপী॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণপ্রহারে।
জ্বালায় জ্বলিয়া পাপী ধড়ফড় করে॥
পরদার হরিয়াছে রাবণ বিস্তর।
বিষম প্রহার দেখি ভাবিত-অন্তর॥
শরণ লইলে তার যে হরে পরাণ।
করাতে চিরিয়া তারে করে খান খান॥
নিদারুণ পিপাসায় তালু তার শোষে।
পানীয় চাহিলে যমদূতে মারে রোষে॥
ব্রাহ্মণ-দেবের বস্তু হরে যেই জন।
তার প্রহারের কথা করি নিবেদন॥
হস্তপদ বান্ধে তার দিয়া চর্ম্মদড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি॥
বুকে শূল মারে কেহ চক্ষু টানি ধরে।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণপ্রহারে॥
দেবতা স্থাপিয়া যেবা না করে পূজন।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন॥
হাত-পা বান্ধিয়া ফেলে দিয়া চামদড়ি।
তাহার উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি॥

ঘাড়ে মুড়ে বান্ধি ফেলে অগ্নির ভিতর।
বিষম প্রহার ভুঞ্জে সহস্র বৎসর॥
পরধন যেই জন করে ডাকাচুরি।
ক্ষুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি॥
পরহিংসা পরদ্বেষ করেছে যে জন।
তার প্রহারের কথা অকথ্য কথন॥
মিথ্যাশাপ দেয় আর বলে মিথ্যাবাণী।
তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী॥
প্রতপ্ত সাঁড়াশি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি॥
যে হরে গচ্ছিত আর হরে স্থাপ্যধন।
নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ॥
ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে মারে জ্যেষ্ঠভাই।
মুষলে তাহারে মারে কারো রক্ষা নাই॥
পরহিংসা করে বলে অসত্যবচন।
বিষম তাহার হয় যমের তাড়ন॥
অপাত্রেতে কন্যা দেয় আরো লয় কড়ি।
তাহার মাথায় দেয় মাংসেব চুপড়ি॥
'মাংস লহ লহ' বলি সদা ডাক ছাড়ে।
মাংসের রসানি তার বুক বয়ে পড়ে॥
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সভামধ্যে বসি।
তার জিহ্বা টানে দিয়া জ্বলন্ত সাঁড়াশি॥
তার পূর্ব্বপুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ।
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ॥
অতিথি পাইয়া সেই না করে জিজ্ঞাসা।
অপাব দুর্গতি তার নরকেতে বাসা॥
একজন দান করে অন্যে হয় হাঁতা।
তার বুকে দেয় যম জগদ্দল জাঁতা।
সীমা হরে যেই জন পোড়ায় পরঘর।
বিষম প্রহার করে যমের কিঙ্কর॥
উভয়ের ন্যায়ে যেই করে পক্ষপাত।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাত॥
হারাণেরে জিনায় যে হইয়া সা.পক্ষ।
যমদূতে মারে তারে কহিতে অশক্য॥
চুরিডাকা করে যে না করে লোকহিত।
যমদূতে তাহারে প্রহারে বিপরীত॥
লোকে পীড়া দিয়া যেই তুষেছে ঈশ্বর।
পায় সে কুক্কুরজন্ম হাজার বছর॥
লোক রক্ষা না করি যে রাজা করে নাশ।
হইয়া শৃগালযোনি খায় মৃতমাস॥

না চিন্তিয়া দেশহিত চিন্তে নিজ হিত।
বিষম প্রহার তারে করে সমুচিত॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
বিষম যাতনাভোগ করে অনুক্ষণ॥
গুরুপত্নীহরণেতে যত পাপ হয়।
তাহার উচিত দণ্ড শরীরে না সয়॥
মরণে মরণ নাহি দুঃখমাত্র সার।
কর্ম্মভোগ ভুঞ্জে লোক না দেখে নিস্তার॥
পাতকী জনের সহ যে জন সম্ভাষে।
ধার্ম্মিকের ধর্ম্মলোপ হয় সেই দোষে॥
রাজা হয়ে প্রজা যদি না করে পালন।
পরলোকে নরক যে তার অখণ্ডন॥
পুত্রপালনেতে যদি রাজা পালে প্রজা।
কোটিকল্প স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সেই রাজা॥
শুদ্ধমনে যেই জন না করে পূজন।
অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ॥
যেবা হরে দেবস্ব বা করে দুরাচার।
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার॥
হাতে করি ঘৃত দেয় নৈবেদ্য উপরে।
সেই ঘৃত ঢুকে তার নখের ভিতরে॥
সে ঘৃত অন্নের তাপে উনাইয়া পড়ে।
অন্নসহ ঘৃত যায় শরীরভিতরে॥
শাস্ত্রে আছে সঘৃত নৈবেদ্যে করে পূজা।
সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঞ্জরে রাজা॥
এ সকল কথা শুনি লাগে চমৎকার।
দেবল ব্রাহ্মণের যে নাহিক নিস্তার॥
যে জন করিয়া ঋণ না করে শোধন।
তার পিতৃলোকে ভুঞ্জে যমের তাড়ন॥
বিঘতপ্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে।
তথির উপরে ফেলে ধরি তার মুণ্ডে॥
প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির উথাল।
তথির উপরে ফেলে যায় গার ছাল॥
অগ্নিমধ্যে সাঁড়াশি তাতায় ভালমতে।
তাহা দিয়া গাত্রমাংস কাটে যমদূতে॥
ইত্যাদি নরকভোগ করে বহুবার।
ব্রহ্মস্বহরণপাপে নাহিক নিস্তার॥
পরহিংসা করে যেবা সুজনেরে নিন্দে।
চামদড়ি দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে॥
গলায় বঁড়শি দিয়া করে টানাটানি।
খাণ্ডা দিয়া মাথে তার করে হানাহানি॥
দেখিল রাবণ যত পুরুষযন্ত্রণা।
ইহা হইতে বাইশগুণ নারীর যাতনা॥
ছোট করুক বড় করুক যত করে পাপ।
পাপানুসারেতে ভুঞ্জে শমনের তাপ॥



রাবণের নিকট যমের পরাজয়

লোকের যাতনা ভাবি দশানন চিতে।
বন্দী মুক্ত করিল সে মারি যমদূতে॥
শরাঘাতে রাবণ যে করে চূরমার।
যমদূত মারি করে বন্দীর উদ্ধার॥
যত পাপ করে লোক ভুঞ্জিবে সকলে।
পাপেতে বান্ধিয়া আনে দড়ি দিয়া গলে॥
পাপের কারণে পাপী চক্ষে নাহি দেখে।
পাপদোষে আর বার পড়িল নরকে॥
দশানন বলে বন্দী করিনু উদ্ধার।
আর বার কেন তারে করিছ প্রহার॥
দূত বলে রাবণ আমারে কেন গঞ্জে।
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে॥
ইহলোকে, রাবণ, তুমি যত কর পাপ।
পরলোকে এমনি ভুঞ্জিবে পরিতাপ॥
পরলোকে তব সনে হেথা হবে দেখা।
তখন তোমার সঙ্গে হবে লেখাজোখা॥
কুপিল রাবণরাজা দূতের বচনে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ যমদূতে হানে॥
যমের কিঙ্কর যত নানা-অস্ত্র ধরে।
শেল শূল জাঠা জাঠি ফেলে তদুপরে॥
যমদূত সকল সহজে ভয়ঙ্কর।
রাবণের সনে যুদ্ধ করিল বিস্তর॥
বড় বড় শালগাছ ফেলিল পাথর।
ভাঙ্গিল রথের চাকা রাবণ ফাঁফর॥
ব্রহ্মার বরেতে রথ অক্ষয় অব্যয়।
যত ভাঙ্গে তত হয় নাহি অপচয়॥
নানাশিক্ষা জানে সেই ব্রহ্মার কারণ।
বিচক্ষণ শেলে রাবণ করিল তাড়ন॥
তিতিল রাবণ-অঙ্গ আপন শোণিতে।
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে॥
যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর।
রাবণের সনে রণ করিল প্রচুর॥

নীল হরিতাল বাণ যমদূতে মারে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাবণ রথ হতে পড়ে॥
ছট্‌ফট্ করে রাজা বাণের জ্বালায়।
কুড়িচক্ষু রাঙ্গা করি দূতপানে চায়॥
‘থাক থাক’ করি সবে গর্জ্জয়ে রাবণ।
পাশুপতবাণ এড়ে রুষিয়া তখন॥
আলো করি আসে বাণ অগ্নি-অবতার।
যমদূত পুড়ে সব হইল সংহার॥
পুড়িয়া মরিল যত দূত অগ্নিতেজে।
রাবণের রথোপরে জয়ঢাক বাজে॥
রথোপরি সিংহনাদ ছাড়য়ে রাবণ।
বাহির হইল রথে রবির নন্দন॥
রাঙ্গামুখ রথখান অষ্টঘোড়া বহে।
ত্বরিতে আসিয়া রাবণের আগে রহে॥
যে মূর্ত্তিতে যমরাজ পৃথিবী সংহারে।
সে মূর্ত্তিতে মহারাজ আইল সমরে॥
কালদণ্ড মহা-অস্ত্র যমের প্রধান।
যুঝিবার বেলা আসি হৈল অধিষ্ঠান॥
যমেরে কহিছে, প্রভু, কর আজ্ঞাদান।
পরশিয়া রাবণেরে করি খান খান॥
পরশনে কিবা কাজ দরশনে মরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া মারি লঙ্কেশ্বরে॥
যম বলে, মৃত্যু, দেখ সংগ্রাম সরস।
দণ্ডহস্তে মারি পাড়ি রাবণ রাক্ষস॥
তোমার সংগ্রাম আজি ক্ষণেক থাকুক।
মারি পাড়ি রাবণেরে দেখহ কৌতুক॥
কালদণ্ডমুখে উঠে অগ্নি খরশান।
যার দরশনে লোক হারায় পরাণ॥
চারিভিতে অস্ত্র যার সর্পের আকার।
কালদণ্ড-অস্ত্রে কারো নাহিক নিস্তার॥
হেন কালদণ্ড যম তুলে নিল হাতে।
তাহা হৈতে বাহিরায় সর্প চারিভিতে॥
অজগর কালসর্প শঙ্খিনী চিত্রাণী।
মুখে বিষ-অগ্নি তার শিরে জ্বলে মণি॥
সর্পের বিকটদন্ত স্পর্শমাত্র মরি।
দণ্ড দেখি ত্রিভুবন কাঁপে থরহরি॥
বাণমুখে অগ্নি জ্বলে লোকের তরাস।
সর্ব্বলোকে দেখে দশাননের বিনাশ॥
ডাক দিয়া যমে সবে করয়ে বাখান।
রাবণ মরিলে যত দেবে পাবে ত্রাণ॥
আজি যদি, যম, তুমি মারহ রাবণে।
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণে॥
দেবতাসহিত ব্রহ্মা আছে অন্তরীক্ষে।
যমহাতে দণ্ড দেখে আইল সমক্ষে॥
শমনেরে চতুর্ম্মুখ কহেন বচন।
ক্ষান্ত হও, যমরাজা, না করিও রণ॥
রাবণ পাইল বর নাহি তব মনে।
রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে॥
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ।
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ত্রিভুবন॥
যাহার দর্শনে মরে স্পর্শে কিবা কথা।
হেন দণ্ড রাবণে মারিবা কেন বৃথা॥
দণ্ড ব্যর্থ যাবে নাহি মরিবে রাবণ।
আমার বচন শুন না করিহ রণ॥
দণ্ড রাখ দণ্ড রাখ শুন দণ্ডধর।
রাবণেরে জয় দিয়া তুমি যাহ ঘর॥
যম বলে তব বরে সবার ঠাকুরাল।
যে লঙ্ঘে তোমার বাক্য যাবে সে পাতাল॥
যমরাজ কালদণ্ড মৃত্যু তিনজন।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন॥
যম কালদণ্ড মৃত্যু এ তিনের গন্ধে।
পলায় রাক্ষসসৈন্য চুল নাহি বান্ধে॥
বড় বড় রাক্ষস সে রাবণ সোসর।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি হইল ফাঁফর॥
এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে।
পলায় রাক্ষস সব ছাড়িয়া রাবণে॥
অমাত্য পলায় সব ত্যজিয়া রাবণে।
একেশ্বর রাবণ রহিল মাত্র রণে॥
যুঝিবার কাজ থাকুক দেখি যমরাজে।
হেন বীর নাহি যে সম্মুখ হয়ে যুঝে॥
নির্ভয় রাবণরাজা বিধাতার বরে।
যমের সম্মুখে যুঝে শঙ্কা নাহি করে॥
দশদিক দশানন ছাইলেক বাণে।
রাবণের বাণ যম কিছুই না গণে॥
জাঠা জাঠি শেল এড়ে রবির নন্দন।
রাবণ জর্জ্জর হয় তবু করে রণ॥
ছাইল যমের রথ রাবণের বাণে।
দশবাণে সারথিরে বিন্ধে দশাননে॥
সন্ধান পূরিয়া সে ধনুকে যোড়ে শর।
সহস্রেক বাণ এড়ে যমের উপর॥

মৃত্যুর উপরে করে বাণবরিষণ।
বাণ ব্যর্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবণ॥
অতিমত্ত রাবণ সে বিধাতার বরে।
মৃত্যুর উপরে বাণ ফেলে নাহি ডরে॥
মৃত্যুর নাহি যে মৃত্যু কি করিবে বাণে।
অবোধ রাবণ তবু যুঝে তাঁর সনে॥
বাণ খেয়ে মৃত্যু তবে অতি কোপে জ্বলে।
যোড়হাত করিয়া যমের আগে বলে॥
নিবেদন করি, প্রভু, কর অবধান।
তোমার অস্ত্রের মধ্যে আমি সে প্রধান॥
মধুকৈটভাদি যত ছিল দৈত্যগণ।
বালি বলি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্জ্জয়।
তার সহ যুদ্ধ করা উপযুক্ত নয়॥
তোমার বচন, প্রভু, করি আমি দড়।
রণ ছাড়ি তব বাক্যে দিলাম আমি রড়॥
রথ হৈতে যম তবে হৈল অদর্শন।
'ধর ধর' বলি পিছে ডাকে দশানন॥
মন্দ মন্দ হাসিয়া রাবণরাজা ভাষে।
যম পলাইয়া যায় আমার তরাসে॥
যম যদি পলাইল দেখিল রাবণ।
আমি যমজয়ী বলি ভাবে দশানন॥
কৃত্তিবাসকবিত্ব অতি চমৎকার।
সর্ব্বলোকে রামায়ণ করিল প্রচার॥



রাবণের নিকট বাসুকির পরাজয়

শ্রীরাম বলেন, মুনি, জিজ্ঞাসি কারণ।
বিষম শুনিনু আমি যমের তাড়ন॥
পাপীর প্রহার শুনি লাগে চমৎকার।
পাতক করিলে কি না হয় প্রতিকার॥
মুনি বলে, রাম, তুমি কর অবধান।
তব অবতারে পাপী পায় পরিত্রাণ॥
যেই জন শুনিবেক এই রামায়ণ।
যমের সহিত তার নাহি দরশন॥
ইহা বিনা পাপীর নাহিক পরিত্রাণ।
রামনাম শুনিবেক পাপী সাবধান॥
চারিবেদ-অধ্যয়নে যত পুণ্য হয়।
একবার রামনামে তত ফলোদয়॥

শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ॥
সেথা হতে কোথা গেল দুষ্ট দশানন।
কহ কহ শুনি, মুনি, অপূর্ব্ব কথন॥
মুনি বলে রাবণ জিনিল সর্ব্বদেশ।
পাতাল জিনিতে শেষে করিল প্রবেশ॥
বাসুকির বিষে দগ্ধ হয় ত্রিভুবন।
তাহাকে জিনিতে যায় পাতালভুবন॥
চলিল রাবণরাজা অদ্ভুত সাজনি।
আইল তিরাশীকোটি কালভুজঙ্গিনী॥
এক এক ভুজঙ্গের বিষে বিশ্ব পোড়ে।
নাগিনী তিরাশীকোটি রাবণেরে বেড়ে॥
চারিভিতে বেড়ে সর্প রাবণ ফাঁফর।
রাবণে এড়িয়া সেনাপতি দিল রড়॥
রাবণ মুদ্গর ঘোর ফেলে চারিভিতে।
পলায় নাগিনী সব না পারে সহিতে॥
বাসুকিরে এড়িয়া পলায় উভরড়ে।
আসিয়া রাবণরাজা বাসুকিরে বেড়ে॥
বাসুকি করিল বিষবাণ-অবতার।
ব্রহ্মজালবাণে করে রাবণসংহার॥
বিষজাল মহাবিষ বাসুকিতে এড়ে।
রাবণ সে বিষজাল সহিতে না পারে॥
মায়াধারী রাবণ সে জানে নানাসন্ধি।
বাসুকিরে মহাজালবাণে করে বন্দী॥
বাসুকিরে বন্দী করি লোটে তার পুরী।
বিচিত্র আবাসঘরে ভরা নাগপুরী॥
বন্দী হয়ে সে বাসুকি মানে পরাজয়।
রাবণ তাহার প্রতি দিলেক অভয়॥
শতমুণ্ডে সহস্রেক ফণা যেই ধরে।
যার বিষাগ্নিতে সর্ব্ব চরাচর পুড়ে॥
মুখে জ্বলে অগ্নি যার শিরে মণি জ্বলে।
হেন সব সর্পেরে সে জিনিল পাতালে॥



রাবণের নিপাতকসহ যুদ্ধ ও মৈত্রী

জিনিয়া সর্পের দেশ নামে ভোগবতী।
নিপাতকরাজ্যেতে চলিল শীঘ্রগতি॥
নিপাতকরাজ্যে তার নাহি কোন ডর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্দ্ধর॥

রাবণ ডাকিয়া বলে নিপাতকঠাঁই।
লঙ্কার রাবণ আমি আজি যুদ্ধ চাই॥
নিপাতকরাজা সেই যমদরশন।
ধাইয়া আইল শীঘ্র করিবারে রণ॥
শেল জাঠি ঝকড়া যে অস্ত্র খরশান।
খাঁড়া আর ডাঙ্গস বিচিত্র ধনুর্ব্বাণ॥
নানা-অস্ত্র লইয়া উভয়ে করে রণ।
উভয়ের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগন॥
তুই হস্তী রণে যেন দন্তহানাহানি।
তুই সূর্য্যতেজে যেন ছাইল মেদিনী॥
তুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
তুইজনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ॥
উভয়ের যুদ্ধেতে হইল মহামার।
সকল পাতালপুরী হল অন্ধকার॥
কেহ কারে নাহি পারে তুজনে সোসর।
মাসেক তুজনে যুদ্ধ করে নিরন্তর॥
একমাস যুদ্ধ করে কেহ কারে নারে।
দেবগণে লয়ে ব্রহ্মা আইল সত্বরে॥
ব্রহ্মা বলে, নিপাতক, শুনহ বচন।
তোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ॥
নিপাতকে প্রবোধিয়া বিরিঞ্চি তখন।
রাবণের প্রতি কিছু কহেন বচন॥
রাবণ, তোমারে বলি শুনহ বচন।
নিপাতকে জিনিতে না পারিবে কখন॥
মম বরে তুইজন হয়েছ তুর্জ্জয়।
তুইজনে প্রীতি করি থাকহ নির্ভয়॥
লঙ্ঘিবারে পারে কেবা ব্রহ্মার বচন।
অস্ত্র ছাড়ি প্রীতি করে তবে তুইজন॥
নানাভোগে রাবণেরে রাখিল সম্মানে।
একবর্ষ রাবণ রহিল সেই স্থানে॥



রাবণের বরুণপুরীবিজয়

লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জি তার ঘর।
বরুণেরে জিনিতে চলিল লঙ্কেশ্বর॥
রত্নেতে নির্ম্মিত পুরী দিক আলো করে।
সুরভি আছেন সেই বরুণনগরে॥
রাবণ করিল সুরভিরে দরশন।
ক্ষীরধারা বহিতেছে তার অনুক্ষণ॥
যার ক্ষীরে ভাসিয়াছে ক্ষীরোদসাগর।
হেন ধেনু প্রদক্ষিণ করে লঙ্কেশ্বর॥
সুরভিকে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে।
যে যা চায় তাই পায় আমি চাই তবে॥
বরুণে জিনিয়া যেন আসি শীঘ্রগতি।
গমনসময়ে তোমা লইব সংহতি॥
এত বলি বরুণে জিনিতে দ্রুত চলে।
সুরভি সে অন্তর্দ্ধান হৈল হেনকালে॥
বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকিল রাবণ।
কোথা গেলে বরুণ আসিয়া দেহ রণ॥
বরুণের পাত্র বলে তিনি নাহি ঘরে।
কার ঠাঁই যুদ্ধ চাহ এ শূন্যনগরে॥
রাবণ বলিছে কোথা গিয়াছে বরুণ।
তথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ॥
বরুণের পুত্রগণ সবে মহাবীর।
লইয়া সামন্তসৈন্য হইল বাহির॥
তা সবারে রাবণ যে আকাশে নিরখে।
রাবণ চড়িয়া রথে যায় অন্তরীক্ষে॥
বরুণের পুত্র করে বাণবরিষণ।
বাণে বিদ্ধ রাবণ হইল অচেতন॥
রাবণ ফুটিয়া বাণ হইল কাতর।
তাহা দেখি রুষিল রাক্ষস মহোদর॥
মহোদরবীর যেন মদমত্ত হাতী।
বাণেতে বিন্ধিয়া পাড়ে রথের সারথি॥
পড়িল সারথি যদি বাণ বিন্ধে বুকে।
তিনভাই পলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে॥
অন্তরীক্ষে থাকি করে বাণবরিষণ।
বাণে বিদ্ধ মহোদর হৈল অচেতন॥
অচেতন মহোদরে দেখি লঙ্কেশ্বর।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়িল বিস্তর॥
আকাশে রহিতে নারে তিনসহোদর।
ভূমেতে পড়িয়া হয় ধূলায় ধূসর॥
তিনভায়ে ধরিল অনেক অনুচর।
ধরিয়া আনিল সবে পুরীর ভিতর॥
রণ জিনি রাবণের হরিষ অন্তর।
বরুণের অন্বেষণ করেন লঙ্কেশ্বর॥
বরুণের পুত্রে জিনি বরুণেরে চাহে।
প্রভাস নামেতে পাত্র রাবণেরে কহে॥
ব্রহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর।
গিয়াছেন সেখানে বরুণ জলেশ্বর॥

এত শুনি গেল রাবণ ভিতর আবাস।
পালঙ্কে পাইল বরুণের নাগপাশ॥
নাগপাশ পাইয়া সে সিংহনাদ ছাড়ে।
বিদায় হইয়া রাবণ তথা হৈতে নড়ে॥



বলির সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের লাঞ্ছনা

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ॥
সেথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি, মুনি, পুরাণকথন॥
মুনি বলে বলিরাজা পাতালেতে বৈসে।
দশানন গেল তথা জিনিবার আশে॥
পাতালে আবাসবর অতি সুনির্ম্মিত।
দেখিয়া রাবণরাজা হৈল চমকিত॥
সোণার প্রাচীর ঘর পর্ব্বতপ্রমাণ।
বিষ্ণুর আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
প্রহস্তকে রাবণ পাঠাল জিনিবারে।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত গেল দ্বারে॥
বলির দুয়ারে দ্বারী স্বয়ং নারায়ণ।
শরীরের জ্যোতিঃ কোটি সূর্য্যের কিরণ॥
আছেন বসিয়া দ্বারে রত্নসিংহাসনে।
শ্বেতচামরের বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে॥
প্রহস্ত বিস্মিত হয়ে আসিয়া সত্বর।
নিবেদন করিছে শুন হে লঙ্কেশ্বর॥
দেখিতেছি, মহারাজ, দুয়ারে বালির।
পরমপুরুষ এক সুন্দরশরীর॥
আজানুলম্বিত তাঁর ভুজচতুষ্টয়।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ তথি শোভা পায়॥
শ্যামল কোমল তনু সুপীতবসন।
তাড়িতজড়িত যেন দেখি নবঘন॥
বক্ষঃস্থল কৌস্তুভেতে শোভে অতিশয়।
বনমালা তদুপরি করেছে আশ্রয়॥
শুনিয়া রাবণ যায় পুরুষের পাশে।
রাবণে দেখিয়া সেহ মৃদু মৃদু হাসে॥
রূপে আলো করিয়াছে বলির দুয়ার।
নিরখিয়া রাবণের লাগে চমৎকার॥
রাবণ বলিছে, দ্বারী, পলাবি কোথায়।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ দে আমায়॥
শুনিয়া পুরুষ মৃদু হাসিয়া সম্ভাষে।
বলিসনে যুঝ গিয়া ভিতর আবাসে॥
বীরমধ্যে বীর আমি মুনিমধ্যে মুনি।
ত্রিভুবন সব আমি দিবসরজনী॥
আমা-সহ যুঝিবে শুনিতে উপহাস।
কারো সনে যুঝিতে না করি অভিলাষ॥
সমানে সমানে যুদ্ধ হয় ত উচিত।
তোমার আমার সনে যুদ্ধ অনুচিত॥
আমি বলি তোমারে শুনহ দশানন।
বলিকে জিজ্ঞাসা কর আমি কোন্ জন॥
এতেক শুনিয়া দশাননরাজা হাসে।
বলির নিকটে গেল ভিতর আবাসে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল বলি বসিতে আসন।
জিজ্ঞাসিল পাতালেতে এলে কি কারণ॥
সে বলে পাতালে বিষ্ণু রাখিল তোমারে।
সাজিয়া আইনু আমি বিষ্ণু জিনিবারে॥
বলি বলে হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে।
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে॥
দুয়ারে যাঁহার সনে হৈল দরশন।
সে পুরুষ সৃজিলেন এই ত্রিভুবন॥
যাহার উপরে কারো নাহি অধিকার।
সকল সৃজিয়া তিনি করেন সংহার॥
রাবণ বলিছে যম মৃত্যু কালদণ্ড।
ইহা হতে কোন্ জন আছে হে প্রচণ্ড॥
বলি বলে কি করিবে ভাই যমরাজ।
ত্রিভুবনে কেহ নাহি পুরুষসমাজ॥
যমইন্দ্রবরুণ যতেক লোকপাল।
পুরুষের প্রসাদেতে সকলে বিশাল॥
ইহার প্রসাদে দেব হয়েছে অমর।
এঁর বড় বীর নাই ত্রৈলোক্যভিতর॥
দানবরাক্ষস আদি বড় বড় বীর।
পুরুষদর্শনে, ভাই, কেহ নহে স্থির॥
সেই সে পুরুষবর স্বয়ং নারায়ণ।
তোমায় কিঞ্চিৎ কহি শুন হে রাবণ॥
সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভারি।
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী॥
রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির।
পুরুষের দেখা নাহি অদৃশ্য শরীর॥
রাবণ বলিছে ত্রাসে হৈল অদর্শন।
পেলে চড়ে বধিতাম তাহার জীবন॥

রাবণ আবার গেল পুরুষ-উদ্দেশে।
উপস্থিত হইল সে ভিতর আবাসে॥
বলি বলে রাবণের নাহি পাই মন।
পুনঃ পুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ॥
পাত্র লয়ে বসি তবে করে অনুমান।
বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান॥
বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে।
আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে॥
বন্ধনে পড়িল দুষ্ট আপনার দোষে।
রাবণ পড়িল বন্দী বলিরাজ হাসে॥
রাবণেরে বন্দী দেখি তুষ্ট দেবগণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবরিষণ॥
যত দেবকন্যা তারা করে হুলাহুলি।
বলির উপরে ফেলে পুষ্পের অঞ্জলি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আর দেব-ঋষি।
নাচিয়া বেড়ায় স্বর্গে যত স্বর্গবাসী॥
আজি হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার।
দেখিয়া রাক্ষসগণ করে হাহাকার॥
এইমত বন্দীশালে আছে ত রাবণ।
কৌতুকে নাচিয়া বেড়ায় যত দেবগণ॥
বলিভূপতির আছে সাতশত দাসী।
দেখিতে মোহিনী সবে পরমা রূপসী॥
উচ্ছিষ্টব্যঞ্জনঅন্নপূর্ণ স্বর্ণথালে।
পাখালিতে যায় তারা সাগরের জলে॥
রাবণ বলেন, কন্যা, শুনহ বচন।
একমুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন॥
চেড়ী সব বলে শুন রাজা লঙ্কেশ্বর।
দিতেছি তুলিয়া অন্ন মেল ত অধর॥
দয়া করি চেড়ী অন্ন দিল ততক্ষণ।
মুখ পসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ॥
কুঁজী বলে, রাবণ, তুমি হে মহারাজ।
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বাস লাজ॥
বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনে মনে।
আপনার বন্ধন লইল ততক্ষণে॥
লজ্জা পেয়ে রাবণ করিল হেঁটমাথা।
রাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা॥
যথায় যথায় আছে বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
তথা তথা রাবণ পাইল অপমান॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরাম-কৌতুকী।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসেন মনে হৈয়া সুখী॥
সেথা হতে আর কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি, মুনি, অপূর্ব্ব কথন॥



মান্ধাতার সহিত রাবণের যুদ্ধ ও মৈত্রী

মুনি বলে রাবণ আছয়ে রথোপর।
দিব্যরথে চড়ি যায় এক নরবর॥
স্বর্ণরথখান তার বহে রাজহংসে।
সাতশত দেবকন্যা পুরুষের পাশে॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কারো মুখে বাঁশী।
স্ত্রীগণবেষ্টিত সে পুরুষ স্বর্গবাসী॥
রথের উপরে যায় পরমকৌতুকে।
আপনার রথে থাকি রাবণ তা দেখে॥
রাবণ বলিছে কোথা পুরুষ পলাও।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ মোরে দাও॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন লঙ্কেশ্বর।
বহুদিন করিলাম তপস্যা বিস্তর॥
পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম প্রধান।
তোমা হেন অনেকের লইয়াছি প্রাণ॥
না করিল কেহ মোরে যুদ্ধে পরাজয়।
স্বর্গবাসে যাই আমি একথা নিশ্চয়॥
আমারে জিনিতে কেহ নারিল সংগ্রামে।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পূর্ব্বমুনি নামে॥
পৃথ্বীলীলা-অবসানে যাই স্বর্গবাসে।
এমন সময় যুদ্ধ যুক্তি না আইসে॥
রাবণ বলিল তুমি মোর ধর্ম্মবাপ।
পূর্ব্বে মোর পিতৃসহ তোমার আলাপ॥
দিগ্বিজয় করি আমি ত্রিভুবন জিনি।
কার সনে যুদ্ধ করি মনে অনুমানি॥
দিনেক রহিতে নারি আমি বিনা রণে।
তুমি যুক্তি বল আমি যুঝি কার সনে॥
পূর্ব্বমুনি বলে আছে মান্ধাতানৃপতি।
তার সনে যুঝহ সে সপ্তদ্বীপপতি॥
গেল সে ভ্রমিতে দেশ উত্তরদিকেতে।
থাক আজি বাসা করি এ রম্যপর্ব্বতে॥
এ পর্ব্বতে তার সনে হবে দরশন।
মান্ধাতা আইলে যুদ্ধ করিও তখন॥
এত বলি পূর্ব্বমুনি গেল স্বর্গবাসে।
হেনকালে মান্ধাতা কটকসহ আইসে॥

মান্ধাতাকে দেখিয়া যে রুষিল রাবণ।
মান্ধাতারাবণ দোঁহে বড় বাজে রণ॥
দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ায় দুইজন।
নানা-অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষণ॥
দুইরাজা নানা-অস্ত্র করে অবতার।
উভয় রাজার সেনা পলায় অপার॥
মান্ধাতা হীরার টাঙ্গী পাক দিয়া এড়ে।
রাবণ খাইয়া টাঙ্গী রথ হৈতে পড়ে॥
পড়িল রাবণরাজা বেড়ে সেনাপতি।
হর্ষে সিংহনাদ ছাড়ে মান্ধাতানৃপতি॥
চক্ষুর নিমিষে পায় রাবণ সম্বিত।
ধনুক পাতিয়া যুঝে মান্ধাতা চিন্তিত॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাক্ষস রাবণ।
জ্বলিয়া আগ্নেয় বাণ উঠিল গগন॥
দেখিয়া ত্রিদশগণে লাগে চমৎকার।
মান্ধাতা পড়িল সৈন্য করে হাহাকার॥
সম্বিত পাইয়া উঠে চক্ষুর নিমিষে।
উঠি সিংহনাদ করে মান্ধাতা হরিষে॥
উভয়ের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে।
দুইরাজা বাণ এড়ে দুই রাজা কাটে॥
দুইরাজা ক্রোধে বাণ এড়িছে বিস্তর।
মহাশব্দ করে বাণ তূণের ভিতর॥
কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ
একই সমান যুদ্ধ কয়ে দশমাস॥
মান্ধাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত।
স্থাবরজঙ্গম কাঁপে পৃথিবীপর্ব্বত॥
সপ্তস্বর্গ কাঁপে আর সে সপ্তসাগর।
শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল মহর্ষি ভার্গবে।
অবিলম্বে তথা আসি কন তিনি তবে॥
সম্বর সম্বর ক্রোধ না কর মান্ধাতা।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলেন শুন তার কথা॥
আছে যে ব্রহ্মার বর রাবণ না মরে।
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে॥
তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেন শেষে।
তাঁর ঠাঁই দশানন মরিবে সবংশে॥
তব বাণে না মরিবে লঙ্কার রাবণ।
অস্ত্র সম্বরিয়া প্রীতি কর দুইজন॥
মুনির বচন রাজা না করিল আন।
সম্প্রীতি করিয়া দোঁহে গেল নিজ স্থান॥

মান্ধাতারাবণেতে সমান গেল রণে।
জয়পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রাম উল্লসিত।
'কহ' বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত॥
মান্ধাতা ছাড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি, মুনি, অপূর্ব্বকথন॥



রাবণকর্ত্তৃক চন্দ্রলোকজয়

মুনি বলে একদিন ঘটিল এমন।
রথোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন॥
হেনকালে গগনে হইল চন্দ্রোদয়।
দেখিয়া হইয়া রুষ্ট দুষ্ট স্পষ্ট কয়॥
আমার বাণেতে মেরু নাহি ধরে টান।
আমার উপর দিয়া করিছে পয়াণ॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল কম্পিত যার ডরে।
লঙ্কার রাবণ আমি গ্রাহ্য নাহি করে॥
দেখিব কেমন চন্দ্র কত তার বল।
তাহারে জিনিব আর হরিব সকল॥
এইমত ভাবিয়া সে উঠিল আকাশে।
চন্দ্রলোকে গেল চন্দ্র জিনিবার আশে॥
চন্দ্রলোক দুইলক্ষ যোজনের পথ।
সপ্তস্বর্গ জিনিয়া যাইবে চড়ি রথ॥
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন।
পর্ব্বত এড়িয়া উঠে সহস্রযোজন॥
উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গে যাইতে যাইতে।
সহস্রযোজন উঠে পর্ব্বত হইতে॥
উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারথী।
সেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গা ভাগীরথী॥
রাজহংস আদি পক্ষী চরে গঙ্গাতীরে।
রাবণ কটকসহ গঙ্গাস্নান করে॥
গঙ্গাতটে নিত্যকর্ম্ম করি সমাপন।
সকল কটক রথে করিল গমন॥
আছেন শঙ্করগৌরী তাহার উপর।
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেশ্বর॥
গৌরীভক্ত যেই জন পূজেছে পার্ব্বতী।
সে স্থানে দেখে রাবণ তাহার বসতি॥
তদুপরি শিবলোক উঠিল রাবণ।
দেখে যক্ষপিশাচ সে শঙ্করের গণ॥

তিনকোটি দেব ছিল ধূর্জ্জটির পাশে।
রাবণে দেখিয়া তারা পলায় তরাসে॥
তদুপরি বৈকুণ্ঠেতে উঠিল রাবণ।
পুরীপ্রদক্ষিণ করি করিল গমন॥
ব্রহ্মলোকে গেল সে ব্রহ্মার নিজ স্থান।
আড়ে দীঘে অযুতেক যোজন প্রমাণ॥
তাহাতে সহস্রস্বর্গ দেখিল নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মাকৃত পুরী অদ্ভুত বিধান॥
সপ্তস্বর্গ জিনিয়া সে উঠিল রাবণ।
চন্দ্রের সহিত পরে হইল মিলন॥
রাবণে দেখিয়া চন্দ্রদেব বড় রোষে।
সহস্র সহস্র গুণ তুষার বরিষে॥
হিমবরিষণে কটকের হৈল জাড।
কটকের হস্তপদ জাড়ে হৈল আড়॥
হস্তপদ নাহি সরে বদ্ধ হয়ে জাড়ে।
তথাপি রাবণরাজা রণ নাহি ছাড়ে॥
প্রহস্ত বলিছে জাড়ে জোর নাহি হাতে।
পলাইয়া চল যাই বাঁচি কোনমতে॥
রাবণ কাতর হৈয়া যুঝিতে না পারে।
প্রাণ যায় তথাপি সে রণ নাহি ছাড়ে॥
রাবণ করিল এই উপায় প্রধান।
বাহির করিল অগ্নিময় মহাবাণ॥
ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে সেই বাণ-অগ্রভাগে।
সে বাণের প্রতাপেতে সব জাড় ভাগে॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ চন্দ্রমা হইল জরজর॥
বাণাঘাতে চন্দ্রমা হইল অচেতন।
পাইয়া চেতন পুনঃ উঠিল তৎক্ষণ॥
উভরড়ে চন্দ্রমা পলায় ত্যজি রণ।
পলায় চীৎকার ছাড়ি যত তারাগণ॥
প্রাণ লয়ে গেল চন্দ্র গণিয়া প্রমাদ।
ব্রহ্মলোকে গিয়া চন্দ্র করেন বিষাদ॥
ক্রন্দন করেন চন্দ্র ব্রহ্মা পান দুঃখ।
ত্বরিত গেলেন ব্রহ্মা রাবণসম্মুখ॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন অবোধ রাবণ।
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ॥
সর্ব্বলোকে বন্দে দেখ দ্বিতীয়ার চন্দ্র।
পূর্ণিমার চন্দ্র দেয় জগতে আনন্দ॥
সর্ব্বলোকে হৃষ্ট করে জোছনা রজনী।
চন্দ্রের সহিত কেন কর হানাহানি॥
কারো মন্দ না করে সবার করে হিত।
হেন চন্দ্রে মারিতে তোমার অনুচিত॥
শুন রে রাবণ তোরে মন্ত্র কহি কাণে।
পরেরে মারিতে পাছে নিজে মর প্রাণে॥
দুইজনে যুদ্ধ হৈলে মরে একজন।
অতঃপর ক্ষমা দেহ অবোধ রাবণ॥
বিধাতার বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
রাবণ প্রবোধ মানি করিল গমন॥
অগস্ত্যের কথা শুনি হৃষ্ট রঘুমণি।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন কহ মুনি॥
চন্দ্রকে জিনিযা কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি, মুনি, শুনি পুরাণকথন॥



রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব

অগস্ত্য বলেন শুন জানকীবল্লভ।
বাবণেব দিগ্বিজয় কহি আমি সব॥
জম্বুদ্বীপপার গেল বাজা লঙ্কেশ্বর।
কুশদ্বীপে দেখে এক পুরুষপ্রবব॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন দেহের আকার।
দেবের দেবতা যেন দেবতাব সাব॥
বারযোজনের পথ আড়ে পবিসর।
বারশত যোজন শবীর দীর্ঘতব॥
রাবণ বলিছে হে পুরুষ কেবা তুমি।
দেহ রণ সংগ্রাম চাহিয়া আমি ভ্রমি॥
পুরুষের কাছে গিয়া দশানন তর্জ্জে।
অজগর সর্প যেন সে পুরুষ গর্জ্জে॥
পুরুষ বলেন আজি ঘুচাই বিষাদ।
কতদিন সব আর তোর অপরাধ॥
কুড়িহাতে রাবণ সে নানা-অস্ত্র এড়ে।
পুরুষের গায়ে ঠেকি উখাড়িয়া পড়ে॥
নব নহে পুরুষ আপনি নারায়ণ।
বাণ ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবণ॥
পর্ব্বতযুগল যেন উরু দুইখণ্ড।
আজানুলম্বিত দুই মহাবাহুদণ্ড॥
অষ্টবসু আছে সেই পুরুষশরীরে।
বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ-উদরে॥
দশদিকপাল আছে পুরুষের পাশে।
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুসহ বায়ু বৈসে॥

হৃদিপদ্মে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি।
নাভিপদ্ম আসনে বৈসেন হৈমবতী॥
তাঁহার ললাটে সন্ধ্যা গায়ত্রীলিখন।
অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের পতন॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব দানব বিদ্যাধর।
তিনকোটি দেবকন্যা তাঁহার সোসর॥
করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার।
গাত্রে লোমাবলী রূপে আছে অবতার॥
বাসুকির বিষজালে বিশ্ব দগ্ধ করে।
সে বাসুকি পুরুষের মস্তক উপরে॥
রসনায় সরস্বতী সদা স্ফূর্তিমতী।
চন্দ্রসূর্য্য দুই চক্ষু সদা করে দ্যুতি॥
রাবণেরে চারিহাতে ধরেন তখন।
বিংশহস্ত রাবণ সে হৈল অচেতন॥
অচেতন হয়ে ভূমে লোটায় রাবণ।
পুরুষ গেলেন পরে পাতালভুবন॥
উলটিয়া চাহিতে লাগিল লঙ্কেশ্বর।
দেখিতে না পায় কিছু হইল কাতর॥
শরীর ঝাড়িয়া শুকসারণেরে পুছে।
পুরুষ আমারে মারি গেল কার কাছে॥
বলে শুকসারণ শুনহ লঙ্কেশ্বর।
তোমারে মারিয়া গেল পাতালভিতর॥
রাবণ পাতালে গেল পুরুষ-উদ্দেশে।
কোটি চতুর্ভুজ দেখে পুরুষের পাশে॥
সকল পাতালপুরী করে নিরীক্ষণ।
মায়ারূপী তিনি তাঁরে না চিনে রাবণ॥
ত্রাস পেয়ে মনে মনে ভাবিত রাবণ।
পুরুষ রাবণে দেখা দেন ততক্ষণ॥
পুরুষ সুবর্ণখাটে হরিষ-অন্তরে।
তিনকোটি দেবকন্যা পরিচর্য্যা করে॥
বসিয়াছে দেবকন্যাগণ কুতূহলে।
পুরুষে রাবণ যায় ধরিবারে বলে॥
কোপদৃষ্টে পুরুষ'রাবণপানে চায়।
অগ্নিতে পুড়িয়া ভূমে রাবণ লোটায়॥
'উঠ উঠ' বলিয়া পুরুষ ডাকে তারে।
উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে॥
রাবণ বলিছে তুমি কোন্ অবতার।
পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন রে রাবণ।
তোরে পরিচয় দিয়া কোন্ প্রয়োজন॥
যোড়হাত করিয়া বলিছে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর॥
তুমি হে আমারে মার তবে সে মরণ।
তোমা বিনা অন্য হাতে না মরে রাবণ॥
রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস।
নিতান্ত আমার হাতে হইবে বিনাশ॥
পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে।
রাবণ বিদায় হৈয়া তথা হৈতে সরে॥
শ্রীরাম বলেন কহ মুনিমহাশয়।
সে পুরুষ কোন্ জন দেহ পরিচয়॥
অগস্ত্য বলেন তিনি ভুবনের সার।
চতুর্ভুজ তিনকোটি তাঁর পরিবার॥
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কৌশল্যানন্দন।
তথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ॥



সূর্পণখার বৈধব্য

মুনি বলে দশানন দেশে দেশে চলে।
একদিন উঠিল সে গগনমণ্ডলে॥
তিনকোটি দৈত্য তথা কালকুলপতি।
রাবণেরে বেড়ে তারা সবসেনাপতি॥
তিনকোটি দৈত্য তারা যমের দোসর।
রাবণেরে বিন্ধি তারা করিল জর্জ্জর॥
জিনিতে না পারে দৈত্য চিন্তিত রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তখন॥
অগ্নিবাণ যুড়িলেক অগ্নি-অবতার।
অগ্নিবাণে দৈত্য সব হইল সংহার॥
একবাণে তিনকোটি করিল সংহার।
রাবণ বলিল লুট দৈত্যের ভাণ্ডার॥
সূর্পণখা নামে ছিল রাবণভগিনী।
রাবণের কাছে কান্দে চক্ষে পড়ে পানি॥
সূর্পণখা বলে, ভাই, তুমি মোর অরি।
বিধবা করিলে মোরে মোর পতি মারি॥
তিনকোটি দৈত্য যে মারিলে তুমি বলে।
মারিলে আমার স্বামী তাহার মিশালে॥
পাত্রমিত্র আদি আর বিভীষণ ভাই।
সকলে বিবাহ দিল দানবের ঠাঁই॥
যে দিন বিবাহ সেই দিন হৈনু রাঁড়ী।
সাগরে প্রবেশ করি আমি প্রাণ ছাড়ি॥

সূর্পণখার হাতে ধরি বলে মহারাজ।
অজ্ঞাতে হইল কর্ম্ম কত দেহ লাজ॥
দুই ভাই আছয়ে খর আর দূষণ।
তাহারা তোমার সদা করিবে পালন॥
স্বতন্ত্রা হইয়া তুমি থাক জনস্থানে।
স্বতন্ত্রের নামে রাঁড়ী হৃষ্ট হয় মনে॥
আর যত রাণ্ডী ঘরে বঞ্চয়ে যৌবন।
স্বতন্ত্রা করিল তারে কুবুদ্ধি রাবণ॥
সূর্পণখা চলিল সে রাবণ-আদেশে।
সবংশে রাবণ মরে সে রাণ্ডীর দোষে॥
সে রাণ্ডীর নাককাণ কাটিল লক্ষ্মণ।
তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাবণ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করিলা প্রকাশ॥



রাবণের স্বর্গ জয় করিতে গমন

অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
ইন্দ্ররাবণের যুদ্ধ কহি তব স্থান॥
কৌতুকে রাবণরাজা আছে লঙ্কাপুরে।
হেনকালে বিভীষণ বলে রাবণেরে॥
বলে হরে আন তুমি পরের সুন্দরী।
মধুদৈত্য আসি তব ভগ্নী কৈল চুরি॥
যত পাপ কর তুমি তোমারে সে ফলে।
কুম্ভনসী ভগ্নী দৈত্য হরে নিল বলে॥
প্রহস্ত মামার কন্যা নামে কুম্ভনসী।
রাত্রিতে করিল চুরি মধুদৈত্য আসি॥
অপমান শুনি রাজা কহিছে বিষাদে।
লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেঘনাদে॥
সুমেরু কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদবাণে।
এত অপমান করে তার বিদ্যমানে॥
তুমি আছ বিভীষণ ভাই সহোদর।
এত বীর সবে আছ লঙ্কার ভিতর॥
কারো শক্তি নাহি যুদ্ধ কর দৈত্যসনে।
তোমা সবাকারে ধিক্ কি ফল জীবনে॥
কুম্ভকর্ণবীর যদি লঙ্কাপুরে জাগে।
ভুবনের শত্রু নাহি আসে তার আগে॥
দিগ্বিজয় করে এনু আমি ত্রিভুবন।
থাকুক দৈত্যের কাজ ভাগে দেবগণ॥
ত্রিভুবন সে জিনিয়া এনু একেশ্বর।
ভগিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর॥
কুম্ভকর্ণ আর আমি আছি দুইজন।
মেঘনাদ আদি সব বীর অকারণ॥
লজ্জা পেয়ে রাবণেরে বলে বিভীষণ।
কারো দোষ নাহি দোষ দেহ অকারণ॥
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপস্বী।
ফলমূল খাই আমি থাকি উপবাসী॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন।
সন্ধান পাইয়া হানা দিল দৈত্যগণ॥
রাবণ বলে যজ্ঞ কেন করে মেঘনাদ।
যজ্ঞ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক প্রমাদ॥
মেঘনাদযজ্ঞকথা কহে বিভীষণ।
যজ্ঞস্থানে রাজা তবে করিল গমন॥
বিচিত্র যজ্ঞের স্থান বটবৃক্ষতলা।
মেঘনাদ যজ্ঞ করে নামে নিকুম্ভিলা॥
অনাহারে যজ্ঞশালে রাত্রিদিন থাকে।
দ্বাদশ বৎসর নাহি নারীমুখ দেখে॥
স্বর্ণ নামে আছিল প্রধান পুরোহিত।
তাহারে লইয়া যাগ করয়ে ত্বরিত॥
ন্যাস করি পুরোহিত অগ্নিকুণ্ড পূজে।
অগ্নি আসি অধিষ্ঠান হয় মন্ত্রতেজে॥
অধিষ্ঠান হয়ে অগ্নি রহিলা সম্মুখে।
মেঘনাদ পূজা দেয় দশানন দেখে॥
যজ্ঞের আহুতি খেয়ে অগ্নির সন্তোষ।
মেঘনাদে বর দেন হয়ে পরিতোষ॥
অগ্নি বলে মেঘনাদ বর দিনু তোরে।
যজ্ঞ করি যথাতথা যাহ যুঝিবারে॥
পরাজয় না হইবে আমি দিনু বর।
অন্তরীক্ষে যুঝিবে রিপুর অগোচর॥
যজ্ঞে আসি বর দিনু তব বিদ্যমানে।
এতেক বলিয়া অগ্নি গেল নিজ স্থানে॥
চমৎকার লাগিল দেখিয়া রাবণে।
রাজা বলে, মেঘনাদ, চল মোর সনে॥
ত্রিভুবন জিনিলাম আমি একেশ্বর।
তোমারে লইয়ে আজি জিনি পুরন্দর॥
ত্রিভুবন উপরেতে ইন্দ্র হয় রাজা।
ইন্দ্রেরে জিনিলে সবে করে মোর পূজা॥
সাক্ষাতে দেখিব তোর যজ্ঞের পরীক্ষে।
ইন্দ্রসনে কেমনেতে যুঝ অন্তরীক্ষে॥

আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর।
শীঘ্রগতি উঠ গিয়া রথের উপর ॥
চৌদ্দবর্ষ অনাহারে ছিল মেঘনাদ।
মধুপান করিয়া ঘুচিল অবসাদ ॥
অন্তঃপুরে নাহি যায় সে চৌদ্দবছর।
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর ॥
নারীসম্ভাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে ।
যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে ॥
শতকোটি হস্তী নড়ে লক্ষকোটি ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী সাজে জাঠি ও ঝকড়া ॥
সারথি জানিল আজি সংগ্রামে গমন।
সংগ্রামের রথখান করিল সাজন ॥
সাজায়ে আনিল রথ অতি মনোহর।
সংগ্রামের অস্ত্র তুলে রথের উপর ॥
বীরদাপে মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য ঠাট নড়ে মুড়ে মুড়ে ॥
নিজ ঠাটে মেঘনাদ কবিছে সাজনি।
মেঘনাদের বাদ্যভাণ্ড তিন অক্ষৌহিণী ॥
রাজার ছত্রিশকোটি মুখ্যসেনাপতি।
সাজিয়া রাবণসঙ্গে চলে শীঘ্রগতি ॥
মহোদর মহাপাশ খর ও দূষণ।
তালভঙ্গ সিংহরব ঘোরদরশন ॥
মহাবাহু শুকবাহু যজ্ঞধূম আর।
বাঁকামুখ মেঘমালী বিক্রমে অপার ॥
শুক সারণ শার্দ্দূল চলে বিদ্যুন্মালী।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ বলে মহাবলী ॥
চলে শঠ নিশঠ সে বিক্রমে কেশরী।
রাবণের সৈন্য যত কহিতে না পারি ॥
রথে গজে অশ্বেতে কুমার ভাগে নড়ে।
শিক্ষামত যে যাহার বাহনেতে চড়ে ॥
অক্ষয়কুমার আদি চলে দেবান্তক।
ত্রিশিরা অতিকায় ও চলে নরান্তক ॥
নানা-অস্ত্রে সাজি চলে কুমার ত্রিশিরা।
রথের সাজনি কত মাণিক্যাদি হীরা ॥
কুম্ভকর্ণপুত্র কুম্ভনিকুম্ভ দুজন।
যাহাদের ভয়েতে কম্পিত ত্রিভুবন ॥
কনকরচিত রথ প্রভাকরজ্যোতি।
চড়ে তাহে প্রধান যতেক সেনাপতি ॥
সাজিয়া চলিল তিনকোটি তেজী ঘোড়া।
শত-অক্ষৌহিণী ঠাট জাঠি ও ঝকড়া ॥

মুদগর মুষল টাঙ্গি খাঁড়া খরশান।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে খরতর বাণ ॥
মকরাক্ষ চলিল দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
তার সম বীর নাই লঙ্কার ভিতর ॥
কুম্ভকর্ণনিদ্রাভঙ্গ হৈল সেই দিনে।
ইন্দ্র জিনিবারে চলে রাবণের সনে ॥
একদিন জাগে ছয় মাসের অন্তর।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে উঠে ক্ষুধায় কাতর ॥
ছয়মাস ক্ষুধাতে না খায় অন্নজল।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে বীর ক্ষুধায় বিকল ॥
সাতশত খাইলেক মদের কলসী।
পর্ব্বতপ্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি ॥
অর্দ্ধেক লঙ্কার ভোগ করিল ভক্ষণ।
সাজিল যে কুম্ভকর্ণ করিবারে রণ ॥
ভূমিকম্প হয় যেন দেখি ভয় করে।
টলমল করে লঙ্কা কটকের ভরে ॥
রাবণের রথ লয়ে যোগায় সারথি।
রাজহংস বহে রথ পবনের গতি ॥
হস্তীঘোড়া নড়ে ঠাট-কটক অপার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে লাগে চমৎকার ॥
ইন্দ্র জিনিবাবে করে এতেক সাজনি।
নিজ ঠাট রাবণের শত-অক্ষৌহিণী ॥
ইন্দ্রে জিনিবারে সবে করিল গমন।
চারিদিকে নানা শব্দে বাজিছে বাজন ॥
শতলক্ষ কাঁসি তিনলক্ষ করতাল।
সহস্রেক ঘণ্টা বাজে শুনিতে রসাল ॥
ভেরী ও ঝাঁঝরী বাজে তিনকোটি কাড়া।
আগে চলে লক্ষ লক্ষ দামামা দগড়া ॥
খঞ্জনী খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বীণা।
অসংখ্য রাক্ষসীঢাক না হয় গণনা ॥
ঢেমচা খেমচা বাজে ঝম্প কোটি কোটি।
সাতলক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি ॥
একশতলক্ষ বীণা তিনকোটি শঙ্খ।
দোহারী মোহারী শাণী গণিতে অসংখ্য ॥
মৃদঙ্গ সেতারা ঢোল তিনলক্ষ কাঁসী।
খঞ্জনীতে মিলাইতে দুইলক্ষ বাঁশী ॥
গভীর শব্দেতে বাজে অসংখ্য মাদল।
প্রলয়কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল ॥
রাবণের সাজনে দেবে চমৎকার।
মহাশব্দে রথেতে সাগর হৈল পার ॥

মধুদৈত্যের সহিত রাবণের মিলন

মনেতে ভাবিয়া তবে বলে লঙ্কেশ্বর।
আগে মধুদৈত্য জিনি পিছে পুরন্দর॥
সাগর হইয়া পার সৈন্য চলে ত্বরা।
চক্ষুর নিমিষে গেল নগর মথুরা॥
ঘেরিল মথুরপুরী রাক্ষস সকল।
সুখে নিদ্রা যায় মধুদৈত্য মহাবল॥
নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি।
কুম্ভনসী বাহির হইল একেশ্বরী॥
রাবণ বলে কহ ভগ্নি দৈত্য গেল কোথা।
আজি দেখা পাইলে কাটিব তার মাথা॥
আমি যদি থাকিতাম লঙ্কার ভিতর।
সেই দিন পাঠাইতাম তারে যমঘর॥
রাবণের কথা শুনি কুম্ভনসী ভাষে।
পলাইয়া গেল দৈত্য তোমার তরাসে॥
তোমার বাণেতে ভাই কারো নাহি রক্ষা।
রাঁড়ী কৈলে সহোদরা ভগ্নী সূর্পণখা॥
তার স্বামী মারিলে হইয়া মহারাজ।
মোরে রাণ্ডী করি ভাই সাধিবে কি কাজ॥
ধর্ম্মপথে রহিয়াছে পতি সে আমার।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে এই ভগিনী তোমার॥
হইলে তোমার কোপ কম্পে দেবগণ।
অনন্ত বাসুকি ভাগে দৈত্য কোন্ জন॥
কোপ ছাড় মোর তরে স্বামী দেহ দান।
লবণ নামেতে পুত্র দেখ বিদ্যমান॥
কুড়িপাটি দন্ত মেলি দশানন হাসে।
কেতকীকুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥
দশানন বলে আমি না মারিব প্রাণে।
ইন্দ্রে জিনিতে যাব আসুক মোর সনে॥
কুম্ভনসী চলিল রাবণ-আজ্ঞা পেয়ে।
শুয়ে ছিল মধুদৈত্য তথা গেল ধেয়ে॥
কুম্ভনসী ধেয়ে যায় আলুলিত চুল।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে মধুদৈত্য মহাবল॥
ঘূর্ণিতলোচনে দৈত্য শয্যাপরি বৈসে।
কুম্ভনসীত্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে॥
আচম্বিতে মথুরায় কেন গণ্ডগোল।
গড়েয়ে বাহিরে কেন কটকের রোল॥
কুম্ভনসী বলে তুমি না জান কারণ।
তোমারে বধিতে আইল লঙ্কার রাবণ॥
লঙ্কা হৈতে তুমি বলে আনিলে আমারে।
সেই কোপে তোমারে সে এল কাটিবারে॥
দৈত্য বলে শীঘ্র আন শঙ্করের শূল।
সবংশে রাবণে আজি করিব নির্ম্মূল॥
শুনিয়া দৈত্যের কথা কুম্ভনসী কয়।
রাবণের সনে বাদে মরণ নিশ্চয়॥
থাকুক তোমার কার্য্য না পারে বিধাতা।
রাবণের সঙ্গে বাদে অন্যের কি কথা॥
রাবণের দোষ নাই তুমি সর্ব্বদোষী।
আমারে আনিলে হরে ত্রিপ্রহর নিশি॥
অবিচার কর্ম্ম হেন করিলে আপনে।
আপনি করহ কোপ কিসের কারণে॥
রাবণের কাছে আমি গিয়াছিনু আগে।
তুষ্ট করি আসিয়াছি মিষ্ট অনুযোগে॥
তুষ্ট হয়ে কহিল আমার বিদ্যমানে।
সম্ভাষ করুক দৈত্য এসে মোর সনে॥
প্রধান কুটুম্ব তব হয় মম ভ্রাতা।
আদরে বাটীতে আন কয়ে মিষ্টকথা॥
পূর্ব্বকোপে যদি কিছু কহে মোর ভাই।
সহ্য সমাবেশ কর তাহে ক্ষতি নাই॥
কুম্ভনসীকথা শুনি মধুদৈত্য হাসে।
যোড়হাত করি গেল রাবণের পাশে॥
রাবণ বলে করেছিলে বড়ই প্রমাদ।
আমার ভগিনী আন এত"বড় সাধ॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে আমারে করে ডর।
যম নাহি যায় ভয়ে লঙ্কার ভিতর॥
কত বল ধর তুমি কত আছে সেনা।
কোন্ সাহসেতে দেহ লঙ্কাপুরে হানা॥
তোরে বান্ধি লইতাম সাগরের পার।
ভস্মরাশি করিতাম মথুরানগর॥
বিস্তর কাঁদিল আসি ভগ্নী পায়ে ধরে।
ভগ্নীরে কাতর দেখি ক্ষমিলাম তোরে॥
মধুদৈত্য রাবণের বন্দিল চরণ।
যোড়হাত করি বলে শুনহ রাবণ॥
তোমার সংগ্রামে হরিহরে করে ভয়।
আমারে করহ কোপ উপযুক্ত নয়॥
হীনবীর্য্য দৈত্য আমি তুমি মহাবল।
অপরাধ ক্ষমা কর আমার সকল॥
পরমপণ্ডিত তুমি লঙ্কার ঈশ্বর।
আমার মথুরা তব ভোগের ভিতর॥

মার্জ্জনা করহ দোষ অবোধ জনার।
আসি পদধূলি দেহ আশ্রমে আমার ॥
হাসি হাসি রথ হৈতে নামিয়া রাবণ।
মধুদৈত্য-আলয়েতে করিল গমন ॥
আগে আগে মধুদৈত্য পশ্চাতে রাবণ।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল দুইজন ॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা দশাননে।
যথাযোগ্য স্থানে বসায় অন্য যত জনে ॥
দৈত্যের আদরে তুষ্ট লঙ্কার ঈশ্বর।
দশানন বলে তব চরিত্র সুন্দর ॥
মধুদৈত্য বলে আজি থাক এইখানে।
কালি গিয়া যুদ্ধ কর পুরন্দরসনে ॥
রাবণ বলে কালি কুম্ভকর্ণের শয়ন।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে যুঝে কোন্ জন ॥
নানা ভোগে রাবণেরে ভুঞ্জায় দানব।
তথা হৈতে চলে রাবণ পাইয়া গৌরব ॥
রাবণ বলিছে, দৈত্য, শুন মোর বাণী।
আরম্ভ করিব যুদ্ধ থাকিতে রজনী ॥
কত অস্ত্র আছে তব জাঠি ও ঝকড়া।
কত সেনা আছে তব হাতী আর ঘোড়া ॥
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর।
লুটিব অমরাবতী রাত্রের ভিতর ॥
রাত্রের ভিতরে স্বর্গে করিব সংগ্রাম।
আসিবার কালে হেথা করিব বিশ্রাম ॥
মধুদৈত্যের হাতীঘোড়াকটক বিস্তর।
সাজিয়া রাবণসঙ্গে চলিল সত্বর ॥



রাবণকর্ত্তৃক অমরাবতী আক্রমণ

অন্তরীক্ষে ঠাট যত চলে মুড়ে মুড়ে।
রাত্রি দুইপ্রহরে অমরাবতী বেড়ে ॥
বিষম অমরাবতী না পারে লঙ্ঘিতে।
রহিল অসংখ্য ঠাট বেড়ি চারিভিতে ॥
ত্রিভুবন জিনি স্থান অমরনগরী।
প্রবালমাণিক্যমণি শোভে সারি সারি ॥
সুবর্ণনির্ম্মিত পুরী বিচিত্রগঠন।
উভেতে প্রাচীর তিনশতেক যোজন ॥
শতেক যোজন পুরী আড়ে পরিসর।
দীঘে ওর নাহি তার বায়ু-অগোচর ॥
একৈক যোজন এক দুয়ার গঠন।
বহু অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের রক্ষণ ॥
সোণার কপাট খিল পর্ব্বতের চূড়া।
সোণার হুড়কা তায় নবরত্ন বেড়া ॥
শত-অক্ষৌহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা।
চারি-অংশ করি সেনা চারি দ্বারে থানা ॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা থাকে দুইদ্বারে।
কাহার নাহিক শক্তি পথ লঙ্ঘিবারে ॥
শতবৃন্দ ভিতরেতে আছে অন্তঃপুরী।
শচী দেবকন্যা তথা পরমাসুন্দরী ॥
পরমাসুন্দরী শচী তিনি মুখ্যরাণী।
ত্রিভুবন জিনি রূপ দেবতামোহিনী ॥
পদ্মকোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর।
নানারত্নপরিপূর্ণ পরমসুন্দর ॥
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর দুয়ার চৌতারা।
দেবকন্যাগণ তাহে রূপে মনোহরা ॥
স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশালা।
দেবগণ লয়ে ইন্দ্র করে তাতে খেলা ॥
নাহি শোক দুঃখ নাহি অকালমরণ।
ত্রিভুবন জিনি স্থান ভুবনমোহন ॥
সদানন্দময় সে অমরাবতী নাম।
যত দেব আসি তথা করয়ে বিশ্রাম ॥
নানারঙ্গে নৃত্য করে বহু পক্ষিগণ।
কুসুমসুগন্ধে সবে আনন্দে মগন ॥
প্রমাদ পড়িল তাহা ইন্দ্র নাহি জানে।
অমরনগরী গিয়া বেড়িল রাবণে ॥
রাবণ বেড়িল স্বর্গ শুনি পুরন্দর।
দেবগণে লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর ॥
বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র করেন স্তবন।
রাবণে মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ ॥
দেখিয়া ইন্দ্রের ত্রাস হাসে নারায়ণ।
দেবগণে আশ্বাসিয়া বলেন বচন ॥
নারায়ণ বলেন শুনহ পুরন্দর।
এ শরীরে আমি না মারিব লঙ্কেশ্বর ॥
তোমারে কহি যে ইন্দ্র শুনহ কারণ।
আমা বিনা কারো হাতে না মরে রাবণ ॥
ব্রহ্মা দিয়াছেন বর তপে হয়ে তুষ্ট।
বিনা নরবানরেতে না মরিবে দুষ্ট ॥
পৃথিবীমণ্ডলে আমি হব অবতার।
সবংশেতে রাবণেরে করিব সংহার ॥

দেবতার হাতে কভু না মরে রাবণ।
যুদ্ধ করি খেদাড়িয়া দেহ দেবগণ॥



রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয়

বিষ্ণুর আজ্ঞায় ইন্দ্র যায় শীঘ্রগতি।
যুঝিবারে সাজিলেন অমরের পতি॥
ত্রিভুবন উপরেতে ইন্দ্র-অধিকার।
দশদিকপাল আসি হৈল আগুসার॥
দক্ষিণে কুবের আর কৈলাস উত্তরে।
যক্ষরক্ষ লয়ে এল যুঝিবার তরে॥
একবার রাবণের যুদ্ধে পেল লাজ।
আর বার আইল কুবের যক্ষরাজ॥
যমমৃত্যু সংগ্রামে আইল দুইজন।
একবার যুদ্ধে দোঁহে জিনিল রাবণ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইল রাবণের যুদ্ধে।
আর বার আইল ইন্দ্রের অনুরোধে॥
পাতালেতে বাসুকিরে জিনিল রাবণ।
সেই কোপে যুঝিতে আইল নাগগণ॥
আইল তিরাশীকোটি চিত্রিণী শঙ্খিনী।
যাহাদের বিষজালে দহয়ে মেদিনী॥
একবার বরুণেরে জিনেছে রাবণ।
যুঝিতে বরুণ কোপে এল সে কারণ॥
মরুজ্জ অসুর আর এল বিদ্যাধর।
ভূতপ্রেতপিশাচাদি আইল বিস্তর॥
চন্দ্রসূর্য্য আইল নক্ষত্র আরবার।
রাবণের রণেতে হইল আগুসার॥
শনিরাহুকেতু-আদি যত গ্রহগণ।
রাত্রিদিবা ঝড়বৃষ্টি আইল তখন॥
সমর দেখিতে আইলেন মহেশ্বরী।
চৌষট্টি যোগিনী তার সঙ্গে সহচরী॥
দেবীর অসীম মূর্ত্তি ষোড়শী বগলা।
ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী দেবী ব্রহ্মাণী কমলা॥
নারসিংহী বারাহী ধরেন নানাকলা।
কাত্যায়নী চামুণ্ডা গলেতে মুণ্ডমালা॥
রণে আইলেন দেবী বেশ ভয়ঙ্কর।
আছুক অন্যের কাজ দেবে লাগে ডর॥
রক্তবীজ আদি যিনি মারিলা কটাক্ষে।
রাবণের তরে রহিলেন অন্তরীক্ষে॥

স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
চারিদিকে পড়ে অস্ত্র অগ্নির উথাল॥
নানা-অস্ত্র পড়ে নাহি যায় সংখ্যা করা।
অমরাবতীতে যেন বরিষয়ে ধারা॥
নানা-অস্ত্র রাক্ষস করিছে অবতার।
সুরপুরী বাণেতে হইল অন্ধকার॥
জাঠা জাঠী শেল শূল মুষল মুদ্গর।
খাণ্ডা খরশান বাণ অতি ভয়ঙ্কর॥
পড়ে গদা সাবল নাহিক লেখাজোখা।
চারিদিকে ফেলে বাণ যার যত শিক্ষা॥
রথে রথে ঠেকাঠেকি ভাঙ্গি পড়ে কত।
হস্তীঘোড়াচাপনেতে হস্তীঘোড়া হত॥
যুঝে দেব দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
লেখাজোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর॥
দেবতারাক্ষসে অস্ত্র করে অবতার।
সকল অমরাবতী বাণে অন্ধকার॥
দুই সৈন্য যুদ্ধে পড়ে রক্তে হয়ে রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা॥
হস্তীঘোড়াঠাট কত রক্তোপরি ভাসে।
হরিষে পিশাচগুলা মনে মনে হাসে॥
বিম্বকে বিম্বকে রক্তে বান্ধি উঠে ফেনা
শকুনিগৃধিনী তাহে করিছে পাবণা॥
ইন্দ্র বলে, রাবণ, কি করহ যুদ্ধছল।
জনে জনে যুঝ দেখি কার কত বল॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হাসিল রাবণ।
মোর সনে যুঝেছে সকল দেবগণ॥
বরুণ কুবের যম জিনেছি মান্ধাতা।
যুঝিবে আমার সনে কে আছে দেবতা॥
হেনকালে শনি গেল রাবণের পাশে।
দশমাথা খসে পড়ে দেবগণ হাসে॥
রাবণ বিকৃত হৈল সংগ্রামভিতরে।
দেখি যত দেবগণ উপহাস করে॥
দশমাথা খসে পড়ে বল নাহি টুটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার দশমাথা উঠে॥
বাবেক ভিন্ন শনির আর নাহি রণ।
উড়িল শনির প্রাণ দেখিয়া রাবণ॥
ব্রহ্মার বরেতে মাথা খসিলে না মরে।
পলাইয়া গেল শনি রাবণের ডরে॥
শনি পলাইল দেখি রাক্ষসেরা হাসে।
হেনকালে যম গেল রাবণের পাশে।

যমেরে দেখিয়া পরে দশানন হাসে।
মরিবারে কেন, যম, এলি মোর পাশে॥
যম বলে, বেটা, না করিস অহঙ্কার।
আমি তোরে করিতাম সেদিন সংহার॥
ভাগ্যেতে বাঁচিলি প্রাণে ব্রহ্মার কারণ।
ব্রহ্মা আজি নাহি হেথা জীবি কতক্ষণ॥
আছয়ে চৌষট্টি রোগ যমের সংহতি।
প্রবেশিল রাবণের অঙ্গে শীঘ্রগতি॥
কত কত মায়া জানে রাজা দশানন।
ব্রহ্ম-অগ্নি শরীরেতে জ্বালিল তখন॥
পুড়ে মরে রোগ সব ডাকে পরিত্রাহি।
সহিতে না পারি সবে গেল যমঠাঞি॥
রোগপীড়া পলাইল রক্ষোবাজ হাসে।
মোর কাছে যম তুমি দর্প কর কিসে॥
যম বলে, বেটা, কি করিস অহঙ্কার।
আমার হাতেতে তোর সবংশে সংহার॥
রোগপীড়া পলাইল পেলি মনে আশ।
আমার দণ্ডেতে তোর সবংশে বিনাশ॥
করিলি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বব॥
অবশ্য মরণ হবে যাবি মোব ঘর।
চক্ষু পাকাইয়া গর্জ্জে যমের কিঙ্কর॥
যমরাজরাবণে দুজনে গালাগালি।
দূর হৈতে শুনে কুম্ভকর্ণ মহাবলী॥
ধাইযা যায় কুম্ভকর্ণ যমে গিলিবারে।
কুম্ভকর্ণ দেখি যম পলাইল ডরে॥
পলাইয়া রহে যম ইন্দ্রের গোচব।
দেখিয়া যমের ভঙ্গ কহে পুরন্দর॥
সর্ব্বজনে মরে যম তোমা দরশনে।
যম তুমি ভঙ্গ দিলে যুঝে কোন্ জনে॥
হেনকালে বহাইল বায়ু মহাঝড়।
উড়ায়ে রাক্ষসগণে কৈল একজড়॥
রাবণের যত ঠাট ঝড়ে উড়াইল।
ভয়েতে রাবণরাজা চিন্তিত হইল॥
কুম্ভকর্ণবীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে।
কুম্ভকর্ণ চলিল পবনে গিলিবারে॥
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া পবন দিল রড়।
পলাইল পবন ঘুচিল সব ঝড়॥
পবন পালায়ে গেল মনে পাইয়া ডর।
বরুণ প্রবেশ করে রণের ভিতর॥

বরুণের মায়াতে সকল জলময়।
জল দেখি রাবণের বড় লাগে ভয়॥
কুম্ভকর্ণের নাহি ভয় দুর্জ্জয় শরীর।
আর যত সেনা সব হইল অস্থির॥
বরুণের মায়া চূর্ণ করিতে রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তখন॥
অগ্নিবাণ রাবণের অগ্নি-অবতার।
অগ্নিবাণে সব জল করিল সংহাব॥
বরুণের মায়া যদি ভাঙ্গিল বাবণ।
রণেতে প্রবেশ করে যত গ্রহগণ॥
একাদশ রুদ্র এল দ্বাদশ ভাস্কব।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল হইল দীপ্তিকর॥
একেবারে হইল দ্বাদশ সূর্য্যোদয়।
ভয়েতে রাক্ষসগণ গণিল সংশয়॥
ধনুকেতে রাজা যোড়ে বাণ ব্রহ্মজাল।
বাণ হতে বরিষয়ে অগ্নির উথাল॥
রাবণের বাণেতে সে দেবগণ কাঁপে।
সূর্য্যতেজ নিভাইল রাবণ প্রতাপে॥
যতেক দেবতাগণে জিনিল রাবণ।
মেঘনাদজয়ন্ত দুজনে বাজে রণ॥
দুই রাজপুত্র যুঝে দুজনে প্রধান।
কেহ কারে নাই জিনে দুজনে সমান॥
মেঘনাদবাণেতে জয়ন্ত পায় ডব।
পলায়ে জয়ন্ত গেল পাতালভিতব॥
পুলোমা দানব তার মাতামহ হয়।
পাতালে লুকায়ে রহে তাহার আলয়॥
ইন্দ্রস্থানে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ।
আচম্বিতে জয়ন্তে না দেখি কি কারণ॥
মেঘনাদের বাণ বুঝি না পারি সহিতে।
আছে কিনা আছে বেঁচে না পারি বলিতে॥
অন্তঃপুরে নারীগণ যুড়িল ক্রন্দন।
যম গিয়া ইন্দ্রে কহে প্রবোধবচন॥
পরলোকে গেলে মোর সঙ্গে হতো দেখা।
মরে নাই জয়ন্ত সে পাইয়াছে রক্ষা॥
পুলোমা দানব তার পাতালে নিবাস।
লুকাইয়া জয়ন্ত রয়েছে তার পাশ॥
যমের প্রবোধে ইন্দ্র সম্বরে ক্রন্দন।
তবে ইন্দ্ররাজা গেল চণ্ডীর সদন॥
তোমা বিদ্যমানে দেবগণের সংহার।
রাবণে মারিয়া, মাতা, কর প্রতিকার॥

চৌষট্টি যোগিনী ছিল দেবীর সংহতি।
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে শীঘ্রগতি ॥
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে নেচে নেচে।
রক্তমাংস খাইয়া যোগিনী সব নাচে ॥
দেখিলে যোগিনী সব মহাভয় করে।
একৈক যোগিনী শত রাক্ষসে সংহারে ॥
রাবণ যোগিনীযুদ্ধ দেখি ভয়ঙ্কর।
জোঁড়হাতে স্তুতি করে দেবীর গোচর ॥
দশানন বলে, মাতা, কর অবধান।
যুদ্ধ সম্বরিয়া তুমি যাহ নিজ স্থান ॥
মোর সনে, মাতা, তব কিসে বিসম্বাদ।
তোমার চরণে নাহি করি অপরাধ ॥
শঙ্করসেবক আমি তুমি মা শঙ্করী।
একারণ তব সনে যুদ্ধ নাহি করি ॥
আমারে জিনিয়া তব হইবে কি কাজ।
তুমি যদি হার, মাতা, পাবে বড় লাজ ॥
রাবণের বচনে চণ্ডীর হৈল হাস।
চৌষট্টি যোগিনী লয়ে চলিলা কৈলাস ॥
একে একে দেবগণে জিনিল রাবণ।
ইন্দ্র আর রাবণ দুজনে বাজে রণ ॥
ঐরাবতে চড়ে ইন্দ্র বজ্র-অস্ত্র হাতে।
সাজিয়া রাবণরাজা এল দিব্যরথে ॥
ইন্দ্রের সে বজ্র-অস্ত্র করিছে গর্জ্জন।
বজ্রের গর্জ্জন শুনি চিন্তিত রাবণ ॥
হেনকালে কুম্ভকর্ণ আইল ধাইয়ে।
ইন্দ্রের সম্মুখে আসি রহিল দাণ্ডায়ে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, ইন্দ্র, আর যাবি কোথা।
স্বর্গপুরী নি-বসতি করিব দেবতা ॥
বজ্র বিনা, ইন্দ্র, তোর আর নাহি বাড়া।
দন্তে চিবাইয়া বজ্র করে যাব গুঁড়া ॥
ইন্দ্র বলে, কুম্ভকর্ণ, ছাড় অহঙ্কার।
বজ্র-অস্ত্রে আমি তোরে করিব সংহার ॥
মহামন্ত্র পড়ি ইন্দ্র বজ্র তবে ফেলে।
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ বজ্র-অস্ত্র গিলে ॥
বজ্র-অস্ত্র গিলি বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
দেখি যত দেবগণ গণিল প্রমাদ ॥
চলিল সে কুম্ভকর্ণ দেবতা গিলিতে।
ভয়েতে দেবতাগণ ছুটে চারিভিতে ॥
[illegible] হেতু তারে সৃজিলা বিধাতা।
চারিভিতে লাফ দিয়া গিলিছে দেবতা ॥
অমর দেবতাগণ নাহিক মরণ।
নাসিকাকর্ণের পথে পলায় তখন ॥
শ্রবণ নাসিকা পথ ঘরের দুয়ার।
তাহা দিয়া দেবগণ বেরয় অপার ॥
স্বর্গ হতে দেবগণে আছাড়িয়া ফেলে।
হাত পা ভাঙ্গিয়া যায় পড়ি ভূমিতলে ॥
কুম্ভকর্ণের রণে কারো নাহি অব্যাহতি।
হইল সমর স্বর্গে সমুদয় রাতি ॥
মাত্র এক দিনরাত্রি কুম্ভকর্ণ জাগে।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেল সুখী দেবভাগে ॥
ছয়মাসে কুম্ভকর্ণ জাগে একদিন।
রজনীপ্রভাতে হয় চেতনাবিহীন ॥
রাত্রি পোহাইল বীর নিদ্রায় বিভোল।
এতক্ষণে রক্ষা পেল দেবতা সকল ॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে রাবণ চিন্তিত।
রথে তুলি লঙ্কাপুরে পাঠায় ত্বরিত ॥
ইন্দ্রসহ রাবণের বাজে মহারণ।
দুইজনে নানাবাণ করে বরিষণ ॥
দুইজনে বাণ মারে নাহি লেখাজোখা।
চারিদিকে বাণ ফেলে যত যার শেখা ॥
দুইজন সম কেহ না পারে জিনিতে।
প্রস্বাপনবাণ ইন্দ্রের পড়িল মনেতে ॥
ইন্দ্র বলে কৌতুক দেখহ দেবগণ।
প্রস্বাপনবাণে বন্দী করিব রাবণ ॥
ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি ইন্দ্র প্রস্বাপন এড়ে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র রাবণের গায়ে গিয়া পড়ে ॥
ছুঁলে মাত্র নিদ্রা যায় হেন প্রস্বাপন।
রথোপরি রাবণ নিদ্রায় অচেতন ॥
অচেতন হয়ে পড়ে রথের উপরে।
সকল দেবতা আসি বেড়ে রাবণেরে ॥
লোহার শিকলে বান্ধে হাতে ও গলায়।
রাবণে বান্ধিল লয়ে ঐরাবত পায় ॥
অবনীতে রাবণের লোটে দশমাথা।
রাবণের দশা দেখে হাসেন দেবতা ॥
হিঁচড়িয়া লয়ে যায় বুকে ছড় যায়।
ঐরাবতদন্ত ঠেকে রাবণের গায় ॥
খান খান হয় অঙ্গ দন্ত দিয়া চিরে।
পরিত্রাহি ডাকে রাবণ বিষম প্রহারে ॥
হরষিত দেবগণ জিনিয়া রাবণ।
শিরে হাত কান্দে যত নিশাচরগণ ॥

রাবণ হইল বন্দী দেখে মেঘনাদ।
রথে চড়ি অন্তরীক্ষে করে সিংহনাদ॥
মেঘনাদ গর্জ্জে যেন মেঘের গর্জ্জন।
ঘরে না যাইস ইন্দ্র ফিরে দেহ রণ॥
রাবণকুমার আমি নাম মেঘনাদ।
আজিকার যুদ্ধে তোর পড়িল প্রমাদ॥
পিতারে করিলি বন্দী আমা-বিদ্যমানে।
বিনাশিব স্বর্গপুরী আজিকার রণে॥
গর্জ্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে।
মেঘনাদগর্জ্জনেতে ইন্দ্ররাজ হাসে॥
তোর ঠাঁই শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
পিতা হৈতে পুত্র বড় কোথাও না শুনি॥
এত যদি দুজনে হইল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
অন্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি।
মেঘের আড়েতে থাকি যুঝে সে ধানুকী॥
নানা-অস্ত্র মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে।
ঝাঁফর হইল ইন্দ্র না পারে সহিতে॥
অন্তরীক্ষে থাকি বাণ ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কোথা হৈতে পড়ে বাণ কেহ নাহি দেখে॥
খাণ্ডা খরশান শেল শূল একধারা।
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥
নানা-অস্ত্র মেঘনাদ করে বরিষণ।
জর্জ্জর হইল বাণে যত দেবগণ॥
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন।
একেশ্বর থাকি ইন্দ্র করে মহারণ॥
সন্ধান পুরিয়া ইন্দ্র ঊর্দ্ধদৃষ্টে চায়।
কোথা হতে আসে বাণ দেখিতে না পায়॥
সহস্রচক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে।
দেখিতে না পায় আর না পারে সহিতে॥
মেঘনাদ যুড়িল বন্ধন নাগপাশ।
তাহা দেখি দেবগণে লাগিল তরাস॥
মেঘনাদ বড় বড় বাণে পেলো শিক্ষা।
যজ্ঞেতে পাইল বাণ কারো নাহি রক্ষা॥
একবাণে ভুজঙ্গম অনেক জন্মিল।
হাতে গলে দেবরাজে বান্ধিয়া পাড়িল॥
বিষের জ্বালাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় ত্বরিত॥
স্বর্গ ছাড়ি পলায় যতেক দেবগণ।
রাক্ষসেতে রাবণের ছাড়ায় বন্ধন॥
ইন্দ্রে বান্ধে মেঘনাদ পিতাবিদ্যমান।
মেঘনাদে দশানন করয়ে বাখান॥
আমারে বান্ধিয়াছিল ইন্দ্র দেবরাজ।
হেন ইন্দ্রে বাঁধিয়া করিলে পুত্রকাজ॥
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া, পুত্র, লহ লঙ্কাপুরী।
তবে আমি লুটিব এ অমরনগরী॥
মেঘনাদ বলে, পিতা, আজ্ঞা কর তুমি।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া আগে লয়ে যাই আমি॥
শুনি মেঘনাদবাক্য কহে দশানন।
আজ্ঞা দিনু কর তাহা যাহে তব মন॥
আজ্ঞা পেয়ে মেঘনাদ ইন্দ্রকে ধরিল।
রথের নিকটে লয়ে কহিতে লাগিল॥
পিতারে বান্ধিয়াছিলি ঐরাবতপায়।
বান্ধিব তোমারে ইন্দ্রে রথের চাকায়॥
ইন্দ্রে বান্ধি পাঠাইল লঙ্কার ভিতর।
অমরনগরী লুটে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
একে দশানন তাহে অমরনগরী।
বাছিয়া বাছিয়া লুটে স্বর্গবিদ্যাধরী॥
নানারত্নমাণিক্য ভাণ্ডার হৈতে নিল।
স্বর্গবিদ্যাধরী তথা অনেক পাইল॥
শচীরে চাহিয়া বেড়ায় রাজা দশানন।
শচী লয়ে দেবগণ হৈল অদর্শন॥
শচী-জন্য রাবণের ছিল বড় আশ।
শচী না পাইয়া রাজা হইল নিরাশ॥
ইন্দ্রের নন্দনবন দেখে মনোহর।
প্রবেশে নন্দনবনে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
উপাড়িল পারিজাতবৃক্ষ ডালেমূলে।
লুটিয়া অমরপুরী চলে কুতূহলে॥
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করিল দেয়ান।
কটক ছত্রিশকোটি সম্মুখে প্রধান॥
মেঘনাদ গেল তবে বাপের গোচর।
জিজ্ঞাসে রাবণ কোথা আছে পুরন্দর॥
ইন্দ্ররাজ করিয়াছে আমার অবস্থা।
হেন ইন্দ্রে বান্ধি, পুত্র, রাখিয়াছ কোথা॥
মেঘনাদ বলে তবে বাপের গোচর।
বান্ধিয়া রেখেছি ইন্দ্রে লঙ্কার ভিতর॥
লোহার শৃঙ্খলে তারে বান্ধি হাতে গলে।
বুকে ভার চাপায়ে রেখেছি যজ্ঞস্থলে॥
এত যদি কহে মেঘনাদ বীরবর।
রাজপ্রসাদ পায় বহু বাপের গোচর॥

বহু ধন পায় লুটি অমরনগরী।
দিগ্বিজয়দ্রব্য রাজা আনে লঙ্কাপুরী ॥
কৌতুকেতে লঙ্কাপুরে আছে লঙ্কেশ্বর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর ॥
আচম্বিতে, ব্রহ্মা, তব সৃষ্টি হয় নাশ।
দিবারাত্রি গেল চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ ॥
আচম্বিতে স্বর্গ আসি বেড়ে লঙ্কেশ্বর।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া নিল লঙ্কার ভিতর ॥
দেবগণ ছাড়িয়াছে স্বর্গের বসতি।
কি প্রকারে দেবরাজ পাবে অব্যাহতি ॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ভাবেন বিষাদ।
রাবণেরে বর দিয়ে পাড়িনু প্রমাদ ॥
দেবগণে রাখি ব্রহ্মা চলিল সত্বর।
একেশ্বর ব্রহ্মা গেল লঙ্কাব ভিতর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা কবিল রাবণ।
ভক্তিভাবে পূজে রাবণ ব্রহ্মার চরণ ॥
আচম্বিতে, ব্রহ্মা, কেন হেথা আগমন।
আজ্ঞা কর আছে তব কোন প্রয়োজন ॥
বিরিঞ্চি বলেন, তুষ্ট, কৈলি সৃষ্টিনাশ।
বাত্রিদিবা গেল চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ ॥
ইন্দ্রে বান্ধি লঙ্কাতে আনিলি কি কারণ।
স্বর্গপুরে নাহি রহে যত দেবগণ ॥
যোড়হাতে বলে রাবণ ব্রহ্মার গোচর।
ত্রিভুবন জিনিলাম পেয়ে তব বর ॥
সকল জিনিনু আমি তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্রে বান্ধিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদে ॥
যজ্ঞশালে বাখিয়াছে দেব পুরন্দরে।
আজ্ঞা কব আনি আমি তোমার গোচরে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, রাজা, চল যজ্ঞশালা।
দেখাইবে মেঘনাদ-যজ্ঞ নিকুম্ভিলা ॥
আগে আগে ব্রহ্মা যান পশ্চাতে রাবণ।
তার পিছু চলিল রাক্ষস বিভীষণ ॥
মেঘনাদ-যজ্ঞ দেখি বিরিঞ্চির হাস।
মেঘনাদে বলে ব্রহ্মা করিয়া প্রকাশ ॥
ইন্দ্ররণে তোর বাপ পেল পরাজয়।
হেন ইন্দ্র জিন তুমি সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥
তোর বাণে ত্রিভুবন হইল কম্পিত।
আজি হৈতে তোর নাম হৈল ইন্দ্রজিৎ ॥
বর মাগ, ইন্দ্রজিৎ, তুষ্ট হৈনু আমি।
সৃষ্টি রক্ষা কর ইন্দ্রে ছাড়ি দেহ তুমি ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে আগে দেহ তুমি বর।
তবে আমি ছাড়িব এ রাজা পুরন্দর ॥
অমর করিয়া মোরে কর সন্বিধান।
অন্য বর আমি নাহি চাহি তব স্থান ॥
ইন্দ্রজিৎকথা শুনি বিরিঞ্চির হাস।
অমর হইলে তুমি মোর সর্ব্বনাশ ॥
ব্রহ্মা বলে দিনু বর শুন ভালমতে।
ত্রিভুবন জিনিলে যে যজ্ঞের ফলেতে ॥
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যে জন।
সেই জন হবে তোর বধের ভাজন ॥
শুনেছিল এ সন্ধি রাক্ষস বিভীষণ।
তারি জন্যে ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ ॥
ইন্দ্রে এনে দিল তবে ব্রহ্মাবিদ্যমান।
অধোমুখে রহে ইন্দ্র পেয়ে অপমান ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, ইন্দ্র, কিবা ভাব মনে।
এ দুঃখ পাইলে ব্রহ্মশাপের কারণে ॥
গৌতমমুনির পত্নী অহল্যাসতীরে।
অপমান করিলে যে একা পেয়ে ঘরে ॥
তোমারে সে মুনি শাপ দিল মহাকোপে।
সর্ব্বগায়ে চক্ষু তব হৈল তার শাপে ॥
ধরিয়া মুনির পায়ে করিলে ক্রন্দন।
এই মহাপাপ মোর করহ খণ্ডন ॥
মুনি বলে খণ্ডন না যায় এই পাপ।
এই পাপে পরে তুমি পাবে মনস্তাপ ॥
মুনির বচন কভু না যায় খণ্ডন।
এত দুঃখ পেলে সেই পাপের কারণ ॥
বিরিঞ্চি বলেন, ইন্দ্র, কহি তব কাণে।
রামনামমন্ত্র তুমি জপ রাত্রিদিনে ॥
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার।
রামনামে হয় সর্ব্বপাপের সংহার ॥
একনামে সহস্রনামের ফল হয়।
রামনামের তুল্য নাহি চারিবেদে কয় ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থান।
ইন্দ্র গেল স্বর্গপুরে পেয়ে প্রাণদান ॥
ব্রহ্মার কারণে ইন্দ্র পেয়ে অব্যাহতি।
আইল অমরাবতী আপন বসতি ॥
রামনাম জপে সদা সহস্রলোচন।
তার ফলে তব হস্তে মরিল রাবণ ॥
দিগ্বিজয় করি রাবণ আইল নিজ ঘর।
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কার ঈশ্বর ॥

আর চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের আয়ু।
সীতার চুলেতে ধরি হৈল অল্প-আয়ু॥
লঙ্কাতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী॥
তৎপরে লঙ্কায় রাজ্য করিল রাবণ।
তব কৃপাবলে এবে রাজা বিভীষণ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করিলা প্রকাশ॥
রাবণের দিগ্বিজয় কহিলা হে মুনি।
রাবণ অধিক হনুমানেরে বাখানি॥
বহুস্থানে রাবণের শুনি পরাজয়।
হনূমানপরাজয় কোথাও না হয়॥
গন্ধমাদন পর্ব্বত রাত্রির মধ্যে আনে।
হনূমানসম বীর নাহি ত্রিভুবনে॥



হনূমানের বিবরণ

অগস্ত্য বলেন কি কহিব তার কথা।
হনূমানগুণ সব না জানে দেবতা॥
তাহার যতেক গুণ কহিতে না জানি।
সংক্ষেপেতে কহি কিছু শুন রঘুমণি॥
জননী অঞ্জনা তার পিতা সে পবন।
হনূমানজন্মকথা কহি বিবরণ॥
অঞ্জনাবানরী ছিল পরমাসুন্দরী।
তাবে বিভা করিলেক বানর কেশরী॥
পবনের বরে সেহ প্রসবে সন্তান।
আঠার মাসেতে জন্ম নিল হনূমান॥
অমাবস্যাদিনে হৈল হনূর জনম।
জন্মমাত্রে সেই দিন বিশাল বিক্রম॥
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তন্যপান।
উদয় হইল রক্তবর্ণ ভানুমান॥
ফলজ্ঞানে ধরিতে সে চাহিল কৌতুকে।
অঞ্জনার কোল হৈতে উঠে অন্তরীক্ষে॥
পর্ব্বতসূর্য্যেতে হয় লক্ষৈক যোজন।
একলাফে উঠে তথা পবননন্দন॥
জন্মমাত্র বালক সে উঠিল আকাশে।
সূর্য্যকে ধরিতে যায় অসীম সাহসে॥
গ্রহণ লাগিবে সূর্য্যে সেই সে দিবসে।
ধাইয়াছে রাহু সূর্য্যে গিলিবার আশে॥

হনূমানে দেখে রাহু পলাইল ডরে।
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচরে॥
মম অধিকার ইন্দ্র দিলে তুমি কারে।
না জানি কে আসিয়াছে সূর্য্যে গিলিবারে॥
শুনিয়া রাহুর কথা দেবের তরাস।
সূর্য্যকে গিলিতে কেটা করিয়াছে আশ॥
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র বজ্র হাতে লয়ে।
সূর্য্যের নিকটে হনূ দেখিল আসিয়ে॥
হনূমানে দেখি ইন্দ্র ভয়েতে অস্থির।
সুমেরু পর্ব্বত জিনি প্রকাণ্ড শরীর॥
ঐরাবতমাথা রাঙ্গা হিঙ্গুলে মণ্ডিত।
তাহা দেখি হনূমান হৈল হরষিত॥
সূর্য্যে এড়ি যায় ঐরাবতেরে ধরিতে।
কোপেতে উঠিল ইন্দ্র বজ্র লয়ে হাতে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে দেবরাজ আপনা পাসরে।
বিনা দোষে বজ্রাঘাত শিরে তার করে॥
হনূমান পীড়িত হইল বজ্রাঘাতে।
অচেতন হয়ে পড়ে মলয়পর্ব্বতে॥
নিরখিয়া অঞ্জনার উড়িল পরাণ।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে কোলে হনূমান॥
'পুত্র পুত্র' বলি করে অঞ্জনা ক্রন্দন।
হেনকালে আইলেন দেবতা পবন॥
অঞ্জনা বলেন, দেব, তুমি দিলা বর।
তথাপি মরিল পুত্র তোমার গোচর॥
অঞ্জনার বচনে পবন পড়ে লাজে।
জগতের প্রাণ আমি ধবি কোন্ কাজে॥
জগতেতে হই আমি জীবনের নিধি।
মম বর নষ্ট হয় রঙ্গ দেখে বিধি॥
বিধাতা করিল সৃষ্টি বড় করি আশ।
স্বর্গমর্ত্ত্য-আদি আজি করিব বিনাশ॥
বহে শ্বাস পবন সে লোকের জীবন।
পবন ছাড়িল বিশ্ব হল অচেতন॥
স্থাবরজঙ্গম-আদি মরে যত জীবী।
মুনি সব অচেতন সকল পৃথিবী॥
ইন্দ্র আদি অচেতন সকল দেবতা।
সৃষ্টিনাশ হয় দেখি চিন্তিত বিধাতা॥
মলয়পর্ব্বতে ব্রহ্মা আসিয়া সত্বর।
বলেন, পবন, শুন আমার উত্তর॥
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি বহুতর ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নাশ কর যুক্তি না আইসে॥

সৃজিলাম বায়ু আমি লোকের জীবন ।
শ্বাসেতে বহয়ে বায়ু এই সে কারণ ॥
হেন বায়ু রোধ করি মারিলা জগৎ ।
আপনি মরিবে বুঝি কর সেই মত ॥
আত্ম রাখ সৃষ্টি রাখ শুনহ উত্তর ।
চারিযুগ হনূমান হইবে অমর ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা পবনের হাস ।
রুদ্ধ ছিল পবন সে করিল প্রকাশ ॥
আপনা প্রকাশ যদি করিল পবন ।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল উঠিল ত্রিভুবন ॥
বিধাতা বলেন শুন কহি দেবগণ ।
হনূমানে আশীর্ব্বাদ করহ এখন ॥
সর্ব্ব-অগ্রে যম বলে আমি দিনু বর ।
আমা হৈতে নাহি তব মরণের ডর ॥
তবে বর দিলেন যে দেবতা বরুণ ।
না হবে আমার জলে তোমার মরণ ॥
অগ্নি বলে, হনূমান, দিলাম এ বর ।
অগ্নিতে না পুড়িবে তোমার কলেবর ॥
যত যত দেবতা যতেক বল ধরে ।
আপন আপন বল দিলেন তাহারে ॥
ইন্দ্র বলে হনূমান পবননন্দন ।
বড় লজ্জা পাইলাম তোমার কারণ ॥
যেই বজ্রবাতে তুমি হইলা অস্থির ।
সে বজ্রসমান হউক তোমার শরীর ॥
ব্রহ্মা বলেন, মারুতি, আমার এ বর ।
এই বরে হও তুমি অজর অমর ॥
আপনি দিলেন বর আপনি বিমর্ষে ।
ধ্যানে জানিলেন ব্রহ্মশাপ হবে শেষে ॥
বর দিয়া দেবগণ গেলা নিজ স্থান ।
মলয়পর্ব্বতে রহিলেক হনূমান ॥
পিতৃঘরে আছে বীর পর্ব্বতশিখর ।
নানাবিদ্যা মল্লযুদ্ধ শিখিল বিস্তর ॥
পড়িবারে গেল বীর ভার্গবের স্থানে ।
চারিবেদ মল্লযুদ্ধ শিখে চারিদিনে ॥
পড়াইতে নারে গুরু তারে ঘৃণা করে ।
কুপিয়া ভার্গবমুনি শাপ দিল তারে ॥
বানর হইয়া কর গুরুকে যে ঘৃণা ।
বলবুদ্ধিবিক্রম সে পাসর আপনা ॥
সেই শাপে হনূমান আপনা পাসরে ।
তেঁই পলাইয়াছিল সে বালির ডরে ॥

হনূমান যদি আপনারে জানে ।
ভুবন জিনিতে পারে একদিন রণে ॥
অযুত বছর যদি করি পরিশ্রম ।
বলিতে না পারি হনূমানের বিক্রম ॥
আপনি সাক্ষাৎ রাম তুমি নারায়ণ ।
তোমার সেবক তার কি কব কথন ॥
যত গুণ ধরে বীর কি কহিতে পারি ।
শ্রীরাম বিদায় দেহ দেশে গতি করি ॥
তুইবর্ষ ধরি পূর্ব্ববৃত্তান্ত কহিয়া ।
স্বদেশে গেলেন মুনি বিদায় লইয়া ॥
নানাধনে রাম পূজা করেন তাঁহার ।
মহাহৃষ্ট অগস্ত্য পাইয়া পুরস্কার ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য সুধাভাণ্ড ।
বাল্মীকির আদেশে গীত উত্তরাকাণ্ড ॥



রামসীতার জন্য বিশ্বকর্ম্মার প্রমোদভবন-নির্ম্মাণ ও তাহাতে রামসীতার বাস

শ্রীরাম করেন রাজ্য ধর্ম্মপরায়ণ ।
রাজ্যে নাই দুর্ভিক্ষ কি অকালমরণ ॥
শ্রীরাম বলেন, ভরত, শুনহ বচন ।
করহ রাজ্যের চর্চ্চা লয়ে সভাজন ॥
যুদ্ধ করে অবসাদ হয়েছে আমার ।
অন্তঃপুরে রব আমি দিয়া রাজ্যভার ॥
কিছুদিন বিশ্রাম করিব আছে মন ।
তিনভাই মিলে কর প্রজার পালন ॥
মন দিয়া শুন, ভাই, বচন আমার ।
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার ॥
অন্তঃপুরে রব আমি করিয়াছি মনে ।
সাবধানেতে পালিবে সদা প্রজাগণে ॥
যোড়হাতে ভরত করেন নিবেদন ।
সেবক হইয়া রাজ্য করেছি পালন ॥
চৌদ্দবর্ষ রাজ্য ছাড়ি করিলে গমন ।
পাদুকা করিয়া রাজা পালি রাজগণ ॥
সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর ।
ত্রিভুবনভিতরেতে কারে করি ডর ॥
সুখে অন্তঃপুরে তুমি থাক মনোরথে ।
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে ॥
ভরতের বাক্যে তুষ্ট হৈল রঘুনাথ ।
আলিঙ্গন দিল রাম পসারিয়া হাত ॥

তিনভাই শ্রীরামে করিল প্রণিপাত।
অন্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ॥
অন্তঃপুরে গেলা রাম হরষিতমন।
সীতা করিলেন রামের চরণবন্দন॥
রাম বলে শুন সীতা আমার বচন।
লঙ্কাপুরে যেমন সে অশোককানন॥
বিশ্রামার্থ আছে তথা অতি শোভাকর।
তাহার অধিক পুরী রচিব সুন্দর॥
তুমি আমি তাহে বাস করিব দুজন।
নানাবর্ণ পুষ্পবৃক্ষ করিব রোপণ॥
রঘুনাথ-আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিলা ত্বরিত॥
ব্রহ্মা বলে, বিশ্বকর্ম্মা, কর অবধান।
রামের অশোকবন করহ নির্ম্মাণ॥
ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্ম্মা হরষিত।
অযোধ্যানগরে আসি হৈল উপনীত॥
বসি আছে রঘুনাথ হরষিতমন।
হেনকালে বিশ্বকর্ম্মা বন্দিল চরণ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া মোরে দিলা তব স্থান।
সোনার অশোকবন করিতে নির্ম্মাণ॥
মনে মনে বিশ্বকর্ম্মা করেন যুকতি।
নির্ম্মায়ে অশোকবন জন্মাব পিরীতি॥
সোনার অশোকবন করিল নির্ম্মাণ।
দেখিতে সুন্দর বড় হৈল সেই স্থান॥
সুবর্ণের বৃক্ষসব ফলফুল ধরে।
ময়ূরময়ূরী নাচে ভ্রমর গুঞ্জরে॥
সুললিত পক্ষিনাদ শুনিতে মধুর।
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দ প্রচুর॥
বিকশিত পদ্মবন শোভে সরোবরে।
রাজহংসগণ তথা আসি কেলি করে॥
সরোবরচারিপাশে সুবর্ণের গাছ।
জলজন্তু কেলি করে নানাবর্ণ মাছ॥
মণিমাণিক্যেতে বান্ধা যত বৃক্ষগুঁড়ি।
স্থানে স্থানে রহিয়াছে রত্নময় পীড়ি॥
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ উপরে।
তেমনি উদ্যান এই পুরীর ভিতরে॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল অশোককানন।
ত্রিভুবন জিনি স্থান অতিসুশোভন॥
অশোককানন দেখি রাম হৈলা সুখী।
প্রবেশ করেন তাহে লইয়া জানকী॥
অশোকের বৃক্ষতলে চলিলেন রঙ্গে।
বসিলেন তথা তিনি জানকীর সঙ্গে॥
শত শত বিদ্যাধরী সীতার যে দাসী।
নানারসে সেবা করে রঘুনাথে তুষি॥
সীতারূপ দেখি রাম হরষিতমনে।
সীতারে তোষেন অতি মধুরবচনে॥
বিদ্যাধরীগণ এল অপ্সরা বিমলা।
প্রথমযৌবনী তারা জিনি শশিকলা॥
বিদ্যাধরীগণ রূপে আলো করে বন।
সেবা করে সীতারে হইয়া একমন॥
প্রথমযৌবনী সীতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ভুবনমোহিনী॥
এত রূপ দিয়া তাঁরে সৃজিল বিধাতা।
কাঁচাস্বর্ণবর্ণরূপে আলো করে সীতা॥
দেখিয়া সীতার রূপ জুড়ায় যে আঁখি।
চন্দ্রবদন শ্রীরাম সীতা চন্দ্রমুখী॥
পূর্ণ-অবতার রাম সীতা মনোহরা।
চন্দ্রের পাশেতে যেন শোভা পায় তারা॥
আনন্দে আছেন রাম সীতাসম্ভাষণে।
রাজকর্ম্ম এড়ি তথা রহে রাত্রিদিনে॥
সীতার সেবায় রাম অতি তুষ্টমতি।
শচীর সেবাতে যেন তুষ্ট শচীপতি॥
ভিন্ন ভিন্ন দিনে সীতা ভিন্ন মূর্ত্তি ধরে।
একদিন অন্যরূপ বিষ্ণু ভাণ্ডিবারে॥
সাতহাজার বর্ষ রাম সীতাদেবীসঙ্গে।
ষড়ঋতু বঞ্চন করেন নানারঙ্গে॥
নিদাঘকালেতে চৈত্রবৈশাখ যে মাসে।
আনন্দে কাটান রাম হাস্যপরিহাসে॥
বিকশিত পদ্ম শোভে চারিসরোবরে।
মধুলোভে নলিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে॥
রৌদ্রেতে পৃথিবী পুড়ে রবি যে প্রবল।
সীতার সঙ্গেতে রাম সদা সুশীতল॥
বরিষা দেখিয়া রাম পরমকৌতুকী।
জলজন্তুকলরব-তৃষিত চাতকী॥
প্রেমত্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে।
অশোকবনেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে॥
সীতার সঙ্গেতে রাম পরম-উল্লাস।
বরিষা হইল গত শরৎ প্রকাশ॥
আসিয়া শরৎঋতু প্রকাশ হইল।
নির্ম্মল চন্দ্রমা আর কুমুদ ফুটিল॥

ফুটিল কেতকী দেখি অতিস্থশোভন।
ছাড়িল বরিষা ডাক শরৎ গর্জ্জন॥
মন্দ মন্দ বরিষণ বায়ু বহে ধীরে।
আনন্দেতে শরৎ বঞ্চিলা রঘুবরে॥
কার্ত্তিকে হেমন্তঋতু বরিষে সঘনে।
হিমময় বরিষণ অশোকের বনে॥
স্থরঙ্গ নারঙ্গ ফল বিস্তর স্থন্দর।
নারিকেল আদি যত ফল বহুতর॥
পরমহরিষে আর স্থখেতে বিশেষ।
এরূপে শ্রীরামের হেমন্ত হৈল শেষ॥
প্রবল হইল শীত শিশির-উদয়ে।
পরমপিরীত রাম শীতকাল পেয়ে॥
দিনে দিনে হইল মলিন শশধর।
রজনী প্রবল হৈল অতি ভয়ঙ্কর॥
দেখি কোটিসূর্য্যতেজ ধরে রঘুবীর।
দূরে গেল শীত রাম বঞ্চিলা শিশির॥
আইল বসন্তঋতু সর্ব্বঋতুসার।
কৌতুকসাগরে রাম করেন বিহার॥
ফুটিল অশোক যে মাধবী নাগেশ্বর।
প্রমত্ত ময়ূর নাচে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
আদরে তোষেন রাম সীতা চন্দ্রমুখী।
পরমকৌতুক পান ঋতুরাজ দেখি॥
এইরূপে দোঁহে সাতহাজার বৎসর।
রাত্রিদিন আনন্দেতে থাকে নিরন্তর॥
পঞ্চমাস গর্ভ হৈল সীতার উদরে।
কৌতুকে শ্রীরাম কিছু জিজ্ঞাসে সীতারে॥
গর্ভবতী হৈলে কিবা খেতে অভিলাষ।
কোন্ দ্রব্য খাবে, সীতা, করহ প্রকাশ॥
লাজে হেঁটমাথা করে সীতা চন্দ্রমুখী।
দ্রব্যে অভিলাষ নাহি সংসারেতে দেখি॥
একদ্রব্য খেতে মোর হইয়াছে মন।
একদিন আজ্ঞা পেলে যাই তপোবন॥
যমুনার কূলে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে।
খাইতাম সে তণ্ডুল মুনিকন্যাসনে॥
মুনিপত্নীসঙ্গে যেয়ে স্নান করিবারে।
হংস খেদাড়িয়া পিণ্ড খাইতাম তীরে॥
যোগী ঋষি মুনি তথা করে পিণ্ডদান।
হংসেতে ভাঙ্গিয়া পিণ্ড করে খান খান॥
সত্য করিয়াছি আমি মুনিপত্নীস্থানে।
দেশে গেলে সম্ভাষ করিব তব সনে॥
এই সত্য পালিবারে দেহ ত মেলানি।
নানাধনে তুষিব সে মুনির রমণী॥
বিস্ময় মানিয়া রাম বলেন তখন।
কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবন॥



ভদ্রনামক মন্ত্রীর নিকট শ্রীরামের সীতা-সম্বন্ধে জনাপবাদশ্রবণ

এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে।
সাতহাজার বর্ষান্তে আইলা বাহিরে॥
সহস্র বৃহন্দ ছাড়ি আইলা যখন।
পাত্রমিত্র কাণাকাণি করিছে তখন॥
রাবণের ঘরে সীতা ছিল দশমাস।
হেন সীতা লয়ে রাম করিছেন বাস॥
হেনকালে আসি রাম বাহির চৌতারা।
দেয়ানে বসিলা লয়ে সভাখণ্ড পুরা॥
পাত্রমিত্র ভয় পেয়ে করে কাণাকাণি।
সীতানিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আপনি॥
সীতানিন্দা শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে।
সীতাদেবী না জানেন থাকি অন্তঃপুরে॥
ধর্ম্মে রাজ্য কৈল বড় দশরথ বাপ।
নানাস্থখ ভুঞ্জে লোক না জানে সন্তাপ॥
আমি রাজা হইতে হে কে আছে কেমন
রাজ্যব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ॥
এতেক জিজ্ঞাসে রাম সভার ভিতর।
নিঃশব্দ হইল লোক না দেয় উত্তর॥
ভদ্রনামে মহাপাত্র উঠে আচম্বিতে।
রামের সম্মুখে কথা কহে যোড়হাতে॥
পাত্র সে দুর্ম্মুখ বড় কারে নাহি ভয়।
নিষ্ঠুর হইয়া কথা রাম-আগে কয়॥
পাত্র বলে, রঘুনাথ, কর অবধান।
রঘুবংশে আমি আছি পাত্রের প্রধান॥
সর্ব্বলোকে চিন্তে, প্রভু, তোমার কল্যাণ
তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাহি অসম্মান॥
দশরথরাজার রাজত্ব যেই কালে।
স্থবর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য ফেলে॥
এখন ফেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর।
নির্ধন হতেছে রাজ্য শুন রঘুবর॥
শ্রীরাম বলেন কেন নির্ধন সংসার।
রাজা হয়ে করিলাম কোন্ অবিচার॥

রাজার পুণ্যেতে প্রজা বঞ্চে অতিসুখে।
রাজা যদি পাপ করে দুঃখে প্রজা থাকে॥
ভদ্র বলে, রঘুনাথ, কহিতে যে নারি।
পাত্র হয়ে অধিক কহিতে ভয় করি॥
শ্রীরাম বলেন, ভদ্র, না হও চিন্তিত।
পাত্র যে নির্ভয়ে কহে সেই সে উচিত॥
যোড়হাতে কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম।
মোর এক নিবেদন শুন প্রভু রাম॥
ভদ্র বলে, রঘুনাথ, যাই যথাতথা।
সর্ব্বলোকে কহে, প্রভু, সীতার বারতা॥
দেবাসুরযুদ্ধমত হইয়াছে রণ।
সীতা উদ্ধারিলা, রাম, মারিয়া রাবণ॥
দোষ না বুঝিয়া সীতা আনিয়াছ ঘরে।
নির্ম্মলকুলেতে কালি দিলা রঘুবরে॥
যে নারী বলেতে ধরি লইল রাক্ষসে।
রাখিয়াছ সেই নারী নিজ গৃহবাসে॥
এই অপযশ তব সর্ব্বজন ঘোষে।
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কয় ত্রাসে॥
এত যদি কহে ভদ্র পাত্র সে দুর্ম্মুখ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ॥
রামের নিকটে ছিল যত পাত্রগণ।
শ্রীরাম বলেন কহ যথার্থ বচন॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা বলে পাত্রগণ।
যে বলিল ভদ্র, প্রভু, সত্য সে বচন॥
শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ ছাড়েন নিশ্বাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



সীতার বনবাস

পাত্রমিত্র সবাকারে দিলেন মেলানি।
অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে পড়ে পানি॥
নিদাঘসময় অতি রবি খরতর।
সরোবরে স্নানহেতু যান রঘুবর॥
একেশ্বর যান কেহ নাহিক সহিত।
সরোবরকূলে গিয়া হৈলা উপনীত॥
পর্ব্বত জিনিয়া সেই সরোবরপাড়।
চারিধারে শোভিছে বিচিত্র ফুলঝাড়॥
দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণপাটে।
স্নানহেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে॥
অঙ্গ ডুবাইয়া রাম শিরে ঢালে পানি।
দ্বন্দ্ব হয় রজকের শুনেন কাহিনী॥
দুইজনে কথা কহে শ্বশুরজামাই।
এই দুইজন বিনা আর কেহ নাই॥
শ্বশুর বলিছে তুমি কুলেতে কুলীন।
সর্ব্বগুণধর তুমি ধোপেতে ধুলিন॥
নিজগোত্রপ্রধান আছিল তব পিতা।
ধনী মানী দেখে তোরে দিলাম দুহিতা॥
কোন্ দোষ করে কন্যা মারো কোন্ ছলে।
আমার বাটীতে একা এল রাত্রিকালে॥
একেশ্বরী এল কন্যা বড় পাই ভয়।
পিতৃগৃহে যুবাকন্যা শোভা নাহি পায়॥
জামাতারে এত যদি বলিল শ্বশুর।
বাক্ছলে জামাতা সে বলিছে প্রচুর॥
যে বাক্য কহিলে তুমি সহিতে না পারি।
থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারী॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি কেহ নাই সাথী।
কাহার আশ্রমে কালি বঞ্চিলেক রাতি॥
পৃথিবীর রাজা রাম সম্বরিতে পারে।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে॥
রামহেন নহি আমি পৃথিবীর পতি।
জ্ঞাতিবন্ধু খোঁটা দিবে আমি হীনজাতি॥
শ্বশুর ঘরেতে গেল শুনিয়া বচন।
থাকিয়া উত্তরঘাটে শুনে নারায়ণ॥
ভদ্র যত বলিল রামের মনে লয়।
শ্রীরাম ভাবেন ভদ্রবাক্য মিথ্যা নয়॥
রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
ঘরে চলিলেন রাম বিরসবদন॥
মনেতে ভাবেন রাম অনেক বিষাদ।
সীতা লয়ে পড়ে হেথা আর পরমাদ॥
পঞ্চমাস আছে গর্ভ সীতার উদরে।
জায়ে জায়ে একঠাঁই বসেছেন ঘরে॥
মাথায় সীতার কেহ দিতেছে চিরুণী।
সীতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী॥
সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ।
দশমুণ্ড কুড়িহস্ত কেমন রাবণ॥
তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে করেছে দুর্গতি।
ভূমিতে লিখহ তার মুণ্ডে মারি লাথি॥
সীতা বলে সে ছারে না দেখি কোনকালে।
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে॥

তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ।
জলেতে দেখেছ ছায়া কেমন রাবণ॥
রাবণ লিখিতে সীতার মনে হৈল সাধ।
বিধির নির্ব্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ॥
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
দশমুণ্ড কুড়িহস্ত লিখে দশস্কন্ধ॥
গর্ব্ভবতী নারী হাই উঠে সর্ব্বক্ষণ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন॥
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী॥
সীতাপাশে দেখে রাম লিখিত রাবণ।
সত্য অপযশ মম করে সর্ব্বজন॥
পড়িয়া আমার হাতে জন্ম গেল দুখে।
তবু উচ্চবচন নাহিক সীতামুখে॥
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ।
সীতাত্যাগী হব আমি আর নাহি সাধ॥
সীতারে দেখিয়া রাম আসিলা বাহিরে।
মনোদুঃখে তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে॥
সত্যহেতু মম পিতা আমা পুত্রে বর্জ্জে।
সত্যকার্য্য করি যদি লোকে নাহি গঞ্জে॥
রূপগুণ সীতাসম কোথাও না শুনি।
রূপগুণ দেখি তারে না দিনু সতিনী॥
সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিলা হাতে হাতে॥
দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস।
হেন সীতা লাগি লোকে করে উপহাস॥
উপহাস করে লোকে সহিতে না পারি।
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিলা দুয়ারী॥
দুয়ারী ডাকিয়া রাম বলেন বচন।
ঝট আন ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সে দ্বারী সত্বর।
তিনজনে আনি দিল রামের গোচর॥
তিনভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ।
তিনভায়ে লয়ে যুক্তি করেন তখন॥
যে কর্ম্ম করিলে লজ্জা পায় সভাভাগ।
আমা সবাকার যুক্তি করি পরিত্যাগ॥
শ্রীরাম বলেন আর না বল উত্তর।
সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর॥
অপযশ কত সব নারীর কারণ।
অকীর্ত্তি হইলে বর্জ্জি তোমা তিনজন॥
আমার বচন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
সীতা লয়ে রাখ গিয়া মুনিতপোবন॥
বাল্মীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে।
দেশের বাহিরে সীতা রাখ নিয়া দূরে॥
কালি সীতা বলিলেন আমারে আপনি।
নানারত্নে তুষিব সে মুনির ব্রাহ্মণী॥
এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ।
রামের আজ্ঞায় তুমি চল তপোবন॥
একথা কহিলে তার পড়িবেক মনে।
সীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে॥
শীঘ্র যাহ, লক্ষ্মণ, আমাব কর হিত।
রথে তুলি লয়ে যাহ সুমন্ত্রসহিত॥
তুমি আর সীতাদেবী সুমন্ত্র সারথি।
আর যেন কোন জন না যায় সংহতি॥
এত যদি নিষ্ঠুর বলিলা রঘুনাথ।
তিনভায়ের মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত॥
হাহাকার করি লক্ষ্মণ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
কি দোষে সীতারে তুমি দিবে বনবাস॥
তুমি স্বামী থাকিতে হইবে অনাথিনী।
কেমনে বঞ্চিবে বনে হয়ে রাজরাণী॥
বিনা দোষে সীতারে দিও না মনস্তাপ।
রঘুবংশ নষ্ট হবে সীতা দিলে শাপ॥
দেশের বাহির নাহি করহ সীতা-স্ত্রী।
সীতা ছাড়া হৈলে হবে যে হত লক্ষ্মীশ্রী॥
যদি রঘুনাথ সীতা করিবে বর্জ্জন।
ভিন্ন গৃহে রাখ সীতা এই নিবেদন॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, না কর বিষাদ।
সীতা গৃহে থাকিলে হইবে অপবাদ॥
দিলাম আমার দিব্য কর পরিহার।
সীতার লাগিয়া কেন কহ বার বার॥
শ্রীরামের কথাতে লক্ষ্মণে লাগে ভয়।
সুমন্ত্রে আনিয়া তবে কথাবার্ত্তা কয়॥
রথসহ সুমন্ত্রেরে রাখিয়া দুয়ারে।
প্রবেশ করেন লক্ষ্মণ সীতার আগারে॥
অশ্রুজলে লক্ষ্মণের সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে।
লক্ষ্মণে দেখিয়া করে পরিহাস সীতে॥
আইস দেবর আজি হৈল শুভদিন।
এবে হে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ॥

চৌদ্দবর্ষ একত্রেতে বঞ্চিলাম বনে।
রাজ্যশ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে॥
কহিয়াছি কত মন্দকথা অবিনয়।
তেকারণে দেবর হে হয়েছ নির্দ্দয়॥
বৈসহ বৈসহ, লক্ষ্মণ, সীতাদেবী বলে।
বার্ত্তা কহ দেবর হে আছ ত কুশলে॥
না দেখি তোমারে মম সদা পোড়ে মন।
উত্তর না দেহ কেন বিরসবদন॥
লক্ষ্মণ বলে যত বল অনুচিত।
তোমা-দরশনে মন আছয়ে নিশ্চিত॥
রাজার মহিষী তুমি থাক অন্তঃপুরে।
সেবকেতে আজ্ঞাবিনা আসিতে না পারে॥
সীতারে প্রণাম করি বন্দিলা চরণ।
ভাগ্যফলে পাইলাম তোমার দর্শন॥
আশীর্ব্বাদ কবিলেন সীতাঠাকুরাণী।
কি কারণে অন্তঃপুরে আইলা আপনি॥
অকস্মাৎ দেবর হে কেন আগমন।
মনেতে বিস্ময় হয় না জানি কারণ॥
লক্ষ্মণ বলেন, মাতা, কর অবধান।
শ্রীরামের আজ্ঞাতে আইনু তব স্থান॥
কালি তুমি কহিয়াছ রামবিদ্যমানে।
সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্নীসনে॥
আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ।
মম সঙ্গে চল বাল্মীকির তপোবন॥
মণি রত্ন ধন লহ যেবা লয় চিতে।
নানারত্ন লয়ে আসি উঠ দিব্যরথে॥
এত শুনি জানকীর হইল উল্লাস।
স্বরূপ কহিলে তুমি কিম্বা উপহাস॥
লক্ষ্মণ বলেন, দেবি, বুঝহ আপনি।
তোমা দুজনার কথা আমি কিসে জানি॥
কহিতে এমন কথা কে সাহস করে।
পরিহাস কবিবারে তোমা কেবা পারে॥
ইহা শুনি সীতাদেবী চলিলা ভাণ্ডারে।
নানারত্ন আনিলেন অতি যত্ন করে॥
হীরামণিমাণিক্যের আভরণ আনি।
লইয়া চন্দনগন্ধ সীতাঠাকুরাণী॥
নানারত্ন-অলঙ্কার সীতাদেবী লয়ে।
পট্টবস্ত্রে বান্ধিলেন আনন্দিত হয়ে॥
বহুমূল্য ধন লয়ে সীতাদেবী নড়ে।
পরমকৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে॥
হেনকালে জানকীরে বলেন লক্ষ্মণ।
তুমি আমি সুমন্ত্র সারথি তিনজন॥
রামের আছয়ে আজ্ঞা যাব গুপ্তবেশে।
বালবৃদ্ধযুবা কেহ নাহি জানে দেশে॥
সীতাসঙ্গে চাহে যেতে অনেক রমণী।
সবারে আশ্বাস দেন সীতাঠাকুরাণী॥
মায়া সম্বরিয়া সবে থাক নিজ ঘরে।
মুনিপত্নী প্রণমিয়া আসিব সত্বরে॥
রথেতে চড়িল সীতা পরমহরিষে।
সবে ঘরে চলি গেল সীতার আশ্বাসে॥
সীতা আলো করে রূপে দ্বাদশ যোজন।
সীতা বিনা অন্ধকার রামের ভবন॥
দুর্ব্বল হইল লোক ছাড়ে রাজলক্ষ্মী।
রাজ্যখণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে দেখি॥
নদী ছাড়ে স্রোত লোকে ছাড়িল আহার।
দিবস দুপুরে হৈল ঘোর অন্ধকার॥
সূর্য্যের কিরণ ছাড়ে পৃথিবীমণ্ডল।
সীতার বিদায় দেখি বৃক্ষ ছাড়ে ফল॥
ভরতশত্রুঘ্ন আছে রামের নিকট।
সীতা লয়ে যান লক্ষ্মণ করিয়া কপট॥
সীতা বলে আজি কেন দেখি অমঙ্গল।
নাহি জানি আমি রঘুনাথের কুশল॥
শাশুড়ীরে না কহিনু আসিবার কালে।
বুঝি তাঁর মনোদুঃখ হৈল সেই ফলে॥
বামেতে দেখেন সর্প শৃগাল দক্ষিণে।
অমঙ্গল দেখি সীতা কহেন লক্ষ্মণে॥
লক্ষ্মণ, অশুভ নানা কেন দেখি পথে।
না যাব অযোধ্যা ফিরে হেন লয় চিতে॥
সীতার বচনে লক্ষ্মণ হেঁট কৈলা মাথা।
রামের ভয়েতে কিছু না কহিলা কথা॥
অধোমুখে কান্দে তার চক্ষে পড়ে পানি।
উত্তর না করে বীর সীতাবাক্য শুনি॥
সীতা কন কেন তব বিরসবদন।
দেশে ফিরে যাব রথ চালাও লক্ষ্মণ॥
আপনি বিদায় লব প্রভুর চরণে।
তবে সে যাইব বাল্মীকির তপোবনে॥
লক্ষ্মণ বলেন, দেবি, না হও ব্যাকুল।
হের দেখ আইলাম যমুনার কূল॥
বিধির নির্ব্বন্ধকর্ম্ম খণ্ডন না যায়।
এ কূলে রাখিয়া রথ দোঁহে চড়ে নায়॥

পার হৈয়া যান বাল্মীকির তপোবন।
আগে সীতাদেবী যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ॥
কান্দিতে লাগিল বীর মনে পেয়ে ভয়।
লক্ষ্মণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীতা হয়॥
কি দুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ।
কি কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ ক্রন্দন॥
লক্ষ্মণ কহেন কব কেমন সাহসে।
রামের আজ্ঞায় তোমায় আনি বনবাসে॥
মহাত্রাস পান সীতা শুনিয়া কাহিনী।
শ্রাবণের ধারাসম চক্ষে পড়ে পানি॥
এতদূরে আসি তুমি বলিলে লক্ষ্মণ।
আনিলে কপট করি মোরে তপোবন॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম সংসারে প্রশংসা।
দেশে রেখে নাহি কেন করিলা জিজ্ঞাসা॥
না দিবেন দেশমধ্যে মোরে যদি স্থান।
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান॥
যমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সম্মুখে।
রঘুবংশকলঙ্ক ঘুচুক সর্ব্বলোকে॥
পাঁচমাস গর্ভ মোর দেখ বিদ্যমান।
আমি মৈলে মরিবেক রামের সন্তান॥
আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইলা সভায়।
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায়॥
রামহেন স্বামী হক জন্মজন্মান্তর।
আমি মৈলে কোটি নারী মিলিবে তাঁহার॥
সীতার ক্রন্দন শুনি কাতর লক্ষ্মণ।
বাল্মীকির তপোবনে বসিলা দুজন॥
লক্ষ্মণ বিদায় মাগে করি যোড়হাত।
কান্দিয়া বলেন সীতা 'কোথা রঘুনাথ'॥



শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণসীতানির্ম্মাণ

সীতাদেবী রাখিয়া লক্ষ্মণবীর নড়ে।
কাঁদিতে কাঁদিতে বীর নায়ে গিয়া চড়ে॥
নৌকায় হইয়া পার চড়িলেন রথে।
'কোথা রাম' বলি সীতা লাগিলা কান্দিতে॥
কান্দিতে লাগিল সীতা হইয়া ফাঁফর।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে দেখে ভয়ঙ্কর॥
চারিদিকে চান সীতা দেখে বনময়।
শার্দ্দূলভল্লুক দেখে পান বড় ভয়॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সীতা বনের ভিতর।
শিষ্যসঙ্গে আইলা বাল্মীকি মুনিবর॥
সীতার বনবাস পূর্ব্বে রচেছেন মুনি।
আসিয়া সীতার স্থানে জিজ্ঞাসে আপনি॥
জনকের কন্যা তুমি রামের গৃহিণী।
দশরথের বহুয়ারী মেদিনীনন্দিনী॥
লোক-অপবাদে রাম পাইয়া তরাস।
বিনা অপরাধে তোমায় দিলা বনবাস॥
ত্রিভুবনে সাধ্বী নাহি তোমার সমান।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে আছে তাহার প্রমাণ॥
পরম-আদরে সীতা লয়ে যান মুনি।
সীতারে রাখিল লয়ে যথায় ব্রাহ্মণী॥
সীতার রূপেতে তপোবন আলো করে।
মুনিপত্নী বলে লক্ষ্মী এল মোর ঘরে॥
জানকীরে মুনিপত্নী দিলা আলিঙ্গন।
সীতারে প্রশংসি বলে মধুরবচন॥
শুভদিন হৈল, মাতা, এলে মোর ঘর।
তোমা-দরশনে মোর হরিষ অন্তর॥
সীতা বলে কর্ম্মদোষে আমার বর্জ্জন।
তোমা-দরশনে মোর সফল জীবন॥
মুনিপত্নীসহিত রহেন তপোবনে।
কান্দিয়া লক্ষ্মণ চলে অযোধ্যাভুবনে॥
সুমন্ত্র বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পূর্ব্বের কাহিনী মোর হইল স্মরণ॥
বুড়া রাজার কথা আজ পড়িয়াছে মনে।
রঘুবংশে সারথি আমি যাইব কাননে॥
বাল্মীকি-কবিতা মোর কিছু পড়ে মনে।
বুড়া রাজার যজ্ঞকথা শুন সাবধানে॥
সপ্তদ্বীপের যত মুনি এল সেই স্থানে।
দশরথরাজার যজ্ঞের নিমন্ত্রণে॥
যজ্ঞশালে আসিবারে মুনিগণ-মেলা।
সবে মেলি বর দিলা যেয়ে যজ্ঞশালা॥
যজ্ঞফলে রাজা তব চারিপুত্র হবে।
সুরাসুর-অমরাদি সকলে কাঁপিবে॥
সর্ব্বগুণ ধরিবেক তোমার কুমার।
এক-অংশে চারিপুত্র বিষ্ণু-অবতার॥
চারিপুত্রের পিতা তুমি শুন গুণধাম।
শত্রুঘ্নলক্ষ্মণ আর ভরতশ্রীরাম॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যাবে বন।
শূন্যঘর পেয়ে সীতা হরিবে রাবণ॥

বান্ধিয়া সাগর রাম সৈন্য করি পার।
রাবণ বধিয়া সীতা করিবে উদ্ধার॥
এগারহাজার বর্ষ প্রজার পালন।
সাতহাজার বর্ষ পরে সীতার বর্জ্জন॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিবে রাম সে মুনির শাপে॥
এত শুনি মহারাজ হেঁট কৈল মাথা।
আমারে কহিলা ব্যক্ত না কর এ কথা॥
আমারে নিষেধি রাজা গেল স্বর্গবাস।
তোমার নিকটে আজ করিনু প্রকাশ॥
সীতার লাগিয়ে তুমি করহ ক্রন্দন।
তোমাহেন ভাই রাম করিবে বর্জ্জন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই কহিনু লক্ষ্মণ।
শুনিয়া লক্ষ্মণবীর বিরসবদন॥
লক্ষ্মণ বলেন তুমি কহিলে বৃত্তান্ত।
দেখিতে সীতার দুঃখ না পারি সুমন্ত্র॥
আগে কেন রাম মোরে না কৈলা বর্জ্জন।
এড়াতাম এই দুঃখ দেখিতে এখন॥
আপনার দুঃখ আমি সহিবারে পারি।
সীতার যন্ত্রণা আর দেখিতে না পারি॥
এই কথাবার্ত্তা তবে কয় দুইজন।
অযোধ্যায় রাম-কাছে গেলেন লক্ষ্মণ॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর নোয়াইল মাথা।
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়ে এলে কোথা॥
আমার পাপিষ্ঠ মন চঞ্চল হৃদয়।
বর্জ্জিলাম সীতা নারী লোকের কথায়॥
মোরে ছাড়ি সীতা নাহি থাকে একরাতি।
একেলা থাকিবে বনে কাহার সংহতি॥
রাজ্যধন সিংহাসন বিফল আমার।
সীতার বিহনে মোর সব অন্ধকাব॥
কোন্ বনে রহিলেন সীতা সে রূপসী।
কি বলিবে শুনিলে জনকমহাঋষি॥
কার মুখ চেয়ে সীতা রহে কার পাশ।
সিংহব্যাঘ্র দেখি সীতার লাগিবে তরাস॥
কহ কহ কহ ভাই শুনি আরবার।
কোন্ বনে থুয়ে এলে জানকী আমার॥
লক্ষ্মণ বলেন তুমি করিলে বর্জ্জন।
আপনি বর্জ্জিয়া কেন করহ রোদন॥
ক্রন্দন সম্বর, প্রভু, ক্ষমা দেহ মনে।
সীতা থুয়ে আইলাম বাল্মীকির বনে॥

যদি রঘুনাথ মোরে কর আজ্ঞা দান।
রাত্রির ভিতরে সীতা আনি তব স্থান॥
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়েছি বাহিরে।
বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে সীতারে॥
সীতা না দেখিয়া, ভাই, না পারি রহিতে।
কেমনে সীতার শোক পাসরিব চিতে॥
আমার বচন শুন ভাই তিনজন।
রাত্রিতে সোণার সীতা করহ গঠন॥
জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোক।
দেখিয়া সোণার সীতা পাসরিব শোক॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
বিশ্বকর্ম্মা এলো তথা বুঝি তাঁর মন॥
শতমণ সোণা লয়ে দিল তার স্থান।
স্বর্ণসীতা বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ॥
যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে।
সবেমাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাহি সরে॥
সোণার সীতারে পরায় বস্ত্র-আভরণ।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন॥
'সীতা সীতা' বলি রাম ডাকে নিরন্তর।
সীতা নহে রঘুনাথে কে দিবে উত্তর॥
একদৃষ্টে চাহেন সোণার সীতামুখ।
উত্তর না পেয়ে রামের বড় হয় দুখ॥
সাতহাজার বর্ষ যে সীতার সংহতি।
দেখিয়া সোণার সীতা বঞ্চে সাতরাতি॥
সাতরাত্রি বঞ্চি রাম আইলা বাহির।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর॥
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন তিনজনে।
বাহির-চৌতারে রাম বসিলা দেয়ানে॥
পাত্রমিত্রবন্ধুবর্গ এল রামস্থানে।
শূন্যময় দেখে রাম সীতাব বিহনে॥
বিবাহ করিতে তাঁর নাহি লয় মন।
সম্মুখে সোণার সীতা রাখে সর্ব্বক্ষণ॥
পাত্রমিত্রবন্ধুবর্গ বুঝায় সকলে।
বিবাহ করহ, রাম, সকলেতে বলে॥
যথা যত রাজকন্যা আছে স্থানে স্থান।
শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান॥
সীতা-হেন নারী যার না লাগিল মনে।
সে জনার মনোনীত হইবে কেমনে॥
কন্যাগণ এই যুক্তি করে নিরন্তর।
আর বিভা না করিবেন রাম রঘুবীর॥

'সীতা সীতা' বলি রাম ছাড়িল নিশ্বাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস॥



কালিঞ্জররাজার বিবরণ

লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, উচিত এ নয়।
সাতদিন হৈল রাজকার্য্য নাহি হয়॥
সাতদিন হইয়াছে সীতার বর্জ্জন।
সীতার শোকেতে কর্ম্মে কিছু নাহি মন॥
রাজা হৈয়া রাজকর্ম্ম না করে জিজ্ঞাসা।
পরিণামে নরকভিতরে হয় বাসা॥
রাজ্যচর্চ্চা ছাড়িলেন পূর্ব্বে রাজা মৃগে।
সেই পাপে নরক ভুঞ্জিল চারিযুগে॥
পুষ্করদেশের রাজা নাম মৃগেশ্বর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা গুণের সাগর॥
প্রভাসের তীরে রাজা করিল গমন।
একলক্ষ ধেনুদানে তুষিল ব্রাহ্মণ॥
অগ্নিবেশ্যের ধেনু যে ছিল তাঁর পালে।
মৃগরাজা দান কৈল ধেনুর মিশালে॥
অগ্নিবেশ্য ব্রাহ্মণেরে জগতে বাখানি।
তপেজপে ব্রহ্মচর্য্যে দ্বিজ মহাজ্ঞানী॥
ধেনুর শোকেতে দ্বিজ জরজর তনু।
নানাদেশে তত্ত্ব করি না পাইল ধেনু॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাসের তীরে।
আপনার ধেনু দেখে পালের ভিতরে॥
ধেনু দেখি ব্রাহ্মণের হরষিতমন।
'জীববৎসা' বলি মুনি ডাকিল তখন॥
হাম্বা রবে এল ধেনু অগ্নিবেশ্যপাশে।
ধেনু লয়ে দ্বিজবর চলিল হরিষে॥
যারে দান দিয়াছিল মৃগমহীপালে।
সেই দ্বিজ আইল ধাইয়া হেনকালে॥
অগ্নিবেশ্য ধেনু লয়ে করিছে গমন।
গোচোর বলিয়া তাঁরে ধরিল ব্রাহ্মণ॥
ধেনু লাগি বিসম্বাদ হৈল দুইজনে।
রাজদ্বারে মহাযুদ্ধ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে॥
দ্বারী গিয়া ভূপতিরে কহিল সংবাদ।
ধেনু লাগি দুইদ্বিজে হতেছে বিবাদ॥
লক্ষ ধেনুদান তুমি কৈলে যেই কালে।
অগ্নিবেশ্য-ধেনু এক ছিল সেই পালে॥
এতেক শুনিয়া রাজা ভাবয়ে বিষাদ।
অবিচারে দান করে পড়িল প্রমাদ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা না দিল দর্শন।
রাজদ্বারে হুড়াহুড়ি বিপ্র দুইজন॥
দুই বিপ্র কোন্দল করয়ে রাজদ্বারে।
দুইপ্রহর হৈল দেখা না পায় রাজারে॥
ভূপে দেখা না পাইল দোঁহে হৈল তাপ।
ক্রোধভরে দুই বিপ্র ভূপে দিল শাপ॥
পরধনদানহেতু লাগিল কোন্দল।
দেখা না পাইয়া বিপ্র ছাড়ে রাজস্থল॥
দেখা না পাইয়া ভূপে বলে কটূত্তর।
কাঁকলাস হয়ে থাক নরকভিতর॥
উভয়ে মিলিয়া ঘরে গেলেন ব্রাহ্মণ।
প্রমাদ পড়িল এত দিয়া পরধন॥
ব্রহ্মশাপ মৃগরাজা ভুঞ্জে চিরকাল।
না করি রাজ্যের চর্চ্চা এতেক জঞ্জাল॥
রাম বলে জানি শাস্ত্রে কহে মুনিঋষি।
অবিচারে ধর্ম্মকার্য্যে হয় পাপরাশি॥
চিরদিন তোমরা করহ রাজ্যখণ্ড।
করেছ ভূপতি মোরে দিয়া ছত্রদণ্ড॥
এত বলি শ্রীরাম বসিলা সভা করি।
রাজদ্বারে লক্ষ্মণ বসেন হয়ে দ্বারী॥
এলেন বশিষ্ঠমুনি কুলপুরোহিত।
কশ্যপনারদ-আদি হৈলা উপনীত॥
পাত্রমিত্র লয়ে চর্চ্চা করেন ভরতে।
আছেন লক্ষ্মণ দ্বারে স্বর্ণছড়ি হাতে॥
মুনিগণ কহিছেন শুনহ লক্ষ্মণ।
রঘুনাথসঙ্গেতে করাহ দরশন॥
প্রজা সব বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
রামের পালনে সুখী আছে প্রজাগণ॥
রামহেন রাজা নাহি দেখি কোন যুগে।
পুত্রপৌত্রে লোক সব আছে নানাভোগে॥
এত শুনি হরষিত লক্ষ্মণ ঠাকুর।
হেনকালে তথা এক আইল কুক্কুর॥
রক্ত আঁখি কুক্কুরের সর্ব্বাঙ্গ ধবল।
পথশ্রান্তে উপবাসে হয়েছে বিকল॥
তিনপদে চলে তার একপদ খঞ্জ।
দণ্ডের আঘাতে শিরে রক্ত পুঞ্জ পুঞ্জ॥
তিনপদে চলিয়া আইল ধীরে ধীরে।
লক্ষ্মণে প্রণাম করি ভাসে অশ্রুনীরে॥

জিজ্ঞাসেন সে কুক্কুরে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কি কারণে কুক্কুর হেথায় আগমন॥
কুক্কুর কহিছে শুন ঠাকুরলক্ষ্মণ।
কহিব আমার দুঃখ শ্রীরামসদন॥
যদি আজ্ঞা দেন রাম ঘৃণা না করিয়া।
কহিব আমার দুঃখ সভামধ্যে গিয়া॥
লক্ষ্মণ গেলেন তবে রামের নিকটে।
কুক্কুরের বৃত্তান্ত কহেন করপুটে॥
দ্বারেতে কুক্কুর এক হৈল আগুসার।
সভাতে আসিতে চাহে কি আজ্ঞা তোমার॥
কুক্কুরে আনিতে রাম কহেন সত্বর।
কুক্কুরে আনিল তবে রামের গোচর॥
ভকতিভরে কুক্কুর নোওাইয়া মাথা।
যোড়হাতে স্তব করে বলে নীতিকথা॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিক্‌পাল।
তোমার সকল সৃষ্টি তুমি পরকাল॥
তুমি বিষ্ণু-অবতার পতিতপাবন।
সার্থক কুক্কুর পেয়ে তোমা-দরশন॥
রাম বলে কত স্তুতি কর বারে বারে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ কহ না আমারে॥
কান্দিয়া কুক্কুর বলে অশ্রুজলে ভাসি।
বিনা অপরাধে মোরে মেরেছে সন্ন্যাসী॥
সন্ন্যাসীর দণ্ডাঘাতে হইয়া কাতর।
তিন উপবাসে আসি তোমার গোচর॥
কোন্ অপরাধে মোরে দণ্ডে করে দণ্ড।
সন্ন্যাসীরে জিজ্ঞাসা করহ সভাখণ্ড॥
রাম বলে, সভাখণ্ড, শুনিলে উত্তর।
সন্ন্যাসীরে শীঘ্র আন আমার গোচর॥
ভালমন্দ বিচার করহ সর্ব্বজনে।
সন্ন্যাসী হইয়া জীবে হিংসে কি কারণে॥
রামের আজ্ঞাতে দূত চলিল সত্বরে।
সঙ্গে যেয়ে কুক্কুর দেখাল সন্ন্যাসীরে॥
হাতে কমণ্ডলু স্কন্ধে মৃগছাল তার।
সন্ন্যাসীরে দেখে দূত করে নমস্কার॥
সন্ন্যাসীরে লয়ে গেল যথায় লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল রামের সদন॥
সন্ন্যাসীরে রঘুনাথ করেন জিজ্ঞাসা।
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন কর জীবহিংসা॥
অধর্ম্ম করিলে হয় নরকে নিবাস।
ক্রোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ কিসের সন্ন্যাস॥
পরনিন্দা পরহিংসা পরমপাতক।
সন্ন্যাসী হিংস্রক হলে বিষম নরক॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ যেবা করে ত্যাজ্য।
এমন সন্ন্যাসী হয় সংসারেতে পূজ্য॥
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধ কর অকস্মাৎ।
কি দোষেতে কুক্কুরে করিলে দণ্ডাঘাত॥
যোড়হাতে কহে তবে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
দোষাদোষ আমার শুনহ নারায়ণ॥
সারাদিন সন্ধ্যাজপ করি গঙ্গাতীরে।
সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা-আশে যেতেম নগরে॥
ক্ষুধানলে পুড়ে অঙ্গ মেগে ফিবি ভিক্ষে।
পথ যুড়ে শুয়ে আছে কুক্কুর সম্মুখে॥
'পথ ছাড়' বলে ডাক দিই উচ্চৈঃস্বরে।
কপটে রহিল পথ না ছাড়িল মোরে॥
একচক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে চায়।
ক্রোধে জ্বলি দণ্ডাঘাত কবেছি মাথায়॥
এই কহিলাম আমি সভার ভিতরে।
যে হয় উচিত দণ্ড করহ আমারে॥
রাম বলে, সভাখণ্ড, করহ বিচার।
কাহার করিব দণ্ড অপরাধ কার॥
যোড়হাত করি তবে সভাখণ্ড কয়।
আমাদের বুদ্ধিসাধ্য এইমত হয়॥
কারো নহে রাজপথ রাজ-অধিকার।
উত্তম-অধম পথে চলে ত সংসাব॥
যদি শীঘ্র কাজ থাকে যাবে একপাশে।
সন্ন্যাসী হইল দোষী আপনাব দোষে॥
শ্রীরাম বলেন তবে শুন সভাখণ্ড।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্ন্যাসীর করিব কি দণ্ড॥
যোড়হাতে রঘুনাথে কহে সভাখণ্ড।
গঙ্গাস্নান মানা করা সন্ন্যাসীর দণ্ড॥
কুক্কুর উঠিয়া বলে সভার ভিতরে।
কদাচিৎ দণ্ড না করিহ সন্ন্যাসীরে॥
আমার বচনে কিছু কর পুরস্কার।
কালিঞ্জরে সন্ন্যাসীরে দেহ রাজ্যভার॥
কুক্কুরের কথা শুনি সভাজন হাসে।
সন্ন্যাসীরে রাজা করে কালিঞ্জরদেশে॥
রাজ্য পেয়ে সন্ন্যাসী মাতঙ্গপৃষ্ঠে চড়ে।
রাজদণ্ডে সন্ন্যাসীর ঐশ্বর্য্য সে বাড়ে॥

আনন্দে সন্ন্যাসী যায় কালিঞ্জরদেশে।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখে সর্ব্বলোক হাসে ॥
পরিধানে কৌপীন মস্তকে ছত্রদণ্ড।
রঘুনাথে জিজ্ঞাসা করে সভাখণ্ড॥
আনিলে সন্ন্যাসী ধরে দণ্ড করিবারে।
কি কারণে রাজপদ দিলে সন্ন্যাসীরে ॥
রাম বলে রাজ্য দিনু কুক্কুরবচনে।
ইহার যে বৃত্তান্ত কুক্কুর ভাল জানে ॥
ইহা শুনি সভাখণ্ড জিজ্ঞাসে কুক্কুরে।
কুক্কুর বিনয় করি কহিছে সত্বরে ॥
পূর্ব্বজন্মে কালিঞ্জরে আমি ছিনু রাজা।
নিত্য নিত্য করিতাম সদাশিব পূজা ॥
নীলবর্ণ শিবলিঙ্গ তথা অধিষ্ঠান।
রাজা বিনা অন্য জনে পূজিতে না পান ॥
বিশেষ প্রকারে পূজা করিয়া শঙ্করে।
প্রসাদ খাইতে হয় প্রত্যহ রাজারে ॥
রাজারে শিবের শাপ আছয়ে এমন।
মরিলে কুক্করযোনি না হয় খণ্ডন ॥
কালিঞ্জরদেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর।
রাজা ছিলাম এবে আমি হয়েছি কুক্কুর ॥
পাইয়া কুক্কুরদেহ এতেক দুর্গতি।
তোমা-দরশনে এবে হইবে নিষ্কৃতি ॥
সবে বলে সন্ন্যাসীর বাড়িল বিষয়।
বিষয় এ নহে, প্রভু, বড়ই সংশয় ॥
কালিঞ্জরে যেই জন হয়ত রাজন্।
মরিলে কুক্কুর হবে না হয় খণ্ডন ॥
কুক্কুর এতেক বলি রামে নমস্কারে।
বারাণসীধামে পরে চলে ধীরে ধীরে ॥
প্রাণ ত্যজে সে কুক্কুর করি উপবাস।
রামদরশনে লাভ হৈল স্বর্গবাস ॥



শত্রুঘ্নকর্ত্তৃক লবণদৈত্যবধ

সভাসনে রঘুনাথ বসিলা দেয়ানে।
পাত্রমিত্রসভাজন আছে বিদ্যমানে ॥
উপনীত লক্ষ্মণ রামের বিদ্যমান।
প্রণিপাত করি কহে শ্রীরামের স্থান ॥
মহামুনি ভার্গব বৈসেন গঙ্গাতীরে।
তোমা-দরশনে মুনি আইলেন দ্বারে ॥
রাম কহে ঝাট আন দ্বারে কি কারণ।
বড় ভাগ্য আজি মম মুনিদরশন ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বরে।
শিষ্যসহ মুনি আনে রামের গোচরে ॥
নমস্কার করি রাম বন্দিলা চরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা রাম বসিতে আসন ॥
ভার্গব বলেন, রাম, কর অবধান।
মহাদুঃখ নিবেদিতে আসি তব স্থান ॥
পূর্ব্বে রাজগণে দিনু যত যত ভার।
রাজগণ পালিল আমার অঙ্গীকার ॥
ত্রিভুবন রাখিলে হে মারিয়া রাবণ।
রাবণ হইতে এক আছে ত দুর্জ্জন ॥
সত্যযুগে ছিল মধু দৈত্যের প্রধান।
হিরণ্যকশিপুপুত্র বড় বলবান্ ॥
সদাশিব প্রিয়ভক্ত দৈত্য মহাবল।
শিবের বরেতে সে জিনেছে ভূমণ্ডল ॥
জাঠা এক শিব তারে দিয়াছেন দান।
জাঠার তেজের কথা কি কব বাখান ॥
মন্ত্র পড়ি মধুদৈত্য জাঠা যদি এড়ে।
জাঠামুখে ত্রিভুবন ভস্ম হয়ে উড়ে ॥
হৈল মধুর পুত্র লবণ মহাবল।
জিনিল জাঠার তেজে পৃথিবীমণ্ডল ॥
কুম্ভনসীগর্ভে জন্ম রাবণ-ভাগিনে।
তাহার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
মহাদুষ্ট লবণ সে মথুরাতে ঘর।
জন্মাবধি মহাপাপ করে নিরন্তর ॥
মধুদৈত্য মহাবীর হইলে পতন।
তাহার সে জাঠাগাছ পাইল লবণ ॥
লবণ জাঠার তেজে জিনে ত্রিভুবন।
লবণে মারিতে যুক্তি করহ এখন ॥
জাঠাগাছ লইয়া সে যদি আসে রণে।
তাহারে রণেতে জিনে নাহি ত্রিভুবনে ॥
লবণের সঙ্গে হবে দুর্জ্জয় সংগ্রাম।
তার কথা কহি কিছু শুনহ শ্রীরাম ॥
মান্ধাতা নামেতে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
অযোধ্যাতে রাজ্য করে ত্রিভুবন শাসে ॥
ইন্দ্রে জিনিবারে গেল অমরভুবন।
ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া হৈল অদর্শন ॥
মান্ধাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে।
অর্দ্ধরাজ্য ভোগ কর পুরন্দরসনে ॥

ধনেতে অর্দ্ধেক লহ এ অমরাবতী।
ইন্দ্রের সহিত যাও করিয়া পিরীতি ॥
মান্ধাতা বলেন চাহি করিবারে রণ।
ইন্দ্রে জিনি স্বর্গ লব শুন দেবগণ ॥
পুরন্দরে জিনি আমি রাখিব পৌরুষ।
ত্রিভুবনে লোকে যেন ঘোষে এই যশ ॥
দেবগণ লয়ে ইন্দ্ররাজা যুক্তি করে।
বিনাযুদ্ধে পাঠাইব যমের দুয়ারে ॥
ইন্দ্র বলে শুনহ মান্ধাতা মহারাজ।
পৃথিবী জিনিতে নার বীরের সমাজ ॥
পৃথিবী জিনিতে যেই রাজা নাহি পারে।
লজ্জা নাই আসিয়াছে স্বর্গ জিনিবারে ॥
আছয়ে লবণদৈত্য সে বড় কর্কশ।
রাক্ষসীগর্ভেতে জন্ম জাতিতে রাক্ষস ॥
নিষ্কণ্টকে রাজ্য করে মথুরার দেশে।
তারে জিনে তবে স্বর্গ জিন আসি শেষে ॥
ইন্দ্রের বচনে লাজ পাইয়া মান্ধাতা।
মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ কবে হেঁটমাথা ॥
স্বর্গ ছাড়ি আইল লবণে জিনিবারে।
দূত পাঠাইল সে লবণে জানাবারে ॥
ত্বরা করি গেল দূত লবণগোচরে।
মান্ধাতারাজন্ আসে তোমা জিনিবারে ॥
লবণ শুনিয়া এত ক্রোধিত হইল।
লবণের ক্রোধ দেখি দূত চলি গেল ॥
দূতের বিলম্ব দেখি মান্ধাতাভূপতি।
যুঝিবারে গেল বীর কটকসংহতি ॥
মান্ধাতার তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ।
মান্ধাতার তেজ দেখি রুষিল লবণ ॥
মান্ধাতার সেনাপতি যতেক যুঝার।
লবণ উপরে করে বাণ-অবতার ॥
জাঠা হাতে করিয়া লবণবীর রোষে।
এড়িলেক জাঠাগাছ মান্ধাতা উদ্দেশে ॥
রথ-অশ্বকটক জাঠার তেজে পুড়ে।
মান্ধাতা জাঠার তেজে ভস্ম হয়ে উড়ে ॥
পুনর্ব্বার জাঠা গেল লবণের হাতে।
পড়িল মান্ধাতা যত রাজা ভয়ে চিন্তে ॥
পূর্ব্বপুরুষ তোমার সে মান্ধাতাভূপতি।
লবণ মান্ধাতা মারি রাখিল খেয়াতি ॥
কত শত রাজগণে করিল সংহার।
লবণে মারিয়া, রাম, কর প্রতিকার ॥

শুনিয়া মুনির কথা ভাই তিনজন।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রামের সদন ॥
যোড়হাতে কহেন ঠাকুর শত্রুঘন।
তুমি ভাই লক্ষ্মণ করেছ বহু রণ ॥
আমারে করহ আজ্ঞা মারিতে লবণ।
লবণ মারিলে যশ ঘোষে ত্রিভুবন ॥
শত্রুঘ্নের বচনে রামের হৈল হাস।
লবণে মারিতে রাম দিলেন আশ্বাস ॥
শত্রুঘন চলিলেন মারিতে লবণ।
কহেন ভার্গবমুনি শুন শত্রুঘন ॥
কুড়িহাজার মত্তহস্তী মেবে খায় দিনে।
লবণের সঙ্গে যুদ্ধে থেকো সাবধানে ॥
এত বলি ভার্গব গেলেন নিজ স্থান।
ভাইগণ লয়ে রাম কবে অনুমান ॥
রাম বলে শত্রুঘনে করিলাম রাজা।
লবণে মারিয়া পাল মথুরার প্রজা ॥
লবণে মারিয়া তুমি হয়ে অধিকারী।
প্রজার পালন কর মথুরানগরী ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, প্রভু, কর অবধান।
জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের নহে এ বিধান ॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই শত্রুঘন।
তোমাতে আমাতে নহে ভেদ কদাচন ॥
চলিলেন শত্রুঘন মারিতে লবণ।
রামে প্রদক্ষিণ করি বন্দিলা চরণ ॥
বিষ্ণু-অস্ত্র ছিল অর অস্ত্রের প্রধান।
লবণে মারিতে শত্রুঘনে দিলা দান ॥
একলক্ষ রথ নড়ে একলক্ষ হাতী।
একলক্ষ ঘোড়া নড়ে পবনের গতি ॥
লবণ মারিতে বীব করিল সাজনি।
শত্রুঘ্নের নিজ বাদ্য সাত অক্ষৌহিণী ॥
লিখনে না যায় ঠাট কতেক অপার।
শুনি বাদ্যের শব্দ লাগে চমৎকার ॥
হইল আষাঢ় গত শ্রাবণ প্রবেশে।
গেলেন যমুনাপার বাল্মীকির দেশে ॥
শত্রুঘন বন্দিলেন মুনির চরণ।
শত্রুঘনে দেখে মুনি হরষিতমন ॥
শত্রুঘন বলে, মুনি, করি নিবেদন।
রামের আদেশে যাই বধিতে লবণ ॥
কটকসহিত আমি আইনু এদেশে।
অদ্য রাত্রি তবাশ্রমে বঞ্চিব হরিষে ॥

এতেক শুনিয়া মুনি হরষিতমন।
ব্রহ্মমন্ত্র বেদধ্বনি করিলা তখন ॥
শত্রুঘনে করাইল উত্তম ভোজন।
জানিলা লবণ আজি হইবে নিধন ॥
মুনি আর শত্রুঘনে দোঁহে কয় কথা।
হেনকালে দুইপুত্র প্রসবিলা সীতা ॥
শিষ্যগণ কহে আসি মুনির সাক্ষাতে।
দুইপুত্র যমজ প্রসব কৈল সীতে ॥
মুনি বলে গোপনেতে রাখ শিষ্যগণ।
এই কথা যেন নাহি শুনে শত্রুঘন ॥
মতান্তরে আছে ইহা শুন সর্ব্বজন।
যমুনার তীরে মুনি কবেন তর্পণ ॥
মুনিকে সংবাদ দেয় শিষ্য একজন।
প্রসব করিলা সীতা যমজ নন্দন ॥
আনন্দিত হয়ে মুনি কহিলেন শিষ্যে।
শিশুকে মাখাতে বল লব আর কুশে ॥
শুনিয়া মুনির কথা কহিল সীতায়।
হরিষ হইয়া সীতা পুত্রেরে মাখায় ॥
স্নান করি মুনিবর আসিলেন ঘরে।
হাসি কহে তব পুত্রে দেখাও আমারে ॥
লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে।
লব মেখে লব হৈল কুশে কুশ রাখে ॥
দিনে দিনে বাড়ে দুইশিশু মহারথা।
এখন কহিব যে লবণবধকথা ॥
এতেক বলিয়া মুনি আনন্দহৃদয়।
শত্রুঘন-মুনি দোঁহে কথাবার্ত্তা কয় ॥
কথোপকথনে দোঁহে বঞ্চিলা রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া যায় কবিয়া সাজনি ॥
মুনিরে প্রণমি চলে শত্রুঘনবীর।
ভার্গবের বাটী গেল যমুনার তীর ॥
মুনি প্রণমিয়া করে যুক্তি সমুচিত।
মুনি বলে সুমন্ত্রণা করিব বিহিত ॥
লবণ নামেতে দৈত্য সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
কিরূপে মারিব তারে শত্রুঘন কয় ॥
মুনি বলে অতিশয় দুষ্ট সে লবণ।
কহি হিত-উপদেশ শুন শত্রুঘন ॥
রজনীপ্রভাতে যাবে মৃগের উদ্দেশে।
আপনা পাসরে বেটা ভক্ষণের আশে ॥
জাঠাগাছ থুয়ে যায় শিবপূজা ঘরে।
ফিরে আসে নিবাসে দিবস দুপ্রহরে ॥
হিত-উপদেশ বলি শুনহ সত্বর।
মৃগয়ার ছলে বেড়ি রহ তার ঘর ॥
কোনমতে জাঠাগাছ না পায় রাক্ষস।
লবণ মারিতে তবে করহ সাহস ॥
জাঠা বন্দী করিতে না পার শত্রুঘন।
না হবে তোমার শক্তি মারিতে লবণ ॥
শত্রুঘন পাইয়া এতেক উপদেশ।
লবণে মারিতে যায় মথুরার দেশ ॥
প্রভাতে লবণ গেল করিতে আহার।
শত্রুঘন সসৈন্যে যমুনা হৈল পার ॥
জাঠাগাছ-ঘর গিয়া কটকেতে বেড়ে।
মৃগভার স্কন্ধেতে লবণ আসে গড়ে ॥
সৈন্যেতে সকল পথ বহিল আগুলে।
কুপিয়া লবণবীর মৃগভার ফেলে ॥
মধুদৈত্যপুত্র সেই মথুরাতে থানা।
বিক্রমে নাহিক অন্ত রাবণ-ভাগিনা ॥
লবণ বলে মিছা যুড়িস ধনুর্ব্বাণ।
তোর মত কত বেটার লয়েছি পরাণ ॥
কহিছেন শত্রুঘন লবণবচনে।
কাটিব মস্তক তোর এই ধনুর্ব্বাণে ॥
মামা তোর বীর ছিল সেই অহঙ্কার।
আমাব ভ্রাতার হাতে তাহাব সংহার ॥
সেই রামের ভাই আমি তোর বাক্যে ভুলি।
তোর মাথা কাটিয়া রামেরে দিব ডালি ॥
খাইয়া মানুষ-গরু পূর্ণ হৈল কাল।
তোরে মেরে মথুরার ঘুচাব জঞ্জাল ॥
লবণ বলিছে ক্রোধে শোন্ শত্রুঘন।
তোরে মারি ঘুচাইব মায়ের ক্রন্দন ॥
মামারে মারিল তোর জ্যেষ্ঠসহোদর।
মায়ের ক্রন্দন শুনি জ্বলি নিরন্তর ॥
সেই তাপে আজ তোর করি সর্ব্বনাশ।
মরিতে মানুষবেটা এলি মোর পাশ ॥
তোর বংশে যত রাজা তৃণহেন বাসি।
মান্ধাতারে পোড়ায়ে করেছি ভস্মরাশি ॥
শত্রুঘন কহেন এসেছি সেই কোপে।
তোর মাথা কাটিব রাখিবে কার বাপে ॥
মারিয়াছ সূর্য্যবংশে মান্ধাতাভূপতি।
তার শোধে পাঠাইব যমের বসতি ॥
রামের কনিষ্ঠ আমি বীর-অবতার।
তোরে মেরে শোধিব বংশের যত ধার ॥

শত্রুঘ্নের বচনেতে রুষিল লবণ।
মানুষবেটার কথা সব কতক্ষণ॥
হাতে হাতে চাপি করে দন্ত কড়মড়ি।
শীঘ্রগতি চলিল আনিতে জাঠাবাড়ি॥
লবণের মন বুঝি শত্রুঘন হাসে।
মনে কি করিস, বেটা, ফিরে যাবি বাসে॥
শুনিয়া লবণবীর সিংহ যেন গর্জ্জে।
গর্জ্জন করিয়া আসে যুঝিবার সাজে॥
গাছপাথর মারে লবণ সঘনে উপাড়ি।
শত্রুঘ্নের মাথে মারে দুহাতিয়া বাড়ি॥
সেই ঘায়ে শত্রুঘন হৈল অচেতন।
ভয়ঙ্কব শব্দে লবণ করয়ে গর্জ্জন॥
শত্রুঘন পড়ে সৈন্য করে হাহাকার।
ঘরে যায় লবণ লইয়া মৃগভার॥
উঠিল যে শত্রুঘন সমরে দুর্জ্জয়।
ধনুক পাতিয়া যুঝে নাহি করে ভয়॥
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন যুড়িল ধনুকে।
স্থাবর জঙ্গম মেরু দিক্‌পাল কাঁপে॥
উল্কাপাত হয় যেন সেই বিষ্ণুবাণে।
প্রলয় হইল দেখি ভাবে দেবগণে॥
আচম্বিতে সৃষ্টিনাশ হয় কি কারণ।
শুনিয়া প্রলয়শব্দ কাঁপে দেবগণ॥
কোন যুগে এমত যে শব্দ নাহি শুনি।
হইল প্রলয় কি নিশ্চয় নাহি জানি॥
ব্রহ্মা বলে, দেবগণ, না করিহ ডর।
লবণ বধিতে গর্জ্জে শত্রুঘ্নের শর॥
সৃজিলেন বাণ বিষ্ণু আপনার হাতে।
মৈল মধুকৈটভাদি সেই বাণাঘাতে॥
বাণের উপরে বিষ্ণু হন অধিষ্ঠান।
সেই বাণাঘাতে কারো নাহি রহে প্রাণ॥
বিষ্ণুবাণ উপরেতে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে।
সে বাণ নাহিক ব্যর্থ হয় কোনকালে॥
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন এড়িল লবণে।
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণে॥
সিংহনাদ করি ডাকে বীর শত্রুঘন।
কোথা রলি ওরে বেটা দে রে আসি রণ॥
বাণের গর্জ্জন শুনি লবণের ডর।
কহিতেছে শত্রুঘনে ত্রাসিত অন্তর॥
ক্ষণেক ক্ষমহ মোরে খাই ভক্ষ্য-পানি।
বাহুড়িয়া আমি যুদ্ধ করিব এখনি॥
মনে ভাবে জাঠা আছে দেবপূজাঘরে।
লইব সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে॥
তাহার মনের কথা বুঝি শত্রুঘন।
কহিতে লাগিল বীর করিয়া তর্জ্জন॥
করিবি ভোজন তুই আমি উপবাসী।
উপবাসে দোঁহে যুদ্ধ আমি ভালবাসি॥
এখন ভোজন আর উচিত না হয়।
ভোজন করিবি বেটা গিয়া যমালয়॥
কুপিল লবণবীর দুর্জ্জয়প্রতাপ।
আহার করিতে নাহি দিলি মহাপাপ॥
রঘুবংশে জন্ম তোর সর্ব্বলোকে জানে।
রঘুকুল উজ্জ্বল করিলি এতদিনে॥
শত্রুঘ্নেরে মারিবারে আইল লবণ।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন॥
মহাশব্দে যায় বাণ জ্বলন্ত আগুনি।
লবণের বুকে বিন্ধি সান্ধায় মেদিনী॥
বিষ্ণুবাণ বুকে ঠেকি পড়িল লবণ।
দেবতার জাঠাগাছ গেল ততক্ষণ॥
শক্তিমান জাঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে।
পড়িল লবণবীর সর্ব্বলোকে দেখে॥
জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ।
শত্রুঘ্ন উপরে করে পুষ্পবরিষণ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী।
আনন্দে হইল মগ্ন যত সুরপুরী॥
শত্রুঘ্নেরে ডাকি ব্রহ্মা কহিলা তখন।
বর মাগ, মহাবীর, যাহা লয় মন॥
নিজ বাহুবলে বীর লবণে মারিলে।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালের শঙ্কা নিবারিলে॥
যে বর মাগিবে তুমি দেবতার স্থানে।
সে বর তোমারে দিবে সর্ব্বদেবগণে॥
কহিছেন রামানুজ যুড়ি দুই পাণি।
মথুরাতে বসতি হউক পদ্মযোনি॥
'তথাস্তু' বলিয়া বর দিল ততক্ষণ।
বর দিয়া স্বর্গে গেল যত দেবগণ॥
বসতি করাতে বীর করি সন্বিধান।
করিল মথুরাপুরী অদ্ভুতনির্ম্মাণ॥
বাড়ীঘর নির্ম্মাইল আর সরোবর।
মৎস্য আদি নির্ম্মাইল নানাজলচর॥
বন-উপবন ভাঙ্গি কবিল বসতি।
বসাইল প্রজাগণ নর নানাজাতি॥

বৃক্ষোপরে পক্ষী সব করে মধুধ্বনি।
মুনিমন হরে হেরে ময়ূরনাচনি॥
রাজবাটী নির্ম্মাইল দেখিতে সুন্দর।
শত্রুঘন রহিলেন তাহার ভিতর॥
নগরের মধ্যে যত সাধুলোক বৈসে।
অন্য দেশ হৈতে লোক মথুরায় আসে॥
পদ্মকোটি ঘর কৈল সুবর্ণে গঠন।
ক্ষত্রবৈশ্যশূদ্র আসি বসিল ব্রাহ্মণ॥
দ্বাদশ বছর থাকি মথুরানগরে।
প্রজারে পালেন সদা হরিষ-অন্তরে॥
মথুরানগরী সব আনিয়া শাসনে।
অযোধ্যায় চলিলেন রামসম্ভাষণে॥
কটকসহিত গেলা বাল্মীকির দেশ।
সৈন্যসহ তপোবনে করিলা প্রবেশ॥
শত্রুঘ্নে দেখিয়া মুনি হরষিতমন।
শত্রুঘন কৈল তাঁর চরণবন্দন॥
মুনি বলে, মহাবীর, তুমি শত্রুঘন।
লবণ মারিয়া রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন॥
অনেক কষ্টেতে রাম বধিল রাবণে।
লবণে মারিলে তুমি দিনেকের রণে॥
মনুষ্য খাইয়া বেটা দেশ কৈল বন।
লবণে মারিয়া কৈলে নগরপত্তন॥
আলিঙ্গন দিলা মুনি পরম-আদরে।
রাখিলা সকল সৈন্য অতিথি-আচারে॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
নানা-উপহারে ভুঞ্জে সকল কটক॥
সোণার পালঙ্কে বীর করিল শয়ন।
মুনির বাটীতে শুনে গীত রামায়ণ॥
বীণার স্বরেতে নাদ হৈল আচম্বিত।
মধুস্বরে গান হয় রামায়ণগীত॥
দেশ ছাড়ি সীতা আর শ্রীরামলক্ষ্মণ।
গাছের বাকল পরি প্রবেশিলা বন॥
শ্রীরাম যাইতে বনে কান্দে সর্ব্বলোক।
দশরথ মরিলেন পেয়ে পুত্রশোক॥
রাজার মরণে যত রাজরাণীগণ।
যেমতে করিলা তার শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
রাম বনে ভরত সে মাতুলের পাড়া।
চারিপুত্রসত্ত্বে রাজা হৈল বাসি মড়া॥
চৌদ্দবর্ষ রহে রাম পঞ্চবটীবনে।
সীতা হরি লইলেক লঙ্কার রাবণে॥
সবংশে রাবণে রাম করিল সংহার।
বহুযুদ্ধে করিলেন সীতার উদ্ধার॥
সুমধুর স্বরে গীত করিলা যখন।
সর্ব্বলোক মুগ্ধ হল শুনি রামায়ণ॥
দুইশিশু গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্ব্বলোক শুনে যেন অমৃতের কণা॥
শত্রুঘ্ন চক্ষের জল নারেন রাখিতে।
দুইচক্ষে বারিধারা পোছেন দুহাতে॥
শ্রীরামের দুঃখ শুনে শত্রুঘ্ন বিকল।
মোহ সম্বরিতে নারে চক্ষে পড়ে জল॥
পাত্রমিত্র বলে সব শুন মহামুনি।
এমন অমৃতগান কভু নাহি শুনি॥
চারিপ্রহর রজনী মধুরগীত শুনে।
সর্ব্বলোক বঞ্চিলাম নিশিজাগরণে॥
শত্রুঘ্ন বলেন, মুনি, করি নিবেদন।
কোথাকার দুইশিশু গায় রামায়ণ॥
শুনিলাম রামায়ণ মধুরসঙ্গীত।
কহ মুনি এই গীত কাহার রচিত॥
মুনি বলেন জিজ্ঞাসিলে বার্ত্তা শত্রুঘন।
দুইশিশু গান করে শিষ্য দুইজন॥
রচিয়াছি রামায়ণ আমি সপ্তকাণ্ড।
শুনে লোক মোক্ষ পায় অমৃতের ভাণ্ড॥
কহিতে এ কথাবার্ত্তা প্রভাতা রজনী।
প্রভাতে চলিলা বীর বন্দি মহামুনি॥
শত্রুঘ্ন সসৈন্যে যমুনা হৈলা পার।
শত্রুঘ্নের সঙ্গে বাদ্য বাজিছে অপার॥
তিনদিনে গেল বীর অযোধ্যানগর।
যোড়হাতে রহিলেন রামের গোচর॥
শত্রুঘ্ন কৈল রামের চরণবন্দন।
তোমার প্রসাদে, প্রভু, মারিনু লবণ॥
মারিনু লবণে যুদ্ধ করিয়া বিশাল।
মথুরাতে বসাইনু প্রজা চালেচাল॥
বারবর্ষ না দেখিয়া তোমার চরণ।
ধরিতে না পারি প্রাণ হৈল উচাটন॥
তব অদর্শনে প্রভু জীবনে কি কার্য্য।
কি করিবে সুখভোগ মথুরার রাজ্য॥
শত্রুঘ্নে শ্রীরাম তবে দিলা আলিঙ্গন।
রাম বলে, ভাই, তব মধুরবচন॥
সবার কনিষ্ঠভাই গুণের সাগর।
তোমারে দেখিলে দুঃখ পাসরি বিস্তর॥

পঞ্চদিন চারিভাই বঞ্চিব হরিষে।
পঞ্চদিন পরে যেও মথুরার দেশে॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ ও ভরতশত্রুঘন।
চারিভাই একত্রে করিল সম্ভাষণ॥
চারিভাই পঞ্চদিন একত্রে রহিলা।
শত্রুঘ্নেরে মথুরায় বিদায় করিলা॥
মথুরায় হইলেন শত্রুঘন রাজা।
অযোধ্যায় শ্রীরাম পালেন সব প্রজা॥
শ্রীরামের রাজ্যে লোক সর্ব্বসুখে বৈসে।
উত্তরাকাণ্ডে গাইল কবি কৃত্তিবাসে॥



শ্রীরামকর্তৃক শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদে অকালমৃত বিপ্রপুত্রের জীবনদান

অযোধ্যায় রাজা রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অকালমরণ নাই রাজ্যের ভিতর॥
অকস্মাৎ এক বিপ্র আইল কান্দিয়া।
মৃত এক শিশুপুত্র কোলেতে করিয়া॥
পঞ্চবৎসরের মৃতপুত্র তার কোলে।
শ্রীরামের দ্বারে আসি কাঁদে উচ্চরোলে
ধর্ম্মের সংসার মোর পাপ নাহি করি।
অকস্মাৎ পুত্রশোকে কেন পুড়ে মরি॥
না করেন রাজ্যচর্চ্চা রাম রঘুবর।
ব্রহ্মশাপ দিব আজি রামের উপর॥
কি পাপে মরিল পুত্র কিছুই না জানি।
পুত্রকোলে করি কান্দে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী॥
বৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চবর্ষ পুষি।
অকালে মরিল পুত্র রামরাজ্যে বসি॥
পিতামাতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেল কোথা।
কোন্ দোষে মৈল পুত্র প্রাণে দিয়া ব্যথা॥
অধর্ম্মীর রাজ্যে হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক।
কর্ম্মদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক॥
অকালেতে মরে পুত্র শ্রীরামের রাজ্যে।
নহে অন্য দেশে যাব এই রাজ্য ত্যজে॥
এত বলি স্ত্রীপুরুষে ভাসে অশ্রুনীরে।
লক্ষ্মণ সত্বরে যান রামের গোচরে॥
অকস্মাৎ প্রমাদ পড়িল রঘুমণি।
মৃতপুত্র লয়ে আইল ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী॥
বয়সেতে বৃদ্ধ দোঁহে পুত্র নাহি আর।
ক্রন্দনে ব্যাকুল তারা করে রাজদ্বার॥

দ্বিজ বলে পাপ নাহি আমার শরীরে।
তবে অকালেতে মোর পুত্র কেন মরে॥
এত বলি স্ত্রীপুরুষে করয়ে রোদন।
শ্রীরাম শুনিয়া হইল বিরসবদন॥
ত্রাস পান রঘুনাথ শুনিয়া বচন।
অকালে দ্বিজের পুত্র মরে কি কারণ॥
পাত্রমিত্রসভাসদ করে হাহাকার।
রামের অজ্ঞাতে সব হৈল আগুসার॥
আইল বশিষ্ঠ মুনি কুলপুরোহিত।
কশ্যপনারদ-আদি হৈল উপনীত॥
পাত্রমিত্র লয়ে রাম বসিলা দেয়ানে।
ব্রাহ্মণের কথা রাম কহে সভাস্থানে॥
তোমা সবে লয়ে আমি করি রাজকাজ।
অকালে ব্রাহ্মণপুত্র মরে পাই লাজ॥
শুনিয়া রামের কথা সকলে নীরব।
শ্রীরামের পানে চাহি কহেন নারদ॥
মুনি বলে, রঘুনাথ, শাস্ত্রের বিচার।
সত্যযুগে তপস্যায় দ্বিজ-অধিকার॥
ত্রেতাযুগে তপস্যায় ক্ষত্র-অধিকার।
দ্বাপরেতে বৈশ্য-তপ শাস্ত্রের বিচার॥
কলিযুগে তপস্যা করিবে শূদ্রজাতি।
তপস্যার নীতি এই শুন রঘুপতি॥
অকালে অনধিকারে শূদ্র তপ করে।
সেই রাজ্যে অকালেতে দ্বিজপুত্র মরে॥
কলিকালে শূদ্র আর পতিহীনা নারী।
তপস্যা করিলে সৃষ্টি নাশিবারে পারি॥
অকালে করিলে তপ ঘটায় উৎপাত।
অকালে মরণরীতি শুন রঘুনাথ॥
না মরে তোমার পাপে দ্বিজের কুমার।
তপস্যা করিছে কোথা শূদ্র দুরাচার॥
এই হেতু মিথ্যা দোষী করিয়া তোমাকে।
ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী দ্বারে কান্দে পুত্রশোকে॥
নারদের বচন রামের লয় মনে।
ডাক দিয়া সভামধ্যে আনেন লক্ষ্মণে॥
পাত্রমিত্র লয়ে, ভাই, বৈসহ বিচারে।
প্রিয়বাক্যে ব্রাহ্মণেরে রাখহ দুয়ারে॥
যাবৎ না আসি আমি করিয়া বিচার।
তাবৎ রাখিহ দ্বিজে না ছাড়িহ দ্বার॥
নারায়ণতৈলে ফেলি রাখ দ্বিজসুতে।
দেহ তার নষ্ট যেন না হয় কোনমতে॥

এত বলি কৈল রাম রথে আরোহণ।
পশ্চিমদিকেতে রাম করিল গমন ॥
পশ্চিমের যত দেশ করিয়া বিচার।
উত্তরদিকেতে রাম কৈলা আগুসার ॥
উত্তরের যত দেশ করি অন্বেষণ ॥
পূর্ব্বদিকে রঘুনাথ করেন গমন ॥
পূর্ব্বদিক বিচারিয়া গেলেন দক্ষিণে।
এক শূদ্র তপ করে মহাঘোর বনে ॥
করয়ে কঠোর তপ বড়ই দুষ্কর।
অধোমুখে ঊর্দ্ধপদে আছে নিরন্তর ॥
বিপরীত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিছে সম্মুখে।
গ্রাসিছে বহ্নিব ধূম সূর্য্যের আলোকে ॥
দেখিয়া কঠোর তপ শ্রীরামের ত্রাস।
'ধন্য ধন্য' বলি রাম যান তার পাশ ॥
জিজ্ঞাসা করেন তারে কমললোচন।
কোন্ জাতি তপ কর কোন্ প্রয়োজন ॥
তপস্বী বলেন আমি হই শূদ্রজাতি।
শম্বুক আমার নাম শুন মহামতি ॥
করিব কঠোর তপ দুর্ল্লভ সংসারে।
তপস্যার ফলে যাব বৈকুণ্ঠনগরে ॥
তপস্বীর বাক্যে কোপে কাঁপে রামতুণ্ড।
খড়্গ হাতে কাটিলেক তপস্বীর মুণ্ড ॥
'সাধু সাধু' শব্দ করে যত দেবগণ।
রামেব উপরে করে পুষ্পবরিষণ ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, রাম, কৈলে বড় কাজ।
শূদ্র হয়ে তপ করে পাই বড় লাজ ॥
রামে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা কহেন তখন।
মনোনীত বর মাগি লহ যে এখন ॥
শ্রীরাম বলেন যদি দিবে বরদান।
তব বরে জীয়ে যেন ব্রাহ্মণসন্তান ॥
ব্রহ্মা বলে এ বর না চাহ রঘুমণি।
শূদ্র কাটা গেল দ্বিজ বাঁচিল আপনি ॥
আপনা বিস্মৃত তুমি দেব নারায়ণ।
মারিয়া বাঁচাতে পার এ তিনভুবন ॥
দৃষ্টে সৃষ্টি নাশ কর নিমেষে সৃজন।
তোমার আশ্চর্য্য মায়া বুঝে কোন্ জন ॥
এত বলি বিরিঞ্চি করেন অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া শ্রীরাম অতি হরষিতপ্রাণ ॥
এখানে বাঁচিয়া উঠে দ্বিজের কুমার।
দেখি সভাসদ্‌লোকে লাগে চমৎকার ॥
ভরতলক্ষ্মণে কহি দ্বিজ গেল ঘর।
রঘুনাথে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিস্তর ॥
হইল রামের হাতে তপস্বিবিনাশ।
স্বর্ণবিমানেতে চড়ি গেল স্বর্গবাস ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি শ্রীরামের হাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥



গৃধিনী ও পেচকের কলহ

অযোধ্যাতে রঘুনাথ যান শীঘ্রগতি।
পাত্রমিত্র রাজ্যখণ্ড রামেব সংহতি ॥
মহামুনি অগস্ত্যের বাটী দক্ষিণেতে।
শ্রীরাম বলেন সবে চল সেই পথে ॥
অগস্ত্যের বাটী রাম যান দিব্যরথে।
পক্ষীর কোন্দল রাম শুনিলেন পথে ॥
গৃধিনীপেচকে দ্বন্দ্ব বাসার লাগিয়া।
আসিয়াছে বহু পক্ষী দুই পক্ষ হৈয়া ॥
অনেক পক্ষীর ঘর বনের ভিতর।
নানাজাতি পক্ষী সব আছে একত্তর ॥
সারসসারসী ডাক কাক কাদাখোঁচা।
গৃধিনী কোকিল চিল আর কালপেঁচা ॥
সারীশুক কাকাতুয়া চড়া মৎস্যরঙ্ক।
খঞ্জনখঞ্জনী ফিঙ্গে ধকড়িয়া কঙ্ক ॥
বাউই পাউই শিখী পক্ষী হরিতাল।
পায়রা প্রবাজ আর শিকরা সঞ্চাল ॥
বকাবকী বাদুড়বাদুড়ী হুরি টিয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকে কাষ্ঠঠোকরিয়া ॥
জলেস্থলে আছিল যেখানে যত পক্ষ।
করিতেছে মহাদ্বন্দ্ব হৈয়া দুই পক্ষ ॥
গৃধিনী কহিছে, পেঁচা, ছাড় মোর বাসা।
পরঘরে রহিবে কেমনে কর আশা ॥
পেঁচা বলে কোথা হৈতে আইলি গৃধিনী।
এতকাল বাসা মোর তোরে নাহি চিনি ॥
দুজনে কোন্দল করে আর মারামারি।
শ্রীরামে দেখিয়া সবে কহে ধীরি ধীরি ॥
গৃধিনী বলিছে, রাম, কর অবধান।
বিচারে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান ॥
যুদ্ধেতে জিনিতে তুমি পার সুরপতি।
শশধর জিনি তব শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি ॥

দিবাকর যিনি তেজ বিশাল তোমার।
সাগর জিনিয়া বুদ্ধি গভীর অপার ॥
পবন জিনিয়া তব ত্বরিত গমন।
অমৃত জিনিয়া তব মধুরবচন ॥
পৃথিবী পালিতে তুমি দয়ালশরীর।
গুণের সাগর তুমি রণে মহাবীর ॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে তোমারে করে পূজা।
ত্রিভুবনমধ্যে, রাম, তুমি মহারাজা ॥
রজগুণ ধর তুমি সৃষ্টিব কারণ।
সত্বগুণে সবাকার করহ পালন ॥
সংসার নাশিতে তুমি তমগুণ ধর।
আত্মনিবেদন করি তোমার গোচর ॥
সৃজিলাম বাসা আমি অনেক শ্রমেতে।
সেই বাসা কাড়ি লয় পেচক বলেতে ॥
পেঁচা বলে, রাম, তুমি বিষ্ণু-অবতার।
রজগুণে সৃষ্টি কৈলে সকল সংসার ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবারাতি।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি পরম শীতল।
বিপক্ষ নাশিতে তুমি জ্বলন্ত অনল ॥
আদ্য-অন্ত-মধ্য তুমি নির্দ্ধনের ধন।
সেবকবৎসল তুমি দেব নারায়ণ ॥
অন্ধের নয়ন তুমি দুর্ব্বলের বল।
অপবাধী হই যদি দেহ প্রতিফল ॥
সভা কৈল রঘুনাথ বসি বৃক্ষতলে।
পাত্রমিত্রসভাসদ্ বসিল সকলে ॥
বশিষ্ঠনারদ-আদি এল মুনিগণ।
সুমন্ত্র কশ্যপমুনি এল দুইজন ॥
শ্রীবাম কহেন কথা সভাসদ্ শুনে।
হেনকালে দেবগণ আইসে সেখানে ॥
গৃধিনীরে কন রাম সভার ভিতর।
কতকাল হৈতে তোর এই বাসঘব ॥
গৃধিনী কহিছে শুন বচন আমার।
মহাপ্রলয়েতে যবে সব নিরাকার ॥
বিষ্ণুনাভিপদ্মমূলে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেবদানব সৃজিলা বিধি নানাজাতি ॥
তখন অবধি বাসা এ ডালে আমার।
কোন্ লাজে পেঁচা বেটা করে অধিকার ॥
ঈষৎ হাসেন রাম গৃধিনীবচনে।
পেঁচারে জিজ্ঞাসে রাম বিচারবিধানে ॥

পেঁচা বলে নিবেদন শুন রঘুবর।
বৃক্ষের উৎপত্তি হৈল ধরণী উপর ॥
তার পরে উৎপত্তি হৈল যত ডাল।
এইরূপে বনমধ্যে যায় কত কাল ॥
উড়িতে অশক্ত হৈনু হৈল বৃদ্ধদশা।
তার পরে এই ডালে করিলাম বাসা ॥
রাম বলে, সভাখণ্ড, করহ বিচার।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব করে কেন এই বাসা কার ॥
সভাতে বসিয়া যেবা সত্য নাহি কয়।
কোটিকল্প বর্ষ সে নরকমাঝে রয় ॥
এক এক বৎসরে বন্ধন না খসে।
তিন কুল নষ্ট হয় মিথ্যাসাক্ষী দোষে ॥
শ্রীরামের বচনেতে কহে সভাখণ্ড।
গৃধিনীর উপরে উচিত রাজদণ্ড ॥
চাবিবেদ সর্ব্বশাস্ত্র তোমার গোচব।
সাক্ষাতে শুনিলে, প্রভু, গৃধিনী-উত্তর ॥
প্রলয় হইল যবে সৃষ্টির সংহারে।
স্থাবরজঙ্গম কিছু না ছিল সংসারে ॥
ত্রিভুবন শূন্য যবে একা নিরঞ্জন।
সেই নিরঞ্জন হৈলা সৃষ্টির কারণ ॥
জলেতে পৃথিবী ছিল করিয়া উদ্ধার।
পৃথিবী সৃজিয়া কৈলা জীবেব সঞ্চার ॥
বিষ্ণুনাভিপদ্মে হৈল ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেবাদি নরাদি সৃষ্টি কৈলা নানাজাতি ॥
আগে জীব সৃজিলেন বৃক্ষ হৈল পিছে।
কিরূপে গৃধিনী আসি বাসা কৈল গাছে ॥
গৃধিনী অন্যায় বলে সভার ভিতর।
রাজদণ্ড অর্শে, প্রভু, গৃধিনী উপব ॥
সভামধ্যে মিথ্যা কহে নাহি ধর্ম্মভয়।
গৃধিনীর প্রাণদণ্ড উপযুক্ত হয় ॥
দেবগণ কহেন রামে করি নিবেদন।
স্বাভাবিক গৃধিনী যে নহে এই জন ॥
রয়েছে গৃধিনীপক্ষী হয়ে ব্রহ্মশাপে।
শাপমুক্ত কর পক্ষী না মারিহ কোপে ॥
শ্রীরাম বলেন কহ এরা কোন্ জন।
ব্রহ্মশাপ ভোগ করে কিসের কারণ ॥
দেবগণ কহে এই ছিল যে রাজন্।
প্রত্যহ করাত লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন ॥
দৈবে এক বিপ্র চুল পাইল অন্নেতে।
নৃপতিরে শাপ দ্বিজ দিলেক ক্রোধেতে ॥

ব্রাহ্মণেরে মাংস দিয়া নষ্ট কৈলে ব্রত।
গৃধিনী হইয়া বঞ্চ খাও মাংসরক্ত॥
শাপ শুনি ভূপতির বিরসবদন।
দ্বিজের চরণে ধরি করিলা ক্রন্দন॥
শাপবিমোচন, প্রভু, করহ এখন।
কত দিনে হবে মোর শাপবিমোচন॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বিপ্র কহিতে লাগিল।
'শাপে মুক্ত হবে' বলি আশ্বাস করিল॥
রঘুবংশে জন্মিবেন বিষ্ণু যেই কালে।
শাপে মুক্ত হবে তুমি তাঁরে পরশিলে॥
ব্রহ্মশাপে পক্ষিযোনি হইল ভূপতি।
গৃধিনীবৃত্তান্ত এই শুন রঘুপতি॥
বহু দুঃখ পায় রাজা এতেক দুর্গতি।
তুমি পরশিলে হয় তাহার সদ্গতি॥
দেবতার বাক্য শুনি রামরঘুমণি।
গৃধিনীর দেহ স্পর্শ করেন তখনি॥
পক্ষিদেহ পরিহরি নিজ দেহ ধরি।
বিমানেতে ভূপতি চলিল স্বর্গপুরী॥
দিব্যরথে চড়ি রাজা গেল স্বর্গবাস।
উত্তরাকাণ্ড গাইল কবি কৃত্তিবাস॥



ঘৃতাহারী দৈত্যরাজের কথা

শ্রীরামেরে সম্ভাষিয়া যত দেবগণ।
সকলে চলিয়া গেল অমরভুবন॥
সৈন্যসহ রামচন্দ্র যান ততক্ষণ।
অগস্ত্যের বাটী গিয়া দিলা দরশন॥
অগস্ত্য-চরণ রাম করেন বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি বসিতে আসন॥
যেই অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
রত্ন-অলঙ্কার সেই রামে দিলা দান॥
রাম বলেন শুন মুনি না হয় বিধান।
ক্ষত্র হয়ে নাহি লয় ব্রাহ্মণের দান॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, শুন মোর বাণী।
অবধান কর কহি ইহার কাহিনী॥
সত্যযুগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পূজা।
ব্রাহ্মণের পূজা করে যত ক্ষত্ররাজা॥
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ করে দেবের পালন।
পৃথিবীতে ক্ষত্ররাজা পালেন ব্রাহ্মণ॥
লোকপালস্থানে ক্ষত্র নামে ক্ষেত্ররাজা।
লয়ে গেল যত্ন করে ব্রাহ্মণের পূজা॥
দেবরাজ বাঞ্ছয়ে ক্ষত্রিয় দিতে দান।
লোকপালমধ্যে, রাম, তুমি সে প্রধান॥
ক্ষত্রকুলে জন্ম তব বিষ্ণু-অবতার।
তোমারে করিতে দান উচিত আমার॥
তোমার শরীরযোগ্য এই অলঙ্কার।
অলঙ্কার দিয়া মুনি কৈলা পুরস্কার॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, জিজ্ঞাসি কারণ।
কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ॥
হেন অলঙ্কার নাহি সংসারভিতরে।
কোথা পেলে এই রত্ন বলহ আমারে॥
অগস্ত্য বলেন তবে শুন রঘুবর।
সত্যযুগে তপ করি বনের ভিতর॥
একেশ্বর তপ করি হবিষ-অন্তর।
অঘোর কাননে একা থাকি নিরন্তর॥
সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি।
চারিক্রোশ পথ যুড়ি আছে এক পুরী॥
পুরীখান দেখি তথা অতিমনোহর।
অনাহারে তপ আমি করি নিরন্তর॥
মনোহর সরোবর বনের ভিতরে।
নিত্য নিত্য স্নান করি সেই সরোবরে॥
একদিন প্রত্যূষেতে করি গাত্রোত্থান।
সরোবরতীরে যাই করিবারে স্নান॥
আশ্চর্য্য দেখিনু অতি গিয়া সেই ঘাটে।
শব এক পড়ে আছে সরোবরতটে॥
মড়া হয়ে ক্ষয় নাহি অতিমনোহর।
বিষ্ণু-অধিষ্ঠান যেন পরমসুন্দর॥
চন্দ্রের-কিরণপ্রায় সূর্য্যহেন জ্যোতি।
অতিমনোহর মড়া সুন্দরমূরতি॥
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসি কারণ।
মড়ারূপ দেখিয়া বিস্ময় হৈল মন॥
সেই মড়ারূপ আমি করি নিরীক্ষণ।
হেনকালে অমর আইল একজন॥
সুবর্ণের রথখান বহে রাজহংসে।
সাতশত দেবকন্যা পুরুষের পাশে॥
কেহ নাচে কেহ গায় বাজে কত বাঁশী।
আইলেন অবনীতে অমরানিবাসী॥
সেই সরোবরজলে অঙ্গ পাখালিল।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া অঙ্গশোভা কৈল॥

সেই মড়া লয়ে তিনি করিয়া ভক্ষণ।
হরষিতে গিয়া রথে কৈলা আরোহণ॥
রথে আরোহণ করি স্বর্গবাসে যায়।
হেনকালে যোড়হাতে জিজ্ঞাসিনু তাঁয়॥
দেবরথে চড়ি আছ দেব-অবতার।
দেবতা হইয়া মড়া করিলে আহার॥
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ দেখি শুনি।
কহিতে লাগিল মোরে করি যোড়পাণি॥
স্বর্গরাজপুত্র আমি দৈত্য নাম ধরি।
পিতাবিদ্যমানে আমি স্বর্গে রাজ্য করি॥
স্বর্গবাসে গেল পিতা কতদিন পরে।
রাজ্যভাব দিনু আমি কনিষ্ঠসোদরে॥
নিরাহারে তপ আমি করিনু বিস্তর।
স্বর্গপ্রাপ্তি হৈল মোর ত্যজি কলেবর॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা হৈলে আমি সহিতে না পারি।
জিজ্ঞাসিনু বিরিঞ্চিরে করযোড় করি॥
স্বর্গপুরে আইলাম তপস্যার ফলে।
ক্ষুধানলে সতত আমার অঙ্গ জ্বলে॥
ব্রহ্মা বলিলেন ভুঞ্জ আপনার ফল।
ক্ষুধার্ত্তেরে নাহি তুমি দিলে অন্নজল॥
যাহা দেয় তাহা পায় বেদের লিখন।
আপনি ভাবিয়া, রাজা, বুঝহ এখন॥
আপনা করিলে তুষ্ট ভোজনের আশে।
নিজ অঙ্গ খাও তুমি মনের হরিষে॥
না পচিবে না গলিবে মধুর সুস্বাদ।
সে শরীর খাইলে ঘুচিবে অবসাদ॥
ব্রহ্মার মুখেতে শুনি এতেক বচন।
এতেক দুর্গতি মোর খণ্ডন-কারণ॥
কাতরে কহিনু ধরি ব্রহ্মার চরণে।
এই দুঃখ অবসান হবে কতদিনে॥
ব্রহ্মা বলিলেন কথা শুনহ রাজন।
যেমতে হইবে তব পাপবিমোচন॥
তপ করিতে যাবে অগস্ত্যমুনিবর।
নিদাঘেতে করিবেন তপ একেশ্বর॥
তোমার সহিত তাঁর হবে দরশন।
তাঁরে দান দিলে তব পাপবিমোচন॥
বহু তপ করিয়াছ না করিলে দান।
অগস্ত্যেরে দান দিলে হবে পরিত্রাণ॥
সে অবধি মড়ার শরীর খাই আমি।
এ হেন পাপেতে যদি রক্ষা কর তুমি॥
চারিযুগ মড়া খাই বিধির বচনে।
আজি শুভদিন মম তব দরশনে॥
তোমা বিনা আমার নাহিক অন্য গতি।
তুমি ত্রাণ করিলে আমার অব্যাহতি॥
কৃপা কর, মুনিবর, করি পরিহার।
তুমি দান নিলে হয় আমার উদ্ধার॥
স্তুতিবশে দান আমি করিনু গ্রহণ।
অঙ্গ হৈতে খসাইয়া দিল আভরণ॥
তার দান লইলাম এই সে কারণ।
মৃতদেহ নষ্ট তার হইল তখন॥
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।
তোমারে এ দান দিলে আমার মুকতি॥
মোরে দান দিয়া রাজা পায় পরিত্রাণ।
মম পরিত্রাণ হয় তুমি নিলে দান॥
উপনীত হৈল সন্ধ্যা বেলা-অবসানে।
দুইজনে করিলেন সন্ধ্যা সেইস্থানে॥
মিষ্টান্নভোজন মুনি করাইলা রামে।
সেই দিন বঞ্চে রাম মুনির আশ্রমে॥
রজনীপ্রভাতে রাম মাগিয়া মেলানি।
মুনিরে প্রণমি কহে সুমধুর বাণী॥
তোমা দরশনে মোর সফল জীবন।
আর বার দেখি যেন তোমার চরণ॥
মুনি বলে, রাম, তব মধুরবচন।
তোমার বচনে তুষ্ট যত দেবগণ॥
অনাথেব নাথ তুমি ত্রিদশের পতি।
তোমা-দরশনে বড় পাইলাম প্রীতি॥
মুনির চরণে রাম নমস্কার করি।
উপনীত হৈল গিয়া অযোধ্যানগরী॥
শুনিয়া রামের গুণ সিদ্ধ অভিলাষ।
উত্তরাকাণ্ড গাইল কবি কৃত্তিবাস॥



শ্রীরামের অশ্বমেধযজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প

সভা করি বসিলেন কমললোচন।
ভরতশত্রুঘ্ন আসি বন্দিলা চরণ॥
রাম বলে ভরতলক্ষ্মণশত্রুঘন।
একমনে শুন সবে আমার বচন॥
ব্রহ্মবধ করিয়া করেছি মহাপাপ।
তেকারণে পাই আমি বড় মনস্তাপ॥

রাজসূয়যজ্ঞ আমি করিব এখন।
তাহার উদ্যোগ কর ভাই তিনজন॥
এত শুনি তিনভাই করে হাহাকার।
রাজসূয়যজ্ঞে হয় সবংশে সংহার॥
পূর্ব্বে কৈল রাজসূয় রাজা শশধর।
গৃহপক্ষী পুড়ি লোক মরিল বিস্তর॥
রাজসূয়যজ্ঞ কৈল দেবতা বরুণ।
মরিল মকরমৎস্য পুড়ি তেকারণ॥
রাজসূয়যজ্ঞ কৈল দেব পুরন্দর।
সুরাসুরযুদ্ধ তাহে হইল বিস্তর॥
সগরনৃপতি পূর্ব্বে বংশেতে তোমার।
পৃথিবীর রাজা ছিল গুণে বশ যাঁর॥
রাজসূয়যজ্ঞ কৈল সেই মহাশয়।
বংশ মজাইল শেষে আপনা সংশয়॥
ভরতের কথা রামে লাগে চমৎকার।
বিনয়ে রামের প্রতি কহে আর বার॥
হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা তব পূর্ব্ববংশে।
রাজসূয়যজ্ঞ করি দুঃখ পেল শেষে॥
হরিশ্চন্দ্ররাজা দান করিয়া পৃথিবী।
পুত্র-আদি বিক্রয় করিল মহাদেবী॥
রাজ্য ছাড়ি হরিশ্চন্দ্র যায় বারাণসী।
দক্ষিণা চাহিল তারে বিশ্বামিত্রঋষি॥
দণ্ডের আঘাতে মুনি করিল তাড়না।
স্ত্রীপুত্র বেচিয়া রাজা দিলেন দক্ষিণা॥
এত দুঃখ তবু না পাইল স্বর্গবাস।
রাজসূয়যজ্ঞে রাজার এত সর্ব্বনাশ॥
অন্তরীক্ষে ফিরে রাজা কর্ম্মের দোষেতে।
স্থান না পাইল স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালেতে॥
হেন রাজসূয়যজ্ঞে কেন কর মন।
রাজসূয়যজ্ঞ কৈলে সবংশে মরণ॥
অনাথের নাথ তুমি ত্রিজগৎপতি।
রাজসূয়যজ্ঞ কৈলে ঘটিবে দুর্গতি॥
রাজসূয় না হইল ভরত-কারণ।
ভরতের বাক্যে রাম করে অন্য মন॥
ভরতের বাক্য যদি হৈল অবসান।
লক্ষ্মণ কহেন তবে রামবিদ্যমান॥
যোড়হাতে কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধযজ্ঞ কর কমললোচন॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মবধ কৈল দেব পুরন্দরে।
ব্রহ্মহত্যা এড়াইল অশ্বমেধ করে॥
বৃত্রাসুর অসুর সে বিপ্রের নন্দন।
আপনার বাহুবলে জিনে ত্রিভুবন॥
বৃত্রাসুরপ্রতাপেতে কাঁপে আখণ্ডল।
ঠেকয়ে তাহার মাথা আকাশমণ্ডল॥
ধার্ম্মিক যে বৃত্রাসুর ধর্ম্মে রাজ্য পালে।
বিনা বৃষ্টিবরিষণে নানাশস্য ফলে॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল তপস্যা-কারণ।
অসুরের তপস্যাতে কাঁপে দেবগণ॥
দেবগণ লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর।
বৃত্রাসুরতপকথা কহে পুরন্দর॥
ধার্ম্মিক সে বৃত্রাসুর বলে মহাবল।
তার সম রাজা নাই অবনীমণ্ডল॥
বহু তপ করে সে পুণ্যের নাহি সংখ্যা।
যাহা চাবে তাহা পাবে কারো নাহি রক্ষা॥
বিষ্ণুর চরণে সব করেন স্তবন।
বৃত্রাসুরে মারি রক্ষা কর দেবগণ॥
বিষ্ণু কহে বৃত্রাসুর বড়ই চতুর।
আমার সেবাতে মান বেড়েছে প্রচুর॥
স্বহস্তে মারিতে কভু যুক্তি নাই হয়।
প্রকারে বধিব তারে ঘুচাইব ভয়॥
তিন অংশ হইব অসুর মারিবারে।
এক-অংশে রব গিয়া পাতালভিতরে॥
আর এক-অংশে আমি রব মর্ত্ত্যপুরে।
আর এক-অংশে রব তোমার শরীরে॥
তোমার শরীরে আমি হইনু দোসর।
বৃত্রাসুরে মারিবারে চলহ সত্বর॥
যুদ্ধেতে চলিল ইন্দ্র বিষ্ণুর বচনে।
প্রবেশ করিল গিয়া বৃত্রাসুররণে॥
বৃত্রাসুরে দেখি দেবে লাগে চমৎকার।
ইন্দ্রেরে বলিল হব সহায় তোমার॥
বিষ্ণুতেজে বৃত্র-অরি বহু শক্তি ধরে।
বজ্র হানিলেক বৃত্রাসুরের উপরে।
বজ্র-অস্ত্র-আঘাতেতে বৃত্রাসুর মরে।
ব্রহ্মবধ প্রবেশিল ইন্দ্রের শরীরে॥
ব্রহ্মহত্যাভয়ে ইন্দ্র ত্রাসিত অন্তরে।
বৃত্রাসুরে মারি ইন্দ্রে মহাপাপ ঘেরে॥
পাপে পূর্ণ হয়ে ইন্দ্র ভাবেন বিষাদে।
বৃত্রাসুরে মারি আমি পড়িনু প্রমাদে॥
সকল দেবতা গেলা বিষ্ণুর সদন।
ব্রহ্মহত্যাপাপে ইন্দ্রে কর পরিত্রাণ॥

বৃত্রাসুরে বধ ইন্দ্র কেল তব তেজে।
ব্রহ্মহত্যাপাপে রক্ষা কর দেবরাজে॥
বিষ্ণু বলিলেন অশ্বমেধ আর পূজা।
শাস্ত্রবিধানে করুক ইন্দ্র দেবরাজা॥
ব্রহ্মবধপাপে ইন্দ্র হৈল অচেতন।
তপ জপ যজ্ঞ হোম ছাড়ে ত্রিভুবন॥
নদী স্রোত ছাড়ে আর যোগী ছাড়ে যোগ
রাজ্যচর্চ্চা ছাড়ে রাজা ছাড়ে উপভোগ॥
ব্রহ্মবধপাপে ইন্দ্র হইল অজ্ঞান।
ইন্দ্র অচেতন যজ্ঞ করে দেবগণ॥
আরম্ভিলা অশ্বমেধযজ্ঞ দেবরাজা।
নানাভোগ দিয়া সবে কবে বিষ্ণুপূজা॥
অশ্বমেধযজ্ঞ যদি হৈল অবসান।
ব্রহ্মবধপাপ নাহি থাকে সেইস্থান॥
এক-অংশ ব্রহ্মবধ জলোপরি ভাসে।
আর অংশ ব্রহ্মবধ বৃক্ষোপরি বৈসে॥
আর অংশ ব্রহ্মবধ প্রসবযন্ত্রণা।
অগ্নিরূপে পাতালে সান্ধায় এক-আনা॥
চারিভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারিস্থান।
ব্রহ্মবধপাপে ইন্দ্র পাইলেন ত্রাণ॥
ব্রহ্মহত্যাপাপনাশে অশ্বমেধতেজে।
রাজসূয়যজ্ঞ কৈলে সবংশেতে মজে॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি পালিছ সংসার।
রাজসূয়যজ্ঞ কৈলে সকল সংসার॥
রাজসূয়যজ্ঞে ছিল শ্রীরামের মন।
অশ্বমেধযজ্ঞে মতি দিল সর্ব্বজন॥
রাম বলেন রাজসূয়যজ্ঞে ছিল মন।
তোমা সবাকার বোলে করিনু বর্জ্জন॥
ভাল যুক্তি সভামধ্যে কহিল লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ করিতে হইল মোর মন॥
রাম বলেন অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধযজ্ঞসম ফল নাহি আর॥
এত যদি কহিলেন কমললোচন।
শুনিয়া হরিষ হৈল ভরতলক্ষ্মণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃতবচন।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে গীত রামায়ণ॥



শ্রীরামের অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ

রাম যজ্ঞ করিবেন ব্রহ্মা হরষিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মা আনিলা ত্বরিত॥
ব্রহ্মা বলেন, বিশ্বকর্ম্মা, কর সন্বিধান।
শ্রীরামের যজ্ঞস্থান করহ নির্ম্মাণ॥
চলিলেন বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরতলক্ষ্মণ দোঁহে আছেন যেখানে॥
সেইখানে বিশ্বকর্ম্মা করিল গমন।
বিশ্বকর্ম্মে দেখি হৃষ্ট হৈল দুইজন॥
নানারত্ন আনি দিল বিশায়ের স্থান।
যজ্ঞশালা বিশ্বকর্ম্মা কবেন গঠন॥
ভরতলক্ষ্মণ-ঠাট দুই অক্ষৌহিণী।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিয়া যে আনি॥
ধাতুপ্রবালাদি রত্ন শুনে যেই দেশে।
সর্ব্বধন বহি আনে চক্ষুর নিমিষে॥
দিল মণিমাণিক্যাদি প্রবাল বিস্তর।
বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মায় সত্বর॥
কুণ্ড চারিযোজন সে আড়ে পরিসর।
যোজন চারেক হয় উভে দীর্ঘতর॥
করিল যোজন ছয় কুণ্ডের মেখলা।
দ্বাদশ যোজন ঘর বান্ধে যজ্ঞশালা॥
দধিদুগ্ধঘৃতের করিল সরোবর।
তিলযবধান্যমুগে তিনকোটি ঘর॥
সোণার প্রাচীর ঘর স্বর্ণ-আওয়ারী।
স্বর্ণনাট্যশালা বান্ধে স্তম্ভ সারি সারি॥
ইন্দ্র-আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
যজ্ঞঘর দেখিতে করিবে আগমন॥
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা।
ব্রহ্মা-আদি করিয়া যতেক আছে প্রজা॥
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর মুনি।
তা সবার ঘর করে মুকুতাগাঁথনি॥
আশী যোজনের পথ করে আয়তন।
তাহাতে বিচিত্র কুণ্ড করিল গঠন॥
একমাসে পুরীখান করিয়া নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা সে চলিয়া গেলা নিজ স্থান॥
ইন্দ্রযমবরুণ যজ্ঞের হৈল হোতা।
হইল যজ্ঞের অগ্নি আপনি বিধাতা॥
বড় বড় যত মুনি আছেন ভুবনে।
একে একে সব মুনি আইল সে স্থানে॥

জমদগ্নি আইল ভার্গব পরাশর।
আইল সে সাবর্ণ কশ্যপ মুনিবর॥
ভরদ্বাজ হস্তদীর্ঘ আইল শীঘ্রগতি।
আইল দুর্ব্বাসামুনি বড় ক্রোধমতি॥
আইল আস্তিকমুনি গৌতম ব্রাহ্মণ।
মৎস্যকর্ণ আইল ঋষি সঙ্গোপন॥
পর্ব্বত হইতে এল দক্ষমহামুনি।
ঐশিক কুশধ্বজ সে এল মহাজ্ঞানী॥
বিষ্ণুপদমুনি এল ঔর্ব্ব্য ও চ্যবন।
সনাতন সনক আইল দুইজন॥
করিল শাণ্ডিল্য গর্গমুনি আগুসার।
আইল কপিলমুনি বিষ্ণু-অবতার॥
জৈমিনি দধীচিমুনি এল শরভঙ্গ।
চিত্রবিক কৌশিক সে আইল মাতঙ্গ॥
আইল দেবর্ষি যত পরম-আনন্দ।
বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ আর শতানন্দ॥
বিশ্রবা আইল আরো সেই জহ্নুমুনি।
পৃথিবীর মুনি এল অকথ্য কাহিনী॥
যত মুনি আইলেন নাম নাহি জানি।
আইলেন আদিকবি বাল্মীকি আপনি॥
মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি।
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি॥
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম করে এই জ্ঞানে।
স্বর্ণসীতা আনিলা সে শাস্ত্রের বিধানে॥
সর্ব্বত্র হইল সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
পাত্রাপাত্র আইল সে যজ্ঞে সর্ব্বজন॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ-আদি শাখামৃগগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণনন্দন॥
শরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
নল নীল আইলেন বীব হনূমান॥
সাগরের পার গেল এই নিমন্ত্রণ।
তিনকোটি জ্ঞাতিসহ এল বিভীষণ॥
দেশে দেশে চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল রাজগণ॥
মিথিলা হইতে এল জনকরাজর্ষি।
মহারাজ শাল্ব এল রাঢ়দেশবাসী॥
নেপালের রাজা এল দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর।
রাজা গিরিরাজ্যের আইল ধুরন্ধর॥
অঙ্গের অধিপ এল লোমপাদ নাম।
বেহারের রাজা এল নাদগিরিধাম॥

বিজয়নগর কাঞ্চী কলিঙ্গ কর্ণাট।
চৌদিকের রাজা এল সঙ্গে কত ঠাট॥
রাজগণ থাকে সদা শ্রীরামের কাছে।
আরো কত নৃপগণ এল যত আছে॥
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ দেশ কলিঙ্গ গান্ধার।
আটাশ কোটি এল পশ্চিমের সার॥
সিংহল সিদ্ধান্ত দেশে মনু নামে পুরী।
আইল সাতাশ লক্ষ অযোধ্যানগরী॥
যতেক ভূপতি সে উত্তরদেশে বৈসে।
আইলা সত্তরি লক্ষ শ্রীরামের পাশে॥
যত যত রাজা আছে ভারতভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তী রাম সবার উপর॥
আইল অনেক রাজা রামের নিকটে।
রামের আজ্ঞায় তারা দাসবৎ খাটে॥
পৃথিবীতে রাজা আছে অযুত অযুত।
শ্রীরামের দ্বারে আসি হইল মজুত॥
অবধূত সন্ন্যাসী আইল দেশান্তরী।
গন্ধর্ব্বকিন্নর এল স্বর্গবিদ্যাধরী॥
পৃথিবীতে যত ছিল দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞের দক্ষিণা নিতে কৈল আগমন॥
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
দেবলোক নরলোক হইল মিশাল॥
ত্রিভুবনে যত লোক আইল অপার।
শত্রুঘ্ন মথুরা হৈতে হৈল আগুসার॥
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট আর সুমন্ত্র সারথি।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য করিল সঙ্গতি॥
যব ধান গোধূম যে আতপতণ্ডুল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনিল বহুল॥
সূর্য্য যেন বসিল সভায় সব ঋষি।
পর্ব্বতপ্রমাণ চাহে তিল রাশি রাশি॥
তিনকোটিবৃন্দ চাহে শ্রীফলের কাঠ।
আইল সকল দ্রব্য যথা যজ্ঞবাট॥
বংশের প্রধানপাত্র সুমন্ত্র সারথি।
ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনে শীঘ্রগতি॥
যখন ভরত যেই দ্রব্য আজ্ঞা করে।
সেই দ্রব্য শত্রুঘন যোগায় সত্বরে॥
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই-অক্ষৌহিণী।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য বহিল আপনি॥
সে রাক্ষস দেখিলে পলায় মুনিগণ।
সে রাক্ষসে মুনির যে পাখালে চরণ॥

নৃত্যগীতমঙ্গল যে নানাবাদ্য শুনি।
অখিল ভুবনে হয় রামজয়ধ্বনি ॥
বহু যজ্ঞ করিল ভূপতি কোটি কোটি।
কাহারো না হইল এমত পরিপাটী ॥



শত্রুঘ্নের দিগ্বিজয়

তুরঙ্গ নগর হৈতে আইল তুরঙ্গ।
তুরঙ্গ সোয়ার কত শত তার সঙ্গ ॥
শ্যামবর্ণ অশ্ব শ্বেতবর্ণ চারিখুর।
নানা-অলঙ্কার শোভে সুহার কেয়ূর ॥
লেজ শোভা করে যেন ধবল চামর।
কপালে চামর তার অতি শোভাকর ॥
সর্ব্বগায় খানি খানি সুবর্ণ অদ্ভুত।
জলদমণ্ডলে যেন খেলিছে বিদ্যুৎ ॥
স্বর্ণবর্ণ কর্ণ তার ধবে নানাজ্যোতি।
দুইচক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি ॥
গলে লোমাবলী যেন মুকুতার ঝারা।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন আকাশের তারা
জয়পত্র সে ঘোড়ার কপালে লিখন।
দিলেন শত্রুঘ্নবীরে ঘোড়ার রক্ষণ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন শত্রুঘনভাই।
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই ॥
দুই-অক্ষৌহিণী ঠাটে যান শত্রুঘন।
রঙ্গেতে সঙ্গেতে চলে শতশত জন ॥
বসিলেন যজ্ঞস্থানে রাম মুনিবেশে।
ছাড়িয়া দিলেন ঘোড়া ভ্রমে দেশে দেশে
পূর্ব্বদেশে গেল ঘোড়া বহুদূর পথ।
নদনদী এড়াইল উঠিল পর্ব্বত ॥
ঘোড়ার পশ্চাতে যান বীরশত্রুঘন।
পর্ব্বত উপরে করে স্বেচ্ছায় গমন ॥
সেই পর্ব্বতের নাম বিরূপাক্ষ গিরি।
মহাবল সে রাজা পর্ব্বতনামধারী ॥
রাজপুরে অগ্নিগড় জ্বলে চারিভিতে।
ঘোড়া গড় লঙ্ঘি চলে আনন্দসহিতে ॥
গড়ের ভিতরে ঘোড়া করিল প্রবেশ।
হেনকালে শত্রুঘ্ন গেলেন সেই দেশ ॥
সকল কটকে ঘোড়া চারিদিকে ঘেরে।
শত্রুঘ্ন কটক লয়ে রহিল বাহিরে ॥

শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
নিভাইল সে যকল গড়ের আগুনি ॥
গড়মধ্যে প্রবেশ করেন শত্রুঘন।
শত্রুঘ্নের সহিত রাজার বাজে রণ ॥
রামসম শত্রুঘন বীর-অবতার।
শত্রুঘ্নবাণে রাজা মানে চমৎকার ॥
মহাবল শত্রুঘ্ন বাণের জানে সন্ধি।
হাতে গলে সে রাজারে করিলেন বন্দী ॥
বান্ধিয়া পাঠায় তারে বীর শত্রুঘন।
রামদরশনে তার বন্ধনমোচন ॥
পূর্ব্বদিক জয় করি এল শত্রুঘন।
উত্তরদিকেতে ঘোড়া করিল গমন ॥
উত্তরদিকেতে গেল ঘোড়া বায়ুগতি।
শত্রুঘ্ন কটক লয়ে তাহার সংহতি ॥
দিগদিগন্তরে ঘোড়া যায় দেশে দেশে।
ছমাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে ॥
জয়পত্র ঘোড়ার সে কপালে লিখন।
ঘোড়া দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজগণ ॥
মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই।
পরাজয় মানিলেক শত্রুঘ্নের ঠাঁই ॥
ঘোড়া গেল হিমালয়পর্ব্বতের পার।
সেইদেশী রাজা যেই বিক্রমে বিশাল ॥
ঘোড়া দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ।
রাজাসহ শত্রুঘ্নের লাগিল বিবাদ ॥
কেহ কাবে নাহি পারে তুল্য দুইজন।
দোঁহাকার বাণ দিয়া ছাইল গগন ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন।
সে বাণ ফুটিয়া রাজা হয় অচেতন ॥
না পারে কহিতে কথা অত্যন্ত কাতর।
তারে বান্ধি পাঠাইল অযোধ্যানগর ॥
দর্শন দিলেন তারে কমললোচন।
তাহাতে হইল তার বন্ধনমোচন ॥
সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে।
পশ্চিমদিকেতে অশ্ব তারা যেন ছোটে ॥
এক দিকে ঘোটক না যায় দুইবার।
পশ্চিমদিকেতে গেল সিন্ধুনদপার ॥
শত্রুঘ্ন ফাঁফর হৈল ঘোড়া নাহি দেখে।
সিন্ধুনদপারে গেল সকল কটকে ॥
বিকৃত-আকার তারা হাতে চেরা বাঁশ।
হস্তীঘোড়া মারি খায় যত রক্তমাস ॥

পিশাচভোজন করে পিশাচ-আচার।
জীবজন্তু মারি করে তাহারা আহার ॥
সকল ব্যাধেতে ঘোড়া বেড়ে চারিভিতে।
কুপিল শত্রুঘ্নবীর ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥
মহাবল শত্রুঘন বীর-অবতার।
একবাণে সব ব্যাধ করিল সংহার ॥
তিনদিকে শত্রুঘন করি এল জয়।
ঘোড়া লয়ে শত্রুঘন যজ্ঞকাছে যায় ॥



লবকুশের যজ্ঞাশ্ববন্ধন

ত্রৈলোক্যবিজয় যজ্ঞ বড় পরিপাটী।
আতপতণ্ডুলে হোম করে কোটি কোটি ॥
লক্ষ লক্ষ শুভ্রবস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে।
ইন্দ্র যম বরুণ সে যজ্ঞ চারিভিতে ॥
প্রায় যজ্ঞসমাপন হয় এইক্ষণে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে ॥
তুরগ পবনবেগে করিল প্রয়াণ।
উপস্থিত হইল বাল্মীকিমুনিস্থান ॥
যে দিন যা হবে তাহা মুনি সব জানে।
লবকুশ তুইভায়ে ডাক দিয়া আনে ॥
মুনি বলে, লবকুশ, শুনহ বিশেষ।
তপস্যা করিতে যাই চিত্রকূটদেশ ॥
তপোবন রক্ষা কর ভাই তুইজন।
তথায় বিলম্ব মম হবে বহুদিন ॥
কারো সঙ্গে না করিহ বাদবিসম্বাদ।
মুনি সব জানে যত পড়িবে প্রমাদ ॥
প্রণাম করিল তুইভাই করপুটে।
শিষ্যগণসহ মুনি গেল চিত্রকূটে ॥
বারশত শিষ্যসহ গেল মুনিবরে।
তুইভাই খেলাখেলি বেড়া দণ্ড করে ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে তুইভাই খেলা খেলে।
মৃগপক্ষী সব বিন্ধে বসি বৃক্ষতলে ॥
সন্ধান পূরিয়া তুইভাই এড়ে বাণ।
দেশদেশান্তরে বাণ ভ্রমে স্থানে স্থান ॥
নদনদী বিন্ধে আর বিন্ধে যে পর্ব্বত।
একদিনে যায় বাণ ছয় দিনের পথ ॥
ষট্‌চক্রবাণ যে বেড়ায় দেশে দেশে।
লক্ষ লক্ষ মৃগ মারি পুনঃ তূণে আসে ॥

এমন বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
কেবা শিখাইল বাণ কোথা হৈতে জানে ॥
তুইভাই বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে।
হেনকালে অশ্ব এল সে গাছের তলে ॥
ঘোড়া দেখি হরষিত হৈল তুইজন।
হেমপত্র তার ভালে দেখিল লিখন ॥
রাজা দশরথের জনম সূর্য্যবংশে।
তিনি সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাসে ॥
তাঁর পুত্র রঘুনাথ ভুবনভিতরে।
অযোধ্যায় রাজ্য করে চারিসহোদরে ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ শ্রীভরতশত্রুঘন।
অশ্বমেধ শ্রীরাম করেন আরম্ভণ ॥
সে অশ্বমেধের অশ্ব রাখে শত্রুঘন।
তুই-অক্ষৌহিণী ঠাট তাহার ভিড়ন ॥
জয়পত্র দেখি তুইভাই কোপে জ্বলে।
সাহস করিয়া ঘোড়া বান্ধে বৃক্ষমূলে ॥
তুই অক্ষৌহিণী ঘোড়া না পারে রাখিতে।
হেন ঘোড়া তুইভাই বান্ধে ভালমতে ॥
ঘোড়া বান্ধি মার কাছে গেল তুইজন।
মিষ্ট-অন্ন-আদি দোঁহে করিল ভোজন ॥



লবকুশের সহিত যুদ্ধে শত্রুঘ্নের পতন

শ্রীরাম বলেন ঘোড়া আন শত্রুঘন।
যজ্ঞসাঙ্গ হৈল পূর্ণা দিব ত এখন ॥
সৌমিত্রির আগে দূত কহে বারে বার।
মহারাজ ঘোড়া বন্দী হইল তোমার ॥
শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিষাদ।
বিধির নির্ব্বন্ধ কিবা পড়িল প্রমাদ ॥
বিষম দক্ষিণদিক বড়ই সঙ্কট।
কোন্ বীর হবে গিয়া তাহার নিকট ॥
অনেক শক্তিতে আমি মারিনু লবণ।
না জানি কাহার সনে পুনঃ হয় রণ ॥
এতেক চিন্তিয়া তবে বীরশত্রুঘন।
ঘোড়ার উদ্দেশ-হেতু করিল গমন ॥
ঘোড়া লয়ে তুইভাই খেলে বারে বার।
লবকুশে দেখি তাঁর লাগে চমৎকার ॥
লবকুশ খেলা খেলে দেখি শত্রুঘন।
জিজ্ঞাসা করয়ে ঘোড়া বান্ধে কোন্ জন ॥

কোন্ বেটা করিয়াছে মরণের সাধ।
সবংশে মরিতে করে রামসঙ্গে বাদ॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুইভাই হাসে।
কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন্ দেশে॥
শত্রুঘ্ন বলেন মম জন্ম সূর্য্যবংশে।
চারিভাই থাকি মোরা অযোধ্যাপ্রদেশে॥
দাশরথি আমরা যে ভাই চারিজন।
শ্রীরামলক্ষ্মণ ও ভরতশত্রুঘন॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিলোকবিজয়ী।
রামের বিক্রমকথা শুন তবে কই॥
রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাবণ।
মরিল আমার বাণে দুর্জ্জয় লবণ॥
জ্যেষ্ঠভাই আমার যে রণেতে পণ্ডিত।
তাঁর বাণে অতিকায় মরে ইন্দ্রজিৎ॥
যে সব মরিল বীর ত্রিভুবন জিনে।
আর কোন্ বীর যুঝে মোসবার সনে॥
এতেক বড়াই করে বীর শত্রুঘন।
রুষিয়া সে লবকুশ করিছে তর্জ্জন॥
চারিভাই তোমরা আমরা দুইভাই।
আজি ঘোড়া লয়ে যাও মোরা তাই চাই॥
মরিবারে কেন এলে মোদের নিকটে।
কেমনে লইবে ঘোড়া পড়িলে সঙ্কটে॥
খুড়াভাইপোতে গালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে॥
নানা-অস্ত্র দুইভাই ফেলে চারিভিতে।
শত্রুঘ্ন কাতর অতি না পারে সহিতে॥
শত্রুঘন বলে, সৈন্য, কোন্ কর্ম্ম কর।
সকল কটক বেড়ি দুই শিশু মার॥
দুই-অক্ষৌহিণী ছিল শত্রুঘ্নের ঠাট।
লবকুশে বেড়িয়া করিল বন্ধ বাট॥
লবকুশ বলে, বীর, না হও বিমুখ।
সকল কটকে মারি দেখহ কৌতুক॥
শত্রুঘ্ন বলেন দেখি তোমরা বালক।
বালকের সনে যুদ্ধ হাসিবেক লোক॥
কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি।
আমার সহিত ঠাট দুই-অক্ষৌহিণী॥
কটকের ঠাঁই যদি জয়ী হও রণে।
তবে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুইভাই ভাষে।
আগে মারি কটক তোমারে মারি শেষে॥
কুশ বলে, লব, তুমি এইখানে থাক।
কটক সংহারি আমি তুমি মাত্র দেখ॥
লবের আগেতে কুশ পাতিল ধনুক।
ভ্রাতার সমরে লব দেখিছে কৌতুক॥
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাকবাণে কুশ পূরিল সন্ধান॥
পৃথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের চাক।
সকল কটক বেড়ি মারে বেড়াপাক॥
বেড়াপাকবাণে কারো নাহিক নিস্তার।
বেড়াপাকবাণে সব করিল সংহার॥
পড়িল সকল ঠাট নাহি একজন।
সবেমাত্র একাকী রহিল শত্রুঘন॥
ঠাঁই ঠাঁই কটক পড়িল গাদি গাদি।
সংগ্রামের স্থানে বহে শোণিতের নদী॥
ডাক দিয়া বলে কুশ শুন শত্রুঘন।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি একজন॥
লবের কনিষ্ঠ আমি রণে নাহি টুটি।
লবভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটি॥
কুশের বচন শুনি বলেন শত্রুঘন।
পলাইয়া যাব কি তোমারে দিব রণ॥
পলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অখ্যাতি।
যদি যুদ্ধ করি তবে নাহি অব্যাহতি॥
কুশ বলে দৃঢ় কর যুক্তি শত্রুঘন।
সেই যুক্তি কর যেই লয় তব মন॥
শত্রুঘ্ন বলেন, কুশ, কিছু মিথ্যা নয়।
যত কিছু বল তুমি সব সত্য হয়॥
তোমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য সংহার।
বুঝিতে না পারি তুমি কোন্ অবতার॥
তোমার সংগ্রামে, কুশ, কার বাপে তরি।
একবার যুদ্ধ করি মারি কিম্বা মরি॥
কুশ বলে, শত্রুঘ্ন, মরণ দৃঢ় কর।
এই আমি বাণ এড়ি যাও যমঘর॥
লব বলে, কুশ, শুন আমার বচন।
তুমি সৈন্য মার আমি মারি শত্রুঘন॥
কুশ বাণ যুড়িল লবেরে করি পাছে।
সন্ধান পূরিয়া গেল সৌমিত্রির কাছে॥
কুশ বলে সৌমিত্রি হে এই বাণ ফেলি।
এ বাণ সহিতে পার তবে বীর বলি॥
সৌমিত্রি বলেন আগে আমি বাণ মারি।
সহিতে পারিলে তোমা বীর জ্ঞান করি॥

তিনলক্ষ বাণ বীর শত্রুঘন এড়ে।
আকাশগমনে বাণ উখড়িয়া পড়ে॥
দুইজনে বাণবৃষ্টি করে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জরজর॥
উভয়ের বাণ গিয়া গগনেতে উঠে।
উভয়ে বরিষে বাণ উভয়েতে কাটে॥
নানা-অস্ত্র দুইজন করে অবতার।
চারিদিকে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার॥
সৌমিত্রি এড়েন তবে মহাপাশবাণ।
অর্দ্ধচন্দ্রবাণে কুশ করে খান খান॥
এড়িল সকল বাণ সৌমিত্রি নিপুণ।
ফুরাইল সব বাণ শূন্য হৈল তূণ॥
বিষ্ণু-অস্ত্র শত্রুঘ্নবীরের মনে পড়ে।
তূণ হৈতে তাহা লৈয়া ধনুকেতে যোড়ে॥
নিরখিয়া কুশবীর চিন্তে মনে মন।
মহাবিষ্ণুবাণ যুড়ে ধনুকে তখন॥
বাণ দেখি শত্রুঘ্নে লাগে চমৎকার।
মহাবিষ্ণুবাণে বিষ্ণুবাণের সংহার॥
কুশ বলে, শত্রুঘন, আর বাণ আছে।
ফুরাল তোমার অস্ত্র আমি এড়িঁ পিছে॥
কুশেরে ডাকিয়া বলে বীর শত্রুঘন।
তোমায় আমায় এই হইল যে রণ॥
কারো পরাজয় নহে উভয়ে সোসর।
রণে ক্ষমা দিয়া যাহ দুইজনে ঘর॥
সৌমিত্রির কথা শুনি কুশবীর হাসে।
অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে॥
মহাপাশবাণ কুশ যুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
সকল পৃথিবী হৈল অন্ধকারময়।
নিরখিয়া শত্রুঘ্নের লাগিল সংশয়॥
অন্ধকারে যুঝিতে না পারে শত্রুঘন।
যুঝিতে না পারে হয় মৃত্যুদরশন॥
একদৃষ্টে রহিল সে ধনুর্ব্বাণহাতে।
শত্রুঘ্নে মারিতে বাণ চলিল ত্বরিতে॥
মহাপাশবাণ তবে যায় নানাছন্দে।
হাতে গলে শত্রুঘনে অবশেষে বান্ধে॥
গলায় লাগিল ফাঁস মৃত্যুদরশন।
মহাপাশবাণাঘাতে পড়ে শত্রুঘন॥
শত্রুঘ্ন পড়িয়া রহে রণের ভিতর।
মহানন্দে দুইভাই চলিলেক ঘর॥

কহিতে লাগিল গিয়া মায়ের গোচর।
দুইভাই খেলিলাম এই দুইপ্রহর॥
যত যত ভূপতি আইসে তপোবনে।
কৌতুকে খেলাই, মাতা, তা সবার সনে॥
দুইশিশু লয়ে সীতা করাইল স্নান।
অগুরুচন্দনে অঙ্গ করিলা সুঘ্রাণ॥
মিষ্ট-অন্ন করাইল দোঁহারে ভোজন।
বিচিত্রপালঙ্কে দোঁহে করিল শয়ন॥
দুইশিশু লয়ে সীতা রহিল সন্তোষে।
শত্রুঘ্নের বার্ত্তা লয়ে দূত গেল দেশে॥
এত সৈন্যমাঝে এড়াইল সাতজন।
দেশেতে গমন করে করিয়া ক্রন্দন॥



লবকুশের সহিত যুদ্ধে ভরত ও লক্ষ্মণের পতন

পাত্রমিত্রসহ রাম আছে যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে সাতজন গেল সেইখানে॥
সাতজন বার্ত্তা কহে গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে।
দুইশিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশে॥
লবকুশ নামে যে যমজ দুই ভাই।
ত্রিভুবন পরাজিত সে দোঁহাব ঠাঁই॥
বলিবাবে ভয় বাসি, প্রভু, বিবরণ।
সৈন্যসহ যুদ্ধেতে পড়িল শত্রুঘন॥
শুনিয়া শ্রীরাম অতি ভাবিত হইয়া।
জিজ্ঞাসা কবেন তাবে প্রমাদ ভাবিয়া॥
কহ দূত কার সঙ্গে ঘটিল এ রণ।
কি আশ্চর্য্য শত্রুঘ্নেব সমবে পতন॥
দূত কহে মহারাজ দুই মুনিসুত।
যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত॥
তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে।
জিনিতে নারিবে, প্রভু, হেন লয় চিতে॥
ঘোড়া বন্দী করিল তাহারা দুইজন।
এতেক প্রমাদ পড়ে ঘোড়ার কারণ॥
সে কথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন।
প্রমাদ পড়িল দৈবে না যায় খণ্ডন॥
সূর্য্যবংশে জন্মিল যতেক মহারাজ।
সমরে পড়িয়া কেহ না পাইল লাজ॥
অনরণ্যমহারাজে মারিল রাবণে।
সে রাবণ সবংশে পড়িল মোর রণে॥

দুর্জ্জয় লবণ ছিল রাবণ-ভাগিনে।
দেবদৈত্য-আদি যত কাঁপে সর্ব্বজনে॥
রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ।
তাহারে মারিল মোর ভাই শত্রুঘন॥
রামেরে প্রবোধ দেন ভরতলক্ষ্মণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধেতে মরণ॥
বিলাপ সম্বর, প্রভু, না কর বিষাদ।
কারো দোষ নাহি দৈবে পাড়িল প্রমাদ॥
পতিব্রতা সীতা তুমি বর্জ্জিলে যখন।
জেনেছি তখনি হবে বিধিবিড়ম্বন॥
দেবতা জানেন যে সীতার নাহি পাপ।
বিনা দোষে বর্জ্জিলে যে তাই পাই তাপ॥
আজি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই।
শিশু ধরিবারে মোরা যাই দুইভাই॥
এতেক বলিল যদি ভরতলক্ষ্মণ।
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন॥
যাও ভাই কল্যাণ করুন ত্রিলোচন।
সাবধানে দুইভাই কর গিয়া রণ॥
শত্রুঘ্নভ্রাতার শোক সান্ধাইল বুকে।
পাছে পাই আর শোক মরি সেই দুখে॥
দুইভাই কর যুদ্ধ যদি যুদ্ধ ঘটে।
দুইশিশু ধরি আন আমার নিকটে॥
বিদায় হইয়া যান ভরতলক্ষ্মণ।
চারি অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল সাজন॥
মুখ্যসেনাপতি গিয়া চড়িলেক রথে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত চলে তার সাথে॥
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর।
খাণ্ডা আর ডাঙ্গস দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
দুর্জ্জয় নামেতে হস্তী আরোহে ভরত।
লক্ষ্মণের ধনুর্ব্বাণ পূর্ণ মহারথ॥
হস্তী ঘোড়া রথ সব চলিল অশেষ।
বাল্মীকির তপোবনে করিল প্রবেশ॥
কটকসমেত পড়ি আছে শত্রুঘন।
সেইখানে গেলেন শ্রীভরতলক্ষ্মণ॥
শৃগালকুক্কুর আর শকুনীগৃধিনী।
কটকের মাংস নিয়া করে টানাটানি॥
ভরতলক্ষ্মণ দোঁহে করে অনুমান।
মহাযুদ্ধে আসিয়া হইনু অধিষ্ঠান॥
রণস্থলে দেখিলেন ভরতলক্ষ্মণ।
হাতেধনু পড়িয়া আছেন শত্রুঘন॥

সৌমিত্রিরে দুইভাই কোলে করি কাঁদে।
প্রাণ হারাইলে, ভাই, শিশুর বিরোধে॥
যমুনার কূলে ভাই মারিলে লবণ।
এখানে আসিয়া ভাই হারালে জীবন॥
রণস্থলে কান্দিছেন ভরতলক্ষ্মণ।
পাত্রমিত্র কহে দোঁহে প্রবোধবচন॥
শোক করিবার বেলা নহে ত এখন।
সমরে আসিয়া শোক কর কি কারণ॥
সেই দুইশিশু মার পূরিয়া সন্ধান।
যুদ্ধস্থলে আসি শোক নহে ত বিধান॥
এতেক বচন শুনি ভরতলক্ষ্মণ।
ক্রন্দন সম্বরি দোঁহে স্থির করে মন॥
যুদ্ধার্থে কটক রহে পূরিয়া সন্ধান।
লক্ষ্মণভরত দোঁহে হৈল আগুয়ান॥
চারিদিকে রামসেনা রহে সাবধানে।
কটকের মহারোল সীতাদেবী শুনে॥
সীতা বলিলেন লবকুশ রে কেমন।
কি প্রমাদ পাড়িয়াছ ভাই দুইজন॥
কার সনে করিয়াছ বাদবিসম্বাদ।
লবকুশ না জানি কি পাড়িলি প্রমাদ॥
শুনিয়া মায়ের কথা দুইভাই হাসে।
মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ বিশেষে॥
লবকুশ বলে, মাতা, না জান কারণ।
মৃগয়া করিতে রাজা আসে তপোবন॥
যত যত রাজা আছে চন্দ্রসূর্য্যকুলে।
মৃগয়া করিতে সবে আসে এই স্থলে॥
অবশ্য রাজার সহ আইসে সামন্ত।
রাজার সৈন্যের রোলে তুমি কেন চিন্ত॥
আমা দুইভাই মুনি থুয়ে গেল দেশে।
কোন্ রাজা আসিয়াছে না জানি বিশেষে॥
মুনির আজ্ঞায় মোরা রাখি তপোবন।
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাজন॥
আশ্রম হইলে নষ্ট মুনি দিবে দোষ।
বড় ভয় মানি, মা, করিলে মুনি রোষ॥
প্রবোধিয়া মায়েরে তখন বাক্‌ছলে।
শীঘ্রগতি দুইভাই যুঝিবারে চলে॥
তূণপূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
মহাহ্লাদে দুইভাই যায় সমরেতে॥
দুইভাই গেল যথা ভরতলক্ষ্মণ।
তৃণজ্ঞান করে সব দেখি সেনাগণ॥

লবকুশে দেখি সেনা কম্পিত-অন্তর।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ডর॥
মনোহর দুইভাই দূর্ব্বাদলশ্যাম।
সকল কটক বলে এল দুই রাম॥
রাম যদি আসিতেন এখানে এখন।
তিন রাম একস্থানে হইত মিলন॥
সেই তেজ সেই বল সেই ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতিপ্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
এক রামে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন।
দুই রাম ইহারা জিনিবে কোন্ জন॥
ভরতলক্ষ্মণ কহে মানিয়া বিস্ময়।
কে তোমরা দুইভাই দেহ পরিচয়॥
হাসিয়া উত্তর করে দুইসহোদর।
জাতিকুলে মোদের কি করিবে বিচার॥
বারশত শিষ্য পড়ে বাল্মীকির ঠাঁই।
তাঁর শিষ্য আমরা যমক দুইভাই॥
সব শিষ্য লয়ে মুনি গেল পরবাসে।
আমাদের দুইভায়ে থুয়ে গেল দেশে॥
দশরথভূপতির পুত্র শত্রুঘন।
দেখ সৈন্যসহ তার সমবে পতন॥
দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ মোদের নিকটে।
কটক লইয়া কেন এলে তপোবন।
পরিচয় দেহ এলে কিসের কারণ॥
তাহা শুনি শ্রীভরতলক্ষ্মণের হাস।
মুখেতে তর্জ্জনমাত্র অন্তরে তবাস॥
চারিভাই আমরা সবার জ্যেষ্ঠ রাম।
তিনের কনিষ্ঠভাই শত্রুঘন নাম॥
মধ্যম আমরা দুই ভরতলক্ষ্মণ।
শত্রুঘন মারিয়া কি রাখিবে জীবন॥
এত যদি চারিজনে হৈল গালাগালি।
চারি জনে যুদ্ধ বাজে চারিমহাবলী॥
কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ।
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষ্মণ॥
ভরতলক্ষ্মণসহ চার অক্ষৌহিণী।
ভরত ডাকিয়া সৈন্যে বলেন আপনি॥
শিশুজ্ঞানে তোমবা না হও অন্যমন।
দুই ভাগ হয়ে যুদ্ধ কর সেনাগণ॥
দুই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে।
আর দুই অক্ষৌহিণী লক্ষ্মণের পিছে॥
মধ্যে দুইশিশু যে কটক চারিভিতে।
হস্তিস্কন্ধে ভরতলক্ষ্মণ মহারথে॥
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার।
ধূম্রবাণ এড়ে দশদিক্ অন্ধকার॥
জগৎ হইল সব অন্ধকারময়।
পলায় সকল ঠাট গণিয়া সংশয়॥
তিমির হইল হেন চক্ষে নাহি দেখে।
পর্ব্বতগুহার মধ্যে কেহ গিয়া ঢোকে॥
পলাইয়া যেতে যেতে কারো পা পিছলে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কেহ নদনদীজলে॥
কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথা যায়।
লক্ষ্মণে এড়িয়া যত কটক পলায়॥
পলাইল সব ঠাট নাহিক দোসর।
সবেমাত্র লক্ষ্মণ রহেন একেশ্বব॥
এমন বাণেব শিক্ষা নাহি কোন স্থানে।
কেবা শিখাইল কোথা হইতে বা জানে॥
রাবণের কুমার সে বীব ইন্দ্রজিৎ।
ত্রিভুবন যাব বাণে হইল কম্পিত॥
তাহারে মারিতে আমি না করিনু ভয়।
হইল শিশুব যুদ্ধে জীবনসংশয়॥
যে হউক সে হউক আজি বণ করি।
না করি প্রাণেব ভয় মারি কিম্বা মরি॥
সাহসে করিয়া ভর যুঝেন লক্ষ্মণ।
ধনুতে ব্রহ্মাগ্নিবাণ যুড়েন ততক্ষণ॥
জ্বলিয়া ব্রহ্মাগ্নিবাণ উঠিল আকাশে।
অন্ধকার দুব হৈল পৃথিবী প্রকাশে॥
অন্ধকার দুব হৈল ঠাট দূবে দেখে।
সকল কটক এল লক্ষণসম্মুখে॥
লক্ষ্মণের বাণশিক্ষা বড় চমৎকার।
পলাইল যত সৈন্য এল আরবার॥
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লব পায় ত্রাস।
তার ত্রাস দেখিয়া লক্ষ্মণ পান আশ॥
লব বলে, লক্ষ্মণ, কি কর অহঙ্কার।
মোর ঠাঞি পড়িলে নিস্তার নাহি আর॥
আছয়ে অক্ষয়বাণ তূণের ভিতর।
ওর নাহি এড়ি বাণ শতেক বছর॥
তোমার কটক আছে এই ত ভরসা।
জল হেন শুষিব যে না রাখিব আশা॥
সংহারিব সকল সে তব বিদ্যমানে।
অবশেষে তোমারে যে মারিব পরাণে॥

এতেক বলিয়া লব যোড়ে ধনুর্ব্বাণ।
সকল সামন্ত কাটি করে খান খান॥
ষট্‌চক্রবাণ লব যুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
মহাশব্দে যায় বাণ তারা যেন ছুটে।
একবাণে লক্ষ্মণের সব সৈন্য কাটে॥
ষট্‌চক্রবাণেতে এড়ায় যেই সব।
যে সকল সৈন্য নাহি মারিলেন লব॥
রক্তময় হইল সকল যুদ্ধস্থল।
ভাদ্রমাসে গঙ্গা যেন করে টলমল॥
ডাকিয়া বলেন লব শুন হে লক্ষ্মণ।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি একজন॥
মারিলে যে ইন্দ্রজিৎ রাবণকুমারে।
তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে॥
তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রহে।
বলিয়া লক্ষ্মণজিৎ সর্ব্বলোকে কহে॥
লক্ষ্মণ বলেন, লব, এ কি অহঙ্কার।
মোর সনে যুদ্ধে তব নাহিক নিস্তার॥
কুপিয়া লক্ষ্মণবীর এড়ে ব্রহ্মজাল।
সংসার করিল আলো অগ্নির উথাল॥
লববীর বিষণ্ণ ভাবিছে মনে মন।
ধনুকে বরুণবাণ যুড়িল তখন॥
সন্ধান পূরিয়া লব সে বাণ এড়িল।
সমুদ্রতরঙ্গ যেন গগনে লাগিল॥
ব্রহ্মজাল ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মণ।
কি হবে আমার বুঝি সংশয় জীবন॥
লক্ষ্মণের যত শিক্ষা যত অস্ত্র জানে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে ততক্ষণে॥
সকল পৃথিবী হৈল বাণে অন্ধকার।
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লাগে চমৎকার॥
চিন্তিত হইয়া লব ভাবে মনে মন।
অক্ষয় অজিতবাণ যুড়িল তখন॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে তারা যেন ছুটে।
সেই বাণে লক্ষ্মণের মহাবাণ কাটে॥
এই বাণ ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মণ।
মনে ভাবে শিশু নহে সাক্ষাৎ এ যম॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ লক্ষ্মণ যে এড়ে।
কতদূরে গিয়া বাণ উখড়িয়া পড়ে॥
দেখিয়া ত লক্ষ্মণের লাগে চমৎকার।
ফুরাইল সব বাণ তূণে নাহি আর॥

ফুরাইল অস্ত্র সব তূণে নাহি বাণ।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন বড় হইল লক্ষ্মণ॥
বলেন লক্ষ্মণ পরে লববিদ্যমান।
এতদূরে মোর যুদ্ধ হইল অবসান॥
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় উচিত॥
শুনিয়া তাহার কথা লববীর ভাষে।
অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে॥
এক বাণ এড়ি আমি না ভাবিও মন্দ।
যে হোক তা হোক তব থাকে যে নির্ব্বন্ধ॥
এই বাণে যদি তুমি পাও পরিত্রাণ।
লক্ষ্মণ তোমার তবে না লইব প্রাণ॥
করিনু প্রতিজ্ঞা এই শুনহ বচন।
এই বাণ ব্যর্থ গেলে না করিব রণ॥
পাশুপতবাণ সে লবের মনে পড়ে।
তূণ হৈতে বাণ নিয়া ধনুকেতে যোড়ে॥
বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পাশুপতবাণে বিন্ধে পড়িল লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণে জিনিয়া যায় ভায়ের উদ্দেশে।
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরতে আর কুশে॥
কুশের সহিত লব নাহি করে দেখা।
লুকাইয়া দেখে সে কুশের অস্ত্রশিক্ষা॥
শত্রুঘ্নে মারিয়া কুশের বাড়িয়াছে আশ।
ভরতের সনে যুঝে নাহি পায় ত্রাস॥
একা ভাই যদ্যপি জিনিতে নারে রণ।
নির্ম্মূল করিব যে না রহে একজন॥
এতেক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে।
ভরতের সহিত কুশের যুদ্ধ দেখে॥
ভরতের সনে ঠাট কটক বিস্তর।
চারিভিতে যুদ্ধ করে কুশ একেশ্বর॥
বেড়াপাক নামেতে কুশের এক বাণ।
সেই বাণে কুশবীর পূরিল সন্ধান॥
বেড়াপাকবাণ সে প্রবেশে পাকে পাক।
হাত-পা কাটে কারো কারো কাটে নাক॥
একঠাঁই মুণ্ড পড়ে স্কন্ধ আর ঠাঁই।
ভরতের ঠাট পড়ে লেখাজোখা নাই॥
একবাণে অরিসৈন্য করিল সংহার।
পর্ব্বতপ্রমাণ ঠাট পড়িল অপার॥
রক্তনদী বহিল যে সংগ্রামের স্থানে।
এত সৈন্য পড়ে শুধু বাঁচে সাতজনে॥

উচ্চৈঃস্বর করি তারা ভরতেরে ডাকে।
পলাইয়া যায় কেহ ফিরে ফিরে দেখে॥
ভাবে তারা পরিত্রাণ পাইবে কেমনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে ভঙ্গ দিতে রণে॥
ভরত বলেন, কুশ, ক্ষান্ত কর রণ।
দেশে পলাইয়া যাই এই অষ্টজন॥
কুশ বলে, ভরত, না বল এ বচন।
কেমনে যাইবে দেশে এই অষ্টজন॥
সাতজন যাক দেশে রামের গোচর।
বার্ত্তা পেয়ে রাম যেন আসেন সত্বর॥
শুনহ, ভরতবীর, আমার উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর॥
মনে ভাব পলাইয়া পাবে অব্যাহতি।
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি॥
থাকিবে অপযশ যে পলাইয়া গেলে।
অনন্ত পৌরুষ থাকে যুঝিয়া মরিলে॥
ভরত বলেন, কুশ, ইহা মিথ্যা নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয়॥
শ্রীরামের তেজবল তাঁরি ধনুর্ব্বাণ।
হারিলে তোমার ঠাঁই নাহি অপমান॥
কুশ বলে 'রাম' বলি কত গর্ব্ব কর।
রাম কি করিবে যদি আজি তুমি মর॥
তুমি আজি পড়িবে যে আমার সংগ্রামে।
অতঃপর আসিয়া কি করিবেন রামে॥
মোদের সমরে যদি জয়ী হন রাম।
তবে ব্যর্থ ধরি মোরা লবকুশ নাম॥
তোমারে ছাড়িয়া দিলে লব পাছে হাসে।
বলিবেন ভরতে কি না মারিলে ত্রাসে॥
কোন্ কালে ভাই মোর মারিল লক্ষ্মণ।
তোমারে মারিতে যে বিলম্ব এতক্ষণ॥
একবাণ বিনা না এড়িব আর বাণ।
একবাণে, ভরত, লইব তব প্রাণ॥
ভরত বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয়॥
কুশ বলে রামহেন কোটি যদি আসে।
বাহুড়িয়া একজন নাহি যাবে দেশে॥
ভরত বলেন, কুশ, দিলে গালাগালি।
শ্রীরামের নিন্দা কর সহিতে না পারি॥
শিশু হয়ে, কুশ, তব এতেক বড়াই।
আছুক রামের কার্য্য জিন মোর ঠাঁই॥

'লব লব' বলিয়া যে কর অহঙ্কার।
লক্ষ্মণের সমরেতে তাঁর বাঁচা ভার॥
লক্ষ্মণের বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
অবশ্য লক্ষ্মণ প্রাণ লয়েছে তাহার॥
লক্ষ্মণের বাণে লব যদ্যপি বাঁচিত।
আসিয়া তোমারে সে অবশ্য দেখা দিত॥
ভরতের কথা শুনি কুশবীর কয়।
কোন্ কালে লক্ষ্মণের হইয়াছে ক্ষয়॥
লক্ষ্মণ লবের বাণে পাইলে নিস্তার।
না হবে, ভরত, তবে তোমার সংহার॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
তিরাশীকোটি বাণ সে এড়িল ভরত।
দশদিক জলস্থল ঢাকিল পর্ব্বত॥
ভরতের বাণেতে হইল অন্ধকার।
দেখিয়া কুশের মনে লাগে চমৎকার॥
কুশবীর বাণ এড়ে ভরতসম্মুখে।
ভরতের যত বাণ কাটে একে একে॥
সব বাণ ব্যর্থ গেল ভরত চিন্তিত।
ভরতগন্ধর্ব্ব-অস্ত্র এড়িল ত্বরিত॥
তিনকোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল একবাণে।
কুশসহ যুদ্ধ করে অতি সাবধানে॥
গন্ধর্ব্বের বিক্রমে কুশের লাগে ডর।
এড়িল অজয়জিৎবাণ সে সত্বর॥
গন্ধর্ব্ব কুশের বাণে হইল সংহার।
দেখি ভরতের মনে লাগে চমৎকার॥
কুশ বলে, ভরত, আর কত বাণ এড।
এই আমি বাণ মারি যমঘরে নড়॥
যুড়িল ঐষীকবাণ কুশ যে ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
মহাশব্দ করি বাণ উঠিল আকাশে।
দেখিয়া ভরত ব্যস্ত হইলেন ত্রাসে॥
ভরত কাতর হয়ে ঊর্দ্ধপানে চায়।
বায়ুবেগে পড়ে বাণ ভরতের গায়॥
ফুটিয়া ঐষীকবাণ পড়িল ভরত।
পৃথিবীতে শতধারে বহে রক্তস্রোত॥
ভরত কটকসহ পড়িলেন রণে।
ধেয়ে গেল লব তবে কুশবিদ্যমানে॥
রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকুলি।
জলে গিয়া যুদ্ধরক্ত ফেলিল পাখালি॥

সংগ্রামের বেশ থুয়ে বৃক্ষের কোটরে।
শূন্যহস্তে গেল দোঁহে মায়ের গোচরে ॥
জানকী বলেন রে বিলম্ব কি কারণ।
কোন্ কার্য্যে লবকুশ ব্যাজ এতক্ষণ ॥
লবকুশ বলে, মাতা, না জানি বিশেষ।
মৃগয়া করিয়া রাজা গেল নিজ দেশ ॥
এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানে।
মিথ্যা কহি মায়েরে প্রতারে দুইজনে ॥
কোন চিন্তা নাহি, মাগো, তোমার প্রসাদে।
তপোবন রাখি মোরা মুনি-আশীর্ব্বাদে ॥
মিষ্ট-অন্ন পান দোঁহে করিল ভোজন।
সুগন্ধিচন্দনমাল্য পরিল তখন ॥
পরমহরিষে ঘরে রহে দুইভাই।
সাতজন পলাইয়া গেল রামঠাঁই ॥



লবকুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধায়োজন

মুনিগণমধ্যে রাম বৈসে যজ্ঞস্থানে :
হেনকালে সাতজন গেল সেইখানে ॥
সাতজনে দেখিয়া যে রাম চিন্তাবান্।
জিজ্ঞাসেন ভরত ও লক্ষ্মণ কল্যাণ ॥
কৃতাঞ্জলি সাতজন করে নিবেদন।
কি কহিব, রঘুনাথ, দৈবের ঘটন ॥
প্রমাদ পড়িল, প্রভু, ভয়ে নাহি কহি।
সাতজন আইলাম আর কেহ নাহি ॥
চারি অক্ষৌহিণী পড়ে ভরতলক্ষ্মণ।
সবেমাত্র এড়াইয়া এনু সাতজন ॥
দুইশিশু নর নহে বিষ্ণু-অবতার।
তোমার যতেক সেনা করিল সংহার ॥
আপনি যদ্যপি, রাম, যুঝ তার সনে।
জিনিতে নারিবে, প্রভু, হেন লয় মনে ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি জগৎপূজিত।
জিনিতে নারিবে রণে কহিনু নিশ্চিত ॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রাম কমললোচন।
চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন ॥
কোথাকারে গেলে ভাই ভরতলক্ষ্মণ।
আমারে এড়িয়া কোথা গেলা তিনজন ॥
পূর্ব্বেতে আমার প্রতি আছিলা সদয়।
রণস্থলে গিয়া, ভাই, হইলা নির্দ্দয় ॥

শ্রীরামের সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে নেত্রনীরে।
ভাগীরথী বহে যেন হিমালয়োপরে ॥
তিনভায়ে স্মরণ করিয়া বহুতর।
বিলাপেন 'হায় হায়' করি রঘুবর ॥
আমা লাগি লক্ষ্মণ যে রাজ্য পরিহরি।
বনবাসে গেলা সঙ্গে বৃক্ষছাল পরি ॥
চতুর্দ্দশবর্ষ কত দুঃখ পেলে বনে।
ইন্দ্রজিৎ পড়িল তোমার তীক্ষ্ণবাণে ॥
লক্ষ্মণের তুল্য ভাই নাহি ত্রিভুবনে।
হেন ভাই পড়ে মোর ছাবালের রণে ॥
ভরতের যত গুণ কহিতে না পারি।
আমি বনে গেলে হয়েছিল ব্রহ্মচারী ॥
চৌদ্দবর্ষ দুঃখ পেয়ে পরিল বাকল।
রাজভোগ এড়িয়া খাইল বৃক্ষফল ॥
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল।
এতেক ভাবিয়া রাম হলেন বিকল ॥
ভাই মোর শত্রুঘ্ন প্রাণের সোসর।
তব তুল্য বীর নাহি পৃথিবীভিতর ॥
বহু দিন যুদ্ধে আমি মারিনু রাবণ।
একদিনের যুদ্ধে তুমি মারিলে লবণ ॥
হেন ভাই পড়িল যে শিশুর সংগ্রামে।
যে থাকে কপালে তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে ॥
নেত্রনীরে শ্রীরামের তিতিল বসন।
সুগ্রীব প্রভৃতি কহে প্রবোধবচন ॥
আপনি, শ্রীরাম, তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তোমার ক্রন্দন কভু নহে ত উচিত ॥
ক্রন্দন সম্বর, রাম, স্থির কর মতি।
দুইশিশু ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি ॥
শ্রীরাম বলেন যাই ভায়ের উদ্দেশে।
তিনভাই গেল যদি আমি আছি কিসে ॥
দুইশিশু মারি যবে শুধি ভ্রাতৃধার।
অযোধ্যায় ফিরি তবে আমি পুনর্ব্বার ॥
শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীবরাজন্।
শ্রীরামের প্রতি কহে প্রবোধবচন ॥
রাক্ষসবানর আর যত আছে সেনা।
সাজন করিয়া মারি শিশু দুইজনা ॥
সুমন্ত্রের প্রতি রাম করেন জ্ঞাপন।
বাছিয়া সাজাও রথ অপূর্ব্বদর্শন ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি।
কনকে রচিত রথ আনে শীঘ্রগতি ॥

চড়েন পুষ্পকরথে শ্রীরাম প্রবীণ।
শুভযাত্রা করি রাম চলেন দক্ষিণ॥
চলিল ছাপ্পান্নকোটি মুখ্যসেনাপতি।
তিনকোটি চলে তাহে মদমত্ত হাতী॥
চলিল তিরাশীকোটি শ্রেষ্ঠ তাজী ঘোড়া
অক্ষৌহিণী সত্তরি চলিল ভূমিযোড়া॥
তিনকোটি মহারথী চলিল প্রধান।
সর্ব্বক্ষণ থাকে তারা রামবিদ্যমান॥
মহারথী চলিল যতেক রাজধানী।
পাত্রমিত্র সব চলে করিয়া সাজনি॥
শ্রীরামের সেনা ঠাট কটক অপার।
দেখিলে যমের লাগে চিত্তে চমৎকার॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ চলে লয়ে কপিগণ।
গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্পাতি।
চলিল ছত্রিশকোটি মুখ্যসেনাপতি॥
আশীকোটি বীরে চলে পবননন্দন।
তিনকোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ॥
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষসধাঙ্গর।
আরো কত সেনা যায় যুড়ি চরাচর॥
বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল।
শত্রুজিৎ মহাবল চলিল সকল॥
রুদ্রমুখ চলে আর সুবক্তলোচন।
রক্তবর্ণ মহাকায় ঘোরদরশন॥
রথের উপরে রাম চড়েন সত্বর।
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষসবানব॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
শ্রীরামের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী॥
কৃত্তিবাস কবি কহে অমৃতকাহিনী।
দুই বালকের তরে এতেক সাজনি॥



লবকুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ

কটক হইল পার নদনদীনীরে।
জল শুকাইল কটকের পদভরে॥
নদী শুকাইয়া মাটী হৈল গুঁড়া গুঁড়া।
গগনমণ্ডলে লাগে কটকের ধূলা॥
সমরে গেলেন রাম কমললোচন।
পড়িয়াছে ভরতলক্ষ্মণশত্রুঘন॥
আর পড়িয়াছে ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন বড় হন রঘুমণি॥
লবকুশ দুইভাই করে অনুমান।
এই বুঝি সৈন্য লয়ে আইলেন রাম॥
সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম॥
এই যুক্তি দুইভাই করে কাণাকাণি।
হেনকালে আইলেন সীতাঠাকুরাণী॥
জানকী বলেন কিবা কর দুইভাই।
কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই॥
কার সনে করিয়াছ বাদবিসম্বাদ।
কোন্ দিনে লবকুশ পাড়িবা প্রমাদ॥
উভয়ে করেন সীতাদেবী সাবধান।
শত শত আশীর্ব্বাদ করেন কল্যাণ॥
অভাগীর পুত্র তোরা নির্দ্ধনের ধন।
অন্ধের নয়ন তোরা মায়ের জীবন॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তোসবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি॥
তোসবার সনে যে আসিয়া করে রণ।
বাহুড়িয়া দেশেতে না যাবে একজন॥
অব্যর্থ সীতার বাক্য নহে অন্যমত।
যা বলেন যাহারে সে ফলিবে নিশ্চিত॥
এতেক বলিয়া সীতা চলিলেন ঘর।
চরণ বন্দিয়া চলে দুই সহোদর॥
রামের সহিত যুদ্ধ করে এই মন।
সেইমত করিলেন বেশ দুইজন॥
তূণপূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
বুঝিবারে দুইভাই চলে আনন্দেতে॥
যেখানে শ্রীরাম তথা গেল দুইজন।
তিন রাম একঠাঁই দেখে সর্ব্বজন॥
এক বল এক রূপ একই সুঠাম।
একই বিক্রম সবে দেখে তিন রাম॥
রাক্ষসবানর-আদি যত সেনাপতি।
অনুমান করে তারা বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন।
সেকালে তাঁহারে রাম করেন বর্জ্জন॥
লক্ষ্মণ আনিয়া তাঁরে রাখে এই বনে।
ইহারা সীতার পুত্র হেন লয় মনে॥
সেই গর্ভে হইল যমজ সহোদর।
ত্রিভুবনজয়ী দুই বীর ধনুর্দ্ধর॥

এই কথা, রঘুনাথ, করি অনুমান।
নতুবা ইহারা কেন তোমার সমান॥
এ দুয়ের যুদ্ধে, রাম, না দেখি নিস্তার।
প্রাণ লয়ে দেশপ্রতি কর আগুসার॥
এই যুক্তি শ্রীরামেরে বলে সেনাপতি।
হেনকালে নিবেদয়ে সুমন্ত্র সারথি॥
পঞ্চমাস যখন জানকী গর্ভবতী।
হেনকালে তাঁহারে বর্জ্জিলা রঘুপতি॥
থুইয়া তাঁহারে মোরা এই বনবাসে।
আমি ও লক্ষ্মণ দোঁহে ফিরিলাম দেশে॥
অতএব, রঘুনাথ, এই সেই বন।
এ দুই সীতার পুত্র হেন লয় মন॥
যমজ সোদর দুই বুঝি এ প্রকার।
পরিচয় লহ, প্রভু, তোমার কুমার॥
সুমন্ত্রের কথা শুনি রামের বিস্ময়।
উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয়॥
রাজা দশরথের তনয় আমি রাম।
তোমরা আমারি মত ধর রূপ শ্যাম॥
তেজ ধর আমারি আমারি ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতিপ্রকৃতি দেখি আমারি সমান॥
পরাক্রম আমারি না হয় অন্য জ্ঞান।
অতএব কহি আমি বলহ বিধান॥
তেঁই সে কারণে আমি পরিচয় চাই।
পরিচয় দেহ কে তোমরা দুইভাই॥
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।
এমন হইলে আমি না করিব রণ॥
না জানিয়া মারিব কি আপন তনয়।
যাবৎ না লই প্রাণ দেহ পরিচয়॥
শুনিয়া সে কথা দোঁহে করে কাণাকাণি।
কেমনে বলিব নাম বাপে নাহি চিনি॥
আজি গিয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠাঁই।
কার পুত্র আমরা যমজ দুইভাই॥
দুইভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে।
ডাকিয়া রামেরে বলে তর্জ্জনে গর্জ্জনে॥
এতদিনে অবোধের সনে দরশন।
পরিচয় দিলে হবে কোন্ প্রয়োজন॥
পুত্র হয়ে পিতৃসনে কেবা করে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন॥
আমা দোঁহে দেখিয়া যে কাঁপিলে অন্তরে।
পরিচয় তেকারণে চাহ বারে বারে॥
তোমারে কহিব যে শুন অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পাও তুমি করিতে সংগ্রাম॥
দুইভাই চতুর না জানে পিতৃনাম।
ভাণ্ডাইল ছল করি বুঝিল শ্রীরাম॥
পরিচয় নহিল হইল গালাগালি।
সর্ব্বসৈন্য বেড়ে লবকুশ মহাবলী॥
শ্রীরাম বলেন নাহি দিল পরিচয়।
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিহ ভয়॥
আমার ছাপ্পান্নকোটি মুখ্যসেনাপতি।
তিনকোটি আমার যে মদমত্ত হাতী॥
আছয়ে তিরাশীকোটি শ্রেষ্ঠজাতি ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সত্তরি কটকে পৃথ্বীজোড়া॥
সুগ্রীব ও অঙ্গদের আছে কোটি সেনা।
যার যুদ্ধে দেবদৈত্য কাঁপে সর্ব্বজনা॥
ভল্লুক অসংখ্য আছে রাক্ষসবানর।
আমার অনেক ঠাট কটক বিস্তর॥
এতেক কটকু পড়ে যদি আজি রণে।
তবে অপযশ মোর ঘুষিবে ভুবনে॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর দেহ চারিভিতে।
বেড়ো যেন দুইশিশু নারে পলাইতে॥
মন্ত্রিগণসহ রাম করেন মন্ত্রণা।
বাছিয়া কটক দিল চারিভিতে থানা॥
হস্তীঘোড়া চালাইল প্রথমত রণে।
বিপক্ষ মরুক ঘোড়াহাতীর চাপনে॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা কটকের ত্বরা।
চালায় প্রথম রণে হাতী আর ঘোড়া॥
রাহুত মাহুত ধায় শিশু ধরিবারে।
দুইভাই দুইভিতে ধনুর্ব্বাণ যোড়ে॥
লব বলে, কুশভাই, যুক্তি কর সার।
রামসৈন্য কাটিয়া করিব চূরমার॥
দুইভাই কুপিয়া ধনুকে বাণ যোড়ে।
হস্তীঘোড়া কাটিয়া গগনে বাণ উড়ে॥
লব এড়িলেক বাণ নামেতে আহুতি।
একবাণে কাটিয়া পাড়িল কোটি হাতী॥
কুশবাণ এঁড়িল নামেতে অশ্বকলা।
কাটিল তিরাশীকোটি তুরঙ্গের গলা॥
চারিভিতে সৈন্য যুঝে লবকুশমাঝে।
নানা অস্ত্র লইয়া সে দুইভাই যুঝে॥
সৈন্য দেখি দুইভাই ভাবিত অন্তর।
কেমনে মারিব ঠাট কটক বিস্তর॥

এত সৈন্য লইয়া যুঝিতে এস রাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে রহে নাম॥
সতীপুত্র হই যদি থাকে মুনিবর।
এখনি মারিয়া পাঠাইব যমঘর॥
মুনির আশিসে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
সন্ধান পূরিয়া লবকুশে এড়ে বাণ॥
ষট্‌চক্রবাণ লব পূরিল সন্ধান।
ত্রিভুবন যুঝে যদি নাহি ধরে টান॥
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাকবাণে কুশ পূরিল সন্ধান॥
হেন বাণ দুইভাই যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে উঠে অন্তরীক্ষে॥
সিংহের গর্জ্জনে বাণ তারা যেন ছুটে।
সত্তরি অক্ষৌহিণী সেনা দুইভাই কাটে॥
সমবে আসিয়াছিল ভল্লুকবানর।
হাতে করি কেহ গাছ কেহ বা পাথর॥
সুগ্রীব অঙ্গদ যুঝে বীর হনুমান।
কোটি কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান॥
রাক্ষস ভল্লুক কপি রূপে ভয়ঙ্কর।
নানা-অস্ত্র এড়ে তারা পাদপপাথর॥
রাক্ষসবানর আর যতেক ভল্লুক।
নিরাখিয়া কুশলব করিছে কৌতুক॥
লব বলে, কুশভাই, শুনহ বচন।
দেখ দেখ কটকের বিকট বদন॥
হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর।
দেখিতে শরীর যেন পর্ব্বত-আকার॥
বানব ভল্লুক বীর যুঝিছে বিস্তর।
নানা-অস্ত্র এড়ে তারা পাদপপাথর॥
রাক্ষসেরা বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
লবকুশে দেখিয়া না হয় আগুয়ান॥
লব বলে, কুশভাই, কার মুখ চাই।
বিকট কটক মারি পাড়ি দুইভাই॥
সেই দিকে দুইভাই পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ॥
বাণে বিদ্ধ রাক্ষসবানর যত পড়ে।
যেমন কদলীবৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে॥
লব বলে কুশের কি শিক্ষা চমৎকার।
রাক্ষসবানর-আদি পড়িল অপার॥
পরে যুদ্ধে আইলেন সুগ্রীব বানর।
দ্বাদশ যোজন আনে পর্ব্বত সত্বর॥
ক্রোধভরে পর্ব্বত উপাড়ে দুইহাতে।
ইচ্ছা করে মারে লবকুশের শিরেতে॥
বাণে কাটি লবকুশ করে খান খান।
আর বাণে সুগ্রীবের লইল পরাণ॥
তবে ত অঙ্গদবীর আইল সত্বরে।
ধরিবারে চাহে দোঁহে আপনার জোরে॥
এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া যায়।
লবকুশ বাণ এড়ে পড়ে তার গায়॥
পড়িল অঙ্গদবীর সেই বাণ খেয়ে।
হনুমান আইলেন হাতে গদা লয়ে॥
পর্ব্বত এড়িল লবকুশের উদ্দেশে।
বাণে কাটি লবকুশ উড়ায় আকাশে॥
কুশ বাণ মারে তবে হনুব উপরে।
মূর্চ্ছিত হইয়া হনু পড়িল সমরে॥
দেখিয়া হনুব দশা অপর বানব।
ত্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর॥
বেড়াপাকবাণ কুশ পূরিল সন্ধান।
বেড়াপাকে সবাকার লইল পরাণ॥
রাক্ষসভল্লুক আর পড়ে কপিগণ।
এড়াইল সে সবাব মধ্যে তিনজন॥
অমব বলিয়া বাঁচে সেই তিনবীর।
দুই কটকেব রক্ত বহে যেন নীর॥
রক্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার।
দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার॥
আছিল ছাপ্পান্নকোটি শ্রীরামেব সেনা।
হস্তী ঘোড়া ঠাট তার নাহি একজনা॥
শ্রীরামের সেনাপতি বীর মহামতি।
গিয়াছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি॥
শ্রীরামের আগে কহে করি যোড়হাত।
প্রাণ লয়ে দেশেতে চলহ রঘুনাথ॥
যদি, রঘুনাথ, দেশে করহ গমন।
তবে ত সবার রক্ষা নতুবা মরণ॥
শিশু নহে দুইজন সাক্ষাৎ যে যম।
ত্রিভুবনে বীর নাহি এ দোঁহার সম॥
শ্রীরাম বলেন আমি এনু সৈন্যসাথে।
সব সৈন্য মজাইয়া যাইব কিমতে॥
মজাইয়া সর্ব্বস্ব কেমনে যাব ঘর।
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিহ ডর॥
সেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞা পায়।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি যুঝিবারে যায়॥

একবারে সব সৈন্য পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ ॥
কোটি কোটি চোখ বাণ সেনাপতি এড়ে।
লবকুশে নিরখিয়া আগু নাহি সরে ॥
সেনাপতি সকলে লাগে চমৎকার।
পলাইয়া সব সৈন্য হৈল ছত্রাকার ॥
সেনাপতি ভঙ্গ দিল লবকুশ হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে লবকুশে ॥
যুদ্ধে ভঙ্গ দিল তব যত সেনাপতি।
হেন ঠাট কেন, রাম, আনহ সংহতি ॥
পাইয়া শ্রীরাম লজ্জা করেন উত্তর।
যায় যাক ঠাট আমি আছি একেশ্বর ॥
আমি আছি একাকী তোমরা দুইজন।
একবাণে পাঠাইব যমের সদন ॥
তিনজনে এত যদি বচসা হইল।
সে সকল সেনাপতি আবার আইল ॥
চারিদিক ছেয়ে লবকুশেরে বেড়িলে।
নিরখিয়া লবকুশ অগ্নিহেন জ্বলে ॥
সেনাপতি সকলে ধনুকে যোড়ে বাণ।
লবকুশে দেখিয়া না হয় আগুয়ান ॥
সেনাপতিগণের যতেক অস্ত্র ছিল।
ফুরাইল সব বাণ তূণ শূন্য হৈল ॥
সেনাপতিগণে রণে করিল বিরথী।
বলে লবকুশ সেনাসকলের প্রতি ॥
তোমা সবাকার যুদ্ধ হৈল অবসান।
মোরা দুইভাই পূরি এখন সন্ধান ॥
এড়িলেক বাণ গোটা তারা যেন ছুটে।
সেনাপতি ছাপ্পান্ন কোটির মাথা কাটে ॥
বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পড়িল সকল সৈন্য নাহি একজন ॥
পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোসর।
সবেমাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর ॥
চিন্তা করয়ে শ্রীরাম হইয়া উদাস।
ডাক দিয়া লবকুশ করে উপহাস ॥
সর্ব্বলোকে বলে তোমা ধার্ম্মিক শ্রীরাম।
অলক্ষিতে তুমি যত করিলা সংগ্রাম ॥
দুইজনের প্রতি যদি তিনজন রোষে।
ধর্ম্মনাশ হয় মরে আপনার দোষে ॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট, কটকের নাহি সংখ্যা।
সতীপুত্র আমরা যে তেঁই পাই রক্ষা ॥
কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত।
তোমরা যে কিছু বল নহে অনুচিত ॥
পৃথিবীমণ্ডলে আমি রাজচক্রবর্ত্তী।
না জানি কতেক ঠাট আইল সংহতি ॥
আমারে জিনিতে কে পারে ত্রিভুবনে।
পুত্র বিনা আমাকে নাহিক কেহ জিনে ॥
আমার পুত্রের স্থানে আছে পরাজয়।
পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে কয় ॥
আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুজন।
মম পুত্র হও যদি না করিহ রণ ॥
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।
লবকুশ বলিয়া তোমরা দুইজন ॥
রাবণ দুর্জ্জয় বীর ছিল লঙ্কাদেশে।
আমার সহিত রণে মরিল সবংশে ॥
শুনিয়া রামের কথা দুইভাই হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে অবশেষে ॥
শুনহ তোমারে বলি অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পেলে তুমি করিতে সংগ্রাম ॥
'পুত্র পুত্র' বলিয়া চাহিছ পরিচয়।
হেন বুঝি সমর করিতে ভয় হয় ॥
কোথা শুনিয়াছ তুমি পিতাপুত্রে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন ॥
রণেতে পণ্ডিত তুমি নিজে মহারাজ।
বারে বারে পুত্র বল নাহি বাস লাজ ॥
রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান।
পড়িলে বীরের হাতে ভালমতে জান ॥
অধিক কি কব, রাম, শুনহ উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর ॥
আমরা মুনির পুত্র সেইমত বল।
তুমি ত ধরণীপতি কেন কর ছল ॥
শ্রীরাম বলেন শুন বলি লবকুশ।
বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ ॥
তোমা দোঁহে দেখি যেন আমার আকৃতি।
পরিচয় না দিলে তোমরা অল্পমতি ॥
কটক পড়িল আমি না যাইব দেশে।
অবশ্য করিব রণ যেবা হয় শেষে ॥
আমার সহিত যুদ্ধে কারো নাহি রক্ষা।
এখনি দেখাই যত অস্ত্রের পরীক্ষা ॥
পিতাপুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে ॥

মহাক্রোধে রঘুনাথ পূরেন সন্ধান।
ছুইশিশু উপরে এড়েন মহাবাণ॥
নানা-অস্ত্র এড়েন শ্রীরাম কোপান্বিত।
মহাব্যস্ত লবকুশ পলায় ত্বরিত॥
ছুইভাই পলাইল রাম পান আশ।
তাঁহার বাণেতে গিয়া ছাইল আকাশ॥
অন্ধকার সংসার হইল সেই বাণে।
আগু হৈয়া যুঝিতে না পারে ছুইজনে॥
এইমত ছুইভাই গেল পলাইয়া।
বিলাপ করেন রাম রথেতে বসিয়া॥



শ্রীরামের বিলাপ

হরি হরি ক্ষুণ্ণ মন দেখিয়া অদ্ভুত রণ
ভূমিতে বসিয়া রঘুনাথ।
ভ্রাতৃমৃত্যু সৈন্যধ্বংস পর্বাভূত রঘুবংশ
শোকানলে হয় অশ্রুপাত॥
দেব যদি হয় বাম সিদ্ধ নহে কোন কাম
যজ্ঞ হৈল সংহারকারণ।
তখনি জানিল মন জিনিতে নারিব রণ
যখনি পড়িল শত্রুঘন॥
সুদিন কুদিন ছুই বিধাতার সৃষ্টি এই
এবে সেই বীর হনূমান।
যে গন্ধমাদন আনে কুম্ভকর্ণে জিনে রণে
লোটায় শিশুর খেয়ে বাণ॥
সুগ্রীব প্রভৃতি বলে সহায় সাগরজলে
মহাযুদ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে।
হেন জনে শিশু মারে অঙ্গদ দেবেন্দ্র মরে
এত করাইত দৈব মোরে॥
কত ব্রহ্মবধ কৈনু যজ্ঞমধ্যে ভস্ম দিনু
পাতক করিনু কত আর।
কত বড় নাম ছিল দণ্ডমধ্যে ভস্ম হৈল
পরাভব হইল আমার॥
যে বংশে সগররাজা রঘুবীর মহাতেজা
ভগীরথ বেণ মহাশয়।
হেন বংশে জনমিয়া না করি বংশের ক্রিয়া
জিনে মোরে মুনির তনয়॥
মরিল যে তিনভাই মিত্রবর্গ কেহ নাই
যে সবারে আনিলাম রণে।
মরিল যাহার পতি অনাথা হইল সতী
অকীর্ত্তি রহিল এ ভুবনে॥
বিধাতা নির্দ্দয় হয়ে এত বড় বাড়াইয়ে
সর্ব্বনাশ করিলেক শেষে।
হায় হায় কি হইল বংশে কেহ না থাকিল
পৃথিবী পূরিল অপযশে॥
মাতৃগণ আছে ঘরে প্রাণ দিবে অনাহারে
শত্রুগণে নাশিবেক পুরী।
অযোধ্যা কিষ্কিন্ধ্যা লঙ্কা হইল জীবনশঙ্কা
পতিহীন হৈল সর্ব্বনারী॥
সূর্য্য বিনা দিবা নহে জল বিনা মৎস্য দহে
অরাজক পুরীর সংহার।
এই সে থাকিল ছুঃখ না দেখি বন্ধুর মুখ
কোথায় রহিল পরিবার॥
বিদরিয়া যায় বুক না দেখি সীতার মুখ
মজিল যে অযোধ্যার রাজ্য।
চারিভাই একমাসে মরিলাম একদেশে
প্রতিকূল বিধির এ কার্য্য॥
ছুইশিশু যমসম নর বলি করি ভ্রম
কুম্ভকর্ণ কিম্বা দশানন।
জাতিস্মর ছুইজন করিতে আইল রণ
পূর্ব্ববৈর করিতে সাধন॥
কিম্বা সে দূষণ খর হইয়া আইল নর
পূর্ব্ববৈরী করিতে সংহার।
মারিল সকলজনে সুগ্রীব শ্রীবিভীষণে
যত সব সুহৃদ আমার॥
সুহৃদ আছিল যারা সবে গতপ্রাণ তারা
আর কারে করিব সহায়।
আজি শিশুদ্বয়ে মারি অথবা আপনি মরি
তবে ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা পায়॥
আজি ছুইশিশু মারি সে রক্তে তর্পণ করি
তবে আমি রঘুবংশ হই।
যুঝিব শিশুর সনে এই দাঁড়াইনু রণে
নাহি দেখি গতি ইহা বই॥

এতেক ভাবিয়া মনে শ্রীরাম চলেন রণে
জীবনেতে হইয়া হতাশ।
রামায়ণ সুধাভাণ্ড তাহার উত্তরাকাণ্ড
গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



লবকুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয়

কুশ বলে, লব, তুমি মোর জ্যেষ্ঠভাই।
হারিয়া কি পলাইব মোরা রামঠাঁই॥
একেবারে দুইভাই করিব সংগ্রাম।
চল ঝট মারি গিয়া আমরা শ্রীরাম॥
কুশ হৈতে অস্ত্রশিক্ষা লব ভাল ধরে।
এড়িয়া চিকুরবাণ দিক আলো করে॥
লবের বাণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাণ।
আকাশেতে জ্বলে অগ্নি পর্ব্বতসমান॥
লবের বাণেতে সব অন্ধকার ঘুচে।
সন্ধান পূরিয়া গেল শ্রীরামের কাছে॥
একেবারে দুইভাই পূরিল সন্ধান।
বাণের প্রতাপ দেখি পাছু হন রাম॥
ক্ষণে রাম আগু হন ক্ষণে দুইভাই।
বাণের ঠন্‌ঠনি শুনি লেখাজোখা নাই॥
হইল রামের বাণে ক্লান্ত দুইজন।
শঙ্কান্বিত লবকুশ ভাবে মনে মন॥
যে অস্ত্র যোড়েন রাম করিলা শৃঙ্খলা।
লবকুশের গলে সে হয় পুষ্পমালা॥
লবকুশ দুইভাই যে যে অস্ত্র ফেলে।
রামের চরণ বন্দি প্রবেশে পাতালে॥
এইরূপে পিতাপুত্রে বাজিল সমর।
স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমর॥
কেহ কারে নাহি পারে সমান উভয়।
পিতার সদৃশ পুত্র কেহ ছোট নয়॥
দুইদিকে দুইভাই রাম একেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ হয়ে রাম হইলা কাতর॥
নানা-অস্ত্র দুইভাই এড়ে দুইভিত।
কোন্ দিক রাখিবেন শ্রীরাম চিন্তিত॥
চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ।
লব বিন্ধে যদ্যপি কুশের পানে চান॥
একেবারে দুইভাই পূরিল সন্ধান।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন শ্রীরাম॥
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যেই আছে ব্রহ্মশাপ।
সমরে পুত্রের হাতে হারিবেন বাপ॥
লব এড়িলেক বাণ নামে অস্ত্রকলা।
ধনুর্ব্বাণসহিত রামেব বান্ধে গলা॥
কুশ বাণ এড়িল অক্ষয়জিৎ নাম।
বুকেতে বাজিয়া ভূমে পড়িলেন রাম॥
ছটফট করে রাম প্রাণমাত্র আছে।
শীঘ্র গেল দুইভাই শ্রীরামের কাছে॥
নড়িতে নাড়েন রাম বাণে অচেতন।
লবকুশ কাড়ি লয় গায়ের আভরণ॥
কাণের কুণ্ডল নিল মাথার টোপর।
নিল হারকেয়ূব হাতের ধনুঃশর॥
সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় দুইভাই।
অস্ত্রশস্ত্র ধনুর্ব্বাণ কিছু ছাড়ে নাই॥
হনূমান জাম্বুবান উভয় অমর।
দুইজন নাহি মরে শত মন্বন্তর॥
উঠিবার শক্তি নাই বাণে অচেতন।
সেই পথ দিয়া লবকুশের গমন॥
যাইতে দেখিল পথে বানর ভল্লুক।
মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক॥
সাঙ্গি বান্ধি উভয়কে লইলেক স্কন্ধে।
রণজয়ী দুইভাই চলিল আনন্দে॥



সীতার নিকট লবকুশের যুদ্ধবার্ত্তাকথন, সীতার বিলাপ ও প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প

সতর দিবসে দুইভাই গেল ঘর।
কান্দিয়া জানকাদেবী অত্যন্ত কাতর॥
হনূমান জাম্বুবান দুর্জ্জয়শরীর।
দ্বারে না সান্ধায় তেঁই থুইল বাহির॥
একদৃষ্টে জানকী চাহেন করি ধ্যান।
হেনকালে দুইভাই গেল সেইস্থান॥
দেখিয়া জানকী হইলেন উতরোলী।
দুইভাই লুইল মায়ের পদধূলি॥
দুইভাই বসিল মায়ের বিদ্যমান।
যুদ্ধকথা কহিতে লাগিল তাঁর স্থান॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ যে ভরতশত্রুঘন।
এ সবার সহিত করিনু বহু রণ॥

বহু অক্ষৌহিণী সেনা ভাই চারিজন।
বাহুড়িয়া দেশেতে না করিল গমন॥
এসেছিল যত সেনা কেহ তার নাই।
কহি সে অপূর্ব্বকথা শুন মাতা তাই॥
দুর্জ্জয় দুইটা জন্তু এনেছি বান্ধিয়া।
দ্বারে না আইসে, মাগো, দেখহ আসিয়া॥
ধনুর্ব্বাণ আনিয়াছি রথের সাজন।
এই দেখ এনেছি রামের আভরণ॥
দেখিয়া জানকী দেবী চিনিয়া তখন।
শিরে করি করাঘাত করয়ে রোদন॥
'হায় হায়' কি করিলি ওরে লবকুশ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ॥
কোন্‌খানে মারিলি সে কমললোচনে।
ঝট চল পড়ি গিয়া প্রভুর চরণে॥
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরামলক্ষ্মণ।
কেমনে দেখিব সে ভরতশত্রুঘন॥
কোন্‌খানে হয়েছিল সমরপ্রসঙ্গ।
শৃগালকুক্কুর পাছে স্পর্শে প্রভু-অঙ্গ॥
ধাইয়া যায় সীতাদেবী কেশ নাহি বান্ধে।
তাঁর পিছে শিরে হাত দুইভাই কাঁন্দে॥
সীতা আসি বাহিরে দেখেন বিদ্যমান।
হস্তপদবান্ধা হনূমান জাম্বুবান॥
মৃতপ্রায় অচেতন বহে মাত্র শ্বাস।
দেখিয়া সীতার মনে হইল হুতাশ॥
জানকী বলেন, লব, কি করিলি কর্ম্ম।
তোরা বিদ্যা শিখিয়া নাশিলি জাতিধর্ম্ম॥
তোমা হৈতে জ্যেষ্ঠপুত্র হয় হনূমান।
এই হনূমান মোর দিলা প্রাণদান॥
বানর হইয়া গেল সাগরের পার।
হনূমান-পুত্র মোরে করেছে উদ্ধার॥
ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক।
শুনিলে এ সব কথা কি কহিবে লোক॥
পিতাপিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন।
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব এখন॥
এখনি মরিব আমি প্রভুর সাক্ষাতে।
কলঙ্ক না লুকাইবে ঘুষিবে জগতে॥
কোথায় মারিলি তাঁরে ঝট চল দেখি।
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখি॥
অশ্রুজলে জানকীর তিতিল বসন।
লবকুশপ্রতি কত করেন ভর্ৎসন॥
শীঘ্র, লবকুশ, এই ঘুচাও বন্ধন।
হনূমানজাম্বুবানে করহ মোচন॥
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা ভাই দুইজন।
খসাইল উভয়ের সে দৃঢ়বন্ধন॥
উঠিয়া বসিল জাম্বুবান-হনূমান।
কহিলেন সীতাদেবী আসি বিদ্যমান॥
এক সত্য, হনূমান, করিহ পালন।
কারো ঠাঁই না কহিও এ সব বচন॥
তোমার রামের পুত্র এই দুইভাই।
না চিনিল করিল যুদ্ধ ক্রোধ করো নাই॥
যান সীতা মণিহারা ভুজঙ্গিনীপ্রায়।
ক্রন্দন করিয়া তাঁর পিছে দোঁহে যায়॥
শ্রীরাম-উদ্দেশেতে চলেন তিনজন।
উপস্থিত হইলেন যথা হৈল রণ॥
দেখিলেন সংগ্রামে পড়িয়া চারিজন।
শ্রীরামলক্ষ্মণ শ্রীভরতশত্রুঘন॥
হস্তীঘোড়াঠাট কত পড়েছে অপার।
দেখিয়া ত জানকী করেন হাহাকার॥
কাতর হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
রামের চরণ ধরি কহেন তখন॥
হইয়া তোমার পুত্র মারিল তোমারে।
এ কেবল ঘটে সে আমার কর্ম্মফেরে॥
মন্দর তোমার বাণে নাহি ধরে টান।
ছাবালের বাণে প্রভু হারাইলে প্রাণ॥
সর্ব্বলোকে বলিতেন অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা করে কেমন বিধাতা॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ॥
শিরে হাত লবকুশ করিছে ক্রন্দন।
মায়ের চরণ ধরি বলিছে বচন॥
ক্ষমা কর, জননি গো, না কর ক্রন্দন।
মজিলাম তব দোষে মোরা তিনজন॥
তুমি না বলিলে মাতা রাম হন পিতা।
আপনার দোষে এত হইলে তাপিতা॥
পিতৃবধ করিয়া পাইনু বড় লাজ।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি প্রাণে নাই কাজ॥
এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার॥
সীতা বলে আগে অগ্নি করিব প্রবেশ।
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও অবশেষ॥

তিনজন গেলা তারা যমুনার তীরে।
তিনকুণ্ড কাটিলেক দুইসহোদরে॥
তাহাতে আনিয়া কাষ্ঠ জ্বালিল অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল॥
স্নান করি পরিলেন পবিত্র বসন।
প্রদক্ষিণ করিলেন অগ্নি তিনজন॥



বাল্মীকির আগমন ও সসৈন্যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণদান

চিত্রকূটপর্ব্বতে বাল্মীকি তপোধন।
দেখিয়া অগ্নির ধূম বিচলিত মন॥
রক্তেতে তর্পণ করে মুনির বিস্ময়।
তর্পণ করেন সব যেন রক্তময়॥
মুনি বলে লবকুশ পাড়িল প্রমাদ।
দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিষাদ॥
ছমাসের পথ এল চক্ষুর নিমেষ।
তিনজনে দেখে অগ্নি করিছে প্রবেশ॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে মহামুনি দেখে।
হেনকালে গেল মুনি সীতার সম্মুখে॥
গৃধিনীশকুনি আর শৃগালের রোল।
তপোবনে বহিতেছে রক্তের হিল্লোল॥
দেখিয়া সীতার প্রতি জিজ্ঞাসেন মুনি।
প্রমাদ পড়িল কিবা কহ সীতা শুনি॥
জানকী বলেন, প্রভু, না জান কারণ।
লবকুশ তোমার করিল মহারণ॥
পড়িলেন তাহাতে রাঘব চারিজন।
শ্রীরামলক্ষ্মণ শ্রীভরতশত্রুঘন॥
কেমনে কহিব কথা মুখে না আইসে।
পিতৃবধ করিলেক লব আর কুশে॥
এতদিন ভাল ছিনু তোমার প্রসাদে।
ধনুর্ব্বিদ্যা শিখায়ে যে পড়িনু প্রমাদে॥
তুমি নিজে দিলে মুনি নানা-অস্ত্রশিক্ষা।
ত্রিভুবন যুঝে যদি কারো নাহি রক্ষা॥
আপনি শ্রীরঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হয়ে সে রামেরে জিনে দুইজনে॥
রঘুনাথ বিনা মোর না রবে জীবন।
অগ্নিতে প্রবেশ তাই করি তিনজন॥
বাল্মীকি বলেন, সীতা, না ত্যজ জীবন
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারিজন॥

শ্রীরামলক্ষ্মণ শ্রীভরতশত্রুঘন।
উঠিবেন পড়িয়াছে আর যত জন॥
ক্ষমা দেহ, জানকি, তোমারে বলি আমি
দুইপুত্র লইয়া আশ্রমে চল তুমি॥
জানকী বলেন দেখি প্রভুর চরণ।
তবে ত আশ্রমে আমি করিব গমন॥
এতেক শুনিয়া মুনি বসিলেন ধ্যানে।
ত্রিভুবনে যত কথা মুনি সব জানে॥
তপোবনে কুণ্ড আছে মৃত্যুজীবী জল।
মুনি ধ্যান করিয়া সে জানিল সকল॥
মুনি বলে শিষ্য শুন আমার বচনে।
এই জল ছড়াইয়া দেহ তপোবনে॥
মৃত সৈন্য পড়িয়াছে যত যত দূরে।
তত দূরে ছড়াইয়া দেহ এই নীরে॥
একমন্ত্র পড়ি জল দিলা মহামুনি।
তপোবনে ছড়াইয়া দিলেক তখনি॥
কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া।
অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গঝাড়া॥
মৃত্যুজীবী জল যদি হৈল পরশন।
শ্রীরামলক্ষ্মণ-আদি উঠিলা তখন॥
উঠিল ছাপান্নকোটি মুখ্যসেনাপতি।
তিনকোটি উঠিলেক মদমত্ত হাতী॥
উঠিল তিরাশীকোটি শ্রেষ্ঠ তাজী ঘোড়া।
যত অক্ষৌহিণী উঠে অঙ্গে দিয়া ঝাড়া॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ উঠে লয়ে কপিগণ।
ভল্লুকরাক্ষস যত উঠে ততক্ষণ॥
কটকের কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
মুনি বলে শুন সীতা কটকের রোল॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ-আদি যত যত বীর।
উঠে সৈন্যসামন্ত যত অক্ষতশরীর॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ শ্রীভরতশত্রুঘন।
দূর হৈতে দেখে সীতা পাইল জীবন॥
'রামজয়' করিয়া ডাকিছে কপিগণ।
মুনি বলে শুন সীতা আমার বচন॥
আমি হেথা থাকিলে না হইত এমন।
দুইপুত্র লৈয়া ঘরে করহ গমন॥
লবকুশসীতা তিনে মুনি নমস্কারি।
লুকাইয়া রহিলেন বাল্মীকির পুরী॥
সীতাকে চিনিয়াছিল পবননন্দন।
পাসরিল বাল্মীকির মায়াতে তখন॥

শ্রীরামের সঙ্গে মুনি কয়ে সম্ভাষণ।
চারিভাই করিলেন মুনিরে বন্দন॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, তোমার প্রসাদে।
রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে॥
কিন্তু মুনি জানিতে বাসনা মনে হয়।
কাহার তনয় দুটি দেহ পরিচয়॥
মুনি বলে, রাম, আমি না ছিলাম দেশে।
কাহার তনয় সেই না জানি বিশেষে॥
এখন সে বালকের না পাবে দর্শন।
দেশে লৈয়া আমি দোঁহে করাব মিলন॥
অশ্ব লয়ে রঘুনাথ যাও নিজ দেশে।
যজ্ঞে পূর্ণা দেহ গিয়া অশেষ বিশেষে॥
সকল সহিত রাম চলিলেন দেশে।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥



লবকুশকর্ত্তৃক রামায়ণগান

এ সব গাইল গীত জৈমিনি ভারতে।
সম্প্রতি যে কিছু গাই বাল্মীকির মতে॥
ঘোড়া আনি কৈলা রাম যজ্ঞসমাপন।
নানাদেশী ব্রাহ্মণেরে দিলা বহু ধন॥
বড় পরিপাটী যজ্ঞ করেন দুষ্কর।
শিষ্যসহ আইলা বাল্মীকি মুনিবর॥
মুনিরে দেখিয়া রাম সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসিতে আসন দেন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
বারশত শিষ্য আইল মুনির সংহতি।
লবকুশ দুইভাই মিশাইল তথি॥
মুনির মিশালে আছে নাহি পরিচয়।
বিষ্ণু-অবতার দোঁহে রামের তনয়॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভরত এখন।
মুনিরে রহিতে দেহ করি আয়োজন॥
লবকুশ দুইভাই মুনির সংহতি।
দুইভাই লৈয়া মুনি করেন যুকতি॥
মুনি বলে, লবকুশ, শুন সাবধানে।
ধনুকসংগীতবিদ্যা পাইলে মোর স্থানে॥
ধনুর্ব্বিদ্যা দেখাইলা আমার গোচর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় হও দুই সহোদর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হয়ে তাঁহারে জিনিলা দুইজনে॥

ধনুর্ব্বিদ্যা তোমরা যে করিলা সুশিক্ষা।
সাক্ষাতে পেলাম আমি তাহার পরীক্ষা॥
গীতবিদ্যা রামায়ণ শিখিলে দুজন।
শ্রীরামের আগে কালি গেয়ো রামায়ণ॥
অনেক দ্বীপের রাজা আইল এ স্থানে।
রামায়ণগীত কালি গাইবে দুজনে॥
দুইভাই কর মোর কবিত্বপ্রচার।
ঘুষিবারে থাকে যেন সকল সংসার॥
যাহারে প্রসন্ন হন সরস্বতীদেবী।
আমি-আদি করিয়া সকলে তারা কবি॥
সভা করি বসিবেন শ্রীরাম যখন।
সাবধানে গাইবে তোমরা রামায়ণ॥
জিজ্ঞাসিবে রাম যবে সভার ভিতর।
বাল্মীকির শিষ্য হেন কহিও উত্তর॥
আর যুক্তি বলি শুন তোমা দুইজন।
মিষ্টস্বরে উভয়েতে গাহ রামায়ণ॥
যখন গাহিবে গীত সীতার বর্জ্জন।
না বলিও শ্রীরামেরে কোন কুবচন॥
জগতের নাথ রাম পরমগর্ব্বিত।
কুকথা কহিতে তাঁরে না হয় উচিত॥
যখন যাইবে দোঁহে রামের সভায়।
তখন করিবে বেশ তপস্বীর প্রায়॥
বীরবেশ দেখিয়া পাবেন রাম ত্রাস।
আর বার এড়েন কি জীবনের আশ॥
বিভাবরী-প্রভাতে উদিত ভানুমান।
দুইভাই করেন বাকল পরিধান॥
শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে সুঠাম।
পূর্ণচন্দ্র মুখ বর্ণ দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
হাতে বীণা করি দোঁহে করেন গমন।
মধুর ধ্বনিতে গান বেদ রামায়ণ॥
হাটে মাঠে গীত গান নগরে বাজারে।
শুনিয়া সুস্বর সবে আপনা পাসরে॥
কহিছে অমাত্যগণ রামেরে ত্বরিত।
শিশুমুখে মিষ্টগীত শুনিতে উচিত॥
আনিতে তাদের রাম করেন আদেশ।
যজ্ঞস্থানে দুইভাই করিল প্রবেশ॥
বীণা হাতে করি তারা বসিল সভায়।
রামায়ণ শুনিবারে সব লোক যায়॥
অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষে।
বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধবেশে॥

স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালনিবাসী যত জন।
আগমন করিলে শুনিতে রামায়ণ॥
বসিল পণ্ডিতগণ জ্ঞানেতে পূরিত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ চারিভিত॥
দুইভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্ব্বলোক গীত শুনে অমৃতের কণা॥
বীণাযন্ত্র বাজে আর গীত গায় স্বরে।
শুনিয়া সকল লোক আপনা পাসরে॥
চারিভাই রঘুনাথ গীতে দেন মন।
মোহিত হইল লোক শুনে রামায়ণ॥
সর্ব্বলোক সে সভায় করে কাণাকাণি।
রামের আকৃতি দুইশিশু কি না জানি॥
জটা আর বাকল যে এইমাত্র আন।
আকৃতিপ্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
এই দুইশিশুসহ করিলেন রণ।
শ্রীরামলক্ষ্মণ আর ভরতশত্রুঘন॥
যুদ্ধ করে ত্রিভুবন না পারে সহিতে।
সংসার মোহিত করে রামায়ণগীতে॥
তপস্বীর বেশ দোঁহে ধরিল এখন।
শিশু নহে দুইজন সাক্ষাৎ শমন॥
শ্রীরাম হইতে দুই বালক দুর্জ্জয়।
শ্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয়॥
কোন্ বিধি নির্ম্মাণ করিল দুইজনে।
এত গুণ ধরে কোথা আছে ত্রিভুবনে॥
এই যুক্তি তারা সব করে সর্ব্বক্ষণ।
ভুবন মোহিত হৈল শুনে রামায়ণ॥
যতেক সভার লোক অনুমান করে।
শ্রীরামের পুত্র এরা কভু নাহি নড়ে॥
গাইল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি।
সুরস সুচ্ছন্দ শান্তরস পদাবলী॥
দুইভায়ের গীত যদি হৈল অবসান।
শ্রীরাম বলেন রাখ গায়কের মান॥
শুনিয়া সে শ্রীরামের বচন লক্ষ্মণ।
অশীতিসহস্রতোলা আনেন কাঞ্চন॥
গায়কেরে দিলেন পূরিয়া স্বর্ণথালা।
পীতাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা॥
উভয় গায়ক বলে শ্রীরঘুনন্দন।
বস্ত্র-অলঙ্কারে কিছু নাহি প্রয়োজন॥
কি করিবে ধনে বস্ত্রে আর অলঙ্কারে।
বস্ত্র-অলঙ্কার রাখ আপন ভাণ্ডারে॥

শ্রীরাম বলেন হে জিজ্ঞাসি এক বাণী।
কে রচিল রামায়ণ কহ দেখি শুনি॥
ইহা যদি শুনে লোক কিবা হয় ফল।
বিশেষ জানহ যদি কহ এ সকল॥
এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ।
উঠে দুইগায়ক যে যোড় করি হাত॥
দুইশিশু বলে শুন শ্রীরঘুনন্দন।
জিজ্ঞাসিলা যত কিছু কহি বিবরণ॥
চতুর্ব্বিংশসহস্র যে শ্লোক-পরিমাণ।
পঞ্চশত সর্গে এই কাব্যের বাখান॥
যেই নর শুনিবারে করে অভিলাষ।
সর্ব্বপাপ ঘুচে তার স্বর্গে হয় বাস॥
অপুত্রক শুনিলে সে পায় পুত্রবর।
যে যাহা বাসনা করে পূর্ণ হয় তার॥
অশ্বমেধ করিলা যে শ্রীরাম এখন।
এই ফল পায় সে যে শুনে রামায়ণ॥
তুমি না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিলা মুনিবর॥
অবতার না হইতে বাল্মীকির গাথা।
আদিকাণ্ডে শ্রীরাম তোমার জন্মকথা॥
শ্রীরাম অযোধ্যাকাণ্ডে পেলে ছত্রদণ্ড।
রাজ্য হরি নিলা তাহে কৈকেয়ী পাষণ্ড॥
তব পিতা দশরথ তার বাধ্য হয়ে।
পাঠায় তোমারে বনে সত্যের লাগিয়ে॥
অযোধ্যা ছাড়িয়া গেলা তুমি বনবাসে।
শিরে হাত কান্দে সব স্ত্রী আর পুরুষে॥
সংসার দেখিয়া শূন্য কান্দে সর্ব্বলোক।
মরিলেন দশরথ পেয়ে তব শোক॥
তুমি বনে ভরত সে মাতুলের পাড়া।
চারিপুত্রসত্ত্বে রাজা হৈল বাসিমড়া॥
তৈলের ভিতরে বাসিমড়া দশরথ।
অগ্নিকার্য্য কৈল দেশে আসিয়া ভরত॥
আরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরে লঙ্কেশ্বর।
বধিলা রাক্ষস বহু মুখ্য যার খর॥
দুই শোকে বড় তাপ শ্রীরাম পাইলে।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালি মারি সুগ্রীবে লভিলে॥
সুন্দরাতে শ্রীরাম সাগর হৈলা পার।
লঙ্কায় রাবণ বীরে করিলে সংহার॥
সীতার পরীক্ষা আর রাজা বিভীষণ।
স্বর্গপিতা সম্ভাষিয়া দেশে আগমন॥

আসিয়া হইলে তুমি পৃথিবীর রাজা।
অযোধ্যায় থাকিয়া পালিছ তুমি প্রজা॥
দশহাজার বর্ষ তব প্রজার পালন।
ন হাজার বর্ষে বৃদ্ধ রাজার মরণ॥
হাজার বছর ছিল পিতৃপরমাই।
পরমায়ু পিতার পাইলে চারিভাই॥
এগারহাজার বর্ষ করিবে পালন।
সাতহাজার বর্ষে কর সীতারে বর্জ্জন॥
গীত গায় যখন মায়ের বনবাস।
তখন দোঁহার হয় গদগদ ভাষ॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সেই মুনিশাপে॥
স্বর্গবাসে যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর॥
তাহারা শিখিল গীত বাল্মীকির স্থানে।
সংসার মোহিত হয় সে গীতের তানে॥
শ্রীরাম শুনিয়া সেই রামায়ণগান।
নিজ পুত্র বলিয়া করেন অনুমান॥
লবকুশ সঙ্গীত গাইল একমাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



সীতার পাতালে প্রবেশ

একমাসে গীত যদি হইল বিরাম।
জিজ্ঞাসা করেন তবে দোঁহারে শ্রীরাম॥
আমি তোমা দোঁহারে জিজ্ঞাসি বিবরণ।
কোন্ বংশে জন্মিলা বা কাহার নন্দন॥
লব আর কুশ তবে শ্রীরামসাক্ষাতে।
ছলে পরিচয় দেন দোঁহে হেঁটমাথে॥
না জানি পিতার নাম মাতৃনাম সীতা।
বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা॥
এই পরিচয় পেয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
দুইপুত্র কোলে করি করেন ক্রন্দন॥
আর পত্নী না করিলাম নহিল সন্ততি।
কোন্ দোষে বর্জ্জিলাম সীতা গর্ভবতী॥
শ্রীরাম বলেন হে বাল্মীকি জ্ঞানবান্।
জান ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান॥
এতেক জানিয়া তুমি না কহ আমারে।
পরীক্ষা লইব সীতা আন মম ঘরে॥

যত লোক আসিয়াছে যেবা না আইসে।
শুনিয়া সীতার কথা আইল হরিষে॥
স্ত্রীপুরুষ আসিলেক সকল সংসার।
বৃদ্ধ শিশু কাণা খোঁড়া হৈল আগুসার॥
কুলবধূ যত আছে রাজার কুমারী।
সীতার পরীক্ষা শুনি এল সারি সারি॥
আসিয়া সকল নারী কহে পরস্পর।
শ্রীরাম জানেন না কি সীতার অন্তর॥
তবে কেন সীতারে দিলেন বনবাস।
কেন বা পরীক্ষা লন এ কি সর্ব্বনাশ॥
এইরূপে বামাগণ করে কাণাকাণি।
হেনকালে আইলেন বৃদ্ধা তিনরাণী॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী।
রামেরে বুঝান তিন রাজার গৃহিণী॥
লইয়া পরীক্ষা এক সাগরের পার।
কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ আর বার॥
ধন্য জনকেরে মান্য জানকীর বাপ।
হেন জনকেরে আর নাহি দিও তাপ॥
সীতারে জানিহ তিনি কমলা আপনি।
নাহিক সীতার পাপ জানে সর্ব্বপ্রাণী॥
সীতারে লইয়া তুমি থাক গৃহবাসে।
তুষ্ট হয়ে জনক যাউন নিজ দেশে॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, না কর বিষাদ।
পরীক্ষা না নিলে দিবে লোকে অপবাদ॥
মহারাজ জনকের নাহি উপবোধ।
পরীক্ষা লইলে সবে পাইবে প্রবোধ॥
রাজা হয়ে স্ত্রীর যদি না করে বিচার।
স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার॥
এত যদি রঘুনাথ বলেন নিষ্ঠুর।
কান্দিতে কান্দিতে রাণী গেলা অন্তঃপুর॥
শ্রীরাম বলেন হে বাল্মীকি তপোধন।
আপনি আপন দেশে করুন গমন।
সঙ্গে রথ লয়ে যাউক সুমন্ত্রে সারথি।
রথে করি সীতারে আনহ শীঘ্রগতি॥
মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি সুমন্ত্রে লইয়া॥
মুনির চরণে সীতা করি নমস্কার।
মুনিকে জিজ্ঞাসা করে কহ সারোদ্ধার॥
পিতাপুত্রে কেমনে হইল পরিচয়।
সে সব কহেন মুনি সীতার আলয়॥

শুনহ আমার বাক্য জনকদুহিতে।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যাহা কে পারে খণ্ডিতে॥
রামের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন।
পরীক্ষা দেখিতে এল যত দেবগণ॥
প্রথমে পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদিত।
আবার পরীক্ষা তব ললাটে লিখিত॥
একঠাঁই হইয়াছে সর্ব্বদেবগণ।
কারো বাক্য না মানেন শ্রীরঘুনন্দন॥
জানকীরে এইমত কহিলেন মুনি।
সীতার নয়নজল ঝরিল অমনি॥
মুনির তনয়া-বধূ তাপেতে আকুলি।
সে সবার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি॥
বিদায় চাহেন সীতা করি নমস্কার।
মেলানি দেহ মা দেখা নাহি হবে আর॥
মুনিপত্নী বলে, লক্ষ্মি, ছাড়ি যাহ কোথা।
বুকে শেল রহিল থাকিল মর্ম্মব্যথা॥
জানকী বলিয়া মোরা না ডাকিব আর।
না শুনিব মধুর যে বচন তোমার॥
রথেতে চড়িয়া সীতা করিল গমন।
বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন॥
মুনিস্থান ছাড়ি যান জানকী সুন্দরী।
যেই দেশে যান তিনি আলো সেই পুরী॥
নিজ দেশ অযোধ্যায় করিলা গমন।
জয় জয় হুলাহুলি লক্ষ্মী-আগমন॥
জগতের যত লোক অযোধ্যানগরে।
হেনকালে সীতা গেল সভার ভিতরে॥
ভূমিতে আছেন সীতা রথ হৈতে উলি।
রূপে পুরী আলো করে ঢাকিছে বিজুলি॥
কি কব অন্যের কথা যত মুনিগণ।
দেখিয়া সীতার রূপ সবে অচেতন॥
শ্রীরামচরণ সীতা করিল বন্দন।
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন তখন॥
চ্যবনের পুত্র যে বাল্মীকি নাম ধরি।
মন দিয়া শুন রাম নিবেদন করি॥
বহু তপ করিলাম ত্যজি ভক্ষ্য-পানি।
সীতার শরীরে পাপ আমি নাহি জানি॥
আমি জানি পাপ নাহি সীতার শরীরে।
মহাসতী সীতা আমি জানিনু অন্তরে॥
সীতা যে পরমসতী জানে এ সংসার।
সীতার চরিত্রে রাম মম চমৎকার॥
পাপমতি নহে সীতা পরমপবিত্র।
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র॥
ঘরে লহ সীতায় কি করহ বিচার।
লবকুশ দুইপুত্র সীতার কুমার॥
আমার বচন, রাম, না করিহ আন।
দুইপুত্রে লয়ে রাখ আপনার স্থান॥
এতেক বলিয়া মুনি কাঁপে বারে বার।
শাপে পুড়ে মরে পাছে সকল সংসার॥
মুনিপ্রতি শ্রীরাম কহেন যোড়হাতে।
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে॥
অগ্নিশুদ্ধা হইলেন দেববিদ্যমানে।
জানকীরে আনিলাম দেশে তেকারণে॥
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ।
বিধির নির্ব্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ॥
আর কিছু, মহামুনি, না বলিহ মোরে।
সীতার পরীক্ষা লব সভার ভিতরে॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা, শুন এ বচন।
দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্ব্বজন॥
প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগণ জানে তাহা না জানে সংসার॥
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে।
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে॥
এতেক শ্রীরাম যদি কহিলা সীতারে।
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে॥
কিবা কার্য্য রঘুনাথ মম এ জীবনে।
প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে॥
পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেববিদ্যমানে।
দেবেরা বলিলা যাহা শুনিলা আপনে॥
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস।
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস॥
মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি।
ফলমূল খাই আমি নিত্য উপবাসী॥
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান।
অগ্নিতে পরীক্ষা করি কর অপমান॥
ব্রহ্মা বলিলেন যত শুনিলা আপনি।
মৃত পিতা তোমা কত বুঝালে কাহিনী॥
সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন।
তবে সে আমারে লয়ে দেশে আগমন॥
কুলবধূ যত নারী সেই থাকে ঘরে।
সভাতে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে

সর্ব্বগুণ ধর তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয় ত উচিত॥
অদেখা হইব, প্রভু, ঘুচাব জঞ্জাল।
সংসারের সাধ নাহি যাইব পাতাল॥
আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজত্বখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ॥
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে।
সভায় পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে॥
জন্মে জন্মে, প্রভু, তুমি হয়ো মোর পতি।
আর কোন জন্মে মোর করো না দুর্গতি॥
মেলানি মাগি যে প্রভু তোমার চরণে।
ইহা কহিলেন সীতা সভাবিদ্যমানে॥
সীতার বচন যে শুনিল সর্ব্বলোকে।
লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে॥
মা হইয়া পৃথিবী মায়ের কর কাজ।
এ ঝিয়ের লাজ হৈলে তোমার যে লাজ॥
কত দুঃখ সহে, মাগো, আমার পরাণে।
সেবা করি থাকি সদা তোমার চরণে॥
উদরে ধরিলে মোরে তা কি মনে নাই।
তোমার চরণে সীতা মাগে কিছু ঠাঁই॥
এইমতে করে সীতা পৃথিবীর স্তুতি।
সপ্তপাতালেতে থাকি শুনে বসুমতী॥
সীতা নিতে পৃথিবী হইলা আগুসার।
সে সপ্তপাতাল হৈতে হৈল একদ্বার॥
অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণসিংহাসন।
দশদিক আলো করে এ মর্ত্ত্যভুবন॥
নানাবিধ বসনভূষণ পরিধান।
মূর্ত্তিমতী পৃথিবী রহিলা বিদ্যমান॥
ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে তুলিলা সিংহাসনে॥
পরীক্ষা লইতে চান লোকের কথায়।
লোক লৈয়া সুখ রাম করুন হেথায়॥
মায়ে ঝিয়ে দুইজনে থাকিব পাতালে।
সর্ব্বলোক শুনিল পৃথিবী যত বলে॥
নাহি চাহিলেন সীতা নিজ ছাওয়ালে।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে॥
পাতালে যাইতে রাম ধরে সীতা-চুলে।
হস্তে চুলমুঠা রৈল সীতা গেল তলে॥
পাতালেতে প্রবেশিয়া তিলেক না থাকি।
বৈকুণ্ঠে স্বমূর্ত্তি ধরি গেলেন জানকী॥
বৈকুণ্ঠে গেলেন লক্ষ্মী হৃষ্ট দেবগণ।
অযোধ্যানগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন॥
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল অনিবার।
হাহাকারশব্দ করে সকল সংসার॥
সীতার চরিত্রকথা শুনে যেই লোকে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য হয় পাপ নাহি থাকে॥
কৃত্তিবাস রচিল কবিত্ব চমৎকার।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে চরিত্র সীতার॥



লবকুশের বিলাপ ও ব্রহ্মাদির উপদেশ

লবকুশ শুনিয়া হাতের ফেলে বীণা।
ভূমে লোটাইয়া কান্দে ভাই দুইজনা॥
কোথা গেলে জননি গো জনকদুহিতে।
আমরা তোমার শোক না পারি সহিতে॥
তোমা বিনা, মাতা গো, অন্যকে নাহি জানি
তুমি বিনা আর কেবা দিবে অন্নপানি॥
ক্ষুধা হৈলে অন্ন দেহ জল পিপাসায়।
সংসারে দুর্ল্লভ গুণ সে গুণ তোমায়॥
দশমাস আমা দোঁহে ধরিলে উদরে।
যে দুঃখ পাইলে তাহা কে কহিতে পারে॥
ছোটকে করিলে বড় লালিয়া পালিয়া।
পলাইলে হেন পুত্র, মাতা, কারে দিয়া॥
জনকঝিয়ারী তুমি শ্রীরামঘরণী।
কোথা গেলে ফেলে লবকুশেরে জননি॥
মাতৃহীন বালক সে সর্ব্বদা অস্থির।
যার মাতা আছে তার সফল শরীর॥
আজি হৈতে দুইজন হইনু অনাথ।
না নিলে কেন গো মাতা দুইপুত্রে সাথ॥
পাইয়া বিস্তর দুঃখ গেলে মা পাতালে।
অনাথ করিয়া গেলে এ দুই ছাবালে॥
লবকুশ কান্দিতেছে লোটাইয়া ধূলি।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ননীর পুতলী॥
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর।
অন্তঃপুরে পাঠাইল মায়ের গোচর॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা এ তিনে।
যতেক প্রবোধ দেন প্রবোধ না মানে॥
মা হইয়া পুত্রেরে যে হইল নির্দ্দয়।
সে মায়ের তরে কাঁদা উচিত না হয়॥

না পাবে মায়ের দেখা গেল দূর দেশে।
পিতামহী আমরা যে আছি সবিশেষে॥
দুইনাতি প্রবোধিতে নারে তিনবুড়ী।
প্রবোধ করিতে তবে গেল তিনখুড়ী॥
বিধির নির্ব্বন্ধ, বাপু, আর কর্ম্মফলে।
এ সুখ এড়িয়া সীতা পশিল পাতালে॥
লবকুশ, উঠ বাপু, কান্দ কি কারণ।
সীতার সমান হই মোরা তিনজন॥
মাতৃসঙ্গে তোমাদের না হবে দর্শন।
আমা সবা দেখি, বাপু, সম্বর ক্রন্দন॥
দুভায়ের নেত্রজলে তিতিল মেদিনী।
প্রবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী॥
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন তিনজন।
চলিলেন অন্তঃপুরে প্রবোধকারণ॥
দুইভায়ে বসাইয়া রত্নসিংহাসনে।
তিনখুড়া প্রবোধেন মধুরবচনে॥
শুন লব শুন কুশ মোদের বচন।
অস্থির না হও, বাপু, স্থির কর মন॥
পিতা মাতা ভ্রাতা কার থাকে নিরন্তর।
অনিত্য লাগিয়া কেন হইলা কাতর॥
কালি বা পরশ্ব, বাপু, হইবে যে রাজা।
অস্থির হইলে, বাপু, কে পালিবে প্রজা॥
গঙ্গা আনিলেন রাজা নাম ভগীরথ।
তাঁর নাম গায় সদা সকল জগৎ॥
তোমা সবে বর্জ্জিলেন জানকী নিশ্চিত।
সর্ব্বলোকে গাইবেক সীতার চরিত॥
তিনখুড়া প্রবোধেন প্রবোধ না মানে।
দুইভায়ে লয়ে দিল রামবিদ্যমানে॥
দুয়ের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি।
উভয়ের নেত্রজলে তিতিল মেদিনী॥
দুয়েরে বাল্মীকিমুনি দেন পাতিয়ান।
সীতাহেতু কান্দিয়া শ্রীরাম হতজ্ঞান॥
সীতার সমান নারী না হেরি নয়নে।
কি করিব রাজা হয়ে সীতার বিহনে॥
মোর অগোচরে সীতা লইল রাবণে।
সবংশেতে মরিল সে জানকী-কারণে॥
আমার সাক্ষাতে সীতা হরিলেন ধরা।
তাহারে খুঁড়িয়া নিব সীতা মনোহরা॥
যজ্ঞেতে জনকরাজা যজ্ঞভূমি চষে।
পৃথিবীর মধ্যে সীতা উঠিলেন চাষে॥
চাষভূমি সীতার জন্মের অনুবন্ধ।
সেকারণে বসুমতী শাশুড়ী সম্বন্ধ॥
আর যত নারী জন্মে ভারতভুবনে।
সীতাহেন নারী নাহি আমার নয়নে॥
কৃতাঞ্জলি শুন বলি শাশুড়ী গর্ব্বিতা।
না দেহ আমারে দুঃখ আনি দেহ সীতা॥
কাতর হইয়া রাম বলিলেন যত।
তদুত্তর না পাইয়া জ্বলিলেন তত॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, আন ধনুর্ব্বাণ।
পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান খান॥
শাশুড়ী না দিলা তবে এই বাণ যুড়ি।
কেমনে বাঁচিবে তুমি কাহার শাশুড়ী॥
সীতা নিতে যখন হইলা আগুসার।
তখনি পাঠাইতাম যমের দুয়ার॥
পৃথিবী কাটিতে রাম পূরেণ সন্ধান।
ত্রাস পেয়ে পৃথিবী হইলা আগুয়ান॥
দেখিয়া রামের কোপ ব্রহ্মা চিন্তে মনে।
সত্বর আসিলা ব্রহ্মা রামবিদ্যমানে॥
বলিলেন, রাম, তুমি বিষ্ণু-অবতার।
সংসারে হইল তব গুণের প্রচার॥
জন্ম না হইতে রাম তোমার চরিত।
অবতার না হইতে হৈল তব গীত॥
ভূত ভবিষ্যৎ যে সকল মুনি জানে।
সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে যেই রামায়ণ শুনে॥
আদিকবি বাল্মীকি রচিল রামায়ণ।
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখবিমোচন॥
আপনি, শ্রীরাম, তুমি স্বয়ং নারায়ণ।
পৃথিবীতে তব গুণ গাহে সর্ব্বজন॥
অনাথের নাথ তুমি সকলের গতি।
পৃথিবী কাটিয়া তুমি রাখিবে অখ্যাতি॥
তোমার স্মরণে পাপীর পাপ নাহি থাকে।
বিকল হইলে, রাম, জানকীর শোকে॥
ইন্দ্র-আদি করিয়া দেবতা আর ঋষি।
তব সঙ্গে রামায়ণ শুনে ভালবাসি॥
দেবগণ মুনিগণ বসিয়া কৌতুকে।
মহাসুখে রামায়ণ শুনে সর্ব্বলোকে॥
বাল্মীকি রচিল যেই অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ-অবসান॥
এইরূপে ব্রহ্মা প্রবোধেন নানা ছলে।'
শ্রীরামেরে পৃথিবী বলেন হেনকালে॥

শ্রীরাম আমারে কোপ কর অনুচিত।
অবশ্য ভুগিতে হয় ললাটে লিখিত॥
কোন্ দোষে মম কন্যা দিলে বনবাস।
বনবাস দিয়া কেন আন নিজ বাস॥
আমার নিকটে কন্যা তিলেক না থাকে।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া তিনি গেলেন স্বলোকে॥
বিষ্ণুস্থানে হইলেন আপনি কমলা।
নাগলোকে সঞ্চারিলা সীতা এককলা॥
মর্ত্ত্যে আছে যত লোক পূজেন দেবতা।
এককলা তথায় সে সঞ্চারিলা সীতা॥
দৈবযোগে সীতা সঞ্চারিলা তিনলোক।
সীতার লাগিয়া, রাম, কেন কর শোক॥
এই লোকে সীতাসনে নাহি দরশন।
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে হবে সম্ভাষণ॥
সে সীতা স্পর্শিল যেবা হইলেক সতী।
তাঁহার সমান নহে লক্ষ্মী ভগবতী॥
এত যদি পৃথিবী রামেরে বলে বাণী।
হেনকালে শ্রীরামেরে প্রবোধেন মুনি॥
সীতার লাগিয়া কেন করহ রোদন।
ভালমতে প্রভাতে শুনিহ রামায়ণ॥



শ্রীরামের অশ্বমেধযজ্ঞসমাপন ও পুনর্ব্বার রামায়ণগান

ভালমতে প্রভাতকৃত্য করি সমাপন।
বসিলেন শ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ॥
সঙ্গীত শুনিতে রাম বসেন সভায়।
রামের তনয় দুটি রামায়ণ গায়॥
হাতে বীণা করিয়া ললিত গীত গায়।
শুনিয়া সকল লোক মোহিত সভায়॥
যজ্ঞ-অবসানে গীত ছিল অবশেষ।
গাইতে লাগিল গীত তাহার বিশেষ॥
কালপুরুষের সনে রামের দর্শন।
সংসার ছাড়িয়া রাম করিবে গমন॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সে মুনির শাপে॥
বৈকুণ্ঠেতে যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর॥
এই গীত শুনি রাম দুঃখিত অন্তরে।
বিদায় করেন সর্ব্বলোকে যজ্ঞপরে॥

বিপ্র সব তুষ্ট হৈল শ্রীরামের দানে।
ধনী হয়ে মুনিগণ গেলা নিজ স্থানে॥
মেলানি করিয়া দেশে যায় বিভীষণ।
সুগ্রীব-অঙ্গদ চলে লয়ে কপিগণ॥
বিদায় লইয়া চলে পৃথিবীর রাজা।
নানাধনে শ্রীরাম করেন সবে পূজা॥
জনকরাজারে রাম করেন স্তবন।
যজ্ঞের দক্ষিণা দেন বহুমূল্য ধন॥
বাল্মীকি প্রভৃতি করি যত মহামুনি।
নিজ স্থানে গেলা সবে করিয়া মেলানি
ব্রহ্মা-আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
সমস্ত উত্তরাকাণ্ডে অপূর্ব্ব কথন॥
এ উত্তরাকাণ্ডে লবকুশের বাখান।
কৃত্তিবাস গায় গীত অমৃতসমান॥



সীতাবিরহে শ্রীরামের খেদোক্তি

শ্রীরাম দেখেন শূন্য সীতার বিহনে।
নেত্রনীর শ্রীরামের বহে রাত্রিদিনে॥
পাত্র মিত্র মাতা ও বিমাতা সহোদর।
বিবাহ করিতে রামে বুঝান বিস্তার॥
কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী।
অনুমান করিছে দিবসবিভাবরী॥
রঘুনাথ করিবেন বিবাহ নিশ্চয়।
না জানি কে ভাগ্যবতী রামপত্নী হয়॥
এই যুক্তি তারা সবে করে সর্ব্বক্ষণ।
বিবাহে বিমুখ কিন্তু শ্রীরামের মন॥
'সতী সীতা' বলি রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা বিনা শ্রীরামের অন্যে নাহি মন॥
'সীতা সীতা' বলি রাম ডাকেন বিস্তর।
সীতা নাহি শ্রীরামেরে কে দিবে উত্তর॥
স্বর্ণসীতাপানে রাম একদৃষ্টে চান।
উত্তর না পেয়ে তাঁর আরো দুঃখী পান॥
জগতের নাথ রাম এমন বিকল।
তাঁহার ক্রন্দনে লোক কান্দিল সকল॥
সীতারে ভাবিয়া রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



ভরতকর্ত্তৃক কেকয়দেশে তিনকোটি গন্ধর্ব্ববধ ও শ্রীরামাদির অষ্টপুত্রের রাজ্যাভিষেক

এগারহাজার বর্ষ লোকের পালন।
পাত্রমিত্র সুখে আছে আরো প্রজাগণ॥
চারিভায়ের মা মরে কাল-অবসানে।
ভাণ্ডার বিলান রাম নানাবিধ দানে॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সুন্দরী।
দশরথনৃপতির প্রিয়সহচরী॥
ক্রমে মরিলেন আর সাতশত রাণী।
নিজালয়ে আনিলেন ক্রমে দণ্ডপাণি॥
দশরথভূপতির সঙ্গে নানামতে।
সুখে যায় সুরপুরে চড়ি দিব্যরথে॥
যাঁর পুত্র ভগবান রাম মহামতি।
স্বর্গে বাস তাঁর কেবা করয়ে ব্যাহতি॥
পাত্র মিত্রসহ রাম রত রাজকার্য্যে।
কেকয়দেশের দ্বিজ আইল সে রাজ্যে॥
দধিদুগ্ধ আর মধু কলসী কলসী।
সন্দেশ অমৃততুল্য আনে রাশি রাশি॥
মৃত পক্ষী জীব জন্তু আনে যত পারে।
অন্য অন্য দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে॥
বসনভূষণ আর নানা-অস্ত্র আনে।
রাখিল সকল দ্রব্য রামবিদ্যমানে॥
লোমশ গন্ধর্ব্বরাজা সর্ব্বলোকে জানে।
দৌরাত্ম্য আমার রাজ্যে করে রাত্রিদিনে॥
আপনি আসিয়া তারে করহ দমন।
অথবা শ্রীরাম তুমি পাঠাও নন্দন॥
মামার সংবাদ পেয়ে রাম হরষিত।
ডাক দিয়া ভরতেরে কহেন ত্বরিত॥
শত্রুজিৎ মামা মোর কে না তাঁরে জানে।
পাঠাইলেন বার্ত্তা এই দ্বিজবরস্থানে॥
তিনকোটি গন্ধর্ব্ব সে বড়ই দুর্জ্জয়।
তাঁর রাজ্য নিতে চাহে বড় পাই ভয়॥
দুইপুত্র তোমার যে সমরে প্রখর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় তাঁরা দোঁহে ধনুর্দ্ধর॥
গন্ধর্ব্ব মারিয়া দুইপুত্রে কর রাজা।
রাজ্য বসাইয়া যে পালহ সুখে প্রজা॥
আছিল গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র রামের প্রধান।
সেই সে গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র তাঁরে দেন দান॥
দুইপুত্র লইয়া ভরত তথা যান।
ধায় প্রেতপিশাচ করিতে রক্তপান॥
সসৈন্যে ভরত যান মাতুলের ঘরে।
রহিল সামন্তসৈন্য বাটীর বাহিরে॥
দেখি ভাগিনেয়ে হরষিত শত্রুজিৎ।
ভোজন করিয়া দোঁহে বসিল সহিত॥
এইরূপে প্রভাতা হইল বিভাবরী।
তিনকোটি গন্ধর্ব্ব আইল ত্বরা করি॥
চারিভিতে মারে শেল জাঠি ও ঝকড়া।
অস্ত্রবিদ্ধে ভরতের পড়ে হাতীঘোড়া॥
সাতদিন যুদ্ধ হৈল কারো নাহি জয়।
দেখিয়া অমরগণে লাগিল বিস্ময়॥
গন্ধর্ব্ব না মারা যায় অতি ভয়ঙ্কর।
ভরত গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র ছাড়েন সত্বর॥
একবাণে জন্মিল গন্ধর্ব্ব তিনকোটি।
ছয়কোটি গন্ধর্ব্বে লাগিল কাটাকাটি॥
সহজে গন্ধর্ব্বজাতি বড়ই দুর্নীত।
তাহাতে অধিক যুদ্ধ জ্ঞাতির সহিত॥
ছয়কোটি গন্ধর্ব্বে উঠিল মহামার।
গন্ধর্ব্ব-অস্ত্রেতে হয় গন্ধর্ব্বসংহার॥
গন্ধর্ব্ব মারিয়া বসাইল দেশ এক।
দুইপুত্রে ভরত করিল অভিষেক॥
পুষ্করের জন্য রাম দিলা সেই পুরী।
পুষ্করদেশেতে সে পুষ্কর-অধিকারী॥
দ্বাদশ বৎসরে বসাইয়া সেই পুরী।
আইলেন শ্রীভরত অযোধ্যানগরী॥
মহাহ্লাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ।
শুনিয়া গন্ধর্ব্ববধ হরষিতমন॥
শ্রীরাম বলেন যোগ্য ভরতকুমার।
দুই ভাইপোয়ে দেন রাজ্য-অধিকার॥
চন্দ্রকেতু-অঙ্গদ এ দুই সহোদর।
রামের আজ্ঞায় দোঁহে হৈল দণ্ডধর॥
অঙ্গদ পাইল মল্লদেশে অধিকার।
অশ্বদেশ-অধিপতি চন্দ্রকেতু আর॥
লক্ষ্মণের দুইপুত্র হইলেক রাজা।
রাজ্য বসাইয়া পালে বিধিমতে প্রজা॥
শত্রুঘ্নের দুইপুত্র পরমসুন্দর।
শত্রুঘাতী-সুবাহু এ দুইসহোদর॥
চারিভাইয়ের অষ্টপুত্র হৈল মহামতি।
শত্রুঘ্নের দুইপুত্র মথুরাধিপতি॥
লবকুশ পাইলেন অযোধ্যা-নন্দিগ্রাম।
অষ্টজনে অষ্টরাজ্য দিলেন শ্রীরাম॥

এগারহাজার বর্ষ রামের পালনে।
পাত্রমিত্র-আদি সুখে আছে সর্ব্বজনে॥
কৃত্তিবাসকবিত্ব অমৃতে আমোদিত।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে-রামের চরিত॥



কালপুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণবর্জ্জন

পরে কালপুরুষ সে সংসারবিনাশী।
অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়া সন্ন্যাসী॥
সভাতে বসিয়া রাম দুয়ারী লক্ষ্মণ।
রীতিমত বসিয়াছে পাত্রমিত্রগণ॥
হেনকালে আসি কালপুরুষ বলিল।
আমি দূত সে ব্রহ্মার ব্রহ্মা পাঠাইল॥
লক্ষ্মণ, রামের কাছে কর নিবেদন।
তাঁহাব সহিত আছে কথোপকথন॥
শ্রীবামের কাছে গিয়া লক্ষ্মণ সম্ভ্রমে।
যোড়হাত করি তবে জানান্ শ্রীরামে॥
আইল ব্রহ্মার দূত দ্বারে আচম্বিতে।
আজ্ঞা কর, রঘুনাথ, উচিত আনিতে॥
শ্রীরাম বলেন আন করি পুরস্কার।
কি হেতু আইল দূত জানি সমাচার॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
কালপুরুষেরে নিল রামের গোচর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাম দিলেন আসন।
যোড়হস্তে জিজ্ঞাসেন কহ প্রয়োজন॥
সে কালপুরুষ বলে শুনহ বচন।
যে কথা কহিব পাছে শুনে অন্য জন॥
এ সময়ে যে করিবে হেথা আগমন।
ব্রহ্মার বচনে তারে করিবে বর্জ্জন॥
এই সত্য ব্রহ্মার যে করিবে পালন।
দ্বাররক্ষাহেতু তবে রাখ একজন॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
সাবধানে থাক না আইসে কোন জন॥
অধিক কি কহিব যে দ্বারপানে চায়।
তাহাকে ত্যজিব আমি জানিহ নিশ্চয়॥
এই সত্য করিলাম দূতের গোচরে।
সাবধানে লক্ষ্মণ রহিবা তুমি দ্বারে॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে না যায় খণ্ডন।
কালপুরুষের সঙ্গে হয় সম্ভাষণ॥

সে কালপুরুষ বলে পরিচয় করি।
মর্ত্ত্যেতে রহিলে শূন্য বৈকুণ্ঠনগরী॥
সংসারের লোক নাশি মোর দূতে আনে।
তোমারে লইতে আমি আইনু আপনে॥
ব্রহ্মার বচন, রাম, কর অবধান।
সংসার ছাড়িয়া তুমি চল নিজ স্থান॥
এগারহাজার বর্ষ অবতার করি।
ভুলিয়া রহিলা, প্রভু, যেমন সংসারী॥
কহিবার যোগ্য নহে মর্ত্ত্যের ভিতর।
আমারে কি আজ্ঞা, রাম, বলহ সত্বর॥
শ্রীরাম বলেন, যম, যে কহ এখন।
সংসার ছাড়িয়া আমি করিব গমন॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না যায় খণ্ডন।
ব্রহ্মার মায়াতে দুর্ব্বাসার আগমন॥
সভা করি দ্বারে বসি আছেন লক্ষ্মণ।
মুনি বলে গিয়া করি রামসম্ভাষণ॥
লক্ষ্মণ বলেন কৃপা কর দাস বলে।
ব্রহ্মার দূতের সনে আছেন বিরলে॥
যে কর্ম্ম সাধিবে করি রামসম্ভাষণ।
আজ্ঞা কর সাধি আমি সেই প্রয়োজন॥
কুপিল দুর্ব্বাসামুনি লক্ষ্মণের প্রতি।
লক্ষ্মণের পানে চাহি কহে কোপমতি॥
লক্ষ্মণ আমার শাপে কার বাপে তরি।
শাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্যানগরী॥
যত রাজাখণ্ড আজি করিব সংহার।
পোড়াইয়া অযোধ্যা করিব ছারখার॥
বালকবনিতাবৃদ্ধ আজি করি ধ্বংস।
দশরথভূপতিরে করিব নির্ব্বংশ॥
দেখিয়া মুনির কোপ লক্ষ্মণের ত্রাস।
ভাবেন আমার লাগি হয় সর্ব্বনাশ॥
বুঝি রাম করিবেন আমারে বর্জ্জন।
এড়াইতে নারি আমি ললাটলিখন॥
বর্জ্জন-মরণ দুই একই প্রকার।
আমাহেতু বংশ কেন হইবে সংহার॥
আমারে বর্জ্জিলে আমি মরি একজন।
পিতৃবংশ নাশ করি কিসের কারণ॥
পূর্ব্বকথা লক্ষ্মণের পড়িলেক মনে।
এ বর্জ্জন সুমন্ত্র কহিল তপোবনে॥
কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন।
মুনিকে লইয়া তথা গেলেন লক্ষ্মণ॥

কালপুরুষেরে তবে করিয়া বিদায়।
প্রণাম করেন রাম মুনি দুর্ব্বাসায়॥
বিনয়ে বলেন রাম কোন্ প্রয়োজন।
দুর্ব্বাসা বলেন চাহি উচিত ভোজন॥
একবর্ষ করিয়াছি আমি অনাহার।
দেহ অন্নব্যঞ্জন যে অমৃতসুসার॥
দুর্ব্বাসার কথাতে রামের হৈল হাস।
একবর্ষ কেমনে করিলে উপবাস॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, এ নহে কারণ।
অনুমানে বুঝি হে মজিল পুরীজন॥
ভোজন দিলেন রাম অমৃতসুসার।
ভোজন করিয়া মুনি গেল নিজাগার॥
শ্রীরাম বলেন মুনি পাড়িল প্রমাদ।
কেমনে বর্জ্জিব ভাই করেন বিষাদ॥
কালপুরুষের সঙ্গে আলাপ যখন।
দুর্ব্বাসার সঙ্গে গেল লক্ষ্মণ তখন॥
সত্য যদি লঙ্ঘি তবে ব্যর্থ এ জীবন।
সত্য যদি পালি হয় লক্ষ্মণবর্জ্জন॥
লক্ষ্মণে বর্জ্জিত রাম অত্যন্ত বিকল।
বশিষ্ঠনারদ-আদি ডাকেন সকল॥
কেমনে করেন রাম সত্যের পালন।
সভামধ্যে শ্রীরাম কহেন বিবরণ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা আর রাজ্যধন।
ইঁহার অধিক মোর ভাই যে লক্ষ্মণ॥
সকলি ত্যজিতে পারি জানকী সুন্দরী।
লক্ষ্মণ বিহনে আমি রহিতে না পারি॥
মুনিরা বলিছে, রাম, কি ভাবিছ মনে।
সত্য যদি পাল তবে বর্জ্জহ লক্ষ্মণে॥
যদি সত্য লঙ্ঘ হয় ব্যর্থ এ জীবন।
লক্ষ্মণ বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন॥
সত্যহেতু তব পিতা তোমা পুত্রে বর্জ্জে
সত্য পালি মরিয়া গেলেন স্বর্গরাজ্যে॥
ছত্রদণ্ডধর তুমি হৈল অধিবাস।
পিতৃসত্য পালিতে যে গেলে বনবাস॥
অগ্নিশুদ্ধা এড় সীতা পরমাসুন্দরী।
সীতা এড়ি রাজ্য এড় হয়ে ব্রহ্মচারী॥
এ সব বর্জ্জিতে, রাম, না কর মন্ত্রণা।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিতে কেন এত আলোচনা॥
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
আমারে বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন॥

সত্য যদি লঙ্ঘ তবে বড় অনাচার।
তুমি সত্য লঙ্ঘিলে যে মজিবে সংসার॥
যত কিছু আজি, রাম, আমার কারণ।
বুঝিবে তোমার মায়া বল কোন্ জন॥
সংসার ছাড়িলে, রাম, ঘুচে মায়ামোহ।
দুইভাই কোলাকুলি চক্ষে পড়ে লোহ॥
সভায় বলেন রাম বর্জ্জিনু লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণপশ্চাতে আমি করিব গমন।
শুনি সর্ব্বলোকের চক্ষেতে পড়ে পানি।
চলিল লক্ষ্মণবীর করিয়া মেলানি॥
এড়েন হাতের বেত্র গাত্র-আভরণ।
শ্রীরামেরে প্রদক্ষিণ করিলা লক্ষ্মণ॥
বন্দিলেন শ্রীবশিষ্ঠনারদচরণ।
আর যত বন্দিলেন কুলের ব্রাহ্মণ॥
ভরতের পদদ্বয় করেন বন্দন।
ভরত কাতর অতি করেন ক্রন্দন॥
প্রজাসমূহের প্রতি কহেন লক্ষ্মণ।
সম্প্রীতিতে বিদায় করহ প্রজাগণ॥
প্রজাগণ বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা কেমনে হে ধরিব জীবন॥
লক্ষ্মণ শ্রীরামপদে করেন প্রণতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন ভক্তি তোমাপ্রতি॥
লক্ষ্মণের বাক্যে রাম হইয়া কাতর।
অচেতন হইলেন নাহিক উত্তর॥
পাত্রমিত্রপ্রতি বীর করিলা মেলানি।
চাহিয়া সবার পানে চক্ষে পড়ে পানি॥
রাজ্যখণ্ড-আদি করি সহ সর্ব্বজন।
সরযূনদীর তীরে করেন গমন॥
প্রার্থনা করেন তারে করিয়া প্রণাম।
আমাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রীরাম॥
সরযূর স্রোত বহে অতি খরশান।
লক্ষ্মণ নামিয়া স্রোতে ত্যজিলেন প্রাণ॥
নরদেহ পরিহরি গেলেন গোলোক।
অযোধ্যানগরে যে বাড়িল মহাশোক॥
হাহাকাররোদন উঠিল চতুর্দ্দিক।
বিলাপ করেন রাম বর্ণিতে অধিক॥
আমারে এড়িয়া গেলা কোথায় লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা না রাখিব বিফল জীবন॥
সীতা বর্জ্জিনু আমি লোক-অপবাদে।
তোমারে বর্জ্জিনু, ভাই, কোন্ অপরাধে॥

লক্ষ্মণবর্জ্জনে মোর মিথ্যা এ সংসার।
লক্ষ্মণসমান ভাই না পাইব আর ॥
লক্ষ্মণবিহনে আমি থাকি কি কুশলে।
যে জলে নামিল ভাই নামিব সে জলে
যে দিকে লক্ষ্মণ গেল উত্তর সে দিক।
লক্ষ্মণ-বিহনে প্রাণ রাখাই সে ধিক্ ॥
করিলা বিস্তর সেবা হইয়া সদয়।
তোমা বর্জ্জিলাম আমি হইয়া নির্দ্দয় ॥
লক্ষ্মণের মরণে কাতর প্রাণ অতি।
ছত্রদণ্ড ধরিতে না চান রঘুপতি ॥
ভরতে করিতে রাজা শ্রীরামের মতি।
ভরত কহেন কিছু শ্রীরামের প্রতি ॥
এতকাল নানা সুখ করিলাম রাম।
যাইতে তোমার সঙ্গে এবে মনস্কাম ॥
ভারতের কথা শুনি শ্রীরাম উদাস।
হেঁটমাথা করি রাম ছাড়েন নিশ্বাস ॥
শ্রীরাম বলেন শুন আমার উত্তর।
শত্রুঘ্নে আনিতে দূত পাঠাও সত্বর ॥
রামের আজ্ঞায় দূত পাঠাইল ত্বরা।
তিনদিবসেতে গেল নগর মথুরা ॥
শত্রুঘ্নের ঠাঁই দূত কহে কাণে কাণে।
চলিল সকল লোক শ্রীরামের সনে ॥
ভরতাদি করিয়া যতেক পুরজন।
শ্রীরামের সঙ্গে স্বর্গে করিবে গমন ॥
রামের বর্জ্জনে ছাড়ে লক্ষ্মণ শরীর।
লক্ষ্মণবর্জ্জনে রাম হলেন অধীর।
মহারাজ শত্রুঘন না ভাবিহ মনে।
সত্বরে চলহ তুমি রামসম্ভাষণে ॥
এত শুনি শত্রুঘ্ন করেন হেঁটমাথা।
পাত্রমিত্রে আনিয়া কহেন সব কথা ॥
সুবাহু পুত্রেরে করেন মথুরায় রাজা।
সাবধানে পালিতে কহেন সব প্রজা ॥
দুইপুত্রপ্রতি রাজ্য করি সমর্পণ।
অযোধ্যায় করিলেন যাত্রা শত্রুঘন ॥
তিনদিবসেতে আসি অযোধ্যা নগরী।
প্রণাম করেন শ্রীরামের পদ ধরি ॥
শত্রুঘ্নে দেখিয়া রাম হরষিতমন।
পুনশ্চ রামের পদ বন্দে শত্রুঘন ॥
তোমার চরণ বিনা আর নাহি গতি।
স্বর্গবাসে যাব, প্রভু, তোমার সংহতি ॥
যোড়হস্তে শ্রীরামেরে কহে সর্ব্বলোকে।
তোমার প্রসাদে, রাম, স্বর্গে যাব সুখে ॥
তোমার জীবনে রাম সবার জীবন।
তোমার মরণে, প্রভু, সবার মরণ ॥
শুনিয়া শ্রীরাম করিলেন অঙ্গীকার।
আমার সহিতে চল বাঞ্ছা থাকে যার ॥
জীবনের আশা ছাড়ি সবার এ আশ।
শ্রীরামের সঙ্গে গিয়া করে স্বর্গবাস ॥
তিনকোটি রাক্ষসে আইল বিভীষণ।
সুগ্রীব-অঙ্গদ এল সহ কপিগণ ॥
নল-নীল আইল সে মন্ত্রী জাম্বুবান।
মহেন্দ্র-দেবেন্দ্র এল বীর হনুমান ॥
আর যত লোক ছিল অযোধ্যানগরে।
যত যত লোক ছিল পৃথিবীভিতরে ॥
স্ত্রীপুরুষ এল সবে অযোধ্যানগরে।
বালবৃদ্ধ-আদি কেহ নাহি রহে ঘরে।
রামের নিকটে সবে এল শীঘ্রগতি।
যোড়হাত করি সব রামে করে স্তুতি ॥
কতবার দেখিলাম দেব ত্রিলোচন।
কত কত দেখিলাম সিদ্ধ ঋষিগণ ॥
শুনিলাম গন্ধর্ব্বের গীত মনোহর।
বিদ্যাধরী নৃত্য করে দেখিনু বিস্তর ॥
তোমার বিহনে, রাম, থাকি কোন্ সুখে।
তোমার পাছেতে মোরা যাব স্বর্গলোকে ॥
পৃথিবীর যত লোকে যোড় করে হাত।
একে একে সবারে বলেন রঘুনাথ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন রাজা বিভীষণ।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন ॥
হইয়া লঙ্কার রাজা থাক চারিযুগে।
আর কিছু না বলিহ আজি মোর আগে ॥
শুন বলি তোমারে যে পবননন্দন।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন ॥
যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে।
চন্দ্রসূর্য্য যতকাল জগতে প্রচারে ॥
তাবৎ থাকহ তুমি হইয়া অমর।
তোমার প্রসাদে মুক্ত হবে চরাচর ॥
হনুমান বলে নাহি চাহি স্বর্গবাস।
তোমার যে গুণ শুনি এই অভিলাষ ॥
শ্রীরাম তোমার নাম হইবে যেখানে।
সেইখানে সুস্থির থাকিব রাত্রিদিনে ॥

হনূপ্রতি বলেন শ্রীকমললোচন।
তুমি আমি একদেহ করিবা গণন॥
আমা ভক্ত কপি তুমি পরমসুস্থির।
যেই তুমি সেই আমি একই শরীর॥
ব্রহ্মার বরেতে চারিযুগে চিরজীবী।
আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী॥
শুন বলি মহাজ্ঞানী মন্ত্রী জাম্বুবান।
চারিযুগে অমর তুমি ব্রহ্মার কল্যাণ॥
আরবার হক তব প্রথম যৌবন।
তোমারে জিনিতে না পারিবে কোনজন॥
আরবার আমি যদি হই অবতার।
তব সঙ্গে দেখা তবে হইবে আমার॥
আর যত মনুষ্য আসুক মোর সনে।
স্বর্গবাসে যাইতে যাহার থাকে মনে॥
দিলেন শ্রীরাম লবকুশে ছত্রদণ্ড।
হাতে হাতে সমর্পেন যত রাজ্যখণ্ড॥
হনুমান জাম্বুবান মহেন্দ্র বানর।
লবকুশসনে দেন করিয়া দোসর॥
বিভীষণে আনি রাম করি সমর্পণ।
লবকুশে রাজা করি করেন গমন॥



শ্রীরাম, ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহণ

স্বযাত্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার।
রাম গেল পৃথিবী হইল অন্ধকার॥
অযোধ্যা ছাড়িয়া রাম করেন গমন।
বশিষ্ঠনারদ-আদি সঙ্গে মুনিগণ॥
অবধূত সন্ন্যাসী চলিল সারি সারি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চারি॥
হাতে লড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া কাণা।
শ্রীরামের সঙ্গে যায় না মানিল মানা॥
স্থাবরজঙ্গম চলে শ্রীরামের সনে।
গাছে পক্ষী না রহে না পশু রহে বনে॥
ভূতপ্রেতপিশাচ চলিল অন্তরীক্ষে।
হরিষ হইয়া যায় উত্তরের দিকে॥
রাজ্যখণ্ড সব গেল হেমন্তপর্ব্বতে।
একচাপে যায় লোক ছমাসের পথে॥
সংসার ছাড়িয়া রাজা যায় লক্ষ লক্ষ।
নপুংসক চলিল যে অন্তঃপুররক্ষ॥

চলিল সুগ্রীবরাজা শ্রীরামের মিত।
ছত্রিশকোটি সেনাপতি চলিল ত্বরিত॥
ব্রহ্মা আনিলেন রথ শ্রীরামে লইতে।
বৈকুণ্ঠে আসিবে প্রভু জগৎসহিতে॥
তিনকোটি রথ এল দেবলোকে দেখে।
আকাশ যুড়িয়া রথ রহে অন্তরীক্ষে॥
জাহ্নবী-সরযুনদী একঠাই বহে।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযুতে রহে॥
মুক্ত পূর্ব্বপুরুষ যে সরযুর জলে।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযূতে উলে॥
সরযূর স্রোত বহে অতি খরশান।
স্রোতে নামি তিনভাই ত্যজিলেন প্রাণ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবরিষণ।
সরযূতে তিনভাই ত্যজেন জীবন॥
নরদেহ ছাড়িয়া গেলেন তিনজন।
বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু গিয়া দেন দরশন॥
শ্রীরামভরত ও লক্ষ্মণশত্রুঘন।
মিলি হইলেন একদেহ নারায়ণ॥
সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে।
লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে॥
বৈকুণ্ঠনাথ যদি আইলা ভগবান।
ব্রহ্মারে ডাকিয়া কিছু কহেন বিধান॥
আমার সহিত যত আসিয়াছে প্রাণী।
কোথায় থাকিবে তারা কিছুই না জানি॥
বিরিঞ্চি বলেন শুন রাজীবলোচন।
সন্তান নামেতে স্বর্গ করেছি সৃজন॥
সেইখানে আসিয়া রহিবে সর্ব্বজন।
বাঞ্ছা করে যেখানে থাকিতে দেবগণ॥
যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ।
পরলোকে এই স্বর্গে করিবে গমন॥
ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার।
গোবিন্দ ভাবিয়া লোক পায় ত নিস্তার॥
শ্রীরামের ভক্ত যে পাইল স্বর্গবাস।
ইহা দেখি ব্রহ্মার সে মনে হৈল ত্রাস॥
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে করিছেন স্তুতি।
তোমা-দরশনে নাথ পাইনু নিষ্কৃতি॥
আগমপুরাণ যত মীমাংসাবেদান্ত।
তোমার মহিমা রাম কে পাইবে অন্ত॥
আমাহেন কোটি ব্রহ্মা নাহি পায় সীমা।
এমনি অনন্ত তুমি অনন্তমহিমা॥

পুণ্যবৃদ্ধি হয় রামে করিলে স্মরণ।
পাপে পাপী মুক্ত হয় শুনি রামায়ণ॥
চারিবেদ সহস্র নামে যত ফল হয়।
রামনামে তার কোটিগুণ ফলোদয়॥
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস॥
অপুত্রক লোক যদি পায় পুত্রফল।
সপ্তকাণ্ড শুনি পায় অশ্বমেধফল॥
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড॥

সমাপ্ত